কোরআনের
পূর্ণাঙ্গ সহজ সরল বাংলা
অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

AL QURAN ACADEMY LONDON

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

কুর'আনের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমেদ

প্রকাশক

খাদিজা আখতার রোজায়ী,

ডিরেক্টর, আল- কুর'আন একাডেমী লণ্ডন

সুইট ৫০১, ইন্টারন্যাশনাল হাউস,২২৩ রিজেন্ট স্ট্রীট,লণ্ডন W1 B 2 QD

ফোন & ফ্যাক্সঃ ০০৪৪০২০৭২৭৪৯১৬৪ , মোবাইলঃ৭৯৫৬৪৬৬৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টারঃ

১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন & ফ্যাক্সঃ ০০৮০-২-৮১৫ ৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্রঃ ৩৬২ ওয়ারলেস রেলগেট, (মাসজিদ কমপ্লেক্স, ২য় তলা)

১১ ইসলামিক টাওয়ার (নিচ তলা), স্টল নং-৩৬, বাংলা বাজার, ঢাকা।

ফোন & ফ্যাক্সঃ ০০৮৮০-২-৯৩৩৯৬১৫, মোবাইলঃ ০১৮১৮৩৬৩৯৯৭

প্রথম প্রকাশ, শাওয়াল ১৪২৮, নভেম্বর ২০০৭

পঞ্চম মুদ্রণ, শাওয়াল ১৪৩০, অক্টোবর ২০০৯

Simple Bengali Translation of Holy Quran
Hafiz Munir Uddin Ahmed

Published by

Khadija Akhter Rezayee

Director, Al Quran Academy London

Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD

Phone & Fax: 004402072749164 Mobile: 7956466955

Online Version Published By
www.QuranerAlo.com

Bangladesh Centre:

17 A-B Concord Regency, 19 West Panthapath, Dhanmondi, Dhaka

Phone & Fax: 0080-2-815 8526

Sales Centre: 362 Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st floor)

11 Islamic Tower (Grand Floor), Stall No- 36, Bangla Bazaa, Dhaka

Phone & Fax: 00880-2-9339615, Mobile: 01818363997

1st Published Shawal 1428, Nobember 2007

5th Impression Shawal 1430, October 2009

Email: info@alquranacademy.co.uk

Website: www.alquranacademy.co.uk

ISBN-984-8490-40-X

If you encounter any spelling mistake (though every effort has been made to avoid them) please send an email to info@quraneralo.com

If you can't see bangle fon't CLICK HERE!

কুর'আনের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

সূরা 'আল ক্বামার' মক্কায় অবতীর্ণ ক্বুরানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। আল্লাহ তা'আলা এই সূরায় একটি বিশেষ আয়াত চার বার উল্লেখ করেছেন। সে বিশেষ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, **'অবশ্যই আমি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে ক্বুরানকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি তোমাদের মাঝে কেউ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার?'**

বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ ক্বুরান পাঠকের মতো আমার মনকেও এক সময় এই আয়াতটি দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। বিশেষ করে যখন দেখি আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা আলোর এই একমাত্র উৎসটির ভাষান্তর করতে গিয়ে মানুষরা একে সহজ করার বদলে দিন দিন কঠিন ও দুর্বোধ্য করে ফেলছে। যে 'আলো' একজন পথিককে আঁধারে পথ দেখাবে তা যদি নিজেই স্বচ্ছ না হয় তাহলে 'আলো' সামনে থাকা সত্ত্বেও পথিক তো আঁধারেই হোঁচট খেতে থাকবে।

ক্বুরান লওহে মাহফুযের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার কালাম, এর ভাষাশৈলী, এর শিল্প সৌন্দর্য্য সবই আল্লাহ তা'আলার একান্ত নিজস্ব। এ কারণেই বিশ্বের সব ক্বুরান গবেষকই মনে করেন, এই মহান গ্রন্থের যথার্থ ভাষান্তর কিংবা এর পূর্ণাংগ অনুবাদ কোনোটাই মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁর কাছে এই বিস্ময়কর গ্রন্থটি নাযিল করা হয়েছিলো তাঁকে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এই কিতাবের মর্মোদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছিলো। এমনকি ক্বুরান যাদের সর্বপ্রথম সম্বোধন করেছিলো রসূল - সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সে সাহাবীরাও ক্বুরানের কোনো বক্তব্য অনুধাবনের ব্যাপারে মতামত দেয়ার আগে রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। যদিও তারা নিজেরা সে ভাষায়ই কথা বলতেন, যে ভাষায় ক্বুরান নাযিল হয়েছিলো। সম্ভবত এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামদের বিদায়ের বহুকাল পরও ভিন্ন ভাষাভাষী ক্বুরানের আলেমরা ক্বুরানের অনুবাদ কাজে হাত দিতে সাহস করেননি, কিন্তু দিনে দিনে ক্বুরানের আলো যখন আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে অনারব জনপদে ছড়িয়ে পড়লো, তখন ক্বুরানের প্রয়োজনে তথা ভিন্ন ভাষাভাষীদের সামনে ক্বুরানের বক্তব্য তুলে ধরার জন্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকলো না। এমনি করেই অসংখ্য আদম সন্তানের অগণিত ভাষায় ক্বুরান অনুবাদের যে স্রোতধারা শুরু হলো, আমাদের মায়ের ভাষা বাংলায়ও একদিন এর প্রভাব পড়লো। ক্বুরানের পণ্ডিত ব্যক্তিরা একে একে এগিয়ে এলেন নিজেদের স্ব-স্ব জ্ঞান গরিমার নির্যাস দিয়ে এই অনুবাদ শিল্পকে সাজিয়ে দিতে।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর শত শত বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাষা হিসেবে আরবীর পরেই ছিলো ফার্সী ও উর্দূর স্থান। স্বাভাবিকভাবেই ক্বুরান অনুবাদের কাজও তাই এ দুটো ভাষায়ই বেশী হয়েছে। সুলতানী আমলের শুরু থেকে মুসলমান শাসক নবাবরা যখন সংস্কৃত ভাষার সীমিত গণ্ডি থেকে বাংলা ভাষাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিমন্ডলে নিয়ে এলেন, তখন থেকেই ধীরে ধীরে এই ভূখণ্ডে ক্বুরানের বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনও অনুভূত হতে লাগলো।

৪৭ ও ৭১ সালের পরপর দুটো পরিবর্তনের ফলে এ ভূখণ্ডের মুসলমানরা নিজেদের ভাষায় কুরানকে বুঝার একটা ব্যাপক পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলো। অল্প কিছুদিনের মাঝেই কুরানের বেশ কয়েকটি অনুবাদ বেরিয়ে গেলো। নিতান্ত সীমিত পরিসরে হলেও আমাদের পশ্চিম বাংলার মুসলমানরাও এ সময়ের মধ্যে কুরানের কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদক ও প্রকাশকরা তাদের অনুবাদকর্মকে 'কুরানের বাংলা অনুবা' না বলে 'বাংলা কুরান শরীফ' বলে পেশ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। আমাদের এই বাংলায়ও কিন্তু ইদানীং কুরানের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের গায়ে 'বাংলা কুরান শরীফ' লেখার একটা অসুস্থ মানসিকতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সমাজের দু'একজনের এই অজ্ঞতাপ্রসূত প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলমানদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লোকেরা এগুলোকে কুরানের বাংলা অনুবাদ বলেই গ্রহণ করেছে। এই বিষয়টিকে বাদ দিলে আমাদের দেশে অনূদিত ও প্রকাশিত কুরানের প্রতিটি গ্রন্থই নানা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আল্লাহ তা'আলার কিতাবের মর্মকথা মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজে যে যতোটুকু অবদান রেখেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে সে পরিমাণ 'জাযায়ে খায়ের' দান করুন।

কুরান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম--এর কাছে পাঠানো তাঁর বাণীসমূহের এক অপূর্ব সমাহার। সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিপ্লবের সিপাহসালারকে তাঁর মালিক যে সব দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তার অধিকাংশই বলতে গেলে পারিপার্শিকতার বিশ্লেষণ তথা এক একটি ঐতিহাসিক পটভূমির সাথে জড়িত। এ কারণেই কুরানের তাফসীরকাররা কুরান অধ্যয়নের জন্যে সমসাময়িক পরিস্থিতি জানার ওপর এতো বেশী জোর দেন।

তারপরও কুরানের মূল অনুবাদ কিন্তু কুরান পাঠকের কাছে জটিলই থেকে যায়। অনেক সময় মূল কুরানের আয়াতের হুবহু বাংলা অনুবাদ করলে কুরানের বক্তব্য মোটেই পরিস্কার হয় না। সেক্ষেত্রে কুরানের একজন নিষ্ঠাবান অনুবাদককে অনুবাদের সাথে ভেতরের উহ্য কথাটি জুড়ে দিয়ে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা মিলিয়ে দিতে হয়। আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্য গঠন প্রক্রিয়ায় এগুলোর প্রচলন থাকলেও বাংলাভাষায় এ বিষয়গুলো কুরানের পাঠককে মাঝে মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে। তারা হেদায়াতের এই মহান গ্রন্থে এসব অসংলগ্নতা দেখে বর্ণনাধারার 'মিসিং লিংক' খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ কারণেই সচেতন অনুবাদকরা এ সব ক্ষেত্রে নিজের কথার জন্যে 'ব্রাকেট' কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ধরনের টাইপ ব্যবহার করে সেই মিসিং লিংকটাকে মিলিয়ে দেন। আমাদের মধ্যে যারা 'তাফসীরে জালালাইন' পড়েছেন তারা সেখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ করে থাকবেন। এই তাফসীরে বিজ্ঞ তাফসীরকাররা তাদের নিজেদের কথাকে 'আন্ডার লাইন' করে আল্লাহ তা'আলার কথা থেকে আলাদা করে নিয়েছেন। কোরআনে এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে, এখানে উদাহরণ হিসেবে সূরা 'আল মায়েদা' ৬, সূরা ইউসুফ ১৯, সূরা 'আর রাদ' ৩১, সূরা 'আয যুমার' ২২, সূরা 'কাফ' ৩ এই আয়াতগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ আয়াতগুলোর অনুবাদের প্রতি তাকালে একজন পাঠক নিজেই এ বিষয়টি বুঝতে পারবেন, কি ধরনের ধারাবাহিকতার কথা আমি এখানে বলতে চেয়েছি। আমাদের এই গ্রন্থে অনুবাদের সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে আমরা আল্লাহ তা'আলার কথা থেকে নিজেদের কথা আলাদা করার জন্যে এ ধরনের () 'ব্রাকেট' ব্যবহার করেছি। কুরানের মালিককে হাযির নাযির জেনে আমরা যেমন চেষ্টা করেছি ব্রাকেটের ভেতর আল্লাহ তা'আলার কথা না ঢুকাতে তেমনি চেষ্টা করেছি ব্রাকেটের বাইরে অনুবাদকের কথা না ছড়াতে। তারপরও যদি কোথাও তেমন কিছু ভুল ক্রটি থেকে যায় তা আগামীতে শুদ্ধ করে নেয়ার কঠিন প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি আমার মালিককে বিনীত চিত্তে বলবো, হে আল্লাহ, তুমি আমার ভেতর বাইর সবটার খবরই রাখো, আমার নিষ্ঠার প্রতি দয়া দেখিয়ে তুমি আমার সীমাবদ্ধতা মাফ করে দিয়ো।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কুরানের এই নতুন ধারার অনুবাদটি একান্ত আমার নিজস্ব চেষ্টা সাধনার ফল। কিশোর বয়স

থেকে যখন আমি ক্বুরানের সাথে পথচলা শুরু করেছি তখন থেকেই আমি ক্বুরানের এমনি একটা সহজ অনুবাদের কথা ভাবতাম। আমি প্রায়ই চিন্তা করতাম, আল্লাহ তা'আলা নিজে যেখানে বলেছেন আমি ক্বুরানকে সহজ করে নাযিল করেছি সেখানে আমরা কেন ক্বুরানের অনুবাদটা সহজ সরল করার বদলে দিনে দিনে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলছি। বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের অনুবাদ দেখে অনেকের মতো আমিও বহুবার নিরাশ হয়েছি, মনে হয়েছে আরবী ক্বুরানের চাইতেও বুঝি এর বাংলা অনুবাদ বেশী কঠিন। এমনটি বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে যে, অনূদিত অংশটি বার বার পড়েও একজন পাঠক বুঝতে পারেননি যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে আসলেই কী বলতে চেয়েছেন। অথচ আমরা সবাই জানি, আল্লাহ তা'আলা এই ক্বুরানকে সহজ করে নাযিল করেছেন।

আমার মালিক আল্লাহ তা'আলার হাজার শোকর তিনি আমার মনের কোণে লালিত দীর্ঘদিনের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার একটা সুন্দর সুযোগ এনে দিলেন। বিশ্ববরেণ্য তাফসীর 'ফী যিলালিল ক্বুরান' এর যখন বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার কাজ আমি শুরু করলাম, তখন যেন আমি ক্বুরানকে আমার নিজের করে বুঝবার ও বুঝাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাফসীর 'ফী যিলালিল ক্বুরান'-এ ব্যবহারের জন্যে আমাদের তখন একটি মানসম্পন্ন বাংলা তরজমার প্রয়োজন দেখা দিলো। বহুদিন পর ক্বুরান যেন নিজেই আমাকে হাতছানি দিয়ে নিজের দিকে ডাক দিলো। আমিও মনে হয় এমনি একটা ডাকের জন্যে দীর্ঘ দিন থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।

সাইয়েদ কুতুব শহীদের অমর স্মৃতি, আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ তাফসীর 'ফী যিলালিল ক্বুরান'এর বাংলা অনুবাদ প্রকল্প আমি যখন হাতে নেই তখন আমি ভাবতেও পারিনি, ক্বুরানের কথা বলতে গিয়ে যিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন তাঁর মহান তাফসীর গ্রন্থের পাতায় আমার মতো একজন নগণ্য বান্দার এই অনুবাদকর্মটিও চিরদিনের জন্যে স্থান পেয়ে যাবে। মালিকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আজ আমার দেহমন আপ্লুত হয়ে ওঠে। এটা আমার প্রতি আমার মালিকের একান্ত দয়া যে, তিনি একজন মহান শহীদের মহান তাফসীরের হাজার হাজার পৃষ্ঠার বিশাল পরিমন্ডলে আমার জন্যেও একটু জায়গা করে দিলেন! ১৯৯৫ সালে এই তাফসীরের আমপারা অনুবাদটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন থেকে এই তাফসীরকে যারা ভালোবেসেছেন তারা এই অধমের ক্বুরানের অনুবাদকেও তাদের ভালোবাসা দিয়েছেন। আমি একান্ত আগ্রহের সাথেই এই নতুন ধারার অনুবাদটির ব্যাপারে দেশের ওলামায়ে কেরাম ও সুধী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলাম। আলহামদু লিল্লাহ! শহীদী নযরানা হিসেবে এই তাফসীরকে যেমন এখানকার সর্বস্তরের মুসলমানেরা ভালোবেসেছেন, তেমনি এই তাফসীরে ব্যবহৃত অধমের ক্বুরানের এই অনুবাদকেও তারা ভালোবাসা দিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন, তারা এই প্রথম ক্বুরানের এমন একটি অনুবাদ হাতে পেয়েছেন যা কোনোরকম ব্যাখ্যা বা টীকার আশ্রয় ছাড়াই তাদের ক্বুরানের মূল বক্তব্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার রহমতে এই বিশাল তাফসীরের প্রকাশনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আমার ক্বুরানের অনুবাদের কাজটিও শেষ হয়ে গেছে। দেশে-বিদেশে তাফসীর 'ফী যিলালিল ক্বুরান'এর অসংখ্য পাঠক শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে অনুরোধ করেছেন আমি যেন ক্বুরানের এই অনুবাদকে আলাদা প্রকাশ করি। তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই আমরা 'ক্বুরান শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি। আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন করুণায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গ্রন্থটি দেশে ক্বুরান অনুবাদ সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছে। কেউ কেউ আবার ক্বুরানের শুধু অনুবাদ অংশটিকে আলাদা পুস্তকাকারে প্রকাশেরও অনুরোধ জানিয়েছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সাথে আমি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। আমরা ক্বুরানের 'মতন' ছাড়া কোনো অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশনার নীতিগত বিরোধী হওয়া সত্বেও আমাদের যুগান্তকারী প্রকাশনা ও বিশ্বের সর্বপ্রথম বিষয়ভিত্তিক রংগীন পরিবেশনা 'আমার শখের ক্বুরান মাজীদ' এর সাথে দেয়ার জন্যে এমনি একটি শুধু অনুবাদ গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, তাছাড়া বিগত দু'তিন দশকে দেশে বিদেশে এধরণের অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় অবশেষে আমরাও শুধু অনুবাদ অংশ নিয়ে আলাদা একটি বই প্রকাশ করেছি।

ইতিমধ্যে আমাদের অগণিত পাঠক শুভাকাংখী আমাদের বলেছেন, আমরা যেন সবার হাতের কাছে রাখার মতো এই গ্রন্থের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রকাশ করি। দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী, অফিস আদালত, কল কারখানায় শ্রম ও পেশাজীবী মানুষরা এ থেকে তাদের দীর্ঘ দিনের একটি প্রয়োজন পূরণ করতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাঁর তাফসীরের পটভূমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, কুরান অধ্যয়ন করার সময় মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে কুরান নিজেই বুঝি এক এক করে আমার সামনে নিজের জটিল গ্রন্থীগুলো খুলে ধরছে। আসলে এ হচ্ছে কুরানের মালিকের সাথে কুরানের একজন নিবেদিত প্রেমিকের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপার! এ পরিবেশের সাথে শুধু সে ব্যক্তিই পরিচিত হতে পেরেছে যে নিজের জীবনটাকে কুরানের ছায়াতলে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি জানি, শহীদ কুতুবের কুরানের ছায়াতলে জীবন কাটানো, আর আমার মতো এক গুনাহগার বান্দার সেই কুরানের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার সংকল্পের মাঝে আসমান যমীন ফারাক, কিন্তু আমাদের উভয়ের মাঝে এই বিশাল ফারাক সত্ত্বেও জানি না, আমরা উভয়ে একই অনন্ত যাত্রার যাত্রী হবার সুবাদে কিনা কুরানের অনুবাদ করার সময় আমিও বহুবার এটা অনুভব করেছি, আমি কোনো আয়াতের সামনে তার বক্তব্য অনুধাবনের জন্যে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়েছি, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও ভাষাজ্ঞান যখন আর আমাকে সাহায্য করতে পারছিলো না, তখনি দেখেছি কে যেন আমাকে বলে দিচ্ছে, ওহে দ্বিধাগ্রস্ত পথিক, এই নাও তোমার কাংখিত বস্তু।

আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমি একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে একথাটা বলতে পারছি, কুরানের এই অনুবাদকর্মটি যেমনি আমার দিবস রজনীর পরিশ্রম, তেমনি তা আল্লাহর গায়বী মদদ নিসৃত নিষ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ। তারপরও আমার অনুবাদে ভুল থাকবে না এমন কথা বলার ঔদ্ধত্য আমি কখনোই দেখাবো না। সে ধরনের ভুলের দিকে আমি যেমন তীক্ষ্ম নযর রাখবো তেমনি সুধী পাঠকদের- বিশেষ করে সম্মানিত ওলামায়ে কেরামদের তাঁদের কর্তব্যের কথাও আমি স্মরণ করিয়ে দেবো। যখনি এধরনের কোনো ভুলত্রুটি আমাদের কাছে ধরা পড়বে আমরা ইনশাআল্লাহ সাথে সাথেই তা সংশোধনের চেষ্টা করবো।

আল্লাহর লাখ লাখ শোকর, এই গ্রন্থের পাতায় আমরা পাঠকদের আরেকটি দীর্ঘ দিনের দাবীও পূরণ করতে পেরেছি। সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী কুরান পাঠকদের সবাই জনপ্রিয় কলকাতা হরফেই কুরান দেখতে ও পড়তে চান। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমরা এর পূর্ণাংগ সফটওয়্যারও ডেভেলপ করিয়েছি। এখন থেকে আমাদের প্রকাশিত সব কয়টি কুরান মাজীদ, কুরানের অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থসহ অন্যান্য সব পুস্তকে কুরানের উদ্ধৃতির জন্যে আমরা এই কলকাতা হরফ ব্যবহার করতে পারবো।

যাদের সান্নিধ্য ও ভালোবাসা আমাকে কুরানের সাধনা ও কুরানকেন্দ্রিক জীবন গঠনে দিবানিশি প্রেরণা দিয়েছে, তাঁরা হলেন আমার মহান আব্বা মরহুম মাওলানা মানসূর আহমদ ও জান্নাতবাসিনী মা জামিলা খাতুন। আজ তারা কেউ তাঁদের সন্তানের এ খেদমতটুকু দেখার জন্যে দুনিয়ায় জীবিত নেই, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার করুণা দিয়ে তাঁদের উভয়কে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান করে দিন।

আমার স্ত্রী, খ্যাতিমান লেখিকা খাদিজা আখতার রেজায়ী, যে মহীয়সী নারী তার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা শুধু কুরানের জন্যে উজাড় করে দিয়েছেন তার কথা বাদ দিয়ে কুরানের এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখবো কি করে? বলতে দ্বিধা নেই, তিনি পাশে আছেন বলেই আল্লাহর নামে মাঝে মাঝে ছেড়া পালেও আমি সাগর পাড়ি দেয়ার সাহস করি। হে আল্লাহ, আমাদের সাগরে যে অপূর্ণতা রয়েছে তাকে তুমি তোমার দয়া ও মাগফেরাত দিয়ে পূর্ণ করে দিয়ো।

'আল কুরান একাডেমী লন্ডন' বাংলাদেশ কার্যালয়ের কম্পোজ, ডিজাইন, প্রুফ, প্রেস ও বাইন্ডিং বিভাগে নিয়োজিত আমার সহকর্মীরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এই পুস্তকের প্রকাশনাকে ত্বরান্বিত করেছেন, আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা আমাকে এই মহান কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন ও প্রেরণা দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার সাথে আমাদেরও জান্নাতের ফুল বাগিচায় একই সামিয়ানার নীচে সমবেত করুন। আমীন!

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
লন্ডন
১ মোহাররম ১৪২৩ হিজরী
১৫ মার্চ ২০০২ মূ

কুরান শরীফ অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনুবাদ বা ভাষান্তর এমনি তেই একটি জটিল বিষয়। কুরানের মতো একটি আসমানী গ্রন্থের ব্যাপারে জটিলতার সাথে স্পর্শকাতরতার বিষয়টিও জড়িত। মানুষের তৈরী গ্রন্থের বেলায় বক্তার কথার হুবহু ভাষান্তর না হলে তেমন কি-ই বা আসে যায়। বড়োজোর বলা যায় অনুবাদক মূল লেখকের কথাটার সাথে যথাযথ ইনসাফ করতে পারেননি, কিন্তু কুরানের ক্ষেত্রে বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে অনুবাদের একটু হেরফের হলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার কথাই বিতর্কিত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। এসব কারণেই মুসলমানদের মাঝে কেউই এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কুরানের অনুবাদের ঝুঁকি নিতে চায়নি। এমনকি বিগত শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার আলেমরা ফতোয়ার মাধ্যমে তাতারী ভাষায় কুরানের যাবতীয় অনুবাদ প্রচেষ্টাকে বন্ধ করে রাখেন। আফ্রিকা মহাদেশে বিশেষ করে নাইজেরিয়া ও নাইজারে হাউসা হচ্ছে আরবীর পর সর্বাধিক সমৃদ্ধ ভাষা। এই ভাষার আলেমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের ভাষায় কুরানের অনুবাদকে এই বলে বন্ধ করে রাখেন যে, এতে কুরানের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। এই মহাদেশের ক্যামেরুন রাজ্যের সূলতান সাঈদ নিজেও আলেমদের প্রবল বিরোধিতার কারণে বামুম ভাষায় কুরান অনুবাদ কাজ থেকে ফিরে আসে। মুসলিম দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া বোর্ডও তো এই সেদিন পর্যন্ত কুরানের যাবতীয় অনুবাদকর্মের বিরোধিতা করে আসছিলো।

১৯২৬ সালে তুরস্কে ওসমানী খেলাফত বিলুপ্তির পর তূর্কী ভাষায় কুরান অনুবাদ প্রচেষ্টার তারা বিরোধিতা করেন। কুরানের ইংরেজী অনুবাদক নও মুসলিম মার্মাডিউক পিকথল যখন কুরানের অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন হায়দারাবাদের শাসক নিযাম তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিলেও আল আযহার ক র্তৃপক্ষ এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেন। অবশ্য দীর্ঘদিন পর হলেও মক্কাভিত্তিক মুসলিম সংস্থা রাবেতা আল আলামে ইসলামী আয়োজিত বিশ্বের সর্বমতের ওলামা কুরান অনুবাদের একটি ঘোষণাপত্রে সই করে এ পথের যাবতীয় বাধা অপসারণ করেন, কিন্তু এটা তো ১৯৮১ সালের কথা, মাত্র সেদিনের ঘটনা। অবশ্য এরও বহু আগে ইংরেজ লেখক জর্জ সেল কুরানের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। ১৭৩৪ সালে এই অনুবাদ কর্মটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৭৬৪ সালে তার পূর্ণাংগ অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ১৮২৫ সালে এটি পুনর্মূদ্রিত হয়।

আমরা যদি আজ কুরানের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, কুরান অনুবাদের এই মোবারক কাজটি স্বয়ং তাঁর হাতেই শুরু হয়েছে যার ওপর এই কুরান নাযিল হয়েছে। আমরা জানি, আল্লাহর রসূল তাঁর আন্দোলনের এক পর্যায়ে ত ৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দূত পাঠাতেন। তাঁর পাঠানো এসব চিঠিতে অবশ্যই একাধিক কুরানের আয়াত লেখা থাকতো। যেসব দেশের রাজা বাদশাহরা আরবী বুঝতেন না রসূলের দূত তাদের কাছে গোটা চিঠির সাথে সেসব আয়াতের তরজমাও পেশ করতেন। একারণেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নায়ক প্রিয় নবী যে দূতকে যে দেশে পাঠাতেন তাকে আগেই সে দেশের ভাষা শিখতে বলতেন। অধিকাংশ নতুন এলাকায় তিনি পারদর্শী দোভাষীও পাঠাতেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে সাদ বলেছেন, আল্লাহর নবী সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদেরই দূত করে পাঠাতেন। ইবনে সাদ আরো বলেছেন যে, প্রিয়নবী তার ব্যক্তিগত সহকারী ওহী লেখক হযরত যায়েদ বিন সাবেতকে সিরিয়ান ও হিব্রু ভাষা শেখার আদেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া আমির বিন উমাইয়া যে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর কাছে লেখা রসূলুল্লাহর আরবী চিঠিকে আমহারিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন তারও একাধিক প্রমাণ ইতিহাস গ্রন্থে মজুদ রয়েছে।
রসূলুল্লাহর সময়ের কুরানের এসব আংশিক অনুবাদ ছিলো অনেকটা মুখে মুখে। কোথায়ও লিখিত আকারে এগুলোকে কুরানের আয়াতের অনুবাদ হিসেবে কেউ সংর ক্ষণ করেনি। পরবর্তী সময়ে যখন কুরানের বাণী নিয়ে আল্লাহর রসূলের জাঁবায সাথীরা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লেন তখন এর প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে দেখো দিলো। কুরানের বিষয়বস্তু ও ভাষাশৈলীর স্পর্শকাতরতার কারণে কুরানের গবেষকরা প্রথম দিকে নানান রকম আপত্তি উত্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় কুরান অনূদিত হতে শুরু করলো। এভাবেই কুরানের আবেদন মূল আরবী ভাষার পরিমন্ডল ছাড়িয়ে বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে পড়লো। বাইরের পরিমন্ডলে এসে সম্ভবত ফার্সী ভাষায়ই সর্বপ্রথম কুরান অনুদিত হয়েছে। প্রিয় নবীর ইনতিকালের প্রায় ৩৫০ বছর পর ইরানের সাসানী বাদশাহ আবু সালেহ মানসুর বিন নূহ কুরানের পূর্ণাংগ ফার্সী অনুবাদ করেন। কোরআনে ফার্সী অনুবাদের এই বিরল কাজের পাশাপাশি তিনি মুসলিম ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাংগ তাফসীর গ্রন্থ ইমাম মোহাম্মদ বিন জারীর আত তাবারীর ৪০ খন্ডে সমাপ্ত বিশাল আরবী 'তাফসীর জামেউল বয়ান আত তাওয়ীলূল কুরান'-এর ফার্সী অনুবাদ করেন। আমাদের এই উপমহাদেশে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী কুরানের যে ফার্সী অনুবাদ করেছেন তা ছিলো আরো ৮০০ বছর পরের ঘটনা। প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৭৭৬ সালে শাহ রফিউদ্দীন ও ১৭৮০ সালে শাহ আবদুল কাদের কুরানের উর্দু অনুবাদ করেন।

বাংলা ভাষায় কুরান অনুবাদের কাজটি আসলেই অনেক দেরীতে শুরু হয়েছে। এর পেছনে কারণও ছিলো অনেক। প্রথমত আমাদের এই ভূখন্ডে যারা কুরানের ইলমের সাথে সুপরিচিত ছিলেন সেসব কুরান সাধকদের অনেকেরই কুরান শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিলো ভারতের উর্দু প্রধান এলাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ, সাহারানপুর, নদওয়া, জামেয়াতুল এসলাহ, জামেয়াতুল ফালাহসহ উর্দু ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর সবকয়টির ভাষাই ছিলো উর্দু কিংবা ফার্সী, তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠান থেকে যারা উচ্চতর সনদ নিয়ে বের হন তাদের কুরান গবেষণার পরিমন্ডলও সে ভাষার বাইরে ছড়াতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত পলাশীর ট্রাজেডীর ফলে আমাদের এ অঞ্চলে কুরান গবেষণার কাজটি নানারাকম পংগুত্বের কারণে একরকম দেউলিয়া হয়ে পড়েছিলো। ফলে বাংলা আসামে কুরানের আশানুরূপ কোনো অনুবাদই হয়নি। তৃতীয় কারণ হিসেবে বাংলা মূদ্রণ যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৭৭৭ সালে মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কার হলেও এ অঞ্চলের মুসলমানরা ১৮১৫ সালের আগে বাংলা মূদ্রণযন্ত্রের সাথে পরিচিত হবার কোনো সুযোগই পায়নি।
কে প্রথম কুরানের বাংলা অনুবাদের সৌভাগ্যজনক এ কাজটি শুরু করেন, তা নিয়ে আমাদের মাঝে বিভ্রা ন্তির অন্ত নাই। কে বা কারা আমাদের সমাজে একথাটা চালু করে দিয়েছে যে, ব্রাহ্মণ ধর্মের নব বিধান মন্ডলীর নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রচারক গিরিশ চন্দ্র সেন সর্ব প্রথম কুরানের বাংলা অনুবাদ করেছেন। আসলে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে

দীর্ঘদিন ধরে যাদের সর্বময় আধিপত্য বিরাজমান তারাই যে কথাটা ছড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দুঃখ লাগে যখন দেখি আমাদের এ অঞ্চলের দু'একজন কুরানের মুদ্রাকর ও প্রকাশকও তাদের সাথে সুর মিলিয়ে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ঐতিহাসিকভাবে অসমর্থিত এমনি একটি কথা অবাধে প্রচার করে চলেছেন। অথচ কুরান ও কুরানের শিক্ষার প্রতিটি ছাত্রই জানেন যে তার অনুবাদের পাতায় কুরানের শিক্ষা সৌন্দর্য বাকধারার সাথে ব্রাহ্মবাদের প্রচারনীতিতে কুরানের প্রতি মাহীন বিদ্বেষ ছড়ানো রয়েছে।

গিরিশচন্দ্র সেনের ৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৭৭৯ সালে আরেকজন অমুসলিম রাজেন্দ্রলাল মিত্র কুরানের প্রথম পারার অনুবাদ করেন। কলকাতার আয়ুর্বেদ প্রেস নামক একটি ছাপাখানা থেকে এক ফর্মার (১৬ পৃষ্ঠা) এই অনুবাদটি ৫০০ কপি ছাপাও হয়েছিলো।

১৮৮৫ সালে গিরিশ চন্দ্রসেনের এই অনুবাদের প্রায় ৮০ বছর আগে অর্থাৎ ১৮০৮ সালে পূর্ব বাংলার রংপুর নিবাসী একজন সাধারণ কুরান কর্মী মওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া কুরানের প্রথম বাংলা অনুবাদের কাজে হাত দেন। তিনি সে সময় কুরানের আমপারার অনুবাদ স ম্পন্ন করেন। এই ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন রয়েছে ঢাকা ও কলকাতার প্রায় সবকয়জন কুরান গবেষকের লেখায়। উভয়বাংলার প্রায় সবকয়টি কুরান গবেষণা সংস্থা, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানই এ ব্যাপারে একমত যে, মওলানা আমীরুদ্দীন বসুনিয়াই সে সৌভাগ্যবান মানুষ যিনি বাংলা ভাষায় কুরান অনুবাদের এই মহান কাজটির শুভ সূচনা করেছেন। গত এক দশকে আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় কুরান অনুবাদের ইতিহাসের ওপর যে সব পি এইচ ডি থিসিস লেখা হয়েছে তাতেও এ তথ্য সমভাবে সমর্থিত হয়েছে। ১৮১৫ সালে বাংলা মূদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহারের পরপর কলকাতার মীর্জাপূরের পাঠোয়ার বাগানের অধিবাসী আকবর আলী এ কাজে এগিয়ে আসেন। তিনিও মাওলানা আমীরুদ্দীন বসুনিয়ার মতো শুধু আমপারা ও সূরা ফাতেহার বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তার অনূদিত অংশটি ছিলো পুথির মতো। তার এ অনুবাদটি কুরানের কোনো মৌলিক অনুবাদও ছিলো না। তিনি যেটা করেছেন তা ছিলো ১৭৮০ সালে অনূদিত শাহ আবদুল কাদেরের উর্দু অনুবাদের বাংলা। সরাসরি কুরানের অনুবাদ নয় বলে সুধী মহলে এটা তেমন একটা স্বীকৃতি লাভ করেনি। আসলে ব্যক্তি যতো গুরুত্বপূর্ণ হোন না কেন তিনি যদি কুরানকে কুরান থেকে অনুবাদ না করেন তাহলে তাকে কখনো কুরানের অনুবাদ বলে চালিয়ে দেয়া উচিৎ নয়। কুরানের ব্যাকরণ, বিধি বিশেষ বাকধারা, ভাষা শৈলী, শিল্প সৌন্দর্য্য সর্বোপরি কুরানের 'ফাছাহাত বালাগাত' না জেনে কুরানের অনুবাদে হাত দেয়া কারোরই উচিৎ নয়।

কুরানের প্রথম অনুবাদক মওলানা আমীরুদ্দিন বসুনিয়া কুরানের পূর্ণাংগ অনুবাদ করে যেতে পারেননি। পরবর্তী সময়ের গিরিশচন্দ্র সেনের পূর্ণাংগ অনুবাদ কর্ম যেটা তখন বাজারে প্রচলিত ছিলো তাও ছিলো নানা দোষে দুষ্ট, তাই তার অনুবাদের মাত্র ২ বছরের ভেতরই কুরানের বিশ্ব স্ত ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কর্ম নিয়ে হাযির হয়েছেন বিখ্যাত কুরান গবেষক মাওলানা নায়ীমুদ্দীন। এর আগে কলকাতার একজন ইংরেজ পাদ্রীও কুরানের অনুবাদ করেছিলেন। শোনা যায় মাওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া থেকে গিরিশচন্দ্র সেন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮০৮ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে আরো ৯ জন ব্যক্তি কুরান অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার শোকর আল কুরান একাডেমী লন্ডন চলতি বছরকে বাংলা ভাষায় কুরান অনুবাদের ২০০ বছর পূর্তি বছর হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধা ন্ত গ্রহণ করায় এ বিষয়ে আরো অনেক অজানা তথ্য জনসমক্ষে আসতে শুরু করেছে।

কুরান শরীফের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশঃ প্রথম ওহী

'পড়ো তোমার মালিকের নামে যিনি সব কিছু পয়দা করেছেন। (সূরা আল্আলাক্ ১-৫) 'সর্বশেষ ওহী' সে দিনকে ভয় করো যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।' (সূরা আল বাক্বারা ২৮১), 'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাংগ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসেবে আমি ইসলামের ওপর সন্তুষ্ট হলাম।' (সূরা আল মায়েদা ৩) কুরান নাযিলের মোট সময় প্রায় ২২ বছর ৫ মাস।

কুরান নাযিলের শুরু

কুরান নাযিলের ছয় মাস আগে থেকেই আল্লাহ তা'আলা মোহাম্মদ -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম--কে স্বপ্নের মাধ্যমে এ মহান কাজের জন্যে প্র স্তুত করে নিচ্ছিলেন। ইতিহাসের প্রমাণ অনুযায়ী প্রথম ওহী এসেছিলো রমযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। মোহাম্মদ -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স ছিলো তখন ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন।

হযরত আয়শা -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা- থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ওপর ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিলো স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা দিনের আলোর মত তাঁর জীবনে প্রতিভাত হতো। এক টুকরো দৃশ্যমান ছবি তাঁর অন্তরে সদা ভাস্বর হয়ে থাকতো। জিবরাঈল -'আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে ওহী প্রাপ্তির আগে আ স্তে আস্তে তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে ওঠেন, হেরা গুহায় নিভৃতে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে তিনি মশগুল হয়ে পড়েন এবং বিশাল সৃষ্টি ও তার উদ্দেশ্য স   মর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। এভাবেই হেরা গুহায় তাঁর রাত আর দিন কাটে। খাবার ও পানি শেষ হয়ে গেলে সেসব নেয়ার জন্যেই তিনি শুধু বাড়ি ফিরেন। মাঝে মাঝে প্রিয় স্ত্রী খাদিজাও হেরা গুহায় তাঁকে খাবার দিয়ে আসেন। এমনি করে একদিন তাঁর কাছে আল্লাহর ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল -'আলাইহিস সালাম- এসে গম্ভীর কণ্ঠে তাঁকে বললেন, 'ইক্রা' -পড়ুন। মোহাম্মদ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন 'আমি তো পড়তে জানি না'। ফেরেশতা তাঁকে বুকে চেপে ধরে আবার বললেন, পড়ুন।

তিনি পুনরায় বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। ফেরেশতা আবার তাঁকে বুকে জড়িয়ে চেপে ধরলেন এবং বললেন, পড়ুন। তৃতীয় বার যখন ফেরেশতা তাঁকে বুকে আলিংগন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন, এবার মোহাম্মদ -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ওহীর প্রথম পাঁচটি আয়াত পড়লেন। অতঃপর তিনি ঘরে ফিরলেন। প্রিয়তমা সংগীকে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও'। হযরত খাদিজা -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা- প্রিয় নবীকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে আপনার? আপনি এমন কাঁপছেন কেন?

রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বললেন, একজন অভিনব ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমাকে বললেন,

পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তারপর তিনি তিন তিন বার আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন, অতঃপর তার সাথে আমি পড়তে শুরু করলাম। তার কথা শুনে খাদিজা -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা- বললেন, আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আপনি মানুষের উপকার করেন, মানবতার সেবা করেন, এতীমদের আশ্রয় দেন, মহান আল্লাহ আপনার কি কোন ক্ষতি করতে পারেন!

খাদিজা -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা- প্রিয় নবীকে তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। ওরাকা ইবনে নওফেল ছিলেন ঈসায়ী ধর্মের আলেম এবং হিব্রু ভাষার পন্ডিত ব্যক্তি। সে সময় তিনি বয়সের ভারে আক্রান্ত এবং দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদিজা -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা- বললেন, ভাইজান, আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- তাকে হেরা গুহার সব ঘটনার কথা বর্ণনা করলেন। শুনে ওরাকা বললেন, তিনি সে-ই দূত জিবরাঈল, যিনি হযরত মুসা -'আলাইহিস সালাম--এর কাছে ওহীর বাণী নিয়ে আসতেন। হায়, আমি যদি সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতাম যখন তোমার কওমের লোকেরা তোমাকে জন্মভূমি থেকে বের করে দেবে। রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- অবাক হয়ে বললেন, কেন আমাকে তারা মাতৃভূমি থেকে বের করে দেবে? ওরাকা বললেন, তুমি যে ওহী লাভ করেছো, এ ধরনের ওহী যখনই কোন নবী পেয়েছেন তাঁর সাথে এভাবেই স্বজাতির পক্ষ থেকে শত্রুতা করা হয়েছে। যদি আমি সে দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই আমি তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবো।

কুরান লিপিবদ্ধকরণঃ

যখন থেকে কুরান নাযিল শুরু হয়, সেদিন থেকেই আল্লাহর রসূল তা লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য পারদ শী সাহাবীদের নিযুক্ত করতে আরম্ভ করেন। হযরত যায়দ বিন সাবেত -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ- ছাড়া আরো ৪২ জন সাহাবী এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেন, তোমরা কুরান ছাড়া আমার কাছ থেকে অন্য কিছু লেখো না।

কুরানের বিভিন্ন পরিসংখ্যান

কোরআনে মোট একশ চৌদ্দটি সূরা রয়েছে, প্রথম খলীফা হয়রত আবু বকর (রা)-এর যুগে হযরত যায়দ ইবনে সাবেত -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ- এ সংখ্যা নির্ণয় করেন। কোনো কোনো সূরার আয়াত সম্বলিত তথ্য স্বয়ং রাসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- থেকেই পাওয়া যায়। যেমন 'সূরা ফাতেহার ৭ আয়াত-এর যে কথা রয়েছে তা রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- নিজেই বলেছেন। সূরা মূলক-এ ত্রিশ আয়াতের কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।
কুরানের ধারাবাহিকতা প্রসংগে একটি বর্ণনা এমন রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল -'আলাইহিস সালাম- রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছেন, অমুক আয়াতটি সূরা বাক্বারার ২৮০ নং আয়াতের পর লিপিবদ্ধ করুন। অন্য এক রেওয়ায়াতে তিনি রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের আরো কিছু কিছু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে কুরানের সূরা ও আয়াতের সংখ্যা স মর্কে আর তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ-এর যুগেও কুরানের আয়াতের গণনা হয়েছে এমন কোন রেওয়ায়াত

পাওয়া যায় না। সম্ভবত সর্বপ্রথম হযরত ওমর -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ -এর যুগেই আয়াত গণনার কাজটি শুরু হয়েছে। হযরত ওমর -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- তারাবীর নামাযের প্রতি রাকা'তে তিরিশ আয়াত করে তেলাওয়াত করার একটা নিয়ম জারি করেছিলেন। অন্যান্য সাহাবাদের মধ্যে হযরত ওসমান -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- , হযরত আলী -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- , হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- , হযরত আনাস -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- , হযরত আবুদ্ দারদা -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- , হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- , হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- ও হযরত আয়েশা -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা- প্রমুখ সাহাবী কুরানের আয়াত সংখ্যা নির্ণয় করেছেন।

আয়াতের সংখ্যার মধ্যে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। এর কারণ, কিছু কিছু আয়াতের শেষে রসূল -সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- মাঝে মাঝে ওয়াকফ করেছেন, আবার কখনও ওয়াকফ না করে পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে তা তেলাওয়াত করেছেন। এমতাবস্থায় কেউ কেউ প্রথম অবস্থার দিকে ল ক্ষ রেখে এক ধরনের গণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ পরবর্তী অবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আয়াতের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। এতে করে কুরানের আয়াতের সংখ্যা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। তবে সাধারণত হযরত আয়েশার গণনাকে এ ব্যাপারে বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

কোরআনে 'বিসমিল্লাহ' নেই- এমন সূরা হচ্ছে সূরা 'আত তাওবা', দুই বার 'বিসমিল্লাহ' আছে এমন সূরা হচ্ছে সূরা 'আন নামল'। নয়টি মীম অ ক্ষর সম্বলিত সূরা হচ্ছে সূরা আল কা ফিরূন, কোনো মীম নেই যে সূরায় তা হচ্ছে সূরা 'আল কাওসার'।

কুরানের প্রথম মোফাসসির হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- , কুরানের প্রথম সংকলক হচ্ছেন হযরত ওসমান -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- । কুরানের প্রথম বাংলা অনুবাদক হচ্ছেন মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া।

কোরআনে উল্লিখিত কুরানের নাম ৫৫টি, কুরান প্রথম যাঁর মাধ্যমে এসেছে তিনি হচ্ছেন হযরত জিবরাঈল - ***‘আলাইহিস সালাম-;*** কোরআনে যে ভাগ্যবান সাহাবীর নাম আছে তিনি হচ্ছেন হযরত যায়দ -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- ।

কোরআনে তেলাওয়াতে সাজদার সংখ্যা সর্বসম্মত ১৪ (মতপার্থক্যে ১৫)

কয়েকজন বিশিষ্ট ওহী লেখকের নাম
১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-
২. হযরত ওমর বিন খাত্তাব -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-
৩. হযরত ওসমান বিন আফফান -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-
৪. হযরত আলী বিন আবি তালেব -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-
৫. হযরত যায়দ বিন সাবেত -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-
৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-
৭. হযরত যোবায়ের বিন আওয়াম -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-
৮. হযরত খালেদ বিন সা'দ -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-
৯. হযরত হানযালা বিন রাবী -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-
১০. হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-

১১. হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
১২. হযরত মোহাম্মদ বিন মাসলামা -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
১৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন সালুল -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
১৪. হযরত মুগীরা বিন শোবা -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
১৫. হযরত মোয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
১৬. হযরত আমর ইবনুল আস -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
১৭. হযরত জাহম ইবনুস সালত -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
১৮. হযরত শোরাহবিল বিন হাসান -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
১৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন আরকাম আয যুহরী -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
২০. হযরত সাবেত বিন কায়স -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
২১. হযরত হোযায়ফা বিন আল ইয়ামান -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
২২. হযরত আমের বিন ফুহায়রা -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
২৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবয়র -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-
২৪. হযরত আবান বিন সায়ীদ -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-

কুরানের মুদ্রণ ইতিহাস

মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত কুরান শরীফ হাতেই লেখা হতো। প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু নিবেদিতপ্রাণ কুরানের 'কাতেব' মজুদ ছিলেন যাঁদের একমাত্র কাজ ছিলো কুরান শরীফ লিপিবদ্ধ করা। কুরানের প্রতিটি অক্ষরকে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার লক্ষে এটি নিঃসন্দেহে এক নযীরবিহীন ঘটনা।

মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কারের পর ইউরোপের হামবুর্গ নামক স্থানে হিজরী ১১১৩ সনে সর্বপ্রথম কুরান শরীফ মুদ্রিত হয়। এরপর বিশ্বের এখানে সেখানে অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কুরান শরীফ মুদ্রণ শুরু করেন, কিন্তু মুসলিম জাহানে নানা কারণে প্রথম দিকে মুদ্রিত কুরান শরীফ তেমন একটা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলানা ওসমান রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কুরান মূদ্রণের কাজ করেন। প্রায় একই সময় কাযান শহর থেকেও কুরানের একটি নোসখা মুদ্রিত হয়।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথো মুদ্রণ যন্ত্রে প্রথম কুরান শরীফের একটি কপি মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে আস্তে আস্তে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে কুরান মুদ্রণের রেওয়াজ চালু হতে থাকে। মূদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগে কুরানের আয়াতসমূহ সাধারণত পাথর, শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর চামড়ার ওপর লেখা হতো।

কোরআনে নোকতা

আরবদের মধ্যে আগে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন করার কোনো রীতি প্রচলিত ছিলো না। তারা নোকতাবিহীন অক্ষর লেখতো। এতে কুরান শরীফ তেলাওয়াতের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হতো না। কেননা কুরানের তেলাওয়াত কোনদিনই অনুলিপিনির্ভর ছিলো না। হাফেযদের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা তেলাওয়াত

শিক্ষা করতো। হযরত ওসমান -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ- যখন মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় কুরানের 'মাসহাফ' প্রেরণ করতেন, তখন তার সাথে তিনি বিশিষ্ট তেলাওয়াতকারী হাফেযদেরও পাঠাতেন। সে যুগে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন করা দূষণীয় কাজ মনে করা হতো। এ কারণেই ওসমানী মাসহাফেও প্রথম দিকে কোনো নোকতা ছিলো না। এতে করে প্রচলিত সব কয়টি কেরাতেই কুরান তেলাওয়াত করা সহজ হতো, কিন্তু পরে অনারব লোকদের প্রয়োজনে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে।

কোরআনুল কারীমের হরফসমূহে কে সর্বপ্রথম নোকতার প্রচলন করেছিলেন এ স স্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো মতে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী -রহিমাহুল্লাহ- এ কাজটি সর্বপ্রথম আনজাম দেন। অনেকে মনে করেন, আবুল আসাদ দুয়েলী এ কাজটি হযরত আলী -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা- -এর নির্দেশেই সম্পাদন করেছেন।

কারো মতে কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান আবুল আসাদের দ্বারা এ কাজটি সম্পন্ন করিয়েছেন। আবার অন্যদের মতে তিনি এ কাজ আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে সম্পাদন করেছেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি হযরত হাসান বসরী -রহিমাহুল্লাহ-, হযরত ইয়াসের ইবনে ইয়ামার এবং নসর বিন আছেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন।

অনেকে আবার এ অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, যিনি কুরানের হরফসূহে নোকতা সংযোজন করেছেন তিনি সর্বপ্রথম আরবী বর্ণমালায়ও নোকতার প্রচলন করেন। প্রখ্যাত বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যিক আল্লামা কলশন্দী এ অভিমতের প্রতিবাদ করে বলেছেন, মূলত এর বহু আগেই আরবদের মাঝে নোকতার আবিষ্কার হয়েছে। তাঁর মতে আরবী লিখন পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন মোয়ামের ইবনে মুরার, আসলাম ইবনে সোদরাহ এবং আমর ইবনে জাদারা নামক এ তিন ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে মোয়ামের হরফের আকৃতি আবিষ্কার করেন। পড়ার মাঝে থামা, শ্বাস নেয়া এবং একত্রে মিলিয়ে পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহও তিনি আবিষ্কার করেন। আরেক বর্ণনায় হযরত আবু সুফিয়ানকে নোকতার আবিষ্কারক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁদের মতে তিনি নোকতার এ পদ্ধতি হীরাবাসীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, আর এ হীরাবাসীরা তা গ্রহণ করেছিলেন আম্বারবাসীদের কাছ থেকে। এতে বুঝা যায় পরব তীকালে যে ব্যক্তির মাধ্যমে কুরানের নোকতার প্রচলন শুরু হয়, প্রকৃতপ ক্ষে তিনিই এই নোকতার মূল আবিষ্কারক নন; বরং তিনি ছিলেন কোরআনে সর্বপ্রথম নোকতার প্রচলনকারী মাত্র।

কুরানের হারাকাত

নোকতার মতো প্রথম অবস্থায় কোরআনে কারীমে হরকত বা যের যবর পেশ ইত্যাদিও ছিলো না। সর্বপ্রথম কে হরকতের প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী কোরআনে হরকত প্রবর্তন করেন। আবার অনেকেরই অভিমত হচ্ছে যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি ইয়াহইয়া বিন ইয়াসার এবং নসর বিন আসেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন। বিশ্ব স্ত অভিমত হচ্ছে হযরত আবুল আসাদ দুয়েলীই সর্বপ্রথম কুরান শরীফের জন্যে হারাকাত আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তার আবি ষ্কৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত হারাকাতের মতো ছিলো না। তাঁর আবিষ্কৃত হারাকাতে যবরএর জন্যে হরফের উপরিভাগে একটা নোকতা এবং যেরএর জন্যে নীচে একটা নোকতা বসিয়ে দেয়া হতো। পেশের উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে এক নোকতা এবং তানওয়ীনের জন্যে দুই নোকতা ব্যবহার করা হতো। পরে খলীল বিন আহমদ হামযা-এর সাথে তাশদীদের চিহ্ন তৈরি করেন।

এরপর বাগদাদের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত হাসান বসরী -রহিমাহুল্লাহ- ইয়াহইয়া বিন ইয়াসার ও নসর বিন আছেম লাইসী প্রমুখকে কুরান শরীফে নোকতা ও হারাকাত প্রদানের কাজে নিয়োজিত করেন। একে আরো সহজবোধ্য করার জন্যে উপরে, নীচে বা পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহার করার ব্যাপারে হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী প্রবর্তিত পদ্ধতির জায়গায় বর্তমান আকারের হারাকাত প্রবর্তন করা হয়, যাতে করে হরফের নোকতার সংগে হারাকাত নোকতার মিশ্রণজনিত কোনো জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

হারাকাত ও নোকতা ইত্যাদির সংখ্যা

যবর ৫৩২২৩, যের ৩৯৫৮৩, পেশ ৮৮০৪, মদ ১৭৭১, তাশদীদ ১২৭৪, নোকতা ১০৫৬৮৪।

বিভিন্ন অক্ষরের সংখ্যা

আলিফ ৪৮৮৭২, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা, ১২৭৬, জীম ৩২৭৩, হা ৯৭৩, খা, ২৪১৬, দাল ৫৬০২, যাল, ৪৬৭৭, রা, ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৯৯১, শীন ২১১৫, ছোয়াদ ২০১২, দোয়াদ, ১৩০৭, তোয়া ১২৭৭, যোয়া ৮৪২, আঈন ৯২২০, গাঈন ২২০৮, ফা, ৮৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫০০, লাম ২৪৩২, মীম ৩৬৫৩৫, ন ন ৪০১৯০, ওয়াও ২৫৫৪৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭৭০, ইয়া ৪৫৯১৯।
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ -ও কুরানের অ ক্ষর গণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর গণনা মতে কুরানের অ ক্ষর হচ্ছে ৩,২২,৬৭১। তাবেয়ীদের মাঝে মোজাহেদ -রহিমাহুল্লাহ-এর গণনা অনুযায়ী কুরানের অ ক্ষর হচ্ছে ৩,২১,১২১। তবে সাধারণভাবে ৩,২০,২৬৭ সংখ্যাটিই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কুরানের শব্দ সংখ্যা

সাহাবায়ে কেরামরা তাদের যুগে কুরানের শব্দ সংখ্যাও নির্ণয় করেছেন। অবশ্য এ স ম্পর্কে সরাসরি তাদের সাথে সম্পৃক্ত কোন রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না। যা কিছু আছে সবই পরবর্তীকালের। হুমায়দা আযরাজের গণনা অনুযায়ী ৭৬,৪৩০, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর গণনা মোতাবেক ৭০৪৩৯, মোজাহেদের গণনা মোতাবেক ৭৬২৫০, তবে যে সংখ্যাটি সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে ৮৬৪৩০।

কুরানের আয়াত সংখ্যা

হযরত আয়েশা -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা-এর মতে ৬৬৬৬, হযরত ওসমান -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু -এর মতে ৬২৫০, হযরত আলী -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু -এর মতে ৬২৩৬, হযরত ইবনে মাসউদ -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু -এর মতে ৬২১৮, মক্কার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকের গণনা মতে ৬২১৪, ঐতিহাসিকদের মতে হযরত আয়েশার গণনাই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদিও আমাদের এখানে প্রচলিত কুরানের নোসফাসমূহ থেকে আয়াতের সংখ্যা গুনলে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত

জান্নাতের ওয়াদা ১০০০, জাহান্নামের ভয় ১০০০, নিষেধ, ১০০০, আদেশ ১০০০, উদাহরণ ১০০০, কাহিনী ১০০০, হারাম ২৫০, হালাল ২৫০, আল্লাহর পবিত্রতা ১০০, বিবিধ ৬৬।

রুকূর সংখ্যা

কুরানের নোসখায় প্রথম দিকের 'আখমাস' এবং 'আশারের' আলামত পরবর্তী যুগে এসে পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং অন্য একটা আলামতের ব্যবহার এতে প্রচলিত হতে থাকে। এ নতুন পদ্ধতির চিহ্নটিকে রুকু বলা হয়। আয়াতে আলোচিত বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ রেখে চিহ্নটি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রসংগ যেখানেই এসে শেষ হয়েছে সেখানেই পৃষ্ঠার পাশে রুকুর চিহ্ন দেয়া হয়েছে।

এ চিহ্নটি কখন কার দ্বারা প্রথম প্রচলিত হয়েছে এ সম্পর্কিত কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য যদিও পাওয়া যায় না, তবে এই চিহ্ন দ্বারা যে আয়াতের মোটামুটি একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য তা বুঝা যায়। যেটুকু সাধারণত নামাযের এক রাকয়াতে পড়া যায় তাকেই এখানে পরিমাণ হিসেবে ধরা হয়েছে। যেহেতু নামাযে এই পরিমাণ তেলাওয়াত করে রুকূ করা যায়, সে কারণেই বোধ হয় একে রুকূ বলা হয়।

সমগ্র কুরান মজীদে মোট পাঁচশ চল্লিশটি রুকূ রয়েছে। প্রতি রাকাতে যদি এক রুকূ করে তেলাওয়াত করা হয় তাহলে রমযান মাসের সাতাশের রাতে তারাবীর নামাযে কুরান তেলাওয়াত শেষ হয়ে যায়।

পারাসমূহ

কুরান শরীফ সমান ত্রিশটি ভাগে বিভক্ত। এগুলোকে পারা বলা হয়। আরবীতে বলা হয় 'জুয'। পারার এ বিভক্তি কোনো বিষয়বস্তুভিত্তিক ব্যাপার নয়; শুধু তেলাওয়াতের সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি ভাগে একে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তিরিশ পারায় এ বিভক্তি কার দ্বারা প্রথম সম্পন্ন হয়েছে সে তথ্য উদ্ধার করা আসলেই কঠিন। অনেকের ধারণা, হযরত ওসমান -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- যখন কুরান শরীফের অনুলিপি তৈরী করেন, তখন তিনিই এটা

করেছেন এবং তা থেকেই তিরিশ পারার প্রচলন হয়েছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রে তা প্রমাণিত হয়নি। আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশীর মতে তিরিশ পারার এ নিয়ম বহু আগে থেকেই চলে আসছে। বিশেষত এ ত্রিরিশ পারার রেওয়াজ কুরানের ছাত্রদের মাঝেই বেশী প্রচলিত হয়েছে। তিরিশ পারার এ বিভক্তি মনে হয় সাহাবায়ে কেরামের যুগেই চালু হয়েছে। শিক্ষাদান কার্যের সুবিধার জন্যে হয়তো এটা করা হয়েছে।

মনযিলসমূহ ও এর বিভক্তিকরণ

মনযিল কিভাবে এলো তার আলোচনা প্রসংগে অনেকেই এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মোসনাদে আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী একদিন বনী সাফাবী গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম--এর খেদমতে হাযির হলে রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাদের কাছে আসতে কিছু বিলম্ব হয়। এই দেরী হওয়ার কারণ উল্লেখ করে রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেন, আমি কুরান তেলাওয়াতে ছিলাম, আজকের দিনের নির্ধারিত অংশ পুরো করতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

প্রথম মনযিল সূরা আল ফাতেহা থেকে সূরা আন নেসা, দ্বিতীয় মনযিল সূরা আল মায়েদা থেকে সূরা আত তাওবা, তৃতীয় মনযিল সূরা ইউনুস থেকে সূরা আন নাহল, চতুর্থ মনযিল সূরা বনী ইসরাঈল থেকে সূরা আল ফোরকান, পঞ্চম মনযিল সূরা আশ শোয়ারা থেকে সূরা ইয়াসীন, ষষ্ঠ মনযিল সূরা আস সাফফাত থেকে সূরা আল হুজুরাত, সপ্তম মনযিল সূরা ক্বাফ থেকে সূরা আন নাস।

কোরআনে বর্ণিত দশ জন মহিলার ক্রমিক নং কোরআনে যেভাবে এসেছে সূরার নাম

১. আয়েশার বর্ণনা কোরআনে আছে, তবে সূরা আন নূরে
সরাসরি তার নাম উল্লেখ করা হয়নি
২. উম্মে মুসা সূরা আল কাছাছ
৩. উম্মে মুসা সূরা আল কাছাছ
৪. ইমরাতে ফেরাউন সূরা আল কাছাছ
৫. ইমরাতে ইমরান সূরা আলে ইমরান
৬. ইমরাতে ইবরাহীম সূরা হুদ, সূরা আয যারিয়াত
৭. ইমরাতুহু (আবু লাহাবের স্ত্রী) সূরা লাহাব
৮. ইমরাতাইনে সূরা আন নামল
৯. ইমরাত সূরা আন নামল
১০. ইমরাতুল আযীয সূরা ইউসুফ

কোরআনে উল্লেখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের নাম

১. আ'দ, ২. সামূদ, ৩. লূত, ৪. নূহ, ৫. সাবা, ৬. তুব্বা, ৭. বনী ইসরাঈল. ৮. আসহাবে কাহফের সাথে সংশ্লিষ্ট, ৯. আসহাবুস সাবত, ১০. আসহাবুল কারিয়াহ, ১১. আসহাবুল আইকা, ১২. আসহাবুল উখদুদ, ১৩. আসহাবুর রাস, ১৪. আসহাবুল ফিল।

কুরান শরীফে শব্দ ও আয়াতের পুনরাবৃত্তির রহস্য

কুরান শরীফের সূরা 'আল ফজর'-এর ৭ নম্বর আয়াতে 'ইরাম' নামক একটি গোত্র কিংবা শহরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু 'ইরাম'-এর নাম কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই কুরান শরীফের তাফসীরকারকরাও সুস্পষ্টভাবে এ শব্দটির অর্থ বলতে সক্ষম হননি।

১৯৭৩ সালে সিরিয়ার 'এরলূস' নামক একটি পুরনো শহরে খনন কার্যের সময় কিছু পুরনো লিখন পাওয়া যায়। এ সমর্কে লিখন পরীক্ষা করে সেখানে চার হাজার বছরের একটি পুরনো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ লিখনগুলোর মধ্যে দেখা গেছে 'ইরাম' শহরের উল্লেখ আছে। এক সময় এরলূস অঞ্চলের লোকজন 'ইরাম' শহরের লোকজনের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। এ সত্যটা আবিষ্কৃত হলো মাত্র সেদিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে। প্রশ্ন হচ্ছে, দেড় হাজার বছর আগে নাযিল করা কুরান শরীফে এই শহরের নাম এলো কি করে? আসলে কুরান শরীফ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহ তা'আলা এখানে 'ইরাম' শহরের উদাহরণ দিয়েছেন।

কুরান শরীফে হযরত মোহাম্মদ -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম--এর একজন দুশমনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সে হচ্ছে আবু লাহাব। ওহী নাযিল হওয়ার পর যদি আবু লাহাব ইসলাম কবুল করতো তাহলে কুরান শরীফের আয়াতটি মিথ্যা প্রমাণিত হতো, কিন্তু আবু লাহাব ইসলাম কবুল করেনি এবং কুরান শরীফের বাণী চিরকালের জন্য সত্য হয়েই রয়েছে।

কুরান শরীফে সূরা 'আর রোম'-এ পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং যে সময় এই ওহী নাযিল হয় তখন মানুষের প ক্ষে বিশ্বাস করা অকল্পনীয় ছিলো যে, রোমকদের যারা পরাজিত করলো তারা অচিরেই তাদের হাতে ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু কুরান শরীফ এ বিষয়ে ভবিষদ্বাণী করেছে এবং তা এ আয়াত নাযিল হবার ৭ বছর সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে এসে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

এ আয়াতে 'ফী আদনাল আরদ' বলে আল্লাহ্ তা'আলা গোটা ভূ-মন্ডলের যে স্থানটিকে 'সর্বনিম্ন অঞ্চল' বলেছেন তা ছিলো সিরিয়া, ফিলি স্তিন ও জর্দানের পতিত 'ডেড সী' এলাকা। এ ভূখন্ডেই ৬২৭ খৃস্টাব্দে রোমানরা ইরানীদের পরাজিত করে। মাত্র কিছুদিন আগে আবিস্কৃত ভূ-জরিপ অনুযায়ী এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই এলাকাটা সারা দুনিয়ার মধ্যে আসলেই নিম্নতম ভূমি। 'সী লেবেল' থেকে ৩৯৫ মিটার নীচে। এ জায়গাটা যে গোটা ভূ-খন্ডের

সবচেয়ে নীচু জায়গা এটা ১৪শ বছর আগের মানুষরা কি করে জানবে। বিশেষ করে এমন একজন মানুষ, যিনি ভূ-তত্ত্ব প্রাণীতত্ত্ব ইত্যাদি কোনো তত্ত্বেরই ছাত্র ছিলেন না।

কুরান শরীফের এক জায়গায় সমুদ্রের তরংগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ঢেউ যখন অগ্রসর হয় তখন দুটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী স্থান অন্ধকার থাকে। আমরা জানি হযরত মোহাম্মদ -সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- মরুভূমি অঞ্চলের সন্তান ছিলেন, তিনি সমুদ্র কখনো দেখেননি। সুতরাং সমূদ্র তরংগের দুটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী স্থান যে অন্ধকার হয় তা তিনি জানবেন কি করে? এতে প্রমাণিত হয়, হযরত মোহাম্মদ -সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- নিজে কুরান রচনা করেননি। আসলেই প্রচন্ড ঝড়ের সময় সমুদ্র যখন বি ক্ষুব্ধ হয় তখন দ্রুতগতিসম্পন্ন তরংগগুলোর মধ্যবর্তী অংশ সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়।

কুরানের আরেকটি বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, লোহা ধাতুটির বিবরণ। কুরানের সূরা 'আল হাদীদ'-এ আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, 'আমি লোহা নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রচুর শক্তি ও মানুষদের জন্যে প্রভূত কল্যাণ।' লোহা নাযিলের বিষয়টি তাফসীরকাররা নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন; কিন্তু যেখানে আল্লাহ তা’আলার স্পষ্ট 'নাযিল' শব্দটি রয়েছে সেখানে এতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিকে না গিয়ে আমরা যদি কুরানের আ ক্ষরিক অর্থের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবনীও ঠিক একথাটাই বলেছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন, লোহা উৎপাদনের জন্যে যে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন তার কোনো উপকরণ আমাদের পৃথিবীতে নেই। এটা একমাত্র সূর্যের তাপমাত্রা দ্বারাই সম্ভব। হাজার হাজার বছর আগে সূর্যদেশে প্রচন্ড বিস্ফোরণের ফলে লোহা নামের এ ধাতু মহাশূন্যে ছিটকে পড়ে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে তা পৃথিবীতে 'নাযিল' হয়। লোহা সমর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য ঠিক একথাটাই প্রমাণ করেছে। দেড় হাজার বছর আগের আরব বেদুইনরা বিজ্ঞানের এ জটিল সূত্র জানবে কি করে?

এই সূরার আরেকটি অংকগত মোজেযাও রয়েছে। ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী 'সূরা আল হাদীদ' কুরানের ৫৭তম সূরা। আরবীতে 'সূরা আল হাদীদ' এর সংখ্যাগত মান হচ্ছে ৫৭। শুধু 'আল হাদীদ' শব্দের অংকগত মান হচ্ছে ২৬, আর লোহার আণবিক সংখ্যা মানও হচ্ছে ২৬।

কোরআনে অনেক জায়গায়ই একের সংগে অন্যের তুলনা উপস্থিত করা হয়েছে। এ তুলনা উপস্থিত করার ব্যাপারে একটি অবিশ্বাস্য মিল অবলম্বন করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে, সে দু'টি নাম অথবা বস্তুকে সমান সংখ্যাতেই আল্লাহ তা’আলা তাঁর কেতাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, কুরান শরীফে সূরা 'আলে ইমরান'-এর ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, 'আল্লাহ তা’আলার কাছে ঈসার তুলনা হচ্ছে আদমের মতো।'
এটা যে সত্য তা আমরা বুঝতে পারি। কারণ, মানবজন্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এঁদের কারোরই জন্ম হয়নি। আদম -‘আলাইহিস সালাম-এর মাতাও ছিলো না, পিতাও ছিলো না এবং ঈসা -‘আলাইহিস সালাম-এর ও পিতা ছিলো না। এখন এই তুলনাটি যে কতো সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা কুরান শরীফে এ দু'টি নামের মোট সংখ্যা অনুসন্ধান করি। দেখা যাচ্ছে, কুরান শরীফে ঈসা -‘আলাইহিস সালাম- নামটি যেমন পঁচিশ বার এসেছে, তেমনি আদম -‘আলাইহিস সালাম- নামটিও এসেছে পঁচিশ বার। কুরানের বাণীগুলো যে মানুষের নয় তা বোঝা যায় এ দু'টি নামের সংখ্যার সমতা দেখে। আল্লাহ তা’আলা যেহেতু বলেছেন, এ দুটো একই রকম। তাই সেগুলোর সংখ্যা গণনাও ঠিক একই রকমের রাখা হয়েছে।

এই তুলনার ক্ষেত্রে আরেকটি অলৌকিক বিষয় হলো, যেখানে তুলনাটি অসম সেখানে সংখ্যা দুটিকেও অসম বলা হয়েছে। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে, 'সুদ' এবং 'বাণিজ্য' এক নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ শব্দ দু'টির একটি কোরআনে এসেছে ছয় বার এবং অন্যটি এসেছে সাত বার।

বলা হয়েছে, 'জান্নাতের অধিবাসী ও জাহান্নামের অধিবাসী সমান নয়'। জান্নাতের সংখ্যা হচ্ছে আট, আর জাহান্নামের সংখ্যা হচ্ছে সাত।

সূরা 'আরাফ'-এ এক আয়াতে আছে 'যারা আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের মতো'। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় যখন আমরা দেখি, 'যারা আমার সুস্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করে' এই বাক্যটি কোরআনে সর্বমোট পাঁচ বার এসেছে। যেহেতু তাদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে কুকুরের সাথে, তাই সমগ্র কোরআনে 'আল কালব' তথা কুকুর শব্দটাও এসেছে পাঁচ বার।

'সাবয়া সামাওয়াত' কথাটার অর্থ হলো 'সাত আসমান'। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোরআনে এই 'সাত আসমান' কথাটা ঠিক সাত বারই এসেছে। 'খালকুস সামাওয়াত' আসমানসমূহের সৃষ্টির কথাটাও ৭ বার এসেছে, সম্ভবত আসমান ৭টি তাই। 'সাবয়াতু আইয়াম' মানে ৭ দিন। একথাটাও কোরআনে ৭ বার এসেছে।

অংকগত মোজেযা এখানেই শেষ নয়।

'দুনিয়া ও আখেরাত' এ দু'টো কথাও কোরআনে সমান সংখ্যায় এসেছে, অর্থাৎ সর্বমোট ১১৫ বার করে।

'ঈমান ও কুফর' শব্দ দু'টোও সমপরিমাণে বলা হয়েছে, অর্থাৎ ২৫ বার করে ।

'গরম' ও 'ঠান্ডা' যেহেতু দুটো বিপরীতমুখী ঋতু, তাই এ শব্দ দুটো সমান সংখ্যক অর্থাৎ কোরআনে ৫ বার করে এসেছে।

আরবী ভাষায় 'কুল' মানে বলো, তার জবাবে বলা হয় 'কালু' মানে তারা বললো। সমগ্র কোরআনে এ দু'টো শব্দও সমান সংখ্যকবার এসেছে, অর্থাৎ ৩৩২ বার করে।

'মালাকুন' কিংবা 'মালায়েকা' মানে ফেরেশতা কিংবা ফেরেশতারা। কোরআনে এ শব্দটি এসেছে ৮৮ বার-একইভাবে ফেরেশতার চির শত্রু'শয়তান' কিংবা 'শায়াতীন' এ শব্দটিও এসেছে ৮৮ বার ।

'আল খাবিস' মানে অপবিত্র, 'আত তাইয়েব' মানে পবিত্র। সমগ্র কোরআনে এ দু'টি শব্দ মোট ৭ বার করে, অর্থাৎ একই সংখ্যায় নাযিল হয়েছে।

প্রশ্ন জাগতে পারে দুনিয়ায় ভালোর চাইতে মন্দই তো বেশী, তাহলে এখানে এ দুটো শব্দকে সমান রাখা হলো কিভাবে। এ কথার জবাবের জন্যে কুরানের সূরা আনফালের ৩৭ নম্বর আয়াতটির দিকে লক্ষ করা যাক। এখানে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, 'অপবিত্রকে পবিত্র থেকে আলাদা করার জন্যে তিনি অপবিত্রকে একটার ওপর আরেকটা রেখে পুঞ্জীভূত করেন এবং সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেন।' এতে বুঝা যায়, যদিও 'পাপ পুণ্য' সমান সংখ্যায় এসেছে, কিন্তু 'পুঞ্জিভূত' করা দিয়ে তার পরিমান যে বেশী তা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

'ইয়াওমুন' মানে দিন। সমগ্র কোরআনে এ শব্দটি ৩৬৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। বছরে যে ৩৬৫ দিন, এটা কে না জানে। ইয়াওমুন শব্দের বহুবচন 'আইয়াম' মানে দিনসমূহ, এ শব্দটি এসেছে ৩০ বার। আরবী ভাষায় 'চাঁদ' হচ্ছে

মাসের সূত্র সূচক, গড়ে বছরের প্রতি মাসে ৩০ দিন, এটাই হচ্ছে চান্দ্রবছরের নিয়ম। হতবাক হতে হয় যখন দেখি, চাঁদের আরবী প্রতিশব্দ 'কামার' শব্দটি কোরআনে মোট ৩০ বারই এসেছে।

'শাহরুন' মানে মাস, কুরান মজীদে এ শব্দটি এসেছে মোট ১২ বার। 'সানাতুন' মানে বছর, কোরআনে এ শব্দটি এসেছে ১৯ বার। কারণ হিসেবে আমরা স ম্প্রতি আবিস্কৃত গ্রীক পণ্ডিত মেতনের 'মেতনীয় বৃত্তের' কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনিই প্রথম এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন যে, প্রতি ১৯ বছর পর সূর্য ও পৃথিবী একই বৃত্তে অবস্থান করে।
কোরআনে 'ফুজ্জার (পাপী) শব্দটি যতোবার এসেছে, 'আবরার' (পুণ্যবান) শব্দটি তার দ্বিগুণ এসেছে। অর্থাৎ 'ফুজ্জার' ৩ আর 'আবরার' ৬ বার। এর কারণ হচ্ছে, শাস্তির তুলনায় পুরস্কারের পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা সব সময় দ্বিগুণ করে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কুরানের সূরা সাবা'র ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'এ ধরনের লোকদের জন্যেই (কেয়ামতে) দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। এটা হচ্ছে বিনিময় সে কাজের যা তারা দুনিয়ায় করে এসেছে'। এ কারণেই দেখা যায়, গোটা কোরআনে 'পাপী' ও 'পুণ্যবান' শব্দের মতো 'আযাব' শব্দটি যতোবার এসেছে, 'সওয়াব' শব্দটি তার দ্বিগুণ এসেছে। অর্থাৎ আযাব ১১৭ বার, সওয়াব' ২৩৪।

কোরআনে একাধিক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে তিনি তার বিনিময় বাড়িয়ে দেবেন। সম্ভবত এ কারণেই কোরআনে 'গরীবী' শব্দটি এসেছে ১৩ বার, আবার তার বিপরীতে 'প্রাচুর্য' শব্দটি এসেছে ২৬ বার।

কোরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে গাণিতিক সংখ্যার অদ্ভুত মিল দেখে কুরানের যে কোনো পাঠকই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবতে থাকে, এটা নিঃসন্দেহে কোনো মানুষের কথা নয়।

কোনো একটি কাজ করলে তার যে অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে তার উভয়টিকে আশ্চর্যজনকভাবে সমান সংখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। 'গাছের চারা উৎপাদন' করলে 'গাছ' হয়। তাই এ দুটো শব্দই এসেছে ২৬ বার করে। কোনো মানুষ 'হেদায়াত' পেলে তার প্রতি 'রহমত' বর্ষিত হয়, তাই এ দুটো শব্দ কোরআনে এসেছে ৭৯ বার করে। 'হায়াতের' অপরিহার্য পরিণাম হচ্ছে 'মওত' এ শব্দ দুটোও এসেছে ১৬ বার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'যাকাত' দিলে 'বরকত' আসে, তাই কোরআনে কারীমে 'যাকাত' শব্দ এসেছে ৩২ বার 'বরকত' শব্দও ৩২ বার এসেছে। 'আবদ' মানে গোলামী, আর 'আবীদ' মানে গোলাম। গোলামের কাজ গোলামী করা, তাই কোরআনে এই উভয় শব্দই এসেছে ১৫২ বার করে। 'মানুষ সৃষ্টি' কথাটা এসেছে ১৬ বার, আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'এবাদাত'; সুতরাং তাও এসেছে ১৬ বার। 'নেশা' করলে 'মাতাল' হয়, তাই এ দুটো শব্দও এসেছে ৬ বার করে।

আর মাত্র দুটো মোজেযা বলে আমরা ভিন্ন আলোচনার দিকে অগ্রসর হবো।
কোরআনে 'ইনসান' শব্দটি এসেছে ৬৫ বার। এবার ইনসান বানাবার উপকরণগুলোকে কুরানের বিভিন্ন জায়গা থেকে যোগ করে মিলিয়ে দেখা যাক। প্রথম উপাদান 'তোরাব' (মাটি) এটি এসেছে ১৭ বার, দ্বিতীয় উপাদান 'নুতফা' (জীবনকণা) এটি এসেছে ১২ বার, তৃতীয় উপাদান 'আলা ক্ব' (রক্তপিন্ড) এটি এসেছে ৬ বার, চতুর্থ উপাদান 'মোদগা' (মাংসপিন্ড) এটি এসেছে ৩ বার। পঞ্চম উপাদান হচ্ছে 'এযাম' (হাড়), এটি এসেছে ১৫ বার। সর্বশেষ উপাদান হচ্ছে 'লাহম' (গোশত), এ শব্দটি এসেছে ১২ বার। কোরআনে উ ল্লেখিত (সূরা হজ্জ ৫) এ উপাদানগুলো যোগ করলে যোগফল হবে ঠিক ৬৫। আর এসব উপাদান দিয়ে যে 'ইনসান' বানানো হয়েছে তাও ঠিক ৬৫ বারই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কুরানের সূরা 'আল ক্বামার'এর প্রথম যে আয়াতটিতে চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার সাথে কেয়ামতের

আগমন অত্যাসন্ন কথাটি বলেছেন, আরবী বর্ণমালার আক্ষরিক মান হিসাব করলে তার যোগ ফল হয় ১৩৯০, আর এই ১৩৯০ হিজরী (১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ) সালেই মানুষ সর্বপ্রথম চাঁদে অবতরণ করে, জানি না এটা কুরানের কোনো মোজেযা, না তা এমনিই এক ঘটনাচক্র, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এই মহান সৃষ্টিতে তো ঘটনাচক্র বলতে কিছুই নেই। এ কারণেই হয়তো মানুষের চাঁদে অবতরণের সালের সাথে কুরানের আলোচ্য আয়াতটির সংখ্যামানের এই বিস্ময়কর মিল আমরা দেখতে পাচ্ছি।

তাওহীদ

অধ্যায় ১ : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকূলের সৃষ্টিকর্তা

সূরা আল বাক্বারা ২৯, আল আনআম ১, ৭৩, ১০১, আল আম্বিয়া ৩৩, আল মোমেনূন ১২-১৪, আন নূর ৪৫, আল ফোরক্বান ২, লোকমান ১০, আর রহমান ১৪-১৫

অধ্যায় ২ : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকূলের একমাত্র সার্বভৌম মালিক

সূরা আলে ইমরান ২৬, আন নিসা, ৫৩, আল মায়েদা ১৭, ৭৬, আন নাহল ৭৩, বনী ইসরাঈল ১১১,আল মোমেনূন ৮৮, সাবা ২২, আল ফাতের ১৩, আয যুমার ৪৩, আয যোখরুফ ৮৬, আল ফাতহ ১১, ১৪

অধ্যায় ৩ : ভালো মন্দ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায়ই সাধিত হয়

সূরা আল মায়েদা ৪১, আল আ'রাফ ১৮৮, ইউনুস ৪৯, ১০৭, আর রা'দ ১৬, বনী ইসরাঈল ৫৬, আল ফোরক্বান ৩, আল ফাতহ ১১, আল মোমতাহেনাহ ৪, আল জিন্ ২১

অধ্যায় ৪ : রেযেক শুধু আল্লাহর ইচ্ছায়ই বাড়ে কমে

সূরা আল বাক্বারা ২১২, আল মায়েদা ৮৮, হূদ ৬, আর রা'দ ২৬, আল হাজ্জ ৫৮, আল আনকাবুত ১৭, ৬০, আর রোম ৪০, ফাতের ৩, আল মোমেন ১৩, আশ শূরা ২৭, আয যারিয়াত ৫৮, আত ত্বালাক ৩, আল মুলক ২১

অধ্যায় ৫ : আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই

সূরা আল বাক্বারা ১৬৩, ২৫৫, আলে ইমরান ৬২, আন নিসা, ১৭১, আল মায়েদা ৭৩, আল আনআম ৪৬, আল আ'রাফ ৬৫, ইবরাহীম ৫২, আন নাহল ২২, ৫১, বনী

ইসরাঈল, ২২, আল কাহফ ১১০, আল আম্বিয়া ১০৮, আল হাজ্জ ৩৪, আল মোমেনূন ৯১, আন নামল ৬০, আল কাছাছ ৭১, ছোয়াদ ৬৫, হা-মীম আস সাজদাহ ৬, আয যোখরুফ ৮৪, আত তূর ৪৩

অধ্যায় ৬ : আল্লাহ তা'আলাই শুধু গায়বের খবর জানেন
সূরা আল বাক্বারা ৩৩, আল মায়েদা ১০৯, ১১৬, আল আনআম ৫৯, ৭৩, আত তাওবা ৭৮, ৯৪, ১০৫, ইউনুস ২০, হুদ ১২৩, আল কাহফ ২৬, আল ফাতের ৩৮, সাবা ৩, আল হুজুরাত ১৮

অধ্যায় ৭ : রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- গায়েব জানতেন না
সূরা আল আনআম ৫০, আল আ'রাফ ১৮৭, ১৮৮, আল জ্বিন ২৫

অধ্যায় ৮ : আল্লাহ তা'আলা যাকে যতো ইচ্ছা দান করেন
সূরা আলে ইমরান, ৩৭

অধ্যায় ৯ : সন্তান দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার
সূরা আশ শূরা ৪৯-৫০

অধ্যায় ১০ : শেফা দানকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা
সূরা আশ শূরা আয়াত, ৮০

অধ্যায় ১১ : বিপদের সাথী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা
সূরা ইউনুস ১২, আল আম্বিয়া ৮৪, বনী ইসরাঈল ৫৬, আয যুমার ৩৮

অধ্যায় ১২ : প্রার্থনা করতে হবে সরাসরি আল্লাহর কাছে
সূরা আল আনআম ৪০-৪১, আল আ'রাফ ২৯, ইউনুস ১০৬, আর রা'দ ১৪, আল ফোরক্বান ৬৮, আল মোমেন ১৪

অধ্যায় ১৩ : আল্লাহ তা'আলাই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন
সূরা আল বাক্বারা ১৮৬, আন নামল ৬২, আয যুমার ৪৯

রেসালাত

অধ্যায় ১ : মোহাম্মদ -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- আল্লাহর প্রেরিত রসূল
সূরা আল বাক্বারা ১১৯, আন নিসা, ৭৯, আর রা'দ ৩০, বনী ইসরাঈল ১০৫, আল আম্বিয়া ১০৭, আল আহযাব ৪৫, সাবা ২৮, ইয়াসীন ৩

অধ্যায় ২ : নবীদেরকে মানবরূপী মাবুদ মনে করা কুফরী
সূরা আল মায়েদা ৭২-৭৪

অধ্যায় ৩ : নিজেদের দিকে নয় বরং আল্লাহর দাসত্বের দিকেই নবীদের আহবান
সূরা আলে ইমরান ৭৯

অধ্যায় ৪ : রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- সকল নবীদের মধ্যে উত্তম
সূরা আল আহযাব ৪০, সাবা ৩৮

অধ্যায় ৫ : রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ গুণাবলী
সূরা আত তাওবা ১২৮, আল আম্বিয়া ১০৭, আল আহযাব ৪৫-৪৬, সাবা ২৮

অধ্যায় ৬ : আল্লাহর রসূলের দায়িত্ব
সূরা আলে ইমরান ২০, আল মায়েদা ৬৭, আল মায়েদা ৯২, আল মায়েদা ৯৯, আর রা'দ ৪০, আশ শূরা ৮৪

অধ্যায় ৭ : রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- হচ্ছেন নামাযীদের ইমাম
সূরা আন নিসা, ১০২, আত তাওবা ১০৩

অধ্যায় ৮ : রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- হচ্ছেন আল্লাহর তরফ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক
সূরা আননিসা,৬৫, ১০৫

অধ্যায় ৯ : রনাঙ্গণের সেনাপতি আল্লাহর রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-
সূরা আলে ইমরান ১২১, আন নিসা, ৮৪, আল আনফাল ৫৭, ৬৫

অধ্যায় ১০ : শুরা কাউন্সিলের প্রধান মহানবী -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-
সূরা আলে ইমরান ১৫৯

অধ্যায় ১১ : রসূল হচ্ছেন সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনা
সূরা আলে ইমরান ১৫৯, আত তাওবা ১২৭, আল কালাম ৪

অধ্যায় ১২ : রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ছিলেন শত্রুদেরও কল্যাণকামী
সূরা আল কাহফ ৬

অধ্যায় ১৩ : সকল নবীই তার উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষী
সূরা আন নাহল ৮৪, ৮৯

অধ্যায় ১৪ : উম্মতে মোহাম্মদী অন্য সব উম্মতের সাক্ষী
সূরা আল বাক্বারা ১৪৩

অধ্যায় ১৫ : নবীদের নিজস্ব ক্ষমতায় নয়; বরং আল্লাহর ইচ্ছায়ই তারা মোজেযা দেখাতে পারেন
সূরা আল আনআম ১০৯, আর রা'দ ৩৮

তাকদীর

অধ্যায় ১ : ভাগ্যলিখন সম্পর্কিত আলোচনা
সূরা ইউনুস ৫ আল হেজর ২১, ৬০, আল মোমেনুন ১৮, আল ফোরক্বান ২, আল আহযাব ৩৮, সাবা ১৮, ইয়াসীন ৩৯, হা-মীম আস সাজদা ১০, আশ শূরা ২৭, আল কামার ১২, ৪৯, আল ওয়াকেয়া ৬০, আল মোযযাম্মেল ২০, আল মোরসালাত ২২, ২৩, আবাসা ১৯, আল আ'লা ৩

আল কুরান

অধ্যায় ১ : আল্লাহ তা'আলাই কুরান অবতীর্ণ করেছেন

সূরা আল বাক্বারা ২৩, ৯৭, ১৮৫, আলে ইমরান ৩, ৭, ৪৪, আন নিসা, ৮২, আল মায়েদা ৪৮, আল আনআম ১৯, ৯২, ১১৪, ১৫৫, আল আ'রাফ ২, ইউনুস ৩৭, ইউনুস ৫৭, হুদ ১৩-১৪, হুদ ৪৯, ইউসুফ ২, ১০২, ইবরাহীম ১, আন নাহল ৮৯, বনী ইসরাঈল ৮২, ৮৮, ত্বোয়া-হা ২, ১১৩, আন নূর ৩৪, আল ফোরক্বান ১, আশ শোয়ারা ১৯২, আস সাজদা ২, ইয়াসীন ৫, সোয়াদ ২৯, আয যুমার ২৩, হা-মীম আস সাজদা ২, আশ শূরা ৭, আয যোখরুফ ৩, আদ দোখান ৩, ৫৮, আত তূর ৩৩-৪, আল ওয়াকেয়াহ ৮০, আদ দাহর ২৩, আল কাদর ১

অধ্যায় ২ : কুরান মজিদ নাযিলের উদ্দেশ্য

সূরা আলে ইমরান ১৩৮, আল মায়েদা ১৫-১৬, ৪৮, আল আনআম ৯০, ১৫৭, ইউনুস ৫৭, আন নাহল ৬৪, ৮৯, বনী ইসরাঈল ৯-১০, ৮২

অধ্যায় ৩ : কুরানের মোজেযা

সূরা আল বাক্বারা ৫৫-৫৭, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৭২-৭৩, ২৪৩, ২৪৮, ২৫৯, ২৬০, আলে ইমরান ১৩, ৩৭, ৩৯-৪১, ৪৫-৪৬, ৪৯, ১২৩-১২৫, আন নিসা, ১৫৭, ১৫৭-১৫৮, ১৫৯, আল মায়েদা ৬০, আল আ'রাফ ১০৭-১০৮, ১১৫-১২২, ১৩০-১৩৩, ১৭১, আল আনফাল ৯, আত তাওবা ২৫-২৬, ৪০, হুদ ৩৬-৪৪, ৬৪-৬৮, ৬৯-৭৩, ৭৭-৮৩, ৯৩-৯৫, ইউসুফ ২৩-২৭, ৮৩, ৯৩, ৯৪-৯৬, বনী ইসরাঈল ১, আল কাহফ ১০-১২, ১৭-১৮, ২৫, ৬০-৬৩, মারইয়াম ১৬-১৭, ২৪-২৫, ২৯-৩১, ত্বোয়া-হা ১৯-২২, ২৫-৩৬, ৬৬-৭০, ৯৭, আল আম্বিয়া ৬৯, ৭৯, ৮১-৮২, আশ শোয়ারা ৬০-৬৬, আন নামল ৭-১২, ১৬-১৯, ২০-২৮, ৩৭-৪০, ৪৮-৫১, আল কাসাস ৭-১৩, ২৪-৩৫, আল আনকাবুত ৫১, আল আহযাব ৯, সাবা ১০-১৪, আস সাফফাত ১৪০-১৪৬, সোয়াদ ১৭, ৩৬-৩৮, ৪২-৪৩, আল মো'মেন ২৬-২৭, আদ দোখান ২৪, আয যারিয়াত ২৮, আন নাজম ১-১৮, আল কামার ১, ৩৭, আল ফীল ১-৫

অধ্যায় ৪ : ক্কুরান মোমেনদের জন্যে শেফা ও রহমত

সূরা আল ফাতেহা আয়াত, ১-৭, আত তাওবা আয়াত, ১৪-১৫, সূরা ইউনুস আয়াত, ৫৭-৫৮, আন নাহল আয়াত, ৬৯, বানী ইসরাঈল আয়াত, ৮২, আল আম্বিয়া আয়াত, ৮৩, আশ শোয়ারা আয়াত,৭৮-৮২, ছোয়দ আয়াত, ৪১, হা-মীম আস সাজদা আয়াত, ৪৪।

ফেরেশতা

অধ্যায় ১ : ফেরেশতাদের দায়িত্ব কর্তব্য

আল বাক্বারা ৩০-৩৪, ৯৭-৯৮, ১০২, আল আনআম ৯৩, আল আ'রাফ ২০৬, আর রা'দ ১১, আন নাহল ৪৯-৫০, মারইয়াম ৬৪, আল আম্বিয়া ১৯-২০, ২৬-২৯, আল ফোরক্বান ২৫-২৬, আশ শোয়ারা, ১৯২-১৯৪, সাবা ২২-২৩, ফাতের ১, আস সাফফাত ১৬৪-১৬৬, আল মো'মেন ৭-৯, হা-মীম আস সাজদা ৩৮, আশ শূরা ৫, আয যোখরুফ ৭৭, ৮০, ক্বাফ ১৬-১৮, ১৯-২৬, আন নাজম ২৬, তাহরীম ৬, আল হাক্কাহ ১৬-১৮, আল মোদ্দাসসের ৩০-৩১, আত তাকওয়ীর ১৯-২১, আল ইনফেতার ১০-১২, আল ক্বাদর ১৪

কেয়ামত

অধ্যায় ১ : কেয়ামতের আলামত

(যেমন ইয়াজুজ মাজুজ, দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব এবং পূনরায় হযরত ঈসা - ‘আলাইহিস সালাম--এর আগমন)

সূরা আল কাহফ ৯৮-৯৯, আল আম্বিয়া ৯৬, আন নামল ৮২, আয যোখরুফ ৬১, আদ দোখান ১০-১১, মোহাম্মাদ ১৮, আন নাজম ৫৭-৫৮, আল কামার ১, আল মায়ারেজ ৬-৭

অধ্যায় ২ : পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রমাণ

সূরা আল বাক্বারা ৭২-৭৩, ২৫৯-২৬০, আল আ'রাফ ২৯, ৫৭, আন নাহল ৩৮-৪০, ৭৭, বনী ইসরাঈল ৯৮-৯৯, আল কাহফ ২১, মারইয়াম ৬৬-৬৭, ত্বোয়া-হা ১৫, আল আম্বিয়া ১০৪, আল হাজ্জ ৫-৭, আন নামল ৮৬, আল আনকাবুত ১৯-২০, আর রোম ১৯, ২৭, ৫০, সাবা ৩, ফাতের ৯, ইয়াসীন ৩৩, ৭৮-৮২, আস সাফফাত ১১, সোয়াদ,

২৭-২৮, আয যুমার ৪২, আল মোমেন ৫৭, হা-মীম আস সাজদা ৩৯, আদ দোখান ৩৯-৪০, আল জাসিয়া ২১-২২, আল আহকাফ ৩, ৩৩, ক্বাফ ৬-১১, ১৫, আয যারিয়াত ১-৬, আত তূর ১-১০, আল ওয়াকেয়াহ ৫৭-৬২, আল কেয়ামাহ ৩-৪, ৩৬-৪০, আল মোরসালাত ১-৭, আন নাবা ৬-১৭, আন নাযেয়াত ২৭-৩২, আত তারেক ৫-৮, আত তীন ৪-৮

অধ্যায় ৩ : মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়কালীন অবস্থা

সূরা আল বাক্বারা ১৫৪, আলে ইমরান ১৬৯-১৭১, আন নিসা৯৭, আল আনআম ৬২, আল আ'রাফ ৪০, আল মোমেনুন ১০০, আস সাজদাহ ১১, আল মোমেন ৪৬, ক্বাফ ৪

অধ্যায় ৪ : শিঙ্গায় ফুঁকার

সূরা আল আনআম ৭৩, আল কাহফ ৯৮-১০১, আন নামল ৮৭-৮৮, সোয়াদ ১৫, আযযুমার ৬৮, ক্বাফ ২০, ৪১-৪২, আল হা-ক্কাহ ১৩-১৭

অধ্যায় ৫ : ময়দানে হাশরের অবস্থা

সূরা আল বাক্বারা ১১৩, ১৪৮, ১৭৪, ২১০, আলে ইমরান ১০৬-১০৭, আন নিসা ৪১-৪২, আল আনআম ৩১, ৩৬, ৩৮, আল আ'রাফ ২৯, ৫৩, আত তাওবাহ ৩৪-৩৫, ইউনুস ৪, ২৬-৩০, ৪৫, হুদ ১৮, ৯৮, ১০৩-১০৮, ইবরাহীম ৪৮-৫১, আল হেজর ২৪-২৫, বনী ইসরাঈল ৫২, ৭১-৭২, ৯৭, ১০৪, আল কাহফ ৪৭, ৫২-৫৩, মারইয়াম ৩৭-৩৯, ৬৮-৭২, ৮৫-৮৬, ৯৩-৯৫, ত্বোয়া-হা, ১০০-১১২, ১২৪-১২৬, আল আম্বিয়া ৪০, ১০৩-১০৪, আল হাজ্জ ৭৮, আল মোমেনুন ১০০-১০১, আল ফোরক্বান ২২, ৩৪, আশ শোয়ারা ৯০-৯৫, আন নামল ৮৩-৮৫, আল কাসাস ৬৫-৭৫, আর রোম ১৪-১৬, ২২-২৫, ৫৫-৫৭, আস সাজদাহ ৫, ইয়াসীন ৪৮-৫৯, আস সাফফাত ২০-২৬, আয যুমার ৭৫, আল মোমেন ১৫-১৭, আশ শূরা ৪৭, আয যোখরুফ ৬৬-৬৭, আদ দোখান, ৪০, ক্বাফ ১১, আত তূর ৭-১২, ৪৫, আল ক্বামার ৬, আর রহমান ৩৭-৪৪, আল ওয়াকেয়াহ ১-৬, ৪৯-৫০, আল হাদীদ ১২-১৫, আত তাগাবুন ৯, আল কালাম ৪২-৪৩, আল হা-ক্কাহ ১-২, আল মায়ারেজ ১-১০, ৪৩-৪৪, আল মোযযাম্মেল ১২-১৪, ১৭-১৮, আল মোদ্দাসসের ৮-১০, আল কেয়ামাহ ৭-১২, আল মোরসালাত ৮-১৫, আন নাবা ১৭-২০, ৪০, আন নাযেয়াত ৬-৯, ১৩-১৪, ৩৪-৩৯, আবাসা ৩৩-৪২, আত তাকওয়ীর ১-১৪, আল ইনফেতার ১-৫, ১৫-১৯, আল মোতাফফেফীন ১৫-১৭, আল ইনশেক্বাক ১-২, আল ফাজর ২১-৩০, আয যেলযাল ১-৮, আল আদিয়াত ৬-১১, আল ক্বারেয়া ১-৫

অধ্যায় ৬ : কেয়ামত দিবসের কঠোরতা এবং মানুষের ব্যাকুলতা

সূরা আল মায়েদা ৩৬, আল আনআম ৩১, ইবরাহীম ৪২-৪৩, মারইয়াম ৩৯, ৭১, ত্বোয়া-হা ১০৮, আল আম্বিয়া ৪০, ৯৭, আল হাজ্জ ১-২, আন নূর ৩৭, আল ফোরক্বান ২৭, সাবা ৩৩, আস সাফফাত ২০, ২২-২৩, আয যুমার ৪৭-৪৮, ৬০, আল মোমেন ১৮, হা-মীম আস সাজদাহ ২৯, আশ শূরা ২২, ৪৫, আয যোখরুফ ৩৭-৩৯, আল জাসিয়া ২৭-২৮, আয যারিয়াত ১৩-১৪, আত তূর ৪৫-৪৬, আল কামার ৮, ৪৬, আল হাদীদ ১৩-১৫, আল মুলক ২৭, আল কালাম ৪৩, আল হা-ক্কাহ ২৫-২৯, আল মায়ারেজ ১১-১৪, আল মোযযাম্মেল ১৭, আল মোদ্দাসসের ৯-১০, আল কেয়ামাহ ৭-১২, আদ দাহর ১০-১১, আল মোরসালাত ৩৭-৩৯, আন নাবা ৪০, আন নাযেয়াত ৮-৯, আবাসা ৩৪-৩৭, আত ত্বারেক ১০, আল গাশিয়াহ ১-৩, আল ফাজর ২৩-২৬, আল লায়ল ১১, আয যেলযাল ৩, আল কারয়াহ ৪-৫

অধ্যায় ৭ : না-ফরমানদের দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাংখা

সূরা ইবরাহীম ৪৪-৪৫, আস সাজদাহ ১২, আশ শূরা ৪৪

অধ্যায় ৮ঃ অনুসারীদের সাথে পাপিষ্ঠ নেতাদের শত্রুতা ও তাদের অমতা

সূরা আল বাক্বারা ১৬৬-১৬৭, আর রোম ১৩

অধ্যায় ৯ : কেয়ামতের দিন কেউ কারো কাজে আসবে না

সূরা আল বাক্বারা ১৬৫-১৬৭, আল আনআম ৭০, ৯৪, ১৬৪, ইউনুস ২৭-৩০, ইবরাহীম ২১-২২, আন নাহল ৮৬-৮৭, আল কাহফ ৫২, মারইয়াম ৮১-৮২, আল মোমেনুন ১০১, আল ফোরক্বান ১৭-১৯, আশ শোয়ারা ৮৮, আল কাসাস ৬৩-৬৪, আল আনকাবুত ২৫, আর রোম ১৩, লোকমান ৩৩ সাবা ৩১-৩৩, ৪২, ফাতের ১৪, ১৮, আস সাফফাত ২৫-৩৩, আল মোমেন ১৮, হা-মীম আস সাজদাহ ৪৮, আশ শূরা ৪৬, আয যোখরুফ ৬৭, আদ দোখান ৪১-৪২, আল আহকাফ ৬, ক্বাফ ২৩-২৭, আল মোমতাহেনাহ ৩, আল হাক্কাহ ২৫-৩৫, আল মায়ারেজ ১০-১৪, আবাসা ৩৪-৩৬, আল ইনফেতার ১৯

অধ্যায় ১০ : শাফায়াত কেবল আল্লাহর অনুমতিতেই পাওয়া যাবে

সূরা আল বাক্বারা ৪৮, ২৫৪, ২৫৫, ইউনুস ৩, বনী ইসরাঈল ৭৯, মারইয়াম ৮৭, ত্বোয়া-হা ১০৯, আয যোখরুফ ৮৬, আন নাজম ২৬

অধ্যায় ১১ : কেয়ামতের দিন মিথ্যা মা'বুদ, কাফের সম্প্রদায় এবং মুসলমানদের সাথে আল্লাহর কথাবার্তা

সূরা আল মায়েদা ১০৯-১১৯, আল আনআম ২২-২৩, ৩০, ৯৪, ১২৮-১৩০, আল আ'রাফ ৬-৭, ইবরাহীম ৪৪-৪৫, আন নাহল ২৭-২৯, আল কাহফ ৪৮, ত্বোয়া-হা ১২৫-১২৬, আল মোমেনুন ১০৫-১১৪, আল ফোরক্বান ১৭-১৯, আন নামল ৮৪, আল কাসাস ৬২-৬৬, আস সাজদাহ ১২-১৪, সাবা ৪০-৪২, ইয়াসীন ৬০-৬৪, আস সাফফাত ২৪-২৫, আয যুমার ৫৯, হা-মীম আস সাজদাহ ৪৭, আল জাসিয়াহ ২৮, ক্বাফ ২২-২৯, আল মোরসালাত ৩৮-৩৯

অধ্যায় ১২ : কেয়ামতের দিনে হিসাব নিকাশ গ্রহণ

সূরা ইবরাহীম ৫১, আন নাহল ৯৩, বনী ইসরাঈল ১৩-১৪, আল কাহফ ৪৯, ১০৫, মারইয়াম ৩৯, আল আম্বিয়া ৪৭, লোকমান ১৬, ইয়াসীন ৬৫, আল মোমেন ৭৮, আয যোখরূফ ১৯, ৪৪, আর রাহমান ৩১, আল মোমতাহেনা ৩, আল গাশিয়াহ ২৬, আত তাকাছুর ৮

অধ্যায় ১৩ : কেয়ামতের দিন পাপ পূণ্যের পরিমাপ

সূরা আল আ'রাফ ৮-৯

অধ্যায় ১৪ : আমল নামার নির্ধারণ

সূরা আলে ইমরান ৩০, আল হা-ক্কাহ ১৯-২৯, আত তাকওয়ীর ৮-১০, আল ইনশেক্বাক

অধ্যায় ১৫ : আমল অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি নিশ্চিতকরণ

সূরা আলে ইমরান ১৮৫, ইউনুস ৪, হুদ ১০৬-১০৮, ১১১, আন নাহল ১১১, আল হাজ্জ ৫৬-৫৭, আল মোমেনুন ১০২-১০৩, আন নূর ২৩-২৫, আন নামল ৮৫, ৯০-৯৩, আল আনকাবুত ১৩, আর রোম ১৪-২৩, ইয়াসীন ৫৩-৫৪, আয যুমার ১০, ৭০, আল মোমেন ১৭, ৫২, হা-মীম আস সাজদাহ ২৪, আল জাসিয়াহ ৩৪-৩৫, ক্বাফ ২৮-৩১, আত তুর ১৬-১৭, আল ওয়াকেয়াহ ৭-৪৪, ৮৮-৯৪, আত তাগাবুন ৯-১০, আত তাহরীম ৭, আল হা-ক্কাহ ১৮-৩২, আল কেয়ামাহ ২২-২৫, আল মোরসালাত ১১-১৫, ৩৫-৩৯, আন নাযেয়াত ৩৪-৪১, আয যেলযাল ৪-৮, আল কারিয়া ৬-৯

পবিত্রতা

অধ্যায় ১ : ওযুর মাসআলা
সূরা আল মায়েদাহ্‌, আয়াত ৬
অধ্যায় ২ : তায়াম্মুমের মাসআলা
সূরা আন নেসা, আয়াত ৪৩
অধ্যায় ৩ : গোসলের মাসআলা
সূরা আল মায়েদাহ্‌, আয়াত ৬, আন নিসা, ৪৩
অধ্যায় ৪ : মাসিক ঋতুস্রাবের মাসআলা
সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ২২২

নামায

অধ্যায় ১ : জামাতের সাথে নামাযের হুকুম
সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ৪৩
অধ্যায় ২ : মাকামে ইবরাহীমে নামাযের হুকুম
সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ১২৫
অধ্যায় ৩ : নামায হেফাযতের গুরুত্ব
সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ২৩৮ সূরা আল মোমেনুন, আয়াত ২
অধ্যায় ৪ : কসর নামায এবং যুদ্ধের ময়দানে নামাযের পদ্ধতি
সূরা আন নেসা, আয়াত ১০১-১০৩
অধ্যায় ৭ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রমাণ
সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭৮-৭৯
অধ্যায় ৮ : প্রকাশ্য নামাযে মধ্যম আওয়াযে কেরাত পাঠের হুকুম
বনী ইসরাঈল, আয়াত ১১০
অধ্যায় ৯ : নামাযের সময়
সূরা ত্বোয়া-হা, আয়াত ১৩০
অধ্যায় ১০ : নামাযে খুশু
সূরা আল মোমেনুন, আয়াত ২
অধ্যায় ১১ : ব্যস্ততা আল্লাহপ্রেমীদের নামাযে বাধা হয় না।

সূরা আন নূর, আয়াত ৩৭

অধ্যায় ১২ : নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে

সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫

অধ্যায় ১৩ : জুমার দিনে মাসজিদে যাওয়ার তাগিদ

সূরা আল জুমুয়াহ, আয়াত ৯

অধ্যায় ১৪ : লোক দেখানো নামাযীদের কঠোর শাস্তি

সূরা আল মাঊন, আয়াত ৪-৬

যাকাত

অধ্যায় ১ : যাকাত, সদকাহ এবং তা ব্যয়ের খাতসমূহ

সূরা আল বাক্বারা ২১৫, ২৬৭, ২৭১, ২৭৩-২৭৪, আল আনআম ১৪১, আত তাওবাহ ৬০, আন নূর ৫৬, আল ফোরক্বান ৬৭, আর রোম ৩৯, আদ দাহর ৮-৯

রোযা

অধ্যায় ১ : রোযা, এ'তেকাফ এবং লায়লাতুল্ক্বাদর

সূরা আল বাক্বারা ১২৫, ১৮৩-১৮৫, ১৮৭, আদ দোখান ৩-৫, আল কাদর ১-৫

হজ্জ

অধ্যায় ১ : কাবাঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সূরা আল বাক্বারা ১২৫, আলে ইমরান ৯৬-৯৭, আল হাজ্জ ২৬-২৭

অধ্যায় ২ঃ হজ্জের মহান দিন

সূরা আল বাক্বারা ১৯৭-১৯৯

অধ্যায় ৩ : তওয়াফে যেয়ারতের বর্ণনা

সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ২৯

অধ্যায় ৪ : সাফা এবং মারওয়ায় দৌড়ানোর

'সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ১৫৮

অধ্যায় ৫ : ওমরার বর্ণনা

সূরা আল বাক্বারা ১৯৬

অধ্যায় ৬ : ওমরায় মাথা মুন্ডানো অথবা চুল্ছাঁটা

সূরা আল ফাতাহ্, আয়াত ২৭

অধ্যায় ৭ : এহ্রাম বাধা অবস্থায় শিকার করা

সূরা আল মায়েদাহ ১, ৯৫, ৯৬

অধ্যায় ৮ : হজ্জে তামাত্তু

সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ১৯৬

অধ্যায় ৯ : কোরবানীর জন্যে নির্ধারিত পট্টি বাধা পশু

সূরা আল মায়েদা ৯৭, আল হাজ্জ ২৮

অধ্যায় ১০ : কোরবানীর পশুর নিখুঁত হওয়া

সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ৩০-৩৩, ৩৬-৩৭

অধ্যায় ১১ : হজ্জে যাওয়ার পথে বাধাগ্রস্থ হলে ফিরে যাওয়া

সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ১৯৬

নারী ও পারিবারিক জীবন

অধ্যায় ১ : পর্দার বিধান

সূরা আন নূর, আয়াত ২৭-৩১, ৫৮-৬০, আল আহ্যাব ৫৩-৫৫, ৫৯

অধ্যায় ২ : বিয়ের হুকুম

সূরা আন নেসা, আয়াত ৩

অধ্যায় ৩ : যেসব মহিলাদের বিয়ে করা হারাম

সূরা আল বাক্বারা ২২১, আন নিসা২৩-২৪

অধ্যায় ৪ : বিয়ের ওলী (অভিভাবক)-এর বর্ণনা

সূরা আন নেসা, আয়াত ২৫

অধ্যায় ৫ : মোহরের বিধান

সূরা আল বাক্বারা ২৩৬-২৩৭, আন নিসা২৪, আল কাছাছ ২৭-২৮, আল আহ্যাব ৫০

অধ্যায় ৬ : মুসলমানদের অবিবাহিত থাকা উচিৎ নয়

সূরা আন নূর, আয়াত ৩২

অধ্যায় ৭ : একাধিক সংগীর মাঝে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

দন্ডবিধি

অধ্যায় ১ : হত্যার শাস্তি
সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৪৫
অধ্যায় ২ : চোরের শাস্তি
সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৩৮
অধ্যায় ৩ : সন্ত্রাসের শাস্তি
সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৩৩
অধ্যায় ৪ : ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি
সূরা আন নিসা১৫-১৬, আন নূর ২-৪

অর্থনীতি

অধ্যায় ১ : ওছিয়ত এবং উত্তরাধিকারের বিধান
সূরা আল বাক্বারা ১৮০-১৮২, ২৪০, আন নিসা৭-৮, ১১-১২, ৩৩, ১৭৬, আল মায়েদা ১০৬-১০৮, আল আনফাল ৭৫
অধ্যায় ২ : ক্রয় বিক্রয়ের বিধি-বিধান
সূরা আল বাক্বারা ১৯৮, ২৭৫, ২৮২-২৮৩, আন নিসা২৯, আন নূর ৩৭, আল জুমুয়াহ, ১০, আল মোযযাম্মেল ২০
অধ্যায় ৩ : সুদের বর্ণনা
সূরা আল বাক্বারা ২৭৫, ২৭৮-২৮০, আন নিসা১৬১

জেহাদ : রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম--এর স্বশরীরে অংশগ্রহণে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ

অধ্যায় ১ : গাযওয়ায়ে বদর
সূরা আলে ইমরান ১৩, আল আনফাল ৫-১৮, ৪১-৪৪, ৪৮
অধ্যায় ২ : গাযওয়ায়ে ওহুদ
সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২১-১২৭, ১৪০-১৪৩, ১৫২-১৫৫, ১৬৫-১৭১

অধ্যায় ৩ : গাযওয়ায়ে বনী নযীর
সূরা আল হাশর, আয়াত ২-৬
অধ্যায় ৪ : গাযওয়ায়ে বদরে ছোগরা
সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭২-১৭৫
অধ্যায় ৫ : গাযওয়ায়ে আহযাব
সূরা আল আহযাব ৯-২৫
অধ্যায় ৬ : গাযওয়ায়ে বনী কোরায়যা
সূরা আল আহযাব, আয়াত ২৬-২৭
অধ্যায় ৭ : হোদায়বিয়ার সন্ধি এবং বাইয়াতে রেদওয়ান
সূরা আল ফাতাহ, আয়াত ১
অধ্যায় ৮ : মক্কা বিজয়
সূরা আন নাছর, আয়াত ১
অধ্যায় ৯ : গাওয়ায়ে হোনায়ন
সূরা আত তাওবা, আয়াত ২৫-২৬
অধ্যায় ১০ : গাযওয়ায়ে তাবুক
সূরা আত তাওবা, আয়াত ৪২-৫৯, ৮১-৮৩, ৯০-৯৬
অধ্যায় ১১ : গনীমতের মাল এবং ফাই-এর হুকুম
সূরা আল বাক্বারা ১৯০-১৯৪, ২১৭, আন নিসা৭১, ৭৫-৭৬, ৮৯-৯১, ৯৪, আল আনফাল ১, ১২-১৩, ১৫-১৬, ৩৯, ৪১, ৪৫-৪৭, ৫৭-৫৮, ৬০-৬১, ৬৭-৬৯, ৭২-৭৩, আত তাওবা ১-৭, ১১-১২, ২৮-২৯, ৩৬-৩৭, ৪১, ৭৩-৭৪, আন নাহল ১২৬, আল হাজ্জ ৩৯-৪০, আল আহযাব ৬০-৬২, মোহাম্মদ ৪, আল হাশর ৫-১০, আল মোমতাহেনা ১০-১১
অধ্যায় ১২ : বিশ্বাসঘাতক এবং দুশমনদের সাথে ব্যবহার
সূর আল আনফাল, আয়াত ৫৬-৫৮
অধ্যায় ১৩ : যুদ্ধের সময় শত্রুপরে সন্ধিপ্রস্তাব
সূরা আল আনফাল, আয়াত ৬০-৬৩
অধ্যায় ১৪ : শত্রুর সাথে সমজ্ঝাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন করা
সূরা আত তাওবা, আয়াত ১-৪
অধ্যায় ১৫ : শত্রুনিরাপত্তা চাইলে তাকে নিরাপত্তা দেয়া
সূরা আত তাওবা, আয়াত ৬
অধ্যায় ১৬ : ইসলাম গ্রহণে দুশমনকে বাধ্য না করা

সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ২৫৬-২৫৭

অধ্যায় ১৭ : শত্রুর ওপর অত্যাচার এবং বাড়াবাড়ি না করা

সূরা আল বাক্বারা ১৯০-১৯৪

বান্দার হক

অধ্যায় ১ : পিতামাতা, পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের হক

সূরা আল বাক্বারা ১৭৭, আন নিসা৩৬, আন নাহল ৯০, বনী ইসরাঈল ২৩-২৫, ২৬, ২৮, মারইয়াম ১৪, ৫৫, ত্বোয়া-হা ১৩২, আন নূর ২২, আল আনকাবুত ৮, আর রোম ৩৮, লোকমান ১৪-১৫, আল আহযাব ৬, আল হুজুরাত ১০, আত তাহরীম ৬, আল বালাদ ১৫

অধ্যায় ২ ঃ স্বামী-স্ত্রীর হক এবংপারস্পরিক সৌহার্দ্য

সূরা আল বাক্বারা ১৮৭, ২২৩, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, আন নিসা৩-৪, ১৯-২১, ৩৪-৩৫, ১২৮-১৩০, আত তাগাবুন ১৪, আত ত্বালাক ৬-৭

অধ্যায় ৩ ঃ চাকর, এতীম, মেসকীন এবং ভিক্ষুকদের হক

সূরা আল বাক্বারা, ৮৩, ১৭৭, ২২০, ২৬২-২৬৪, ২৭৩, ২৮০, আন নিসা২-৬, ৫-৬, ২৫, ৩৬, ১২৭, বনী ইসরাঈল ৩৪, আন নূর ২২, ৩৩, আর রোম ৩৮, আল হাশর ৭, আল ফাজর ১৭-১৮, আল বালাদ ১৩-১৬, আদ দোহা ৯, আল মাউন ২-৩

অধ্যায় ৪ : মেহমানদের হক

সূরা আল কাহাফ, ৭৭

অধ্যায় ৫ : শত্রুর হক

সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৮, ৪১-৪২

অধ্যায় ৬ : আল্লাহভীতিই হচ্ছে সম্মানের মানদন্ড

সূরা আল বাক্বারা ৬২, আল আনআম ৫২-৫৩, আন নাহল ৯৭, আল কাহফ ২৮, আল হুজুরাত ১৩, আবাসা ১-১২

আদব

অধ্যায় ১ : আল্লাহর নাম স্মরনের আদব
সূরা আল আনফাল, আয়াত ২
অধ্যায় ২ : ক্বুরানের আদব
সূরা আল আ'রাফ ২০৪, আল আনফাল ২, আত তাওবা ১২৪
অধ্যায় ৩ : রসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম--এর মজলিসের আদব
সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১-৩
অধ্যায় ৪ : মাসজিদের আদব
সূরা আন নূর, ৩৬-৩৭
অধ্যায় ৫ : পিতামাতার আদব
সূরা লোকমান, আয়াত ১৪-১৫
অধ্যায় ৬ : মুসলমান সমাজে নাগরিকদের মান ইযযতের সংরণ
সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১০-১২
অধ্যায় ৭ : সালামের আদব
সূরা আন নেসা, আয়াত ৮৬

ক্বুরানের দোয়াসমূহ

অধ্যায় ১ : আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা
সূরা আল ফাতেহা ৫, আল বাক্বারা, ১২৬, ১২৭-১২৯, ২০১, ২৮৫, ২৮৬, আলে ইমরান ৬, ৮, ২৬-২৭, ৫৩, ১৪৭, ১৯১-১৯৪, আল মায়েদা ১১৪, আল আ'রাফ ৮৯, ১২৬, ১৫১, ১৫৫-১৫৬, আত তাওবা ১২৯, ইউনুস ৮৫-৮৬, ৮৮, হুদ ৪১, ৪৭, ইউসুফ ১০১, ইবরাহীম ৪০-৪১, বনী ইসরাঈল ২৪, ৮০, আল কাহফ ১০, মারইয়াম ৪-৬, ত্বোয়া-হা ২৫-২৬, ১১৪, আল আম্বিয়া ৮৩, ৮৭, ৮৯, ১১২, আল মোমেনুন ২৬, ২৯, ৯৩-৯৪, ৯৭-৯৮, ১০৯, ১১৮, আল ফোরক্বান ৬৫, ৭৪, আশ শোয়ারা ৮৩-৮৭, ১১৮, ১৬৯, আন নামল ১৯, ৪৪, ৫৯, আল কাছাছ ১৬-১৭, ২১, ২৪, আল আনকাবুত ৩০, আস সাফফাত ১০০, সোয়াদ ৩৫, আল মোমেন ৭-৯, আল আহকাফ ১৫, আল কামার ১০, আল হাশর ১০, আল মোমতাহানা ৪-৫, আত তাহরীম ৮, ১১, ন হ ২৪, ২৮, আল ফালাক ১-৫, আন নাস ১-৬

কুরানের উপমাসমূহ

অধ্যায় ১ : আল্লাহর দেয়া বিভিন্ন ধরণের উদাহরণ

সূরা আল বাক্বারা, ১৭১, ১৭-২০, ২৬১, ২৬৪-২৬৬, আলে ইমরান ৫৯, ১১৭, আল আ'রাফ ১৭৬, ইউনুস ২৪, হুদ ২৪, ইবরাহীম ১৮, ২৪-২৬, আন নাহল ৭৫-৭৬, ১১২, আল কাহফ ৩২-৪৩, ৪৫, আন ন র ৩৫, আল আনকাবুত ৪১, আর রোম ২৮, আয যুমার ২৯, আল হাদীদ ২০, আল জুমুয়া ৫, আত তাহরীম ১১-১২

হালাল হারাম

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত হালাল ও হারাম সমূহ

সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, আল মায়েদা আয়াত, ১, ৩, ৪-৫, ৮৭-৮৮, ৯০-৯২, ৯৬, ১০০, আল আনআম আয়াত, ১১৯-১২০, ১২২, ১৪৬, আল আ'রাফ আয়াত,৩২-৩৩, আন নাহল, আয়াত, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭।

মোমেনের গুণাবলী

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত মোমেনের গুণাবলী

সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ৩-৫, ২০৬, আলে ইমরান আয়াত, ২৮, আল আনফাল আয়াত, আত তাওবা আয়াত,৭১-৭২, ১১২, ২-৪, আর রা'দ আয়াত, ১৯-২৪, আল হাজ্জ আয়াত, ৩৪-৩৫, আল মোমেন আয়াত ১-১১, ৫৭-৬১, আল ফোরক্বান আয়াত, ৬৩-৭৬, আল কাছাছ আয়াত, ৫৩-৫৫।

মোনাফেকের পরিচয়

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত মোনাফেকের চরিত্র বৈশিষ্ট্য

সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ৮-১৬, ২০৪-২০৬, আলে ইমরান ২৩, ২৫, ১১৯, ১২০, আন নিসা৪৪-৪৬, ৫১, ৬০-৬৬, ৭৭-৭৮, ৮১, ৮৮, ৯১, ৯৭, ১৩৮, ১৪৫, আল মায়েদা ৪১, ৫২, ৬১-৬৩, আনফাল ৫, ৬, ৪৯, তাওবা ৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৮-৫৯, ৬১, ৬২, ৬৮, ৭৪-৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৪-৯৮, ১০১, ১০৭-১১০, ১২৪, ১২৭, ন র ৪৭-৫৩, আনকাবুত ২-৪, ১০, ১১, আহযাব১২-২০, ২৪, ৬১, ৭৩, মোহাম্মদ ১৬, ২০, ২৯, ৩০, ৩১, ফাতাহ ৬, ১১-১৬, হুজুরাত ১৪, ১৬, ১৭, হাদীদ ১৩-১৬, মোজাদালা ৭-১২, ১৪-১৮, ১৯-২০, হাশর ১১-১৪, মোনাফেকুন ১-৮, মাউন ৪-৭,।

আল্লাহর পথে জেহাদ

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত জেহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতসমূহ

সূরা আল বাক্বারা, আযাত ২১৬, ইল ইমরান ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৫৪, ১৭৭, ২১৭, ২৪৪, ১৩, ১২১, ১২৮, ১৫১, ১৫৮, ১৬৫, ১৭২, আন নিসা৭৪, ৭৬, ৮৪, ৯৫, ৯৬, ১০২, আনফাল ৭-১৯, ৩৯, ৫৭, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৭, আত তাওবা ৫, ১২-১৬, ২৪-২৬, ২৯, ৩৫, ৩৮-৪২, ৭৩, ১২৩, হাজ্জ ৩৯, ৪১, ৭৮, ফোরকান ৫২, আনকাবুত ৬৯, আহযাব ২৫-২৭, মোহাম্মদ ৪, ২০, ফাতাহ ২৫, হুজুরাত ১৫, হাদীদ ১০, ১৯, মোমতাহেনা ১, ৮, ৯, সফ ৪, ১১, তাহরীম ৯, মোযযাম্মেল ২০।

কুরানের ঘটনাসমূহ

অধ্যায় ১ : হযরত আদম ও হাওয়া -'আলাইহিস সালাম- এবং ইবলীসের ঘটনা

সূরা আল বাক্বারা ৩০-৩৯, ১০২, ১৬৮-১৬৯, ২৬৮, আলে ইমরান ৩৩, আন নিসা১২০, আল আ'রাফ ১১-২২, ২৭, ১৮৯, আল আনফাল ৪৮, ইউসুফ ৫, ৪২, আল হেজর ১৭-১৮, ২৮-৪৪ আন নাহল ৬৩, বনী ইসরাঈল ৫৩, ৬১-৬৫, আল কাহফ ৫০-৫১, ত্বোয়া-হা ১১৫-১২৪, আল হাজ্জ ৩-৪, ৫২, আন ন র ২১, আল ফোরক্বান ২৯, আশ শোয়ারা ২১০-২১২, ২২১, ২২৩, সাবা ২০-২১, ফাতের ৬, আস সাফফাত ৭-১০, সোয়াদ ৭১-৭৪, হা-মীম আস সাজদাহ ২৫, ৩৬, আয যোখরূফ ৩৬-৩৭, মোহাম্মদ ২৫, আল মোজাদালাহ ১৯, আল হাশর ১৬-১৭, আন নাস ৪-৬

অধ্যায় ২ : আদম -'আলাইহিস সালাম--এর সন্তানদের ঘটনা

সূরা আল মায়েদা, আয়াত ২৭-৩১

অধ্যায় ৩ : হযরত নূহ -'আলাইহিস সালাম- এবং তার জাতির ঘটনা

সূরা আলে ইমরান ৩৩, আল আনআম ৮৪-৯০, আল আ'রাফ ৫৯-৬৪, ইউনুস ৭১-৭৩, হুদ ২৫-৪৮, ইবরাহীম ৯-১৭, বনী ইসরাঈল ৩, আল আম্বিয়া ৭৬-৭৭, আল মোমেনুন ২৩-২৯, আল ফোরক্বান ৩৭, আশ শোয়ারা ১০৫-১২০, আল আনকাবুত ১৪-১৫, আস সাফফাত ৭৫-৮৩, আয যারিয়াত ৪৬, আন নাজম ৫২, আল কামার ৯-১৪, আল হাদীদ ২৬, আত তাহরীম ১০, আল হা-ক্কাহ ১১, ন হ ১-২৮

অধ্যায় ৪ : হযরত হুদ -'আলাইহিস সালাম- এবং আদ জাতি

আল আ'রাফ ৬৫-৭২, হুদ ৫০, ইবরাহীম ৯-১৭, আল ফোরক্বান ৩৮-৩৯, আশ শোয়ারা ১২৩-১৩৯, আল আনকাবুত ৩৮, হা-মীম আস সাজদাহ ১৩-১৬, আল আহকাফ ২১-২৬, আয যারিয়াত ৪১-৪২, আন নাজম ৫০, আল ক্বামার ১৮-২০, আল হাক্কাহ ৪-৮, আল ফাজর ৬-১৩

অধ্যায় ৫ : হযরত সালেহ -'আলাইহিস সালাম- এবং সামুদ জাতি

সূরা আল আ'রাফ ৭৩-৭৯, হুদ ৬১-৬৭, ইবরাহীম ৯-১৭, আল হেজর ৮০-৮৪, আল ফোরক্বান ৩৮-৩৯, আশ শোয়ারা ১৪১-১৫৮, আন নামল ৪৫-৫৮, আল আনকাবুত ৩৮, হামীম আস সাজদাহ ১৩-১৪, ১৭-১৮, আয যারিয়াত ৪৩-৪৫, আন নাজম ৫১, আল কামার ২৩-৩১, আল হা-ক্কাহ ৪-৫, আল ফাজর ৯-১৩, আশ শামস ১১-১৫

অধ্যায় ৬ : হযরত ইবরাহীম -'আলাইহিস সালাম--এর ঘটনা

সূরা আল বাক্বারা ১২৪-১৩২, ১৩০-১৩৬, ২৫৮, ২৬০, আলে ইমরান ৬৫-৬৭, আন নিসা১২৫, আল আনআম ৭৪-৯০, আত তাওবা ১১৪, হুদ ৬৯-৭৬, ইউসুফ ৬, ইবরাহীম ৩৫-৪১, আল হেজর ৫১-৬০, আন নাহল ১২০-১২৩, মারইয়াম ৪১-৪৯, আল আম্বিয়া ৫১-৫৩, আল হাজ্জ ২৬-২৭, আশ শোয়ারা, ৬৯-৮৭, আল আনকাবুত ১৬-২৭, ৩১-৩২, আস সাফফাত ৮৩-১০৬, সোয়াদ ৪৫-৪৭, আয যোখরূফ ২৬-২৭, আয যারিয়াত ২৪-৩২, আল হাদীদ ২৬, আল মোমতাহানা ৪

অধ্যায় ৭ : হযরত লুত -'আলাইহিস সালাম--এর ঘটনা

সূরা আল আনআম ৮৬-৯০, আল আ'রাফ ৮০-৮৪, হুদ ৭৪-৮৩, আল হেজর ৫৮-৭৭, আল আম্বিয়া ৭৪-৭৫, আশ শোয়ারা ১৬০-১৭৩, আন নামল ৫৪-৫৮, আল আনকাবুত ২৮-৩০, ৩৩-৩৫, আস সাফফাত ১৩৩-১৩৮, আয যারিয়াত ৩২-৩৭, আল কামার ৩৩-৩৮, আত তাহরীম ১০

অধ্যায় ৮ : হযরত ইসমাঈল -'আলাইহিস সালাম--এর ঘটনা

সূরা আল বাক্বারা ১২৫-১২৯, ১৩৩, আল আনআম ৮৬-৯০, মারইয়াম ৫৪-৫৫, আল আম্বিয়া ৮৫, আস সাফফাত ১০১-১০৭, সোয়াদ ৪৮

অধ্যায় ৯ : হযরত ইসহাক -'আলাইহিস সালাম--এর ঘটনা

সূরা আল বাক্বারা ১৩৩, আল আনআম ৮৪-৯০, ইউসুফ ৬, আল আম্বিয়া ৭২-৭৩, আস সাফফাত ১১২-১১৩, সোয়াদ ৪৫-৪৭

অধ্যায় ১০ : হযরত ইয়াকুব এবং ইউসুফ -'আলাইহিস সালাম--এর ঘটনা

সূরা আল বাক্বারা ১৩২, আলে ইমরান ৯৩, আল আনআম ৮৪-৯০, ইউসুফ ৪-১০১, আল আম্বিয়া ৭২-৭৩, সোয়াদ ৪৫-৪৭, আল মোমেন ৩৪

অধ্যায় ১১ : হযরত শোয়ায়ব -'আলাইহিস সালাম-, আছহাবে আইকা এবং মাদইয়ানবাসীর ঘটনা

সূরা আল আ'রাফ ৮৫-৯৩, হুদ ৮৪-৯৫, আল হেজর ৭৮-৭৯, আশ শোয়ারা ১৭৬-১৮৯, আল আনকাবুত ৩৬-৩৭

অধ্যায় ১২ : হযরত মুসা -'আলাইহিস সালাম-, হারুন -'আলাইহিস সালাম-, বনী ইসরাঈল, ফেরআউন এবং হামানের ঘটনা

সূরা আল বাক্বারা ৪৭-৬১, ৬৩-৭৫, ৮৪-৮৭, ৯২-৯৩, ১০৮, ১৩৬, ২৪৩-২৫১, আন নিসা১৫৩-১৫৬, ১৬৪, আল মায়েদা ১২-১৩, ২০-২৫, ৩২, ৪৫, ৭০-৭১, ৭৮-৭৯, আল আনআম ৮৪-৯০, ১৪৬, ১৫৪, ১৫৯, আল আ'রাফ ১০৩-১৫৭, ১৫৯-১৭১, আল আনফাল ৫৪, ইউনুস ৭৪-৯৩, হুদ ৯৬-৯৯, ১১০, ইবরাহীম ৫-৬, ৮, আন নাহল ১২৪, বনী ইসরাঈল ২-৭, ১০১-১০৪, আল কাহফ ৬০-৮২, মারইয়াম ৫১-৫৩, ত্বোয়া-হা ৯-৯৮, আল আম্বিয়া ৪৮-৪৯, আল মোমেনুন ৪৫-৪৯, আল ফোরক্বান ৩৫-৩৬, আশ শোয়ারা ১০-৬৬, আন নামল ৭-১৪, আল কাসাস ৩-৪৮, আল আনকাবুত ৩৯-৪০, আস সাজদা ২৩-২৪, আল আহযাব ৬৯, আস সাফফাত ১১৪-১২২, আল মোমেন ২৩-৪৫, আয যোখরুফ ৪৬-৫৬, আদ দোখান ১৭-৩৩, আল জাসিয়া ১৬-১৭, আয যারিয়াত ৩৮-৪০, আল কামার ৪১-৫৫, আস সাফ্ ৫, আল জুমুয়া ৫-৬, আত তাহরীম ১১, আল হাক্কাহ ৯-১০, আল মোযযাম্মেল ১৫-১৬, আন নাযেয়াত ১৫-২৫, আল ফাজর ১০-১৩

অধ্যায় ১৩ : কারুনের ঘটনা

সূরা আল কাছাছ ৭৬-৮২, আল আনকাবুত ৩৯-৪০, আল মোমেন ২৩-২৪

অধ্যায় ১৪ : হযরত দাউদ এবং সোলায়মান -'আলাইহিস সালাম--এর ঘটনা

সূরা আল বাক্বারা ১০২, ২৫১, আন নিসা১৬৩, আল মায়েদা ৭৮, আল আনআম ৮৪-৯০, আল আম্বিয়া ৭৮-৮২, আন নামল ১৫-৪৪, সাবা ১০-১৪, সোয়াদ ১৭-২৬, ৩০-৪০

অধ্যায় ১৫ : হযরত ইউনুস -'আলাইহিস সালাম--এর ঘটনা

আল আনআম ৮৬-৯০, ইউনুস ৯৮, আল আম্বিয়া ৮৭-৮৮, আস সাফফাত ১৩৯-১৪৮,

সূরা আল ফাতেহা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৭, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে- তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক,

২. তিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান,

৩. তিনি বিচার দিনের মালিক।

৪. (হে প্রভূ,) আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।

৫. তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও-

৬. তাদের পথ- যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছো,

৭. তাদের (পথ) নয়, যাদের ওপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে এবং (তাদের পথও নয়) যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

সূরা আল বাক্বারা

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ২৮৬, রুকু ৪০

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে,

১. আলিফ লা-ম মী-ম।

২. (এই) সেই (মহা) গ্রন্থ (আল কোরআন), তাতে (কোনো) সন্দেহ নেই, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে (এই কিতাব কেবল) তাদের জন্যেই পথপ্রদর্শক,

৩. যারা গায়বের ওপর ঈমান আনে, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আমি যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমারই নিদের্শিত পথে) ব্যয় করে,

৪. যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান আনে_ (ঈমান আনে) তোমার আগে (নবীদের ওপর) যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর, (সর্বোপরি) তারা পরকালের ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

৫. (সত্যিকার অর্থে) এ লোকগুলোই তাদের মালিকের (দেখানো) সঠিক পথের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে সফলকাম,

৬. যারা (এ বিষয়গুলো) অস্বীকার করে, তাদের তুমি (পরকালের কথা বলে) সাবধান করো আর না করো, (কার্যত) উভয়টাই (তাদের জন্যে) সমান (কথা), এরা কখনো ঈমান আনবে না।

৭. (ক্রমাগত কুফরী করার কারণে) আল্লাহ তায়ালা তাদের মন মগয ও শোনার ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, এদের দেখার ওপরও (এক ধরনের) আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্যে (পরকালের) কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

৮. মানুষদের মাঝে কিছু (লোক এমনও) আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছি, কিন্তু (এদের কর্মকান্ড দেখলে তুমি বুঝতে পারবে) এরা (মোটেই) ঈমানদার নয়।

৯. (মুখে ঈমানের দাবী করে) এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নেক বান্দাদের সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে, (মূলত এ কাজের মাধ্যমে) তারা অন্য কাউকে নয়, নিজেদেরই ধোকা দিয়ে যাচ্ছে, যদিও (এ ব্যাপারে) তাদের কোনো প্রকারের চৈতন্য নেই।

১০. (আসলে) এদের মনের ভেতর রয়েছে মারাত্মক ব্যাধি, (প্রতারণার কারণে) অতপর আল্লাহ তায়ালা (এদের সে) ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পীড়াদায়ক আযাব, কেননা, তারা মিথ্যা বলছিলো।

১১. তাদের যখন বলা হয়, তোমরা (এই শান্তিপূর্ণ) যমীনে অশান্তি (ও বিপর্যয়) সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, না, আমরাই তো হচ্ছি বরং সংশোধনকারী।

১২. (অথচ) এরাই হচ্ছে (যমীনে যাবতীয়) বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, যদিও তারা (এ ব্যাপারে) কোনো চৈতন্য রাখে না।

১৩. তাদের যখন বলা হয়, অন্য লোকেরা যেমন ঈমান এনেছে তোমরাও তেমনিভাবে ঈমান আনো, তারা বলে (হে নবী, তুমি কি চাও), আমরাও নির্বোধ লোকদের মতো ঈমান আনি? (আসলে) নির্বোধ তো হচ্ছে এরা নিজেরাই, যদিও তারা (এ কথাটা) জানে না!

১৪. (মোনাফেকদের অবস্থা হচ্ছে,) তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আবার) যখন একাকী তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, (ঈমানের কথা বলে ওদের সাথে) আমরা ঠাট্টা করছিলাম মাত্র!

১৫. (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই তাদের সাথে ঠাট্টা করে যাচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, তারা তাদের বিদ্রোহে উদ্ভ্রান্তের ন্যায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৬. এরা (জেনে বুঝে) হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনে নিয়েছে, তাদের এ ব্যবসাটা (কিন্তু) মোটেই লাভজনক হয়নি এবং এরা সঠিক পথের অনুসারীও নয়।

১৭. এদের উদাহরণ হচ্ছে সে (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে (অন্ধকারে) আগুন জ্বালাতে চাইলো, যখন তা তার গোটা পরিবেশটাকে আলোকোজ্জ্বল করে দিলো, তখন (হঠাৎ করে) আল্লাহ তায়ালা তাদের (কাছ থেকে) আলোটুকু ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের (এমন) অন্ধকারে ফেলে রাখলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পেলো না।

১৮. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) এরা (কানেও) শোনে না, (চোখেও) দেখে না, (মুখ দিয়ে) কথাও বলতে পারে না, অতএব এসব লোক (সঠিক পথের দিকে) ফিরে আসবে না।

১৯. অথবা (এদের উদাহরণ হচ্ছে), আসমান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মতো, এর মাঝে রয়েছে (আবার) অন্ধকার, মেঘের গর্জন ও বিদুযতের চমক, বিদুযতের গর্জন ও মৃত্যুর ভয়ে এরা নিজেদের কানে নিজেদের আংগুল ঢুকিয়ে রাখে (এরা জানে না), আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের (সকল দিক থেকেই) ঘিরে রেখেছেন।

২০. মনে হয় এখনই বিদুযত এদের চোখকে নিসপ্রভ করে দেবে; (এ আতংকজনক অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা যখন এদের জন্যে একটু আলো জ্বালিয়ে দেন তখন এরা তার মধ্যে চলতে থাকে, আবার যখন তিনি তাদের ওপর অন্ধকার চাপিয়ে দেন তখন এরা (একটু থমকে) দাঁড়ায়; অথচ আল্লাহ তায়ালা চাইলে (সহজেই) তাদের শোনার ও দেখার (মতা) ছিনিয়ে নিতে পারতেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান।

২১. হে মানুষ, তোমরা মহান আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব (স্বীকার) করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা ছিলো তাদের (সবাইকে) পয়দা করেছেন, আশা করা যায় (এর ফলে) তোমরা (যাবতীয় সংকট থেকে) বেঁচে থাকতে পারবে।

২২. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি যমীনকে তোমাদের জন্যে শয্যা বানালেন, আসমানকে বানালেন ছাদ এবং আসমান থেকে পানি পাঠালেন, তার সাহায্যে তিনি নানা প্রকারের ফল মূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন, অতপর তোমরা জেনে বুঝে (এ সব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করো না।

২৩. আমি আমার বান্দার ওপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তার (সত্যতার) ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে যাও_ তার মতো (করে) একটি সূরা তোমরাও (রচনা করে) নিয়ে এসো, এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের আর যেসব বন্ধুবান্ধব রয়েছে তাদেরও (প্রয়োজনে সহযোগিতার জন্যে) ডাকো, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও!

২৪. কিন্তু তোমরা যদি তা না করতে পারো (এবং আমি জানি), তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না, তাহলে তোমরা (দোযখের) সেই কঠিন আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা অস্বীকার করে তাদের জন্যেই (এটা) প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

২৫. অতপর যারা (এ কিতাবের ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের তুমি (হে নবী) সুসংবাদ দাও এমন এক জান্নাতের, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকবে; যখনি তাদের (এ জান্নাতের) কোনো একটি ফল দেয়া হবে তখনি তারা বলবে, এ ধরনের (ফল) তো ইতিপূর্বেও আমাদের দেয়া হয়েছিলো, তাদের (মূলত) এ ধরনের জিনিসই সেখানে দেয়া হবে; তাদের জন্যে (আরো) সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিনী এবং তারা সেখানে অনন কাল ধরে অবস্থান করবে।

২৬. (সত্য প্রমাণের জন্যে) আল্লাহ তায়ালা মশা কিংবা তার চাইতে ওপরে যা কিছু আছে তার উদাহরণ দিতেও লজ্জাবোধ করেন না; যারা (আল্লাহর বাণীতে) বিশ্বাস স্থাপন করে তারা জানে, এ সত্য আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, আর যারা (আগেই) সত্য অস্বীকার করেছে তারা (একে না মানার অজুহাত দিতে গিয়ে) বলে, আল্লাহ তায়ালা এ উদাহরণ দ্বারা কি বুঝাতে চান? (আসলে) একই ঘটনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা অনেক লোককে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করলেও বহু লোককে তিনি (আবার) এ দিয়ে হেদায়াতের পথও দেখান, আর কতিপয় পাপাচারী ব্যক্তি ছাড়া তিনি তা দিয়ে অন্য কাউকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করেন না।

২৭. (এরা হচ্ছে সে সব লোক) যারা আল্লাহর ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তা ভংগ করে, (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) আল্লাহ তায়ালা যেসব সম্পর্ক (-এর ভিত) মযবুত করতে বলেছেন তা তারা ছিন্ন করে, (সর্বোপরি) যমীনে অহেতুক বিপর্যয় সৃষ্টি করে; এরাই হচ্ছে (আসল) ক্ষতিগ্রস্থ।

২৮. তোমরা আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার করবে? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, পুনরায় তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, অতপর (সর্বশেষে) তিনিই আবার তোমাদের জীবন দান করবেন এবং (এভাবেই) তোমাদের একদিন তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।

২৯. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের (ব্যবহারের) জন্যে তৈরী করেছেন, অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, তিনি সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন।

৩০. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন তোমার মালিক (তাঁর) ফেরেশতাদের (সম্বোধন করে) বললেন, আমি পৃথিবীতে (আমার) খলীফা বানাতে চাই; তারা বললো, তুমি কি এমন কাউকে (খলীফা) বানাতে চাও যে (তোমার) যমীনে (বিশৃংখলা ও) বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (স্বার্থের জন্যে) তারা রক্তপাত করবে, আমরাই তো তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার তাসবীহ পড়ছি এবং (প্রতিনিয়ত) তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি; আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

৩১. আল্লাহ তায়ালা অতপর (তাঁর খলীফা) আদমকে (প্রয়োজনীয়) সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন, পরে তিনি সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে বললেন, (তোমাদের আশংকার ব্যাপারে) তোমরা যদি সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমরা আমাকে এ নামগুলো বলো তো?

৩২. ফেরেশতারা বললো (হে আল্লাহ তায়ালা), তুমি পবিত্র, আমাদের তো (এর বাইরে আর) কিছুই জানা নেই যা তুমি আমাদের শিক্ষা দিয়েছো; তুমিই একমাত্র জ্ঞানী, একমাত্র কুশলী।

৩৩. আল্লাহ তায়ালা (এবার) আদমকে বললেন, তুমি তাদের কাছে তাদের নামগুলো বলে দাও, অতএব আদম (আল্লাহর নির্দেশে) তাদের (সামনে) তাদের নামগুলো যখন (সুন্দরভাবে) বলে দিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় না দেখা বস্তুত জানি এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা কিছু গোপন করো আমি তাও ভালোভাবে জানি।

৩৪. আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদের বললেন, তোমরা (সম্মানের প্রতীক হিসেবে) আদমের জন্যে সাজদা করো, অতপর তারা (আল্লাহর আদেশে) আদমের সামনে সাজদা করলো_ শুধু ইবলীস ছাড়া; সে সাজদা করতে অস্বীকার করলো এবং অহংকার করলো এবং সে না-ফরমানদের দলে শামিল থেকে গেলো।

৩৫. আমি বললাম, হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী (পরম সুখে) এই বেহেশতে বসবাস করতে থাকো এবং এ (নেয়ামত) থেকে যা তোমাদের মন চায় তাই তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আহার করো, তোমরা এ গাছটির পাশেও যেও না, তা (না) হলে তোমরা (দুজনই) সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

৩৬. (কিন্তু) শয়তান (শেষ পর্যন্ত) সেখান থেকে তাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটালো, তারা উভয়ে (বেহেশতের) যেখানে ছিলো সেখান থেকে সে তাদের বের করেই ছাড়লো, আর আমি তাদের বললাম, তোমরা একজন আরেক জনের দুশমন হিসেবে এখান থেকে নেমে পড়ো, তোমাদের (পরবর্তী) বাসস্থান (হবে) পৃথিবী, সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্যে জীবনের (যাবতীয়) উপকরণ থাকবে।

৩৭. অতপর আদম তার মালিকের কাছ থেকে (হেদায়াত সম্বলিত) কিছু বাণী পেলো, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন, অবশ্যই তিনি বড়ো মেহেরবান ও ক্ষমাশীল।

৩৮. আমি (তাদের) বললাম, তোমরা সবাই (এবার) এখান থেকে নেমে যাও, তবে (যেখানে যাবে অবশ্যই সেখানে) আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন বিধান সম্পর্কিত) হেদায়াত আসবে, অতপর যে আমার (সেই) বিধান মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই, তারা কোনো প্রকার উৎকণ্ঠাও করবেনা।

৩৯. আর যারা (আমার বিধান) অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন (করে লাগামহীন জীবন যাপন) করবে, তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

৪০. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমাদের ওপর আমি যেসব নেয়ামত দিয়েছি তোমরা সেগুলো স্মরণ করো, আমার (আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি তোমরা পূর্ণ করো, আমিও (এর বিনিময়ে) তোমাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।

৪১. আমি (মোহাম্মদের কাছে) যা (কোরআন) নাযিল করেছি, তোমরা এর ওপর ঈমান আনো, যা তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তার সত্যায়নকারী, তোমরা কিছুতেই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং (বৈষয়িক স্বার্থে) সামান্য মূল্যে আমার আয়াতস মূহকে বিক্রি করো না এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।

৪২. তোমরা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে পোশাক পরিয়ে দিয়ো না এবং সত্যকে জেনে বুঝে লুকিয়েও রেখো না।

৪৩. তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে মিলে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো। ৪৪. তোমরা কি মানুষদের ভালো কাজের আদেশ করো এবং নিজেদের (জীবনে তা বাস বায়নের) কথা ভুলে যাও, অথচ তোমরা সবাই আল্লাহর কিতাব পড়ো; কিন্তু (কিতাবের এ কথাটি) তোমরা কি বুঝো না?

৪৫. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও; (যাবতীয় হক আদায় করে) নামায প্রতিষ্ঠা করা (অবশ্যই একটা) কঠিন কাজ, কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের কথা আলাদা।

৪৬. যারা জানে, একদিন তাদের সবাইকে তাদের মালিকের সামনাসামনি হতে হবে এবং তাদের (সবাইকে) তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে (তার জন্যে এটা কঠিন কিছু নয়)।

৪৭. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমরা আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করেছি (সেই নেয়ামতের মধ্যে একটি ছিলো), আমি তোমাদের সৃষ্টিকুলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলাম।

৪৮. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সে দিনটিকে ভয় করো যেদিন একজন আরেক জনের কোনোই কাজে আসবে না, একজনের কাছ থেকে আরেকজনের (প ক্ষেসেদিন) কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, (কাউকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে) কারো কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ নেয়া হবে না_ না তাদের (সেদিন) কোনো রকম সাহায্য করা হবে!

৪৯. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকদের (গোলামী) থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, তারা তোমাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করতো, তারা নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দ্বারা তোমাদের যন্ত্রণা দিতো, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের মেয়েদের (তারা) জীবিত রেখে দিতো; তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এতে তোমাদের জন্যে বড়ো একটা পরীক্ষা (নিহিত) ছিলো।

৫০. (আরো স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের জন্যে সমুদ্রকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছিলাম, অতপর আমি তোমাদের (সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি ফেরাউন ও তার দলবলকে (সমুদ্রে) ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর তোমরা তা তো (নিজেরাই) প্রত্য করছিলে!

৫১. (আরো স্মরণ করো,) যখন মূসাকে আমি (বিশেষ একটি কাজের জন্যে) চল্লিশ রাত নির্ধারণ করে দিলাম, তার (যাওয়ার) পর তোমরা একটি বাছুরকে (মাবুদরূপে) গ্রহণ করে নিলে, তোমরা (নিজেদের ওপর) ভীষণ যুলুম করেছিলে!

৫২. অতপর (এ অপরাধ সত্ত্বেও) আমি (পুনরায়) তোমাদের মা করে দিয়েছি এ আশায় যে, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

৫৩. (সে কথাও স্মরণ করো,) যখন আমি মূসাকে কেতাব ও ন্যায় অন্যায়ের পরখকারী_ (একটি মানদণ্ড) দান করেছি, যাতে করে তোমরা হেদায়াতের পথে চলতে পারো।

৫৪. (আরো স্মরণ করো,) মূসা যখন তার নিজ লোকদের (কাছে এসে) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা (আমার অবর্তমানে) বাছুরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করে যে (বড়ো রকমের) যুলুম করেছো, তার জন্যে অবিলম্বে আল্লাহর দরবারে তাওবা করো এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের (শেরেকে অভিশপ্ত) নফসস মূহকে হত্যা করো, এর মাঝেই আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে; অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর মাপরবশ হবেন, (কারণ) তিনি বড়োই মাশীল ও অনুগ্রহকারী।

৫৫. তোমরা যখন বলেছিলো, হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রত্যভাবে না দেখলে কখনো তার ওপর ঈমান আনবো না, তখন (এ ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে) মুহূর্তের মধ্যেই বজ্র (_সম এক গযব) তোমাদের ওপর নিপতিত হলো, আর তোমরা তার দিকে চেয়েই থাকলে (কিছুই করতে পারলে না)।

৫৬. অতপর (এই ধ্বংসকর) মৃত্যুর পর তোমাদের আমি পুনরায় জীবন দান করলাম, যাতে করে তোমরা (আমার) কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।

৫৭. আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া দান করেছিলাম, 'মান্না' এবং 'সালওয়া' (নামক খাবারও) তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছিলাম; (আমি তোমাদের বলেছিলাম,) সে সব পবিত্র খাবার খাও, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, তা তোমরা উপভোগ করো, (নেয়ামত অবজ্ঞা করে) তারা আমার ওপর কোনো অবিচার করেনি, (বরং এর দ্বারা) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

৫৮. (স্মরণ করো,) আমি যখন তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা এই জনপদে ঢুকে পড়ো এবং তোমরা তার যেখান থেকেই ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো, (দম্ভ সহকারে প্রবেশ না করে) মাথানত করে ঢোকো, তোমরা মার কথা বলবে, আমিও তোমাদের ভুল ত্রূটিস মূহ মা করে দেবো এবং যারা ভালো কাজ করে আমি (এভাবেই) তাদের (পাওনার অংক) বাড়িয়ে দেই।

৫৯. (সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্ত্বেও) অতপর যালেমরা এমন কিছু ব্যাপার রদবদল করে ফেললো, যা না করার জন্যেই তাদের বলা হয়েছিলো, আমিও এরপর যারা যুলুম করলো তাদের ওপর আসমান থেকে গযব নাযিল করলাম, (মূলত) এটা ছিলো তাদের গুনাহর ফল।

৬০. (স্মরণ করো,) যখন মূসা (আমার কাছে) তার জাতির লোকদের জন্যে পানি চাইলো, আমি (তাকে) বললাম, তোমার হাতের লাঠি দিয়ে তুমি (এই) পাথরে আঘাত করো, (আঘাত করা মাত্রই) সে পাথর থেকে বারোটি (পানির) নহর উৎপন্ন হয়ে গেলো; প্রত্যেক গোত্রই নিজেদের (পানি পানের) ঘাট চিনে নিলো; (আমি বললাম,) আল্লাহর দেয়া রেযেক থেকে তোমরা পানাহার করো, তবে (কিছুতেই আমার) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।

৬১. (স্মরণ করো,) তোমরা যখন মূসাকে বলেছিলে, হে মূসা, (প্রতিদিন) একই ধরনের খাবারের ওপর আমরা কিছুতেই (আর) ধৈর্য ধরতে পারবো না, তুমি তোমার মালিকের কাছে বলো যেন তিনি কিছু ভূমিজাত দ্রব্য_ তরিতরকারি, পেয়াজ, রসুন, ভুট্টা, ডাল উৎপাদন করেন, সে বললো, তোমরা কি (আল্লাহর পাঠানো) এ উৎকৃষ্ট জিনিসের সাথে একটি তুচ্ছ (ধরনের) জিনিসকে বদলে নিতে চাও? (যদি তাই হয়) তাহলে তোমরা অন্য কোনো শহরে সরে পড়ো, যেখানে তোমাদের এসব জিনিস_ যা তোমরা চাইবে, তা অবশ্যই পাওয়া যাবে, (আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করার ফলে) শেষ পর্যন্ত অপমান ও দারিদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেলো; আল্লাহর গযব দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়ে গেলো, এটা এ কারণে (যে), এরা (ক্রমাগত) আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করতে থাকলো এবং আল্লাহর নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতে থাকলো, আর এসব কিছু এজন্যই ছিলো যে, তারা আল্লাহর সাথে না-ফরমানী ও সীমালংঘন করছিলো!

৬২. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যারা খৃষ্টান এবং 'সাবী\'_ এদের যে কেউই আল্লাহর ওপর যথাযথ ঈমান আনবে, ঈমান আনবে পরকালের ওপর এবং ভালো কাজ করবে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার রয়েছে এবং এসব লোকের (যেমন) কোনো ভয় নেই, (তেমনি) তারা চিন্তিতও হবে না।

৬৩. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম (যে, তোমরা তাওরাত মেনে চলবে) এবং তুর পাহাড়কে আমি তোমাদের ওপর তুলে ধরে (বলে) ছিলাম; যে কিতাব তোমাদের আমি দান করেছি তা শক্তভাবে অাঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ রেখো, (এ উপায়ে) তোমরা হয়তো (শয়তান থেকে) নিজেদের বাঁচাতে পারবে।

৬৪. অতপর তোমরা এ (ওয়াদা) থেকে ফিরে গেলে, (কিন্তু তা সত্ত্বেও) আমার অনুদান ও রহমত যদি তোমাদের ওপর না থাকতো তাহলে তোমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতে!

৬৫. তোমরা তো ভালো করেই তাদের জানো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারে (আল্লাহর আদেশের সীমা) লংঘন করেছে, অতপর আমি তাদের (শুধু এটুকুই) বলেছি, যাও_ (এবার) তোমরা সবাই অপমানিত বানর (_এ পরিণত) হয়ে যাও।

৬৬. এ (ঘটনা)-কে আমি সে সব মানুষদের_ যারা তখন সেখানে (মজুদ) ছিলো_ আরো যারা পরে আসবে, তাদের (সবার) জন্যে একটি দৃষ্টান্ত মূলক (ঘটনা) বানিয়ে দিয়েছি, যারা আল্লাহকে ভয় করে এমন লোকদের জন্যেও এ ঘটনা (ছিলো) একটি উপদেশ।

৬৭. (আরো স্মরণ করো,) যখন মূসা তার জাতিকে বললো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নামে) তোমাদের একটি গাভী যবাই করার আদেশ দিচ্ছেন; তারা (এ কথা শুনে) বললো (হে মূসা), তুমি কি আমাদের সাথে তামাশা করছো? সে বললো, আমি (তামাশা করে) জাহেলদের দলে শামিল হওয়া থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাই!

৬৮. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি তোমার মালিককে বলো, আমাদের তিনি যেন সুস্পষ্টভাবে বলে দেন_ তা কেমন (হবে)? সে বললো, অবশ্যই তা হবে এমন যা বৃদ্ধ হবে না, আবার (একেবারে) বাচ্চাও হবে না; (বরং তা হবে) এর মাঝামাঝি বয়সের (যাও, এখন) যা কিছু তোমাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তাই করো।

৬৯. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি তোমার মালিককে জিজ্ঞেস করে নাও, তিনি আমাদের যেন বলে দেন তার রং কেমন হবে? সে বললো, তা হবে হলুদ রংয়ের, তার রং এতো আকর্ষণীয় হবে যে, যারা তাকাবে তা তাদেরই পরিতৃপ্ত করবে।

৭০. তারা বললো (হে মূসা), তুমি তোমার মালিককে (আবার) জিজ্ঞেস করে নাও, (আসলে) তা কি ধরনের হবে, (আমরা তো সঠিক গাভী বাছাই করতে পারছি না,) আমাদের কাছে (তো সব) গাভী দেখতে একই ধরনের মনে হয়; আল্লাহ তায়ালা চাইলে (এবার) অবশ্যই আমরা সঠিক পথে চলতে পারবো।

৭১. সে বললো, (তাহলে শুনো, আল্লাহর ঈ্#৮৭৭৬;ত) সে (গাভী) হবে এমন যে, সেটি কোনো চাষাবাদের কাজ করে না, যমীনে পানি সেচের কাজও করে না, (অর্থাৎ তা হবে) সম্পূর্ণ নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত, (একথা শুনে) তারা বললো, এতোণে তুমি (আমাদের সামনে) সত্য কথাটা নিয়ে এসেছো! অতপর তারা (এ ধরনের একটি গাভী) যবাই করলো, যদিও (ইতিপূর্বে) মনে হয়নি যে, তারা এ কাজটি আদৌ করতে চায়।

৭২. (স্মরণ করো,) যখন তোমরা একজন লোককে হত্যা করেছিলে, অতপর সে ব্যাপারে তোমরা একে অপরের ওপর (হত্যার) অভিযোগ আরোপ করতে শুরু করলে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ই (মানুষের সামনে) বের করে আনতে চাইলেন, যা তোমরা লুকোবার চেষ্টা করছিলে।

৭৩. (হত্যাকারীকে খোজার জন্যে) আমি তোমাদের বললাম, (কোরবানী করা) সেই (গাভীর) শরীরের একাংশ দিয়ে তোমরা একে (মৃদু) আঘাত করো, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করবেন এবং (এ ঘটনা দ্বারা) তিনি তোমাদের কাছে তাঁর (জ্ঞানের) নিদর্শনস মূহ তুলে ধরেন, আশা করা যায় তোমরা (সত্য) অনুধাবন করবে।

৭৪. (কিন্তু এতো বড়ো একটি নিদর্শন সত্ত্বেও) অতপর তোমাদের মন কঠিন হয়ে গেলো, (এমন কঠিন) যেন তা (শক্ত) পাথর, (বরং মাঝে মাঝে মনে হয়) পাথরের চেয়েও (বুঝি তা) বেশী কঠিন; (কেননা) কিছু পাথর এমন আছে যা থেকে (মাঝে মাঝে) ঝর্ণাধারা নির্গত হয়, আবার কোনো কোনো সময় তা বিদীর্ণ হয়ে ফেটেও যায় এবং তা থেকে পানিও (বেরিয়ে আসে, (অবশ্য) এর মধ্য থেকে (এমন কিছু পাথর আছে) যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সমক্কে মোটেই গাফেল নন।

৭৫. (হে ঈমানদার লোকেরা, এরপরও) তোমরা কি এই আশা পোষণ করো যে, এরা তোমাদের (সাথে তোমাদের দ্বীনের) জন্যে ঈমান আনবে? এদের একাংশ তো (যুগ যুগ ধরে) আল্লাহর কেতাব শুনে আসছে, অতপর তারা তাকে বিকৃত করছে, অথচ এরা ভালো করেই তা জানে।

৭৬. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) এরা যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু এরাই (আবার) যখন গোপনে একে অপরের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, তোমরা কি মুসলমানদের কাছে সে সব কথা প্রকাশ করে দাও যা আল্লাহ তায়ালা (মোহাম্মদের নবুওত সমক্কে আগেই তাওরাতে) তোমাদের ওপর ব্যক্ত করেছেন; (খবরদার, তোমরা এমনটি কখনো করো না), তাহলে তারা (একদিন) তোমাদের মালিকের সামনে এটা দিয়েই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষয উত্থাপন করবে, তোমরা কি (এটুকু কথাও) বুঝতে পারো না?

৭৭. এরা কি জানে না, (আল্লাহর কেতাবের) যা কিছু এরা গোপন করে (আবার নিজেদের স্বার্থে তারা) যা প্রকাশ করে, তা (সবই) আল্লাহ তায়ালা জানেন।

৭৮. এদের আরেকটি দল, যারা (একান্ত) অশিতি (নিরর), এরা (আল্লাহর) কেতাব সমক্কে কিছুই জানে না, (আল্লাহর কেতাব যেন এদের কাছে) একটি নিছক ধ্যান ধারণা (সর্বস্ব পুস্পক) মাত্র, এরা শুধু অ মূলক ধারণাই করে থাকে।

৭৯. সে সব লোকের জন্যে ধ্বংস (অনিবার্য), যারা হাত দিয়ে কিতাব লেখে নেয়, তারপর (ডুনিয়ার সামনে) বলে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প থেকে (অবতীর্ণ শরীয়তের বিধান), তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তা দিয়ে (ডুনিয়ার) কিছু (স্বার্থ) তারা কিনে নিতে পারে; অতপর তাদের হাত যা কিছু রচনা করেছে তার জন্যে তাদের ধ্বংস ও ডুর্ভোগ, যা কিছু তারা উপার্জন করেছে তার জন্যেও তাদের ডুর্ভোগ।

৮০. এ সব (নির্বোধ) লোকেরা বলে, জাহান্নামের আগুন কখনোই আমাদের স্পর্শ করবে না, একান্ত (যদি করেও_) তা হবে নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনের (জন্যে) মাত্র, (হে নবী,) তুমি তাদের বলো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে (এমন) কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছো? আল্লাহ তায়ালা তো কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না, না তোমরা জেনে বুঝেই আল্লাহ তায়ালা সমক্কে এমন সব কথা বলে বেড়াচ্ছো যা তোমরা নিজেরাই জানো না।

৮১. হাঁ, যে কোনো ব্যক্তি পাপ কামিয়েছে এবং যাকে তার পাপ ঘিরে রেখেছে, এমন লোকেরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।

৮২. (আবার) যারাই (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে, তারা বেহেশতবাসী হবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

৮৩. যখন আমি বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে (এ মর্মে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবে না এবং মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আৎদীয় স্বজন, এতীম-মেসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষদের সুন্দর কথা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে; (কিন্তু এ

সত্ত্বেও) তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশই অতপর ফিরে গেছো, এভাবেই তোমরা (প্রতিশ্রুতি থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

৮৪. তোমাদের (কাছ থেকে) আমি এ প্রতিশ্রুতিও নিয়েছিলাম যে, তোমরা কেউ কারো রক্তপাত করবে না এবং নিজেদের লোকদের তাদের ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে না, অতপর তোমরা তা স্বীকার করে নিয়েছিলে, তোমরা তো নিজেরাই (এ) সাক্ষ দিচ্ছো!

৮৫. তারপর এই তো হচ্ছো তোমরা! একে অপরকে তোমরা হত্যা করতে লাগলে, তোমাদের এক দলকে তোমরা তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করে দিতে লাগলে, অন্যায় এবং যুলুম দ্বারা যালেমদের তোমরা তাদের ওপর পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকলে (শুধু তাই নয়), কোনো লোক (যুদ্ধ) বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদের জন্যে মুক্তিপণ দাবী করো, (অথচ) তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাটাই ছিলো তোমাদের ওপর অবৈধ কাজ (এবং আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট লংঘন); তোমরা কি (তাহলে) আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং আরেক অংশ অবিশ্বাস করো? (সাবধান!) কখনো যদি কোনো (জাতি কিংবা) ব্যক্তি (দ্বীনের অংশবিশেষের ওপর ঈমান আনয়নের) এ আচরণ করে, তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হবে যে, পার্থিব জীবনে তাদের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, তাদের পরকালেও কঠিনতম আযাবের দিকে নিপে করা হবে; তোমরা (প্রতিনিয়ত) যা করছো, আল্লাহ তায়ালা সে সব কিছু থেকে মোটেও উদাসীন নন।

৮৬. (বস্তু) এ লোকেরা আখেরাতের (স্থায়ী জীবনের) বিনিময়ে দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবন খরিদ করে নিয়েছে (এরা যেহেতু আযাব বিশ্বাসই করেনি), তাই (আল্লাহ তায়ালার প থেকে) তাদের আযাব কিঞ্চিৎ পরিমাণও হালকা করা হবে না, আর না তাদের (কোনোদিক থেকে কোনো রকম) সাহায্য করা হবে!

৮৭. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, তারপর একে একে আমি আরো অনেক নবীই পাঠিয়েছি এবং (বাপ ছাড়া সন্তান পয়দা করার মতো) সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে আমি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি এবং (আমার বাণী ও) পবিত্র আৎদার মাধ্যমে তাকে আমি সাহায্য করেছি; (অথচ) যখনি তোমাদের কাছে আল্লাহর কোনো নবী আসতো, তোমাদের মনোপূত না হলে তোমরা অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের অস্বীকার করেছো, তাদের কাউকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছো, (আবার) তাদের একদলকে তোমরা হত্যাও করেছো।

৮৮. তারা বলে, (হেদায়াতের জন্যে) আমাদের মন (ও তার দরজা) বন্ধ হয়ে আছে, (আসলে) আল্লাহ তায়ালাকে তাদের (ক্রমাগত) অস্বীকার করার কারণে তিনি তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন, অতপর তাদের সামান্য পরিমাণ লোকই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে।

৮৯. যখনি তাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে কিতাব নাযিল হলো যা তাদের কাছে মজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (তা ছাড়া) এর আগে তারা নিজেরাই (সমাজের) অন্যান্য কাফেরদের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে (এ কিতাব ও তার বাহকের আগমন) কামনা করছিলো, কিন্তু আজ যখন তা তাদের কাছে এলো এবং যা তারা যথাযথ চিনতেও পারলো_ তাই তারা অস্বীকার করলো, যারা (আল্লাহর কিতাব) অস্বীকার করে তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত নাযিল হোক।

৯০. কতো নিকৃষ্ট (বস্তু) সেটি, যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদের মন প্রাণ বিক্রয় করে দিয়েছে, শুধু গোঁড়ামির বশবর্তী হয়েই তারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অস্বীকার করেছে (শুধু এ কারণে যে), আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকেই নবুওত দিয়ে অনুগ্রহ করেন, (তাদের এ কুফরীর ফলে) তারা ক্রোধের ওপর ক্রোধে আক্রান্ত হলো; আর কাফেরদের জন্যে তো (এমনিই) অপমানজনক শাস্তি রয়েছে।

৯১. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তারা বলে, আমরা তো শুধু সেসব কিছুর ওপরই ঈমান আনি যা আমাদের (বনী ইসরাঈল জাতির) ওপর নাযিল করা হয়েছে, এর বাইরে যা_ তা তারা অস্বীকার করে, (অথচ) তা একান্ত সত্য, তা তাদের কাছে নাযিল করা আল্লাহর কথাগুলোকেও সত্য বলে স্বীকার করে; (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি বিশ্বাসীই হও তাহলে আল্লাহর নবীদের ইতিপূর্বে তোমরা কেন হত্যা করেছিলে?

৯২. তোমাদের কাছে তো (এক সময়) সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে মূসাও (নবী হয়ে) এসেছিলো, অতপর তার (সামান্য কয়দিনের অনুপস্থিতির) পরই তোমরা একটি বাছুরকে (মাবুদ হিসেবে) গ্রহণ করে নিলে! কতো (বড়ো) যালেম ছিলে তোমরা!

৯৩. (আরো স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম তোমাদের মাথার ওপর তুর পাহাড় তুলে ধরে (আমি বলেছিলাম), যা কিছু বিধি বিধান আমি তোমাদের দিয়েছি তা শক্ত করে অাঁকড়ে ধরো এবং (আমার কথাগুলো) শুনো, (এর জবাবে) তারা (মুখে তো) বললো হ্যাঁ, আমরা (তোমার কথা) শুনেছি, কিন্তু (বাসৎদব জীবনে তা অস্বীকার করে বললো,) আমরা তা অমান্য করলাম, (আসলে) আল্লাহ তায়ালাকে তাদের অস্বীকার করার কারণে সেই বাছুরকে মাবুদ বানানো (-এর নেশা দ্বারা তখনো) তাদের মনকে আকৃষ্ট করে রাখা হয়েছিলো, তুমি (তাদের) বলো, যদি তোমরা সত্যিই মোমেন হও তাহলে বলতে পারো, এটা কতো খারাপ ঈমান_ যা একজন ব্যক্তিকে এ ধরনের কাজের আদেশ দেয়?

৯৪. যদি (তোমরা মনে করো,) অন্যদের বদলে পরকালের নিবাস আল্লাহর কাছে শুধু তোমাদের জন্যেই নির্দিষ্ট_ তাহলে (যাও_ তা পাওয়ার জন্যে) তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

৯৫. (হে নবী, তুমি জেনে রাখো,) তা (আল্লাহর সাথে নিকৃষ্ট আচরণ করে) নিজেদের হাত দিয়ে এরা যা কিছু অর্জন করেছে (তার পরিণাম) জানার পর এরা কখনো তা কামনা করবে না, আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

৯৬. (সত্যি কথা হচ্ছে,) তাদেরকেই বরং তুমি দেখতে পাবে বেঁচে থাকার ব্যাপারে বেশী লোভী, আল্লাহ তায়ালার সাথে যারা শেরেক করে_ এ (বনী ইসরাঈলের) লোকেরা তাদের চেয়েও (এক কদম) অগ্রসর, এদের প্রত্যেক ব্যক্তিই হাজার বছর জীবিত থাকতে চায়, কিন্তু যতো দীর্ঘ জীবনই এদের দেয়া হোক না কেন, তা কখনো (এদের) তাঁর (অবশ্যম্ভাবী) আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না; আল্লাহ তায়ালা এদের (যাবতীয়) কাজকর্ম (পুংখানুপুংখ) পর্যবেণ করেন।

৯৭. (হে নবী,) তুমি বলো, কে সে ব্যক্তি যে জিবরাঈলের শত্রুহতে পারে? (অথচ) সে তো আল্লাহর আদেশে (আল্লাহর) বাণীস মূহ তোমার অন্তকরণে নাযিল করে দেয়, (তাও এমন এক বাণী) যা তাদের কাছে মজুদ বিষয়স মূহের সত্যতা স্বীকার করে, সর্বোপরি এ হচ্ছে মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ (-বাহী গ্রন্থ)।

৯৮. যারা আল্লাহর শত্রু, শত্রুতাঁর (বাণীবাহক) ফেরেশতার ও নবী রসূলের_ (শত্রু) জিবরাঈলের ও মীকাঈলের, (তারা একদিন একথাটা বুঝতে পারবে,) স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন কাফেরদের (বড়ো) শত্রু

৯৯. অবশ্যই আমি তোমার কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন পাঠিয়েছি; পাপী ব্যক্তিরা ছাড়া এসব কিছু কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

১০০. কিংবা যখনি তারা আল্লাহর সাথে কোনো ওয়াদা করেছে তখনই তাদের এক দল তা ভংগ করেছে; (আসলে) তাদের অধিকাংশই ঈমানদার ছিলো না।

১০১. যখনি তাদের কাছে আল্লাহর প থেকে কোনো নবী আসে এবং যে তাদের কাছে (আগের কিতাবে) যেসব কথা মজুদ রয়েছে তার সত্যতা স্বীকার করে, তখনি সেই আগের কিতাবের ধারকদের একটি দল (পরর্ববর্তী কেতাবের) কথাগুলো এমনভাবে তাদের পেছনের দিকে ফেলে দিলো, যেন তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।

১০২. (আল্লাহর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেই এরা ক্ষান্ত হয়নি, যাদুমন্ত্রের) এমন কিছু জিনিসও এরা অনুসরণ করতে শুরু করলো, (যা) শয়তান কতর্ৃক সোলায়মান (নবী)-এর রাজত্বের সময় (সমাজে) চালু করা হয়েছিলো, (সত্যি কথা হচ্ছে) সোলায়মান কখনো (যাদুকে আল্লাহবিরোধী কাজে ব্যবহার করে) আল্লাহকে অস্বীকার করেনি, আল্লাহকে তো অস্বীকার করেছে সে সব অভিশপ্ত শয়তান, যারা মানুষকে যাদুমন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে; (যাদুপাগল কিছু মানুষদের পরীক্ষার উদ্দেশে) আল্লাহ তায়ালা হারূত মারূত (নামে যে দু\'জন) ফেরেশতাকে ব্যাবিলনে পাঠিয়েছেন, (আল্লাহর) সেই দু'জন ফেরেশতা (কাউকে) যখনই এ বিষয়ের শিক্ষা দিতো, (প্রথমেই) তারা (একথাটা) তাদের বলে দিতো, আমরা তো হচ্ছি (আল্লাহর) পরীক্ষামাত্র, অতএব (কোনো অবস্থায়ই) তুমি (এ বিদ্যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করো না, (এ সত্ত্বেও) তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু বিদ্যা শিখে নিয়েছিলো, যা দিয়ে এরা স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করতো, (যদিও) আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো দিনই কেউ কারো সামান্যতম তিও সাধন করতে পারবে না; তারা (মূলত) এমন কিছু শিখে যা তাদের কোনো উপকার যেমন করতে পারে না, তেমনি তা তাদের কোনো তিও করতে পারে না; তারা যদি জানতো, (শ্রম ও অর্থ দিয়ে) যা তারা কিনে নিয়েছে পরকালে তার কোনো মূল্য নেই; তারা নিজেদের জীবনের পরিবর্তে যা ক্রয় করে নিয়েছে তা সত্যিই নিকৃষ্ট, (কতো ভালো হতো) যদি তারা (কথাটা) জানতো!

১০৩. তারা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনতো এবং (তাঁকেই) ভয় করতো, তাহলে আল্লাহর প থেকে তারা উৎকৃষ্টতম পুরস্কার পেতো; (কতো ভালো হতো) যদি তারা (এটা) অনুধাবন করতো!

১০৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ধৃষ্টতার সাথে কখনো) বলো না (হে নবী), 'তুমি আমাদের কথা শোনো', বরং (তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে) বলো (হে নবী),'আমাদের প্রতি ল্য করো'। তোমরা সর্বদা তার কথা শুনবে (মনে রাখবে), যারা (তার কথা) অমান্য করে তাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

১০৫. (আসলে) এই আহলে কিতাব কিংবা যারা আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য শেরেক করে তারা কেউই এটা পছন্দ করে না যে, তোমার কাছে তোমার মালিকের প থেকে (নবুওতের মতো) কোনো ভালো কিছু নাযিল হোক, কিন্তু (তারা জানে না,) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই তাঁর অনুগ্রেহ বিশেষভাবে বেছে নেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

১০৬. আমি যখন কোনো আয়াত বাতিল করে দেই বা (বিশেষ কারণে মানুষদের) তা ভুলিয়ে দিতে চাই, তখন তার জায়গায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা তারই মতো কোনো আয়াত এনে হাযির করি, তুমি কি জানো না, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর মতাবান।

১০৭. তুমি কি জানো না, আসমানস মূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্দিষ্ট; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

১০৮. তোমরা কি তোমাদের নবীর কাছে সে ধরনের (উদ্ভট) প্রশ্ন করতে চাও_ যেমনি তোমাদের আগে মূসাকে করা হয়েছিলো; কেউ যদি ঈমানকে কুফরীর সাথে বদল করে নেয়, অবশ্যই সে ব্যক্তি সোজা পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যাবে।

১০৯. আহলে কিতাবদের অনেকেই বিদ্বেষের কারণে চাইবে তোমাদের ঈমানের বদলে আবার সেই কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে, (এমনকি) সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও (তারা এপথ থেকে বিরত হবে না), অতএব তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত তোমরা ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর মতাশালী।

১১০. তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো; (এর মাধ্যমে) যে সব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে অগ্রিম পাঠাবে তাঁর কাছে (এর সবই) তোমরা (মজুদ) পাবে; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এর সব কিছু দেখতে পান।

১১১. তারা বলে, ইহুদী ও খৃস্টান ছাড়া আর কেউই বেহেশতে যাবে না, (আসলে) এটা হচ্ছে তাদের একটা মিথ্যা কল্পনা; তুমি (হে নবী,) বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমাদের দলিল প্রমাণ নিয়ে এসো!

১১২. (তবে হ্যাঁ,) যে কোনো ব্যক্তিই (আল্লাহর সামনে) নিজের সত্তাকে সমর্পণ করে দেবে এবং সে হবে অবশ্যই একজন নেককার মানুষ, তার জন্যে তার মালিকের কাছে (এর) বিনিময় রয়েছে, তাদের কোনো ভয় ভীতি নেই, আর না তারা (সেদিন) চিন্তান্বিতও হবে!

১১৩. ইহুদীরা বলে, খৃস্টানরা (সত্য জাতির) কোনো কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, খৃস্টানরা বলে ইহুদীরা কোনো কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অথচ এরা (উভয়েই আল্লাহর) কিতাব পাঠ করে, আদৌ আল্লাহর কেতাবের কোনো কিছুই জানে না এমন লোকেরা (আবার এদের উভয়ের সমঙ্কে) তাদের কথার মতো একই ধরনের কথা বলে, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিনে সে বিষয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন।

১১৪. সে ব্যক্তির চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর (ঘর) মাসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তার ধ্বংস সাধনে সচেষ্ট হয়, এ ধরনের লোকদের (বস্তুত) তাতে ঢোকার কোনো যোগ্যতাই নেই, তবে একান্ত ভীত সন্ত্রস্তভাবে (ঢুকলে তা ভিন্ন কথা), তাদের জন্যে পৃথিবীতে যেমন অপমান লাঞ্ছনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে পরকালে কঠিনতম শাস্তি।

১১৫. (এরা কেবলা বদলের ব্যাপারেও মতবিরোধ করেছিলো, অথচ) পূর্ব পশ্চিম সবই তো আল্লাহ তায়ালার, (তাছাড়া) তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে সেদিকেই তো আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা সর্বব্যাপী এবং জ্ঞানী।

১১৬. (খৃস্টান) লোকেরা বলে, আল্লাহ তায়ালা (অমুককে) নিজের সন্মান (-রূপে) গ্রহণ করেছেন, পবিত্রতা একান্ত ভাবে তাঁর, (তিনি এসব কিছুর অনেক ঊরদধে); আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুই তাঁর জন্যে, এর প্রতিটি বস্তুত তাঁর একান্ত অনুগত।

১১৭. আসমানস মূহ ও যমীনের তিনিই স্রষ্টা, যখন তিনি কোনো একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন, সে ব্যাপারে শুধু (এটুকুই) বলেন 'হও', আর সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।

১১৮. যারা (সঠিক কথা) জানে না তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন, অথবা এমন কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে কেন পাঠান না (যার মাধ্যমে আমরা তাঁকে দেখতে পারবো); এদের আগের লোকেরাও এদের মতো করেই কথা বলতো; এদের সবার মন (আসলে) একই ধরনের; (আল্লাহকে) যারা (দৃঢ়ভাবে) বিশ্বাস করে আমি তাদের জন্যে আমার নিদর্শনস মূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করে দিয়েছি।

১১৯. অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য (দ্বীন)-সহ পাঠিয়েছি, পাঠিয়েছি আযাবের ভীতি প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী হিসেবে। (জেনে রেখো), তোমাকে জাহান্নামের অধিবাসীদের (দায় দায়িত্বের) ব্যাপারে কোনোরকম প্রশ্ন করা হবে না।

১২০. ইহুদী ও খৃস্টানরা কখনো তোমার ওপর খুশী হবে না, হাঁ, তুমি যদি (কখনো) তাদের দলের অনুসরণ করতে শুরু করো (তখনই এরা খুশী হবে), তুমি তাদের বলে দাও, আল্লাহ তায়ালার হেদায়াতই হচ্ছে একমাত্র পথ; (সাবধান,) তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছানুসারে চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তুমি কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তাদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে যারা এ (কোরআন)-কে যেভাবে (নিষ্ঠার সাথে) পড়া দরকার সেভাবেই পড়ে; তারা তার ওপর ঈমানও আনে; যারা (একে) অস্বীকার করে তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থ লোক।

১২২. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমরা আমার সে নেয়ামত স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করেছি, (সে নেয়ামতের অংশ হিসেবে) আমি তোমাদের দুনিয়ার অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

১২৩. তোমরা সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন একজন মানুষ আরেকজনের কোনোই কাজে আসবে না, (সেদিন) তার কাছ থেকে কোনোরকম বিনিময়ও নেয়া হবে না, আবার (একের পক্ষে অন্যের) সুপারিশও সেদিন কোনো উপকারে আসবে না, (সেদিন) এসব লোকেরা কোনোরকম সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

১২৪. (আরো স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীমকে তার 'রব\' কতিপয় বিষয়ে (তার আনুগত্যের) পরীক্ষা নিলেন, অতপর তা পুরোপুরি সে পুরন করলো, আল্লাহ তায়ালা বললেন, (এবার) আমি তোমাকে মানব জাতির জন্যে নেতা বানাতে চাই; সে বললো, আমার ভবিষ্যত বংশধররাও (কি নেতা হিসেবে বিবেচিত হবে)? আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার এ প্রতিশ্রুতি যালেমদের কাছে পৌঁছবে না।

১২৫. (স্মরণ করো,) আমি যখন মানুষদের মিলনস্থল ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে (এ কাবা) ঘরটি নির্মাণ করেছিলাম; (আমি তাদের আদেশ দিয়েছিলাম,) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো; আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার ঘর (কাবা)-কে (হজ্জ ও ওমরার) তাওয়াফকারীদের জন্যে, আল্লাহর এবাদাতে আৎদনিয়োগকারীদের জন্যে, (সর্বোপরি তাঁর নামে) রুকু সাজদাকারীদের জন্যে পবিত্র করে রাখে।

১২৬. ইবরাহীম যখন বলেছিলো, হে মালিক, এ শহরকে তুমি (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদের মাঝে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং পরকালে বিশ্বাস করে, তুমি তাদের ফল মূল দিয়ে আহারের যোগান দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ), যে ব্যক্তি (আমাকে) অস্বীকার করবে তাকেও আমি অল্প কয়েকদিন জীবনের উপায় উপকরণ সরবরাহ করতে থাকবো, অতপর অচিরেই আমি তাদের আগুনের আযাব ভোগ করতে বাধ্য করবো, যা সত্যিই বড়ো নিকৃষ্টতম স্থান।

১২৭. ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই ঘরের ভিত্তি উঠাচ্ছিলো (তখন তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলো), হে আমাদের মালিক, (আমরা যে উদ্দেশ্যে এ ঘর নির্মাণ করেছি, তা) তুমি আমাদের কাছ থেকে কবুল করো, একমাত্র তুমিই সব কিছু জানো এবং সব কিছু শোনো।

১২৮. (তারা আরো বললো,) হে আমাদের মালিক, আমাদের উভয়কে তুমি তোমার (অনুগত) মুসলিম বান্দা বানাও এবং আমাদের (পরবর্তী) বংশধরদের মাঝ থেকেও তুমি তোমার একদল অনুগত (বান্দা) বানিয়ে দাও, (হে মালিক,) তুমি আমাদের (তোমার এবাদাতের) আনুষ্ঠানিকতাস মূহ দেখিয়ে দাও এবং তুমি আমাদের ওপর দয়াপরবশ হও, কারণ অবশ্যই তুমি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

১২৯. হে আমাদের মালিক, তাদের (বংশের) মধ্যে তাদের নিজেদের মাঝ থেকে তুমি (এমন) একজন রস ল পাঠাও, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতস মূহ পড়ে শোনাবে, তাদের তোমার কেতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে, উপরন্তু সে তাদের পবিত্র করে দেবে (হে আল্লাহ, তুমি আমাদের এই দোয়া কবুল করো); কারণ তুমিই মহাপরাক্রমশালী ও পরম কুশলী।

১৩০. (জেনে বুঝে) যে নিজেকে মূর্খ বানিয়ে রেখেছে সে ব্যক্তি ছাড়া আর কে এমন হবে, যে ইবরাহীমের (আনীত) জীবন বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? (অথচ তাকে আমি দুনিয়ায় নবুওতের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছি, শেষ বিচারের দিনেও সে (আমার) নেক লোকদের মধ্যে শামিল হবে।

১৩১. যখন আমি তাকে বললাম, তুমি (আমার অনুগত) মুসলিম হয়ে যাও, সে বললো, আমি সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-এর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।

১৩২. (যে পথ ইবরাহীম নিজের জন্যে বেছে নিলো,) সে পথে চলার জন্যে সে তার সন্তান সন্ততিকেও ওসিয়ত করে গেলো, ইয়াকুবও (তার সন্তানদের ওসিয়ত করে বললো); হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে এই দ্বীন (ইসলাম) মনোনীত করে দিয়েছেন, অতএব কোনো অবস্থায়ই এ (জীবন) বিধানের আনুগত্য স্বীকার ব্যতিরেকে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।

১৩৩. (হে ইহুদী জাতি,) তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের সামনে (তার) মৃত্যু এসে হাযির হলো এবং সে যখন তার ছেলেমেয়েদের বললো (বলো), আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার এবাদাত করবে? তারা বললো, আমরা (অবশ্যই) তোমার মাবুদ_ (তোমার পূর্বপুরুষ) ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মাবুদের এবাদাত করবো, (এ) মাবুদ হচ্ছেন একক, আমরা তাঁর আৎদসমর্পণকারী বান্দা হয়েই থাকবো।

১৩৪. এরা ছিলো এক (ধরনের) জাতি, যারা (আজ) গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে তা তাদের নিজেদের জন্যে, (আবার) তোমরা যা করবে তা হবে তোমাদের নিজেদের জন্যে, তারা যা কিছু করছিলো সে ব্যাপারে তোমাদের (কিছু) জিজ্ঞেস করা হবে না।

১৩৫. এরা বলে, তোমরা ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে; (হে নবী,) তুমি বলো, (আমাদের কাছে তো) বরং ইবরাহীমের একনিষ্ঠ মতাদর্শই রয়েছে; আর সে কখনো মোশরেকদের অন্তভুক্ত ছিলো না।

১৩৬. তোমরা বলো, আমরা তো আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনেছি এবং ঈমান এনেছি আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর, (আমাদের আগে) ইবরাহীম, ইসমাঈল ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের (পরবর্তী) সন্তানদের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাও (আমরা মানি, তাছাড়া), মূসা, ঈসা সহ সব নবীকে তাদের

মালিকের প থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও আমরা ঈমান এনেছি, আমরা এদের কারো মধ্যেই কোনো তারতম্য করি না, আমরা তো হচ্ছি আল্লাহরই অনুগত (বান্দা)।

১৩৭. আর এরা যদি তোমাদের মতোই আল্লাহর ওপর ঈমান আনতো তাহলে তারাও সঠিক পথ পেতো, তারা যদি (সে পথ থেকে) ফিরে আসে তাহলে তারা অবশ্যই (উপদলীয়) অনৈক্যের মাঝে পড়ে যাবে, আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট (প্রমানিত) হবেন, তিনিই শোনেন, তিনিই জানেন।

১৩৮. (হে নবী, তাদের তুমি) বলো, আসল রং হচ্ছে আল্লাহ তায়ালারই, এমন কে আছে যার রং তাঁর রঙের চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে পারে? (আমরা ঘোষণা করছি,) আমরা তাঁরই এবাদাত করি।

১৩৯. (হে নবী,) তুমি তাদের বলো, তোমরা কি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারেই আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনি (যেমন) আমাদের মালিক, (তেমনি) তিনি তোমাদেরও মালিক, আমাদের কাজ আমাদের জন্যে আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে, আমরা সবাই তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান।

১৪০. অথবা তোমরা কি একথা বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধররা সবাই ছিলো ইহুদী কিংবা খৃষ্টান? (হে নবী,) তুমি বলে দাও, এ ব্যাপারে তোমরা বেশী জানো না আল্লাহ তায়ালা বেশী জানেন? যদি কোনো ব্যক্তি তার কাছে মজুদ আল্লাহর কাছ থেকে (আগত) সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন করে, তাহলে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে মোটেই গাফেল নন।

১৪১. এরাও ছিলো এক (ধরনের) সমপ্রদায়, যারা (আজ) গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে তা তাদের জন্যে, আর তোমাদের কর্মফল হবে তোমাদের জন্যে, তারা যা কিছু করছিলো সে ব্যাপারে তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না।

পারা ২

১৪২. (কেবলা বদলের ব্যাপারে) মানুষদের ভেতর থেকে কিছু মুর্খ লোক অচিরেই বলতে শুরু করবে (এ কি হলো), এতোদিন যে কেবলার ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিলো, (আজ) কিসে তাদের সে দিক থেকে ফিরিয়ে দিলো? (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলে দাও, পুর্ব পশ্চিম (সবই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

১৪৩. এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী মানব দলে পরিণত করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের ওপর (হেদায়াতের) সাক্ষী হয়ে থাকতে পারো (এবং একইভাবে) রসুলও তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে, যে কেবলার ওপর তোমরা (এতোদিন) প্রতিষ্ঠিত ছিলে, আমি তা এ উদ্দেশেই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে করে আমি এ কথাটা জেনে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কে রসলের অনুসরণ করে আর কে তার কথা থেকে ফিরে যায়, তাদের ওপর এটা ছিলো কঠিন (পরীক্ষা), অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যাদের হেদায়াত দান করেছেন

তাদের কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সাথে বড়ো দয়ালু ও একানত্ম মেহেরবান।

১৪৪. (কেবলা পরিবর্তনের জন্যে) তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে (যেভাবে আমার আদেশের অপেক্ষায়) থাকতে, তা আমি অবশ্যই দেখতে পেয়েছি, তাই আমি তোমার পছন্দমতো (দিককেই) কেবলা বানিয়ে দিচ্ছি, (এখন থেকে) তোমরা এই মর্যাদাসম্পন্ন মাসজিদের দিকে ফিরে (নামায আদায় করতে) থাকবে; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের মুখমন্ডল সে দিকেই ফিরিয়ে দেবে; এসব লোক∏ যাদের কাছে আগেই কেতাব নাযিল করা হয়েছিলো, তারা ভালো করেই জানে; এ ব্যাপারটা তোমার মালিকের পক্ষ থেকে আসা সমস্ন্ণর্ণ একটি সত্য (ঘটনা, এ সত্ত্বেও) তারা (এর সাথে) যে আচরণ করে যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তা থেকে মোটেই অনবহিত নন।

১৪৫. যাদের ইতি পুর্বে কেতাব দেয়া হয়েছে তাদের সামনে যদি তুমি (দুনিয়ার) সব কয়টি প্রমাণও এনে হাযির করো, (তারপরও) এরা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না, আর (এর পর) তুমিও তাদের কেবলার অনুসরণকারী হতে পারো না, (তাছাড়া) এদের এক দলও তো আরেক দলের কেবলার অনুসরণ করে না; আমার পক্ষ থেকে এ জ্ঞান তোমাদের কাছে পৌঁছার পর তুমি যদি তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের দলে শামিল হয়ে যাবে।

১৪৬. যাদের আমি কেতাব দান করেছি এরা তাকে এতো ভালো করে চেনে, যেমনি এরা চেনে আপন ছেলেদের; এদের একদল সত্য গোপন করার চষ্টো করছে, অথচ এরা তো সব কিছুই জানে।

১৪৭. (হে নবী, তুমি তাদের বলো,) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (এ হচ্ছে) একমাত্র সত্য, সুতরাং কোনো অবস্থায়ই তোমরা সন্দেহ পোষণকারীদের দলে শামিল হয়ো না।

১৪৮. প্রত্যেক (জাতির) জন্যে (এবাদাতের) একটা দিক (নির্দষ্টি) থাকে, যে দিকে সে (জাতি) মুখ করে (দাঁড়ায়), অতএব তোমরা (আসল) কল্যাণের দিকে অগ্রসর হবার কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সবাইকে (একই স্থানে) এনে হাযির করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

১৪৯. তুমি যে কোনো স্থান থেকেই বেরিয়ে আসো না কেন, (নামাযের জন্যে) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরাও, কেননা এটাই হচ্ছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (কেবলা সংক্রানত্ম) সঠিক (সিদ্ধান্ত); আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন।

১৫০. (হে নবী,) যে দিক থেকেই তুমি বেরিয়ে আসবে, (নামাযের জন্যে সেখান থেকেই) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে (দাঁড়িয়ে) যেও; (এ সময়) যেখানেই তুমি থাকো না কেন সে (কাবার) দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাহলে (প্রতিপক্ষের) লোকদের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর মতো কোনো যুক্তি অবশষ্টি থাকবে না, তাদের মধ্য থেকে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের কথা অবশ্য আলাদা, তোমরা এসব ব্যক্তিদের ভয় করো না, তোমরা বরং ভয় করো আমাকে. যাতে করে আমি তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পুর্ণ করে দিতে পারি, এর ফলে তোমরাও সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো,

১৫১. (এই সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যেই) আমি এভাবে তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝ থেকেই একজনকে রসুল করে পাঠিয়েছি, যে ব্যক্তি (প্রথমত) তোমাদের কাছে আমার আয়াত' পড়ে শোনাবে, (দ্বিতীয়ত) সে তোমাদের (জীবন) পরিশুদ্ধ করে দেবে এবং (তৃতীয়ত) সে তোমাদের আমার কেতাব ও (তার অনত্মর্নিহিত) জ্ঞান শিক্ষা দেবে, (সর্বোপরি) সে তোমাদের এমন বিষয়সমুহের জ্ঞানও শেখাবে, যা তোমরা কখনো জানতে না।

১৫২. অতএব (এসব অনুগ্রহের জন্যে) তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, (তাহলে) আমিও তোমাদের স্মরণ করবো, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং কখনো তোমরা আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

১৫৩. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো, (পরম) ধৈর্য ও (খালেস) নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আমার কাছে) সাহায্য প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীল মানুষদের সাথে আছেন।

১৫৪. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা (কখনো) মৃত বলো না; বরং তারাই হচ্ছে (আসল) জীবিত (মানুষ), কিন্তু (এ বিষয়টির) কিছুই তোমরা জানো না।

১৫৫. আমি অবশ্যই (ঈমানের দাবীতে) তোমাদের পরীক্ষা করবো, (কখনো) ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা-অনাহার, (কখনো) তোমাদের জান মাল ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে (তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। যারা ধৈর্যের সাথে এর মোকাবেলা করে); তুমি (সে) ধৈর্যশীলদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করো,

১৫৬. যখনি তাদের সামনে (কোনো) পরীক্ষা এসে হাযির হয় তখনি তারা বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্যেই, আমাদের তো (একদিন) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

১৫৭. (বস্তুত) এরা হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যাদের ওপর রয়েছে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে অবারিত রহমত ও অপার করুণা; আর এরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

১৫৮. অবশ্যই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' (পাহাড় দুটো) আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন সমুহের অন্যতম, অতএব যদি তোমাদের মধ্যে কোনো লোক হজ্জ কিংবা ওমরা আদায় (করার এরাদা) করে, তার জন্যে এই উভয় (পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই; (কেননা) যদি কোনো ব্যক্তি (অনত্মরের) নিষ্ঠার সাথে কোনো ভালো কাজ করে তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে), নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ও প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী।

১৫৯. মানুষের জন্যে যেসব (বিধান) আমি আমার কেতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, তারপর যারা আমার নাযিল করা (সেসব) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমুহ ও পরিষ্কার পথনির্দেশ গোপন করে, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন, অভিশাপ বর্ষণ করে অন্যান্য অভিশাপকারীরাও,

১৬০. তবে যারা (এ কাজ থেকে) ফিরে আসবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, খোলাখুলিভাবে তারা (সেসব সত্য) কথা প্রকাশ করবে (যা এতোদিন আহলে কেতাবরা গোপন করে আসছিলো), এরাই হবে সেসব লোক যাদের ওপর আমি দয়াপরবশ হবো, আমি পরম ক্ষমাকারী, দয়ালু।

১৬১. যারা কুফরী করেছে এবং এই কাফের অবস্থায়ই মৃতুয বরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ, ফেরেশতাদের অভিশাপ, (সর্বোপরি) অভিশাপ সমগ্র মানবকুলের,

১৬২. (এই অভিশপ্ত অবস্থা নিয়েই) এরা সেখানে চিরদিন থাকবে, শাসিত্মর মাত্রা এদের ওপর থেকে (বিন্দুমাত্রও) কম করা হবে না, তাদের কোনো রকম অবকাশও দেয়া হবে না।

১৬৩. তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, তিনি দয়ালু, তিনি মেহেরবান।

১৬৪. নিসন্দেহে আসমান যমীনের সৃষ্টির মাঝে, রাত দিনের এই আবর্তনের মাঝে, সাগরে ভাসমান জাহাজসমুহে যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, (এর সব কয়টিতে) আল্লাহ তায়ালার

নিদর্শন মজুদ রয়েছে, (আরো রয়েছে) আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে (বৃষ্টি আকারে) যা কিছু নাযিল করেন (সেই বৃষ্টির) পানির মাঝে, ভূমির নিজর্ীব হওয়ার পর তিনি এ পানি দ্বারা তাতে নতুন জীবন দান করেন, অতপর এই ভূখন্ডে সব ধরনের প্রাণীর তিনি আবির্ভাব ঘটান, অবশ্যই বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি করার মাঝে এবং সে মেঘমালা যা আসমান যমীনের মাঝে বশীভূত করে রাখা হয়েছে, তার মাঝে সুস্থ বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

১৬৫. মানুষদের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই তাদের ভালোবাসা উচিত; আর যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে তারা তো তাঁকেই সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসবে; যারা (আল্লাহর আনুগত্য না করে) বাড়াবাড়ি করছে তারা যদি আযাব স্বচক্ষে দেখতে পেতো (তাহলে এরা বুঝতে পারতো), আসমান যমীনের সমুদয় শক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্যেই, শাসিত্ম দেয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যনত্ম কঠোর।

১৬৬. (সেদিন) ভয়াবহ শাসিত্ম দেখে (হতভাগ্য) লোকেরা (দুনিয়ায়) যাদের তারা মেনে চলতো, তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলবে (বলবে, আমরা তো এদের চিনিই না), এদের উভয়ের মধ্যকার (ভংগুর) সব সম্পর্ক সেদিন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৬৭. এ (হতাশাগ্রসত্ম) অনুসারীরা সেদিন বলবে, আবার যদি একবার আমাদের জন্যে (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার (সুযোগ) থাকতো, তাহলে আজ যেমনি করে (তারা) আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, আমরা (সেখানে গিয়ে) তাদের সাথে (যাবতীয়) সম্পর্কচ্ছেদ করে আসতাম, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের সমগ্র জীবনের কর্মকান্ডগুলো তাদের সামনে একরাশ (লজ্জা ও) আক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরবেন; তাদের জন্যে যে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে আছে, এরা (কখনো সেই) জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

১৬৮. হে মানুষ, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র জিনিস আছে তা খাও এবং (হালাল হারামের ব্যাপারে) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

১৬৯. (শয়তানের কাজ হচ্ছে,) সে তোমাদের (সব সময়) পাপ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়, যাতে করে আল্লাহ তায়ালার নামে তোমরা এমন সব কথা বলতে শুরু করো যা সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানো না।

১৭০. তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তা মেনে চলো, তারা বলে, আমরা তো শুধু সে পথেরই অনুসরণ করবো যে পথের ওপর আমরা আমাদের বাপ দাদাদের পেয়েছি; তাদের বাপ-দাদারা যদি (এ ব্যাপারে) কোনো জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় নাও দিয়ে থাকে, কিংবা তারা যদি হেদায়াত নাও পেয়ে থাকে (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?

১৭১. এভাবে যারা (হেদায়াত) অস্বীকার করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে এমন (জন্তু মতো), যে (তার পালের আরেকটি জনত্মকে) যখন ডাক দেয়, তখন (পেছনের সেই জনত্মটি তার) চীৎকার ও কান্নার আওয়ায ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না; (মুলত) এরা (কানেও) শোনে না, (কথাও) বলতে পারে না, (চোখেও) দেখে না, (এ কারণে হেদায়াতের কথাও) এরা বুঝে না।

১৭২. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমি যেসব পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের দান করেছি (নিসংকোচে) তা তোমরা খাও এবং (এ নেয়ামতের জন্যে) আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করো, (অবশ্য) যদি তোমরা (হালাল হারামের ব্যাপারে) একান্তভাবে শুধু তাঁরই দাসত্ব করো।

১৭৩. অবশ্যই তিনি মৃত (জন্তু গোশত), সব ধরনের রক্ত ও শূকরের গোশত হারাম (ঘোষণা) করেছেন এবং (এমন সব জন্তুও হারাম করছেন) যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে, তবে (সে ব্যক্তির কথা আলাদা) যাকে (এজন্যে) বাধ্য করা হয়েছে, যদি সে ব্যক্তি এমন হয় যে, সে (আল্লাহর আইনের) সীমালংঘনকারী হয় না, অথবা (যেটুকু হলে জীবনটা বাঁচে তার চাইতে বেশী ভোগ করে) অভ্যসত্ম হয়ে পড়ে না, তাহলে (এই অপারগতার সময়ে হারাম খেলে) তার ওপর কোনো গুনাহ নেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, তিনি অনেক মেহেরবান।

১৭৪. (এ সত্ত্বেও) যারা আল্লাহর নাযিল করা (তাঁর) কেতাবের অংশবিশেষ গোপন করে রাখে এবং সামান্য (বৈষয়িক) মুল্যে তা বিক্রি করে দেয়, তারা এটা দিয়ে যা হাসিল করে এবং যা দিয়ে তারা নিজেদের পেট ভর্তি করে রাখে তা (মুলত) আগুন ছাড়া আর কিছুই নয়, (শেষ বিচারের দিনে) আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তিনি তাদের (সেদিন) পবিত্রও করবেন না, ভয়াবহ আযাব এদের জন্যেই নির্দষ্টি।

১৭৫. এরা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীর পথ কিনে নিয়েছে, ক্ষমার বদলে তারা আযাব (বেছে) নিয়েছে, এরা ধৈর্যের সাথে (ধীরে ধীরে) জাহান্নামের আগুনের ওপর গিয়ে পড়েছে।

১৭৬. এটা এই জন্যে, আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জন্যে আগে থেকেই সত্য (দ্বীন) সহকারে কেতাব নাযিল করে দিয়েছেন; যারা এই কেতাবে মতবিরোধে লপ্তি হয়েছে, তারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে অনেক দুরে নিক্ষপ্তি হয়ে গেছে।

১৭৭. তোমরা তোমাদের মুখ পুর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও, এতেই কিন্তু সব নেকী নিহিত নেই, তবে আসল কল্যাণ হচ্ছে একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আল্লাহর) কেতাবের ওপর, (কেতাবের বাহক) নবী রসুলদের ওপর এবং আল্লাহর দেয়া মাল সম্পদ তাঁরই ভালোবাসা পাবার মানসে আত্মীয় স্বজন, এতীম মেসকীন ও পথিক মোসাফেরের জন্যে ব্যয় করবে, সাহায্যপ্রাথর্ী (দুস্থ মানুষ, সর্বোপরি) মানুষদের (কয়েদ ও দাসত্বের) বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দারিদ্র বিমোচনের জন্যে) যাকাত আদায় করবে (তাছাড়াও রয়েছে সেসব পুণ্যবান মানুষ); যারা প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে, ক্ষুধা দারিদ্রের সময় ও দুর্দিনে ধৈর্য ধারণ করে, (মুলত) এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহভীরু মানুষ।

১৭৮. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের জন্যে নরহত্যার 'কেসাস' (তথা প্রতিশোধের নীতি) নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে (এবং তা এই, মৃত) স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি (দন্ডাজ্ঞা পাবে), দাসের বদলে (পাবে) দাস, নারীর বদলে নারীর ওপর (দন্ড প্রযোজ্য হবে), অবশ্য যে হত্যাকারীকে (যাকে হত্যা করা হয়েছে তার পরিবারের লোকেরা কিংবা) তার ভাইর পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, তার ক্ষেত্রে কোনো ন্যায়ানুগ পন্থা অনুসরণ (করে তা সম্পন্ন) করতে হবে, এটা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে দন্ড হ্রাস (করার উপায়)ও তাঁর একটি অনুগ্রহ মাত্র; যদি কেউ এরপরও বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তার জন্যে কঠোর শা সিত্ম রয়েছে।

১৭৯. হে বিবেকবান লোকেরা, (আল্লাহর নির্ধারিত) এই 'কেসাস'এর মাঝেই (সত্যিকার অর্থে) তোমাদের (সমাজ ও জাতির) 'জীবন' (নিহিত) রয়েছে, আশা করা যায় (অতপর) তোমরা সতর্ক হয়ে চলবে।

১৮০. (হে ঈমানদার লোকেরা,) তোমাদের জন্যে এই আদেশ জারি করা হয়েছে যে, যদি তোমাদের মাঝে কোনো লোকের মৃতুয এসে হাযির হয় এবং সে যদি কিছু সম্পদ রেখে যায়, (তাহলে) ন্যায়ানুগ পন্থায় (তা বন্টনের

কাজে) তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্যে ওসিয়তের ব্যবস্থা রয়েছে, এটা পরহেযগার লোকদের ওপর (একান্ত) করণীয়।

১৮১. যারা তার (এই) ওসিয়ত শুনে নেয়ার পর (নিজেদের স্বার্থে) তা পাল্টে নিলো (তাদের জানা উচিত); এটা বদলানোর অপরাধের দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই শোনেন এবং সব কিছুই তাঁর জানা।

১৮২. (অবশ্য) কারো যদি অসিয়তকারীর কাছ থেকে (এ ধরনের) আশংকা থাকে যে, (সে পক্ষপাতিত্ব করে) কারো প্রতি অবিচার করে গেছে, কিংবা (কারো সাথে এর ফলে) না-ইনসাফী করা হয়েছে, তাহলে (যদি সদিচ্ছা নিয়ে) মুল বিষয়টির সংশোধন করে দেয়, এতে তার কোনো দোষ হবে না; আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

১৮৩. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমনি করে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পুর্ববতর্ী লোকদের ওপর, যেন তোমরা (এর মাধ্যমে আল্লাহকে) ভয় করতে পারো;

১৮৪. (রোযা ফরয করা হয়েছে) কয়েকটি নির্দষ্টি দিনের জন্যে; (তারপরও) কেউ যদি সে (দিনগুলোতে) অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা কেউ যদি (তখন) সফরে থাকে, সে ব্যক্তি সমপরিমাণ দিনের রোযা (সুস্থ হয়ে অথবা সফর থেকে ফিরে এসে) আদায় করে নেবে; (এরপরও) যাদের ওপর (রোযা) একান্ত কষ্টকর হবে, তাদের জন্যে এর বিনিময়ে ফেদিয়া থাকবে (এবং তা) হচ্ছে একজন গরীব ব্যক্তিকে (তৃপ্তিভরে) খাবার দেয়া; অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি (এর চাইতে বেশী দিয়ে) ভালো কাজ করতে চায়, তাহলে এ (অতিরিক্ত) কাজ তার জন্যে হবে একান্ত কল্যাণকর; তবে (এ সময়) তোমরা যদি রোযা রাখতে পারো তাই তোমাদের জন্যে ভালো; তোমরা যদি রোযার উপকারিতা সম্পর্কে জানতে (যে, এতে কি পরিমাণ কল্যাণ রয়েছে!)

১৮৫. রোযার মাস (এমন একটি মাস) যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে, আর এই কোরআন (হচ্ছে) মানব জাতির জন্যে পথের দিশা, সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন, (মানুষদের জন্যে হক বাতিলের) পার্থক্যকারী, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে এতে রোযা রাখবে; (তবে) যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে, সে পরবতর্ী (কোনো সময়ে) গুনে গুনে সেই পরিমাণ দিন পুরণ করে নেবে; (এ সুযোগ দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (জীবন) আসান করে দিতে চান, আল্লাহ তায়ালা কখনোই তোমাদের (জীবন) কঠোর করে দিতে চান না। আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা যেন গুনে গুনে (রোযার) সংখ্যাগুলো পুরণ করতে পারো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কোরআনের মাধ্যমে জীবন যাপনের) যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন তার জন্যে তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।

১৮৬. (হে নবী,) আমার কোনো বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তাকে তুমি বলে দিয়ো), আমি (তার একান্ত) কাছেই আছি; আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে, তাই তাদেরও উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং (সমস্পুর্ণভাবে) আমার ওপরই ঈমান আনা, আশা করা যায় এতে করে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

১৮৭. রোযার (মাসের) রাতের বেলায় তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যৌন মিলনের জন্যে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে; (কারণ, তোমাদের) নারীরা যেমনি তোমাদের জন্যে পোশাক (স্বরূপ, ঠিক) তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক (সমতুল্য); আল্লাহ তায়ালা এটা জানেন, (রোযার মাসে রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে) তোমরা (নানা ধরনের) আত্মপ্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছিলে, তাই তিনি (তোমাদের ওপর থেকে কড়াকড়ি

শিথিল করে) তোমাদের ওপর দয়া করলেন এবং তোমাদের মাফ করে দিলেন, এখন তোমরা চাইলে তাদের সাথে সহবাস করতে পারো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে যা (বিধি বিধান কিংবা সন্তান সন্ততি) লিখে রেখেছেন তা সন্ধান করো। (রোযার সময় পানাহারের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে), তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পারো যতোক্ষণ পর্যন্ত রাতের অন্ধকার রেখার ভেতর থেকে ভোরের শুভ্র আলোক রেখা তোমাদের জন্যে পরিষ্কার প্রতিভাত না হয়, অতপর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পুর্ণ করে নাও, (তবে) মাসজিদে যখন তোমরা এতেকাফ অবস্থায় থাকবে তখন নারী সম্ভোগ থেকে বিরত থেকো; এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমারেখা, অতএব তোমরা কখনো এর কাছেও যেয়ো না; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর যাবতীয় নিদর্শন মানুষদের জন্যে বলে দিয়েছেন, যাতে করে তারা (এ আলোকে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে পারে।

১৮৮. তোমরা একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায় অবৈধভাবে আত্মসাত করো না, (আবার) জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্যে এর একাংশ বিচারকদের সামনে ঘুষ (কিংবা উপঢৌকন) হিসেবেও পেশ করো না।

১৮৯. (হে নবী,) তারা তোমাকে নতুন চাঁদগুলো (ও তাদের বাড়া কমা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, (মুলত) এগুলো হচ্ছে মানব জাতির জন্যে (একটি স্থায়ী) সময় নির্ঘন্ট (যার মাধ্যমে মানুষরা দিন তারিখ সম্পর্কে জানতে পারে), তাছাড়া (এর মাধ্যমে লোকেরা) হজ্জের সময়সুচীও (জেনে নিতে পারে। এহরাম বাঁধার পর) পেছন দরজা দিয়ে (ঘরে) প্রবেশ করার মাঝে কোনো সওয়াব নেই, আসল সওয়াব হচ্ছে কে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করলো (তা দেখা, এখন থেকে) ঘরে ঢোকার সময় (সামনের) দুয়ার দিয়েই তোমরা আসা যাওয়া করো, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে, আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হতে পারবে।

১৯০. তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথে সেসব লোকের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, (কিন্তু কোনো অবস্থায়ই) সীমালংঘন করো না; কারণ আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

১৯১. (সীমালংঘনের পর অতপর) যেখানেই তোমরা তাদের পাও সেখানেই তোমরা তাদের হত্যা করো, যে সব স্থান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কার করে দিয়েছে তোমরাও তাদের সেসব স্থান থেকে বের করে দাও (জেনে রেখো), ফেতনা ফাসাদ (দাঙ্গা হাঙ্গামা) নরহত্যার চাইতেও বড়ো অপরাধ, তোমরা কাবা ঘরের পাশে কখনো তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের আক্রমণ না করে, তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করো; (মুলত) এভাবেই কাফেরদের শা সিত্ম (নির্ধারণ করা হয়েছে)।

১৯২. তবে তারা যদি (যুদ্ধবিগ্রহ থেকে) ফিরে আসে তাহলে (মনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়ার আধার।

১৯৩. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না (যমীনে) ফেতনা অবশিষ্ট থাকে এবং (আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দেয়া) জীবন ব্যবস্থা (পুর্ণাংগভাবে) আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়; যদি তারা (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে তবে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়, (তবে) যালেমদের ওপর (এটা প্রযোজ্য নয়)।

১৯৪. একটি সম্মানিত মাসের বদলেই একটি সম্মানিত মাস (আশা করা যাবে, প্রয়োজনে) এ সম্মানিত মাসসমুহেও প্রতিশোধ (ব্যবস্থা) বৈধ হবে; (এ সময়) যদি কেউ তোমাদের ওপর হ সত্ম প্রসারিত করে তাহলে তোমরাও তাদের ওপর তেমনি হ সত্ম প্রসারিত করে (জবাব) দাও, তবে (সর্বদাই) আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, মনে রেখো, যারা (সীমালংঘন থেকে) বেঁচে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে রয়েছেন।

১৯৫. আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করো, (অর্থ সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না এবং তোমরা (অন্য মানুষদের সাথে দয়া) অনুগ্রহ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহকারী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।

১৯৬. আল্লাহ তায়ালার (সন্তুষ্টির) জন্যে হজ্জ ও ওমরা সম্পন্ন করো; (পথে) যদি তোমাদের কোথাও আটকে দেয়া হয় তাহলে সে স্থানেই কোরবানীর জন্যে যা কিছু সহজভাবে (হাতের কাছে) পাওয়া যায় তা দিয়েই কোরবানী আদায় করে নাও, (তবে) কোরবানীর পশু তার নির্দষ্টি গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুন্ডন করো না; যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথবা যদি তার মাথায় কোনো রোগ থাকে (যে কারণে আগেই তার মাথা মুন্ডন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে), তাহলে সে যেন এর বিনিময় (ফেদিয়া আদায় করে, এবং তা) হচ্ছে কিছু রোযা (রাখা) অথবা অর্থ দান করা, কিংবা কোরবানী আদায় করা, অতপর তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে তখন তোমাদের কেউ যদি এক সাথে হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে চায়, তার উচিত (তার জন্যে) যা সহজলভ্য তা দিয়ে কোরবানী আদায় করা, যদি কোরবানী করার মতো কোনো পশু সে না পায় (তাহলে) সে যেন হজ্জের সময়কালে তিনটি এবং তোমরা যখন বাড়ি ফিরে আসবে তখন সাতটি (সর্বমোট) পুর্ণ দশটি রোযা রাখবে, এই (সুবিধা)-টুকু শুধু তাদের জন্যে, যাদের পরিবার পরিজন আল্লাহর ঘরের আশেপাশে বর্তমান নেই; তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো, জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা কঠোর আযাব প্রদানকারী বটে!

১৯৭. হজ্জের মাসসমুহ (একান্ত) সুপরিচিত, সে সময়গুলোর মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ (আদায়) করার মনস্থ করবে (সে যেন জেনে রাখে), হজ্জের ভেতর (কোনো) যৌনসম্ভোগ নেই, নেই কোনো অশ্লীল গালিগালাজ ও ঝগড়াঝাটি, আর যতো ভালো কাজ তোমরা আদায় করো আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) তা জানেন; (হজ্জের নিয়ত করলে) এর জন্যে তোমরা পাথেয় যোগাড় করে নেবে, যদিও আল্লাহর ভয়টাই হচ্ছে (মানুষের) সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয়, অতএব হে বুদ্ধিমান মানুষরা, তোমরা আমাকেই ভয় করো।

১৯৮. (হজ্জের এ সময়গুলোতে) যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করতে (গিয়ে কোনো অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে) চাও তাতে তোমাদের কোনোই দোষ নেই, অতপর তোমরা যখন আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসবে তখন (মোযদালাফায়) 'মাশয়ারে হারাম'-এর কাছে এসে আল্লাহকে স্মরণ করবে, (ঠিক) যেমনি করে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (তাঁকে ডাকার) পথ বলে দিয়েছেন, তেমনি করে তাঁকে স্মরণ করবে, ইতি পুর্বে তোমরা (আসলেই) পথভ্রষ্টদের দলে শামিল ছিলে।

১৯৯. তারপর তোমরা সে স্থান থেকে ফিরে এসো, যেখান থেকে অন্য (হজ্জ পালনকারী) ব্যক্তিরা ফিরে আসে, (নিজেদের ভুল ভ্রান্তির জন্যে) আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেন, তিনি বড়োই দয়ালু!

২০০. যখন তোমরা তোমাদের (হজ্জের যাবতীয়) আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নেবে তখন (এখানে বসে আগের দিনে) যেভাবে তোমরা তোমাদের পুর্বপুরুষদের (গৌরবের কথা) স্মরণ করতে, তেমনি করে বরং তার চাইতে বেশী পরিমাণে (এখন) আল্লাহকে স্মরণ করো; অতপর মানুষদের ভেতর থেকে একদল লোক বলে, হে আমাদের মালিক, (সব) ভালো জিনিস তুমি আমাদের এ দুনিয়াতেই দিয়ে দাও, ব সত্মুত (যারা এ ধরনের কথা বলে) তাদের জন্যে পরকালে আর কোনো পাওনাই (বাকী) থাকে না।

২০১. (আবার) এ মানুষদেরই আরেক দল বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, এ দুনিয়ায়ও তুমি আমাদের কল্যাণ দান করো, পরকালেও তুমি আমাদের কল্যাণ দান করো; (সর্বোপরি) তুমি আমাদের আগুনের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দাও।

২০২. এ ধরনের লোকদের তাদের নিজ নিজ উপার্জন মোতাবেক তাদের যথার্থ হিস্যা রয়েছে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০৩. হাতেগনা (হজ্জের) এ কয়টি দিনে (বেশী পরিমাণে) আল্লাহকে স্মরণ করো; (হজ্জের পর) যদি কেউ তাড়াহুড়ো করে দু'দিনের মধ্যে (মিনা থেকে মক্কায় ফিরে আসে) তাতে (যেমন) কোনো দোষ নেই, (তেমনি) যদি কোনো ব্যক্তি সেখানে আরো বেশী অপেক্ষা করতে চায় তাতেও কোনো দোষ নেই, (এ নিয়ম হচ্ছে) তার জন্যে, যে আল্লাহকে ভয় করেছে, তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং জেনে রাখো, একদিন তোমাদের তাঁর কাছেই জড়ো করা হবে।

২০৪. মানুষদের মাঝে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবনে যার কথা তোমাকে খুবই উৎফুল্ল করবে, তার মনে যা কিছু আছে তার ওপর সে আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী বানায়, কিন্তু (এর প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে) সে ভীষণ ঝগড়াটে ব্যক্তি।

২০৫. সে যখন (আল্লাহর যমীনের কোথাও) ক্ষমতার আসনে বসতে পারে, তখন সে নানা প্রকারে অশান্তি সৃষ্টি করতে শুরু করে, (যমীনের) শস্য ক্ষেত্র বিনাশ করে, (জীবজন্তু) বংশ নির্মূল করে; (মুলত) আল্লাহ তায়ালা কখনো বিপর্যয় (সৃষ্টিকারী মানুষদের) পছন্দ করেন না। ২০৬. যখন তাকে বলা হয়, (ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি না করে) তুমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তখন তাকে (মিথ্যা) অহংকারে পেয়ে বসে যা গুনাহের সাথে (মেশানো থাকে, মুলত) এ (চরিত্রের) লোকের জন্যে জাহান্নামই যথষ্টে; আর তা হচ্ছে একান্ত নিকৃষ্টতম ঠিকানা!

২০৭. এ মানুষদের ভেতর (আবার) এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার (এতোটুকু) সন্তুষ্টি লাভের জন্যে নিজের জীবন (পর্যন্ত) বিক্রি করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের) বান্দাদের প্রতি সত্যিই অনুগ্রহশীল!

২০৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা পুরোপুরিই ইসলামে (-র ছায়াতলে) এসে যাও এবং কোনো অবস্থায়ই (অভিশপ্ত) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; কেননা শয়তান হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্যতম দুশমন!

২০৯. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের কাছে এসে যাওয়ার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন হয়, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহা বিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী।

২১০. তারা কি (সেদিনের) অপেক্ষা করছে, যখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁর ফেরেশতাসহ মেঘের ছায়া দিয়ে (এখানে) আসবেন এবং (তখন তাদের ভাগ্যের চুড়ান্ত) ফয়সালা হয়ে যাবে; (তাছাড়া) সব কয়টি ব্যাপার তো (সর্বশেষে) তাঁর কাছেই উপনীত হবে।

২১১. তুমি বনী ইসরাঈলদের জিজ্ঞেস করো, কি পরিমাণ সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি তাদের দান করেছি; (আমি তাদের বলেছি,) যার কাছে (হেদায়াতের) নেয়ামত আসার পর সে নিজে তা বদলে ফেলে, (তার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) কঠোর শা সিত্মদানকারী।

২১২. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে তাদের এ পার্থিব জীবনটা খুব লোভনীয় করে (সাজিয়ে) রাখা হয়েছে, এরা ঈমানদার ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করে, (অথচ) এ ঈমানদার ব্যক্তি∏ যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছে, শেষ বিচারের দিন তাদের মর্যাদা (এদের তুলনায়) অনেক বেশী হবে; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অপরিমিত রেযেক দান করেন।

২১৩. (এক সময়) সব মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো (পরে এরা নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে তাদের স্রষ্টাকেই ভুলে গেলো)। তখন আল্লাহ তায়ালা (সঠিক পথের অনুসারীদের) সুসংবাদবাহী আর গুনাহগারদের জন্যে আযাবের সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠালেন, তিনি সত্যসহ গ্রন্থও নাযিল করলেন, যেন তা মানুষদের এমন পারস্পরিক বিরোধসমুহের চুড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করে; তাদের কাছে সুস্পষ্ট হেদায়াত পাঠানো সত্ত্বেও তারা পারস্পরিক (বিদ্রোহ ও) বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্যে মতবিরোধ করেছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে স্বীয় ইচ্ছায় সেই সঠিক পথ দেখালেন, যার ব্যাপারে ইতি পুর্বে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সঠিক পথ দেখান।

২১৪. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা (এমনি এমনিই) বেহেশতে চলে যাবে? (অথচ) পুর্ববতর্ী নবীদের অনুসারীদের (বিপদের) মতো কিছুই তোমাদের ওপর এখনো নাযিল হয়নি, তাদের ওপর (বহু ধরনের) বিপর্যয় ও সংকট এসেছে, কঠোর নির্যাতনে তারা নির্যাতিত হয়েছে, (কঠিন) নিপীড়নে তারা শিহরিত হয়ে ওঠেছে, এমন কি স্বয়ং আল্লাহর নবী ও তার সংগী সাথীরা (অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে) এই বলে (আর্তনাদ করে) উঠেছে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কবে (আসবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়জনদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য অতি নিকটে।

২১৫. তারা তোমার কাছে জানতে চাইবে তারা কি (কি খাতে) খরচ করবে, তুমি (তাদের) বলে দাও, যা কিছুই তোমরা তোমাদের পিতামাতার জন্যে, আত্মীয় স্বজনদের জন্যে, এতীম অসহায় মেসকীনদের জন্যে এবং মোসাফেরের জন্যে খরচ করবে (তাই আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করবেন); যা ভালো কাজ তোমরা করবে আল্লাহ তায়ালা তা অবশ্যই জানতে পারবেন।

২১৬. (ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় নির্মূল করার জন্যে) যুদ্ধ তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে, আর এটাই তোমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু (তোমাদের জেনে রাখা উচিত,) এমনও তো হতে পারে যা তোমাদের ভালো লাগে না, তাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, আবার (একইভাবে) এমন কোনো জিনিস, যা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে, কিন্তু (পরিণামে) তা হবে তোমাদের জন্যে (খুবই) ক্ষতিকর; আল্লাহ তায়ালাই সবচাইতে ভালো জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

২১৭. সম্মানিত মাস ও তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ করা অনেক বড়ো গুনাহর কথা; (কিন্তু আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বড়ো গুনাহ হচ্ছে), আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, খানায়ে কাবার দিকে যাওয়ার পথ রোধ করা ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেয়া, আর (আল্লাহদ্রোহিতার) ফেতনা ফাসাদ হত্যাকান্ডের চাইতেও অনেক বড়ো (অন্যায়; এ কারণেই) এরা তোমাদের সাথে (এ মাসসমুহে) লড়াই বন্ধ করে দেবে বলে (তুমি) ভেবো না, তারা তো পারলে (বরং) তোমাদের সবাইকে তোমাদের (ইসলামী) জীবন বিধান থেকেও ফিরিয়ে নিতে চাইবে; যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যায়, অতপর সে মৃতুযমুখে পতিত হয় এমন অবস্থায় যে, সে (সুস্পষ্ট) কাফের ছিলো, তাহলে তারাই হবে সে লোক যাদের যাবতীয় কর্মকান্ড দুনিয়া আখেরাতে বিফলে যাবে, আর এরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

২১৮. যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভের আশা করতে পারে; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু!

২১৯. (হে নবী,) এরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে; তুমি (তাদের) বলে দাও, এ দুটো জিনিসের মধ্যে অনেক বড়ো ধরনের পাপ রয়েছে, (যদিও) মানুষের জন্যে (এতে) কিছু (ব্যবসায়িক) উপকারিতাও রয়েছে;

কিন্তু এ উভয়ের (ধ্বংসকারী) গুনাহ তার (ব্যবসায়িক) উপকারিতার চাইতে অনেক বেশী; তারা তোমাকে (এও) জিজ্ঞেস করে, তারা (নেক কাজে) কি কি খরচ করবে; তুমি তাদের বলো, (দৈনন্দিন প্রয়োজন পুরণের পর) যা অতিরিক্ত (তাই); আল্লাহ তায়ালা এভাবে তোমাদের জন্যে (তাঁর) আয়াতসমুহ খুলে খুলে বলে দেন, যাতে করে তোমরা এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারো,

২২০. (এ নির্দেশ তোমাদের) ইহকাল ও পরকালের (কল্যাণের) জন্যেই; তোমাকে তারা এতীমদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে; তুমি বলো, তাদের জন্যে (গৃহীত সব পন্থাই) উত্তম; যদি তোমরা (তোমাদের ধন সম্পদ) তাদের সাথে মিশিয়ে ফেলো (তাতে কোনো দোষ নেই, কারণ), তারা তো তোমাদেরই ভাই; আর আল্লাহ তায়ালা (এটা) ভালো করেই জানেন, (কে) ন্যায়ানুগ (পন্থায় আছে আর কে) ফাসাদী (স্বভাবের লোক), আল্লাহ তায়ালা চাইলে (এ ব্যাপারে) আরো অধিক কড়াকড়ি আরোপ করতে পারতেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মহান ক্ষমতাবান কুশলী।

২২১. তোমরা (কখনো) কোনো মোশরেক নারীকে বিয়ে করো না, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে, মনে রেখো, একজন মুসলমান দাসীও একজন (ঐতিহ্যবাহী) মোশরেক নারীর চাইতে উত্তম, যদিও এ (মোশরেক) নারীটি তোমাদের বেশী ভালো লাগে, (হে মুসলিম মহিলারা), তোমরা কখনো কোনো মোশরেক পুরুষদের বিয়ে করো না যতোক্ষণ না তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে; (কেননা) একজন ঈমানদার দাসও (একজন উঁচু খান্দানের) মোশরেক ব্যক্তির চাইতে ভালো, যদিও এ মোশরেক ব্যক্তিটি তোমাদের ভালো লাগে; (আসলে) এরা তোমাদের জাহান্নামের (আগুনের) দিকেই ডাকবে, আর আল্লাহ তায়ালা হামেশাই তাঁর মোমেন বান্দাদের তাঁর আদেশবলে জান্নাত ও ক্ষমার দিকেই আহ্বান জানান এবং (এ জন্যে) তিনি তাঁর আয়াতসমুহ মানুষদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

২২২. (হে নবী,) তারা তোমার কাছ থেকে (মহিলাদের মাসিক) ঋতুকাল (ও এ সময় তাদের সাথে দৈহিক মিলন) সম্পর্কে জানতে চাইবে; তুমি (তাদের) বলো, (আসলে মহিলাদের) এ (সময়টা) হচ্ছে একটা (অপবিত্র ও) কষ্টকর অবস্থা, কাজেই ঋতুস্রাবকালে তাদের সংগ বর্জন করবে এবং তোমরা (দৈহিক মিলনের জন্যে) তাদের কাছে যেও না, যতোক্ষণ না তারা (পুনরায়) পবিত্র হয়, অতপর তারা যখন পুরো পাক সাফ হয়ে যায় তখন তোমরা তাদের কাছে যাও (দৈহিক মিলনের) যে পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালা শিখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেসব লোকদের ভালোবাসেন যারা আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে এবং যারা পাক পবিত্রতা অবলম্বন করে।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে (সন্তান উৎপাদনের) ফসল ক্ষেত্র, তোমরা তোমাদের এই ফসল ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গমন করো, তোমরা (সময় থাকতে) নিজেদের জন্যে কিছু অগ্রিম নেক আমল পাঠিয়ে দাও; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, জেনে রেখো, একদিন অবশ্যই তোমাদের সবাইকে তাঁর সামনাসামনি হতে হবে। মোমেনদের তুমি (পুরস্কারের) সুসংবাদ দান করো।

২২৪. তোমরা তোমাদের (এমন) শপথের জন্যে আল্লাহর নামকে কখনো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে না, (যার মাধ্যমে) ভালো কাজ করা, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা এবং মানুষদের মাঝে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার কাজ থেকে তোমরা দূরে থাকবে, কারণ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব কিছুই শোনেন এবং সব কথাই তিনি জানেন।

২২৫. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্যে কখনো পাকড়াও করবেন না, তবে তিনি অবশ্যই সে সব শপথের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যা তোমরা মনের সংকল্পের সাথে সম্পন্ন করো; (ব সত্মুত) আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।

২২৬. যেসব লোক নিজ স্ত্রীদের কাছে যাবে না বলে কসম করেছে, তাদের (এ ব্যাপারে মনস্থির করার জন্যে) চার মাসের অবকাশ রয়েছে, (এ সময়ের ভেতর) যদি তারা (তাদের কসম থেকে) ফিরে আসে (তাহলে জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান!

২২৭. (আর) তারা যদি (এ সময়ের ভেতর) তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে, তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ তায়ালা সব শোনেন জানেন।

২২৮. তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা যেন তিনটি মাসিক ঋতু (অথবা ঋতু থেকে পবিত্র থাকার তিনটি মুদ্দত) পর্যন্ত নিজেদের (পুনরায় বিয়ের বন্ধন) থেকে দুরে রাখে; তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা কোনো অবস্থায়ই তাদের পক্ষে ন্যায়সংগত হবে না, যদি তারা আল্লাহর ওপর এবং পরকালের ওপর ঈমান আনে; এ সময়ের ভেতর তাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বামীরা অবশ্য বেশী অধিকারী, যদি তারা উভয়ে পরস্পর মিলে মিশে চলতে চায়; পুরুষদের ওপর নারীদের যেমন ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার, (পারিবারিক ভরণ পোষণের দায়িত্বের কারণে) তাদের ওপর পুরুষের মর্যাদা এক মাত্রা বেশী রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বিপুল ক্ষমতার মালিক, (তিনি পরম) কুশলী।

২২৯. তালাক দু'বার (মাত্র উচ্চারণ করা যেতে পারে, তৃতীয় বারের আগেই) হয় সম্মান মর্যাদার সাথে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, অথবা সহৃদয়তার সাথে তাকে চলে যেতে দেবে; তোমাদের জন্যে এটা কোনো অবস্থায়ই ন্যায়সংগত নয় যে, (বিয়ের আগে) যা কিছু তোমরা তাদের দিয়েছো তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে, তবে আল্লাহর নির্দষ্টি সীমারেখার ভেতরে থেকে স্বামী স্ত্রী একত্রে জীবন কাটাতে পারবে না এমন আশংকা যদি দেখা দেয় (তখন আলাদা হয়ে যাওয়াটাই উত্তম, এমন অবস্থায়) যদি তোমাদের ভয় হয় যে, এরা আল্লাহর বিধানের গন্ডির ভেতর থাকতে পারবে না; তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু বিনিময় দেয় (এবং তা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেয়), তাহলে তাদের উভয়ের ওপর এটা কোন দুষণীয় (বিষয়) হবে না, (জেনে রাখো) এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তা কখনো অতিক্রম করো না, আর যারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করে, তারা হচ্ছে সুস্পষ্ট যালেম।

২৩০. যদি সে তাকে তালাক দিয়েই দেয়, তাহলে তারপর (এ) স্ত্রী তার জন্যে (আর) বৈধ হবে না, (হ্যাঁ) যদি তাকে অপর কোনো স্বামী বিয়ে করে এবং (নিয়মমাফিক তাকে) তালাক দেয় এবং (পরবর্তী পর্যায়ে) তারা যদি (সত্যিই) মনে করে, তারা (এখন স্বামী স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে) আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে, তাহলে পুনরায় (বিয়ে বন্ধনে) ফিরে আসাতে তাদের ওপর কোন দোষ নেই; এটা হচ্ছে আল্লাহর (বেঁধে দেয়া) সীমারেখা, যারা (এ সম্পর্কে) অবগত আছে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এ নির্দেশ সুস্পষ্ট করে পেশ করেন।

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা যখন তাদের অপেক্ষার সময় (ইদ্দত) পুর্ণ করে নেয়, তখন (হয়) মর্যাদার সাথে তাদের ফিরিয়ে আনো, নতুবা ভালোভাবে তাদের বিদায় করে দাও, শুধু কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে কখনো তাদের আটকে রেখো না, এতে তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখাই লংঘন করবে, আর যে ব্যক্তি এমন কাজ করে সে (প্রকারান্তরে) নিজের ওপরই যুলুম করে; (সাবধান) আল্লাহর নির্দেশসমুহকে কখনো হাসি তামাশার ব সত্তু মনে করো না, স্মরণ করো (তোমরা ছিলে অজ্ঞ), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর (হেদায়াতের বাণী পাঠিয়ে) নেয়ামত দান করেছেন, (শুধু তাই নয়) তিনি তোমাদের জন্যে জ্ঞান ও যুক্তি পুর্ণ কেতাব নাযিল করেছেন, যা তোমাদের (দৈনন্দিন জীবনের) নিয়ম (কানুন) বাতলে দেয়; (অতএব) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সমস্পুর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

২৩২. যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, অতপর (তালাকপ্রাপ্ত) স্ত্রীরাও তাদের নির্ধারিত অপেক্ষার সময় (ইদ্দত পালন) শেষ করে নেয়, তখন তোমরা তাদের (পছন্দমতো) স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে বাধা দিয়ো না, যদি তারা (বিয়ের জন্যে) সম্মানজনকভাবে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছে থাকে; তোমাদের ভেতর যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালীন জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের এ আদেশই দেয়া যাচ্ছে; (মুলত) এটা তোমাদের জন্যে অধিক সম্মানের এবং অনেক পবিত্র (কর্মধারা, কারণ); আল্লাহ তায়ালা জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

২৩৩. মায়েরা পুরো দুটো বছরই (সন্তানকে) বুকের দুধ খাওয়াবে (এ নিয়ম তার জন্যে), যে ব্যক্তি চায় (সন্তানের) দুধ খাওয়ানোটা পুরোপুরি আদায় করুক; সন্তানের পিতা (দুধ খাওয়ানোর) জন্যে মায়েদের (সম্মানজনক) ভরণ পোষণ (সুনিশ্চিত) করবে; কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না, (পিতার সংগতির কথা ভাবতে গিয়ে দেখতে হবে,) মায়েরাও যেন (আবার) নিজ সন্তান নিয়ে (বেশী) কষ্টে না পড়ে যায় এবং পিতাকেও যেন সন্তান (জন্ম দেয়ার) কারণে (অযথা) কষ্টে পড়ে যেতে না হয়, (সেটাও খেয়াল রাখতে হবে, সন্তানের পিতার অবর্তমানে) তার উত্তরাধিকারীদের ওপর সন্তানের জন্মদাত্রী মায়ের অধিকার এভাবেই বহাল থাকবে, (তবে কোনো পর্যায়ে) পিতামাতা যদি পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে আগে ভাগেই সন্তানের দুধ ছাড়িয়ে নিতে চায় তাতেও তাদের ওপর কোনো দোষের কিছু নেই; তোমরা যদি নিজেদের বদলে অন্য কাউকে সন্তানের দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিয়োগ করতে চাও এবং যদি দুগ্ধদাত্রীর পাওনা যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়, তাতেও কোনো গুনাহ নেই; (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখতে পান।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মৃতুযমুখে পতিত হয় এবং তারা (যদি তাদের) স্ত্রীদের (জীবিত) রেখে যায় (সে অবস্থায় স্ত্রীরা যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে), তারা তাদের নিজেদের চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সময় বিয়ে থেকে বিরত রাখবে, (অপেক্ষার) এ সময়টুকু যখন তারা পুরণ করে নেবে, তখন নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে তারা ন্যায়ানুগ পন্থায় (যা ইচ্ছা তাই) করতে পারবে এবং এ বিষয়টিতে তাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই; (মুলত) তোমরা যে যাই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা (তার পুরোপুরি) খবর রাখেন।

২৩৫. (এমন কি সে অপেক্ষার সময় শেষ হওয়ার আগেও) তোমরা কেউ যদি তাকে বিয়ে করার (জন্যে) পয়গাম পাঠাও, কিংবা তেমন কোনো ইচ্ছা যদি তোমরা নিজেদের মনের ভেতর লুকিয়েও রাখো, (তাতেও) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই; কেননা আল্লাহ তায়ালা এটা ভালো করেই জানেন, তাদের কথা অবশ্যই তোমরা বার বার মনে করবে, কিন্তু (সাবধান আড়ালে আবডালে থেকে) গোপনে তাদের বিয়ের কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ো না, তাদের সাথে কখনো তোমাদের কথা বলতে হলে তা বলবে সম্মানজনক পন্থায়; তার ইদ্দত (অপেক্ষার শরীয়তসম্মত সময়) শেষ হবার আগে কখনো তার সাথে বিয়ের সংকল্প করো না; জেনে রেখো, তোমাদের মনের সব (ইচ্ছা অভিসন্ধির) কথা কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, অতএব তোমরা একমাত্র তাঁর থেকেই সতর্ক হও (এবং একথাও জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ধৈর্যশীল, মহান ক্ষমাশীল!

২৩৬. স্ত্রীদের (শারীরিকভাবে) স্পর্শ করা কিংবা তাদের জন্যে মোহরের কোনো অংক নির্ধারণের আগেই যদি তোমরা তাদের তালাক দাও, তাতে (শরীয়তের দৃষ্টিতে) তোমাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই, (এ পরিস্থিতিতে মোহরের কোনো অংক নির্ধারিত না হলেও) তাদের ন্যায়ানুগ পন্থায় কিছু পরিমাণ (অর্থ) আদায় করে দেবে, ধনী ব্যক্তির ওপর (এটা হবে তার) নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির ওপর (হবে) তার সংগতি অনুযায়ী, (এটা) নেককার লোকদের ওপর (আরোপিত) স্ত্রীদের একটি অধিকার বটে।

২৩৭. যদি (এমন হয়,) তোমরা তাদের (শারীরিকভাবে) স্পর্শ করোনি, কিন্তু মোহরের অংক নির্ধারিত করে নিয়েছো, এমতাবস্থায় যদি তোমরা তাদের তালাক দাও, তাহলে তাদের জন্যে (থাকবে) নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পরিমাণ, (যা) আদায় করে দিতে হবে, (হ্যাঁ) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী নিজের থেকে যদি তোমাদের তা মাফ করে দেয় কিংবা যে (স্বামীর) হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে যদি (স্ত্রীকে নির্দষ্টি পরিমাণের বেশী দিয়ে) অনুগ্রহ দেখাতে চায় (সেটা ভিন্ন কথা)। (তবে) তোমরা যদি অনুগ্রহ করো (তাহলে) তা হবে আল্লাহভীতির একান্ত কাছাকাছি; কখনো একে অপরের প্রতি দয়া ও সহৃদয়তা দেখাতে ভুলো না; কারণ তোমরা (কে) কি কাজ করো, তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন।

২৩৮. তোমরা নামাযসমুহের ওপর (গভীরভাবে) যত্নবান হও, (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামায এবং তোমরা আল্লাহর জন্যে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যেও।

২৩৯. অতপর যদি তোমরা ভীতিপ্রদ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হও (তখন প্রয়োজনে তোমরা নামায পড়বে) পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা সওয়ারীর ওপর থাকা অবস্থায়, তারপর তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে (স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে), তখন আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করো, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্মরণ করার (নিয়ম) শিখিয়েছেন, যার কিছুই তোমরা ইতি পুর্বে জানতে না।

২৪০. তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ মৃতুযমুখে পতিত হয় এবং সে বিধবা স্ত্রীদের রেখে যায়, (তার উত্তরসুরিদের জন্যে তার) ওসিয়ত থাকবে যেন তারা এক বছর পর্যন্ত তাদের স্ত্রীদের ব্যয়ভার বহন করে, (কোনো অবস্থায় যেন তার ভিটেমাটি থেকে) তাকে বের করে না দেয়, (এ সময় পুরণ হবার আগে) যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের ব্যাপারে কোনো ভিন্ন সিদ্ধান্ত করে কোনো সম্মানজনক ব্যবস্থা করে নেয়; তাহলে এ জন্যে তোমাদের ওপর কোনো দোষ পড়বে না; আল্লাহ তায়ালা (সবার ওপর) পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞ কুশলীও!

২৪১. (স্বামীদের ওপর) তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্যে ন্যায়সংগত ভরণ পোষণ পাবার অধিকার থাকবে; আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে এটা তাদের ওপর (আরোপিত) (মহিলাদের) অধিকার।

২৪২. এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো।

২৪৩. তুমি কি (তাদের পরিণতি) দেখোনি যারা মৃতুযর ভয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো, অথচ তারা (সংখ্যায়) ছিলো হাজার হাজার, তাদের (এ কাপুরুষোচিত আচরণে রুষ্ট হয়ে) আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, তোমরা নিপাত হয়ে যাও, (এক সময় তাদের বংশধররা সাহসিকতার সাথে যালেমের মোকাবেলা করলো)। আল্লাহ তায়ালাও এর পর তাদের (সামাজিক ও রাজনৈতিক) জীবন দান করলেন; আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের সাহসী) মানুষদের ওপর (সর্বদাই) অনুগ্রহশীল; কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এ জন্যে) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

২৪৪. (অতএব হে মুসলমানরা, কাপুরুষতা না দেখিয়ে) তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং (এ কথা) ভালো করে জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা (যেমন সব) শোনেন, (তেমনি) তিনি সব কিছু জানেনও।

২৪৫. (তোমাদের মধ্য থেকে) কে (এমন) হবে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, (যে কেউই আল্লাহকে ঋণ দেবে সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা (ঋণের সে অংক) তার জন্যে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা কাউকে

ধনী আবার কাউকে গরীব করেন, (আর সব শেষে) তোমাদের (ধনী গরীব) সবাইকে তো একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

২৪৬. তুমি কি বনী ইসরাঈল দলের কতিপয় নেতা সম্পর্কে চিন্তা করোনি? যখন তারা মুসার আগমনের পর নবীর কাছে বলেছিলো, আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ ঠিক করে দাও, যেন (তার সাথে) আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি; (আল্লাহর) সে নবী (তাদের) বললো, তোমাদের অবস্থা আগের লোকদের মতো এমন হবে না তো যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের লড়াইর আদেশ দেবেন এবং তোমরা লড়াই করবে না, তারা বললো, আমরা কেন আল্লাহর পথে লড়বো না, (বিশেষ করে যখন) আমাদের নিজেদের বাড়ি ঘর থেকে আমাদের বের করে দেয়া হয়েছে, (বের করে দেয়া হয়েছে) আমাদের ছেলে মেয়েদেরও, অতপর যখন (সত্যি সত্যিই) তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হলো তখন তাদের মধ্য থেকে কতিপয় (সাহসী) বান্দা ছাড়া অধিকাংশই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

২৪৭. তাদের নবী তাদের বললো, আল্লাহ তায়ালা তালুতকে তোমাদের ওপর বাদশাহ (নিযুক্ত) করে পাঠিয়েছেন; (এ কথা শুনে) তারা বললো, তার কি অধিকার আছে আমাদের ওপর রাজত্ব করার? বাদশাহীর অধিকার (বরং) তার চাইতে আমাদেরই বেশী রয়েছে, (তাছাড়া) অর্থ প্রাচুর্যও তো তার বেশী নেই; আল্লাহর নবী বললো, (শাসন ক্ষমতার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা তাকেই বাছাই করেছেন এবং (এ কাজের জন্যে) তার শারীরিক যোগ্যতা ও জ্ঞান (প্রতিভা) আল্লাহ তায়ালা বাড়িয়ে দিয়েছেন; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই তাঁর রাজক্ষমতা দান করেন; তাঁর ভান্ডার অনেক প্রশ সত্ম, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই রাজত্ব দেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও মহাবিজ্ঞ।

২৪৮. তাদের নবী তাদের (আরো) বললো, (আল্লাহ তায়ালা যাকে পাঠাচ্ছেন) তার বাদশাহীর অবশ্যই একটা চিহ্ন থাকবে এবং তা হচ্ছে, সে তোমাদের সামনে (হারানো) সিন্দুকটি এনে হাযির করবে, এতে তোমাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে (সান্ত্বনা ও) প্রশান্তির বিষয় থাকবে, (তাছাড়া) এ (অমুল্য) সিন্দুকে মুসা ও হারূনের পরিবার পরিজনের কিছু রেখে যাওয়া (জিনিসপত্রও) থাকবে, (আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে) তাঁর ফেরেশতারা এ সিন্দুক তোমাদের জন্যে বহন করে আনবে, যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো তাহলে (তোমরা দেখবে), এসব কিছুতে তোমাদের জন্যে (এক ধরনের) নিদর্শন রয়েছে।

২৪৯. (রাজত্ব পেয়ে) তালুত যখন নিজ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলো, তখন সে (তার লোকদের) বললো, আল্লাহ তায়ালা একটি নদী (-র পানি) দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এর পানি পান করে তাহলে সে আর আমার দলভুক্ত থাকবে না, আর যে ব্যক্তি তা খাবে না সে অবশ্যই আমার দলভুক্ত থাকবে, তবে কেউ যদি তার হাত দিয়ে সামান্য এক আঁজলা (পানি খেয়ে) নেয় তা ভিন্ন কথা, অতপর (সেখানে গিয়ে) হাতেগোনা কয়জন লোক ছাড়া আর সবাই তৃপ্তিভরে পানি পান করে নিলো; এ কয়জন লোক∏ যারা তার কথায় তার সাথে ঈমান এনেছিলো, তারা এবং তালুত যখন নদী পার হয়ে এগিয়ে গেলো, তখন তারা (নিজেদের দীনতা দেখে) বলে উঠলো, হে আল্লাহ, আজ জালুত এবং তার বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই; (এ সময় তাদেরই সাথী বন্ধুরা) যারা জানতো তাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, তারা বললো, (ইতিহাসে এমন) অনেকবারই দেখা গেছে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দলও বিশাল বাহিনীর ওপর জয়ী হয়েছে; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

২৫০. তারপর (যখন) সে তার সৈন্য নিয়ে (মোকাবেলা করার জন্যে) দাঁড়ালো, তখন তারা (আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে) বললো, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের সবরের তাওফীক দান করো, দুশমনের মোকাবেলায় আমাদের কদম অটল রাখো এবং অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো;

২৫১. লড়াইয়ের ময়দানে তারা তাদের পর্যুদ সত্ম (লাঞ্ছিত) করে দিলো এবং দাউদ আল্লাহর সাহায্য নিয়ে জালুতকে হত্যা করলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়ার রাজত্ব দান করলেন এবং তাকে (রাজক্ষমতা চালানোর) কৌশলও শিক্ষা দিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজ ইচ্ছামতো আরো (বহু) বিষয়ের জ্ঞান দান করেন; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যদি (যুগে যুগে) একদল লোককে দিয়ে আরেকদল লোককে শায়ে সত্মা না করতেন, তাহলে এই ভূখন্ড ফেতনা ফাসাদে ভরে যেতো, কিন্তু (আল্লাহ তায়ালা তা চাননি, কেননা) আল্লাহ তায়ালা এ সৃষ্টিকুলের ওপর বড়োই অনুগ্রহশীল!

২৫২. (এ কেতাবে বর্ণিত) এসব ঘটনা হচ্ছে আল্লাহর এক একটা নিদর্শন (মাত্র), যা যথাযথভাবে আমি তোমাকে শুনিয়েছি (এর কোনো ঘটনাই তো তুমি জানতে না); তুমি অবশ্যই আমার পাঠানো (নবী) রসুলদের একজন!

পারা ৩

২৫৩. এই (যে) নবী রসূলরা (রয়েছে)_ এদের কাউকে কারো ওপর আমি বেশী মর্যাদা দান করেছি। এদের মধ্যে এমনও (কেউ) ছিলো যার সাথে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছেন এবং (এর মাধ্যমে) কারো মর্যাদা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন; আমি মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে (কতিপয়) উজ্জ্বল নিদর্শন দিয়েছিলাম, অতপর পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে আমি সাহায্য করেছি; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের (আগমনের) পর যাদের কাছে এসব উজ্জ্বল নিদর্শন এসেছে তারা কখনো মারামারিতে লিপ্ত হতো না, কিন্তু (রসূলদের পর) তারা (দলে উপদলে) বিভক্ত হয়ে গেলো, অতপর তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনলো আবার তাদের কিছু লোক (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবীকে) অস্বীকার করলো, (অথচ) আল্লাহ পাক চাইলে এরা কেউই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।

২৫৪. হে ঈমানদাররা, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমার দেয়া ধন সমজ্ঞ থেকে (আমার পথে) ব্যয় করো_ সে দিনটি আসার আগে, যেদিন কোনো রকম বেচাকেনা, বন্ধুত্ব ভালোবাসা থাকবেনা_ থাকবেনা কোনো রকমের সুপারিশ। (এ দিনের) অস্বীকারকারীরাই হচ্ছে যালেম।

২৫৫. মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনাদি এক সত্তা, ঘুম (তো দূরের কথা, সামান্য) তন্দ্রাও তাঁকে আচ্ছন্ন করে না; আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর; কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই (তাঁর সৃষ্টির) কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করেন (তবে তা ভিন্ন কথা), তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে, এ উভয়টির হেফাযত করার কাজ কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না, তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান।

২৫৬. (আল্লাহর) দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, (কারণ) সত্য (এখানে) মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি বাতিল (মতাদর্শ)-কে অস্বীকার করে, আল্লাহর (দেয়া জীবনাদর্শের)

ওপর ঈমান আনে, সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো, যা কোনোদিনই ছিঁড়ে যাবার নয়; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছুই শোনেন) এবং (সবকিছুই) জানেন।

২৫৭. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তাদের সাহায্যকারী (বন্ধু), তিনি (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে তাদের (ঈমানের) আলোতে বের করে নিয়ে আসেন, (অপরদিকে) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, বাতিল (শক্তিসমূহ)-ই হয়ে থাকে তাদের সাহায্যকারী, তা তাদের (দ্বীনের) আলোক থেকে (কুফরীর) অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়; এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

২৫৮. তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখোনি যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়ার) রাষ্ট্র মতা দেয়ার পর সে ইবরাহীমের সাথে স্বয়ং মালিকের ব্যাপারেই বিতর্কে লিপ্ত হলো, (বিতর্কের এক পর্যায়ে) ইবরাহীম বললো, আমার মালিক তিনি, যিনি (সৃষ্টিকুলকে) জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন, সে বললো, জীবন মৃত্যু তো আমিও দিয়ে থাকি, ইবরাহীম বললো, (আমার) আল্লাহ তায়ালা পূর্ব দিক থেকে (প্রতিদিন) সূর্যের উদয়ন ঘটান, (একবার) তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে বের করে দেখাও তো! (এতে সত্য) অস্বীকারকারী ব্যক্তিটি হতভম্ব হয়ে গেলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যালেম জাতিকে কখনো পথের দিশা দেন না।

২৫৯. অথবা (ঘটনাটি) কি সেই ব্যক্তির মতো যে একটি বস্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় যখন দেখলো, তা (বিধ্বস্ত হয়ে) আপন অস্তিত্বের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, (তখন) সে ব্যক্তি বললো, এ মৃত জনপদকে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা আবার পুনর্জীবন দান করবেন, এক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা (সত্যি সত্যিই) তাকে মৃত্যু দান করলেন এবং (এভাবেই তাকে) একশ বছর ধরে মৃত (ফেলে) রাখলেন, অতপর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন; এবার জিজ্ঞেস করলেন, (বলতে পারো) তুমি কতোকাল (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছো? সে বললো, আমি একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছি, আল্লাহ তায়ালা বললেন, বরং এমনি অবস্থায় তুমি একশ বছর কাটিয়ে দিয়েছো, তাকিয়ে দেখো তোমার নিজস্ব খাবার ও পানীয়ের দিকে, (দেখবে) তা বিন্দুমাত্র পচেনি, তোমার গাধাটির দিকেও দেখো, (তাও একই অবস্থায় আছে, আমি এসব এ জন্যেই দেখালাম), যেন আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে (পরকালীন জীবনের) একটি (জীবন্ত) প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি, এ (মৃত জীবের) হাড় পাঁজরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, (তুমি নিজেই দেখতে পাবে) আমি কিভাবে তা একটার সাথে আরেকটার জোড়া লাগিয়ে (নতুন জীবন) দিয়েছি, অতপর কিভাবে তাকে আমি গোশতের পোশাক পরিয়ে দিয়েছি, অতএব (এভাবে আল্লাহর দেখানো) এ বিষয়টি যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর মতাবান।

২৬০. (আরো স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম বললো, হে মালিক, মৃতকে তুমি কিভাবে (পুনরায়) জীবন দাও তা আমাকে একটু দেখিয়ে দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন, কেন, তুমি কি (না দেখে) বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললো, হ্যাঁ (প্রভু, আমি বিশ্বাস করি), কিন্তু (এর দ্বারা) আমার মন একটু সানৎদ্বনা পাবে (এই যা); আল্লাহ তায়ালা বললেন (তুমি বরং এক কাজ করো), চারটি পাখী ধরে আনো, অতপর (আসৎেদ আসৎেদ) এই পাখীগুলোকে তোমার কাছে পোষ মানিয়ে নাও (যাতে ওদের নাম তোমার কাছে পরিচিত হয়ে যায়), তারপর (তাদের কেটে কয়েক টুকরায় ভাগ করো,) তাদের (কাটা) এক একটি টুকরো এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে এসো, অতপর ওদের (সবার নাম ধরে) তুমি ডাকো, (দেখবে জীবন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে) ওরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে; তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

২৬১. যারা নিজেদের ধন সমজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে (একে একে) সাতটি শীষ বেরুলো, আবার এর প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ শস্য

দানা; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন; আল্লাহ তায়ালা অনেক প্রশস্ত, অনেক বিজ্ঞ।

২৬২. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের ধন সমজ্ঞ ব্যয় করে এবং ব্যয় করে তা প্রচার করে বেড়ায় না, প্রতিদান চেয়ে তাকে কষ্ট দেয় না, (এ ধরণের লোকদের জন্যে) তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে পুরস্কার (সংরতি) রয়েছে, (শেষ বিচারের দিন) এদের কোনো ভয় নেই, তারা (সেদিন) দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

২৬৩. (একটুখানি) সুন্দর কথা বলা এবং (উদারতা দেখিয়ে) মা করে দেয়া সেই দানের চাইতে অনেক ভালো, যে দানের পরিণামে কষ্টই আসে; আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি পরম ধৈর্যশীলও বটে।

২৬৪. হে ঈমানদাররা, তোমরা (উপকারের) খোঁটা দিয়ে এবং (অনুগৃহীত ব্যক্তিকে) কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান সদকা বরবাদ করে দিয়ো না_ ঠিক সেই (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশেই দান করে, সে আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না; তার (দানের) উদাহরণ হচ্ছে, যেন একটি মসৃণ শিলাখন্ডের ওপর কিছু মাটি(-র আস্তরণ), সেখানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো, অতপর পাথর শক্ত হয়েই পড়ে থাকলো। (দান খয়রাত করেও) তারা (মূলত) এই অর্জনের ওপর থেকে কিছুই করতে পারলো না, আর যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা তাদের কখনো সঠিক পথ দেখান না।

২৬৫. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে এবং নিজেদের মানসিক অবস্থা (আল্লাহর পথে) সুদৃঢ় রাখার জন্যে নিজেদের ধন সমজ্ঞ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে, যেন তা কোনো উঁচু পাহাড়ের উপত্যকায় একটি (সুসজ্জিত) ফসলের বাগান, যদি সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও শিশির বিন্দুগুলোই (ফসলের জন্য) যথেষ্ট হয়, আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই পর্যবেণ করেন তোমরা কে কি কাজ করো।

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চাইবে যে, তার কাছে (ফলে ফুলে সুশোভিত) একটি বাগান থাকুক, যাতে খেজুর ও আংগুরসহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল থাকবে, তার তলদেশ দিয়ে আবার প্রবাহমান থাকবে কতিপয় ঝর্ণাধারা, আর (এর ফল ভোগ করার আগেই) বাগানের মালিক বয়সের ভারে নুয়ে পড়বে এবং তার কিছু দুর্বল সন্তান থাকবে, (এ অবস্থায় হঠাৎ করে) এক আগুনের ঘূর্ণিবায়ু এসে তার সব (স্বপ্ন) জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শনগুলো তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা (আল্লাহ তায়ালার এসব কথার ওপর) চিন্তা গবেষণা করতে পারো।

২৬৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেরা যা অর্জন করেছো, সে পবিত্র (সমজ্ঞ) এবং যা আমি যমীনের ভেতর থেকে তোমাদের জন্যে বের করে এনেছি, তার থেকে (একটি) উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, (আল্লাহর জন্যে এমন) নিকৃষ্টতম জিনিসগুলো বেছে রেখে তার থেকে ব্যয় করো না, যা অন্যরা তোমাদের দিলে তোমরা তা গ্রহণ করবে না, অবশ্য যা কিছু তোমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করো তা আলাদা, তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের দানের) মুখাপেক্ষী নন, সব প্রশংসার মালিক তো তিনিই!

২৬৮. শয়তান সব সময়ই তোমাদের অভাব অনটনের ভয় দেখাবে এবং সে (নানাবিধ) অশ্লীল কর্মকান্ডের আদেশ দেবে, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর কাছ থেকে অসীম বরকত ও মার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন (এবং সে দিকেই তিনি তোমাদের ডাকছেন), আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সম্যক অবগত।

২৬৯. আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে (একান্তভাবে) তাঁর প থেকে (বিশেষ) জ্ঞান দান করেন, আর যে ব্যক্তিকে (আল্লাহ তায়ালার সেই) বিশেষ জ্ঞান দেয়া হলো (সে যেন মনে করে), তাকে (সত্যিকার অর্থেই) প্রচুর কল্যাণ দান

করা হয়েছে, আর প্রজ্ঞাসমজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া (আল্লাহর এসব কথা থেকে) অন্য কেউ কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারে না।

২৭০. তোমরা যা কিছু খরচ করো আর যা কিছু (খরচ করার জন্যে) মানত করো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা জানেন; যালেমদের (আসলেই) কোনো সাহায্যকারী নেই।

২৭১. (আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে) তোমরা যা কিছু দান করো, তা যদি প্রকাশ্যভাবে (মানুষদের সামনে) করো তা ভালো কথা (তাতে কোনো দোষ নেই), তবে যদি তোমরা তা (মানুষদের কাছে) গোপন রাখো এবং (চুপে চুপে) অসহায়দের দিয়ে দাও, তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম; (এ দানের কারণে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বহুবিধ গুনাহ খাতা মুছে দেবেন, আর তোমরা যাই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু সম্পর্কেই ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

২৭২. (যারা তোমার কথা শোনে না,) তাদের হেদায়াতের দায়িত্ব তোমার ওপর নয়, তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই সঠিক পথ দেখান, তোমরা যা দান সদকা করো এটা তোমাদের জন্যেই কল্যাণকর, (কারণ) তোমরা তো এ জন্যেই খরচ করো যেনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারো; (তোমরা আজ) যা কিছু দান করবে (আগামীকাল) তার পুরোপুরি পুরস্কার তোমাদের আদায় করে দেয়া হবে, (সেদিন) তোমাদের ওপর কোনো রকম যুলুম করা হবে না।

২৭৩. দান সদকা তো (তোমাদের মাঝে এমন) কিছু গরীব মানুষের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত, তারা (নিজেদের জন্যে) যমীনের বুকে চেষ্টা সাধনা করতে পারে না, আত্মসম্মানবোধের কারণে কিছু চায় না বলে অজ্ঞ (মূর্খ) লোকেরা এদের মনে করে এরা (বুঝি আসলেই) সচ্ছল, কিন্তু তুমি এদের (বাহ্যিক) চেহারা দেখেই এদের (সঠিক অবস্থা) বুঝে নিতে পারো, এরা মানুষদের কাছ থেকে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা করতে পারে না; তোমরা যা কিছুই খরচ করবে আল্লাহ তায়ালা তার (যথার্থ) বিনিময় দেবেন, কারণ তিনি সব কিছুই দেখেন।

২৭৪. যারা দিন রাত প্রকাশ্যে ও সংগোপনে নিজেদের মাল সমজ্ঞ ব্যয় করে, তাদের মালিকের দরবারে তাদের এ দানের প্রতিফল (সুরতি) রয়েছে, তাদের ওপর কোনো রকম ভয় ভীতি থাকবে না, তারা (সেদিন) চিন্তিতও হবে না।

২৭৫. যারা সূদ খায় তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে; এটা এ কারণে, যেহেতু এরা বলে, ব্যবসা বাণিজ্য তো সূদের মতোই (একটা কারবারের নাম), অথচ আল্লাহ তায়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন, তাই তোমাদের যার (যার) কাছে তার মালিকের প থেকে (সূদ সংক্রান্ত) এ উপদেশ পৌঁছেছে, সে অতপর সূদের কারবার থেকে বিরত থাকবে, আগে (এ আদেশ আসা পর্যন্ত) যে সূদ সে খেয়েছে তা তো তার জন্যে অতিবাহিত হয়েই গেছে, তার ব্যাপার একান্তই আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধানত্বের ওপর; কিন্তু (এরপর) যে ব্যক্তি (আবার সূদী কারবারে) ফিরে আসবে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

২৭৬. আল্লাহ তায়ালা সূদ নিশ্চিহ্ন করেন, (অপর দিকে) দান সদকা (-র পবিত্র কাজ)-কে তিনি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন; আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নেয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না।

২৭৭. তবে যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের ওপর কোনো ভয় থাকবে না, তারা সেদিন চিন্তিতও হবে না।

২৭৮. হে ঈমনদার লোকেরা, তোমরা (সূদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো, আগের (সূদী কারবারের) যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো।

২৭৯. যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে অতপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের (ঘোষণা থাকবে), আর যদি (এখনো) তোমরা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবার অধিকারী হবে, (সূদী কারবার দ্বারা) অন্যের ওপর যুলুম করো না, তোমাদের ওপরও অতপর (সূদের) যুলুম করা হবে না।

২৮০. সে (ঋণ গ্রহীতা) ব্যক্তি কখনো যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে (তার ওপর চাপ দিয়ো না, বরং) তার সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও; আর যদি তা মাফ করে দাও, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্যে অতি উত্তম কাজ, যদি তোমরা (ভালোভাবে) জানো (তাহলে এটাই তোমাদের করা উচিৎ)!

২৮১. সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, সেদিন প্রত্যেক মানব সন্তানকে (জীবনভর) কামাই করা পাপপুণ্যের পুরোপুরি ফলাফল দিয়ে দেয়া হবে, (কারো ওপর সেদিন) কোনো ধরনের যুলুম করা হবে না।

২৮২. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি করো তখন তা লিখে রাখো; তোমাদের মধ্যকার যে কোনো একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (এ চুক্তিনামা) লিখে দেবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা লেখা শিখিয়েছেন সে যেন কখনো লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়, (লেখার সময়) ঋণ গ্রহীতা (লেখককে) বলে দেবে কি (কি শর্ত সেখানে) লিখতে হবে, (এ পর্যায়ে) লেখক অবশ্যই তার মালিক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা উচিত, (চুক্তিনামা লেখার সময় ল্য রাখতে হবে) তার কিছুই যেন বাদ না পড়ে; যদি সে ঋণ গ্রহীতা অজ্ঞ মূর্খ এবং (সব দিক থেকে) দুর্বল হয়, অথবা (চুক্তিনামার কথাবার্তা বলে দেয়ার) মতাই তার না থাকে, তাহলে তার প থেকে তার কোনো অভিভাবক ন্যায়ানুগ পন্থায় বলে দেবে কি কি কথা লিখতে হবে; (তদুপরি) তোমাদের মধ্য থেকে দুই জন পুরুষকে (এ চুক্তিপত্রে) সাক্ষী বানিয়ে নিয়ো, যদি দুই জন পুরুষ (একত্রে) পাওয়া না যায় তাহলে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা (সাক্ষী হবে), যাতে করে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে; এমন সব লোকদের মধ্য থেকে সাক্ষী নিতে হবে যাদেরকে উভয় পই পছন্দ করবে, (সাক্ষীদের) যখন (সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে) ডাকা হবে তখন তারা তা অস্বীকার করবে না; (লেনদেনের সময়) পরিমাণ ছোট হোক কিংবা বড়ো হোক, তার দিন ণসহ (লিখে রাখতে) অবহেলা করো না; এটা আল্লাহর কাছে ন্যায্যতর ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অধিক মযবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং (পরবর্তীকালে) যাতে তোমরা সন্দিগ্ধ না হও, তার সমাধানের জন্যেও এটা নিকটতর (পন্থা), যা কিছু তোমরা নগদ (হাতে হাতে) আদান প্রদান করো তা (সব সময়) না লিখলেও তোমাদের কোনো তি নেই, তবে ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে, (দলিলের) লেখক ও (চুক্তিনামার) সাক্ষীদের কখনো (তাদের মত বদলানোর জন্যে) কষ্ট দেয়া যাবে না; তারপরও তোমরা যদি তাদের এ ধরনের যাতনা প্রদান করো তাহলে (জেনে রেখো), তা হবে (তোমাদের জন্যে) একটি মারাত্মক গুনাহ, (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবকিছুই শিখিয়ে দিচ্ছেন, (কেননা) আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন।

২৮৩. যদি তোমরা কখনো সফরে থাকো এবং (এ কারণে ঋণের চুক্তি লেখার মতো) কোনো লেখক না পাও, তাহলে (চুক্তি লেখার বদলে) কোনো জিনিস বন্ধক রেখে দাও, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো বন্ধকী জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বাস করে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার উচিত সেই আমানত যথাযথ ফেরত দেয়া এবং (আমানতের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা, যিনি তার মালিক; তোমরা

কখনো সাক্ষ্য গোপন করো না, যে ব্যক্তি তা গোপন করে সে অবশ্যই অন্তরের দিক থেকে পাপিষ্ঠ (সাব্যস্ত হয়); বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের ব্যাপারেই সম্যক অবগত রয়েছেন।

২৮৪. আসমান যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তোমরা তোমাদের মনের ভেতর যা কিছু আছে তা যদি প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো, আল্লাহ তায়ালা (একদিন) তোমাদের কাছ থেকে এর (পুরোপুরিই) হিসাব গ্রহণ করবেন; (এরপর) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন, (আবার) যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি দেবেন; আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর মতাবান।

২৮৫. (আল্লাহর) রসূল সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তার ওপর তার মালিকের প থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা (সে রসূলের ওপর) বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও (সে একই বিষয়ের ওপর) ঈমান এনেছে; এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কেতাবসমূহের ওপর, তাঁর রসূলদের ওপর। (তারা বলে,) আমরা তাঁর (পাঠানো) নবী রসূলদের কারো মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি ন; আর তারা বলে, আমরা তো (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (তা) মেনেও নিয়েছি, হে আমাদের মালিক, (আমরা) তোমার মা চাই এবং (আমরা জানি,) আমাদের (একদিন) তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

২৮৬. আল্লাহ তায়ালা কখনো কাউকেই তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না; সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই বিনিময় রয়েছে যতোটুকু সে (এ দুনিয়ায়) সমজ্ঞ করবে, আবার সে যতোটুকু (মন্দ দুনিয়ায়) অর্জন করেছে তার ওপর তার (ততোটুকু শাস্তিই) পতিত হবে; (অতএব, হে মোমেন ব্যক্তিরা, তোমরা এই বলে দোয়া করো,) হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের মালিক, আমাদের পূর্ববর্তী (জাতিদের) ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে তা আমাদের ওপর চাপিয়ো না, হে আমাদের মালিক, যে বোঝা বইবার সামর্থ আমাদের নেই তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো। তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের ওপর তুমি দয়া করো। তুমিই আমাদের (একমাত্র আশ্রয়দাতা) বন্ধু, অতএব কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

সূরা আলে ইমরান
মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ২০০, রুকু ২০

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে,

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মা\'বুদ নেই, (তিনি) চিরঞ্জীব, (তিনি) চিরস্থায়ী।

৩. তিনি সত্য (দ্বীন) সহকারে তোমার ওপর (এই) কেতাব নাযিল করেছেন, যা তোমার আগে নাযিল করা যাবতীয় কেতাবের সত্যতা স্বীকার করে। তিনি তাওরাত ও ইনজীলও নাযিল করেছেন;

৪. মানব জাতিকে (সঠিক) পথ প্রদর্শনের জন্যে ইতিপূর্বে (আল্লাহ তায়ালা আরো কেতাব নাযিল করেছেন), তিনি (হক ও বাতিলের মধ্যে) ফয়সালা করার মানদন্ড (হিসেবে কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন; (তা সত্ত্বেও) যারা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি; আল্লাহ তায়ালা অসীম মতার মালিক, তিনি চরম প্রতিশোধ গ্রহণকারীও বটে!

৫. আল্লাহ তায়ালার কাছে আকাশমালা ও ভূখন্ডের কোনো তথ্যই গোপন নেই।

৬. তিনি তো সেই মহান সত্তা যিনি (মায়ের পেটে) শুক্রকীটে (থাকতেই) তাঁর ইচ্ছামতো তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন; (আসলেই) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই, তিনি প্রচন্ড মতাশালী এবং প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৭. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমার ওপর এ কেতাব নাযিল করেছেন। (এই কেতাবে দু'ধরনের আয়াত রয়েছে), এর কিছু হচ্ছে (সুস্পষ্ট) দ্ব্যর্থহীন আয়াত, সেগুলোই হচ্ছে কেতাবের মৌলিক অংশ, (এ ছাড়া) বাকী আয়াতগুলো হচ্ছে রূপক (বর্ণনায় বর্ণিত, মানুষের মাঝে) যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা (এগুলোকে কেন্দ্র করেই নানা ধরনের) ফেতনা ফাসাদ (সৃষ্টি করে) এবং আল্লাহর কেতাবের (অপ-) ব্যাখ্যা করার উদ্দেশে এসব (রূপক) আয়াত থেকে কিছু অংশের অনুসরণ করে, (মূলত) এসব (রূপক) বিষয়ের ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না। (এ কারণেই) যাদের মধ্যে জ্ঞানের গভীরতা আছে তারা (এসব আয়াত সম্পর্কে) বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি, এগুলো সবই তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (আমাদের দেয়া হয়েছে। সত্য কথা হচ্ছে, আল্লাহর হেদায়াতে) প্রজ্ঞাসমজ্ঞ লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

৮. (তারা আরো বলে,) হে আমাদের মালিক, (একবার যখন) তুমি আমাদের (সঠিক) পথের দিশা দিয়েছো, (তখন আর) তুমি আমাদের মনকে বাঁকা করে দিয়ো না, একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাদের প্রতি দয়া করো, কেননা যাবতীয় দয়ার মালিক তো তুমিই।

৯. হে আমাদের মালিক, তুমি অবশ্যই সমগ্র মানব জাতিকে তোমার সামনে (হিসাব-নিকাশের জন্যে) একদিন একত্রিত করবে, এতে কোন রকম সন্দেহ নেই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (কখনোই) ওয়াদা ভংগ করেন না।

১০. যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বিধান) অস্বীকার করেছে তাদের ধন-সমজ্ঞ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর (আযাব) থেকে (তাদের বাঁচানোর ব্যাপারে) কোনোই উপকারে আসবে না; (প্রকারান্তরে) তারাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

১১. (তাদের পরিণতি হবে) ফেরাউন ও তাদের পূর্ববর্তী (না-ফরমান) জাতিসমূহের মতো; তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, অতএব তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের (শক্ত করে) পাকড়াও করলেন; (বস্তুত) শাস্তি প্রয়োগে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর।

১২. (হে নবী,) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে সেসব (বিদ্রোহী) কাফেরদের তুমি বলে দাও, অচিরেই তোমরা (এ দুনিয়ায় লাঞ্ছিত) পরাজিত হবে এবং (পরকালে) তোমাদের জাহান্নামের (আগুনের) কাছে জড়ো করা হবে; (আর জাহান্নাম!) তা তো হচ্ছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান!

১৩. সে দল দু'টোর মধ্যে তোমাদের জন্যে (শিক্ষণীয়) কিছু নিদর্শন (মজুদ) ছিলো, যারা (বদরের) সম্মুখসমরে একে অপরের সামনাসামনি হয়েছিলো; (এদের মধ্যে) এক বাহিনী লড়ছিলো আল্লাহর (দ্বীনের) পথে, আর অপর বাহিনীটি ছিলো (অবিশ্বাসী) কাফেরদের, (এ সম্মুখসমরে) তারা চর্মচক্ষু দিয়ে তাদের (প্রতিপক্ষকে) তাদের দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিলো, (তারপরও) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সাহায্য (ও বিজয়) দান করেন; এ (সব ঘটনার) মাঝে সেসব লোকের জন্যে অনেক কিছু শেখার আছে যারা অন্তর্দৃষ্টিসমজ্ঞ।

১৪. নারী জাতির প্রতি ভালোবাসা, সন্তান সন্ততি, কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা রূপা, পছন্দসই ঘোড়া, গৃহপালিত জন্তু ও যমীনের ফসল (সব সময়ই) মানব সন্তানের জন্যে লোভনীয় করে রাখা হয়েছে; (অথচ) এ সব হচ্ছে পার্থিব জীবনের কিছু ভোগের সামগ্রী (মাত্র! স্থায়ী জীবনের) উৎকৃষ্ট আশ্রয় তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে।

১৫. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, আমি কি তোমাদের এগুলোর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো বস্তুর কথা বলবো? (হ্যাঁ, সে উৎকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে তাদের জন্যে,) যারা আল্লাহকে ভয় করে এমন সব লোকদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে রয়েছে (মনোরম) জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহমান থাকবে (অগণিত) ঝর্ণাধারা এবং তারা সেখানে অনাদিকাল থাকবে, আরো থাকবে (তাদের) পূত পবিত্র সংগী ও সংগিনীরা_ (সর্বোপরি) থাকবে আল্লাহ তায়ালার (অনাবিল) সন্তুষ্টি; আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের (কার্যকলাপের) ওপর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

১৬. যারা বলে, হে আমাদের মালিক, আমরা অবশ্যই তোমার ওপর ঈমান এনেছি, অতপর আমাদের (যা) গুনাহখাতা (আছে তা) তুমি মাফ করে দাও এবং (শেষ বিচারের দিন) তুমি আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়ো।

১৭. এরা হচ্ছে ধৈর্যশীল এবং সত্যাশ্রয়ী, (এরা) অনুগত এবং দানশীল, (সর্বোপরি) এরা হচ্ছে শেষরাতে কিংবা ঊষালগ্নের পূর্বে মা প্রার্থনাকারী।

১৮. আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই, ফেরেশতারা এবং জ্ঞানবান মানুষরাও (এই একই সাক্ষ্য দিচ্ছে), আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ কার্যকর করেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়।

১৯. নিসন্দেহে (মানুষের) জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ব্যবস্থা। যাদের আল্লাহর প থেকে কেতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা (এ জীবন বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে) নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে (বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে) মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো,

(তাও আবার) তাদের কাছে (আল্লাহর প থেকে) সঠিক জ্ঞান আসার পর। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অস্বীকার করবে (তার জানা উচিত), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০. যদি এরা তোমার সাথে (এ ব্যাপারে) কোনোরূপ বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে (তুমি তাদের) বলে দাও, আমি এবং আমার অনুসারীরা (সবাই) আল্লাহর কাছে আত্বসমর্পণ করে নিয়েছি; অতপর যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কেতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা (কোনো কেতাব না পেয়ে) মূর্খ (থেকে গেছে), তাদের (সবাইকেই) জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি সবাই আল্লাহর কাছে আত্বসমর্পণ করেছো? (হ্যাঁ,) তারা যদি (জীবনের সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেয় তাহলে তারা তো সঠিক পথ পেয়েই গেলো, কিন্তু তারা যদি (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে মনে রেখো, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কেবল (আমার কথা) পৌঁছে দেয়া; আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের (কর্মকান্ড নিজেই) পর্যবেণ করছেন।

২১. নিসন্দেহে যারা আল্লাহর (নাযিল করা) নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, যারা অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে_ হত্যা করে মানব জাতিকে যারা ন্যায় ও ইনসাফ মেনে চলার আদেশ দেয় তাদেরও, এদের তুমি এক কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও।

২২. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানেই এদের কর্ম ব্যর্থ (ও নিস্ফল) হয়ে গেছে, (আর এ কারণেই) এদের কোথাও কোনো সাহায্যকারী নাই।

২৩. (হে নবী,) তুমি তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছো কি, যাদের আমার কেতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিলো, অতপর তাদের যখন আল্লাহর কেতাবের (সে অংশের) দিকে ডাকা হলো যা তাদের মধ্যকার অমীমাংসিত বিষয়সমূহের মীমাংসা করে দেবে, তখন তাদের একদল লোক (এ হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা (আল্লাহর ফয়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখে।

২৪. এটা এ কারণে যে, এ (নির্বোধ) লোকেরা বলে, (দোযখের) আগুন আমাদের (শরীর) কখনো স্পর্শ করবে না, (আর যদি একান্ত করেও তা হবে) হাতেগনা কয়েকটি দিনের ব্যাপার মাত্র, (মূলত) তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের মাঝে নিজেদের মনগড়া ধারণাই তাদের প্রতারিত করে রেখেছে।

২৫. অতপর (সেদিন) অবস্থাটা হবে, যেদিন আমি সমগ্র মানব সন্তানকে একত্রিত করবো, যেদিন সম্পর্কে কোনো দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ নেই_ সেদিন প্রত্যেক মানব সন্তানকেই তার নিজস্ব অর্জিত বিনিময় পুরোপুরি দিয়ে দেয়া হবে এবং (সেদিন) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

২৬. (হে নবী), তুমি বলো, হে রাজাধিরাজ (মহান আল্লাহ), তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাম্রাজ্য দান করো, আবার যার কাছ থেকে চাও তা কেড়েও নিয়ে যাও, যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, যাকে ইচ্ছা তুমি অপমানিত করো; সব রকমের কল্যাণ তো তোমার হাতেই নিবদ্ধ; নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর ওপর একক মতাবান।

২৭. তুমিই রাতকে দিনের মাঝে শামিল করো, আবার দিনকে রাতের ভেতর শামিল করো; প্রাণহীন (বস্তু) থেকে তুমি (যেমন) প্রাণের আবির্ভাব ঘটাও, (আবার) প্রাণহীন (অসাড়) বস্তু বের করে আনো প্রাণসর্বস্ব (জীব) থেকে এবং যাকে ইচ্ছা তুমি বিনা হিসেবে রেযেক দান করো।

২৮. ঈমানদার ব্যক্তিরা কখনো ঈমানদারদের বদলে অবিশ্বাসী কাফেরদের নিজেদের বন্ধু বানাবে না, যদি তোমাদের কেউ তা করে তবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না, হাঁ তাদের কাছ থেকে কোনো

আশংকা (থাকলে) তোমরা নিজেদের বাঁচানোর প্রয়োজন হলে তা ভিন্ন কথা; আল্লাহ তায়ালা তো বরং তাঁর নিজের ব্যাপারেই তোমাদের ভয় দেখাচ্ছেন (বেশী, কারণ তোমাদের) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের মনের ভেতর কিছু গোপন করে রাখো, কিংবা তা (সবার সামনে) প্রকাশ করে দাও, তা আল্লাহ তায়ালা (ভালোভাবে) অবগত হন; আসমান যমীন ও এর (আভ্যন্তরীণ) সবকিছুও তিনি জানেন, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা (সৃষ্টিলোকের) সব কিছুর ওপর মতাবান, তিনিই সকল শক্তির আধার।

৩০. যেদিন প্রত্যেকেই তার ভালো কাজ সামনে হাযির দেখতে পাবে, যে ব্যক্তির কৃতকর্ম খারাপ থাকবে সে সেদিন কামনা করতে থাকবে যে, তার এবং তার (কাজের) মাঝে যদি দুস্তর একটা তফাৎ থাকতো! আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদের তাঁর (মতা ও শাস্তি) থেকে ভয় দেখাচ্ছেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সাথে অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

৩১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসো, তাহলে আমার কথা মেনে চলো, (আমাকে ভালোবাসলে) আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত মাশীল ও দয়াবান।

৩২. তুমি (আরো) বলো, (তোমরা) আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের কথা মেনে চলো, (এ আহ্বান সত্ত্বেও) তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে তুমি জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফেরদের পছন্দ করেন না।

৩৩. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আদম, ন হ এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের সৃষ্টিকুলের ওপর (নেতৃত্ব করার জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন।

৩৪. (নেতৃত্বে সমাসীন) এদের সন্তানরা বংশানুক্রমে পরস্পর পরস্পরের বংশধর। আল্লাহ তায়ালা (সবার কথাবার্তা) শুনতে পান এবং (সব কথা তিনি) জানেন।

৩৫. (স্মরণ করো,) যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, হে আমার মালিক, আমার গর্ভে যা আছে তাকে আমি স্বাধীনভাবে তোমার (দ্বীনের কাজ করার) জন্যে উৎসর্গ করলাম, তুমি আমার প থেকে এ সন্তানটিকে কবুল করে নাও, অবশ্যই তুমি (সব কথা) শোনো এবং (সব বিষয়) জানো।

৩৬. অতপর (এক সময়) যখন ইমরানের স্ত্রী তাকে জন্ম দিলো, (তখন) সে বললো, হে আমার মালিক, (একি!) আমি তো (দেখছি) একটি মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছি (একটা মেয়েকে কিভাবে আমি তোমার পথে উৎসর্গ করবো); আল্লাহ তায়ালা তো ভালোভাবেই জানতেন, ইমরানের স্ত্রী কি জন্ম দিয়েছে, (আসলে) ছেলে কখনো মেয়ের মতো (সব কাজ আঞ্জাম দিতে সম) হয়না, (ইমরানের স্ত্রী বললো), আমি এ শিশুর নাম রাখলাম মারইয়াম এবং আমি এ শিশু ও তার (অনাগত) সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে রার জন্যে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

৩৭. আল্লাহ তায়ালা (ইমরানের স্ত্রীর দোয়া কবুল করলেন এবং) তাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবেই গ্রহণ করে নিলেন এবং (ধীরে ধীরে) তাকে তিনি ভালোভাবেই গড়ে তুললেন, (আর সে জন্যেই) আল্লাহ তায়ালা তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখলেন, (বড়ো হবার পর) যখনি যাকারিয়া তার কাছে (তার নিজস্ব) এবাদাতের ক ক্ষে যেতো, (তখনি সে দেখতে) পেতো সেখানে কিছু খাবার (মজুদ রয়েছে, খাবার দেখে) যাকারিয়া জিজ্ঞেস করতো, হে মারইয়াম,

এসব (খাবার) তোমার কাছে কোত্থেকে আসে? মারইয়াম জবাব দিতো, এ সব (আসে আমার মালিক) আল্লাহর কাছ থেকে; (আর) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে বিনা হিসেবে রেযেক দান করেন।

৩৮. সেখানে (দাঁড়িয়েই) যাকারিয়া তার মালিকের কাছে দোয়া করলো, হে আমার মালিক, তুমি তোমার কাছ থেকে আমাকে (তোমার অনুগ্রহের প্রতীক হিসেবে) একটি নেক সন্তান দান করো, নিশ্চয়ই তুমি (মানুষের) ডাক শোনো।

৩৯. অতপর ফেরেশতারা তাকে ডাক দিলো এমন এক সময়ে_ যখন সে এবাদাতের ক েনামায আদায় করছিলো (ফেরেশতারা বললো, হে যাকারিয়া, আল্লাহ তায়ালা তোমার ডাক শুনেছেন), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইয়াহইয়ার (জন্ম সম্পর্কে) সুসংবাদ দিচ্ছেন, (তোমার সে সন্তান) আল্লাহর প থেকে তাঁর বাণীর সত্যায়ন করবে, সে হবে (সমাজের) নেতা, (সে হবে) সচ্চরিত্রবান, (সে হবে) নবী, (সর্বোপরি সে হবে) সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের একজন।

৪০. (এ কথা শুনে) যাকারিয়া বললো, হে আমার মালিক, আমার (ঘরে) ছেলে হবে কিভাবে, (একে তো) আমি নিজে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেছি, (তদুপরি) আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা (সন্তান ধারণে সম্পূর্ণ অ ক্ষম); আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যা চান তা তিনি করেন।

৪১. যাকারিয়া নিবেদন করলো, হে মালিক, তুমি আমার জন্যে (এর) কিছু (পূর্ব) লক্ষণ ঠিক করে দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), তোমার (সে) লক্ষণ হবে এই যে, তুমি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ইংগিত ছাড়া কথাবার্তা বলবে না; (এ অবস্থায়) তুমি তোমার মালিককে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং সকাল সন্ধ্যায় (তাঁর পবিত্র নামসমূহের) তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।

৪২. (অতপর মারইয়াম বয়োপ্রাপ্ত হলে) আল্লাহর ফেরেশতারা যখন বললো, হে মারইয়াম, আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে তোমাকে (একটি বিশেষ কাজের জন্যে) বাছাই করেছেন এবং (সে জন্যে) তোমাকে তিনি পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীকুলের ওপর তিনি তোমাকে বাছাই করেছেন।

৪৩. হে মারইয়াম, (এর যোগ্য হওয়ার জন্যে) তুমি সর্বদা তোমার মালিকের অনুগত হও, তাঁর কাছে (আনুগত্যের) মাথা নত করো এবং এবাদাতকারীদের সাথে তুমিও (তার) এবাদাত করো।

৪৪. (হে নবী,) এ সবই তো (ছিলো তোমার জন্যে) অদৃশ্যলোকের সংবাদ, আমিই এগুলো তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছি; (নতুবা) তুমি তো সেখানে তাদের পাশে হাযির ছিলে না_ (বিশেষ করে) যখন (এবাদাতখানার পুরোহিতরা) মারইয়ামের পৃষ্ঠপোষক কে হবে এটা নির্বাচনের জন্যে কলম নি ক্ষেপ (করে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা) করছিলো, আর তুমি তাদের ওখানেও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা (এ নিয়ে) বিতর্ক করছিলো!

৪৫. অতপর ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে (একটি পুত্র সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত) নিজস্ব এক বাণীর দ্বারা সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মাসীহ_ (সে পরিচিত হবে) মারইয়ামের পুত্র ঈসা, দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানেই সে সম্মানিত হবে, সে হবে (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম।

৪৬. সে দোলনায় থাকা অবস্থায় (যেমন) মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে, পরিণত বয়সেও (তেমনিভাবে তাদের সাথে) কথা বলবে, (বস্তুত) সে হবে নেককার মানুষদের একজন।

৪৭. মারইয়াম বললো, হে আমার মালিক, আমার (গর্ভে) সন্তান আসবে কোত্থেকে? আমাকে তো কখনো কোনো মানব সন্তান স্পর্শ পর্যন্ত করেনি; আল্লাহ তায়ালা বললেন, এভাবেই_ আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (চিরাচরিত নিয়ম ছাড়াই) তাকে পয়দা করেন; তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন শুধু তাকে বলেন, 'হও', অতপর (সাথে সাথে) তা (সংঘটিত) হয়ে যায়।

৪৮. (ফেরেশতারা মারইয়ামকে বললো,) তোমার সন্তানকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কেতাব ও প্রজ্ঞার বিষয়গুলো শেখাবেন, (সাথে সাথে তিনি তাকে) তাওরাত এবং ইনজীলও শিক্ষা দেবেন।

৪৯. (আল্লাহ তায়ালা তাকে) বনী ইসরাঈলদের কাছে রসূল করে পাঠালেন (অতপর সে আল্লাহর রসূল হয়ে তাদের কাছে এসে বললো), আমি নিসন্দেহে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে (নবুওতের কিছু) নিদর্শন নিয়ে এসেছি (এবং সে নিদর্শনগুলো হচ্ছে), আমি তোমাদের জন্যে মাটি দ্বারা পাখীর মতো করে একটি আকৃতি বানাবো এবং পরে তাতে ফুঁ দেবো, অতপর (তোমরা দেখবে এই) আকৃতিটি আল্লাহর ইচ্ছায় (জীবন্ত) পাখী হয়ে যাবে, আর জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকেও সুস্থ করে দেবো, (আল্লাহর ইচ্ছায় এভাবে) আমি মৃতকেও জীবিত করে দেবো, আমি তোমাদের আরো বলে দেবো, তোমরা তোমাদের ঘরে কি কি জিনিস খাও, আবার কি জিনিস (না খেয়ে) জমা করে রাখো; (মূলত) তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান আনো তাহলে (নিসন্দেহে) এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

৫০. (মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম আরও বলবে,) তাওরাতের যে বাণী আমার কাছে রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী, (তা ছাড়া) তোমাদের ওপর হারাম করে রাখা হয়েছে এমন কতিপয় জিনিসও আমি তোমাদের জন্যে হালাল করে দেবো এবং আমি তোমাদের মালিকের প থেকে (এই) নিদর্শন নিয়েই এসেছি, অতএব তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; (আর) এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ও সোজা পথ।

৫২. অতপর ঈসা যখন তাদের থেকে কুফরী আঁচ করতে পারলো, তখন সে (সাথীদের ডেকে) বললো, কে (আছো তোমরা) আল্লাহ তায়ালার (পথের) দিকে (চলার সময়) আমার সাহায্যকারী হবে! হাওয়ারীরা বললো, (হ্যাঁ) আমরাই (হবো) আল্লাহর সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি (হে ঈসা), তুমি সাক্ষী থাকো, আমরা সবাই আল্লাহর এক একজন অনুগত বান্দা।

৫৩. (হাওয়ারীরা বললো,) হে আল্লাহ, তুমি যা কিছু নাযিল করেছো আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের কথাও মেনে নিয়েছি, সুতরাং তুমি (সত্যের প)ক্ষে সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের (নাম) লিখে দাও।

৫৪. বনী ইসরাঈলের লোকেরা (আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে দারুণ) শঠতা করলো, তাই আল্লাহও কৌশলের পন্থা গ্রহণ করলেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী!

৫৫. যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ঈসা, আমি তোমার এ দুনিয়ার (জীবন কাটানোর) কাল শেষ করতে যাচ্ছি এবং (অচিরেই) আমি তোমাকে আমার কাছে তুলে আনবো, যারা (তোমাকে মেনে নিতে) অস্বীকার করছে তাদের (যাবতীয় পাপ) থেকেও আমি তোমাকে পবিত্র করে নেবো, আর যারা তোমাকে অনুসরণ করছে তাদের আমি কেয়ামত পর্যন্ত এই অস্বীকারকারীদের ওপর (বিজয়ী করে) রাখবো, অতপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই

ফিরে আসতে হবে, সেদিন (ঈসা সমঙ্কিত) যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত ছিলে তার সব কয়টি বিষয়ই আমি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবো।

৫৬. যারা (আমার বিধান) অস্বীকার করেছে আমি তাদের এ দুনিয়ায় (অপমান) ও আখেরাতে (আগুনে দগ্ধ হওয়ার) কঠোরতর শাস্তি দেবো, (এ থেকে বাঁচানোর মতো সেদিন) তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

৫৭. অপরদিকে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, অতপর আল্লাহ তাদের (সবাই)-কে তাদের পাওনা পুরোপুরিই আদায় করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা যালেমদের কখনো ভালোবাসেন না।

৫৮. এই (কেতাব) যা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি, তা হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ বিশেষ।

৫৯. আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে (প্রথম মানুষ) আদমের মতো; তাকেও আল্লাহ তায়ালা (মাতা-পিতা ছাড়া সরাসরি) মাটি থেকে পয়দা করেছেন, তারপর তাকে বললেন, (এবার তুমি) হয়ে যাও, সাথে সাথে তা (মানুষে পরিণত) হয়ে গেলো।

৬০. (এ হচ্ছে) তোমার মালিক (আল্লাহ)-এর প থেকে (আসা) সত্য (প্রতিবেদন), অতপর তোমরা কখনো সেসব দলে শামিল হয়ো না যারা (ঈসার ব্যাপারে নানারকম) সন্দেহ পোষণ করে।

৬১. এ বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে (সঠিক) জ্ঞান আসার পরও যদি কেউ তোমার সাথে (খামাখা) ঝগড়া-বিবাদ ও তর্কর্ করতে চায় তাহলে তুমি তাদের বলে দাও, এসো (আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত হই), আমরা আমাদের ছেলেদের ডাকবো এবং তোমাদের ছেলেদেরও ডাকবো, (একইভাবে আমরা ডাকবো) আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদেরও, (সাথে সাথে) আমরা আমাদের নিজেদের এবং তোমাদেরও (এক সাথে জড়ো হওয়ার জন্যে) ডাক দেবো, অতপর (সবাই এক জায়গায় জড়ো হলে) আমরা বিনীতভাবে দোয়া করবো, (আমাদের মধ্যে) যে মিথ্যাবাদী তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

৬২. এ হচ্ছে সঠিক (ও নিভর্ল) ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৬৩. অতপর তারা যদি (এ চ্যালেঞ্জ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে,) আল্লাহ তায়ালা কলহ সৃষ্টিকারীদের (ভালো করেই) জানেন।

৬৪. (হে নবী,) তুমি বলো, হে কেতাবধারীরা, এসো আমরা এমন এক কথায় (উভয়ে একমত হই) যা আমাদের কাছে এক (ও অভিন্ন এবং সে কথাটি হচ্ছে), আমরা উভয়েই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবো না এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবো না, (সর্বোপরি) এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আমরা আমাদের মাঝেও একে অপরকে প্রভু বলে মেনে নেবো না; অতপর তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদের তুমি বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছি।

৬৫. (তুমি আরো বলো,) হে কেতাবধারীরা, তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে (আমাদের সাথে অযথা) কেন তর্ক করো, অথচ (তোমরা জানো) তাওরাত ও ইনজীল তার (অনেক) পরে নাযিল করা হয়েছে; তোমরা কি (এ কথা) বুঝতে পারছো না?

৬৬. হ্যাঁ, এর কয়েকটি বিষয়ে তোমাদের (হয়তো) কিছু কিছু জানাশোনা ছিলো এবং সে বিষয়ে তো তোমরা তর্ক বিতর্কও করলে, কিন্তু যেসব বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞানই নেই সেসব বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো কেন? আল্লাহ তায়ালাই (সব কিছু) জানেন, তোমরা কিছুই জানো না,

৬৭. (সঠিক ঘটনা হচ্ছে,) ইবরাহীম না ছিলো ইহুদী_না ছিলো খৃষ্টান; বরং সে ছিলো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম; সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

৬৮. মানুষদের ভেতর ইবরাহীমের সাথে (ঘনিষ্ঠতম) সম্পর্কের বেশী অধিকার তো আছে সেসব লোকের, যারা তার অনুসরণ করেছে, এ নবী ও (তার ওপর) ঈমান আনয়নকারীরাই (হচ্ছে) ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা একমাত্র তাদেরই সাহায্যকারী (পৃষ্ঠপোষক) যারা তাঁর ওপর ঈমান আনে।

৬৯. এ কেতাবধারীদের একটি দল (বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে) তোমাদের কোনো না কোনোভাবে পথভ্রষ্ট করে দিতে চায়; যদিও তাদের এ বোধটুকু নেই যে, (তাদের এসব কর্মপন্থা) তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকেই পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

৭০. হে কেতাবধারীরা, তোমরা (জেনে বুঝে) কেন আল্লাহর আয়াত (ও তাঁর বিধান) অস্বীকার করছো, অথচ (এই ঘটনাসমূহের সত্যতার) সাক্ষ্য তো তোমরা নিজেরাই বহন করছো।

৭১. হে কেতাবধারীরা, কেন তোমরা 'হক'-কে বাতিলের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছো, (এতে করে) তোমরা তো সত্যকেই গোপন করে দিচ্ছো, অথচ (এটা যে সত্যের একান্ত পরিপন্থী) তা তোমরা ভালো করেই জানো।

৭২. আহলে কেতাবদের (মধ্য থেকে) একদল (নির্বোধ) তাদের নিজেদের লোকদের বলে, মুসলমানদের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা সকাল বেলায় তার ওপর ঈমান আনো এবং বিকেল বেলায় (গিয়ে) তা অস্বীকার করো, (এর ফলে) তারা সম্ভবত (ঈমান থেকে) ফিরে আসবে।

৭৩. যারা তোমাদের জীবন বিধানের অনুসরণ করে, এমন সব লোকজন ছাড়া অন্য কারো কথাই তোমরা মেনে নিয়ো না; (হে নবী,) তুমি বলে দাও, একমাত্র হেদায়াত হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত (তোমরা একথা মনে করো না যে), তোমাদের যে ধরনের (ব্যবস্থা) দেয়া হয়েছে তেমন ধরনের কিছু অন্য কাউকেও দেয়া হবে এবং (সে সূত্র ধরে) অন্য লোকেরা তোমাদের মালিকের দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম যুক্তিতর্ক খাড়া করবে, (হে নবী); তুমি তাদের বলে দাও, (হেদায়াতের এ) অনুগ্রহ অবশ্যই আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা বিশাল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন।

৭৪. নিজের দয়া দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই (হেদায়াতের জন্যে) খাস করে নেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন অসীম দয়া ও অনুগ্রহের মালিক।

৭৫. আহলে কেতাবদের মধ্যে এমন লোকও আছে, তুমি যদি তার কাছে ধন সমস্তের এক স্ত পও আমানত রাখো, সে (চাওয়ামাত্রই) তা তোমাকে ফেরত দেবে, আবার এদের মধ্যে এমন কিছু (লোকও) আছে যার কাছে যদি একটি দীনারও তুমি রাখো, সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না, হ্যাঁ, যদি (এ জন্যে) তুমি তার ওপর চেপে বসতে পারো তাহলে (সেটা ভিন্ন), এটা এই কারণে যে, এরা বলে, এই (অ-ইহুদী) অশিতি লোকদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, (এভাবেই) এরা বুঝে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলে।

৭৬. অবশ্য যে ব্যক্তি (আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে এবং (সে ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করে, (তাদের জন্যে সুখবর হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা সাবধানী লোকদের খুব ভালোবাসেন।

৭৭. (যারা নিজেদের আল্লাহর সাথে সমঙ্াদিত) প্রতিশ্রুতি ও শপথসমূহ সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যে বিক্রি করে দেয়, পরকালে তাদের জন্যে (আল্লাহর পুরস্কারের) কোনো অংশই থাকবে না, সেদিন এদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কোনো কথাবার্তা বলবেন না, (এমনকি সেদিন) আল্লাহ তায়ালা তাদের দিকে তাকিয়েও দেখবেন না এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের পাক পবিত্রও করবেন না, (সত্যিই) এদের জন্যে রয়েছে কঠোর পীড়াদায়ক আযাব।

৭৮. এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা কেতাবের কোনো অংশ যখন পড়ে তখন নিজেদের জিহ্বাকে এমনভাবে এদিক-সেদিক করে নেয়, যাতে তোমরা মনে করতে পারো যে, সত্যি বুঝি তা কেতাবের কোনো অংশ, কিন্তু (আসলে) তা কেতাবের কোনো অংশই নয়, তারা আরো বলে, এটা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, কিন্তু তা আল্লাহর কাছ থেকে আসা কিছু নয়, এরা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলে চলেছে।

৭৯. কোনো মানব সন্তানের পহৈ এটা (সম্ভব) নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর কেতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করবেন, অতপর সে লোকদের (ডেকে) বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে (এখন) সবাই আমার বান্দা হয়ে যাও, বরং সে (তো নবুওতপ্রাপ্তির পর এ কথাই) বলবে, তোমরা সবাই তোমাদের মালিকের বান্দা হয়ে যাও, এটা এই কারণে যে, তোমরাই মানুষদের (এই) কেতাব শেখাচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেরাও (তাই) অধ্যয়ন করছিলে।

৮০. আল্লাহর ফেরেশতা ও তাঁর নবীদের প্রতিপালকরূপে স্বীকার করে নিতে এ ব্যক্তি তোমাদের কখনো আদেশ দেবে না; একবার আল্লাহর অনুগত মুসলমান হবার পর সে কিভাবে তোমাদের পুনরায় কুফরীর আদেশ দিতে পারে?

৮১. আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন (তখন তিনি বলেছিলেন, এ হচ্ছে) কেতাব ও (তার ব্যবহারিক) জ্ঞান কৌশল, যা আমি তোমাদের দান করলাম, অতপর তোমাদের কাছে যখন (আমার কোনো) রসূল আসবে, যে তোমাদের কাছে রতি (আগের) কেতাবের সত্যায়ন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার (আনীত বিধানের) ওপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে; আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ (কথার) ওপর এ অংগীকার গ্রহণ করছো? তারা বললো, হ্যাঁ আমরা (মেনে চলার) অংগীকার করছি; আল্লাহ তায়ালা বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে (এ অংগীকারে) সাক্ষী হয়ে রইলাম।

৮২. অতপর যারা তা ভংগ করে (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা অবশ্যই বিদ্রোহী (বলে পরিগণিত) হবে।

৮৩. তারা কি আল্লাহর (দেয়া জীবন) ব্যবস্থার বদলে অন্য কোনো বিধানের সন্ধান করছে? অথচ আসমান যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ তায়ালার (বিধানের) সামনে আত্মসমর্পণ করে আছে এবং প্রত্যেককে তো তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

৮৪. (হে নবী,) তুমি বলো, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, ঈমান এনেছি আমাদের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের অন্যান্য বংশধরদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও (আমরা ঈমান এনেছি), আমরা আরো ঈমান এনেছি, মূসা, ঈসা এবং অন্য নবীদের তাদের মালিকের প থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও, (আল্লাহর) এ নবীদের কারো মাঝেই আমরা কোনো ধরনের তারতম্য করি না, (মূলত) আমরা সবাই হচ্ছি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান)।

৮৫. যদি কেউ ইসলাম ছাড়া (নিজের জন্যে) অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে।

৮৬. (বলো,) যারা ঈমানের (আলো পাওয়ার) পর কুফরী করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কিভাবে (আবার আলোর) পথ প্রদর্শন করবেন, অথচ (এর আগে) এরাই সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, আল্লাহর রসূল সত্য এবং (এ রসূলের মাধ্যমেই) এদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এসেছিলো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারী ব্যক্তিদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

৮৭. এসব (সীমালংঘনজনিত) কার্যকলাপের একমাত্র প্রতিদান হিসেবে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা ও অন্য সব মানুষের অভিশাপ (বর্ষিত হবে)।

৮৮. (সে অভিশপ্ত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম,) সেখানে তারা অনাদিকাল ধরে পড়ে থাকবে, (এক মুহূর্তের জন্যেও) তাদের ওপর শাস্তির মাত্রা কমানো হবে না, না আযাব থেকে তাদের (একটুখানি) বিরাম দেয়া হবে!

৮৯. (তবে) তাদের কথা আলাদা, যারা (এসব কিছুর পর) তাওবা করেছে এবং (তারপর) নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মাশীল ও পরম দয়ালু।

৯০. কিন্তু যারা একবার ঈমান আনার পর কুফরীর (পথ) অবলম্বন করেছে, অতপর তারা এই বেঈমানী (কার্যকলাপ) দিন দিন বাড়াতেই থেকেছে, (আল্লাহর দরবারে) তাদের তাওবা কখনো কবুল হবে না, কারণ এ ধরনের লোকেরাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট।

৯১. (এটা সুনিশ্চিত,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে এবং কুফরী অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা যদি নিজেদের (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচানোর জন্যে এক পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও মুক্তিপণ হিসেবে খরচ করে, তবু তাদের কারো কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না; বস্তুত এরাই হচ্ছে সে সব (হতভাগ্য) ব্যক্তি যাদের জন্যে রয়েছে মর্মনন্তুদ আযাব, আর সেদিন তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।

পারা ৪

৯২. তোমরা কখনো (যথার্থ) নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা তোমাদের ভালোবাসার জিনিস আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে; (মুলত) তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ্ তায়ালা তা জানেন।

৯৩. (আজ তোমাদের জন্যে যে) সব খাবার (হালাল করা হয়েছে তা এক সময়) বনী ইসরাঈলদের জন্যেও হালাল ছিলো, (অবশ্য) এমন (দু'একটা) জিনিস বাদে, যা তাওরাত নাযিল হওয়ার আগেই ইসরাঈল তার নিজের ওপর হারাম করে রেখেছিলো; তুমি বলো (সন্দেহ থাকলে যাও), তোমরা গিয়ে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পড়ে শোনাও, যদি (তোমরা তোমাদের দাবীর ব্যাপারে) সত্যবাদী হও!

৯৪. যারা এরপরও আল্লাহ্র ওপর মিথ্যা আরোপ করে, নিসন্দেহে তারা (বড়ো) যালেম।

৯৫. তুমি বলো, আল্লাহ্ তায়ালা সত্য কথা বলেছেন, অতএব তোমরা সবাই নিষ্ঠার সাথে ইবরাহীমের মতাদর্শ অনুসরণ করো, আর ইবরাহীম কখনো (আল্লাহ্র সাথে) মোশরেকদের (দলে) শামিল ছিলো না।

৯৬. নিশ্চয়ই গোটা মানব জাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘরটি বানিয়ে রাখা হয়েছিলো তা ছিলো বাক্কায় (তথা মক্কা নগরীতে,) এ ঘরকে কল্যাণ মঙ্গলময় এবং (মানবকুলের) দিশারীটি বানানো হয়েছিলো।

৯৭. এখানে রয়েছে (আল্লাহ্ তায়ালার) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমুহ, (আরো) রয়েছে (এবাদাতের জন্যে) ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থান (এই ঘরের বিশেষ মর্যাদা হচ্ছে), যে এখানে প্রবেশ করবে সে (দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানেই) নিরাপদ (হয়ে যাবে; দ্বিতীয় মর্যাদা হচ্ছে) মানব জাতির ওপর আল্লাহ্র জন্যে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিরই এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ থাকবে, সে যেন এই ঘরের হজ্জ আদায় করে, আর যদি কেউ (এ বিধান) অস্বীকার করে (তার জেনে রাখা উচিত), আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টিকুলের মোটেই মুখাপেক্ষী নন।

৯৮. (হে নবী!) তুমি বলো, হে আহলে কেতাবরা, তোমরা কেন (জেনে বুঝে) আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকার করো, অথচ তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তায়ালাই তার ওপর সাক্ষী।

৯৯. তুমি (আরো) বলো, হে আহলে কেতাবরা, যারা ঈমান এনেছে তোমরা কেন তাদের আল্লাহ্র পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছো (এভাবেই) তোমরা (আল্লাহ্র) পথকে বাঁকা করতে চাও, অথচ (এই লোকদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে) তোমরাই তো সাক্ষী; আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের এই সব (বিদ্রোহমুলক) আচরণ সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন।

১০০. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো- (আগে) যাদের কেতাব দেয়া হয়েছে তোমরা যদি তাদের কোনো একটি দলের কথা মেনে চলো, তাহলে (মনে রেখো), এরা ঈমান আনার পরও (ধীরে ধীরে) তোমাদের কাফের বানিয়ে দেবে।

১০১. আর তোমরা কিভাবে কুফরী করবে, যখন তোমাদের সামনে (বার বার) আল্লাহ্র আয়াতসমুহ তেলাওয়াত করা হচ্ছে, তাছাড়া (এ আয়াতের বাহক স্বয়ং) আল্লাহ্র রসুল যখন তোমাদের মাঝেই মজুদ রয়েছে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ্ (ও তাঁর বিধান)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যই সোজা পথে পরিচালিত হবে।

১০২. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ্কে ভয় করো, ঠিক যতোটুকু ভয় তাঁকে করা উচিত, (আল্লাহ্র কাছে সম্পূর্ণ) আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ করো না।

১০৩. তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্র রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ্র (সেই) নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের দুশমন ছিলে, অতপর আল্লাহ্ তায়ালা (তাঁর দ্বীনের বন্ধন দিয়ে) তোমাদের একের জন্যে অপরের মনে ভালোবাসার সঞ্চার করে দিলেন, অতপর (যুগ যুগান্তরের শত্রুতা ভুলে) তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহে একে অপরের 'ভাই' হয়ে গেলে, অথচ তোমরা ছিলে (হানাহানির) অগ্নিকুন্ডের প্রান্তসীমায়, অতপর সেখান থেকে আল্লাহ্ তায়ালা (তাঁর রহমত দিয়ে) তোমাদের উদ্ধার করলেন; আল্লাহ্ তায়ালা এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমুহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো।

১০৪. তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষদের কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সাফল্যমন্ডিত।

১০৫. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে; এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ যাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

১০৬. সে (কেয়ামতের) দিন (নিজেদের নেক আমল দেখে) কিছু সংখ্যক চেহারা শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে যাবে, (আবার) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা (ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর) কালো (ও বিশ্রী) হয়ে পড়বে, (হ্যাঁ) যাদের মুখ (সেদিন) কালো হয়ে যাবে (জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে), ঈমানের (নেয়ামত পাওয়ার) পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতপর তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল (হিসেবে) এ আযাব উপভোগ করতে থাকো!

১০৭. আর যাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল হবে, তারা (সেদিন) আল্লাহ্ তায়ালার (অফুরন্ত) দয়ার আশ্রয়ে থাকবে, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।

১০৮. এর সব কিছুই হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শন, যথাযথভাবে আমি সেগুলো তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি; কেননা আল্লাহ্ তায়ালা (তাঁর আয়াতসমুহ গোপন রেখে এবং পরে সে জন্যে শাস্তির বিধান করে) সৃষ্টিকুলের ওপর কোনো যুলুম করতে চান না।

১০৯. (মুলত) আসমানসমুহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র জন্যে; সব কিছুকে একদিন আল্লাহ্র দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে।

১১০. তোমরাই (হচ্ছো দুনিয়ার) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের বের করে আনা হয়েছে, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সত্ কাজের আদেশ দেবে এবং অসত্ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহ্র ওপর (পুরোপুরি) ঈমান আনবে, আহলে কেতাবরা যদি (সত্যি সত্যিই) ঈমান আনতো তাহলে এটা তাদের জন্যে কতোই না ভালো হতো; তাদের মধ্যে কিছু কিছু ঈমানদার ব্যক্তিও রয়েছে, তবে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে সত্যত্যাগী লোক।

১১১. সামান্য কিছু দুঃখ কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কখনো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তারা যদি কোনো সময় তোমাদের সাথে সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতপর তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে না।

১১২. যেখানেই এদের পাওয়া যাবে সেখানেই এদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে রাখা হবে, তবে আল্লাহ্ তায়ালার নিজের প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতি (-র মাধ্যমে কিছুটা নিরাপত্তা পাওয়া গেলে সেটা) ভিন্ন, এরা (আল্লাহ্র ক্রোধ ও) গযবের পাত্র হয়েছে, এদের ওপর দারিদ্র ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এর কারণ ছিলো, এরা আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর বিধানকে অস্বীকার করেছে, (আল্লাহ্র) নবীদের এরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে; (মুলত) এ হচ্ছে তাদের বিদ্রোহ ও সীমালংঘনের ফল।

১১৩. তারা (আহলে কেতাব) আবার সবাই এক রকম নয়, তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে; যারা (সত্য ও ন্যায়ের ওপর অবিচল হয়ে) দঁাড়িয়ে আছে, যারা সারা রাত আল্লাহ্‌র কেতাব পাঠ করে এবং নামায পড়ে।

১১৪. তারা আল্লাহ্ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান রাখে এবং (মানুষদের) তারা ন্যায় কাজের আদেশ দেয় ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সৎকাজে এরা প্রতিযোগিতা করে, এ (ধরনের) মানুষরাই হচ্ছে (মুলত) নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

১১৫. তারা যা কিছু ভালো কাজ করবে (প্রতিদান দেয়ার সময়) তা কখনো অস্বীকার করা হবে না; (কারণ) আল্লাহ্ তায়ালা পরহেযগার লোকদের ভালো করেই জানেন।

১১৬. (একথা) সুনিশ্চিত, যারা আল্লাহ্ তায়ালাকে অস্বীকার করে, তাদের ধন সম্পদ, সন্তান সন্তুতি আল্লাহ্ তায়ালার মোকাবেলায় তাদের কোনোই উপকারে আসবে না; বরং তারা হবে (নিশ্চিত) জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে অনন্তকাল তারা পড়ে থাকবে।

১১৭. এ (ধরনের) লোকেরা এ দুনিয়ার জীবনে যা খরচ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে, যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছে সেই দলের শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে প্রবাহমান হীমশীতল (তীব্র) বাতাসের মতো, যা (তাদের শস্যক্ষেত) বরবাদ করে দিয়ে গেলো; (মুলত) আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ওপর কোনোই অবিচার করেননি; বরং (কুফরীর পন্থা অবলম্বন করে) এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

১১৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কখনো নিজেদের (দলভুক্ত) লোকজন ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের (অন্তরংগ) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, কেননা এরা তোমাদের অনষ্টি সাধনের কোনো পথই অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না, তারা তো তোমাদের ক্ষতি (ও ধ্বংস)-ই কামনা করে, তাদের (জঘন্য) প্রতিহিংসা ও (বিদ্বেষ) তাদের মুখ থেকেই (এখন) প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, অবশ্য তাদের অন্তরে লুকানো হিংসা (ও বিদ্বেষ) বাইরের অবস্থার চাইতেও মারাত্মক, আমি সব ধরনের নিদর্শনই তোমাদের সামনে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি, তোমাদের যদি সত্যিই জ্ঞানবুদ্ধি থাকে (তাহলে তোমরা এ সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে)।

১১৯. এরা হচ্ছে সেসব মানুষ, যাদের তোমরা ভালোবাসো; কিন্তু তারা তোমাদের (মোটেই) ভালোবাসে না, তোমরা তো (তোমাদের আগে আমার নাযিল করা) সব কয়টি কেতাবের ওপরও ঈমান আনো (আর তারা তো তোমাদের কেতাবকে বিশ্বাসই করে না), এ (মোনাফেক) লোকগুলো যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, হ্যাঁ, আমরা (তোমাদের কেতাবকে) মানি, আবার যখন এরা একানেত্ম (নিজেদের লোকদের কাছে) চলে যায়, তখন নিজেদের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরা তোমাদের (সাফল্যের) ওপর (নিজেদের) আংগুল কামড়াতে শুরু করে; তুমি (তাদের) বলো, যাও, নিজেদের ক্রোধের (আগুনে) নিজেরাই (পুড়ে) মরো, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা (এ মোনাফেকদের) মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় (চক্রান্তমুলক) বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

১২০. (তাদের অবস্থা হচ্ছে,) তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে (তার কারণে) তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; (এ প্রতিকূল অবস্থায়) যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং নিজেরা সাবধান হয়ে চলতে পারো, তাহলে তাদের চক্রান্ত (ও ষড়যন¿) তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিবষ্টেন করে আছেন।

১২১. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন তুমি (খুব) ভোরবেলায় তোমার আপনজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোমেনদের যুদ্ধের ঘাটিসমুহে মোতায়েন করছিলে (তখন তুমি জানতে), আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং (তাঁর বান্দাদের) তিনি ভালো করেই জানেন।

১২২. (বিশেষ করে সেই নাযুক পরিস্থিতিতে) যখন তোমাদের দু'টো দল মনোবল হারিয়ে ফেলার উপক্রম করে ফেলেছিলো, (তখন) আল্লাহ্ তায়ালাই তাদের উভয় দলের (সেই ভগ্ন মনোবল জোড়া লাগাবার কাজে) অভিভাবক হিসেবে মজুদ ছিলেন, আর আল্লাহ্র ওপর যারা ঈমান আনে তাদের তো (সর্বাবস্থায়) তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।

১২৩. (এই ভরসা করার কারণেই) বদরের (যুদ্ধে) আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের বিজয় ও সাহায্য দান করেছিলেন, অথচ (তোমরা জানো) তোমরা কতো দুর্বল ছিলে; অতএব আল্লাহ্কে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহ্র) কৃতজ্ঞতা আদায় করতে সক্ষম হবে।

১২৪. (সে মুহূর্তের কথাও স্মরণ করো,) যখন তুমি মোমেনদের বলছিলে, (যুদ্ধে বিজয় লাভ করার জন্যে) তোমাদের মালিক যদি আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের (বিজয়ের জন্যে তা কি) যথষ্টে হবে না?

১২৫. অবশ্যই তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং (শয়তানের চক্রান্ত থেকে) বেঁচে থাকতে পারো, এ অবস্থায় তারা (শত্রুবাহিনী) যদি তোমাদের ওপর দ্রুত গতিতে আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমাদের মালিক (প্রয়োজনে) পঁাচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়েও তোমাদের সাহায্য করবেন।

১২৬. (আসলে) এ সংখ্যাটা (বলে) আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ দিয়েছেন, (নতুবা বিজয়ের জন্যে তো তিনি একাই যথষ্টে, আল্লাহ্ তায়ালা চেয়েছেন) যেন এর ফলে তোমাদের মন (কিছুটা) প্রশান্ত (ও আশ্বসত্ম) হতে পারে, আর সাহায্য ও বিজয়! তা তো পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকেই আসে, তিনিই সর্বজ্ঞ।

১২৭. আল্লাহ্ তায়ালা এর দ্বারা কাফেরদের এক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান, অথবা তাদের একাংশকে তিনি এর মাধ্যমে লাঞ্ছিত করে দিতে চান, যেন তারা ব্যর্থ হয়ে (যুদ্ধের ময়দান থেকে) ফিরে যায়।

১২৮. (হে নবী), এ ব্যাপারে তোমার কিছুই করার নেই, আল্লাহ্ তায়ালা চাইলে তাদের ওপর দয়াপরবশ হবেন কিংবা তিনি চাইলে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন, কেননা এরা ছিলো (স্পষ্টত) যালেম।

১২৯. আসমানসমুহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৩০. হে মানুষ, তোমরা যারা (ইসলামকে একটি পুর্ণাংগ বিধান হিসেবে) বিশ্বাস করেছো, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।

১৩১. (জাহান্নামের) আগুনকে তোমরা ভয় করো, যা তৈরী করে রাখা হয়েছে তাদের জন্যে∏ যারা (একে) অস্বীকার করেছে,

১৩২. তোমরা আল্লাহ্ তায়ালা ও (তাঁর) রসুলের কথা মেনে চলো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

১৩৩. তোমরা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কাজে প্রতিযোগিতা করো, আর সেই জান্নাতের জন্যেও (প্রতিযোগিতা করো) যার প্রশসত্মতা আকাশ ও পৃথিবী সমান, আর এই (বিশাল) জান্নাত প্রসত্মুত করে রাখা হয়েছে সে সব (ভাগ্যবান) লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে,

১৩৪. সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল∏ সর্বাবস্থায় যারা (আল্লাহ্র পথে) নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষের অপরাধসমুহ যারা ক্ষমা করে দেয়; (আসলে) ভালো মানুষদের আল্লাহ্ তায়ালা (হামেশাই) ভালোবাসেন।

১৩৫. (ভালো মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা∏ যখন কোনো অশীল কাজ করে ফেলে কিংবা (এর দ্বারা) নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে ফেলে (সাথে সাথেই) তারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং গুনাহের জন্যে (আল্লাহ্র) ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কে আছে যে তাদের গুনাহ মাফ করে দিতে পারে? (তদুপরি) এরা জেনে বুঝে নিজেদের গুনাহের ওপর অটল হয়েও বসে থাকে না।

১৩৬. এই (সে বৈশিষ্ট্যিমন্ডিত) মানুষগুলো! মালিকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিদান হবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দেবেন, আর (তাদের) এমন এক জান্নাত (দেবেন) যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, সেখানে (নেককার) লোকেরা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। (সত্) কর্মশীল ব্যক্তিদের জন্যে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) কতো সুন্দর প্রতিদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে!

১৩৭. তোমাদের আগেও (বহু জাতির) বহু উদাহরণ (ছিলো∏ যা এখন) অতীত হয়ে গেছে, সুতরাং (এদের পরিণতি দেখার জন্যে) তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও এবং দেখো, (আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর বিধান) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণতি কি হয়েছিলো!

১৩৮. (বসত্মুত) এটি হচ্ছে মানব জাতির জন্যে একটি (সুস্পষ্ট) ব্যাখ্যা এবং আল্লাহ্ তায়ালাকে যারা ভয় করে এটি তাদের জন্যে একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সদুপদেশ (বৈ কিছুই নয়)।

১৩৯. তোমরা হতোদ্যম হয়ো না, চিনিত্মত হয়ো না, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।

১৪০. তোমাদের ওপর যদি (কোনো সাময়িক) আঘাত আসে (এতে মনোক্ষুন্ন হবার কি আছে), এ ধরনের আঘাত তো (সে) দলের ওপরও এসেছে, আর (এভাবেই) আমি মানুষের মাঝে (তাদের উত্থান পতনের) দিনগুলোকে পালাক্রমে অদল-বদল করাতে থাকি, যাতে করে আল্লাহ্ তায়ালা (এ কথাটা) জেনে নিতে পারেন যে, কে (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্র ওপর ঈমান রাখে এবং (এর মাধ্যমে) তোমাদের মাঝখান থেকে কিছু 'শহীদ'ও আল্লাহ্ তায়ালা তুলে নিতে চান, (মুলত) আল্লাহ্ তায়ালা কখনো যালেমদের পছন্দ করেন না।

১৪১. (এর মাধ্যমে তিনি মুলত) ঈমানদার বান্দাদের পরিশুদ্ধ করে কাফেরদের নাসত্মানাবুদ করে দিতে চান।

১৪২. তোমরা কি মনে করো তোমরা (এমনি এমনি) বেহেশতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ আল্লাহ্ তায়ালা (পরীক্ষার মাধ্যমে) এ কথা জেনে নেবেন না যে, কে (তাঁর পথে) জেহাদ করতে প্রসত্মুত হয়েছে এবং কে (বিপদে) কঠোর ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে!

১৪৩. তোমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার আগে থেকেই তা কামনা করছিলে, আর (এখন) তো তা দেখতেই পাচ্ছো, দেখতে পাচ্ছো তোমরা নিজেদের (চর্ম) চোখে।

১৪৪. মোহাম্মদ একজন রসুল ছাড়া (অতিরিক্ত) কিছুই নয়, তার আগেও বহু রসুল গত হয়ে গেছে (এবং তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে); তাই সে যদি (আজ) মরে যায় অথবা তাকে যদি কেউ মেরে ফেলে, তাহলে তোমরা কি (তার আনীত হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে? আর যে ব্যক্তিই (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কখনো আল্লাহ্‌র (দ্বীনের) কোনোরকম ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ্ তায়ালা অচিরেই কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিফল দান করবেন।

১৪৫. কোনো প্রাণীই আল্লাহ্‌র (সিদ্ধান্ত ও) অনুমতি ছাড়া মরবে না, (আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রত্যেকটি প্রাণীরই মৃত্যুর) দিনক্ষণ সুনির্দষ্টি (হয়ে আছে,) যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের প্রত্যাশা করে আমি তাকে (এ দুনিয়াতেই) তার কিছু অংশ দান করবো, আর যে ব্যক্তি আখেরাতের পুরস্কারের ইচ্ছা পোষণ করবে আমি তাকে সে (চিরন্তন পাওনা) থেকেই এর প্রতিফল দান করবো এবং অচিরেই আমি (আমার প্রতি) কৃতজ্ঞদের (যথার্থ) প্রতিফল দান করবো।

১৪৬. (আল্লাহ্‌র) আরো অনেক নবীই (এখানে এসে) ছিলো, সে নবী (আল্লাহ্‌র পথে) যুদ্ধ করেছে, তার সাথে (আরো যুদ্ধ করেছে) অনেক সাধক (ও জ্ঞানবান) ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র পথে তাদের ওপর যতো বিপদ-মসিবতই এসেছে তাতে (কোনোদিনই) তারা হতাশ হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বলও হয়নি, (বাতিলের সামনে তারা) মাথাও নত করেনি, (এ ধরনের) ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরই আল্লাহ্ তায়ালা ভালোবাসেন।

১৪৭. তাদের (মুখে) এছাড়া অন্য কথা ছিলো না যে, তারা বলছিলো, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করে দাও, আমাদের কাজকর্মের সব বাড়াবাড়ি তুমি ক্ষমা করে দাও এবং (বাতিলের মোকাবেলায়) তুমি আমাদের কদমগুলোকে মযবুত রাখো, হক ও বাতিলের (সম্মুখসমরে) কাফেরদের ওপর তুমি আমাদের বিজয় দাও।

১৪৮. অতপর আল্লাহ্ তায়ালা এই (নেক) বান্দাদের দুনিয়ার জীবনেও (ভালো) প্রতিফল দিয়েছেন এবং পরকালীন জীবনেও তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার দিয়েছেন; আল্লাহ্ তায়ালা নেককার বান্দাদের ভালোবাসেন।

১৪৯. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহ্‌র ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (কথায় কথায়) এ কাফেরদের অনুসরণ করতে শুরু করো, তাহলে এরা তোমাদের (ঈমান) পুর্ববর্তী (জাহেলিয়াতের) অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ফলে তোমরা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রসত্ম হয়ে পড়বে।

১৫০. আল্লাহ্ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র (রক্ষক ও) অভিভাবক এবং তিনিই হচ্ছেন তোমাদের উত্তম সাহায্যকারী।

১৫১. অচিরেই আমি এ কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেবো, কারণ তারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্যদের শরীক (বানিয়ে তাদের অনুসরণ) করেছে, অথচ তাদের এ কাজের সপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা কোনো দলীল-প্রমাণ (তাদের কাছে) পাঠাননি, এদের শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন; যালেমদের বাসস্থান (এই) জাহান্নাম কতো নিকৃষ্ট!

১৫২. (ওহুদের ময়দানে) আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের যে (সাহায্য দেয়ার) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি পালন করেছেন, (যুদ্ধের প্রথম দিকে) তোমরা আল্লাহ্র অনুমতি (ও সাহায্য) নিয়ে তাদের নির্মূল করে যাচ্ছিলে! পরে যখন তোমরা সাহস (ও মনোবল) হারিয়ে ফেললে এবং (আল্লাহ্র রসুলের বিশেষ একটি) আদেশ পালনের ব্যাপারে মতপার্থক্য শুরু করে দিলে, এমনকি আল্লাহ্র রসুল যখন তোমাদের ভালোবাসার সেই জিনিস (তথা আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরও তোমরা তার কথা অমান্য করে (তার বলে দেয়া স্থান ছেড়ে) চলে গেলে, তোমাদের কিছু লোক (ঠিক তখন) বৈষয়িক ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, (অপর দিকে) তখনও তোমাদের কিছু লোক পরকালের কল্যাণই চাইতে থাকলো, অতপর আল্লাহ্ তায়ালা (এর দ্বারা তোমাদের ঈমানের) পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তা থেকে তোমাদের অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন, অতপর আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের মাফ করে দিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা (হামেশাই) ঈমানদারদের ওপর দয়াবান।

১৫৩. (ওহুদের সম্মুখসমরে বিপর্যয় দেখে) তোমরা যখন (ময়দান ছেড়ে পাহাড়ের) ওপরের দিকে ওঠে যাচ্ছিলে এবং তোমরা তোমাদের কোনো লোকের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলে না, অথচ আল্লাহ্র রসুল তোমাদের (তখনও) পেছন থেকে ডাকছিলো (কিন্তু তোমরা শুনলে না), তাই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে এবং যা কিছু বিপদ তোমাদের ওপর পতিত হয়েছে এর (কোনোটার) ব্যাপারে তোমরা উদ্বিগ্ন (ও মর্মাহত) না হও, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সব ধরনের কর্মকান্ড সম্পর্কেই ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

১৫৪. এর পর আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের ওপর এমন সন্ত্রাস (-জনক পরিস্থিতি) নাযিল করে দিলেন যে, তা তোমাদের একদল লোককে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেয়, আর আরেক দল, যারা নিজেরাই নিজেদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছিলো, তারা তাদের জাহেলী (যুগের) ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে অন্যায় ধারণা করতে থাকে, (এক পর্যায়ে) তারা এও বলতে শুরু করে, (যুদ্ধ পরিচালনার) এ কাজে কি আমাদের কোনো ভূমিকা আছে? (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, (এ ব্যাপারে আমারও কোনো ভূমিকা নেই, ক্ষমতা ও) কর্তৃত্বের সবটুকুই আল্লাহ্র হাতে, (এই দলের) লোকেরা তাদের মনের ভেতর যেসব কথাবার্তা গোপন করে রেখেছে তা তোমার সামনে (খোলাখুলি) প্রকশ করে না; তারা বলে, এ (যুদ্ধ পরিচালনার) কাজে যদি আমাদের কোনো ভূমিকা থাকতো, তাহলে আজ আমরা এখানে নিহত হতাম না; তুমি তাদের বলে দাও, যদি আজ তোমরা সবাই ঘরের ভেতরেও থাকতে তবুও নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিলো তারা (তাদের মরণের) বিছানার দিকে বের হয়ে আসতো, আর এভাবেই তোমাদের মনের (ভেতর লুকিয়ে রাখা) বিষয়সমুহের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং এ (ঘটনার মাঝ) দিয়ে তিনি তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তাও পরিশুদ্ধ করে দেন, তোমাদের মনের কথা সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

১৫৫. দু'টি বাহিনী যেদিন (সম্মুখসমরে) একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলো, সেদিন যারা (ময়দান থেকে) পালিয়ে গিয়েছিলো তাদের একাংশের অর্জিত কাজের জন্যে শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দিয়েছিলো, অতপর (তারা অনুতপ্ত হলে) আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিলেন; আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।

১৫৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কাফেরদের মতো হয়ো না (তাদের অবস্থা ছিলো এমন), এ কাফেরদের কোনো ভাই (বন্ধু) যখন বিদেশ (বিভূঁইয়ে) মারা যেতো, কিংবা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তখন এরা (তাদের সম্পর্কে) বলতো, এরা যদি (বাইরে না গিয়ে) আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে এরা কিছুতেই মরতো না এবং এরা নিহতও হতো না, এভাবেই এ (মানসিকতা)-কে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের মনের আক্ষেপে পরিণত করে দেন, (আসলে) আল্লাহ্ই মানুষের জীবন দেন, আল্লাহ্ই মানুষের মৃত্যু ঘটান এবং তোমরা (এই দুনিয়ায়) যা করে যাচ্ছো আল্লাহ্ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।

১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা (সে পথে থেকেই) তোমরা মৃত্যুবরণ করো, তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (যে) রহমত ও ক্ষমা (লাভ করবে), তা হবে (কাফেরদের) সঞ্চিত অর্থ সামগ্রীর চাইতে অনেক বেশী উত্তম!

১৫৮. (আল্লাহ্‌র পথে) যদি তোমরা জীবন বিলিয়ে দাও, অথবা (তাঁরই পথে) তোমাদের মৃত্যু হয়, (তাহলেই তোমাদের কি করার থাকবে? কারণ,) তোমাদের তো একদিন আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে (এমনিই) একত্রিত করা হবে।

১৫৯. এটা আল্লাহ্‌র এক (অসীম) দয়া যে, তুমি এদের সাথে ছিলে কোমল প্রকৃতির (মানুষ, এর বিপরীতে) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের (মানুষ) হতে, তাহলে এসব লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেতো, অতএব তুমি এদের (অপরাধসমূহ) মাফ করে দাও, এদের জন্যে (আল্লাহ্‌র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো, অতপর (সে পরামর্শের ভিত্তিতে) সংকল্প একবার যখন তুমি করে নেবে তখন (তার সফলতার জন্যে) আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো; অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা (তাঁর ওপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন।

১৬০. যদি আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোনো শক্তিই তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না, আর তিনিই যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তাহলে (এখানে) এমন কোন শক্তি আছে যে অতপর তোমাদের কোনোরকম সাহায্য করতে পারে! কাজেই আল্লাহ্‌র ওপর যারা ঈমান আনে তাদের আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা করা উচিত।

১৬১. (কোনো) নবীর পক্ষেই (কোনো বসত্মর) খেয়ানত করা সম্ভব নয়; (হ্যাঁ মানুষের মধ্যে) কেউ যদি কিছু খেয়ানত করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে তার (খেয়ানতের) সে বসত্মসহ (আল্লাহ্‌র দরবারে) হাযির হতে হবে, অতপর প্রত্যেককেই তার অর্জিত (ভালো মন্দের) পাওনা সঠিকভাবে আদায় করে দেয়া হবে, (সেদিন) তাদের কারো ওপর অবিচার করা হবে না।

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে, তার সাথে কিভাবে সে ব্যক্তির তুলনা করা যায়, যে আল্লাহ্‌র বিরোধী পথে চলে শুধু তাঁর ক্রোধই অর্জন করেছে, তার (এমন ব্যক্তির) জন্যে জাহান্নামের আগুন হবে একমাত্র বাসস্থান; আর তা (হবে সত্যিই) একটি নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

১৬৩. এরা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী আল্লাহ্‌র কাছে বিভিন্ন সত্মরে (বিভক্ত) হবে, আল্লাহ্ তায়ালা এদের সব ধরনের কার্যকলাপের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

১৬৪. আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই তাঁর ঈমানদার বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রসুল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কেতাবের আয়াতসমুহ পড়ে শোনায় এবং (সে অনুযায়ী) সে তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, (সর্বোপরি) সে (নবী) তাদের আল্লাহ্‌র কেতাব ও (তাঁর গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, অথচ এরা সবাই ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রানিত্মতে নিমজ্জিত ছিলো।

১৬৫. যখনি তোমাদের ওপর (ওহুদ যুদ্ধের) বিপদ নেমে এলো তখনি তোমরা বলতে শুরু করলে, (পরাজয়ের) এ বিপদ কিভাবে এলো (কার দোষে এলো)? অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর চাইতে দ্বিগুণ (পরাজয়ের) বিপদ তো তোমরাই তাদের ঘটিয়েছিলে; (হে নবী,) তুমি বলো, এটা এসেছে তোমাদের নিজেদের কারণেই; আল্লাহ্ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপর (অসীম ক্ষমতায়) ক্ষমতাবান।

১৬৬. (ওহুদের ময়দানে) দু'দলের সম্মুখ লড়াইয়ের দিনে যে (সাময়িক) বিপর্যয় তোমাদের ওপর এসেছিলো, তা (এসেছে) আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, এ (বিপর্যয়) দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা (এ কথাটা) জেনে নিতে চান, কারা তাঁর ওপর (সঠিক অর্থে) ঈমান এনেছে।

১৬৭. (এর মাধ্যমে) তাদের (পরিচয়ও) তিনি জেনে নেবেন, যারা (এই চরম মুহূর্তে) মোনাফেকী) করেছে, এ মোনাফেকদের যখন বলা হয়েছিলো যে, (সবাই এক সাথে) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করো, অথবা (কমপক্ষে নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষাটুকু তোমরা করো, তখন তারা বললো, যদি আমরা জানতাম আজ (সত্যি সত্যিই) যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম, (এ সময়) তারা ঈমানের চাইতে কুফরীরই বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছিলো, এরা মুখে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই; আর এরা যা কিছু গোপন করে আল্লাহ্ তায়ালা তা সম্যক অবগত আছেন।

১৬৮. (এরা হচ্ছে সেসব মোনাফেক), যারা (যুদ্ধে শরীক না হয়ে ঘরে) বসে থাকলো (এবং) ভাইদের সম্পর্কে বললো, তারা যদি (তাদের মতো ঘরে বসে থাকতো এবং) তাদের কথা শুনতো, তাহলে তারা (আজ এভাবে) মারা পড়তো না; (হে নবী,) তুমি (এ মোনাফেকদের) বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের থেকে মৃত্যু সরিয়ে দাও।

১৬৯. যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা কোনো অবস্থাতেই 'মৃত' বলো না, তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের পক্ষ থেকে (জীবিত লোকদের মতোই) তাদের রেযেক দেয়া হচ্ছে।

১৭০. আল্লাহ্ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যা কিছু দান করেছেন তাতেই তারা পরিতৃপ্ত এবং যারা এখনো তাদের পেছনে রয়ে গেছে, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও এরা খুশী, কেননা এমন ধরনের লোকদের জন্যে (এখানে) কোনো ভয় নেই এবং তারা (সে দিন কোনোরকম) চিন্তাও করবে না।

১৭১. এ (ভাগ্যবান) মানুষরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অফুরন্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহে উৎফুল আনন্দিত হয়, (কারণ) আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদার বান্দাদের পাওনা কখনো বিনষ্ট করেন না।

১৭২. (ওহুদের এতো বড়ো) আঘাত আসার পরও যারা (আবার) আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে আরো যারা নেক কাজ করেছে, (সর্বোপরি) সর্বদা যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলেছে, এদের সবার জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।

১৭৩. যাদের∏ মানুষরা যখন বললো, তোমাদের বিরুদ্ধে (কাফেরদের) এক বিশাল বাহিনী জমায়েত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদের ভয় করো, (এ বিষয়টাই যারা যথার্থ ঈমানদার) তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিলো, তারা বললো, আল্লাহ্ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথষ্টে এবং তিনিই হলেন উত্তম কর্মবিধায়ক।

১৭৪. অতপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এরা (এমনভাবে) ফিরে এলো যে, কোনো প্রকার অনষ্টিই তাদের সস্পর্শ করতে পারলো না, এরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথই অনুসরণ করলো; (বসত্মুত) আল্লাহ্ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল।

১৭৫. এই হচ্ছে তোমাদের (প্ররোচনাদানকারী) শয়তান, তারা (শত্রুপক্ষের অতিরঞ্জিত শক্তির কথা বলে) তাদের আপনজনদের ভয় দেখাচ্ছিলো, তোমরা কোনো অবস্থায়ই তাদের (এ হুমকিকে) ভয় করবে না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও!

১৭৬. (হে নবী,) যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের কর্মকান্ড যেন তোমাকে চিন্তান্বিত না করে, তারা কখনো আল্লাহ্র বিন্দুমাত্র কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; (মুলত) আল্লাহ্ তায়ালা এদের জন্যে পরকালে (পুরস্কারের) কোনো অংশই রাখতে চান না, তাদের জন্যে অবশ্যই কঠিন আযাব রয়েছে।

১৭৭. যারা ঈমানের বদলে কুফরী খরিদ করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ্র (কোনোই) ক্ষতি করতে পারবে না, এদের জন্যে মর্মানিত্মক শাস্তির বিধান রয়েছে।

১৭৮. কাফেররা যেন এটা কখনো মনে না করে, আমি যে তাদের ঢিল দিয়ে রেখেছি এটা তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে, (আসলে) আমি তো তাদের অবকাশ দিচ্ছি যেন, তারা তাদের গুনাহ (-এর বোঝা) আরো বাড়িয়ে নিতে পারে, আর (তোমাদের মধ্যে) তাদের জন্যেই (প্রসত্মুত) রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

১৭৯. আল্লাহ্ তায়ালা কখনো তাঁর ঈমানদার বান্দাদের∏ তোমরা বর্তমানে যে (ভালো মন্দে মিশানো) অবস্থার ওপর আছো এর ওপর ছেড়ে দিতে চান না, যতোক্ষণ না তিনি সত্লোকদের অসত্ লোকদের থেকে আলাদা করে দেবেন; (একইভাবে) এটা আল্লাহ্ তায়ালার কাজ নয় যে, তিনি তোমাদের অদৃশ্য জগতের (খঁোজ খবরের ওপর) কিছু অবহিত করবেন, তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসুলদের মাঝ থেকে যাকে চান তাকে (বিশেষ কোনো কাজের জন্যে) বাছাই করে নেন, অতপর তোমরা আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রসুলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো, তোমরা যদি আল্লাহ্র ওপর যথাযথভাবে ঈমান আনো এবং নিজেরা সাবধান হয়ে চলতে পারো, তাহলে তোমাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে।

১৮০. আল্লাহ্ তায়ালা নিজের অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যে প্রাচুর্য দিয়েছেন যারা তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে∏ তারা যেন কখনো এটা মনে না করে, এটা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণকর কিছু হবে; না, এ কৃপণতা (আসলে) তাদের জন্যে খুবই অকল্যাণকর। কার্পণ্য করে তারা যা জমা করেছে, অচিরেই কেয়ামতের দিন তা দিয়ে তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে, আসমানসমুহ ও যমীনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহ্ তায়ালার জন্যেই, আর তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষভাবে অবগত রয়েছেন।

১৮১. আল্লাহ্ তায়ালা সেই (ইহুদী) লোকদের কথা (ভালো করেই) শুনেছেন, যখন তারা (বিদ্রূপ করে) বলেছিলো (হ্যাঁ), আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই গরীব, আর আমরা হচ্ছি ধনী, তারা যা কিছু বলে তা আমি (তাদের হিসেবের খাতায়) লিখে রাখবো, (আমি আরো লিখে রাখবো) অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার বিষয়টিও, (সেদিন) আমি তাদের বলবো, এবার এই জাহান্নামের স্বাদ উপভোগ করো।

১৮২. এ (আযাব) হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছো, আল্লাহ্ তায়ালা কখনো তাঁর নিজ বান্দাদের প্রতি অবিচারক নন।

১৮৩. যারা বলে, (স্বয়ং) আল্লাহ্ তায়ালাই তো আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা কোনো রসুলের ওপর ঈমান না আনি, যতোক্ষণ না সে আমাদের কাছে এমন একটা কোরবানী এনে হাযির করবে, যাকে (গায়ব থেকে এক) আগুন এসে খেয়ে ফেলবে; (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের বলো, হ্যাঁ আমার আগেও তোমাদের কাছে বহু নবী রসুল এসেছে, তারা সবাই উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়েই এসেছিলো, তোমরা (আজ) যে কথা বলছো তা সহই তো তারা এসেছিলো, তা সত্ত্বেও তোমরা তাদের হত্যা করলে কেন? আজ যদি তোমরা এতোই সত্যবাদী হও (তাহলে কেন এসব আচরণ করলে?)

১৮৪. (হে মোহাম্মদ,) এরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে (তাহলে এ নিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না, কারণ), তোমার আগেও এমন বহু নবী রসুল (নবুওতের) সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও আল্লাহ্র কাছ থেকে নাযিল করা হেদায়াতের দীপ্তিমান গ্রন্থমালা নিয়ে এসেছিলো, তাদেরও (এমনিভাবেই) অস্বীকার করা হয়েছিলো।

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীই মরণের স্বাদ ভোগ করবে; (অতপর) তোমাদের (জীবনভর) কামাইর প্রতিফল কেয়ামতের দিন আদায় করে দেয়া হবে, যাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে; সেই হবে সফল ব্যক্তি। (মনে রেখো,) এই পার্থিব জীবন কিছু বাহ্যিক ছলনার মাল সামানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৮৬. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) নিশ্চয়ই জান মালের (ক্ষতি সাধনের) মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। (এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পুর্ববর্তী সম্প্রদায় যাদের কাছে আল্লাহ্র কেতাব নাযিল হয়েছিলো এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্যদের শরীক করেছে, তাদের (উভয়ের) কাছ থেকে অনেক (কষ্টদায়ক) কথাবার্তা শুনবে; এ অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করে চলো, তাহলে তা হবে অত্যন্ত বড়ো ধরনের এক সাহসিকতার ব্যাপার।

১৮৭. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ্ তায়ালা এই কেতাবধারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, (তিনি তাদের বলেছিলেন) তোমরা একে মানুষদের কাছে বর্ণনা করবে এবং একে তোমরা গোপন করবে না, কিন্তু তারা এ প্রতিশ্রুতি নিজেদের পেছনে ফেলে রাখলো এবং অত্যন্ত অল্প মুল্যে তা বিক্রি করে দিলো; বড়োই নিকৃষ্ট ছিলো (যেভাবে) তারা সে বেচাকেনার কাজটি করলো!

১৮৮. এমন সব লোকদের ব্যাপারে তুমি কখনো ভেবো না যারা নিজেরা যা করে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে, আবার নিজেরা যা কখনো করেনি তার জন্যেও প্রশংসিত হতে ভালোবাসে, তুমি কখনো ভেবো না যে, এরা (বুঝি) আল্লাহ্র আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে, (মুলত) এদের জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে।

১৮৯. আসমানসমুহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব এককভাবে আল্লাহ্র জন্যে; আল্লাহ্ তায়ালাই সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

১৯০. নিসন্দেহে আসমানসমুহ ও যমীনের (নিখুঁত) সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

১৯১. (এই জ্ঞানবান লোক হচ্ছে তারা) যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করে এবং আসমানসমুহ ও যমীনের এই সৃষ্টি (নৈপুণ্য) সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে (এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তারা বলে ওঠে), হে আমাদের মালিক, (সৃষ্টি জগত)-এর কোনো কিছুই তুমি অযথা বানিয়ে রাখোনি, তোমার সত্তা অনেক পবিত্র, অতএব তুমি আমাদের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি দাও।

১৯২. হে আমাদের মালিক, যাকেই তুমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমানিত করবে, (আর সেই অপমানের দিনে) যালেমদের জন্যে কোনোরকম সাহায্যকারীই থাকবে না।

১৯৩. হে আমাদের মালিক, আমরা শুনতে পেয়েছি একজন আহ্বানকারী (নবী মানুষদের) ঈমানের দিকে ডাকছে (সে বলছিলো, হে মানুষরা), তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনো, (হে মালিক, সেই আহ্বানকারীর কথায়) অতপর আমরা ঈমান এনেছি, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের অপরাধসমুহ ক্ষমা করে দাও, (হিসাবের খাতা থেকে) আমাদের দোষত্রূটি ও গুনাহসমুহ মুছে দাও, (সর্বশেষে তোমার) নেক লোকদের সাথে তুমি আমাদের মৃত্যু দাও।

১৯৪. হে আমাদের মালিক, তুমি তোমার নবী রসুলদের মাধ্যমে যেসব (পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা আমাদের দান করো এবং কেয়ামতের দিন তুমি আমাদের অপমানিত করো না; নিশ্চয়ই তুমি কখনো ওয়াদার বরখেলাপ করো না।

১৯৫. অতএব তাদের মালিক (এই বলে) তাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন যে, আমি নর-নারী নির্বিশেষে তোমাদের কোনো কাজ কখনো বিনষ্ট করবো না, (আমি সবার কাজের বিনিময়ই দেবো) এবং তোমরা তো একে অপরেরই অংশ, অতএব (তোমাদের মাঝে) যারা (নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে) হিজরত করেছে এবং যারা নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আমারই পথে যারা নির্যাতিত হয়েছে, (সর্বোপরি) যারা (আমার জন্যে) লড়াই করেছে এবং (আমারই জন্যে) জীবন দিয়েছে, আমি তাদের গুনাহসমুহ মাফ করে দেবো, অবশ্যই আমি এদের (এমন) জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, এ হচ্ছে (তাদের জন্যে) আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে পুরস্কার, আর উত্তম পুরস্কার তো আল্লাহ্ তায়ালার কাছেই রয়েছে!

১৯৬. (হে মোহাম্মদ,) জনপদসমুহে যারা আল্লাহ্ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে, তাদের (দাম্ভিক) পদচারণা যেন কোনোভাবেই তোমাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

১৯৭. (কেননা এসব কিছু হচ্ছে) সামান্য (কয়দিনের) সামগ্রী মাত্র, অতপর তাদের (সবারই অনন্ত) নিবাস (হবে) জাহান্নাম; আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল!

১৯৮. তবে যারা নিজেদের মালিককে ভয় করে চলে, তাদের জন্যে নির্দষ্টি হয়ে আছে (সুরম্য) উদ্যানমালা, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা অনাদিকাল থাকবে, এ হবে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে (তাদের জন্যে) আতিথেয়তা, আর আল্লাহ্ তায়ালার কাছে যা (পুরস্কার সংরক্ষিত) আছে, তা অবশ্যই নেককার লোকদের জন্যে অতি উত্তম জিনিস!

১৯৯. (ইতিপূর্বে) আমি যাদের কাছে কেতাব পাঠিয়েছি, সেসব কেতাবধারী লোকদের মাঝে এমন লোক অবশ্যই আছে, যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে, তোমাদের এই কেতাবের ওপর তারা (যেমনি) বিশ্বাস করে (তেমনি) তারা বিশ্বাস করে তাদের ওপর প্রেরিত কেতাবের ওপরও, এরা আল্লাহ্র জন্যে ভীত সন্ত্রসত্ম ও বিনয়ী বান্দা, এরা আল্লাহ্র আয়াতকে (স্বার্থের বিনিময়ে) সামান্য মুল্যে বিক্রি করে না, এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছ থেকে অগাধ পুরস্কার রয়েছে, নিসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা হচ্ছেন দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী|

২০০. হে মোমেনরা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, (ধৈয্যের এ কাজে) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো, (শত্রব্র মোকাবেলায়) সুদৃঢ় থেকো, একমাত্র আল্লাহ্কেই ভয় করো, (এভাবেই) আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে!

সূরা আন নেসা

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ১৭৬, রুকু ২৪

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি (মাত্র) ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তা থেকে (তার) জুড়ি পয়দা করেছেন, (এরপর) তিনি তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে বহু সংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ায় চারদিকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন (হে মানুষ), তোমরা ভয় করো আল্লাহ্ তায়ালাকে, যাঁর (পবিত্র) নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার (ও পাওনা) দাবী করো এবং সম্মান করো গর্ভ (ধারিণী মা)-কে, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের ওপর তীক্ষ দৃষ্টি রেখে চলেছেন।

২. এতীমদের ধন-সম্পদ তাদের কাছে দিয়ে দাও, (তাদের) ভালো জিনিসের সাথে (নিজেদের) খারাপ জিনিসের বদল করো না, তাদের সম্পদসমুহ কখনো নিজেদের মালের সাথে মিলিয়ে হযম করে নিয়ো না, এটা (আসলেই) একটা জঘন্য পাপ।

৩. আর যদি তোমাদের এ আশংকা থাকে যে, তোমরা এতীম (মহিলা)-দের মাঝে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তাহলে (সাধারণ) নারীদের মাঝে থেকে তোমাদের যাদের ভালো লাগে তাদের দুই জন, তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে করে নাও, কিন্তু যদি তোমাদের এই ভয় হয় যে, তোমরা (একের অধিক হলে তাদের মাঝে) ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে (তোমাদের জন্যে) একজনই (যথেষ্ট), কিংবা যে তোমাদের অধিকারভুক্ত; (তাদেরই যথেষ্ট মনে করে নাও। মনে রেখো, সব ধরনের) সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এটাই হচ্ছে (উত্তম ও) সহজতর (পন্থা)।

৪. নারীদের তাদের মোহরানার অংক একান্ত খুশী মনে তাদের (মালিকানায়) দিয়ে দাও; অতপর তারা যদি নিজেদের মনের খুশীতে এর কিছু অংশ তোমাদের (ছেড়ে) দেয়, তাহলে তোমরা তা খুশী মনে ভোগ করতে পারো।

৫. আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদকে (দুনিয়ায়) তোমাদের প্রতিষ্ঠা লাভের উপকরণ হিসেবে বানিয়ে দিয়েছেন, তা এই নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না, (অবশ্যই এ থেকে) তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে, তাদের পোশাক সরবরাহ করবে, (সর্বোপরি) তাদের সাথে ভালো কথা বলবে।

৬. এতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে থাকবে যতোক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, অতপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে (সম্পদ পরিচালনার) যোগ্যতা অনুভব করতে পারো, তাহলে তাদের ধন-সম্পদ তাদের হাতেই তুলে দেবে এবং তাদের বড়ো হবার আগেই (তাড়াহুড়ো করে) তা হযম করে ফেলো না, (এতীমদের পৃষ্ঠপোষক) যদি সম্পদশালী হয় তাহলে সে যেন (এই বাড়াবাড়ি থেকে) বেঁচে থাকে (তবে হ্যাঁ), যদি সে (পৃষ্ঠপোষক) গরীব হয় তাহলে (সমাজের) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সে যেন তা থেকে (নিজের পারিশ্রমিক) গ্রহণ করে, যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে, তখন তাদের ওপর সাক্ষী রেখো, (যদিও) হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট!

৭. তাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদে পুরুষদের (যেমন) নির্দষ্টি অংশ রয়েছে, (একইভাবে) নারীদের জন্যেও (সে সম্পদে) নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে, যা তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনরা রেখে গেছে, (পরিমাণ) অল্প হোক কিংবা বেশী; (উভয়ের জন্যে এর) অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

৮. (মৃত ব্যক্তির সম্পদ) বন্টনের সময় যখন (তার) আপনজন, এতীম ও মেসকীনরা (সেখানে) এসে হাযির হয়, তখন তা থেকে তাদেরও কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে।

৯. (এতীমদের ব্যাপারে) মানুষের (এটুকু) ভয় করা উচিত, যদি তারা নিজেরা (মৃত্যুর সময় এমনি) দুর্বল সন্তানদের পেছনে রেখে চলে আসতো, তাহলে (তাদের ব্যাপারে) তারা (এভাবেই) ভীত শংকিত থাকতো, অতএব তাদের (ব্যাপারে) আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলা এবং এদের সাথে (হামেশাই) ন্যায়-ইনসাফের কথাবার্তা বলা উচিত।

১০. যারা অন্যায়ভাবে এতীমদের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা যেন আগুন দিয়েই নিজেদের পেট ভর্তি করে, অচিরেই এ লোকগুলো জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

১১. আল্লাহ্ তায়ালা (তোমাদের উত্তরাধিকারে) সন্তানদের সম্পর্কে (এ মর্মে) তোমাদের জন্যে বিধান জারি করছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো, কিন্তু (উত্তরাধিকারী) কন্যারা যদি দু'য়ের বেশী হয় তাহলে তাদের জন্যে (থাকবে) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর (সে) কন্যা সন্তান যদি একজন হয়, তাহলে তার (অংশ) হবে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক; মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্যে থাকবে (সে সম্পদের) ছয় ভাগের এক ভাগ, (অপর দিকে) মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং পিতামাতাই যদি হয় (তার একমাত্র) উত্তরাধিকারী, তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে তিন ভাগের এক ভাগ, যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ভাই বোন (বেঁচে) থাকে তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (মৃত্যুর) আগে সে যে ওসিয়ত করে গেছে এবং তার (রেখে যাওয়া) ঋণ আদায় করে দেয়ার পরই (কিন্তু এ সব ভাগ-বাটোয়ারা করতে হবে); তোমরা জানো না তোমাদের পিতামাতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কে তোমাদের জন্যে উপকারের দিক থেকে বেশী নিকটবর্তী; (অতএব) এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ, পরম কুশলী।

১২. তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক, যদি তাদের কোনো সন্তানাদি না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে (সে সম্পত্তিতে) তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ, তারা যে ওসিয়ত করে গেছে কিংবা (তাদের) ঋণ পরিশোধ করার পরই (কিন্তু তোমরা এই অংশ পাবে); তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে (থাকবে) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ, (মৃত্যুর আগে) তোমরা যা ওসিয়ত করে যাবে কিংবা যে ঋণ তোমরা রেখে যাবে তা পরিশোধ করে দেয়ার পরই (এই অংশ তারা পাবে); যদি কোনো পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোনো সন্তানও নেই, পিতা মাতাও নেই, (শুধু) আছে তার এক ভাই ও এক বোন, তাহলে তাদের সবার জন্যে থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ভাই বোন মিলে) তারা যদি এর চাইতে বেশী হয় তবে (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশে তারা সবাই (সমান) অংশীদার হবে, অবশ্য (এ সম্পত্তির ওপর) মৃত ব্যক্তির যা অসিয়ত করা আছে কিংবা কোনো ঋণ (পরিশোধ)-এর পরই (এ ভাগাভাগি করা যাবে), তবে (খেয়াল রাখতে হবে), কখনো উত্তারাধিকারীদের অধিকার পাওয়ার পথে তা যেন ক্ষতিকর হয়ে না দাঁড়ায়, কেননা এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ; আর আল্লাহ্ তায়ালা সর্বজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।

১৩. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার সীমারেখা; যে ব্যক্তি (এর ভেতরে থেকে) তাঁর ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে সে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; (মুলত) এ হবে এক মহাসাফল্য|

১৪. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রসুলের না-ফরমানী করবে এবং তাঁর (নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে (জ্বলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে অনন্তকাল ধরে থাকবে, তার জন্যে (রয়েছে) অপমানকর শাস্তি|

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (ব্যভিচারের) দুষ্কর্ম নিয়ে আসবে তাদের (বিচারের) ওপর তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে চার জন সাক্ষী যোগাড় করবে, অতপর সে চার জন লোক যদি (ইতিবাচক) সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে সে নারীদের তোমরা ঘরের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখবে, যতোদিন না মৃত্যু এসে তাদের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, অথবা আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা না করেন|

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন (নর-নারী) এ (ব্যভিচারের) কাজ করবে, তাদের দুজনকেই তোমরা শাস্তি দেবে, (হ্যাঁ) তারা যদি তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের (শাস্তি দেয়া) থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা তাওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু|

১৭. আল্লাহ্ তায়ালার ওপর শুধু তাদের তাওবাই (কবুলযোগ্য) হবে, যারা ভুলবশত গুনাহের কাজ করে, অতপর (জানামাত্রই) তারা দ্রুত (তা থেকে) ফিরে আসে, (মুলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা দয়াপরবশ হন; আর আল্লাহ্ তায়ালাই হচ্ছেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, কুশলী|

১৮. আর তাদের জন্যে তাওবা (করার কোনো অবকাশই) নেই, যারা (আজীবন) শুধু গুনাহের কাজই করে, এভাবেই (গুনাহের কাজ করতে করতে) একদিন তাদের কারো (দুয়ারে) যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন সে বলে (হে আল্লাহ্), আমি এখন তাওবা করলাম, (আসলে) তাদের জন্যেও (কোনো তাওবা) নয় যারা কাফের অবস্থায় ইহলীলা সাংগ করলো; এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি|

১৯. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমাদের জন্যে কখনো জোর করে বিধবা নারীদের উত্তরাধিকারের পণ্য বানানো বৈধ নয়, (বিয়ের সময় মোহর হিসেবে) যা তোমরা তাদের দিয়েছো তার কোনো অংশ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়ার জন্যে তোমরা তাদের আটক করে রেখো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্য কোনো ব্যভিচারের কাজে লিপ্ত না হয়, তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো, এমনকি তোমরা যদি তাদের পছন্দ নাও করো, এমনও তো হতে পারে, যা কিছু তোমরা পছন্দ করো না তার মধ্যেই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখে দিয়েছেন|

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীকে আরেকজন স্ত্রী দ্বারা বদল করার সংকল্প করেই নাও, তাহলে (মোহর হিসেবে) বিপুল পরিমাণ সোনাদানা দিলেও তার কোনো অংশ তোমরা তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ো না; তোমরা কি (তাদের ওপর মিথ্যা) অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট পাপাচার করে তা ফেরত নিতে চাচ্ছো?

২১. তোমরা (মোহরানার) সে অংশটুকু ফেরত নেবেই বা কি করে? অথচ (বিভিন্নভাবে) তোমরা তো একে অপরের স্বাদ গ্রহণ করেছো, (তাছাড়া এর মাধ্যমে) তারা তোমাদের কাছ থেকে (বিয়ে বন্ধনের) পাকাপাকি একটা প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলো (যা তোমরা ভেংগে দিয়েছো)|

২২. নারীদের মধ্য থেকে যাদের তোমাদের পিতা (পিতামহ)-রা বিয়ে করেছে তাদের তোমরা কখনো বিয়ে করো না, (হ্যাঁ, এ নির্দেশ আসার) আগে যা হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে, এটি (আসলেই) ছিলো এক অশীল (নির্লজ্জ) কাজ এবং খুবই ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

২৩. (বিয়ের জন্যে) তোমাদের ওপর হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইদের মেয়ে, বোনদের মেয়ে, (আরো হারাম করা হয়েছে) সেসব মা যারা তোমাদের বুকের দুধ খাইয়েছে, তোমাদের দুধ (খাওয়ার সাথী) বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো তাদের আগের স্বামীর ঔরসজাত মেয়েরা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে রয়েছে, (অবশ্য) যদি তাদের সাথে তোমাদের (শুধু বিয়ে হয়ে থাকে কিন্তু) তোমরা কখনো তাদের সাথে সহবাস করোনি, তাহলে (তাদের আগের স্বামীর মেয়েদের বিয়ে করায়) তোমাদের জন্যে কোনো দোষ নেই, (তোমাদের জন্যে) তোমাদের নিজেদের ঔরসজাত ছেলেদের স্ত্রীদের হারাম করা হয়েছে; (উপরন্তু বিয়ের জন্যে) তোমাদের ওপর দুই বোনকে একত্র করাও (হারাম করা হয়েছে), তবে যা কিছু (এর) আগে সংঘটিত হয়ে গেছে (তা তো হয়েই গেছে, সে ব্যাপারে) অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও একান্ত দয়াবান।

পারা ৫

২৪. নারীদের মাঝে বিয়ের দুর্গে অবস্থানকারীদেরও (তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে), তবে যেসব নারী (যুদ্ধবন্দী হয়ে) তোমাদের অধিকারে এসে পড়েছে তারা ব্যতীত, এ হচ্ছে (বিয়ের ব্যাপারে) তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার বিধান, এর বাইরে যে সব (নারী) রয়েছে, তাদের তোমাদের জন্যে (এ শর্তে) হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা (বিয়ের জন্যে) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (মোহর) বিনিময় আদায় করে দেবে এবং তোমরা (বিয়ের) সংরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করবে, তোমরা অবাধ যৌনস্পৃহা পুরণে (নিয়োজিত) হবে না; অতপর তাদের মধ্যে যাদের তোমরা এর মাধ্যমে উপভোগ করবে, তাদের (মোহরের) বিনিময় ফরয হিসেবে আদায় করে দাও, (অবশ্য একবার) এ মোহর নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর যে (পরিমাণের) ওপর তোমরা উভয়ে একমত হও, তাতে কোনো দোষের কিছু নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী,

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করার (আর্থিক ও সামাজিক) সামর্থ না থাকে, তাহলে সে যেন তোমাদের অধিকারভুক্ত কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করে নেয়; তোমাদের ঈমান সম্পর্কে তো আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত আছেন; (ঈমানের মাপকাঠিতে) তোমরা তো একই রকম, অতপর তোমরা তাদের (অধিকারভুক্তদের) অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করো এবং ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক তাদের যথার্থ মোহরানা দিয়ে দাও (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে), তারা যেন বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে যায়- (স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে) পরপুরুষকে আনন্দদানের কাজে নিয়োজিত না থাকে, অতপর যখন তাদের বিয়ের দুর্গে অবস্থান করে দেয়া হলো, তখন যদি তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, (তখন) তাদের ওপর আরোপিত শাস্তির পরিমাণ কিন্তু (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারিণী স্বাধীন (সম্ভ্রান্ত) নারীদের ওপর (আরোপিত শাস্তির) অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে

যাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হবার আশংকা থাকবে, (শুধু) তাদের জন্যেই এ (রেয়াত)-টুকু (দেয়া হয়েছে); কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো, অবশ্যই তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাপরায়ণ ও পরম দয়ালু।

২৬. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বাণীসমূহ) তোমাদের কাছে খুলে খুলে বলে দিতে চান এবং তিনি তোমাদের-তোমাদের পুর্ববর্তী (পুণ্যবান) মানুষদের পথে পরিচালিত করতে চান, আর (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা (অনুগ্রহ) করতে চান, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

২৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হতে চান, (অপরদিকে) যারা নিজেদের (পাশবিক) লালসার অনুসরণ করে, তারা চায় তোমরা, সে ক্ষমার পথ থেকে, বহুদুরে (নিক্ষপ্তি হয়ে গোমরাহ) থেকে যাও।

২৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে বিধি নিষেধের বোঝা লঘু করে (তোমাদের জীবন সহজ করে) দিতে চান, (কেননা) মানুষকে দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে।

২৯. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, (কখনো) তোমরা একে অপরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, (হ্যাঁ,) ব্যবসা-বাণিজ্য যা করবে তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই করবে এবং কখনো (স্বার্থের কারণে) একে অপরকে হত্যা করো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি মেহেরবান।

৩০. যে কেউই বাড়াবাড়ি ও যুলুম করতে গিয়ে এই (হত্যার) কাজ করে, অচিরেই আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) আল্লাহর পক্ষে এ কাজ একেবারেই সহজ (মোটেই কঠিন কিছু নয়)।

৩১. যদি তোমরা সে সমস্ত বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বঁেচে থাকো, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের (ছোটোখাটো) গুনাহ আমি (এমনিই) তোমাদের (হিসাব) থেকে মুছে দেবো এবং অত্যন্ত সম্মানজনক স্থানে আমি তোমাদের প্রবেশ করাবো।

৩২. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একজনের ওপর আরেকজনকে যা (কিছু বেশী) দান করেছেন, তোমরা (তা পাওয়ার) লালসা করো না, যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করলো তা তাদেরই অংশ হবে; আবার নারীরা যা কিছু অর্জন করলো তাও (হবে) তাদেরই অংশ; তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহ (পাওয়ার জন্যে) প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

৩৩. পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে আমি সবার জন্যেই অভিভাবক বানিয়ে রেখেছি; যাদের সাথে তোমাদের কোনো চুক্তি কিংবা অংগীকার রয়েছে তাদের পাওনা (পুরোপুরিই) আদায় করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ের ওপর সাক্ষী হয়ে আছেন।

৩৪. পুরুষরা হচ্ছে নারীদের (কাজকর্মের) ওপর প্রহরী, কারণ আল্লাহ তায়ালা এদের একজনকে আরেকজনের ওপর (কিছু বিশেষ) মর্যাদা প্রদান করেছেন, (পুরুষের এই মর্যাদার) একটি (বিশেষ) কারণ হচ্ছে, (প্রধানত) তারাই (দাম্পত্য জীবনের জন্যে) নিজেদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে; অতএব সতী-সাধ্বী নারী হবে (একান্ত) অনুগত, (পুরুষদের) অনুপস্থিতিতে তারা (স্বয়ং) আল্লাহর তত্ত্বাবধানে (থেকে) নিজেদের (ইযযত-আবরু ও অন্যান্য) সব অদেখা কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে; আর যখন কোনো নারীর অবাধ্যতার (ঔদ্ধত্যের) ব্যাপারে তোমরা আশংকা করো, তখন তোমরা তাদের (ভালো কথার) উপদেশ দাও, (তা কার্যকর না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও, (তাতেও যদি তারা সংশোধিত না হয় তাহলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের (মৃদু)

প্রহার করো, তবে যদি তারা (এমনিই) অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের (খামাখা কষ্ট দেয়ার) ওপর অজুহাত খুঁজে বেড়িয়ো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবার চাইতে মহান!

৩৫. আর যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রী এ) দুজনের মাঝে বিচ্ছেদের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে একজন সালিস এবং তার (স্ত্রীর) পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করো, (আসলে) উভয়ে যদি নিজেদের নি□ত্তি চায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের (পুনরায় মীমাংসায় পৌঁছার) তাওফীক দেবেন, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই সম্যক জ্ঞানী, সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল।

৩৬. তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে অংশীদার বানিয়ো না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, (আরো) যারা (তোমাদের) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, এতীম, মেসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, (তোমার) পথচারী সংগী ও তোমার অধিকারভুক্ত (দাস দাসী, তাদের সবার সাথেও ভালো ব্যাবহার করো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন মানুষকে কখনো পছন্দ করেন না, যে অহংকারী ও দাম্ভিক।

৩৭. (আল্লাহ তায়ালা এমন ধরনের লোকদেরও ভালোবাসেন না) যারা নিজেরা (যেমন) কার্পণ্য করে, (তেমনি) অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ করে, (তাছাড়া) আল্লাহ তায়ালা তাদের যা কিছু (ধন-সম্পদের) অনুগ্রহ দান করেছেন তারা তা লুকিয়ে রাখে; আমি কাফেরদের জন্যে এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

৩৮. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও পছন্দ করেন না) যারা লোক দেখানোর উদ্দেশে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা আল্লাহ তায়ালা এবং শেষ বিচারের দিনকেও বিশ্বাস করে না; (আর) শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয় তাহলে (বুঝতে হবে) সে বড়োই খারাপ সাথী (পেলো)!

৩৯. কি (দুর্যোগ) তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যেতো যদি তারা (শয়তানকে সাথী বানানোর বদলে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনতো এবং ঈমান আনতো পরকাল দিবসের ওপর, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা তাদের যা কিছু দান করেছেন তা থেকে তারা খরচ করতো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

৪০. আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না, (বরং তিনি তো এতো দয়ালু যে,) নেকীর কাজ যদি একটি হয় তবে তিনি তার পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেন এবং (এর সাথে) তিনি নিজ থেকেও বড়ো কিছু পুরস্কার যোগ করেন।

৪১. সেদিন (তাদের অবস্থাটা) কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের (কাজে) সাক্ষী (হিসেবে তাদের নবীকে) এনে হাযির করবো এবং (হে মোহাম্মদ,) এদের সবার কাছে সাক্ষী হিসেবে আমি (সেদিন) তোমাকে নিয়ে আসবো।

৪২. সেদিন যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে এবং (তাঁর) রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা কামনা করবে, মাটি যদি তাদের নিজেদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতো! (কারণ সেদিন) কোনো মানুষ কোনো কথাই (মহাবিচারক) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে গোপন করতে পারবে না।

৪৩. হে ঈমানদাররা, তোমরা কখনো নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না, যতোক্ষণ পর্যন্ত (তোমরা এতোটুকু নিশ্চিত না হবে যে,) তোমরা যা কিছু বলছো তা তোমরা (ঠিক ঠিক) জানতে (ও বুঝতে) পারছো,

(আবার) অপবিত্র অবস্থায়ও (নামাযের কাছে যেও) না, যতোক্ষণ না তোমরা (পুরোপুরিভাবে) গোসল সেরে নেবে, তবে পথচারী অবস্থায় থাকলে তা ভিন্ন কথা, (আর) যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো অথবা প্রবাসে থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে (ফিরে) আসো অথবা তোমরা যদি (দৈহিক মিলনের সাথে) নারী স্পর্শ করো (তাহলে পানি দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করে নেবে), তবে যদি (এসব অবস্থায়) পানি না-ই পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবে (এবং তার পদ্ধতি হচ্ছে), তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত মাসেহ করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

৪৪. (হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি, যাদের (আসমানী) গ্রন্থের (সামান্য) একটা অংশ দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা গোমরাহীর পথই কিনে নিচ্ছে, তারা তো চায় তোমরা যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।

৪৫. তোমাদের দুশমনদের আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন; অভিভাবক হিসেবে (যেমন) আল্লাহ তায়ালা যথেষ্ট, তেমনি সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

৪৬. ইহুদী জাতির মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা (রসুলের) কথাগুলো মুল (অর্থের) স্থান থেকে সরিয়ে (বিকৃত করে) দেয় এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং (সাথে সাথে) অমান্যও করলাম, (আবার বলে) আমাদের কথা শুনুন, (আসলে ইসলামী) জীবন বিধানে অপবাদদানের উদ্দেশ্যে নিজেদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করে এরা বলে (হে নবী), আপনি শুনুন (সাথে সাথেই বলে), আপনার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক, (অথচ এসব কথা না বলে) তারা যদি বলতো (হে নবী), আমরা (আপনার কথা) শুনলাম এবং (তা) মেনে নিলাম এবং আপনি আমাদের কথা শুনুন, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলে এ বিষয়টা তাদের জন্যে কতোই না ভালো হতো, তাই হতো (বরং) তাদের জন্যে সংগত, কিন্তু সত্য অস্বীকার করার কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, অতপর (তাদের) সামান্য কিছু লোকই মাত্র ঈমান এনে থাকে।

৪৭. হে মানুষেরা, যাদের কেতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা সেই গ্রন্থের ওপর ঈমান আনো, যা আমি (মোহাম্মদের ওপর) নাযিল করেছি (এ হচ্ছে এমন এক কেতাব), যা তোমাদের কাছে মজুদ (পুর্ববর্তী) কেতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (ঈমান আনো) সে সময় আসার আগে, যখন আমি (পাপিষ্ঠদের) চেহারাসমুহ বিকৃত করে তাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবো, অথবা (ইহুদীদের পবিত্র দিন) শনিবারের অবমাননাকারীদের প্রতি আমি যেভাবে অভিশাপ নাযিল করেছি (তেমনি কোনো বড়ো বিপর্যয় আসার আগেই ঈমান আনো), আর আল্লাহ তায়ালার হুকুম, সে তো অবধারিত!

৪৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কখনো (সে গুনাহ) মাফ করবেন না (যেখানে) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হয়, এ ছাড়া অন্য সব গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানালো সে সত্যিই (আল্লাহর ওপর) মিথ্যা আরোপ করলো এবং একটা মহাপাপে (নিজেকে) জড়ালো!

৪৯. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা দেখোনি যারা নিজেদের খুব পবিত্র মনে করে, অথচ আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকেই পবিত্র করেন এবং (সেদিন) তাদের ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

৫০. (এদের প্রতি) তাকিয়ে দেখো কিভাবে এরা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করছে, প্রকাশ্য গুনাহ হিসেবে এটাই তো (এদের জন্যে) যথেষ্ট!

৫১. তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি, যাদের (আল্লাহ তায়ালার) কেতাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছিলো, (তারা আস্তে আস্তে) নানা ধরনের ভিত্তিহীন অমুলক যাদুমন্ত্র জাতীয় জিনিস ও (বহুতরো) মিথ্যা মাবুদের ওপর

ঈমান আনতে শুরু করলো এবং এ কাফেরদের সম্পর্কে তারা বলতে লাগলো, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই তো সঠিক পথের ওপর রয়েছে!

৫২. এরাই হচ্ছে সেই (হতভাগ্য) মানুষগুলো, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেছেন, আর আল্লাহ তায়ালা যার ওপর অভিশাপ পাঠান তার জন্যে তুমি কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

৫৩. অথবা (এরা কি মনে করে যে), তাদের ভাগে রাজত্ব (ও প্রাচুর্য সংক্রান্ত কিছু বরাদ্দ করা) আছে ? (যদি সত্যি সত্যিই তেমন কিছু এদের দেয়া হতো) তাহলে এরা তো খেজুর পাতার একটি ঝিল্লিও কাউকে দিতে চাইতো না।

৫৪. অথবা এরা কি অন্যান্য মানব সন্তানদের ব্যাপারে হিংসা (বিদ্বেষ) পোষণ করে, যাদের আল্লাহ তায়ালা নিজস্ব ভান্ডার থেকে (জ্ঞান, কৌশল ও রাজনৈতিক ক্ষমতা) দান করেছেন, (অথচ) আমি তো ইবরাহীমের বংশধরদেরও (আমার) গ্রন্থ (ও সেই গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করেছিলাম, (এর সাথে) আমি তাদের (এক বিশাল পরিমাণ) রাজত্বও দান করেছিলাম।

৫৫. অতপর তাদের মধ্যে অল্প কিছু লোকই তার ওপর ঈমান এনেছে, আবার কেউ কেউ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; এদের (পুড়িয়ে দেয়ার) জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট!

৫৬. যারা আমার আয়াতসমুহ অস্বীকার করেছে তাদের আমি অচিরেই জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো, অতপর (পুড়ে যখন) তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখন আমি তার বদলে নতুন চামড়া বানিয়ে দেবো, যাতে করে তারা আযাব ভোগ করতে পারে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

৫৭. যারা (আমার) আয়াতসমুহ বিশ্বাস করেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের অচিরেই আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা (থাকবে) চিরকাল, তাদের জন্যে থাকবে পুতপবিত্র (সংগী) ও সংগিনীরা, (সর্বোপরি) আমি তাদের এক চির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।

৫৮. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমুহ তাদের (যথার্থ) মালিকের কাছে সোপর্দ করে দেবে, আর যখন মানুষের মাঝে (কোনো কিছুর) ব্যাপারে তোমরা বিচার ফয়সালা করো তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যা কিছু উপদেশ দেন তা সত্যিই সুন্দর! আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।

৫৯. হে ঈমানদার মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসুলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরোধপুর্ণ বিষয়সমুহের ব্যাখ্যার দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা।

৬০. (হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি যারা মনে করে, তারা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং সে (কেতাবের) ওপরও ঈমান এনেছে, যা তোমার আগে নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু (ফয়সালার সময় আমার কেতাবের বদলে) এরা মিথ্যা মাবুদদের কাছ থেকেই ফয়সালা পেতে চায়, অথচ

এদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তারা এসব (মিথ্যা মাবুদদের) অস্বীকার করবে; (আসল কথা হচ্ছে) শয়তান এদের সত্য থেকে অনেক দুরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

৬১. এদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রলের ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তার দিকে (ফিরে) এসো, তখন তুমি এই মোনাফেকদের দেখবে, এরা তোমার কাছ থেকে (একে একে) মুখ ফিরিয়ে দুরে সরে যাচ্ছে।

৬২. অতপর তাদের কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়ে, তখন এদের অবস্থাটা কি হয়? তারা তখন সবাই তোমার কাছে (ছুটে) আসে এবং আল্লাহর নামের কসম করে তোমাকে বলে, আমরা তো কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাইনি।

৬৩. এদের মনের ভেতরে কি (অভিসন্ধি লুকিয়ে) আছে তা আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, তাই তুমি এদের এড়িয়ে চলো, তুমি এদের ভালো উপদেশ দাও এমন সব কথায়, যা তাদের (অন্তর) ছুঁয়ে যায়।

৬৪. (তুমি আরো বলো,) আমি যখনই কোনো (জনপদে) কোনো রসুল পাঠিয়েছি, তাকে এ জন্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার (শর্তহীন) আনুগত্য করা হবে; যখনি তারা নিজেদের ওপর কোনো যুলুম করবে, তখনি তারা তোমার কাছে (ছুটে) আসবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহর রসুলও (তাদের জন্যে) ক্ষমা চাইবে, এমতাবস্থায় তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে (দেখতে) পাবে!

৬৫. না, আমি তোমার মালিকের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নেবে, অতপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না, বরং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।

৬৬. আমি যদি তাদের ওপর এ আদেশ জারি করতাম যে, তোমরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও অথবা তোমরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে (অন্যত্র চলে) যাও, (তাহলে) তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক মানুষই তা করতো, যেসব উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছে তা যদি তারা মেনে চলতো, তবে তা তাদের জন্যে খুবই কল্যাণকর হতো এবং (তাদের) মানসিক স্থিরতাও (এতে করে) মযবুত হতো!

৬৭. তাহলে আমিও আমার পক্ষ থেকে (এ জন্যে) তাদের বড়ো ধরনের পুরস্কার দিতাম,

৬৮. (উপরন্তু) আমি তাদের সরল পথও দেখিয়ে দিতাম!

৬৯. যারা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসুলের আনুগত্য করে, তারা (শেষ বিচারের দিন সেসব) পুণ্যবান মানুষদের সাথে থাকবে, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা প্রচুর নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, এরা (হচ্ছে) নবী-রসুল, যারা (হেদায়াতের) সত্যতা স্বীকার করেছে, (আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী) শহীদ ও অন্যান্য নেককার মানুষ, সাথী হিসেবে এরা সত্যিই উত্তম!

৭০. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে বিরাট এক অনুগ্রহ, (মুলত কোনো কিছু) জানার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

৭১. হে ঈমানদাররা, (শত্রুর মোকাবেলায়) তোমরা (সর্বদা) তোমাদের সতর্কতা গ্রহণ করো, অতপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে, কিংবা সবাই একসংগে (শত্রুর মোকাবেলা) করো।

৭২. তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন (মোনাফেক) লোক থাকবে, যে (যুদ্ধের ব্যাপারে) গড়িমসি করবে, তোমাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এলে সে বলবে, আল্লাহ তায়ালা সত্যিই আমার ওপর বড়ো অনুগ্রহ করেছেন, (কেননা) আমি সে সময় তাদের সাথে ছিলাম না।

৭৩. আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (বিজয়ের) অনুগ্রহ আসে, তখন সে (এমনভাবে) বলে, যেন তার সাথে তোমাদের কোনো রকম বন্ধুত্বই ছিলো না, সে (তখন আরো) বলে, কতোই না ভালো হতো যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে (আজ) আমিও অনেক বড়ো সফলতা অর্জন করতে পারতাম!

৭৪. যেসব মানুষ পরকালের বিনিময়ে এ পার্থিব জীবন ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিক্রি করে দিয়েছে, সেসব মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার পথে লড়াই করা, কারণ যে আল্লাহর পথে লড়াই করবে সে এ পথে জীবন বিলিয়ে দেবে কিংবা সে বিজয় লাভ করবে, অচিরেই আমি তাকে (এ উভয় অবস্থার জন্যেই) বিরাট পুরস্কার দেবো।

৭৫. তোমাদের এ কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় নর-নারী ও (দুস্থ) শিশু সন্তানদের (বাঁচাবার) জন্যে লড়াই করো না, যারা (নির্যাতনে কাতর হয়ে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের মালিক, আমাদের যালেমদের এই জনপদ থেকে বের করে (অন্য কোথাও) নিয়ে যাও, অতপর তুমি আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক (পাঠিয়ে) দাও, তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে একজন সাহায্যকারী পাঠাও!

৭৬. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমান এনেছে, তারা (সর্বদা) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তারা লড়াই করে মিথ্যা মাবুদদের পথে, অতএব তোমরা যুদ্ধ করো শয়তান ও তার চেলা-চামুন্ডাদের বিরুদ্ধে (তোমরা সাহস হারিয়ো না), অবশ্যই শয়তানের ষড়যন্ত্র খুবই দুর্বল।

৭৭. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা দেখোনি, যাদের (প্রথম দিকে) যখন বলা হয়েছিলো, তোমরা (আপাতত লড়াই থেকে) নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখো, (এখন) নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো, তখন তারা জেহাদের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলো, অথচ যখন (পরবর্তী সময়ে) তাদের ওপর (সত্যি সত্যিই) লড়াইর হুকুম নাযিল করা হলো (তখন)! এদের একদল লোক তো (প্রতিপক্ষের) মানুষদের এমনভাবে ভয় করতে শুরু করলো, যেমনি ভয় শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই করা উচিত; অথবা তার চাইতেও বেশী ভয়! তারা আরো বলতে শুরু করলো, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের ওপর যুদ্ধের এ হুকুম (এতো তাড়াতাড়ি) জারি করতে গেলে কেন? কতো ভালো হতো যদি তুমি আমাদের সামান্য কিছুটা অবকাশ দিতে? (হে নবী,) তুমি বলো, দুনিয়ার এ ভোগ সামগ্রী অত্যন্ত সামান্য; যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তার জন্যে পরকাল অনেক উত্তম। আর (সেই পরকালে) তোমাদের ওপর কণামাত্রও কিন্তু অবিচার করা হবে না।

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি তোমরা যদি (কোনো) মযবুত দুর্গেও থাকো (সেখানেও মৃত্যু এসে হাযির হবে। এদের অবস্থা হচ্ছে), যখন কোনো কল্যাণ তাদের স্পর্শ করে তখন তারা বলে, (হ্যাঁ) এ তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে, অপরদিকে যখন কোনো ক্ষতি (ও অকল্যাণ) তাদের স্পর্শ করে তখন তারা বলে, এ (সব) তো এসেছে তোমার কাছ থেকে, তুমি (তাদের) বলে দাও, (কল্যাণ-অকল্যাণ) সব কিছুই তো আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে; এ জাতির হয়েছে কি, এরা মনে হয় কথাটি বুঝতেই চায় না।

৭৯. যে কল্যাণই তুমি লাভ করো (না কেন, মনে রেখো), তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, আর যেটুকু অকল্যাণ তোমার ওপর আসে তা আসে তোমার নিজের কাছ থেকে; আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে রসুল বানিয়ে পাঠিয়েছি; আর সাক্ষী হিসেবে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

৮০. যে ব্যক্তি রসুলের আনুগত্য করে সে (যেন) আল্লাহরই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি (তার আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (মনে রেখো) তাদের ওপর আমি তোমাকে প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি।

৮১. তারা (মুখে মুখে) বলে, (আমরা তোমার) আনুগত্য (স্বীকার করি); কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে দুরে সরে যায়, তখন তাদের একদল লোক রাতের (অন্ধকার) সময়ে একত্রিত হয়ে ঠিক তুমি যা বলো তার বিরুদ্ধেই সলাপরামর্শ করে বেড়ায়; তারা রাতের বেলায় যা কিছু করে আল্লাহ তায়ালা সেসব কর্মকান্ডগুলো (ঠিকমতোই) লিখে রাখছেন, অতএব তুমি এদের উপেক্ষা করে চলো এবং সর্ববিষয়ে শুধু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা রাখো, অভিভাবক হিসেবে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

৮২. এরা কি কোরআন (ও তার আগমন সুত্র নিয়ে চিন্তা) গবেষণা করে না? এ (গ্রন্থ)-টা যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গরমিল (দেখতে) পেতো।

৮৩. এদের কাছে যখনি নিরাপত্তা কিংবা ভয়ের কোনো খবর আসে, তখন (সত্য মিথ্যা না জেনেই) এরা তা প্রচার করে বেড়ায়, অথচ তারা যদি এ (জাতীয়) খবর আল্লাহর রসুল এবং তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানিয়ে দিতো, তাহলে এমন সব লোকেরা তা জানতে পারতো, যারা তাদের মধ্যে থেকে সেই খবরের যথার্থতা যাচাই করতে পারতো; যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে (এ প্রচারণার ফলে) হাতেগোনা কিছু লোক ছাড়া তোমাদের অধিকাংশ লোকই শয়তানের অনুসারী হয়ে যেতো।

৮৪. অতএব (হে নবী), তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো, (কেননা) তোমাকে শুধু তোমার কাজকর্মের জন্যেই দায়ী করা হবে এবং তুমি (তোমার সাথী) মোমেনদের (আল্লাহ তায়ালার পথে লড়াই করতে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকো, আল্লাহ তায়ালা হয়তো অচিরেই এ কাফেরদের শক্তিচুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেবেন; (কারণ) আল্লাহ তায়ালা শক্তিতে প্রবলতর, (আবার) শাস্তিদানেও তিনি কঠোরতর।

৮৫. যদি তার জন্যে কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করে, তাহলে তাতে অবশ্যই তার অংশ থাকবে, আবার যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজের ব্যাপারে সুপারিশ করবে তাহলে (তার সৃষ্ট অকল্যাণেও) তার (সমপরিমাণ) অংশ থাকবে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (তোমাদের) সব ধরনের কাজের একক নিয়ন্ত্রণকারী।

৮৬. যখন তোমাদের (সালাম বা অন্য কিছু দ্বারা) অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চাইতেও উত্তম পন্থায় তার জবাব দাও, (উত্তমভাবে না হলেও) কমপক্ষে (যতোটুকু সে দিয়েছে) ততোটুকুই ফেরত দাও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) হিসাব রাখেন।

৮৭. আল্লাহ তায়ালা (এক মহান সত্তা)- তিনি ছাড়া (দ্বিতীয়) কোনো মাবুদ নেই; অবশ্যই তিনি তোমাদের কেয়ামতের দিন এক জায়গায় জড়ো করবেন, তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই; আর এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার চাইতে বেশী সত্য কথা বলতে পারে?

৮৮. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা মোনাফেকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে? (বিশেষ করে) যখন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করেছেন; আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং যাদের পথভ্রষ্ট

করে দিয়েছেন তোমরা কি তাদের সঠিক পথে আনতে চাও? (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার (হেদায়াতের) জন্যে তুমি কোনো পথই (খুঁজে) পাবে না।

৮৯. তারা তো এটাই কামনা করে যে, তারা যেভাবে কুফরী করেছে তোমরাও তেমনি কুফরী করো, তাহলে তোমরা উভয়ে একই রকম হয়ে যেতে পারো, কাজেই তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতোক্ষণ না তারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে (ঈমানের প্রমাণ) না দেবে, আর যদি তারা (হিজরতের) এ কাজটি না করে তাহলে তোমরা তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং (যুদ্ধরত শত্রুদের সহযোগিতা করার জন্যে) তাদের হত্যা করবে, আর কোন অবস্থায়ই তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না।

৯০. অবশ্য তাদের কথা আলাদা যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো একটি সম্প্রদায়ের সাথে এসে মিলিত হবে, আবার (তাদের ব্যাপারও নয়-) যারা তোমাদের সামনে এমন (মানসিক) অবস্থা নিয়ে আসে যে, (মুলত) তাদের অন্তর তোমাদের সাথে (যেমনি) লড়াই করতে বাধা দেয়, (তেমনি) নিজেদের জাতির বিরুদ্ধেও তাদের লড়াই করতে বাধা দেয়; (অপরদিকে) আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তিনি তোমাদের ওপর এদের ক্ষমতাবান করে দিতে পারতেন, তেমন অবস্থায় তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে লড়াই করতো, অতএব এরা যদি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, (ময়দানের) লড়াই থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের কাছে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের কোনো পন্থাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (উন্মুক্ত) রাখবেন না।

৯১. (এই মোনাফেকদের মাঝে) তোমরা (এমন) আরেক দল পাবে, যারা তোমাদের দিক থেকে (যেমন) শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে চায়; (তেমনি) তারা তাদের নিজেদের জাতির কাছ থেকেও নিরাপত্তা (ও নিশ্চয়তা) পেতে চায়, কিন্তু এদের যখনি কোনো বিপর্যয় সৃষ্টির কাজের দিকে ডাক দেয়া হবে, তখন সাথে সাথেই এরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এরা যদি সত্যিই তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করা) থেকে সরে না দাঁড়ায় এবং কোনো শান্তি ও সন্ধি প্রস্তাব তোমাদের কাছে পেশ না করে এবং নিজেদের অস্ত্র সংবরণ না করে, তাহলে তাদের তোমরা যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং (চরম বিদ্রোহের জন্যে) তাদের তোমরা হত্যা করবে; (মুলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আমি তোমাদের সুস্পষ্ট ক্ষমতা দান করেছি।

৯২. এটা কোনো ঈমানদার ব্যক্তির কাজ নয় যে, সে আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, অবশ্য ভুলবশত করে ফেললে (তা সম্পুর্ণ ভিন্ন কথা) যদি কোনো (ঈমানদার) ব্যক্তি আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে ভুল করে হত্যা করে, তাহলে (তার বিনিময় হচ্ছে) সে একজন দাস মুক্ত করে দেবে এবং (তার সাথে) নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে (তার) রক্তের (ন্যায়সংগত) মুল্য পরিশোধ করে দেবে, তবে (নিহত ব্যক্তির পরিবারের) লোকেরা যদি (রক্তমুল্য) মাফ করে দেয় (তবে তা স্বতন্ত্র কথা); এ (নিহত) ঈমানদার ব্যক্তি যদি এমন কোনো জাতির (বা গোত্রের) লোক হয় যারা তোমাদের শত্রু এবং সে (নিহত ব্যক্তি) মোমেন হয় তাহলে (তার বিনিময় হবে) একজন মোমেন দাসের মুক্তি; অপরদিকে (নিহত) ব্যক্তি যদি এমন এক সম্প্রদায়ের কেউ হয়ে থাকে, যাদের সাথে তোমাদের কোনো সন্ধি চুক্তি বলবত আছে, তবে তার রক্তের মুল্য আদায় করা ও একজন ঈমানদার দাসের মুক্তিও (অপরিহার্য), যে ব্যক্তি (মুক্ত করার জন্যে কোনো দাস) পাবে না, (তার বিধান হচ্ছে ক্রমাগত দুই মাসের রোযা রাখা, এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (মানুষের) তাওবা (কবুল করানোর ব্যবস্থামাত্র, বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

৯৩. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে অনন্তকাল ধরে পড়ে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ভয়ানকভাবে রুষ্ট, তাকে তিনি লানত দেন, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৯৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালার পথে (জেহাদের) রাস্তায় বের হবে, তখন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে, কোনো ব্যক্তি (কিংবা সম্প্রদায়) যখন তোমাদের সামনে (শান্তি ও) সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তখন কিছু বৈষয়িক ধন-সম্পদের প্রত্যাশায় তাকে তোমরা বলো না যে, না, তুমি ঈমানদার নও, (আসলে) আল্লাহ তায়ালার কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে, আগে তোমরাও এমনি ছিলে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, কাজেই তোমরা (বিষয়টি) যাছাই বাছাই করে নিয়ো; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

৯৫. মোমেনদের মাঝে যারা কোনো রকম (শারীরিক পংগুত্ব ও) অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও বসে থেকেছে, আর যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে- এরা উভয়ে কখনো সমান নয়; (ঘরে) বসে থাকা লোকদের তুলনায় (ময়দানের) মোজোহেদদের- যারা নিজেদের জান মাল দিয়ে (আল্লাহ তায়ালার পথে) জেহাদ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের উঁচু মর্যাদা দান করেছেন, (জেহাদ তখনো ফরয ঘোষিত না হওয়ায়) এদের সবার জন্যে আল্লাহ তায়ালা উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন; (কিন্তু এটা ঠিক যে,) আল্লাহ তায়ালা (ঘরে) বসে থাকা লোকদের ওপর (সংগ্রামরত ময়দানের) মোজাহেদদের অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

৯৬. এই মর্যাদা দেয়া হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই, এর সাথে রয়েছে তাঁর ক্ষমা ও দয়া, (মুলত) আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু।

৯৭. যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে তাদের প্রাণ কেড়ে নেয়ার সময় (মওতের) ফেরেশতারা যখন তাদের জিজ্ঞেস করবে, (বলো তো! এর আগে) সেখানে তোমরা কিভাবে ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় দুর্বল (ও অক্ষম) ছিলাম; ফেরেশতারা বলবে, কেন, (তোমাদের জন্যে) আল্লাহর এ যমীন কি প্রশস্ত ছিলো না? তোমরা ইচ্ছা করলে যেখানে চলে যেতে পারতে, (আসলে) এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের (আবাসস্থল) জাহান্নাম; আর তা কতো নিকৃষ্টতম আবাস!

৯৮. তবে সেসব নারী-পুরুষ ও শিশু সন্তান, যাদের (হিজরত করার মতো শারীরিক) শক্তি ছিলো না, কোথাও যাওয়ার কোনো উপকরণ ছিলো না, তাদের কথা আলাদা।

৯৯. এরা হচ্ছে সেসব মানুষ- আল্লাহ তায়ালা সম্ভবত যাদের কাছ থেকে (গোনাহসমুহ) মাফ করে দেবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মোচনকারী ও পরম ক্ষমাশীল।

১০০. আর যে কেউই আল্লাহ তায়ালার পথে হিজরত করবে সে (অচিরেই আল্লাহ তায়ালার) যমীনে প্রশস্ত জায়গা ও অগণিত ধন-সম্পদ পেয়ে যাবে; যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের উদ্দেশে হিজরত করার জন্যে নিজ বাড়ী থেকে বের হয় এবং এমতাবস্থায় মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে নেয়, তাহলে তার (সে অপুর্ণ হিজরতের) পুরস্কার দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার ওপর; আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১০১. তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন তোমাদের যদি এ আশংকা থাকে যে, কাফেররা (নামাযের সময় আক্রমণ করে) তোমাদের বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে, তাহলে সে অবস্থায় তোমরা যদি তোমাদের নামায সংক্ষিপ্ত করে নাও তাতে তোমাদের কোনোই দোষ নেই; নিসন্দেহে কাফেররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্যতম দুশমন।

১০২. (হে নবী,) তুমি যখন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) যখন তুমি তাদের (ইমামতির) জন্যে (নামাযে) দাঁড়াবে, তখন যেন তাদের একদল লোক তোমার সাথে (নামাযে) দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র সাথে নিয়ে সতর্ক থাকে; অতপর তারা যখন (নামাযের) সাজদা সম্পন্ন করে নেবে তখন তারা তোমাদের পেছনে থাকবে, দ্বিতীয় দল- যারা নামায (তখনো) পড়েনি তারা তোমার সাথে এসে নামায আদায় করবে, (কিন্তু সর্বাবস্থায়ই) তারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সশস্ত্র (অবস্থায়) থাকে, (কারণ,) কাফেররা তো এ (সুযোগটুকুই) চায় যে, যদি তোমরা তোমাদের মালসামানা ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে একটু অসাবধান হয়ে যাও, যাতে তারা তোমাদের ওপর (আকস্মিকভাবে) ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; অবশ্য (অতিরিক্ত) বৃষ্টি বাদলের জন্যে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা শারীরিকভাবে তোমরা যদি অসুস্থ হও, তাহলে (কিছুক্ষণের জন্যে) তোমরা অস্ত্র রেখে দিতে পারো; কিন্তু (অস্ত্র রেখে দিলেও) তোমরা কিন্তু নিজেদের সাবধানতা বজায় রাখবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে এক অপমানকর আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

১০৩. অতপর তোমরা যখন নামায শেষ করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (তথা সর্বাবস্থায়) আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতে থাকবে, এরপর যখন তোমরা পুরোপুরি স্বস্তি বোধ করবে তখন (যথারীতি) নামায আদায় করবে, অবশ্যই নামায ঈমানদরাদের ওপর সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরয করা হয়েছে।

১০৪. কোনো (শত্রু) দলের পেছনে ধাওয়া করার সময় তোমরা বিন্দুমাত্রও মনোবল হারিয়ো না; তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো (তাহলে জেনে রেখো), তারাও তো তোমাদের মতো কষ্ট পাচ্ছে, ঠিক যেমনিভাবে তোমরা কষ্ট পাচ্ছো। কিন্তু তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে (জান্নাত) আশা করো, তারা তো তা করে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

১০৫. অবশ্যই আমি সত্য (দ্বীনের) সাথে তোমার ওপর এ গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যা (জ্ঞানের আলো) দেখিয়েছেন তার আলোকে তুমি মানুষদের বিচার মীমাংসা করতে পারো; (তবে বিচার ফয়সালার সময়) তুমি কখনো বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক করো না।

১০৬. তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১০৭. যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি কখনো এমন সব লোকের পক্ষে কথা বলো না, (কেননা) আল্লাহ তায়ালা এই পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকদের কখনো পছন্দ করেন না।

১০৮. এরা মানুষদের কাছ থেকে (নিজেদের কর্ম) লুকিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তারা কিছুই লুকাতে পারবে না; আল্লাহ তায়ালা (তো হচ্ছেন সেই মহান সত্তা) যিনি রাতের অন্ধকারে- তিনি যেসব কথা (বা কাজ) পছন্দ করেন না, এমন সব বিষয়ে যখন এরা সলাপরামর্শ করে, তখনও তিনি তাদের সাথেই থাকেন; এরা যা কিছু করে তা সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের পরিধির আওতাধীন।

১০৯. হ্যাঁ, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের (সঠিক ঘটনা না জানার কারণে) দুনিয়ার জীবনে তোমরা যাদের পক্ষে কথা বলেছো, কিন্তু কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালার সামনে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে, কিংবা কে তাদের ওপর (সেদিন) অভিভাবক হবে?

১১০. যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে অথবা (গুনাহ করে) নিজের ওপর অবিচার করে, অতপর (এ জন্যে যখন) সে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, (তখন) সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে পাবে।

১১১. যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করলো, সে কিন্তু এর দ্বারা নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করলো, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন, তিনি কুশলী।

১১২. যে ব্যক্তি একটি অন্যায় কিংবা পাপ কাজ করলো; কিন্তু সে দোষ চাপিয়ে দিলো একজন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর, এ কাজের ফলে সে (প্রকারান্তরে) সাংঘাতিক একটি অপবাদ ও জঘন্য গুনাহের বোঝা নিজের ঘাড়ে উঠিয়ে নিলো।

১১৩. (এ পরিস্থিতিতে) যদি তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তাহলে এদের একদল লোক তো তোমাকে (প্রায়) ভুল পথে পরিচালিত করেই ফেলেছিলো! যদিও তারা এই আচরণ দিয়ে তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই পথভ্রষ্ট করতে পারছিলো না, (অবশ্য) তাদের এ (প্রতারণামুলক) কাজ দ্বারা তারা তোমার কোনোই ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হতো না! (কারণ) আল্লাহ তায়ালা তাঁর গ্রন্থ ও (সে গ্রন্থলব্ধ) কলা-কৌশল তোমার ওপর নাযিল করেছেন এবং তিনি তোমাকে এমন সব কিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা (আগে) তোমার জানা ছিলো না; তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ছিলো অনেক বড়ো!

১১৪. এদের অধিকাংশ গোপন সলাপরামর্শের ভেতরেই কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, তবে যদি কেউ (এর দ্বারা) কাউকে কোনো দান-খয়রাত, সৎকাজ ও অন্য মানুষের মাঝে (সম্প্রীতি ও) সংশোধন আনয়ণের আদেশ দেয়- তা ভিন্ন কথা; আর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যদি কেউ এসব কাজ করে তাহলে অতি শীঘ্রই আমি তাকে মহাপুরস্কার দেবো।

১১৫. (আবার) যে ব্যক্তি তার কাছে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং ঈমানদারদের পথ ছেড়ে (বেঈমান লোকদের) নিয়ম-নীতির অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ধাবিত করবো যেদিকে সে ধাবিত হয়েছে, (এর শাস্তি হিসেবে) তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) তা কতো নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

১১৬. আল্লাহ তায়ালা (এ বিষয়টি) ক্ষমা করবেন না যে, তাঁর সাথে (কোনো রকম) শরীক করা হবে, এ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে (কাউকে) শরীক করলো, সে (মুলত) চরমভাবে গোমরাহ হয়ে গেলো।

১১৭. আল্লাহকে ছাড়া এরা (আর কাকে ডাকে)- ডাকে (নিকৃষ্ট) দেবীকে কিংবা কোনো বিদ্রোহী শয়তানকে!

১১৮. তার ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, (কারণ) সে (আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে) বলেছিলো, আমি তোমার বান্দাদের এক অংশকে নিজের (দলে শামিল) করেই ছাড়বো।

১১৯. (সে আরো বলেছিলো,) আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের গোমরাহ করে দেবো, আমি অবশ্যই তাদের হৃদয়ে নানা প্রকারের মিথ্যা কামনা (বাসনা) জাগিয়ে তুলবো এবং আমি তাদের নির্দেশ দেবো যেন তারা (কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে) জন্তু-জানোয়ারের কান ছিদ্র করে দেয়, আমি তাদের আরো নির্দেশ দেবো যেন তারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়; (মুলত) যে ব্যক্তি (এসব কাজ করে) আল্লাহ তায়ালার বদলে শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবে, সে এক সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসানের সম্মুখীন হবে।

১২০. সে (অভিশপ্ত শয়তান) তাদের (নানা) প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের (সামনে) মিথ্যা বাসনার (মায়াজাল) সৃষ্টি করে, আর শয়তান যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১২১. এরাই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য) ব্যক্তি; যাদের আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম, যার (আযাব) থেকে মুক্তির কোনো পন্থাই তারা (খুঁজে) পাবে না।

১২২. অপরদিকে যারা (শয়তানের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে, তাদের আমি অচিরেই এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; আল্লাহর ওয়াদা সত্য; আর আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা কে বলতে পারে?

১২৩. (মানুষের ভালোমন্দ যেমনি) তোমাদের খেয়াল খুশীর সাথে জড়িত নয়, (তেমনি তা) আহলে কেতাবদের খেয়ালখুশীর সাথেও সম্পৃক্ত নয় (আসল কথা হচ্ছে), যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে, আর এ (পাপী) ব্যক্তি (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকেই নিজেদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

১২৪. (পক্ষান্তরে) যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে- নর কিংবা নারী, সে যদি ঈমানদার অবস্থায়ই তা (সম্পাদন) করে, তাহলে (সে এবং তার মতো) সব লোক অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, (পুরস্কার দেয়ার সময়) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না।

১২৫. তার চাইতে উত্তম জীবন বিধান আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালার জন্যে মাথানত করে দেয়, মুলত সে-ই হচ্ছে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, (তদুপরি) সে ইবরাহীমের আদর্শের অনুসরণ করে; আর আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

১২৬. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, আর আল্লাহ তায়ালা (তাঁর ক্ষমতা দিয়ে) সব কিছুই পরিবষ্টেন করে আছেন।

১২৭. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানতে চায়, তুমি (তাদের) বলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, আর এ কেতাব থেকে যা কিছু তোমাদের ওপর পঠিত হচ্ছে, সেই এতীম নারীদের সম্পর্কিত (ব্যাপার), আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যেসব অধিকার দান করেছেন, যা তোমরা আদায় করতে চাও না, অথচ তোমরা তাদের বিয়ে (ঠিকই) করতে চাও। অসহায় শিশু সন্তান ও এতীমদের ব্যাপারে (তোমাদের বলা হচ্ছে,) তোমরা যেন সুবিচার কায়েম করো; তোমরা যেটুকু সত্ কাজই করো আল্লাহ তায়ালা তার সবকিছু সম্পর্কেই সম্যকভাবে অবহিত রয়েছেন।

১২৮. যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্বযবহার কিংবা অবজ্ঞার আশংকা করে, তাহলে (সে অবস্থায়) পারস্পরিক (ভালোর জন্যে) আপস-নি□ত্তি করে নিলে তাদের ওপর এতে কোনো দোষ নেই; কারণ (সর্বাবস্থায়) আপস (মীমাংসার পন্থাই) হচ্ছে উত্তম পন্থা, (কিন্তু সমস্যা হচ্ছে) মানুষ আপসে লালসার দিকেই বেশী পরিমাণে ধাবিত হয়ে পড়ে; (কিন্তু) তোমরা যদি সততার পন্থা অবলম্বন করো এবং (শয়তানের কাছ থেকে) নিজেকে রক্ষা করো, তাহলে (সেটাই তোমাদের জন্যে ভালো, কারণ) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব কর্মকান্ড অবলোকন করে থাকেন।

১২৯. তোমরা কখনো (একাধিক) স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না, যদিও (মনে প্রাণে) তোমরা তা চাইবে, তাই তাদের একজনের দিকে তুমি (সমস্ত মনোযোগ দিয়ে) এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না যে, (দেখে মনে হবে)

আরেকজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় (রেখে দিয়েছো); তোমরা যদি সংশোধনের (চেষ্টা করো এবং) আল্লাহ তায়ালাকেও ভয় করো, তাহলে (তুমি দেখবে,) আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৩০. (অতপর) যদি (সত্যি সত্যিই) তারা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার ভান্ডার থেকে দান করে তাদের সবাইকে পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতা থেকে রেহাই দেবেন, আল্লাহ তায়ালা (নিসন্দেহে) প্রাচুর্যময় ও প্রশংসাভাজন।

১৩১. আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তোমাদের আগেও যাদের কাছে কেতাব নাযিল করা হয়েছিলো, তাদের আমি এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে; (আমি) তোমাদেরও নির্দেশ দিচ্ছি, আর যদি তোমরা (আল্লাহকে) অস্বীকার করো (তাহলে জেনে রেখো), আকাশ-পাতালে যা কিছু আছে সব কিছুই তো আল্লাহ তায়ালার জন্যে; আল্লাহ তায়ালা বে-নিয়ায, সব প্রশংসা তাঁরই (প্রাপ্য)।

১৩২. অবশ্যই আসমান-যমীনের সব কয়টি জিনিসের মালিকানা তাঁর, যাবতীয় কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

১৩৩. হে মানুষ, তিনি চাইলে যে কোনো সময় (যমীনের কতর্ৃত্ব থেকে) তোমাদের অপসারণ করে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে এনে বসিয়ে দিতে পারেন, এ কাজে তিনি অবশ্যই ক্ষমতাবান।

১৩৪. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতেই (তার) পুরস্কার পেতে চায় (তার জেনে রাখা উচিত), আল্লাহ তায়ালার কাছে তো ইহকাল পরকাল (এ উভয়কালের) পুরস্কারই রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছুই দেখেন।

১৩৫. হে ঈমানদাররা, তোমরা (সর্বদাই) ইনসাফের ওপর (দৃঢ়ভাবে) প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং আল্লাহ তায়ালার জন্যে সত্যের সাক্ষী হিসেবে নিজেকে পেশ করো, যদি এ (কাজ)-টি তোমার নিজের, নিজের পিতামাতার কিংবা নিজের আত্মীয় স্বজনের ওপরেও আসে (তবুও তা তোমরা মনে রাখবে), সে ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরীব (এটা কখনো দেখবে না, কেননা), তাদের উভয়ের চাইতে আল্লাহ তায়ালার অধিকার অনেক বেশী, অতএব তুমি কখনো ন্যায়বিচার করতে নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না, যদি তোমরা পেঁচানো কথা বলো কিংবা (সাক্ষ্য দেয়া থেকে) বিরত থাকো, তাহলে (জেনে রাখবে,) তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা তার যথার্থ খবর রাখেন।

১৩৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রসুলের ওপর, সে কেতাবের ওপর যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুলের ওপর নাযিল করেছেন এবং সেসব কেতাবের ওপর যা (ইতিপুর্বে তিনি) নাযিল করেছেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করলো, (অস্বীকার করলো) তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর (পাঠানো) কেতাবসমুহ, তাঁর নবী রসুলদের ও পরকাল দিবসকে, (বুঝতে হবে) সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে!

১৩৭. যারা একবার ঈমান আনলো আবার কুফরী করলো, (কিছু দিন পর) আবার ঈমান আনলো, এরপর (সুযোগ বুঝে) আবার কাফের হয়ে গেলো, এরপর কুফরীর পরিমাণ তারা (দিনে দিনে) বাড়িয়ে দিলো, (ঈমান নিয়ে তামাশা করার) এ লোকদের আল্লাহ তায়ালা কখনো ক্ষমা করবেন না, না কখনো তিনি এ ব্যক্তিদের সঠিক পথ দেখাবেন!

১৩৮. (হে নবী,) মোনাফেক ব্যক্তিদের তুমি সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব রয়েছে।

১৩৯. যারা (দুনিয়ার ফায়েদার জন্যে) ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা (কি এর দ্বারা) এদের কাছ থেকে কোনো রকম মান-সম্মানের প্রত্যাশা করে? অথচ (সবটুকু) মান-সম্মান তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট)।

১৪০. আল্লাহ তায়ালা (ইতিপুর্বেও) এ কেতাবের মাধ্যমে তোমাদের ওপর আদেশ নাযিল করেছিলেন যে, তোমরা যখন দেখবে (কাফেরদের কোনো বৈঠকে) আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা কোনো আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে (এ ধরনের মজলিসে) বসো না, যতোক্ষণ না তারা অন্য কোনো আলোচনায় লিপ্ত হয়, (এমনটি করলে) অবশ্যই তোমরা তাদের মতো হয়ে যাবে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সব কাফের ও মোনাফেকদের জাহান্নামে একত্রিত করে ছাড়বেন।

১৪১. যারা সব সময়ই তোমাদের (শুভ দিনের) প্রতীক্ষায় থাকে, যদি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তোমাদের বিজয় আসে তখন এরা (কাছে এসে) বলবে, কেন, আমরা কি (এ যুদ্ধে) তোমাদের পক্ষে ছিলাম না? (আবার) যদি কখনো কাফেরদের (ভাগে বিজয়ের) অংশ (লেখা) হয়, তাহলে এরা (সেখানে গিয়ে) বলবে, আমরা কি তোমাদের মুসলমানদের কাছ থেকে রক্ষা করিনি? এমতাবস্থায় শেষ বিচারের দিনেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়ের মাঝে ফয়সালা শুনিয়ে দেবেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সেদিন) মোমেনদের বিরুদ্ধে এ কাফেরদের কোনো (অজুহাত পেশ করার) পথ অবশিষ্ট রাখবেন না।

১৪২. অবশ্যই মোনাফেকরা আল্লাহ তায়ালাকে ধোকা দেয়, (মুলত এর মাধ্যমে) আল্লাহই তাদের প্রতারণায় ফেলে দিচ্ছেন, এরা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত আলস্যভরেই দাঁড়ায়, আর তারাও কেবল লোকদের দেখায়, এরা আল্লাহ তায়ালাকে আসলে কমই স্মরণ করে।

১৪৩. এরা (কুফরী ও ঈমানের) এ দোটানায় দোদুল্যমান, (এরা) না এদিকে না ওদিকে; তুমি সে ব্যক্তিকে কখনো (সঠিক) পথ দেখাতে পারবে না, যাকে আল্লাহ তায়ালাই গোমরাহ করে দেন।

১৪৪. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা ঈমানদার ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে কাফেরদের নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমরা কি (তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে) আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে (কোনো) সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও?

১৪৫. এ মোনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনম্নিস্তরে অবস্থান করবে, তুমি সেদিন তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

১৪৬. তবে তাদের কথা আলাদা, যারা তাওবা করে এবং (পরবর্তী জীবনকে তাওবার আলোকে) সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তায়ালার রশি শক্ত করে ধরে রাখে এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশেই তাদের জীবন বিধানকে নিবেদিত করে নেয়, এসব লোকেরা অবশ্যই (সেদিন) বিশ্বাসী বান্দাদের সাথে (অবস্থান) করবে; আর অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের বড়ো ধরনের পুরস্কার দেবেন।

১৪৭. (তোমরাই বলো,) আল্লাহ তায়ালা কি (খামাখা) তোমাদের শাস্তি দেবেন- যদি তোমরা (তাঁর প্রতি) কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং তাঁর ওপর ঈমান আনো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (সর্বোচ্চ) পুরস্কারদাতা, সম্যক ওয়াকেফহাল।

পারা ৬

১৪৮. আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যভাবে মন্দ বলা (কখনো) পছন্দ করেন না, তবে যে ব্যক্তির ওপর অবিচার করা হয়েছে তার কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই শোনেন এবং জানেন।

১৪৯. ভালো কাজ তোমরা প্রকাশ্যে করো কিংবা তা গোপনে করো, অথবা কোন মন্দ কাজের জন্যে যদি তোমরা ক্ষমা করে দাও, তাহলে (তোমরাও দেখতে পাবে,) আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষক্ষমাশীল ও প্রবল শক্তিমান।

১৫০. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও রসূলদের মাঝে (এই বলে) একটা পার্থক্য করতে চায় যে, আমরা (রসূলদের) কয়েকজনকে স্বীকার করি আবার কয়েকজনকে অস্বীকার করি, এর দ্বারা (আসলে) এরা (নিজেদের জন্যে) একটা মাঝামাঝি রাস্তা বের করে নিতে চায়।

১৫১. এরাই হচ্ছে সত্যিকারের কাফের, আর আমি এ কাফেরদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রেখেছি এক চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি|

১৫২. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে এবং তাদের একজনের সাথে আরেকজনের কোনো রকম পার্থক্য করে না, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের তিনি অচিরেই অনেক পুরস্কার দান করবেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষক্ষমাশীল ও মহাদয়ালু।

১৫৩. আহলে কেতাবের লোকেরা তোমার কাছে চায়, তুমি যেন আসমান থেকে তাদের জন্যে কোনো কেতাব নাযিল করো! এরা তো মূসার কাছে এর চাইতেও বড়ো রকমের দাবী পেশ করেছিলো, তারা বলেছিলো (হে মূসা), তুমি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেই আমাদের প্রকাশ্যভাবে দেখিয়ে দাও, অতপর তাদের এই বাড়াবাড়ির জন্যে তাদের ওপর প্রচন্ড বজ্রপাত এসে নিপতিত হয়েছে এবং (এ সম্পর্কিত) স্পষ্ট প্রমাণসমূহ তাদের কাছে আসার পরও তারা গো-বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, অতপর আমি তাদের এ অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ (-সহ কেতাব) দান করলাম।

১৫৪. এদের ওপর তূর পাহাড়কে উঠিয়ে উঁচু করে ধরে আমি এদের কাছ থেকে (আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম, আমি তাদের বলেছিলাম, নগরের দ্বারপ্রান্ত দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার সময় তোমরা একান্ত অনুগত হয়ে ঢুকবে, আমি তাদের (আরো) বলেছিলাম, তোমরা শনিবারে (মাছ ধরে আমার বিধানের) সীমালংঘন করো না, (এ ব্যাপারে) আমি তাদের কাছ থেকে শক্ত প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলাম।

১৫৫. অতপর তাদের (পক্ষ থেকে এই) প্রতিশ্রুতি ভংগ করা, আল্লাহর আয়াতসমূহকে তাদের অস্বীকার করা এবং অন্যায়ভাবে আল্লাহ তায়ালার নবীদের তাদের হত্যা করা, (তদুপরি) তাদের (একথা) বলা, আমাদের হৃদয় (বাতিল চিন্তাধারায়) আচ্ছাদিত (হয়ে আছে), প্রকৃতপক্ষে তাদের (ক্রমাগত) অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই এদের কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে।

১৫৬. যেহেতু এরা (আল্লাহকে) অস্বীকার করতেই থাকলো, এরা (পুণ্যবতী) মারইয়ামের ওপরও জঘন্য অপবাদ আনলো।

১৫৭. তাদের (এ মিথ্যা) উক্তি যে, আমরা অবশ্যই মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল, (যদিও আসল ঘটনা হচ্ছে) তারা কখনোই তাকে হত্যা করেনি, তারা তাকে শূলবিদ্ধও করেনি, (মূলত) তাদের কাছে (ধাঁধার কারণে) এমনি একটা কিছু মনে হয়েছিলো; (তাদের মাঝে) যারা (সঠিক ঘটনা না জানার কারণে) তার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিলো, তারাও (এতে করে) সন্দেহে পড়ে গেলো, এ ব্যাপারে তাদের অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া সঠিক কোনো জ্ঞানই ছিলো না, (তবে) এটুকু নিশ্চিত, তারা তাকে হত্যা করেনি।

১৫৮. বরং (আসল ঘটনা ছিলো,) আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়। (কাউকে উঠিয়ে নেয়া তার কাছে মোটেই কঠিন কিছু নয়।)

১৫৯. (এই) আহলে কেতাবদের মাঝে এমন একজনও থাকবে না, যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে (ইসা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এই কথার) ওপর ঈমান আনবে না, কেয়ামতের দিনে সে নিজেই এদের ওপর সাক্ষী হবে।

১৬০. ইহুদীদের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণের জন্যে এমন অনেক পবিত্র জিনিসও আমি তাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছিলাম যেটা তাদের জন্যে (আগে) হালাল ছিলো, এটা এই কারণে যে, এরা বহু মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রেখেছে।

১৬১. (যেহেতু) এরা (লেনদেনে) সূদ গ্রহণ করে, অথচ এদের তা থেকে (সুস্পষ্টভাবে) নিষেধ করা হয়েছিলো এবং এরা অন্যের মাল-সম্পদ ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাস করে; তাদের মধ্যে (এ সব অপরাধে লিপ্ত) কাফেরদের জন্যে আমি তাই কঠিন আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের (আবার) জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে, (সাথে সাথে) তোমার পূর্ববর্তী নবী ও রসূলদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিনের ওপর ঈমান আনে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যাদের অচিরেই আমি মহাপুরস্কার দেবো।

১৬৩. (হে নবী,) আমি তোমার কাছে আমার ওহী পাঠিয়েছি, যেমনি করে আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি, আমি (অরো) ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের কাছে, (ওহী পাঠিয়েছি) ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সোলায়মানের কাছেও, অতপর আমি দাউদের ওপর যাবুর (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি।

১৬৪. রসূলদের মাঝে এমনও অনেকে আছে, যাদের কথা ইতিপূর্বে আমি তোমার কাছে বলেছি, কিন্তু এদের মাঝে বহু রসূল এমনও আছে যাদের (নাম ঠিকানা) কিছুই আমি তোমাকে বলিনি; মূসার সাথে তো আল্লাহ তায়ালা কথাও বলেছেন।

১৬৫. রসূলরা (ছিলো জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও '(জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী, (তাদের এ জন্যেই পাঠানো হয়েছিলো) যাতে করে রসূলদের আগমনের পর আল্লাহ তায়ালার ওপর মানব জাতির কোনো অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে; (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

১৬৬. কিন্তু (মানুষ যতো অজুহাতই পেশ করুক না কেন,) আল্লাহ তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তা তাঁর (প্রত্য) জ্ঞানের মাধ্যমেই করেছেন, ফেরেশতারাও তো (এ কথার) সা্য দেবে; যদিও (ওহীর) সা্য প্রদানের জন্যে আল্লাহ তায়ালা (একা)-ই যথেষ্ট।

১৬৭. নিশ্চয়ই যারা (এই ওহী) অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে সরিয়ে রাখে, তারা আসলে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

১৬৮. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করলো এবং (চরমভাবে) সীমালংঘন করলো, (তাদের ব্যাপারে) এটা কখনো হবে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের মা করে দেবেন, আর না তিনি তাদের সঠিক রাস্তা দেখাবেন!

১৬৯. কিন্তু একটি মাত্র (রাস্তাই তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে এবং তা হচ্ছে) জাহান্নামের রাস্তা, যেখানে তারা অনন্তকাল ধরে পড়ে থাকবে; (শাস্তি প্রদানের) এ কাজ আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ।

১৭০. হে মানুষরা, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তোমাদের জন্যে সঠিক (বিধান) নিয়ে রসূল এসেছে, যদি (তার আনীত এ বিধানের ওপর) তোমরা ঈমান আনো, এতেই তোমাদের জন্যে কল্যাণ (রয়েছে), আর তোমরা যদি তা মেনে নিতে অস্বীকার করো তাহলে (জেনে রেখো,) এই আসমান-যমীনের সর্বত্র (যেখানে) যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

১৭১. হে কেতাবধারীরা, নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং (ঈসার ঘটনা নিয়ে) আল্লাহ তায়ালার ওপর সত্য ছাড়া কোনো মিথ্যা চাপিয়ো না; (সে সত্য কথাটি হচ্ছে এই যে,) মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ছিলো (একজন) রসূল ও তার এমন এক বাণী, যা তিনি মারইয়ামের ওপর প্রেরণ করেছেন এবং সে ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পাঠানো এক 'রূহ', অতএব (হে আহলে কেতাবরা), তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান আনো, আর (কখনো) এটা বলো না যে, (মাবুদের সংখ্যা) তিন; এ (জঘন্য মিথ্যা) থেকে তোমরা বেঁচে থেকো, (এটাই) তোমাদের জন্যে উত্তম; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা; তিনি তো একক মাবুদ; আল্লাহ তায়ালা এ (মূর্খতা) থেকে অনেক পবিত্র যে, তাঁর কোনো সন্তানথাকবে; এ আকাশ ও ভূমন্ডলের সব কিছুর মালিকানাই তো তাঁর, আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

১৭২. (ঈসা) মাসীহ কখনো (এতে) বিন্দুমাত্রও নিজেকে হেয় মনে করেনি যে, সে হবে আল্লাহ তায়ালার বান্দা, আল্লাহ তায়ালার একান্ত ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও (একে লজ্জাকর মনে করেনি); কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করা সত্যিই লজ্জাকর বিষয় মনে করে (এবং এটা ভেবে) সে অহংকার করে (তার জানা উচিত), অচিরেই আল্লাহ তায়ালা এদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত (করে দন্ডাজ্ঞা দান) করবেন।

১৭৩. যেসব মানুষ আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, (সেদিন) তিনি তাদের এর জন্যে পুরোপুরি পুরস্কার দেবেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একান্ত অনুগ্রহ থেকে তাদের (পাওনা) আরো বাড়িয়ে দেবেন, অপরদিকে যারা আল্লাহ তায়ালার বিধান মেনে নেয়া লজ্জাজনক কিছু মনে করলো এবং অহংকার করলো, তাদের (সবাইকেই) আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তি দান করবেন, (সেদিন) তারা আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১৭৪. হে মানুষ, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে এবং আমিই তোমাদের কাছে উজ্জ্বল জ্যোতি নাযিল করেছি।

১৭৫. অতপর যারা (সে জ্যোতি দিয়ে) ঈমান আনলো এবং তাকে শক্ত করে আঁকড়ে থাকলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের অচিরেই তাঁর অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন এবং তাদের তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

১৭৬. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে (বিভিন্ন বিষয়ে) ফতোয়া জানতে চায়; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তির (উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে) তোমাদের তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন; যার মাতা পিতা কেউই নেই, আবার তার নিজেরও কোনো সন্তাননেই, (এ ধরনের) কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং সে ব্যক্তি যদি স নৎদানহীন হয় এবং তার একটি বোন থাকে, তাহলে সে বোনটি সে (মৃত) ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশের মালিক হবে, অপরদিকে সে যদি নিসন্তান হয়, তাহলে সে তার বোনের (সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হবে; (আবার) যদি তারা দুজন হয়, তাহলে তারা দুই বোন সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ অংশের মালিক হবে; যদি সে ভাইবোনেরা কয়েকজন হয়, তাহলে মেয়েদের অংশ এক ভাগ ও পুরুষদের অংশ দুই ভাগ হবে; আল্লাহ তায়ালা (উত্তরাধিকারের এ আইন-কানুন) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্যে বলে দিয়েছেন, যাতে করে (মানুষের উদ্ভাবিত বন্টন পদ্ধতিতে) তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ো; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ব্যাপারেই সম্যক ওয়াকেফহাল।

সূরা আল মায়েদা

মদীনায় অবতীর্ণ- আয়াত ১২০ রুকু ১৬

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমরা ওয়াদাসমূহ প রণ করো (মনে রেখো); তোমাদের জন্যে চার পা'বিশিষ্ট পোষা জন্তু হালাল করা হয়েছে, তবে সেসব জন্তু ছাড়া, যা (বিবরণসহ একটু পরেই) তোমাদের পড়ে শোনানো হচ্ছে, এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় (কিন্তু এসব হালাল জন্তু) শিকার করা বৈধ মনে করো না; (অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা যা চান সে আদেশই তিনি জারি করেন।

২. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অসম্মান করো না, সম্মানিত মাসগুলোকেও (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) কখনো হালাল বানিয়ে নিয়ো না, (আল্লাহর নামে) উৎসর্গীত জন্তুসমূহ ও যেসব জন্তুর গলায় (উৎসর্গের চিহ্ন হিসাবে) পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনের ল্যে আল্লাহর পবিত্র (কাবা) ঘরের দিকে রওনা দিয়েছে (তাদের তোমরা অসম্মান করো না), তোমরা যখন এহরামমুক্ত হবে তখন তোমরা শিকার করতে পারো, (বিশেষ) কোনো একটি সমপ্রদায়ের বিদ্বেষ- (এমন বিদ্বেষ যার কারণে) তারা তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পবিত্র মাসজিদে আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো, যেন তোমাদের (কোনো রকম) সীমালংঘন করতে প্ররোচিত না করে, তোমরা (শুধু) নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারেই একে অপরের সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে (কখনো) একে অপরের সহযোগিতা করো না, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কেননা আল্লাহ তায়ালা (পাপের) দন্ডদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর!

৩. মৃত জন্তু, রক্ত, শুয়োরের গোশ্ত ও যে জন্তু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে, (তা সবই) তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা, আঘাত খেয়ে মরা, ওপর থেকে পড়ে মরা, শিংয়ের আঘাতে মরা, হিংস্র জন্তুর খাওয়া জন্তুও (তোমাদের জন্যে হারাম), তবে তোমরা তা যদি (জীবিত অবস্থায় পেয়ে) যবাই করে থাকো (তাহলে তা হারাম নয়) । পূজার বেদীতে বলি দেয়া জন্তুও হারাম, (লটারি কিংবা) জুয়ার তীর নিপে করে ভাগ্য নির্ণয় করা (হারাম), এর সব কয়টাই হচ্ছে বড়ো (বড়ো) গুনাহের কাজ, আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন (নির্মূল করা) সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো; আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসাবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম; (হারামের ব্যাপারে মনে রেখো,) যদি কোনো ব্যক্তিকে ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম খেতে) বাধ্য করা হয়, কিন্তু (ইচ্ছা করে) সে কোনো পাপের দিকে ঝুঁকে পড়তে না চায় (তার ব্যাপারটা আলাদা), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৪. তারা তোমার কাছ থেকে জানতে চায় কোন্ কোন্ জিনিস তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে? তুমি (তাদের) বলো, সব ধরনের পাক-সাফ বস্তুই (তোমাদের জন্যে) হালাল করা হয়েছে এবং সেসব শিকারী (জন্তু ও পাখীর) ধরে আনা (জন্তু এবং পাখী)-ও তোমরা খাও, যাদের তোমরা (শিকার করার নিয়ম) শিক্ষা দিয়েছো, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, (তবে) এর ওপর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার নাম নেবে, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৫. আজ তোমাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিস হালাল করা হলো; যাদের ওপর আল্লাহর কেতাব নাযিল করা হয়েছে তাদের খাবারও তোমাদের জন্যে হালাল, আবার তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্যে হালাল, (চরিত্রের) সংরক্ষিত দুর্গে অবস্থানকারী মোমেন নারী ও তোমাদের আগে যাদের কেতাব দেয়া হয়েছিলো, যখন তোমরা (তাদের) মোহরানা আদায় করে দেবে, সেসব (আহলে কেতাব) সতী সাধ্বী নারীরাও (তখন তোমাদের জন্যে হালাল হয়ে যাবে), তোমরা (থাকবে চরিত্রের) রক হয়ে, কামনা চরিতার্থ করে কিংবা গোপন অভিসারী (উপপত্নী) বানিয়ে নয়; যে কেউই ঈমান অস্বীকার করবে, তার (জীবনের) সব কর্মই নিস্ফল হয়ে যাবে এবং শেষ বিচারের দিনে সে হবে (চরমভাবে) ক্ষতিগ্রস্থদের একজন।

৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াবে তোমরা তোমাদের (পুরো) মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত দুটো ধুয়ে নেবে, অতপর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা দুটো গোড়ালি পর্যন্ত (ধুয়ে নেবে,) কখনো যদি (এমন বেশী) নাপাক হয়ে যাও (যাতে গোসল করা ফরয হয়ে যায়), তাহলে (গোসল করে ভালোভাবে) পবিত্র হয়ে নেবে, যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো কিংবা তোমরা যদি সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ যদি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা যদি নারী সম্ভোগ করে থাকো (তাহলে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো), আর যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও, (আর তায়াম্মুমের নিয়ম হচ্ছে, সেই পবিত্র) মাটি দিয়ে তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা কখনো (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে) তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পাক-সাফ করে দিতে এবং (এভাবেই) তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিতে চান, যাতে করে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।

৭. তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ তোমরা স্মরণ করো এবং তোমাদের কাছ থেকে যে পাকা প্রতিশ্রুতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন (সে কথাও ভুলে যেয়ো না), যখন তোমরা (তাঁর সাথে অংগীকার করে) বলেছিলে (হে আমাদের মালিক), আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং (তা) মেনে নিলাম, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর জন্যে (সত্য ও) ন্যায়ের ওপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, (মনে রাখবে, বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনী যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর ফলে) তোমরা (তাদের সাথে) ন্যায় ও ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, কারণ এ (কাজ)-টি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে চলার অধিক নিকটতর; তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে (এই বলে) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যে), তাদের জন্যে (তাঁর কাছে বিশেষ) মা ও মহাপুরস্কার রয়েছে।

১০. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারা সবাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী।

১১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করো, যখন একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে হাত ওঠাতে উদ্যত হয়েছিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সে হাত তোমাদের ওপর (আক্রমণ করা) থেকে সংযত করে দিলেন, অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, মোমেনদের তো আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করা উচিত।

১২. আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদের (কাছ থেকে আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করলেন, অতপর আমি (এ কাজের জন্যে) তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার নিযুক্ত করলাম; আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা যদি নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, আমার রসূলদের ওপর ঈমান আনো এবং (দ্বীনের কাজে যদি) তোমরা তাদের সাহায্য- সহযোগিতা করো, (সর্বোপরী) আল্লাহ তায়ালাকে তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের গুনাহসমূহ মোচন করে দেবো এবং তোমাদের আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, এরপর যদি কোনো ব্যক্তি (আল্লাহকে) অস্বীকার করে, তাহলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

১৩. (অতপর) তাদের সেই অংগীকার ভংগ করার কারণে আমি তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি (তাদের চরিত্রই ছিলো), তারা (আল্লাহর) কালামকে তার নির্দিষ্ট অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিকৃত করে দিতো, (হেদায়াতের) যা কিছু তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো তার অধিকাংশ কথাই তারা ভুলে গেলো; প্রতিনিয়ত তুমি তাদের দেখতে পাবে, তাদের সামান্য একটি অংশ ছাড়া অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর সাথে) বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে, অতএব তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, (যথাসম্ভব) তুমি তাদের (সংস্রব) এড়িয়ে চলো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকামী মানুষদের ভালোবাসেন।

১৪. আমি তো তাদের (কাছ থেকেও আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম, যারা বলে, আমরা খৃস্টান (সম্প্রদায়ের লোক), অতপর এরাও (সে অংগীকার সম্পর্কিত) অধিকাংশ কথা ভুলে গেলো, যা তাদের স্মরণ করানো হয়েছিলো, অতপর আমিও তাদের (পরস্পরের) মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত (এক স্থায়ী) শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিলাম; অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের বলে দেবেন (দুনিয়ার জীবনে) তারা যা কিছু উদ্ভাবন করতো।

১৫. হে আহলে কেতাবরা, তোমাদের কাছে আমার (পক্ষ থেকে) রসূল এসেছে, (আগের) কেতাবের যা কিছু তোমরা এতোদিন গোপন করে রেখেছিলে তার বহু কিছুই সে তোমাদের বলে দিচ্ছে, আবার অনেক কিছু সে এড়িয়েও যাচ্ছে; তোমাদের কাছে (এখন) তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকা এবং সুস্পষ্ট কেতাবও এসে হাযির হয়েছে।

১৬. যে আল্লাহর আনুগত্য করে তার সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বাতলে দেন, অতপর তিনি তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনেন, আর (এভাবেই) তাদের তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

১৭. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ; (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি মারইয়াম পুত্র মাসীহ, তার মা ও গোটা বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু আছে সব কিছুও ধ্বংস করে দিতে চান, এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এদের রা করতে পারে? এই আকাশমালা, ভূমন্ডল ও এর মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব (এককভাবে) আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট); তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

১৮. ইহুদী ও খৃস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র; তুমি (তাদের) বলো, তাহলে তিনি কেন তোমাদের গুনাহের জন্যে তোমাদের দন্ড প্রদান করবেন; (মূলত) তোমরা (সবাই হচ্ছো তাদের মধ্য থেকে কতিপয়) মানুষ, যাদের আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা মা করে দেন আবার যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি প্রদান করেন; আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছুর একক মালিকানা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট), সবকিছুকে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

১৯. হে আহলে কেতাবরা, রসূলদের আগমন ধারার ওপরই আমার (পক্ষ থেকে) তোমাদের কাছে একজন রসূল এসেছে, সে তোমাদের জন্যে (আমার কথাগুলো) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে, যাতে করে তোমরা (বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে) একথা বলতে না পারো যে, (কই) আমাদের কাছে (জান্নাতের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী (হিসেবে) কেউ তো আগমন করেনি, (আজ তো সত্যি সত্যিই) তোমাদের কাছে সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী (একজন রসূল) এসে গেছে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

২০. (স্মরণ করো,) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর যে নেয়ামত নাযিল করেছেন তা তোমরা স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের (এ যমীনের) শাসনকর্তা বানিয়েছেন, এছাড়াও তিনি তোমাদের এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যা (এ) সৃষ্টিকূলে (এর আগে) তিনি আর কাউকে দান করেননি।

২১. হে আমার জাতি, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র ভূখন্ড লিখে রেখেছেন তোমরা তাতে প্রবেশ করো এবং (এ অগ্রাভিযানে) কখনো পশ্চাদপসরণ করো না; তারপরও তোমরা যদি ফিরে আসো তাহলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

২২. তারা বললো, হে মূসা (আমরা কিভাবে সেই জনপদে প্রবেশ করবো), সেখানে (তো) এক দোর্দন্ড প্রতাপশালী সম্প্রদায় রয়েছে, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না এলে আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এলে আমরা (অবশ্যই) প্রবেশ করবো।

২৩. যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করছিলো, তাদের (এমন) দুজন লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছিলেন, (এগিয়ে এসে) বললো, তোমরা (সদর) দরজা দিয়েই তাদের (জনপদে) প্রবেশ করো, আর (একবার) সেখানে প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) মোমেন হও তাহলে আল্লাহর ওপরই ভরসা করো।

২৪. তারা (আরো) বললো, হে মূসা, সেই (শক্তিশালী) লোকেরা যতোণ (পর্যন্ত) সেখানে থাকবে, ততক্ষণ আমরা কোনো অবস্থায়ই সেখানে প্রবেশ করবো না, (বরং) তুমিই যাও, তুমি ও তোমার মালিক উভয়ে মিলে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম।

২৫. (তাদের কথা শুনে) মূসা বললো, হে (আমার) মালিক (তুমি তো জানো), আমার নিজের এবং আমার ভাই ছাড়া আর কারো ওপর আমার আধিপত্য চলে না, অতএব আমাদের মাঝে ও এই নাফরমান লোকদের মাঝে তুমি একটা মীমাংসা করে দাও।

২৬. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হ্যাঁ, তাই হবে, আগামী) চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে (জনপদ) তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো, (এ সময়ে) তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াবে; সুতরাং তুমি এই না-ফরমান লোকদের ওপর কখনো দুঃখ করো না।

২৭. (হে মোহাম্মদ,) তুমি এদের কাছে আদমের দুই পুত্রের গল্পটি যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও! (গল্পটি ছিলো,) যখন তারা দুই জনই (আল্লাহর নামে) কোরবানী পেশ করলো, তখন তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে কোরবানী কবুল করা হলো, আরেকজনের কাছ থেকে তা কিছুতেই কবুল করা হলো না, (যার কোরবানী কবুল করা হয়নি) সে বললো, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো (যার কোরবানী কবুল করা হলো), সে বললো, আল্লাহ তায়ালা তো শুধু পরহেযগার লোকদের কাছ থেকেই (কোরবানী) কবুল করেন।

২৮. (হিংসার বশবর্তী হয়ে) তুমি যদি আজ আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তাহলে আমি (কিন্তু) তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার প্রতি আমার হাত বাড়িয়ে দেবো না, কেননা আমি সৃষ্টিকুলের মালিককে ভয় করি।

২৯. আমি (বরং) চাইবো, তুমি আমার গুনাহ ও তোমার গুনাহের (বোঝা) একাই তোমার (মাথার) ওপর উঠিয়ে নাও এবং (এভাবেই) তুমি জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে পড়ো, (মূলত) এ হচ্ছে যালেমদের (যথার্থ) কর্মফল।

৩০. শেষ পর্যন্ত তার কুপ্রবৃত্তি তাকে নিজ ভাইয়ের হত্যার কাজে উস্কানি দিলো, অতপর সে তাকে খুন করেই ফেললো এবং (এ কাজের ফলে) সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

৩১. অতপর আল্লাহ তায়ালা (সেখানে) একটি কাক পাঠালেন, কাকটি (হত্যাকারীর সামনে এসে) মাটি খুঁড়তে লাগলো, উদ্দেশ্য, তাকে দেখানো কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে রাখবে; (এটা দেখে) সে (নিজে নিজে) বলতে লাগলো, হায়! আমি তো এই কাকটির চাইতেও অক্ষম হয়ে পড়েছি, আমি তো আমার ভাইয়ের লাশটাও গোপন করতে পারলাম না, অতপর সে সত্যি সত্যিই (নিজের কৃতকর্মের জন্যে) অনুতপ্ত হলো।

৩২. (পূর্ববর্তীকালে) ওই (ঘটনার) কারণেই আমি বনী ইসরাঈলদের জন্যে এই বিধান জারি করলাম যে, কোনো মানুষকে হত্যা করার কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ (করার শাস্তি বিধান) ছাড়া (অন্য কোনো কারণে) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো; (আবার এমনিভাবে) যদি কেউ একজনের প্রাণ রা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো; এদের কাছে আমার রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো, তারপরও এদের অধিকাংশ লোক এ যমীনের বুকে সীমালংঘনকারী হিসেবেই থেকে গেলো।

৩৩. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের (জন্যে, তাছাড়া) পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই।

৩৪. তবে (এটা তাদের জন্যে নয়,) যাদের ওপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হবার আগেই তারা তাওবা করেছে, তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।

৩৫. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তাঁর দিকে (ধাবিত হওয়ার জন্যে) উপায় খুঁজতে থাকো (তার বিশেষ একটি উপায় হচ্ছে), তোমরা আল্লাহর পথে জেহাদ করো, সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

৩৬. আর যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে, (কেয়ামতের দিন) পৃথিবীর সমুদয় ধন-দৌলতও যদি তাদের করায়ত্ত থাকে-(তার সাথে আরো) যদি সমপরিমাণ সম্পদ তাদের কাছে থাকে, (এ সমস্ত) মুক্তিপণ হিসেবে দিয়েও যদি সে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পেতে চায় (তাও সম্ভব হবে না), তার কাছ থেকে (এর কিছুই সেদিন) গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্যে (সেদিন) কঠোর আযাব নির্ধারিত থাকবে।

৩৭. তারা (সেদিন) দোযখের আযাব থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু (কোনো অবস্থায়ই) তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না, তাদের জন্যে স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

৩৮. পুরুষ ও নারী- এদের যে কেউই চুরি করবে, তাদের হাত দুটো কেটে ফেলো, এটা তাদেরই কর্মফল এবং আল্লাহর প থেকে নির্ধারিত দন্ড; আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৩৯. (হাঁ,) যে ব্যক্তি (এ জঘন্য) যুলুম করার পর (আল্লাহ তায়ালার কাছে) তাওবা করবে এবং নিজের সংশোধন করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন; আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে বড়ো ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

৪০. তুমি কি (একথা) জানো না, এই আকাশমন্ডলী ও যমীনের একক সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করে দেন; (কেননা) সব কিছুর ওপর তিনিই হচ্ছেন একক ক্ষমতাবান।

৪১. হে রসূল, যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে ধাবিত হচ্ছে, তারা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়, এরা সে দলের (লোক) যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু (সত্যিকার অর্থে) তাদের অন্তর কখনো ঈমান আনেনি, আর (তাদের ব্যাপারও নয়) যারা ইহুদী- তারা মিথ্যা কথা শোনার জন্যে (সদা) কান খাড়া করে রাখে এবং (তাদের বন্ধু সম্প্রদায়ের) যেসব লোক কখনো তোমার কাছে আসেনি, এরা সেই অপর সম্প্রদায়টির জন্যেই নিজেদের কান খাড়া করে রাখে; আল্লাহর কেতাবের কথাগুলো আপন জায়গায় (বিন্যস্ত) থাকার পরেও এরা তা বিকৃত করে বেড়ায় এবং (অন্যদের কাছে) এরা বলে, (হাঁ) যদি এ (ধরনের কোনো) বিধান তোমাদের দেয়া হয় তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করো, আর সে ধরনের কিছু না দেয়া হলে তোমরা (তা থেকে) সতর্ক থেকো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যার পথচ্যুতি চান, তাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচানোর জন্যে তুমি তো কিছুই করতে পারো না; এরাই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য) লোক, আল্লাহ তায়ালা কখনো যাদের অন্তরগুলোকে পাক-সাফ করার এরাদা পোষণ করেন না, তাদের জন্যে পৃথিবীতে (যেমনি) রয়েছে অপমান (ও লাঞ্ছনা), পরকালেও (তেমনি) তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ আযাব।

৪২. (ইহুদীদের চরিত্র হচ্ছে,) এরা (যেমন) মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, (তেমনি) এরা হারাম মাল খেতেও ওসৎদাদ; অতএব এরা যদি কখনো (কোনো বিচার নিয়ে) তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি (চাইলে) তাদের বিচার করতে পারো কিংবা তাদের উপেক্ষা করো, যদি তুমি তাদের ফিরিয়ে দাও তাহলে (নিশ্চিত থাকো), এরা তোমার কোনোই অনিষ্ট করতে পারবে না, তবে যদি তুমি তাদের বিচার ফয়সালা করতে চাও তাহলে অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারকদের ভালোবাসেন।

৪৩. এসব লোক কিভাবে তোমার কাছে বিচারের ভার নিয়ে হাযির হবে, যখন তাদের নিজেদের কাছেই (আল্লাহর পাঠানো) তাওরাত মজুদ রয়েছে, তাতেও তো (বিচার-আচার সংক্রান্ত) আল্লাহর বিধান আছে, (তুমি যা কিছুই করো না কেন) একটু পরেই তারা তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এরা আসলেই (আল্লাহর কেতাবের ব্যাপারে) ঈমানদার নয়।

৪৪. নিসন্দেহে আমি (মূসার কাছে) তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে (তাদের জন্যে) পথনির্দেশ ও আলোকবর্তিকা বর্তমান ছিলো, আমার নবীরা- যারা আমার বিধানেরই অনুবর্তন করতো, ইহুদী জাতিকে এ (হেদায়াত) মোতাবেকই আইন-কানুন প্রদান করতো, (নবীদের পর তাদের) জ্ঞানসাধক ও ধর্মীয় পন্ডিতরাও (এ অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করতো), কেননা, (নবীর পর) আল্লাহর কেতাব সংরণ করার দায়িত্ব এদেরই দেয়া হয়েছিলো, তারা (নিজেরাও) ছিলো এর (প্রত্যক্ষ) সাক্ষী, সুতরাং তোমরা মানুষদের ভয় না করে একান্তভাবে আমাকেই ভয়

করো, আর আমার আয়াতসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়ো না; যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই (হচ্ছে) কাফের।

৪৫. (তাওরাতের) সেখানে আমি তাদের জন্যে বিধান নাযিল করেছিলাম যে, (তাদের) জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, (শাস্তি প্রয়োগের সময় এই শারীরিক) যখমটাই কিন্তু আসল দন্ড (বলে বিবেচিত হয়); অবশ্য (বাদী পরে) কেউ যদি এই দন্ড মাফ করে দিতে চায়, তাহলে তা তার নিজের (গুনাহ-খাতার) জন্যে কাফফারা (হিসেবে গণ্য) হবে; আর যারাই আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করেনা, তারাই যালেম।

৪৬. এ ক্রমধারায় অতপর আমি মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি, (সে সময়) আগে থেকে তাওরাতের যা কিছু (অবশিষ্ট) ছিলো, সে ছিলো তার সত্যতা স্বীকারকারী, আর আমি তাকে ইনজীল দান করেছি, তাতে ছিলো হেদায়াত ও ন র; তখন তাওরাতের যা কিছু (তার কাছে বর্তমান ছিলো- ইনজীল কেতাব) তার সত্যতাও সে স্বীকার করেছে, (তদুপরি) তাতে আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে পথনির্দেশ ও উপদেশ (মজুদ) ছিলো।

৪৭. ইনজীলের অনুসারীদের উচিত এর ভেতর আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করা; (কেননা) যারাই আল্লাহর নাযিল করা আইনের ভিত্তিতে বিচার করেনা তারাই ফাসেক।

৪৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার প্রতি সত্য (দ্বীন)-সহ এ কেতাব নাযিল করেছি, (আগের) কেতাবসমূহের যা কিছু (অবিকৃত অবস্থায়) তার সামনে মজুদ রয়েছে, এ কেতাব তার সত্যতা স্বীকার করে (শুধু তাই নয়), এ কেতাব (তার ওপর) হেফাযতকারীও বটে! (সুতরাং) আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতেই তুমি তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করো, আর (এ বিচারের সময়) তোমার নিজের কাছে যা সত্য (দ্বীন) এসেছে, তার থেকে সরে গিয়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না; আমি তোমাদের প্রতিটি (সম্প্রদায়ের) জন্যে শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন; বরং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার ভিত্তিতে তোমাদের যাচাই-বাছাই করে নিতে চেয়েছেন, অতএব ভালো কাজে তোমরা সবাই প্রতিযোগিতা করো; (কেননা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই হবে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল, (এখানে) তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে মতভেদ করতে, (অতপর) তিনি অবশ্যই তা তোমাদের (স্পষ্ট করে) বলে দেবেন।

৪৯. (অতএব, হে মোহাম্মদ,) তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালা যে আইন-কানুন নাযিল করেছেন তুমি তারই ভিত্তিতে এদের মাঝে বিচার ফয়সালা করো এবং কখনো তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং তাদের থেকে সতর্ক থেকো, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর নাযিল করেছেন তার কোনো কোনো বিষয়ে যেন তারা কখনো তোমাকে ফেতনায় না ফেলতে পারে; অতপর (তোমার ফয়সালায়) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজেদেরই কোনো গুনাহের জন্যে তাদের কোনোরকম মসিবতে ফেলতে চান; মানুষের মাঝে (আসলে) অধিকাংশই হচ্ছে অবাধ্য।

৫০. তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার ব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার চাইতে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে?

৫১. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (কখনো) ইহুদী-খৃস্টানদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (কেননা) এরা নিজেরা (সব সময়ই) একে অপরের বন্ধু; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (কখনো) এদের কাউকে বন্ধু বানিয়ে

নেয় তাহলে সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

৫২. অতপর যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে তাদের তুমি দেখবে, তারা (বিশেষ) তৎপরতার সাথে এই বলে তাদের সাথে মিলিত হচ্ছে যে, 'আমাদের আশংকা হচ্ছে, কোনো বিপর্যয় এসে আমাদের ওপর আপতিত হবে'; পরে হয়তো আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের কাছে) বিজয় নিয়ে আসবেন কিংবা তাঁর কাছ থেকে অন্য কিছু (অনুগ্রহ তিনি দান করবেন), তখন (তা দেখে এ) লোকেরা নিজেদের মনের ভেতর যে কপটতা লুকিয়ে রেখেছিলো, তার জন্যে ভীষণ অনুতপ্ত হবে।

৫৩. (তখন) ঈমানদার লোকেরা বলবে, এরাই কি ছিলো সেসব মানুষ, যারা আল্লাহ তায়ালার নামে বড়ো বড়ো শপথ করতো (যে), তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে; (এই আচরণের ফলে) তাদের কার্যকলাপ বিনষ্ট হয়ে গেলো, অতপর তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো।

৫৪. হে মানুষ, তোমরা যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো, তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যদি নিজের দ্বীন (ইসলাম) থেকে (মোরতাদ হয়ে) ফিরে আসে (তাতে আল্লাহ তায়ালার কোনো ক্ষতি নেই,) তবে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই (এখানে) এমন এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, (তারা হবে) মোমেনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তারা করবে না; (মূলত) এ (সাহসটুকু) হচ্ছে আল্লাহর একটি অনুগ্রহ, যাকে চান তাকেই তিনি তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞার আধার।

৫৫. তোমাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সামনে যারা) সদা অবনমিত থাকে।

৫৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও ঈমানদারদের নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে (তারা যেন জেনে রাখে), কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার দলটিই বিজয়ী হবে।

৫৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের আগে যাদের (আল্লাহ তায়ালার) কেতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করে রেখেছে, তাদের এবং কাফেরদের কখনো তোমরা নিজেদের বন্ধু বানিয়ো না, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মোমেন হয়ে থাকো তাহলে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই (বন্ধু বানাও এবং তাঁকেই) ভয় করো।

৫৮. যখন তোমরা (মানুষদের) নামাযের জন্যে ডাকো, তখন এই ডাককে এরা হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তু বানিয়ে দেয়; এরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা (হক-বাতিলের) কিছুই বোঝে না।

৫৯. (হে রসূল,) তুমি এদের বলো, তোমরা যে আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছো, তার কারণ এই যে, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং আমাদের ওপর আগে ও বর্তমানে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি! (আসলে) তোমাদের অধিকাংশ (মানুষই) হচ্ছে গুনাহগার।

৬০. (হে রসূল,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের বলে দেবো- আল্লাহর কাছ থেকে সবচাইতে নিকৃষ্ট পুরস্কার কে পাবে? সে লোক (হচ্ছে,) যার ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, যার ওপর আল্লাহর ক্রোধ রয়েছে এবং যাদের কিছু লোককে তিনি বানর, (কিছু লোককে) শুয়োরে পরিণত করে দিয়েছেন, যারা মিথ্যা মাবুদের আনুগত্য

স্বীকার করেছে; এরাই হচ্ছে সেসব লোক, (পরকালে) যাদের অবস্থান হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং (দুনিয়াতেও) এরা সরল পথ থেকে (বহুদূরে) বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

৬১. তারা যখন তোমার সামনে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আসলে) তারা তোমার কাছে কুফরী নিয়েই প্রবেশ করছিলো এবং তা নিয়েই তোমার কাছ থেকে তারা বেরিয়ে গেছে; (তারা মনের ভেতর) যা কিছু লুকিয়ে রাখছিলো আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

৬২. তাদের অনেককেই তুমি দেখতে পাবে- গুনাহ, (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ ও হারাম মাল ভোগ করার কাজে এরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলেছে; এরা যা করে (মূলত) তা বড়োই নিকৃষ্ট কাজ!

৬৩. (কতো ভালো হতো এদের) ধর্মীয় নেতা ও পন্ডিত ব্যক্তিরা যদি এদের এসব পাপের কথা ও হারাম মাল ভোগ করা থেকে বিরত রাখতো! (কারণ) এরা যা কিছু (সংগ্রহ) করছে তা বড়োই জঘন্য!

৬৪. ইহুদীরা বলে, আল্লাহর (দানের) হাত বাঁধা পড়ে গেছে; (আসলে) তাদের নিজেদের হাতই বাঁধা পড়ে গেছে, আর তারা যা কিছু বলেছে সে কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর তো (দুনিয়া আখেরাতের) উভয় হাতই মুক্ত, যেভাবে তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন। (প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে), তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরীকে অবশ্যই বাড়িয়ে দিয়েছে; (ফলে) আমি তাদের মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত একটা শত্রুতা ও পরস্পর বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি; যখনি তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তখনি তা নিভিয়ে দিয়েছেন, তারা (বার বার) এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে; আসলে আল্লাহ তায়ালা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মোটেই ভালোবাসেন না।

৬৫. যদি আহলে কেতাবরা ঈমান আনতো এবং (আল্লাহকে) ভয় করতো, তবে অবশ্যই আমি তাদের গুনাহখাতা মুছে দিতাম এবং তাদের আমি অবশ্যই নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

৬৬. যদি তারা তাওরাত ও ইনজীল (তথা তার বিধান) প্রতিষ্ঠা করতো, আর যা তাদের ওপর তাদের মালিকের কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে তারা রেযেক পেতো তাদের মাথার ওপরের (আসমান) থেকে ও তাদের পায়ের নীচের (যমীন) থেকে; তাদের মধ্যে অবশ্য একদল (ন্যায় ও) মধ্যপন্থী লোক রয়েছে, তবে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে এমন, যাদের কর্মকান্ড খুবই নিকৃষ্ট!

৬৭. হে রসূল, যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা তুমি (অন্যের কাছে) পৌঁছে দাও, যদি তুমি (তা) না করো তাহলে তুমি তো (মানুষদের কাছে) তার বার্তা পৌঁছে দিলে না! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মানুষের (অনিষ্ট) থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো অবাধ্য জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না।

৬৮. তুমি (তাদের) বলো, হে আহলে কেতাবরা, যতোণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও তোমাদের প্রতি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (মনে করতে হবে,) তোমরা কোনো কিছুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত নেই; তোমার মালিকের কাছ থেকে যা কিছু তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরী বাড়িয়ে দেবে, সুতরাং তুমি এই কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে মোটেই আফসোস করো না।

৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ছিলো ইহুদী, সাবেয়ী, খৃষ্টান- (এদের) যে কেউই এক আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদের কোনো ভয় নেই, (পরকালেও) তাদের কোনো দুশ্চি নৎদাগ্রসৎদ হতে হবে না।

৭০. বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে আমি (আনুগত্যের) অংগীকার আদায় করে নিয়েছিলাম এবং (সে মোতাবেক) আমি তাদের কাছে রসূলদের প্রেরণ করেছিলাম; কিন্তু যখনি কোনো রসূল তাদের কাছে এমন কিছু (বিধান) নিয়ে হাযির হয়েছে, যা তাদের পছন্দসই ছিলো না, তখনি তারা (এই রসূলদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আরেক দলকে তারা হত্যা করেছে।

৭১. তারা ধরে নিয়েছিলো, (এতো কিছু করা সত্ত্বেও) তাদের জন্যে কোনো বিপর্যয় থাকবে না, তাই তারা (সত্য গ্রহণ করার ব্যাপারে) অন্ধ ও বধির হয়ে থাকলো, তারপরও আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন, অতপর তাদের অনেকেই আবার অন্ধ ও বধির হয়ে গেলো; তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তায়ালা তা পর্যবেক্ষণ করছেন।

৭২. নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেছে যারা (একথা) বলেছে, আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়ামের পুত্র মাসীহ; অথচ মাসীহ (নিজেই একথা) বলেছে যে, হে বনী ইসরাঈল, তোমরা এক আল্লাহর এবাদাত করো, যিনি আমারও মালিক, তোমাদেরও মালিক; মূলত যে কেউই আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার (স্থায়ী) ঠিকানা হবে জাহান্নাম; এই যালেমদের (সেদিন) কোনো সাহায্যকারীই থাকবে না।

৭৩. তারাও কুফরী করেছে যারা বলেছে, তিন জনের মধ্যে তৃতীয় জন হচ্ছেন আল্লাহ। অথচ এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তারা যদি এখনো তাদের এসব (অলীক) কথাবার্তা থেকে ফিরে না আসে, তবে তাদের মাঝে যারা (একথা বলে) কুফরী করেছে, তাদের অবশ্যই কঠিন যন ণাদায়ক আযাবে পেয়ে যাবে।

৭৪. তারা কি আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না? (কখনো কি) তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

৭৫. মারইয়াম পুত্র মাসীহ তো রসূল ছাড়া কিছুই ছিলো না, তার আগেও (তার মতো) অনেক রসূল গত হয়েছে; তার মা ছিলো এক সত্যনিষ্ঠ মহিলা; তারা (মা ও ছেলে) উভয়ই (আর দু'দশটি মানুষের মতো করেই) খাবার খেতো; তুমি ল্য করে দেখো, আমি কিভাবে (আমার) আয়াতগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করছি, তুমি দেখো, কিভাবে তারা সত্যবিমুখ হয়ে যাচ্ছে।

৭৬. তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর এবাদাত করছো যা তোমাদের কোনো তি কিংবা উপকার কিছুই করার মতা রাখেনা; (প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছুই) শোনেন এবং (সব কিছুই) জানেন।

৭৭. তুমি বলো, হে আহলে কেতাবরা, তোমরা কখনো নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না, (মাসীহের ব্যাপারে) তোমরা সেসব জাতির খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা অনেক লোককেই গোমরাহ করে দিয়েছে, আর তারা নিজেরাও সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

৭৮. বনী ইসরাঈলদের আরো যারা (মাসীহের ব্যাপারে আল্লাহর এ ঘোষণা) অস্বীকার করেছে, তাদের ওপর দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখ থেকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে; কেননা, তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং সীমালংঘন করেছে।

৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করতো না, তারা যা করতো নিসন্দেহে তা ছিলো নিকৃষ্ট।

৮০. তুমি তাদের মাঝে এমন বহু লোককে দেখতে পাবে, যারা (ঈমানদারদের বদলে) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতেই বেশী আগ্রহী, অবশ্য তারা নিজেরা যা কিছু অর্জন করে সামনে পাঠিয়েছে তাও অতি নিকৃষ্ট, এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন, এ লোকেরা চিরকাল আযাবেই নিমজ্জিত থাকবে।

৮১. তারা যদি সত্যিই আল্লাহ তায়ালা, (তাঁর) নবী ও তাঁর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি যথাযথ ঈমান আনতো, তাহলে এরা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না, কিন্তু তাদের তো অধিকাংশ লোকই হচ্ছে গুনাহগার।

৮২. অবশ্যই তোমরা ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে ইহুদী ও মোশরেকদেরই বেশী কঠোর (দেখতে) পাবে, (অপরদিকে) মোমেনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তোমরা সেসব লোককে (কিছুটা) নিকটতর পাবে, যারা বলেছে আমরা খৃষ্টান; এটা এই কারণে যে, (তখনো) তাদের মধ্যে ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তি ও সংসারবিরাগী ফকীর-দরবেশরা মজুদ ছিলো, অবশ্যই এ ব্যক্তিরা অহংকার করে না।

পারা ৭

৮৩. রসুলের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা যখন এরা শোনে, তখন সত্য চেনার কারণে তুমি এদের অনেকের চোখকেই দেখতে পাবে অশ্রুসজল, (নিবেদিত হয়ে) তারা বলে ওঠে, হে আমাদের মালিক, আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদের (নাম) সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের দলে লিখে নাও।

৮৪. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আমাদের কাছে যা কিছু সত্য এসেছে তার ওপর আমরা ঈমান আনবো না কেন? (অথচ) আমরা এই প্রত্যাশা করি যে, আমাদের মালিক আমাদের সৎকর্মশীলদের দলভুক্ত করে দেবেন,

৮৫. অতপর তারা যা বললো সেজন্যে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে (পরকালে) তাদের এমন এক জান্নাত দান করবেন, যার তলদেশ দিয়ে (অমীয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী; আর এটা হচ্ছে নেককার লোকদের (যথার্থ) পুরস্কার।

৮৬. অপরদিকে যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতগুলো যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারা সবাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

৮৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করে দিয়েছেন, তোমরা সেগুলো (নিজেদের জন্যে) হারাম করে নিয়ো না, আর কখনো (হারামের) সীমা লংঘন করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের অপছন্দ করেন।

৮৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রেযেক দান করেছেন তোমরা তা খাও এবং (এ ব্যাপারে) সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

৮৯. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্যে তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যে শপথ তোমরা জেনে-বুঝে করো তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন, অতপর তার কাফফারা হচ্ছে দশ জন গরীব মেসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো, যা তোমরা (সচরাচর) নিজেদের পরিবার পরিজনদের খাইয়ে থাকো, কিংবা তাদের পোশাক দান করা, অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়া; যে ব্যক্তি (এর কোনোটাই) পাবে না, তার জন্যে (কাফফারা হচ্ছে) তিন দিন রোযা (রাখা); শপথ ভাঙলে তোমাদের (শপথ ভাংগার) এ হচ্ছে কাফফারা; (অতএব) তোমরা তোমাদের শপথসমুহ রক্ষা করো; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমুহ তোমাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো।

৯০. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (তোমরা জেনে রেখো), মদ, জুয়া, পুজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ, অতএব তোমরা তা (সমপূর্ণরূপে) বর্জন করো। আশা করা যায় তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।

৯১. শয়তান এই মদ ও জুয়ার মধ্যে (ফেলে) তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে চায় এবং এভাবে সে তোমাদের আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও নামায থেকে দুরে সরিয়ে রাখে, তোমরা কি (এ কাজ থেকে) ফিরে আসবে না?

৯২. তোমরা (সর্ববিষয়ে) আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসুলের, (মদ ও জুয়ার ধ্বংসকারীতা থেকে) সতর্ক থেকো, আর তোমরা যদি (রসুলের নির্দেশনা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, আমার রসুলের দায়িত্ব হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে (আমার কথাগুলো) পৌঁছে দেয়া।

৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) তারা যা কিছু খেয়েছে তার জন্যে তাদের ওপর কোনোই গুনাহ নেই, (হাঁ, ভবিষ্যতে) যদি তারা সাবধান থাকে, (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার নিষেধ থেকে) তারা সতর্ক থাকে, (একইভাবে যতোক্ষণ পর্যন্ত) তারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, অতপর আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে ও সততার নীতি অবলম্বন করতে থাকবে (আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দেবেন, কেননা); আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীল মানুষদের ভালোবাসেন।

৯৪. হে ঈমানদার লোকেরা, (এহরাম বাঁধা অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এমন কিছু শিকারের বস্তু দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেবেন, যেগুলো তোমরা সহজেই নিজেদের হাত ও বর্শা দ্বারা ধরতে পারো, যেন আল্লাহ তায়ালা এ কথা ভালো করে জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁকে গায়বের সাথে ভয় করে, সুতরাং এর পরও যদি কেউ সীমালংঘন করে, তার জন্যে যন¿ণাদায়ক আযাব রয়েছে।

৯৫. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় কখনো শিকার হত্যা করো না, যদি তোমাদের কেউ (এ অবস্থায়) জেনে-বুঝে কেউ তাকে হত্যা করে (তার জন্যে এর বিনিময় হচ্ছে), সে যে জন্তু হত্যা করেছে তার সমান পর্যায়ের একটি গৃহপালিত জন্তু কোরবানী হিসেবে কাবায় পৌঁছে দেবে, (যার) ফয়সালা করবে তোমাদের দু'জন ন্যায়বান বিচারক ব্যক্তি, কিংবা (তার জন্যে) কাফফারা হবে (কয়েকজন) গরীব-মেসকীনকে খাওয়ানো অথবা সমপরিমাণ রোযা রাখা, যাতে করে সে আপন কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) যা কিছু গত হয়ে গেছে আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দিয়েছেন; কিন্তু (এর পর) যদি কেউ (এর) পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন; আর আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবল শক্তিমান।

৯৬. তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে এবং তার খাবার হচ্ছে তোমাদের জন্যে ও (সমুদ্রের) পর্যটকদের জন্যে (উৎকৃষ্ট) সম্পদ, (মনে রাখবে), যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (শুধু) স্থলভাগের শিকারই তোমাদের জন্যে হারাম থাকবে; তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যাঁর সমীপে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।

৯৭. আল্লাহ তায়ালা (খানায়ে) কাবাকে সম্মানিত করেছেন মানব জাতির জন্যে (তার) ভিত্তি হিসেবে (তিনি একে প্রতিষ্ঠা করেছেন), একইভাবে তিনি সম্মানিত করেছেন (হজ্জের) পবিত্র মাসগুলোকে, কোরবানীর জন্তুগুলোকে এবং (এ উদ্দেশে বিশেষ) পট্টি বাঁধা জন্তুগুলোকে, এসব (বিধান) এ জন্যেই (দেয়া হয়েছে) যাতে করে তোমরা (এ কথা) জেনে নিতে পারো যে, আকাশমালা ও পৃথিবীর যেখানে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৯৮. তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানের ব্যাপারে (যেমনি) কঠোর, (তেমনি পুরস্কারের বেলায়) আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৯৯. রসুলের দায়িত্ব (হেদায়াতের বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো, যা কিছু গোপন রাখো, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন।

১০০. (হে রসুল,) তুমি বলো, পাক এবং নাপাক জিনিস কখনো সমান হতে পারে না, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য যতোই তোমাকে চমৎকৃত করুক না কেন! অতএব হে জ্ঞানবান মানুষরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, (আশা করা যায়) তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

১০১. হে ঈমানদার লোকেরা, (আল্লাহর নবীর কাছে) এমন সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করো না, যার জবাব প্রকাশ করা হলে (তাতে) তোমাদের কষ্ট হবে, অবশ্য কোরআন নাযিল হবার মুহূর্তে যদি তোমরা সে প্রশ্ন করো, তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে; (এ বিধান জারির) আগে যা কিছু হয়ে গেছে তা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন: কেননা আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।

১০২. তোমাদের আগেও কিছু সম্প্রদায় (তাদের নবীকে এ ধরনের) প্রশ্ন করতো, কিন্তু এর পরক্ষণেই তারা তা অমান্য করতে শুরু করলো।

১০৩. দেবতার উদ্দেশে প্রেরিত (কান ছেড়াঁ) 'বহীরা', (দেবতার নামে উৎসর্গীত) 'সায়েবা', (দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া নর ও মাদী বাচ্চা প্রসবকারী) 'ওয়াসীলা' ও (দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া দশ বাচ্চা প্রসবকারিণী উষ্ট্রী) 'হাম' এর কোনোটাই কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট করে দেননি, বরং কাফেররাই (এসব কুসংস্কার দিয়ে)

আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, আর এদের অধিকাংশ লোক তো (সত্য-মিথ্যার তফাৎটুকুও) উপলব্ধি করে না।

১০৪. যখন এদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা সেদিকে এসো, (এসো তাঁর) রসুলের দিকে, (তখন) তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যে বিধানের ওপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্যে যথষ্টে; যদিও তাদের বাপ-দাদারা (সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে) কিছুই জানতো না এবং তারা হেদায়াতের পথেও চলতোনা।

১০৫. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের ওপর, অন্য (কোনো) ব্যক্তি যদি গোমরাহ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেরা সঠিক পথের ওপর চলতে থাকবে; তোমাদের ফেরার জায়গা (কিন্তু) আল্লাহর দিকেই, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (সেদিন) বলে দেবেন তোমরা কে কী করছিলে!

১০৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের কারো যখন মৃত্যু (সময়) এসে উপনীত হয়, ওসিয়ত করার এ মুহূর্তে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মানুষকে সাক্ষী বানিয়ে রাখবে, আর যদি তোমরা প্রবাসে থাকো এবং এ সময় যদি তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে, তখন বাইরের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নেবে; (পরে যদি এ ব্যাপারে) তোমাদের কোনো সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে (সাক্ষী) দু'জনকে নামাযের পর আটকে রাখবে, অতপর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা কোনো স্বার্থের খাতিরে এ সাক্ষ্য বিক্রি করবো না, (এর কোনো পক্ষ আমাদের) ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও (নয়), আমরা আল্লাহর (জন্যে এ) সাক্ষ্য গোপন করবো না, (কেননা) আমরা যদি তেমন কিছু করি তাহলে আমরা গুনাহগারদের দলে শামিল হয়ে যাবো।

১০৭. পরে যদি একথা প্রকাশ পায়, এ (বাইরের) দু'জন সাক্ষী অপরাধে লিপ্ত ছিলো, তাহলে আগে (যাদের) স্বার্থহানি ঘটেছিলো তাদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, তারা (এসে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা বেশী সত্যভিত্তিক (হবে), আমরা (সাক্ষ্যের ব্যাপারে) সীমালংঘন করিনি (আমরা যদি তেমনটি করি), তাহলে আমরা যালেমদের দলভুক্ত হয়ে পড়বো।

১০৮. এ (পদ্ধতি)-তে বেশী আশা করা যায় যে, তারা ঠিক ঠিক সাক্ষ্য নিয়ে আসবে অথবা তারা অন্ততপক্ষে এ ভয় করবে যে, (তাদের) কসম আবার অন্য কারো কসম দ্বারা বাতিল করে দেয়া হবে; তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (রসুলের কথা) শোনো; আল্লাহ তায়ালা কখনো পাপী লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১০৯. যেদিন আল্লাহ তায়ালা সকল রসুলকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের (দাওয়াতের প্রতি মানুষদের পক্ষ থেকে) কিভাবে সাড়া দেয়া হয়েছিলো; তারা বলবে, আমরা তো (তার) কিছুই জানি না; যাবতীয় গায়বের বিষয়ে তুমিই পরিজ্ঞাত।

১১০. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মাইরয়াম-পুত্র ঈসা, আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দান করেছিলাম, যখন আমি পবিত্র আত্মা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি মানুষের সাথে (যেমনি) দোলনায় থাকতে কথা বলতে, (তেমনি বলতে) পরিণত বয়সেও, আমি যখন তোমাকে কেতাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাওরাত ও ইনজীল দান করেছিলাম, যখন তুমি আমারই হুকুমে কাঁচা মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি বানাতে, অতপর তাতে ফুঁ দিতে, আর আমার আদেশক্রমেই তা পাখী হয়ে যেতো,

আমারই হুকুমে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দিতে, আমারই আদেশে তুমি মৃতদের (কবর থেকে) বের করে আনতে, পরে যখন তুমি তাদের কাছে (নবুওতের) এসব নিদর্শন নিয়ে পৌঁছলে, তখন তাদের মধ্যে যারা (তোমাকে) অস্বীকার করেছিলো তারা বললো, এ নিদর্শনগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আমিই তোমার (কোনো অনিষ্ট সাধন) থেকে বনী ইসরাঈলদের নিবৃত্ত করে রেখেছিলাম।

১১১. (আরো স্মরণ করো,) যখন আমি হাওয়ারীদের (অন্তরে) এ প্রেরণা দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসুলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বললো (হে মালিক), আমরা (তোমার ওপর) ঈমান আনলাম, তুমি (এ কথার) সাক্ষ্য থেকো যে, আমরা তোমার অনুগত ছিলাম।

১১২. (অতপর) যখন এই হাওয়ারীদের দল বললো, হে মারইয়াম-পুত্র ঈসা! তোমার মালিক কি আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল আমাদের জন্যে পাঠাতে পারেন? ঈসা জবাব দিলো, (সত্যিই) যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো তাহলে (কোনো অহেতুক দাবী পেশ করার ব্যাপারে) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো।

১১৩. তারা বললো, আমরা (শুধু এটুকুই) চাই যে, আল্লাহর পাঠানো সেই (টেবিল) থেকে (কিছু) খাবার খেতে, এতে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে, (তাছাড়া এতে করে) আমরা এও জানতে পারবো তুমি আমাদের কাছে সঠিক কথা বলেছো, আমরা নিজেরাও এর ওপর সাক্ষী হবো।

১১৪. মারইয়াম-পুত্র ঈসা (আল্লাহর দরবারে) বললো, হে আল্লাহ, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল পাঠাও, এ হবে আমাদের জন্যে, আমাদের পুর্ববর্তী ও আমাদের পরবর্তীদের জন্যে তোমার কাছ থেকে (পাঠানো) একটি আনন্দোৎসব; (সর্বোপরি এটা) হবে তোমার (কুদরতের একটি) নিদর্শন, তুমি আমাদের রেযেক দাও, কেননা তুমিই হচ্ছো উত্তম রেযেকদাতা।

১১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ, আমি তোমাদের ওপর (অচিরেই) তা পাঠাচ্ছি, তবে এরপরও যদি তোমাদের কেউ (আমার ক্ষমতা) অস্বীকার করে তাহলে তাকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো, যা আমি সৃষ্টিকুলের কাউকেই আর দেবো না। ১১৬. যখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি কখনো (তোমার) লোকদের (একথা) বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে 'ইলাহ' বানিয়ে নাও! (এ কথার উত্তরে) সে বলবে (হে আল্লাহ), সমগ্র পবিত্রতা তোমার জন্যে, এমন কোনো কথা আমার পক্ষে শোভা পেতো না, যে কথা বলার আমার কোনো অধিকারই ছিলো না, যদি আমি তাদের এমন কোনো কথা বলতামই, তাহলে তুমি তো অবশ্যই তা জানতে; নিশ্চয়ই তুমি তো জানো আমার মনে যা কিছু আছে, কিন্তু আমি তো জানি না তোমার মনে কি আছে; যাবতীয় গায়ব অবশ্যই তুমি ভালো করে অবগত আছো।

১১৭. তুমি আমাকে যা কিছু বলতে হুকুম করেছো আমি তো তাদের তাছাড়া (অন্য) কিছুই বলিনি, (আর সে কথা ছিলো), তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, যিনি আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক, আমি যতোদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততোদিন তো আমি (নিজেই তাদের কার্যকলাপের) সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের ওপর একক নেগাহবান, যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের তুমিই ছিলে একক খবরদার।

১১৮. (আজ) তাদের অপরাধের জন্যে তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও (দিতে পারো), কারণ তারা তো তোমারই বান্দা, আর তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও (তাও তোমার মর্জি), অবশ্যই তুমি হচ্ছো বিপুল ক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাময়।

১১৯. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (হাঁ), এ হচ্ছে সেদিন, যেদিন সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিরা তাদের সততার জন্যে (প্রচুর) কল্যাণ লাভ করবে; (আর সে কল্যাণ হচ্ছে,) তাদের জন্যে এমন সুরম্য জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে অমীয় ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে; (বস্তুত) এ হচ্ছে এক মহাসাফল্য।

১২০. আকাশমালা ও যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ভেতর যা কিছু আছে তার সমুদয় বাদশাহী তো আল্লাহর জন্যেই এবং তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

সুরা আল আনয়াম

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১৬৫, রুকু ২০

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আকাশমালা ও ভূমন্ডল পয়দা করেছেন। তিনি অন্ধকারসমুহ ও আলো সৃষ্টি করেছেন; অতপর যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে, তারা (প্রকারান্তরে এর দ্বারা অন্য কিছুকেই) তাদের মালিকের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়।

২. তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (প্রত্যেকের জন্যে বাঁচার একটি) মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, (তেমনি তাদের মৃত্যুর জন্যেও) তাঁর কাছে একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, তারপরও তোমরা সন্দেহে লিপ্ত আছো!

৩. আসমানসমুহের এবং যমীনের (সর্বত্র) তিনিই তো হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ; তিনি (যেমনি) তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমুহ জানেন, (তেমনি) তিনি জানেন তোমরা কে (পাপ-পুণ্যের) কতোটুকু উপার্জন করছো তাও।

৪. তাদের মালিকের নিদর্শনসমুহের মধ্যে এমন একটি নিদর্শনও নেই, যা তাদের কাছে আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।

৫. তাদের কাছে যতোবারই (আমার পক্ষ থেকে) সত্য (দ্বীন) এসেছে; ততোবারই তারা তা অস্বীকার করেছে; অচিরেই তাদের কাছে সে খবরগুলো এসে হাযির হবে যা নিয়ে তারা হাসি-তামাশা করছিলো।

৬. তারা কি দেখেনি, তাদের আগে আমি এমন বহু জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি যাদের আমি পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যা তোমাদেরও করিনি। আকাশ থেকে তাদের ওপর আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, আবার তাদের (মাটির) নীচ থেকে আমি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছি, অতপর পাপের কারণে আমি তাদের (চিরতরে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাদের পর (তাদের জায়গায় আবার) আমি এক নতুন জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।

৭. (হে নবী,) আমি যদি তোমার কাছে কাগজে লেখা কোনো কেতাব নাযিল করতাম এবং তারা যদি তাদের হাত দিয়ে তা স্পর্শও করতো, তাহলেও কাফেররা বলতো, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়!

৮. তারা বলে, এ (নবী)-র প্রতি কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না কেন (যে তার সত্যতা সম্পর্কে আমাদের বলে দিতো)? যদি সত্যিই আমি কোনো ফেরেশতা পাঠিয়ে দিতাম তাহলে (তাদের) ফয়সালা (তো তখনি) হয়ে যেতো, এরপর তো আর কোনো অবকাশই তাদের দেয়া হতো না।

৯. (তা ছাড়া) আমি যদি (সত্যিই) ফেরেশতা পাঠাতাম, তাকেও তো মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম, তখনও তো তারা এমনিভাবে আজকের মতো সন্দেহেই নিমজ্জিত থাকতো।

১০. (হে রসুল,) তোমার আগেও বহু নবী-রসুলকে এভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, (অনন্তর) তাদের মধ্যে যারা নবীর সাথে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে তাই (তাদের আযাবের আকারে) পরিবষ্টেন করে ফেলেছে!

১১. (হে নবী,) তুমি তাদের বলো, তোমরা এ পৃথিবীতে ঘুরে-ফিরে দেখো, দেখো যারা (নবী-রসুলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে।

১২. (হে নবী!) তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা সব কার? তুমি বলো, (এর সবকিছুই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; (মানুষদের ওপর) দয়া করাটা তিনি তাঁর নিজের ওপর (কর্তব্য বলে) স্থির করে নিয়েছেন। কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের অবশ্যই জড়ো করবেন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; (সত্য অস্বীকার করে) যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, তারা (এমন একটি দিনের আগমনকে কখনো) বিশ্বাস করে না।

১৩. রাত ও দিনের মাঝে যা কিছু স্থিতি লাভ করছে তার সব কিছুই তাঁর জন্যে; তিনি (এদের সবার কথা) শোনেন এবং (সবার অবস্থা) দেখেন।

১৪. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কিভাবে আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবো, অথচ তিনিই (সৃষ্টিলোকের সবাইকে) আহার যোগান, তাঁকে কোনো রকমের আহার যোগানো যায় না; (তুমি) বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন সবার আগে আমি মুসলমান হয়ে যাই এবং (আমাকে এই মর্মে আরো) আদেশ দেয়া হয়েছে, 'তুমি কখনো মোশরেকদের দলে শামিল হয়ো না।'

১৫. (তুমি আরো) বলো, আমি যদি আমার মালিকের কথা না শুনি, তাহলে আমি এক মহাদিবসের আযাব (আমার ওপর আপতিত হওয়ার) ভয় করি।

১৬. সে (কেয়ামতের) দিন যাকে তা (শাস্তি) থেকে রেহাই দেয়া হবে, তার ওপর (নিসন্দেহে) আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করবেন, আর এটিই (হবে সেদিনের) সুস্পষ্ট সাফল্য।

১৭. (জেনে রেখো,) যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোনো দুঃখ পৌঁছাতে চান তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউই (তোমার থেকে) তা দুর করতে পারবে না; অপরদিকে তিনি যদি তোমার কোনো উপকার করেন তাহলে (কেউ তাতে বাধাও দিতে পারে না,) তিনি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান!

১৮. তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী; তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সম্যক ওয়াকেফহাল।

১৯. তুমি (তাদের) বলো, সাক্ষী হিসেবে কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশী বড়ো? তুমি বলো, (হাঁ) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি তোমাদের এবং আমার মাঝে (সর্বোত্তম) সাক্ষী হয়ে থাকবেন। এ কোরআন (তাঁর কাছ থেকেই) আমার কাছে নাযিল করা হয়েছে, যেন তা দিয়ে তোমাদের এবং (তোমাদের পর) যাদের কাছে এ গ্রন্থ পৌঁছবে (তাদের সকলকে) আমি (আযাবের) ভয় দেখাই; তোমরা কি (সত্যিই) একথার সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, আল্লাহর সাথে আরো কোনো ইলাহ রয়েছে ? (হে নবী,) তুমি (তাদের) জানিয়ে দাও, আমি (জেনে-বুঝে) কখনো এ ধরনের (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিতে পারবো না, তুমি বলো, তিনি তো একক, তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) যে শেরেক করে যাচ্ছো, তার থেকে আমি সমপূর্ণ মুক্ত।

২০. (তোমার আগে) যাদের আমি কেতাব দান করেছি তারা নবীকে ঠিক সেভাবেই চেনে, যেভাবে চেনে তারা তাদের আপন ছেলেদের, কিন্তু যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে তারা তো (কখনো) ঈমান আনবে না।

২১. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো মিথ্যা কথা রচনা করে কিংবা তাঁর কোনো আয়াতকে অস্বীকার করে, এ (ধরনের) যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

২২. একদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো, অতপর মোশরেকদের আমি বলবো, তারা সবাই আজ কোথায় যাদের তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) আমার সাথে শরীক মনে করতে!

২৩. অতপর তাদের (সেদিন) একথা (বলা) ছাড়া কোনো যুক্তিই থাকবে না যে, আল্লাহ তায়ালার কসম, যিনি আমাদের মালিক, আমরা কখনো মোশরেক ছিলাম না।

২৪. (হে নবী,) তুমি চেয়ে দেখো, কিভাবে (আজ) লোকগুলো (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) নিজেরাই নিজেদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং (এও দেখো,) তাদের নিজেদের রচনা করা মিথ্যা (কিভাবে আজ) নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে!

২৫. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যে (বায্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়) তোমার কথা সে কান দিয়ে শুনছে, (কিন্তু আসলে) আমি তাদের মনের ওপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি, যার কারণে তারা কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না, আমি তাদের কানেও ছিপি এঁটে দিয়েছি; (মুলত) তারা যদি (আল্লাহর) সব নিদর্শন দেখেও নেয়, তবু তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না; এমনকি তারা যখন তোমার সামনে আসবে তখন তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, (কোরআনের আয়াত সম্পর্কে) কাফেররা বলবে, এতো পুরনো দিনের গল্পকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৬. তারা (যেমন) নিজেদের তা (শোনা) থেকে বিরত রাখে, (তেমনি) অন্যদেরও তা থেকে দুরে রাখে, (মুলত এ আচরণে) তারা নিজেদেরই ধ্বংস সাধন করছে, অথচ তারা কোনো খবরই রাখে না।

২৭. তুমি যদি (সত্যিই তাদের) দেখতে পেতে যখন এই (হতভাগ্য) ব্যক্তিদের (জ্বলন্ত) আগুনের পাশে এনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা (চীৎকার করে) বলবে, হায়! যদি আমাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমরা (আর কখনো) আমাদের মালিকের আয়াতসমুহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং আমরা (অবশ্যই) ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে যেতাম।

২৮. এর আগে যা কিছু তারা গোপন করে আসছিলো (আজ) তা তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেলো; (আসলে) যদি তাদের আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোও হয়, তবু তারা তাই করে বেড়াবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিলো, তারা (আসলেই) মিথ্যাবাদী।

২৯. (এ) লোকগুলো আরও বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই হচ্ছে একমাত্র জীবন, আমরা কখনোই পুনর্জীবিত হবো না।

৩০. হায়! তুমি যদি সত্যিই (সে দৃশ্য) দেখতে পেতে যখন তাদেরকে তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন (আজ বলো), এ দিনটি কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ, আমাদের মালিকের শপথ (এটা সত্য); তিনি বলবেন, তাহলে (আজ) সে (কঠিন) আযাব ভোগ করো, যাকে তোমরা সব সময় অবিশ্বাস করতে।

৩১. অবশ্যই তারা (ভীষণভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যারা আল্লাহর সামনা সামনি হওয়াকে মিথ্যা বলেছে; আর একদিন যখন (সত্যি সত্যিই) কেয়ামতের ঘন্টা হঠাৎ করে তাদের সামনে এসে হাযির হবে, তখন তারা বলবে, হায় আফসোস, (দুনিয়ায়) এ দিনটিকে আমরা কতোই না অবহেলা করেছি, সেদিন তারা নিজেদের পাপের বোঝা নিজেদের পিঠেই বয়ে বেড়াবে; কতো (ভারী ও) নিকৃষ্ট বোঝা হবে সেটি!

৩২. আর (এ) বৈষয়িক জীবন, এ তো নিছক কিছু খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; (মুলত) পরকালের বাড়িঘরই তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে; তোমরা কি (মোটেই) অনুধাবন করো না?

৩৩. (হে রসুল,) আমি জানি, এ লোকগুলো যেসব কথাবার্তা বলে, তা তোমাকে (বড়োই) পীড়া দেয়, কিন্তু তুমি কি জানো, এরা (এসব বলে শুধু) তোমাকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করছে না; বরং এ যালেমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার আয়াতকেই অস্বীকার করছে।

৩৪. তোমার আগেও (এভাবে) বহু (নবী)-রসুলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও (নানা রকম) নির্যাতন চালাবার পরও তারা (কঠোর) ধৈর্য ধারণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার (পক্ষ থেকে) সাহায্য এসে হাযির হয়েছে। আসলে আল্লাহর কথার রদবদলকারী কেউ নেই, তদুপরি নবীদের (এ সব) সংবাদ তো তোমার কাছে (আগেই) এসে পৌঁছেছে।

৩৫. (তারপরও) যদি তাদের এ উপেক্ষা তোমার কাছে কষ্টকর মনে হয়, তাহলে তোমার সাধ্য থাকলে তুমি (পালানোর জন্যে) ভূগর্ভে কোনো সুড়ংগ কিংবা আসমানে সিঁড়ি তালাশ করো, (পারলে 'সেখানে চলে যাও) এবং (সেখান থেকে) তাদের জন্যে কোনো কিছু একটা নিদর্শন নিয়ে এসো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তিনি তাদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর জড়ো করে দিতে পারতেন, তুমি কখনো মুর্খ লোকদের দলে শামিল হয়ো না।

৩৬. যারা (এ কথাগুলো যথাযথভাবে) শোনে, তারা অবশ্যই (আল্লাহর) ডাকে সাড়া দেয় এবং যারা মরে গেছে আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকেও কবর থেকে উঠিয়ে (জড়ো করে) নেবেন, অতপর (মহা বিচারের জন্যে) তারা সবাই তাঁর সামনে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৩৭. এরা বলে, (নবীর) ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে (আমাদের কথামতো) কোনো নিদর্শন নাযিল করা হয়নি কেন? (হে রসুল,) তুমি তাদের বলো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) নিদর্শন পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তো কিছু জানে না।

৩৮. যমীনের বুকে বিচরণশীল যে কোনো জন্তু কিংবা বাতাসের বুকে নিজ ডানা দুটি দিয়ে উড়ে চলা যে কোনো পাখীই (তোমরা দেখো না কেন)-এগুলো সবই তোমাদের মতো (আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি); আমি (আমার) গ্রন্থে বর্ণনা বিশ্লেষণে কোনো কিছুই বাকী রাখিনি, অতপর এদের সবাইকে (একদিন) তাদের মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

৩৯. যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তারা (হেদায়াতের ব্যাপারে) বধির ও মুক, তারা অন্ধকারে পড়ে আছে; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করে দেন; আবার যাকে চান তাকে সঠিক পথের ওপর স্থাপন করেন।

৪০. তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যখন তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে (বড়ো ধরনের) কোনো আযাব আসবে, কিংবা হঠাৎ করে কেয়ামত এসে হাযির হবে, তখন তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ডাকবে? (বলো) যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

৪১. বরং তোমরা (তো সেদিন) শুধু তাঁকেই ডাকবে, তোমরা যে জন্যে তাঁকে ডাকবে তিনি চাইলে তা দুর করে দেবেন (এবং) যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশীদার বানাতে, তাদের সবাইকেই (তখন) তোমরা ভুলে যাবে।

৪২. তোমার আগের জাতিসমুহের কাছেও আমি আমার রসুল পাঠিয়েছিলাম, তাদেরও আমি দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয়ে(-র জালে) আটকে রেখেছিলাম, যাতে করে তারা বিনয়ের সাথে নতিস্বীকার করে।

৪৩. কিন্তু সত্যিই যখন তাদের ওপর আমার বিপর্যয় এসে আপতিত হলো, তখনও তারা কেন বিনীত হলো না, অধিকন্তু তাদের অন্তর এতে আরো শক্ত হয়ে গেলো এবং তারা যা করে যাচ্ছিলো, শয়তান তাদের কাছে তা শোভনীয় করে তুলে ধরলো।

৪৪. অতপর তারা সে সব কিছুই ভুলে গেলো, যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হয়েছিলো; তারপরও আমি তাদের ওপর (সচ্ছলতার) সব কয়টি দুয়ারই খুলে দিলাম; শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাতেই মত্ত হয়ে গেলো যা তাদের দেয়া হয়েছিলো, তখন আমি তাদের হঠাৎ পাকড়াও করে নিলাম, ফলে তারা নিরাশ হয়ে পড়লো।

৪৫. (এভাবেই) যারাই (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) যুলুম করেছে, তাদেরই মুলোচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে; আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।

৪৬. (হে রসুল, তাদের) তুমি বলো, তোমরা কি একথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের শোনার ও দেখার ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমুহের ওপর মোহর মেরে দেন, তবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের দ্বিতীয় কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের এসব কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবে; লক্ষ্য করো, কিভাবে আমার আয়াতসমুহ আমি খুলে খুলে বর্ণনা করছি, এ সত্ত্বেও অতপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

৪৭. তুমি বলো, তোমরা চিন্তা করে দেখেছো কি, যদি কখনো অকস্মাৎ (গোপনে) কিংবা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হয়, (তাতে) কতিপয় যালেম সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?

৪৮. আমি তো রসুলদের (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী ছাড়া অন্য কোনো হিসেবে পাঠাই না, অতপর যে ব্যক্তি (রসুলদের ওপর) ঈমান আনবে এবং (তাদের কথা মতো) নিজেকে সংশোধন করে নেবে, এমন লোকদের (পরকালে) কোনো ভয় নেই এবং তাদের (সেদিন) কোনোরকম চিন্তিতও হতে হবে না।

৪৯. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমুহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তাদের এই নাফরমানীর কারণে আমার আযাব তাদের ঘিরে ধরবে।

৫০. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের (একথা) বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ তায়ালার বিপুল ধনভান্ডার রয়েছে, না (একথা বলি যে,) আমি গায়বের কোনো খবর রাখি! আর একথাও বলি না যে, আমি

একজন ফেরেশতা, (আসলে) আমি তো সেই ওহীরই অনুসরণ করি যা আমার ওপর নাযিল করা হয়, তুমি বলো, অন্ধ আর চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি (কখনো) এক হতে পারে? তোমরা কি মোটেই চিন্তাভাবনা করো না?

৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি সে (কিতাবের) মাধ্যমে সেসব লোককে পরকালের (আযাবের) ব্যাপারে সতর্ক করে দাও, যারা এ ভয় করে যে, তাদেরকে (একদিন) তাদের মালিকের সামনে একত্র করা হবে, (সেদিন) তাদের জন্যে তিনি ছাড়া কোনো সাহায্যকারী বন্ধু কিংবা কোনো সুপারিশকারী থাকবে না, আশা করা যায় (এতে করে) তারা সাবধান হবে।

৫২. যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের মালিককেই ডাকে, তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের তুমি (কখনো তোমার কাছ থেকে) সরিয়ে দিয়ো না, (কারণ) তাদের কাজকর্মের (জবাবদিহিতার) দায়িত্ব (যেমন) তোমার ওপর কিছুই নেই, (তেমনি) তোমার কাজকর্মের হিসাব-কিতাবের কোনো রকম দায়িত্বও তাদের ওপর নেই, (তারপরও) যদি তুমি তাদের তোমার কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দাও, তাহলে তুমিও বাড়াবাড়ি করা লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবে।

৫৩. আর আমি এভাবেই তাদের একদল দ্বারা অন্য দলের পরীক্ষা নিয়েছি, যেন তারা (একদল) একথা বলতে পারে যে, এরাই কি হচ্ছে আমাদের মাঝে সে দলের লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহ করেছেন; আল্লাহ তায়ালা কি (তাঁর) কৃতজ্ঞ বান্দাহদের ভালো করে জানেন না।

৫৪. যারা আমার আয়াতসমুহের ওপর ঈমান এনেছে তারা যখন তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তাদের বলো, (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর) শান্তি বর্ষিত হোক- তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করাটা তোমাদের মালিক নিজের কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন; তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখনো অজ্ঞতাবশত কোনো অন্যায় কাজ করে বসে এবং পরক্ষণেই তাওবা করে ও (নিজের জীবন) শুধরে নেয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (তাকে ক্ষমা করে দেবেন, তিনি) একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৫৫. আর এভাবেই আমি আমার আয়াতসমুহ বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

৫৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলে দাও, (এক) আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যাদের গোলামী করছো, আমাকে তাদের গোলামী করতে নিষেধ করা হয়েছে; তুমি (তাদের এও) বলে দাও, আমি কখনো তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না, (তেমনটি করলে) আমি নিসন্দেহে গোমরাহ হয়ে যাবো এবং আমি আর সত্যের অনুসরণকারী দলের সাথে থাকবো না।

৫৭. তুমি বলো, আমি অবশ্যই আমার মালিকের এক উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তাই তোমরা অস্বীকার করছো; (এ অস্বীকার করার পরিণাম) যা তোমরা দ্রুত (দেখতে) চাও তা (ঘটানোর ক্ষমতা) আমার কাছে নেই! (সব কিছুর) চূড়ান্ত ক্ষমতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; (আর এ মহা) সত্যটিই তিনি (তোমাদের কাছে) বর্ণনা করছেন, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।

৫৮. তুমি বলো, (আযাবের) যে বিষয়টার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছো, তা (ঘটানো) যদি আমার ক্ষমতার মধ্যে থাকতো, তাহলে তোমাদের ও আমার মধ্যকার ফয়সালা (অনেক আগেই) হয়ে যেতো! যালেমদের (সাথে কি আচরণ করা উচিত তা) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন।

৫৯. গায়বের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সে-ই (অদৃশ্য) খবর তো তিনি ছাড়া আর কারোই জানা নেই; জলে-স্থলে (যেখানে) যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন; (এই সৃষ্টিরাজির মধ্যে) একটি পাতা কোথাও

ঝরে না যার (খবর) তিনি ছাড়া অন্য কেউই জানে না, মাটির অন্ধকারে একটি শস্যকণাও নেই- নেই কোনো তাজা সবুজ, (কিংবা ক্ষয়প্রাপ্ত) শুকনো (কিছু), যার (পুর্ণাংগ) বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই।

৬০. তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি রাতের বেলা তোমাকে মৃত (মানুষের মতো) করে ফেলেন, আবার দিনের বেলায় তোমরা যা কিছু (যমীনের বুকে) করে বেড়াও, তাও তিনি (পুংখানুপুংখ) জানেন, পরিশেষে সেখানে তিনি তোমাদের (মৃতসম অবস্থা থেকে) আবার (জীবনের অবস্থায়) ফিরিয়ে আনেন, যাতে করে তোমাদের নির্দিষ্ট সময়কালটি এভাবে পুর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে, (আর এ মেয়াদ পুরণ করার পর) তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন (একদিন) তাঁর দিকেই (সংঘটিত) হবে, অতপর তিনি তোমাদের (পুংখানুপুংখ) বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করছিলে।

৬১. আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের (যাবতীয় বিষয়ের) ওপর পুর্ণ মাত্রায় কর্তৃত্বশীল, (এ জন্যেই) তিনি তোমাদের ওপর পাহারাদার (ফেরেশতা) নিযুক্ত করেন; এমনকি (দেখতে দেখতে) তোমাদের কারো যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন প্রেরিত ফেরেশ্তারা তার (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, (দায়িত্ব পালনে ফেরেশতারা) কখনো কোনো ভুল করে না।

৬২. অতপর তাদের সবাইকে বিচারের জন্যে তাদের আসল মালিকের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে; হুশিয়ার (থেকো, কারণ), যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কিন্তু একা তাঁর এবং ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণে তিনি অত্যন্ত তৎপর।

৬৩. তুমি (তাদের) বলো, যখন তোমরা স্থলভূমে ও সমুদ্রের অন্ধকারে (বিপদে) পড়ো, (যখন) তোমরা কাতর কন্ঠে এবং নীরবে তাঁকেই ডাকতে থাকো, তখন (কে) তোমাদের (সেসব থেকে) উদ্ধার করে? (কাকে তোমরা তখন) বলো (হে মালিক), আমাদের যদি তুমি এ থেকে বাঁচিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাবো।

৬৪. তুমি বলে দাও, হাঁ, আল্লাহ তায়ালাই (তখন) তোমাদের সে (অবস্থা) থেকে এবং অন্যান্য যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে দেন, তারপরও তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করো!

৬৫. তুমি (আরো) বলো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব পাঠাতে সক্ষম, অথবা তিনি তোমাদের দল-উপদলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতেও সমপূর্ণরূপে সক্ষম; লক্ষ্য করো, কিভাবে আমি আমার আয়াতসমুহ (তাদের কাছে) বর্ণনা করি, যাতে করে তারা (সত্য) অনুধাবন করতে পারে।

৬৬. তোমার জাতির লোকেরা এ (কোরআন)কে অস্বীকার করেছে, অথচ তাই একমাত্র সত্য; তুমি (তাদের এটুকুই) বলে দাও যে, আমি তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই।

৬৭. প্রতিটি বার্তার (প্রমাণের) জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ মজুদ রয়েছে এবং তোমরা অচিরেই (তা) জানতে পারবে।

৬৮. তুমি যখন এমন সব লোককে দেখতে পাও যারা আমার আয়াতসমুহ নিয়ে হাসি-বিদ্রূপ করছে, তখন তুমি তাদের কাছ থেকে সরে এসো, যতোক্ষণ না তারা অন্য কথার দিকে মনোনিবেশ করে; যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে (ওখানে বসিয়ে) রাখে, তাহলে মনে পড়ার পর তুমি যালেম সম্প্রদায়ের সাথে আর বসে থেকো না।

৬৯. তাদের (এসব) কার্যকলাপের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে, তাদের ওপর হিসাবের কোনো দায়দায়িত্ব নেই, তবে উপদেশ তো দিয়েই যেতে হবে, হতে পারে তারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে।

৭০. সেসব লোকদের তুমি (আল্লাহর বিচারের জন্যে) ছেড়ে দাও, যারা তাদের দ্বীনকে নিছক খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছে এবং এ পার্থিব জীবন যাদের প্রতারণার জালে আটকে রেখেছে, তুমি এ (কোরআন) দিয়ে (তাদের আমার কথা) স্মরণ করাতে থাকো, যাতে করে কেউ নিজের অর্জিত কর্মকান্ডের ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে না পারে, (মহাবিচারের দিন) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো সাহায্যকারী বন্ধু এবং সুপারিশকারী থাকবে না। সে যদি নিজের সব কিছু দিয়েও দেয়, তবু তার কাছ থেকে (সেদিন তা) গ্রহণ করা হবে না; এরাই হচ্ছে সে (হতভাগ্য) মানুষ, যাদের নিজেদের অর্জিত গুনাহের কারণে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে, আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্যে (আরো থাকবে) ফুটন্ত পানি ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

৭১. তুমি (তাদের) বলো, আমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবো, যে- না আমাদের কোনো উপকার করতে পারে, না আমাদের কোনো অপকার করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা যেখানে আমাদের (চলার জন্যে) সঠিক পথ বাতলে দিয়েছেন, সেখানে তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা কি আবার উল্টো পথে ফিরে যাবো- ঠিক সে ব্যক্তিটির মতো, যাকে শয়তানরা যমীনের বুকে পথভ্রষ্ট করে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়াচ্ছে, অথচ তার সংগী-সাথীরা তাকে ডাকছে, তুমি আমাদের কাছে এসো, আমাদের কাছে (মজুদ আল্লাহ তায়ালার) সহজ সরল পথের দিকে! তুমি বলে দাও, সত্যিকার অর্থে হেদায়াত তো তাই; যা আল্লাহর (পক্ষ থেকে এসেছে) এবং আমাদের এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে আনুগত্যের মাথা নত করি,

৭২. আমরা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করি এবং আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করি; (কেননা) তিনিই হচ্ছেন এমন সত্তা, যাঁর সামনে (একদিন) তোমাদের সবাইকে সমবেত করা হবে।

৭৩. তিনিই যথাবিধি আসমানসমুহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; যেদিন (আবার) তিনি বলবেন (সব কিছু বিলীন) হয়ে যাও, তখন (সাথে সাথেই) তা (বিলীন) হয়ে যাবে, তাঁর কথাই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে (সেদিন) যাবতীয় কর্তৃত্ব ও বাদশাহী হবে একান্তই তাঁর; তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি সম্যক অবগত।

৭৪. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললো, তুমি কি (সত্যি সত্যিই এই) মুর্তিগুলোকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছো? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি ও তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছো।

৭৫. এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশসমুহ ও যমীনের যাবতীয় পরিচালন ব্যবস্থা দেখাতে চেয়েছিলাম, যেন সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের দলে শামিল হয়ে যেতে পারে।

৭৬. যখন তার ওপর আঁধার ছেয়ে রাত এলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেলো, (তারকাটি দেখেই) সে বলে উঠলো, এ (বুঝি) আমার মালিক, অতপর যখন তারকাটি ডুবে গেলো, তখন সে (কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে) বললো, যা ডুবে যায় তাকে তো আমি (আমার মালিক বলে) পছন্দ করতে পারি না!

৭৭. (এবার) যখন সে (আকাশে) একটি ঝলমলে চাঁদ দেখলো, তখন বললো (হাঁ), এই (মনে হয়) আমার মালিক, অতপর (এক পর্যায়ে) যখন তাও ডুবে গেলো তখন সে বললো, আমার 'রব' যদি আমাকে সঠিক পথ না দেখান, তাহলে আমি অবশ্যই গোমরাহ লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবো।

৭৮. (এরপর দিনের বেলায়) সে যখন দেখলো একটি আলোকোজ্জ্বল সুর্য এবং (দেখেই) বলতে লাগলো, (মনে হচ্ছে) এই আমার মালিক, (কারণ এ যাবত যা দেখেছি) এটা তার সবগুলোর চাইতে বড়ো, (সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে) তাও যখন ডুবে গেলো, তখন ইবরাহীম (নতুন বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে) নিজের জাতিকে ডেকে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমরা যে সব কিছুকে আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশীদার বানাও, আমি তা থেকে সমপূর্ণ মুক্ত।

৭৯. আমি নিষ্ঠার সাথে সেই মহান সার্বভৌম মালিকের দিকেই আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, যিনি এই আসমানসমুহ ও যমীন (সহ চাঁদ-সুরুজ-গ্রহ-তারা সব কিছু) পয়দা করেছেন, আমি (এখন) আর মোশরেকদের দলভুক্ত নই।

৮০. (এর পরই) তার জাতির লোকেরা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) বিতর্ক শুরু করে দিলো; (জবাবে) সে বললো, তোমরা কি আমার সাথে স্বয়ং (কুল মাখলুকাতের মালিক) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে তর্ক করছো, অথচ তিনিই আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন; আমি (এখন আর) তোমাদের (মাবুদদের) ডরাই না- যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার (কাজে) অংশীদার (মনে) করো। অবশ্য আমার মালিক যদি অন্য কিছু চান (সেটা আলাদা কথা); আমার মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত; (এরপরও) কি তোমরা সতর্ক হবে না?

৮১. তোমরা যাকে আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশীদার বানাও, তাকে আমি কিভাবে ভয় করবো, অথচ তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের শরীক করতে ভয় পাও না, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রমাণপত্র তোমাদের কাছে পাঠাননি; (এ অবস্থায় তোমরাই বলো,) আমাদের এ উভয় দলের মধ্যে কোন দলটি (দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তালাভের বেশী অধিকারী? (বলো!) যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে!

৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের ঈমানকে যুলুম (-এর কালিমা) দিয়ে কলুষিত করেনি, তারাই (হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তালাভের বেশী অধিকারী, (মুলত) তারাই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত।

৮৩. এ ছিলো (শেরেক সম্পর্কিত) আমার সেই (অকাট্য) যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তার জাতির ওপর দান করেছিলাম, (এভাবেই) আমি (আমার জ্ঞান দিয়ে) যাকে ইচ্ছা তাকে সমুন্নত করি; অবশ্যই তোমার মালিক প্রবল প্রজ্ঞাময়, কুশলী।

৮৪. অতপর আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব (-এর মতো দুই জন সুপুত্র); এদের সবাইকেই আমি সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলাম, (এদের) আগে আমি নূহকেও হেদায়াতের পথ দেখিয়েছি, অতপর তার বংশের মাঝে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা এবং হারূনকেও (আমি হেদায়াত দান করেছি); আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

৮৫. যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও (আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম); এরা সবাই ছিলো নেককারদের দলভুক্ত।

৮৬. আমি (আরো সৎপথ দেখিয়েছিলাম) ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস এবং লূতকেও; এদের সবাইকেই আমি (নবুওত দিয়ে) সৃষ্টিকুলের ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলাম।

৮৭. এদের পুর্বপুরুষ, এদের পরবর্তী বংশধর ও এদের ভাই বন্ধুদেরও আমি (নানাভাবে পুরস্কৃত করেছিলাম), আমি এদেরকে বাছাই করে নিয়েছিলাম এবং আমি এদের সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।

৮৮. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত, নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তিনি তাকেই এ হেদায়াত দান করেন; (কিন্তু) তারা যদি শেরেক করতো, তাহলে তাদের যাবতীয় কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেতো।

৮৯. এরাই ছিলো সেসব লোক, যাদের আমি কেতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করেছি, (এ সত্ত্বেও আজ) যদি তারা তা অস্বীকার করে (তাতে আমার কোনোই ক্ষতি নেই), আমি তো (অতীতে) এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, যারা কখনো (এগুলো) প্রত্যাখ্যান করেনি।

৯০. এরা হচ্ছে সে সব (সৌভাগ্যবান বান্দা)- আল্লাহ তায়ালা যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন; অতএব (হে মোহাম্মদ), তুমিও এদের পথের অনুসরণ করো (এবং কাফেরদের) বলো, আমি এর ওপর তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; (আসলে) এ হচ্ছে (দুনিয়ার) মানুষের জন্যে একটি স্মরণিকা মাত্র।

৯১. তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি, (বিশেষ করে) যখন তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের ওপর (গ্রন্থের) কোনো বস্তুই নাযিল করেননি; তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, (যদি তাই হয় তাহলে) মুসার আনীত কেতাব- যা মানুষের জন্যে ছিলো এক আলোকবর্তিকা ও পথনির্দেশ, যা তোমরা কাগজের (পাতায়) লিখে রাখতে, যার কিছু অংশ তোমরা মানুষের সামনে প্রকাশ করতে এবং অধিকাংশই গোপন করে রাখতে, (সর্বোপরি) সে কিতাব দ্বারা তোমাদের এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো, যার কিছুই তোমরা জানতে না এবং তোমাদের পুর্বপুরুষরাও জানতো না- তা কে নাযিল করেছেন? তুমি বলো (হাঁ,) আল্লাহ তায়ালাই (তা নাযিল করেছেন), (হে নবী,) তুমি তাদের (এসব) নিরর্থক আলোচনায় মত্ত থাকতে দাও।

৯২. এটি এক বরকতপুর্ণ গ্রন্থ, যা আমি (তোমার কাছে) পাঠিয়েছি, এটি আগের কিতাবের পুরোপুরি সত্যায়ন করে এবং যাতে এ (কিতাব) দিয়ে তুমি মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদসমুহের মানুষকে সাবধান করবে; যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে তারা এ কিতাবের ওপরও ঈমান আনে, আর তারা তাদের নামাযের হেফাযত করে।

৯৩. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, অথবা বলে, আমার ওপর ওহী নাযিল হয়েছে, (যদিও) তার প্রতি কিছুই নাযিল করা হয়নি, (তার চাইতেই বা বড়ো যালেম কে,) যে বলে, আমি অচিরেই আল্লাহর নাযিল করা গ্রন্থের মতো কিছু নাযিল করে দেখাবো! যদি (সত্যি সত্যিই) যালেমদের মৃত্যু-যন্ত্রণা (উপস্থিত) হবার সময় (তাদের অবস্থাটা) তুমি দেখতে পেতে! যখন (মৃত্যুর) ফেরেশতারা তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণবায়ু বের করে দাও; তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যেসব অন্যায় কথা বলতে এবং আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে যে (ক্ষমাহীন) ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, তার জন্যে আজ অত্যন্ত অবমাননাকর এক আযাব তোমাদের দেয়া হবে।

৯৪. (আজ সত্যি সত্যিই) তোমরা আমার সামনে (একাকী) নিসঙ্গ অবস্থায় এলে, যেমনি নিসঙ্গ অবস্থায় আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, অতপর তোমাদের আমি যা কিছু (বিষয় সম্পদ) দান করেছিলাম, তার সবটুকুই তোমরা পেছনে ফেলে (একান্ত খালি হাতে এখানে) এসেছো, তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারী ব্যক্তিদের- যাদের তোমরা মনে করতে তারা তোমাদের (কাজকর্মের) মাঝে অংশীদার, তাদের তো আজ তোমাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি না। বস্তুত তাদের এবং তোমাদের মধ্যকার সেই (মিথ্যা) সম্পর্ক আজ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের ব্যাপারে তোমরা যা ধারণা করতে তাও আজ নিষ্ফল (প্রমাণিত) হয়ে গেছে।

৯৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শস্যবীজ ও আঁটিগুলো অংকুরিত করেন, তিনিই নির্জীব (কিছু) থেকে জীবন্ত (কিছু) বের করে আনেন, (আবার) তিনিই জীবন্ত (কিছু) থেকে প্রাণহীন কিছু নির্গত করেন; এই (সৃষ্টি কৌশলের মালিক) হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, (এরপরও) তোমরা কোথায় কোথায় ঠোকর খাচ্ছো (বলো)!

৯৬. (রাতের আঁধার ভেদ করে) তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনি রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং (দিন তারিখের) হিসাব কিতাবের জন্যে তিনি চাঁদ ও সুরুজ বানিয়েছেন, এসব কিছুই হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার নির্ধারণ করা (বিষয়)।

৯৭. তিনি তোমাদের জন্যে (অসংখ্য) তারকা বানিয়ে রেখেছেন যেন তোমরা জলে-স্থলের আঁধারে পথের দিশা পেতে পারো, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা (এ সব কিছু) জানে, তাদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনসমুহ খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।

৯৮. তিনি তোমাদের মাত্র একটি ব্যক্তিসত্তা থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি (তোমাদের) থাকার জায়গা ও মালসামান রাখার জায়গা (বানালেন), জ্ঞানী লোকদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনগুলো (এভাবেই) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।

৯৯. তিনি আসমান থেকে পানি (-র ধারা) নাযিল করেন, অতপর সে পানি দিয়ে আমি সব রকমের উদ্ভিদ (ও গাছপালা) জন্মানোর ব্যবস্থা করি, তা থেকে সবুজ শ্যামল পাতা উদগত করি, পরে তা থেকে পরস্পর জড়ানো ঘন শস্যদানাও সৃষ্টি করি এবং (ফলের) ভারে নুয়ে পড়া খেজুরের গোছা বের করে আনি, আংগুরের উদ্যানমালা, জলপাই ও আনার পয়দা করি, এগুলো একে অন্যের সদৃশ হয়, আবার (একটার সাথে) আরেকটার গরমিলও থাকে; গাছ যখন সুশোভিত হয় তখন (এক সময়) তা ফলবান হয়, আবার যখন ফলগুলো পাকতে শুরু করে, তখন তোমরা এই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকো; অবশ্যই এতে ঈমানদার লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

১০০. তারা জ্বিনকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে, অথচ আল্লাহ তায়ালাই জ্বিনদের পয়দা করেছেন, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহ তায়ালার ওপর পুত্র-কন্যা ধারণের অপবাদও আনয়ন করে, অথচ আল্লাহ তায়ালা মহিমান্বিত, এরা যা বলে তিনি তার চাইতে অনেক মহান ও পবিত্র।

১০১. তিনি আসমানসমুহ ও যমীনের (একক) উদ্ভাবক। (এদের তুমি বলো), তাঁর সন্তান হবে কি ভাবে, তাঁর তো জীবনসংগিনীই নেই, সব কিছু তিনিই পয়দা করেছেন এবং সব কিছু সম্পর্কে তিনি পুরোপুরিই ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

১০২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা- তোমাদের মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সব কিছুর (একক) স্রষ্টা তিনি, সুতরাং তোমরা তাঁরই এবাদাত করো, সব কিছুর ওপর তিনি চূড়ান্ত তত্ত্বাবধায়ক বটে।

১০৩. কোনো (সাধারণ) দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পায় না, (অথচ) তিনি সব কিছুই দেখতে পান, তিনি সুক্ষ্মদর্শী, তিনি সব কিছু সম্পর্কেই খোঁজ-খবর রাখেন।

১০৪. তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এই) সুক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান (-এর নিদর্শন) এসেছে, অতপর যদি কোনো ব্যক্তি (এসব নিদর্শন) দেখতে পায়, তাহলে সে তা দেখবে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই,

আবার যদি কেউ (তা না দেখে) অন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব তার ওপরই (বর্তাবে। তুমি বলো); আমি তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নই।

১০৫. আমি এভাবেই আমার আয়াতগুলো (তোমাদের কাছে) বিবৃত করি, যাতে করে তারা একথা বলতে পারে, তুমি (এসব কথা ভালো করেই) পড়ে এসেছো এবং যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে যেন আমি তাকে (আরো) সুস্পষ্ট করে দিতে পারি।

১০৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো- যা তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার কাছে নাযিল করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, (এরপরও) যারা শেরেকে লিপ্ত, তাদের তুমি (পুরোপুরিই) এড়িয়ে চলো।

১০৭. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তাহলে এরা কেউই তাঁর সাথে শেরেক করতো না; আর আমি (কিন্তু) তোমাকে তাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠাইনি, (সত্যি কথা হচ্ছে,) তুমি তো তাদের ওপর কোনো অভিভাবকও নও।

১০৮. তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি-গালাজ করো না, নইলে শত্রুতার বশবর্তী হয়ে না জেনে আল্লাহ তায়ালাকেও তারা গালি দেবে; আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের নিজেদের কার্যকলাপ সুশোভন করে রেখেছি, অতপর (সবাইকেই) তাদের মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, (তারপর) তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা (দুনিয়ার জীবনে) কি করে এসেছে।

১০৯. এরা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে, তাহলে অবশ্যই তারা তার ওপর ঈমান আনবে; তুমি বলো, নিদর্শন পাঠানো (সমপূর্ণত) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপার, তুমি কি জানো (এদের অবস্থা), নিদর্শন এলেও এরা কিন্তু কখনো ঈমান আনবে না।

১১০. আমি (অচিরেই) তাদের অন্তকরণ ও দৃষ্টিশক্তিকে (অন্যদিকে) ফিরিয়ে দেবো, যেমন তারা প্রথম বারেই এ (কোরআনের) ওপর ঈমান আনেনি এবং আমি (এবার) তাদের অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেবো!

পারা ৮

১১১. (এমনকি) আমি যদি তাদের কাছে (আমার) ফেরেশতাদেরও পাঠিয়ে দেই এবং (কবর থেকে) মৃত ব্যক্তিরাও যদি (উঠে এসে) তাদের সাথে কথা বলে, কিংবা আমি যদি (দুনিয়ার) সমুদ্বয় বস্তুও এনে তাদের ওপর জড়ো করে দেই, তবু এরা (কখনো) ঈমান আনবে না, অবশ্য (এদের কারো ব্যাপারে) যদি আল্লাহ তায়ালা (ভিন্ন কিছু) চান তা আলাদা কথা। আসলে, এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই মুর্খের আচরণ করে।

১১২. আমি এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্যে (যুগে যুগে কিছু কিছু) দুশমন বানিয়ে রেখেছি মানুষের মাঝ থেকে, (কিছু আবার) জ্বিনদের মাঝ থেকে, যারা প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা বলে, তোমার মালিক চাইলে তারা (অবশ্য এটা) করতো না, অতএব তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা যা পারে মিথ্যা রচনা করে বেড়াক!

১১৩. যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান রাখে না, তাদের মন এর ফলে শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে, যাতে করে তারা তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে পারে, (সর্বোপরি) তারা যেসব কুকর্ম চালিয়ে যেতে চায়, তাও এর ফলে নির্বিঘ্নে তারা চালিয়ে যেতে পারে।

১১৪. (তুমি বলো,) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ফয়সালাকারী সন্ধান করবো, অথচ তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের কাছে সবিস্তারে কিতাব নাযিল করেছেন; (আগে) যাদের আমি আমার কিতাব দান করেছিলাম তারা জানে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়েই এটা (আল কোরআন) নাযিল করা হয়েছে, অতএব তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

১১৫. ন্যায় ও ইনসাফ (-এর আলোকে) তোমার মালিকের কথাগুলোকে পরিপুর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১১৬. (হে মোহাম্মদ,) দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা যদি তুমি মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে; কেননা এরা নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই চলে, (অধিকাংশ ব্যাপারে) এরা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু বলেই না।

১১৭. তোমার মালিক নিঃসন্দেহে (এ কথা) ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হচ্ছে, (আবার) কে সঠিক পথের অনুসারী তাও তিনি সম্যক অবগত রয়েছেন।

১১৮. যদি আল্লাহ তায়ালার আয়াতের ওপর তোমরা বিশ্বাস করো, তাহলে তোমরা (শুধু) সেসব (জন্তুর গোশত) খাবে, যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে।

১১৯. তোমাদের এ কি হয়েছে! তোমরা সেসব (জন্তুর গোশত) কেন খাবে না, যার ওপর (যবাইর সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে, (বিশেষ করে যখন) আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদের ওপর কোন কোন বস্তু হারাম করেছেন সে কথা অবশ্যই আলাদা যখন তোমাদের তার কাছে একান্ত বাধ্য (ও নিরুপায়) করা হয়। অধিকাংশ মানুষ সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো (মানুষকে) বিপথে চালিত করে; নিঃসন্দেহে তোমার মালিক সীমালংঘনকারীদের ভালো করেই জানেন।

১২০. তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, (বেঁচে থাকো) তার গোপন অংশ থেকেও; নিঃসন্দেহে যারা কোনো গুনাহ অর্জন করবে, তাদের কৃতকর্মের যথাযথ ফল তাদের প্রদান করা হবে।

১২১. (যবাই এর সময়) যার ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়নি, সে (জন্তুর গোশত) তোমরা কখনো খাবে না, (কেননা) তা হচ্ছে জঘন্য গুনাহের কাজ; শয়তানের (কাজই হচ্ছে) তার সংগী-সাথীদের মনে প্ররোচনা দেয়া, যেন তারা তোমাদের সাথে (এ নিয়ে) ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়, যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরা মোশরেক হয়ে পড়বে।

১২২. যে ব্যক্তি (এক সময়) ছিলো মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করলাম, (তদুপরি) তার জন্যে এমন এক আলোকবর্তিকাও আমি বানিয়ে দিলাম, যার আলো দিয়ে মানুষের সমাজে সে চলার (দিশা) পাচ্ছে, সে কি কখনো সে ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে এমন অন্ধকারে (পড়ে) আছে, যেখান থেকে সে (কোনোক্রমেই) বেরিয়ে আসতে পারছে না; এভাবেই কাফেরদের জন্যে তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভনীয় (ও সুখকর) বানিয়ে রাখা হয়েছে।

১২৩. এভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে তার কিছু কিছু বড়ো অপরাধী নিযুক্ত করে রেখেছি, যেন তারা সেখানে (অন্যদের) ধোকা দিতে পারে, (আসলে) এসব কিছুর মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদেরই প্রতারিত করছে, অথচ তারা নিজেরা এ কথাটা মোটেই উপলব্ধি করতে পারছে না।

১২৪. তাদের কাছে যখনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আয়াত আসে তখন তারা বলে উঠে, আমরা এর ওপর কখনো ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না আমাদেরও তাই দেয়া হয় যা আল্লাহর রসূলদের দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন তাঁর রেসালাত তিনি কোথায় রাখবেন; যারা এ অপরাধ করেছে তারা অচিরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অপমান ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে কেননা তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে প্রতারণা করছিলো।

১২৫. আল্লাহ তায়ালা কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্যে খুলে দেন, (আবার) যাকে তিনি বিপথগামী করতে চান তার হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, (তার পক্ষে ইসলামের অনুসরণ করা এমন কঠিন হয়) যেন কোনো একজন ব্যক্তি আকাশে চড়তে চাইছে, আর যারা (আল্লাহর ওপর) বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাদের ওপর (অপমানজনক লাঞ্ছনা ও) নাপাকী ছেয়ে দেন।

১২৬. (মুলত) এটিই হচ্ছে তোমার মালিকের (দেখানো) সহজ সরল পথ, আমি অবশ্যই আমার আয়াতসমুহ উপদেশ গ্রহণে আগ্রহীদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

১২৭. তাদের মালিকের কাছে রয়েছে (তাদের) জন্যে শান্তির এক সুন্দর নিবাস, আল্লাহ তায়ালাই তাদের অভিভাবক, (দুনিয়ায়) তারা যা করতো এটা হচ্ছে তারই বিনিময়।

১২৮. (স্মরণ করো,) যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন, (তখন তিনি শয়তানরূপী জ্বিনদের) বলবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়, তোমরা তো (বিভিন্ন সময়) অনেক মানুষকেই গোমরাহ করেছো, (এ সময়) মানুষের ভেতর থেকে (যারা) তাদের বন্ধু (তারা) বলবে, হে আমাদের মালিক, আমাদের এক একজন এক একজনকে (ব্যবহার করে) দুনিয়ার জীবনে প্রচুর লাভ কামাচ্ছিলাম, আর এভাবেই আমরা চূড়ান্ত সময়ে এসে হাযির হয়েছি, যা তুমি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে, আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (হ্যাঁ, আজ সে গোমরাহীর জন্যে) তোমাদের ঠিকানা (হবে জাহান্নামের) আগুন, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যা কিছু চাইবেন (তা আলাদা); তোমার মালিক অবশ্যই প্রজ্ঞাময় ও সম্যক অবহিত।

১২৯. আমি এভাবে একদল যালেমকে তাদেরই (অন্যায়) কার্যকলাপের দরুন আরেক দল যালেমের ওপর ক্ষমতাবান করে দেই।

১৩০. (আল্লাহ তায়ালা সেদিন আরো বলবেন,) হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় (বলো), তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে আমার (এমন এমন) সব রসূল আসেনি, যারা আমার আয়াতগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করতো, (উপরোন্ত) যারা তোমাদের ভয় দেখাতো যে, তোমাদের আজকের এ দিনের সম্মুখীন হতে হবে; (সেদিন) ওরা বলবে, হ্যাঁ (এসেছিলো, তবে আজ) আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, (মুলত) দুনিয়ার

জীবন এদের প্রতারিত করে রেখেছিলো, তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই একথার সাক্ষ্য দেবে যে, তারা (আসলেই) কাফের ছিলো।

১৩১. এটা এ জন্যে, তোমার মালিক অন্যায়ভাবে এমন কোনো জনপদের মানুষকে ধ্বংস করেন না, যার অধিবাসীরা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) সম্পূর্ন গাফেল থাকে।

১৩২. তাদের নিজস্ব কর্ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই (তার) মর্যাদা রয়েছে, তোমার মালিক তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন।

১৩৩. তোমার মালিক কারো মুখাপেক্ষী নন, দয়া ও অনুগ্রহের মালিক তিনি; তিনি যদি চান তাহলে তোমাদের (এই জনপদ থেকে) সরিয়ে নিতে পারেন, এবং তোমাদের পরে অন্য যাদের তিনি চান এখানে (তোমাদের জায়গায়) বসিয়েও দিতে পারেন, যেমনি করে তোমাদেরও তিনি অন্য সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে উত্থান ঘটিয়েছেন।

১৩৪. তোমাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে, আর তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) ব্যর্থ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখো না।

১৩৫. (তাদের তুমি বলে দাও,) হে আমার জাতি, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় (যা যা করার) করে যাও, আমিও (আমার করণীয়) করে যাবো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার জন্যে পরিণামের (সুন্দর) ঘরটি (নির্দিষ্ট) রয়েছে, (এও জানতে পারবে যে) যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে না।

১৩৬. স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে শস্য উৎপাদন করেছেন ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, এ (মূর্খ) ব্যক্তিরা তারই এক অংশ আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখে এবং নিজেদের খেয়ালখুশীমতো (একথা) বলে, এ অংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, আর এ অংশ হচ্ছে আমাদের দেবতাদের জন্যে, অতঃপর যা তাদের দেবতাদের জন্যে (রাখা হয়) তা (কখনো) আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌছায় না, (যদিও) আল্লাহর (নামে) যা (রাখা হয় তা শেষতক) তাদের দেবতাদের কাছে গিয়েই পৌছেছে, কতো নিকৃষ্ট তাদের এ বিচার!

১৩৭. এভাবে বহু মোশরেকের ক্ষেত্রেই তাদের শরীক (দেবতা)রা তাদের আপন সন্তানদের হত্যা করার (জঘন্য) কাজটিকেও একান্ত শোভনীয় করে রেখেছে, এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে তাদের ধ্বংস সাধন করা এবং তাদের গোটা জীবন বিধানকেই তাদের কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত করে দেয়া, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা চাইলে তারা (কখনো) এ কাজ করতো না, অতএব তুমি তাদের ছেড়ে দাও, মিথ্যা রচনা নিয়ে (তাদের তুমি কিছুদিন ব্যস্ত) থাকতে দাও।

১৩৮. তারা বলে, এসব গবাদিপশু এবং এ খাদ্যশস্য নিষিদ্ধ (তালিকাভুক্ত), আমরা যাকে চাইবো সে ছাড়া অন্য কেউ তা খেতে পারবে না, এটা তাদের (মনগড়া একটা) ধারণা মাত্র (আবার তারা মনে করে), কিছু গবাদিপশু আছে যার পীঠ (আরোহণ কিংবা মাল সামান রাখার জন্যে) নিষিদ্ধ, আবার কিছু গবাদিপশু আছে যার ওপর (যবাই করার সময়) তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, আল্লাহর ওপর মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যেই (তাদের) এসব অপচেষ্টা; অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের এ মিথ্যাচারের জন্যে তাদের (যথাযথ) প্রতিফল দান করবেন।

১৩৯. তারা বলে, এসব গবাদিপশুর পেটে যা কিছু আছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং আমাদের (মহিলা) সাথীদের জন্যে তা হারাম, তবে যদি এ (পশুর পেটে) মরা কিছু থাকে তাহলে তাতে তারা (নারী-পুরুষ)

উভয়েই সমান অংশীদার; আল্লাহ তায়ালা অতি শীঘ্রই তাদের এ ধরনের উদ্ভট কথা বলার প্রতিফল দান করবেন; নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সর্বজ্ঞ।

১৪০. অবশ্য যারা (নেহায়েত) নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার বশর্বর্তী হয়ে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করলো এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের যে রেযেক দান করেছেন তা নিজেদের ওপর হারাম করে নিলো, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে (নানা ধরনের) মিথ্যা (কথা) রচনা করলো, এসব কাজের মাধ্যমে এরা সবাই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেলো, এরা কখনো সৎপথের অনুসারী ছিলো না।

১৪১. মহান আল্লাহ তায়ালা যিনি নানা প্রকারের উদ্যান বানিয়েছেন, কিছু লতা-গুল্ম, যা কোনো কান্ড ছাড়াই মাচানের ওপর তুলে রাখা (হয়েছে, আবার কিছু গাছ), যা মাচানের ওপর তুলে রাখা হয়নি (স্বীয় কান্ডের ওপর তা এমনিই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আরো সৃষ্টি করেছেন), খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন (স্বাদ ও) প্রকার বিশষ্টি খাদ্যশস্য ও আনার (এগুলো স্বাদে গন্ধে এক রকমও হতে পারে), আবার তা ভিন্ন ধরনেরও হতে পারে, যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল খাও, তোমরা ফসল তোলার দিনে (যে বঞ্চিত) তার হক আদায় করো, কখনো অপচয় করো না, কেননা, আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

১৪২. গবাদিপশুর মধ্যে (কিছু পশু হচ্ছে) ভারবাহী ও কিছু হচ্ছে খাবার উপযোগী, আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের দান করেছেন তা তোমরা খাও এবং (এ পর্যায়ে) কখনো শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

১৪৩. (আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিয়েছেন এই) আট প্রকারের গৃহপালিত জন্তু, (প্রথমত) তার দুটো মেষ, (দ্বিতীয়ত) তার দুটো ছাগল (হে মোহাম্মদ), তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, এর (নর দুটো কিংবা মাদি) অথবা তাদের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তার কোনোটি (কি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে) হারাম করেছেন? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

১৪৪. (তৃতীয়ত) দুটো উট, (চতুর্থত) দুটো গরু, এর (নর দুটো কিংবা মাদী) দুটো কি আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, অথবা এদের উভয়ের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তা (কি তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন)? আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদের (হারামের) আদেশটি দিয়েছিলেন তখন তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে? অতঃপর তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে মানুষকে গোমরাহ করার জন্যে অজ্ঞতাবশত আল্লাহর নামে মিথ্যা (কথা) রচনা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

১৪৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (এদের) বলো, আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছে তাতে একজন ভোজনকারী মানুষ (সাধারণত) যা খায় তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস তো আমি পাচ্ছি না যাকে হারাম করা হয়েছে, (হ্যাঁ, তা যদি) মরা জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শুয়োরের গোশত (হয় তাহলে তা অবশ্যই হারাম), অতঃপর এসব হচ্ছে নাপাক, অথবা এমন (এক) অবৈধ (জন্তু) যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা হয়েছে, তবে যদি কাউকে নাফরমানী এবং সীমালংঘনজনিত অবস্থা ব্যতিরেকে (এর কোনো একটি জিনিস খেতে) বাধ্য করা হয়, তাহলে (তার ক্ষেত্রে) তোমার মালিক অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৪৬. আর আমি ইহুদীদের জন্যে নখযুক্ত সব পশুই হারাম করে দিয়েছি, গরু এবং ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্যে হারাম করেছি, তবে (জন্তুর চর্বির) যা কিছু তাদের উভয়ের পিঠ, আঁত কিংবা হাড়ের সাথে জড়ানো থাকে তা

(হারাম) নয়, এভাবেই এগুলোকে (হারাম করে) আমি তাদের অবাধ্যতার শাস্তি দিয়েছিলাম, নিঃসন্দেহে আমি সত্যবাদী।

১৪৭. (এরপরও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে তুমি বলো, অবশ্যই তোমাদের মালিক এক বিশাল দয়ার আধার, (তবে) অপরাধীদের ওপর থেকে তাঁর শাস্তি কেউই ফেরাতে পারবে না।

১৪৮. অচিরেই এ মোশরেক লোকগুলো বলতে শুরু করবে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা ও আমাদের পুর্বপুরুষরা তো শেরক করতাম না, না (এভাবে) আমরা কোনো জিনিস (নিজেদের ওপর) হারাম করে নিতাম, (তুমি তাদের বলো, এর) আগেও অনেকে (এভাবে আল্লাহর আয়াতকে) অস্বীকার করেছে, অবশেষে তারা আমার শাস্তির স্বাদ ভোগ করেছে, তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, তোমাদের কাছে কি সত্যিই (এমন) কোনো জ্ঞান (মজুদ) আছে? (থাকলে) অতঃপর তা বের করে আমার জন্যে নিয়ে এসো, তোমরা তো কল্পনার ওপর (নির্ভর করেই) কথা বলো এবং (হামেশাই) মিথ্যার অনুসরণ করো।

১৪৯. তুমি (আরো) বলো, (সব কিছুর) চূরান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, তিনি যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করে দিতেন।

১৫০. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো (যাও), তোমাদের সেসব সাক্ষী নিয়ে এসো যারা একথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তায়ালাই এসব জিনিস (তোমাদের ওপর) হারাম করেছেন। (তাদের মধ্যে) কিছু সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয়ও, তবু তুমি তাদের সাথে কোনো সাক্ষ্য দিয়ো না, যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, যারা পরকালের ওপর ঈমান আনেনি, আসলে তারা অন্য কিছুকে তাদের মালিকের সমকক্ষ মনে করে, (তাদেরও তুমি কখনো অনুসরণ করো না।)

১৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, এসো আমিই (বরং) তোমাদের বলে দেই তোমাদের মালিক কোন কোন জিনিস তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন (সে জিনিসগুলো হচ্ছে), তোমরা তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, দারিদ্রের আশংকায় কখনো তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদের ও তাদের উভয়েরই আহার যোগাই, প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেয়োনা, আল্লাহ তায়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্যে মর্যাদাবান করেছেন তাকে কখনো যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করো না এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে কতিপয় নির্দেশ), আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, এগুলো যেন তোমরা মেনে চলো, আশা করা যায় তোমরা (তাঁর বাণীসমূহ) অনুধাবন করতে পারবে।

১৫২. তোমরা কখনো এতীমদের সম্পদের কাছেও যাবে না, তবে উদ্দেশ্য যদি নেক হয় তাহলে সে একটা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় পৌছা পর্যন্ত (কোনো পদক্ষেপ নিলে তা ভিন্ন কথা), পরিমাপ ও ওযন (করার সময়) ন্যায্যভাবেই তা করবে, আমি (কখনো) কারো ওপর তার সাধ্যসীমার বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপাই না, যখনি তোমরা কোনো ব্যাপারে কথা বলবে তখন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, যদি তা (তোমাদের একান্ত) আপনজনের (বিরুদ্ধে)-ও হয়, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া সব অংগীকার পুরণ করো এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আরো কতিপয় বিধান); এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আদেশ দিয়েছেন (তোমরা যেন এগুলো মেনে চলো), আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে।

১৫৩. এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরল পথ, অতএব একমাত্র এরই তোমরা অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করো না, কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আরো কয়েকটি বিধান), আল্লাহ তায়ালা (এর মাধ্যমে) তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন (যেন তোমরা এগুলো মেনে চলো), আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে।

১৫৪. অতঃপর আমি মুসাকে (হেদায়াত সম্বলিত) কিতাব দান করেছিলাম, (তা ছিলো) পরিপুর্ণ এবং বিশদ হেদায়াত ও রহমত, যাতে করে (বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের) লোকেরা এ কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে যে, (একদিন) তাদের (সবাইকে) তাদের মালিকের সমীপে হাযির হতে হবে।

১৫৫. এ কল্যাণময় কেতাব আমিই (তোমাদের জন্যে) নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং (কেতাবের শিক্ষানুযায়ী) তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করো, হয়তো তোমাদের ওপর (দয়া ও) অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।

১৫৬. (এখন) তোমরা আর একথা বলতে পারবে না যে, (আল্লাহর) কিতাব তো আমাদের আগের (ইহুদী ও খৃষ্টান এ) দুটো সম্প্রদায়কেই দেয়া হয়েছিলো, (তাই) আমরা সেসব কিতাবের পাঠ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম।

১৫৭. অথবা একথা বলারও কোনো অজুহাত পাবে না যে, যদি (ইহুদী খৃষ্টানদের মতো) আমাদেরও কোনো কিতাব দেয়া হতো, তা হলে আমরা তো তাদের চাইতে বেশী সৎপথের অনুসারী হতে পারতাম, (আজ) তোমাদের কাছে (সত্যিই) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত (সর্বস্ব কিতাব) এসেছে (তোমরা এর অনুসরণ করো), তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহর আয়াতসমুহকে অস্বীকার করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (জেনে রেখো), যারাই এভাবে আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অচিরেই আমি তাদের এ জঘন্য আচরণের জন্যে এক নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দেবো।

১৫৮. তারা কি (সে দিনের) প্রতীক্ষা করছে যে, তাদের কাছে (আসমান থেকে আল্লাহ তায়ালার) ফেরেশতা নাযিল হবে, কিংবা স্বয়ং তোমাদের মালিকই তাদের কাছে এসে (তাদের হাতে কিতাব দিয়ে) যাবেন, অথবা মালিকের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শনের কোনো অংশ এসে (তাদের জান্নাত-জাহান্নাম দেখিয়ে দিয়ে) যাবে, (অথচ) যেদিন সত্যিই তোমার মালিকের (পক্ষ থেকে এমন) কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন তো (হবে কেয়ামতের দিন, তখন) যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি তার ঈমান দিয়ে ভালো কিছু অর্জন করেনি, তার জন্যে এ ঈমান আনাটা কোনোই কাজে আসবে না, (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলো, (ঠিক আছে,) তোমরাও প্রতীক্ষা করো, আমিও প্রতীক্ষা করছি।

১৫৯. যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই, তাদের (ফয়সালার) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার হাতে, (যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে) তখন তিনি তাদের বিস্তারিত বলবেন, তারা কে কি করছিলো।

১৬০. তোমাদের মাঝে কেউ যদি একটা সৎকাজ নিয়ে (আল্লাহ তায়ালার সামনে) আসে, তাহলে তার জন্যে দশ গুণ বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকবে, (অপরদিকে) যদি কেউ একটা গুনাহের কাজ নিয়ে আসে, তাকে (তার) একটাই প্রতিফল দেয়া হবে, (সেদিন) তাদের কারো ওপরই যুলুম করা হবে না।

১৬১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলো, অবশ্যই আমার মালিক আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান, এটাই হচ্ছে ইবরাহীমের একনিষ্ঠ পথ, সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

১৬২. তুমি (একান্ত বিনয়ের সাথে) বলো, অবশ্যই আমার নামায, আমার (আনুষ্ঠানিক) কাজকর্ম, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সব কিছুই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

১৬৩. তাঁর শরীক (সমকক্ষ) কেউ নেই, আর একথা (বলার জন্যেই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, (আত্মসমর্পণকারী) মুসলমানদের মধ্যে আমিই হচ্ছি সর্বপ্রথম।

১৬৪. তুমি (আরো) বলো, (এরপরও) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মালিক সন্ধান করে বেড়াবো? অথচ (আমি জানি) তিনিই সব কিছুর (নিরংকুশ) মালিক, (তাঁর বিধান হচ্ছে) প্রতিটি ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্যে এককভাবে নিজেই দায়ী হবে এবং কেয়ামতের দিন কোনো বোঝা বহনকারী ব্যক্তিই অন্য কোনো লোকের (পাপের) বোঝা বহন করবে না, অতঃপর (একদিন) তোমাদের সবাইকে তোমাদের (আসল) মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, সেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সেসব কিছুই জানিয়ে দেবেন, যা নিয়ে (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা মতবিরোধ করতে।

১৬৫. তিনিই সেই (মহান) সত্তা, যিনি তোমাদের এ যমীনে তাঁর খলিফা বানিয়েছেন এবং (এ কারণে তিনি) তোমাদের একজনকে অন্য জনের ওপর (কিছু বেশী) মর্যাদা দান করেছেন, এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবাইকে যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়েই তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কৃতজ্ঞতার) পরীক্ষা নিতে চান; (জেনে রেখো,) তোমার মালিক শাস্তি দানের ব্যাপারে অত্যন্ত (কঠোর ও) তৎপর, (আবার) তিনিই বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়।

সুরা আল আ'রাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ২০৬, রুকু ২৪

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. আলিফ লা-ম মী-ম ছোয়া-দ

২. (হে নবী,) এ (মহা) গ্রন্থ তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে যেন তুমি এর দ্বারা (কাফেরদের) ভয় দেখাতে পারো, ঈমানদারদের জন্যে (এটি হচ্ছে) একটি স্মরণিকা, অতএব (এ ব্যাপারে) তোমার মনে যেন কোনো প্রকারের সংকীর্ণতা না থাকে।

৩. (হে মানুষ, এ কিতাবে) তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছে তোমরা তার (যথাযথ) অনুসরণ করো এবং তা বাদ দিয়ে তোমরা অন্য কোনো কতৃপক্ষের অনুসরণ করো না, (আসলে) তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে চলো।

৪. এমন কতো জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের ওপর আমার আযাব আসতো যখন তারা রাতের বেলায় ঘুমিয়ে থাকতো, কিংবা (আযাব আসতো মধ্য দিনে,) যখন তারা (আহারের পর) বিশ্রাম করতো।

৫. (আর এভাবে) যখন তাদের কাছে আমার আযাব আসতো, তখন তারা এছাড়া আর কিছুই বলতোনা যে, অবশ্যই আমরা ছিলাম যালেম।

৬. যাদের কাছে নবী পাঠানো হয়েছিলো অবশ্যই আমি তাদের জিজ্ঞেস করবো, (একইভাবে) রসূলদেরও আমি প্রশ্ন করবো (মানুষরা তাদের সাথে কি আচরণ করেছে)।

৭. অতঃপর আমি (আমার নিজস্ব) জ্ঞান দ্বারা তাদের (প্রত্যেকের) কাছে তাদের কার্যাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করবো, (কারণ) আমি তো (সেখানে) অনুপস্থিত ছিলাম না!

৮. সেদিন (পাপ-পুণ্যের) পরিমাপ ঠিকভাবেই করা হবে, (সেদিন) যাদের ওযনের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল হবে।

৯. আর যাদের পাল্লা সেদিন হালকা হবে, তারা (হচ্ছে এমন সব লোক, যারা) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, কারণ এরা (দুনিয়ার জীবনে) আমার আয়াতসমুহ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতো।

১০. আমিই তোমাদের (এই) যমীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, (এ জন্যে) আমি তাতে তোমাদের জন্যে সব ধরনের জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি; কিন্তু তোমরা (আমার এ নেয়ামতের) খুব কমই শোকর আদায় করে থাকো।

১১. আমিই তোমাদের বানিয়েছি, তারপর আমিই তোমাদের (বিভিন্ন) আকার-অবয়ব দান করেছি, অতঃপর আমি ফেরেশতাদের বলেছি, (সম্মানের নিদর্শন হিসেবে তোমরা) আদমকে সাজদা করো, তখন (আমার আদেশে) সবাই (আদমকে) সাজদা করলো, একমাত্র ইবলীস ছাড়া, সে কিছুতেই সাজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না।

১২. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হে ইবলীস), আমি যখন (নিজেই) তোমাকে সাজদা করার আদেশ দিলাম, তখন কোন জিনিস তোমাকে সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো? ইবলীস বললো, (আমি কেন তাকে সাজদা করবো), আমি তো তার চাইতে উত্তম, (কারণ) তুমি আমাকে বানিয়েছো আগুন থেকে, আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে।

১৩. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এক্ষুণি এখান থেকে, নেমে যাও! এখানে (বসে) অহংকার করবে, এটা তোমার পক্ষে কখনো সাজে না। যাও, (এখান থেকে) বেরিয়ে যাও, (কেননা) তুমি অপমানিতদেরই একজন।

১৪. সে বললো (হে আল্লাহ তায়ালা), তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত (শয়তানী করার) অবকাশ দাও, যেদিন এ (আদম সন্তান)-দের পুনরায় (কবর থেকে) উঠানো হবে।

১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হয়ে, যাও), যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমিও তাদের একজন।

১৬. সে বললো, যেহেতু তুমি (এ আদমের জন্যেই) আমাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করলে, (তাই) আমিও এদের (গোমরাহ করার) জন্যে অবশ্যই তোমার (প্রদর্শিত প্রতিটি) সরল পথে (-র বাঁকে বাঁকে ওঁত্ পেতে) বসে থাকবো।

১৭. অতঃপর (পথভ্রষ্ট করার জন্যে) আমি তাদের কাছে অবশ্যই আসবো, আসবো তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাম দিক থেকে, ফলে তুমি এদের অধিকাংশ লোককেই (তোমার) কৃতজ্ঞতা আদায়কারী (হিসেবে দেখতে) পাবে না।

১৮. আল্লাহ তায়ালা বললেন, বের হয়ে যাও তুমি এখান থেকে অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায়; (আদম সন্তানের) যারাই তোমার অনুসরণ করবে, (তাদের এবং) তোমাদের সবাইকে দিয়ে নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম পুর্ণ করে দেবো।

১৯. (আল্লাহ তায়ালা আদমকে বললেন,) তুমি এবং তোমার সাথী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং এর যেখান থেকে যা কিছু চাও তা তোমরা খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেয়ো না, (গেলে) তোমরা উভয়েই যালেমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

২০. অতঃপর শয়তান তাদের দু'জনকেই কুমন্ত্রণা দিলো যেন সে তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানসমুহ, যা তাদের পরস্পরের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিলো প্রকাশ করে দিতে পারে, সে (তাদের আরো) বললো, তোমাদের মালিক তোমাদের এ গাছটির (কাছে যাওয়া) থেকে তোমাদের যে বারণ করেছেন, তার উদ্দেশ্যে এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, (সেখানে গেলে) তোমরা উভয়েই ফেরেশতা হয়ে যাবে, অথবা (এর ফলে) তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

২১. সে তাদের কাছে কসম করে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের জন্যে (তোমাদের) হিতাকাংখীদের একজন।

২২. এভাবে সে এদের দুজনকেই প্রতারণার জালে আটকে ফেললো, অতঃপর (এক সময়) যখন তারা উভয়েই সে গাছ (ও তার ফল) আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থানসমুহ তাদের উভয়ের সামনে খুলে গেলো, (সাথে

সাথে) তারা জান্নাতের কিছু লতা পাতা নিজেদের ওপর জড়িয়ে (নিজেদের গোপন স্থানসমুহ) ঢাকতে শুরু করলো, তাদের মালিক (তখন) তাদের ডাক দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে এ গাছটির (কাছে যাওয়া) থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদের একথা বলে দেইনি যে, শয়তান হচ্ছে তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য দুশমন?

২৩. (নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে) তারা দুজনেই বলে উঠলো, হে আমাদের মালিক, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর যুলুম করেছি, তুমি যদি আমাদের মাফ না করো তাহলে অবশ্যই আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্থদের দলে শামিল হয়ে যাবো।

২৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (এবার) তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও, (আজ থেকে) তোমরা (ও শয়তান চিরদিনের জন্যে) একে অপরের দুশমন, সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকার উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্যে সেখানে বসবাসের জায়গা ও জীবন-সামগ্রীর ব্যবস্থা থাকবে।

২৫. আল্লাহ তায়ালা (আরো) বললেন, তোমরা সেখানেই জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃতুযবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের (পুনরায়) বের করে আনা হবে।

২৬. হে আদম সন্তানরা, আমি তোমাদের ওপর পোশাক (সংক্রান্ত বিধান) পাঠিয়েছি, যাতে করে (এর দ্বারা) তোমরা তোমাদের গোপন স্থানসমুহ ঢেকে রাখতে পারো এবং (নিজেদের) সৌন্দর্য্যও ফুটিয়ে তুলতে পারো, (তবে আসল) পোশাক হচ্ছে (কিন্তু) তাকওয়ার (আল্লাহর ভয় জাগ্রতকারী) পোশাক, আর এটাই হচ্ছে উত্তম (পোশাক) এবং এটা আল্লাহর নিদর্শনসমুহেরও একটি (অংশ, এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে), যাতে করে মানুষরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৭. হে আদমের সন্তানরা, শয়তান যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে, তেমনি করে তোমাদেরও সে যেন প্রতারিত করতে না পারে, শয়তান তাদের উভয়ের দেহ থেকে তাদের পোশাক খুলে ফেলেছিলো, যাতে করে তাদের উভয়ের গোপন স্থানসমুহ উভয়ের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, (মুলত) সে নিজে এবং তার সংগী-সাথীরা তোমাদের এমন সব স্থান থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না, যারা (আমাকে) বিশ্বাস করে না তাদের জন্যে শয়তানকে আমি অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি।

২৮. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরও এর ওপর পেয়েছি, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন; (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা কখনো অশ্লীল কিছুর হুকুম দেন না, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কিছু বলছো, যার ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানো না।

২৯. তুমি (আরো) বলো, আমার মালিক তো শুধু ন্যায়-ইনসাফেরই আদেশ দেন, (তাঁর আদেশ হচ্ছে,) প্রতিটি ইবাদাতেই তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে, তাঁকেই তোমরা ডাকো, নিজেদের জীবন বিধানকে একান্তভাবে তাঁর জন্যে খালেস করে, যেভাবে তিনি তোমাদের (সৃষ্টির) শুরু করেছেন সেভাবেই তোমরা (আবার তার কাছে) ফিরে যাবে।

৩০. (অতঃপর) একদল লোককে তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর দ্বিতীয় দলটির ওপর গোমরাহী ও বিদ্রোহ ভালোভাবেই চেপে বসেছে; এরাই (পরবর্তী পর্যায়ে) আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে শয়তানদের নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, (এ সত্ত্বেও) তারা নিজেদের সঠিক পথের ওপর মনে করে।

৩১. হে আদম সন্তানরা, তোমরা প্রতিটি ইবাদাতের সময়ই তোমাদের সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত পোশার গ্রহণ করো, তোমরা খাও এবং পান করো, তবে কোনো অবস্থাতেই অপচয় করো না, আল্লাহ তায়ালা কখনো অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

৩২. (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালার (দেয়া) সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত পোশাক এবং পবিত্র খাবার তোমাদের জন্যে কে হারাম করেছে? এগুলো তো আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজেই তাঁর বান্দাদের জন্যে উদ্ভাবন করে এনেছেন; তুমি বলো, এগুলো হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব পাওনা, (অবশ্য) কেয়ামতের দিন ও এগুলো ঈমানদারদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকবে), এভাবেই আমি জ্ঞানী সমাজের জন্যে আমার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করি।

৩৩. তুমি (এদের আরো) বলো, হ্যাঁ, আমার মালিক যা কিছু হারাম করেছেন তা হচ্ছে যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, গুনাহ ও অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করা, (তিনি আরো হারাম করেছেন) আল্লাহর সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করা, যার ব্যাপারে তিনি কখনো কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমাদের এমন সব (বাজে) কথা বলা, যার ব্যাপারে তোমাদের কোনোই জ্ঞান নেই।

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্যেই (তার উত্থান-পতনের) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, যখন তাদের সে মেয়াদ আসবে তখন তারা একদন্ড বিলম্বও করবে না, তেমনি তারা এক মুহূর্ত এগিয়েও আসবে না।

৩৫. হে আদম সন্তানরা (শুরুতেই আমি তোমাদের বলেছিলাম), যখনি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রসুলরা আসবে, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনাবে, তখন যারা (সে অনুযায়ী) আমাকে ভয় করবে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনোই ভয় থাকবে না, তারা কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্থও হবে না।

৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বড়াই করে এ (সত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।

৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে? এরা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা কেতাবে (বর্ণিত দুর্ভাগ্য থেকে) তাদের নিজেদের অংশ পেতে থাকবে, এমনিভাবে (তাদের মৃত্যুর সময়) তাদের কাছে আমার ফেরেশতারা যখন এসে হাযির হবে, তখন তারা বলবে (বলো), তারা (এখন) কোথায় যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকতে, তারা বলবে আজ সবাই (আমাদের ছেড়ে) সরে গেছে, তারা (সেদিন) সবাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা সত্যিই কাফের ছিলো।

৩৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমাদের আগে যেসব মানুষের দল, জ্বিনের দল গত হয়ে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও আজ সবাই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করো, এমনি করে যখন এক একটি জনগোষ্ঠী (জাহান্নামে) দাখিল হতে থাকবে, তখন তারা তাদের (আদর্শগত ভাই) বোনদের ওপর লানত দিতে থাকবে, এভাবে (লানত দিতে দিতে) যখন সবাই সেখানে গিয়ে একত্র হবে, তখন তাদের শেষের দলটি পুর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের মালিক, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আমাদের গোমরাহ করেছিলো, তুমি এদের জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও, আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আজ) তোমাদের প্রত্যেকের (শাস্তি) হবে দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা তো বিষয়টি জানোই না।

৩৯. তাদের প্রথম দলটি তাদের শেষের দলটিকে বলবে, (হ্যাঁ, আমরা যদি অপরাধী হয়েই থাকি, তবে) তোমাদেরও আমাদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো না (এ সময়ই আল্লাহর ঘোষণা আসবে), এখন তোমরা সবাই নিজ নিজ কর্মফলের বিনিময়ে (জাহান্নামের) আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো।

৪০. অবশ্যই যারা আমার আয়াতসমুহকে অস্বীকার করেছে এবং দম্ভভরে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্যে কখনো (রহমতভরা) আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত একটি সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে একটি উট প্রবেশ করতে না পারবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আমি এভাবেই অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

৪১. (সেদিন) তাদের জন্যে (নীচের) বিছানাও হবে জাহান্নামের, (আবার এই জাহান্নামই হবে) তাদের ওপরের আচ্ছাদন, এভাবেই আমি যালেমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

৪২. (অপরদিকে) যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি (তাদের) কারো ওপর তাদের সাধ্যের বাইরে দায়িত্বভার অর্পণ করি না, এ (নেক) লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

৪৩. তাদের মনের ভেতর (পরস্পরের বিরুদ্ধে) যে ঘৃণা-বিদ্বেষ (লুকিয়ে) ছিলো তা আমি (সেদিন) বের করে ফেলে দেবো, তাদের (জন্যে নির্দিষ্ট জান্নাতের) পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, (এসব দেখে) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাদের এ (পুরস্কারের স্থান)-টি দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের (হেদায়াতের) পথ না দেখালে আমরা নিজেরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম না, আমাদের মালিকের রসূলরা এক সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলো। (এ সময়) তাদের জন্যে ঘোষণা দেয়া হবে, আজ তোমাদের সে (জান্নাতের) উত্তরাধিকারী করে দেয়া হলো, (আর এটা হচ্ছে সেসব কার্যক্রমের প্রতিফল) যা তোমরা দুনিয়ার জীবনে করে এসেছো।

৪৪. (এরপর) জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামী লোকদের ডেকে বলবে, আমরা তো আমাদের মালিকের (জান্নাত সংক্রান্ত) ওয়াদা সত্য পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের মালিকের ওয়াদাসমূহ সঠিক পাওনি? তারা বলবে, হ্যাঁ, অতঃপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার লানত হোক।

৪৫. যারা মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রাখতে চাইতো এবং তাকে শুধু বাঁকা করতে চাইতো, আর তারা শেষ বিচারের দিনকেও অস্বীকার করতো।

৪৬. (জান্নাত ও জাহান্নাম,) তাদের উভয়ের মাঝে একটি দেয়াল থাকবে, (এই দেয়ালের) উঁচু স্থানের ওপর থাকবে (আরেক দলের) কিছু লোক, যারা (সেখানে আনীত) প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে, তারা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরা (যদিও) তখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু (প্রতি মুহূর্তে) এরা সেখানে প্রবেশ করার আগ্রহ পোষণ করছে।

৪৭. অতঃপর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামের অধিবাসীদের (আযাবের) দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, (তুমি) আমাদের এ যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করো না।

৪৮. অতঃপর (পার্থক্য নির্ণয়কারী সে দেয়ালের) উঁচু স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা (জাহান্নামের) কিছু লোককে যাদের তারা কোনো (বিশেষ) লক্ষণের ফলে চিনতে পারবে ডেকে বলবে, (কই) তোমাদের দলবল কোনোটাই তো (আজ) কাজে এলো না, না (কাজে এলো) তোমাদের অহংকার, যা তোমরা করতে!

৪৯. (অপরদিকে আজ চেয়ে দেখো মোমেনদের প্রতি,) এরা কি সে সব লোক নয়, যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করে বলতে, আল্লাহ তায়ালা এদের তাঁর রহমতের কোনো অংশই দান করবেন না, (অথচ আজ এদেরকেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,) তোমরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনোই ভয় নেই, না তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবে।

৫০. (এবার) জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের ওপর সামান্য কিছু পানি (অন্তত) ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে রেযেক দান করেছেন তার কিয়দংশ (আমাদের দাও), তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা (আজ) এ দুটি জিনিস (সে সব) কাফেরদের জন্যে হারাম করেছেন।

৫১. যারা দ্বীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছিলো এবং পার্থিব জীবন তাদের প্রতারণা (-র জালে) আটকে রেখেছিলো, তাদের আজ আমি (ঠিক) সেভাবেই ভুলে যাবো যেভাবে তারা (আমার) সামনা সামনি হওয়ার এ দিনটিকে ভুলে গেছে এবং আমার আয়াতসমুহ অস্বীকার করেছে।

৫২. আমি তাদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছিলাম, যা আমি (বিশদ) জ্ঞান দ্বারা (সমৃদ্ধ করে) বর্ণনা করেছি, যারা (এর ওপর) ঈমান আনবে, এ কিতাব (হবে) তাদের জন্যে (সুস্পষ্ট) হেদায়াত ও রহমত।

৫৩. এরা কি (চূড়ান্ত কোনো) পরিণামের জন্যে অপেক্ষা করছে? যেদিন (সত্যি সত্যিই) সে পরিণাম তাদের কাছে আসবে, সেদিন যারা ইতিপুর্বে এ (দিনটি) কে ভুলে গিয়েছিলো তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে আমাদের রসূলরা (এ দিনের) সত্য (প্রতিশ্রুতি) নিয়েই এসেছিলো, আমাদের জন্যে (আজ) কোনো সুপারিশকারী কি আছে, যারা আমাদের পক্ষে (আল্লাহর কাছে) কিছু বলবে, অথবা (এমন কি হবে যে,) আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেয়া হবে, যাতে আমরা (সেখানে গিয়ে) আগে যা করতাম তার চাইতে ভিন্ন ধরনের কিছু করে আসতে পারি, (মূলত) এরাই (হচ্ছে সেসব লোক যারা) নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে এবং (আল্লাহর ওপর) যা কিছু তারা মিথ্যা আরোপ করতো, তাও তাদের কাছ থেকে (আজ) হারিয়ে গেছে।

৫৪. অবশ্যই তোমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা, যিনি ছয় দিনে আসমানসমুহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হন। তিনি রাতের পর্দাকে দিনের ওপর ছেয়ে দেন, দ্রুতগতিতে তা একে অন্যকে অনুসরণ করে, (তিনিই সৃষ্টি করেছেন) সুরুজ, চাঁদ ও তারাসমূহ, (মূলত) এর সব কয়টিকেই আল্লাহ তায়ালার বিধানের অধীন করে রাখা হয়েছে; জেনে রেখো, সৃষ্টি (যেহেতু) তাঁর, (সুতরাং তার ওপর) ক্ষমতাও চলবে একমাত্র তাঁর, সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দয়ালু ও বরকতময়।

৫৫. (অতএব) তোমরা (একান্ত) বিনয়ের সাথে ও চুপিসারে শুধু তোমাদের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-কেই ডাকো, অবশ্যই তিনি (তাঁর রাজত্বে) যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের পছন্দ করেন না।

৫৬. (আল্লাহর) যমীনে (একবার) তাঁর শান্তি স্থাপনের পর (তাতে) তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তোমরা ভয় ও আশা নিয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ডাকো, অবশ্যই আল্লাহর রহমত নেক লোকদের অতি নিকটে রয়েছে।

৫৭. তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি বাতাসকে (বৃষ্টি ও) রহমতের (আগাম) সুসংবাদবাহী হিসেবে (জনপদের দিকে) পাঠান; শেষ পর্যন্ত যখন সে বাতাস (পানির) ভারী মেঘমালা বহন করে (চলতে থাকে), তখন আমি তাকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দেই, অতঃপর (সে) মেঘ থেকেই আমি পানি বর্ষণ করি, অতঃপর তা দিয়ে (যমীন থেকে) আমি সব ধরনের ফলমূল বের করে আনি, এভাবে আমি মৃতকেও (জীবন থেকে) বের করে আনবো, সম্ভবত (এ থেকে) তোমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

৫৮. উৎকৃষ্ট যমীন (তা থেকে) তার মালিকের আদেশে তার (উৎকৃষ্ট) ফসলই উৎপন্ন হয়, আর যে যমীন বিনষ্ট হয়ে গেছে তা কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন করে না, এভাবেই আমি আমার নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি এমন এক জাতির জন্যে, যারা (আমার এসব নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

৫৯. আমি নুহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি, অতঃপর সে তাদের বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই, আমি তোমাদের ওপর এক কঠিন দিনের আযাবের আশংকা করছি।

৬০. তার জাতির নেতারা বললো (হে নুহ), আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) রয়েছো।

৬১. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমার সাথে কোনো গোমরাহী নেই, আমি তো হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে (আসা) একজন রসুল।

৬২. (আমার কাজ হচ্ছে) আমি আমার মালিকের বাণীসমুহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো এবং (সে মতে) তোমাদের শুভ কামনা করবো, (কেননা আখেরাত সম্পর্কে) আমি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এমন কিছু কথা জানি যা তোমরা জানো না।

৬৩. তোমরা কি এতে আশ্চর্যন্বিত হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার বাণী এসেছে, যাতে করে সে তোমাদের (আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিতে পারে, ফলে তোমরা (সময় থাকতে) সাবধান হবে এবং আশা করা যায় এতে করে তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

৬৪. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (আরোহণ করে) ছিলো, তাদের সবাইকে (আযাব থেকে) উদ্ধার করেছি, আর যারা আমার আযাবসমুহকে মিথ্যা বলেছে তাদের আমি (পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি; এরা ছিলো (আসলেই গোঁড়া ও) অন্ধ।

৬৫. আমি আ'দ জাতির কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই এক ভাই হূদকে, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব স্বীকার করো, তিনি ছাড়া তোমাদের দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই; তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করবে না?

৬৬. তার জাতির সরদাররা, যারা (তাকে) অস্বীকার করেছে, তারা বললো, আমরা তো দেখছি তুমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত আছো এবং আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন। ৬৭. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমার সাথে কোনোরকম নির্বুদ্ধিতা জড়িত নেই, বরং আমি (হচ্ছি) সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (আগত) একজন রসুল।

৬৮. (আমার দায়িত্ব হচ্ছে) আমি আমার মালিকের (কাছ থেকে আসা) বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌছে দেবো, তোমাদের জন্যে আমি একজন বিশ্বস্ত শুভাকাংখী।

৬৯. তোমরা কি (এটা দেখে) বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের (আযাবের) ভয় দেখানোর জন্যে (সুস্পষ্ট কিছু) বাণী এসেছে, স্মরণ করো, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা নুহের পর তোমাদের এই যমীনে খলীফা বানিয়েছেন এবং অন্যান্য সৃষ্টির চাইতে তিনি তোমাদের বেশী ক্ষমতা দান করেছেন, অতএব (হে আমার জাতি), তোমরা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহগুলো স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

৭০. তারা (হূদকে) বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যেই এসেছো যে, আমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদাত করবো এবং আমাদের পুর্বপুরুষরা যাদের বন্দেগী করেছে তাদের বাদ দিয়ে দেবো (এটাই যদি হয়), তাহলে নিয়ে এসো আমাদের কাছে সে (আযাবের) বিষয়টি, যার ব্যাপারে তুমি আমাদের (এতো) ভয় দেখাচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও!

৭১. সে বললো, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে আযাব ও ক্রোধ তো নির্ধারিত হয়েই আছে, তোমরা কি আমার সাথে সে (মিথ্যা মাবুদদের) নামগুলোর ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (এমনি এমনিই) রেখে দিয়েছো, যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোনো রকম সনদ নাযিল করেননি, (অতএব) তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো।

৭২. অতঃপর (যখন আযাব এলো, তখন) আমি তাকে এবং তার সাথে যেসব (ঈমানদার) ব্যক্তি ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে আমি তাদের নির্মূল করে দিলাম, (কেননা) এরা ঈমানদার ছিলো না।

৭৩. সামুদ জাতির কাছে আমি (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই (এক) ভাই সালেহকে। সে (এসে) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে হাযির হয়েছে, (আর তোমাদের জন্যে) এ (নিদর্শনটি) হচ্ছে আল্লাহর উষ্ট্রী, একে তোমরা ছেড়ে দাও যেন তা আল্লাহ তায়ালার যমীনে (বিচরণ করে) খেতে পারে, তোমরা তাকে কোনো খারাপ মতলবে স্পর্শ করো না, তাহলে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কঠোর আযাব এসে তোমাদের পাকড়াও করবে।

৭৪. স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তায়ালা আ'দ জাতির পর তোমাদের (দুনিয়ার) খলীফা বানিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার যমীনে তিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছেন, (যার) ফলে তোমরা এর সমতল ভূমি থেকে (মাটি নিয়ে তা দিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছো, আর পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের ঘর-বাড়ি তৈরী করতে পারছো, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার এ সব (জ্ঞান ও প্রকৌশল সংক্রান্ত) নেয়ামত স্মরণ করো এবং কোনো অবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার যমীনে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।

৭৫. তার জাতির সেসব নেতৃস্থানীয় লোক, যারা নিজেদের গৌরবের বড়াই করতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর লোকদের যারা তাদের মধ্য থেকে তার ওপর ঈমান এনেছে বললো, তোমরা কি সত্যিই জানো, সালেহ আল্লাহ তায়ালার পাঠানো একজন রসূল; তারা বললো (হ্যাঁ), তার ওপর যে বাণী পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি।

৭৬. অতঃপর (সে) অহংকারী লোকেরা বললো, তোমরা যা কিছুতে বিশ্বাস করো আমরা তা অস্বীকার করি।

৭৭. অতঃপর, তারা উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেললো এবং (এর দ্বারা) তারা তাদের মালিকের নির্দেশের স্পষ্ট বিরোধিতা করলো এবং তারা বললো, হে সালেহ (আমরা তো উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেললাম), যদি তুমি (সত্যিই) রসুল হয়ে থাকো তাহলে সে (আযাবের) বিষয়টা নিয়ে এসো, যার ওয়াদা তুমি আমাদের দিচ্ছো।

৭৮. অতঃপর এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করে ফেললো, ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো।

৭৯. তারপর সে তাদের কাছ থেকে অন্যদিকে চলে গেলো এবং সে নিজের জাতিকে বললো, আমি আমার মালিকের (সতর্ক) বাণী তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের জন্যে কল্যাণও কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা তো কল্যাণকামীদের পছন্দই করো না।

৮০. (আমি) লূতকেও (পাঠিয়েছিলাম), যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা এমন এক অশ্লীলতার কাজ করছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের আর কেউ (কখনো) করেনি।

৮১. তোমরা যৌন তৃপ্তির জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও, তোমরা বরং হচ্ছো এক সীমালংঘনকারী জাতি।

৮২. তার জাতির (তখন) এ কথা বলা ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিলো না যে, (সবাই মিলে) তাদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) এরা হচ্ছে কতিপয় পাক পবিত্র মানুষ!

৮৩. অতঃপর (যখন আমার আযাব এলো, তখন) আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তার সঙ্গীকে ছাড়া সে (আযাব কবলিত হয়ে) পেছনের লোকদের মধ্যে শামিল থেকে গেলো।

৮৪. আমি তাদের ওপর প্রচন্ড (আযাবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, (হ্যাঁ) অতঃপর তুমি (ভালো করে) চেয়ে দেখো, অপরাধী ব্যক্তিদের পরিণাম (সেদিন) কী ভয়াবহ হয়েছিলো।

৮৫. আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই ভাই শোয়ায়বকে, সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে, অতঃপর তোমরা (সে মোতাবেক) ঠিক ঠিক মতো পরিমাপ ও ওযন করো, মানুষদের (দেয়ার সময়) কখনো (কম দিয়ে তাদের) ক্ষতিগ্রস্থ করো না, আল্লাহ তায়ালার এ যমীনে (শান্তি ও) সংস্কার স্থাপিত হওয়ার পর তাতে তোমরা (পুনরায়) বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তোমরা যদি (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনো তাহলে এটাই (হবে) তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।

৮৬. প্রতিটি রাস্তায় তোমরা এজন্যে বসে থেকো না যে, তোমরা লোকদের ধমক (দেবে ভীত সন্ত্রস্ত করবে) এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রাখবে, আর সব সময় (অহেতুক) বক্রতা (ও দোষত্রূটি) খুঁজতে থাকব, স্মরণ করে দেখো, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে নিতান্ত কম, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন এবং তোমরা (পুনরায়) চেয়ে দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো।

৮৭. আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার ওপর কোনো একটি জনগোষ্ঠী যদি ঈমান আনে, আর একটি দল যদি তার ওপর আদৌ ঈমান না আনে, তারপরও তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা নিজেই আমাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দেন, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।

পারা ৯

৮৮. তার সম্প্রদায়ের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক যারা বড়াই অহংকার করছিলো বললো, হে শোয়ায়ব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো, অথবা তোমাদের অবশ্যই আমাদের জাতিতে ফিরে আসতে হবে , সে বললো, যদি আমরা ইচ্ছুক না হই তাহলেও (কি তাই হবে)?

৮৯. সেখান থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের (একবার) মুক্তি দেয়ার পর যদি আমরা আবার তোমাদের জীবনাদর্শে ফিরে আসি, তাহলে আমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করবো , আমাদের প ক্ষে এটা কখনো সম্ভব নয় যে, আমরা সেখানে ফিরে যাবো, হ্যাঁ আমাদের মালিক যদি আমাদের ব্যাপারে অন্য কিছু চান (তাহলে সেটা ভিন্ন কথা) , অবশ্যই আমাদের মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর ছেয়ে আছে , আমরা একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর কর , (এবং আমরা বলি,) হে আমাদের মালিক, আমাদের এবং আমাদের জাতির মাঝে তুমি (সঠিক একটা) ফয়সালা করে দাও, কারণ তুমিই হচ্ছো সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

৯০. তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোক যারা (আল্লাহ তায়ালার নবীকে) অস্বীকার করেছে, তারা (সে জাতির সাধারণ মানুষদের) বললো, তোমরা যদি শোয়ায়বের অনুসরণ করো তাহলে তোমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৯১. (নবীর কথা অমান্য করার কারণে) একটা প্রচন্ড ভূকম্পন এসে তাদের (এমনভাবে) আঘাত করলো যে, অতঃপর দেখতে দেখতে তারা সবাই তাদের নিজ নিজ ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো।

৯২. যারা শোয়ায়বকে অমান্য করলো, তারা এমন (-ভাবে ধ্বংস) হয়ে গেলো (দেখে মনে হয়েছে), এখানে কোনোদিন কেউ বসবাসই করেনি, (বস্তুত) তারাই সেদিন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যারা শোয়ায়বকে অস্বীকার করেছে।

৯৩. এরপর সে (শোয়ায়ব) তাদের কাছ থেকে চলে গেলো, (যাবার সময়) সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আমার মালিকের বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং আমি (আ ন্তরিকভাবেই) তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, আমি কেন এমন সব মানুষের জন্যে (আজ) আফসোস করবো যারা আল্লাহকেই অস্বীকার করে!

৯৪. আমি কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠিয়েছি_ অথচ সেই জনপদে মানুষদের অভাব ও কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করিনি, এমনটি কখনো হয়নি, আশা (করা গিয়েছিলো), এর ফলে তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে বিনয়াবনত হবে।

৯৫. অতঃপর আমি তাদের দুঃখ-কষ্টের জায়গাকে সচ্ছল অবস্থার দ্বারা বদলে দিয়েছি, এমনকি যখন তারা (আমার নেয়ামত দ্বারা) প্রাচুর্য লাভ করলো, তখন তারা (আমাকেই ভুলে বসলো এবং) বললো, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপরও এসেছে, অতঃপর আমি তাদের এমন আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম যে, তারা টেরও পেলো না।

৯৬. অথচ যদি সেই জনপদের মানুষগুলো (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনতো এবং (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান -যমীনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু (তা না করে) তারা (আমার নবীকেই) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, সুতরাং তাদের কর্মকান্ডের জন্যে আমি তাদের (ভীষণভাবে) পাকড়াও করলাম।

৯৭. (এ) লোকালয়ের মানুষগুলো কি এতোই নির্ভয় হয়ে গেছে (তারা মনে করে নিয়েছে), আমার আযাব (নিঝুম) রাতে তাদের কাছে আসবে না, যখন তারা (গভীর) ঘুমে (বিভোর হয়ে) থাকবে!

৯৮. অথবা জনপদের মানুষগুলো কি নির্ভয় হয়ে ধরে নিয়েছে যে, আমার আযাব তাদের ওপর মধ্য দিনে এসে পড়বে না_ যখন তারা খেল-তামাশায় মত্ত থাকবে।

৯৯. কিংবা তারা কি আল্লাহ তায়ালার কলা-কৌশল থেকেও নির্ভয় হয়ে গেছে, অথচ আল্লাহ তায়ালার কলা-কৌশল থেকে ক্ষতিগ্রস্থ জাতি ছাড়া অন্য কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

১০০. (আগের) লোকদের চলে যাওয়ার পর (তাদের জায়গায়) যারা পরে দুনিয়ার উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাদের কি এ বিষয়টি কখনো হেদায়াতের পথ দেখায় না যে, আমি ইচ্ছা করলে (যে কোনো সময়ই) তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করতে পারি এবং (এমনভাবে) তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারি যে, তারা (সত্যের ডাক) শুনতেই পাবে না।

১০১. এই যে জনপদসমূহ, যাদের কিছু কিছু কাহিনী আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে রসূলরা এসেছিলো, কিন্তুতারা যে বিষয়টি এর আগে অস্বীকার করেছিলো, তার ওপর ঈমান আনলো না, আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসী কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।

১০২. আমি এদের বেশী সংখ্যক মানুষকেই (আমার সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতির পালনকারী হিসেবে পাইনি, বরং এদের অধিকাংশকেই আমি (বড়ো বড়ো অপরাধে) অপরাধী পেয়েছি।

১০৩. এদের (ধ্বংসের) পর আমি মূসাকে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছি, কিন্তুতারাও (আমার) নিদর্শনসমূহের সাথে বাড়াবাড়ি করেছে, (আজ) তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন ছিলো।

১০৪. মূসা বললো, হে ফেরাউন, আমি অবশ্যই সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন রসূল।

১০৫. এটা নিশ্চিত, আমি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবো না, আমি অবশ্যই তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছি, অতএব তুমি বনী ইসরাঈলদের (মুক্তি দিয়ে) আমার সাথে যেতে দাও!

১০৬. ফেরাউন বললো, তুমি যদি (সত্যিই তেমন) কোনো নিদর্শন এনে থাকো এবং তুমি যদি (তোমার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে তা (সামনে) নিয়ে এসো!

১০৭. অতঃপর সে তার হাতের লাঠিটি মাটিতে নি ক্ষেপ করলো, সাথে সাথেই তা প্রকাশ্য একটি অজগরে পরিণত হয়ে গেলো।

১০৮. অতঃপর সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, সাথে সাথে তা (উৎসাহী) দর্শকদের জন্যে চমকাতে লাগলো।

১০৯. (অবস্থা দেখে) ফেরাউনের জাতির প্রধান ব্যক্তিরা বললো, এ তো (দেখছি আসলেই) একজন সুদ ক্ষ যাদুকর!

১১০. (আসলে) এ ব্যক্তি তোমাদের সবাইকে তোমাদের (নিজেদের) দেশ থেকেই বের করে দিতে চায়, (এ পরিস্থিতিতে) তোমরা (আমাকে) কি পরামর্শ দিচ্ছো?

১১১. (অতঃপর) তারা ফেরাউনকে বললো, আপাতত তাকে এবং তার ভাইকে কিছু দিনের জন্যে এমনিই থাকতে দাও এবং (এ সুযোগে) তোমরা শহরে-বন্দরে (সরকারী) সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও।

১১২. যেন তারা দেশের সকল দক্ষ যাদুকরদের (অবিলম্বে) তোমার কাছে নিয়ে আসে।

১১৩. (সিদ্ধান্ত মোতাবেক) যাদুকররা যখন ফেরাউনের কাছে এলো, তখন তারা বললো, আমরা যদি (আজ মূসার মোকাবেলায়) বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্যে নিশ্চিত পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে তো!

১১৪. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই) এবং তোমরাই হবে (দরবারের) ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম।

১১৫. (এবার) যাদুকররা বললো, হে মূসা, (যাদুর বাণ) তুমি আগে নি ক্ষেপ করবে না আমরা আগে তা নি ক্ষেপ করবো।

১১৬. সে বললো, তোমরাই (বরং) আগে নিক্ষেপ করো, অতঃপর তারা (তাদের বাণ) নিক্ষেপ করে মানুষদের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করে ফেললো, (এতে করে) তারা মানুষদের ভীত-আতংকিত করে তুললো, তারা (সেদিন সত্য সত্যই) বড়ো যাদুমন নিয়ে হাযির হয়েছিলো।

১১৭. অতঃপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম এবং তাকে বললাম, এবার তুমি (যমীনে) তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ করো, (নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথেই) তা যাদুকরদের অলীক বানোয়াটগুলোকে গ্রাস করে ফেললো।

১১৮. অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, আর তারা যা কিছু বানিয়ে এনেছিলো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।

১১৯. সেখানে তারা সবাই পরাভূত হলো এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে (ফিরে) গেলো।

১২০. অতঃপর (সত্যের সামনে) যাদুকরদের অবনত করে দেয়া হলো।

১২১. তারা (সবাই সমস্বরে) বলে উঠলো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম,

১২২. (যিনি) মূসা ও হারুনের মালিক।

১২৩. (ঘটনার এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তন দেখে) ফেরাউন বললো, (একি!) আমি তোমাদের কোনো রকম অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে! (আসলে আমি বুঝতে পারলাম,) এ ছিলো তোমাদের সবার নিশ্চিত একটা ষড়যন্ত্র! (এ) নগরে (বসেই) তোমরা তা পাকিয়েছো, যাতে করে তার অধিবাসীদের তোমরা সেখান থেকে বের করে দিতে পারো, অচিরেই তোমরা (এ বিদ্রোহের পরিণাম) জানতে পারবে।

১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের একদিকের হাত ও অন্যদিকের পাগুলো কেটে ফেলবো, এরপর আমি তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো।

১২৫. তারা বললো, আমরা তো (একদিন) আমাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবোই (তাই আমরা তোমার শাস্তির পরোয়া করি না)।

১২৬. তুমি আমাদের কাছ থেকে এ কারণেই (এই) প্রতিশোধ নিচ্ছো যে, আমাদের মালিকের নিদর্শনসমূহ, যা তাঁর কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি , (আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি,) হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের ধৈর্য্য ধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং (তোমার) অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমাদের মৃত্যু দিয়ো।

১২৭. ফেরাউনের জাতির সরদাররা তাকে বললো, তুমি কি মূসা ও তার দলবলকে এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্যে এমনিই ছেড়ে দিয়ে রাখবে এবং তারা তোমাকে ও তোমার দেবতাদের (এভাবে) বর্জন করেই চলবে? সে বললো (না, তা কখনো হবে না), আমি (অচিরেই) তাদের ছেলেদের হত্যা করে ফেলবো এবং তাদের মেয়েদের আমি জীবিত রাখবো, (নিসন্দেহে) আমি তাদের ওপর বিপুল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।

১২৮. মূসা এবার তার জাতিকে বললো, (তোমরা) আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও এবং ধৈর্য্য ধারণ করো (মনে রেখো), অবশ্যই এ যমীন (হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার, তিনি নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তাকেই এ যমীনের মতা দান করেন, চূড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্যেই_ যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে।

১২৯. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি আমাদের কাছে (নবী হয়ে) আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, আর (এখন) তুমি আমাদের কাছে আসার পরও আমরা একইভাবে নির্যাতিত হচ্ছি, (এর কি কোনো শেষ হবে না?) মূসা বললো (হাঁ, হবে), খুব তাড়াতাড়িই সম্ভবত তোমাদের মালিক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং (এ) দুনিয়ায় তিনি তোমাদের তার স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দেখবেন তোমরা কিভাবে (তাঁর) কাজ করো!

১৩০. ক্রমাগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমি ফেরাউনের লোকজনদের দুর্ভিক্ষ ও ফসলের স্বল্পতা দিয়ে আক্রান্ত করে রেখেছিলাম, (ভাবছিলাম) সম্ভবত তারা (কিছুটা হলেও) বুঝতে পারবে।

১৩১. যখন তাদের ওপর ভালো সময় আসতো তখন তারা বলতো, এ তো ছিলো আমাদের নিজেদেরই (পাওনা), আবার যখন দুঃসময় তাদের পেয়ে বসতো, তখন নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভার তারা মূসা এবং তার সংগী-সাথীদের ওপরই আরোপ করতো, হাঁ, তাদের দুর্ভাগ্যের যাবতীয় বিষয় তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই (এ সম্পর্কে) অবহিত নয়।

১৩২. তারা (মূসাকে আরো) বললো, আমাদের ওপর যাদুর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে তুমি যতো নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, আমরা কখনো তোমার ওপর ঈমান আনবো না।

১৩৩. (এ ধৃষ্টতার জন্যে) অতঃপর আমি তাদের ওপর ঝড়-তুফান (দিলাম), পঙ্গপাল (পাঠালাম), উকুন (ছড়ালাম), ব্যাঙ (ছেড়ে দিলাম) ও রক্ত (-পাতজনিত বিপর্যয়) নাযিল করলাম, এর সবকয়টিই (তাদের কাছে এসেছিলো আমার এক একটা) সুস্পষ্ট নিদর্শন (হিসেবে, কিন্তু এ সত্ত্বেও) তারা অহংকার বড়াই করতেই থাকলো, আসলেই তারা ছিলো একটি অপরাধী জাতি।

১৩৪. যখনি তাদের ওপর কোনো বিপর্যয় আসতো, তখন তারা বলতো হে মূসা! তোমার প্রতি প্রদত্ত তোমার মালিকের প্রতিশ্রুতি মতো তুমি আমাদের জন্যে তোমার মালিকের কাছে দোয়া করো, যদি (এবারের মতো) আমাদের ওপর থেকে এ বিপদ দূর করে দাও, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলদেরও তোমার সাথে যেতে দেবো।

১৩৫. অতঃপর যখনি তাদের ওপর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে_ যে সময়টুকু সে জন্যে নির্ধারিত ছিলো_ সে বালা-মসিবত আমি অপসারণ করে নিতাম, তখন সাথে সাথেই তারা ওয়াদা ভংগ করে ফেলতো।

১৩৬. অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম, তাদের আমি সাগরে ডুবিয়ে দিলাম, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং (আমার) এ (শাস্তি) থেকে তারা উদাসীন হয়ে গিয়েছিলো।

১৩৭. এবার আমি (সত্যি সত্যিই) তাদের ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দিলাম, যাদের (এতোদিন) দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো, (তাদের আমি) এ রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিম (-সহ সব কয়টি) প্রান্তের অধিকারী বানিয়ে দিলাম, যাতে আমি আমার প্রভূত কল্যাণ ছড়িয়ে দিয়েছি, (এভাবেই) বনী ইসরাঈলের ওপর প্রদত্ত তোমার মালিকের (প্রতিশ্রুতির) সেই কল্যাণবাণী সত্যে পরিণত হলো, কেননা তারা ধৈর্য্য ধারণ করেছিলো , ফেরাউন ও তার জাতির যাবতীয় শিল্পকর্ম ও উঁচু প্রাসাদ_যা তারা নির্মাণ করেছিলো, আমি সব কিছুই ধ্বংস করে দিলাম।

১৩৮. (ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার পর) আমি বনী ইসরাঈলদের সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছি, অতঃপর (সমুদ্রের ওপারে) তারা এমন একটি জাতির কাছে এসে পৌছালো, যারা (সব সময়) তাদের মূর্তিদের ওপর পূজার অর্ঘ্য দেয়ার জন্যে বসে থাকতো, (এদের দেখে বনী ইসরাঈলের) লোকেরা বললো, হে মূসা, তুমি আমাদের জন্যেও (এ ধরনের) একটি দেবতা বানিয়ে দাও, যেমন দেবতা রয়েছে এদের, (এ কথা শুনে) সে তাদের বললো, তোমরা হচ্ছো আসলেই এক মূর্খ জাতি।

১৩৯. এ লোকেরা যেসব কাজে লিপ্ত রয়েছে, তা (একদিন) ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং এরা যা করছে তাও সম্পূর্ণ বাতিল (বলে গণ্য) হবে।

১৪০. মূসা (আরো) বললো, আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য একজন মাবুদ তালাশ করতে যাবো_ অথচ এই আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের দুনিয়ার সব কিছুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

১৪১. (তা ছাড়া তোমাদের সে সময়ের কথা স্মরণ করা উচিত,) যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকজনদের কাছ থেকে মুক্ত করেছিলাম, তারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিতো, তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করতো, আর তোমাদের মেয়েদের তারা জীবিত ছেড়ে দিতো, এতে তোমাদের জন্যে তোমাদের পরোয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা নিহিত ছিলো।

১৪২. মূসাকে (আমার কাছে ডাকার জন্যে) আমি তিরিশটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, (পরে) তাতে আরো দশ মিলিয়ে তা পূর্ণ করেছি, এভাবেই তার জন্যে তার মালিকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে, (যাত্রার প্রাক্কালে) মূসা তার ভাই হারুনকে বললো, (আমার অবর্তমানে) আমার লোকদের মাঝে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের (প্রয়োজনীয়) সংশোধন করবে, কখনো বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কথামতো চলবে না।

১৪৩. যখন মূসা আমার সা ক্ষাতের জন্যে (নির্ধারিত স্থানে) এসে পৌঁছালো এবং তাঁর মালিক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বললো, হে আমার মালিক, আমাকে (তোমার কুদরত) দেখাও, আমি তোমার দিকে তাকাই , তিনি বললেন (না), তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না, তুমি বরং (অ নতিদূরের) পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে দেখো, যদি (আমার নূর দেখার পর) পাহাড়টি স্বস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে তুমি অবশ্যই (সেখানে) আমায় দেখতে পাবে, অতঃপর যখন তার মালিক পাহাড়ের ওপর (স্বীয়) জ্যোতি নিক্ষেপ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, (সাথে সাথেই) মূসা বেহুশ হয়ে গেলো, পরে যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেলো তখন সে বললো, মহাপবিত্রতা তোমার (হে আল্লাহ), আমি তোমার কাছে তাওবা করছি, আর তোমার ওপর ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে আমিই (হতে চাই) প্রথম।

১৪৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মূসা, আমি মানুষের মাঝ থেকে তোমাকে আমার নবুওত ও আমার সাথে বাক্যালাপের মর্যাদা দিয়ে বাছাই করে নিয়েছি, অতএব আমি তোমাকে (হেদায়াতের) যা কিছু (বাণী) দিয়েছি তা (নিষ্ঠার সাথে) গ্রহণ করো এবং (এ জন্যে তুমি আমার) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

১৪৫. এই ফলকের মধ্যে আমি তার জন্যে সর্ববিষয়ের উপদেশমালা ও সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিলাম, অতএব একে (শক্ত করে) আঁকড়ে ধরো এবং তোমার জাতির লোকদের বলো, তারা যেন এর উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করে, অচিরেই আমি তোমাদের (সেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত) পাপীদের আস্তানা দেখাবো।

১৪৬. অচিরেই আমি সেসব মানুষের দৃষ্টি আমার (এসব) নিদর্শন থেকে (ভিন্ন দিকে) ফিরিয়ে দেবো, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাহাদুরী করে বেড়ায় , (আসলে) এ লোকেরা যদি (অতীত ধ্বংসাবশেষের) সব কয়টি চিহ্নও দেখতে পায়, তবু তারা তার ওপর ঈমান আনবে না, যদি তারা সঠিক পথ দেখতেও পায়, তবু তারা (পথকে) পথ বলে গ্রহণ করবে না, যদি এর কোথাও কোনো বাঁকা পথ তারা দেখতে পায়, তাহলে তাকেই (অনুসরণযোগ্য) পথ হিসেবে গ্রহণ করবে , এটা এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, এবং তারা এ (আযাব) থেকেও উদাসীন ছিলো।

১৪৭. যারা আমার আয়াতসমূহ ও পরকালে আমার সামনা সামনি হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করবে, তাদের সব কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর তারা (এ দুনিয়ায়) যা কিছু করবে তাদের তেমনিই প্রতিফল দেয়া হবে।

১৪৮. মূসার জাতির লোকেরা তার (তূর পর্বতে গমনের) পর নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি গো-বাছুর বানিয়ে নিলো, (তা ছিলো জীবনবিহীন) একটি দেহমাত্র_ যার আওয়ায ছিলো শুধু (গরুর) হাম্বা রব , এ লোকেরা কি দেখতে পায় না যে, সে (দেহ)-টি তাদের সাথে কোনো কথা বলে না, না সেটি তাদের কোনো পথের দিশা দেয়, কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা সেটিকে (মাবুদ বলে) গ্রহণ করলো, তারা ছিলো (আসলেই) যালেম।

১৪৯. অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং (নিজেরা) এটা দেখতে পেলো যে, তারা গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তারা বললো, আমাদের মালিক যদি আমাদের ওপর দয়া না করেন এবং (গো-বাছুরকে মাবুদ বানানোর জন্যে) যদি তিনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবো।

১৫০. (কিছু দিন পর) মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে এলো, তখন সে (এসব কথা শুনে) বললো, আমার (তূর পর্বতে যাওয়ার) পর তোমরা কি জঘন্য কাজই না করেছো! তোমরা কি তোমাদের মালিকের কাছ থেকে (কোনো পরিষ্কার) আদেশ আসার আগেই (তোমরা আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে) তাড়াহুড়া (শুরু) করলে! (রাগে ও ক্ষোভে) সে ফলকগুলো ফেলে দিলো এবং তার ভাইর মাথা (-র চুল) ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলো, (মূসাকে লক্ষ্য করে) সে বললো, হে আমার মায়ের ছেলে (আমার সহোদর ভাই), এ জাতির লোকগুলো আমাকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলো, তারা (এক পর্যায়ে) আমাকে তো মেরেই ফেলতে চেয়েছিলো, তুমি (আজ) আমার সাথে এমন কোনো আচরণ করো না যা শত্রুদের আনন্দিত করবে, আর তুমি আমাকে কখনো যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করো না।

১৫১. সে (মূসা) বললো, হে আমার মালিক, আমাকে ও আমার ভাইকে তুমি মাফ করে দাও এবং তুমি আমাদের তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করে নাও, তুমিই সবচাইতে বড়ো দয়াবান।

১৫২. (আল্লাহ তায়ালা মূসাকে বললেন, হাঁ,) যেসব লোক গরুর বাছুরকে মাবুদ বানিয়েছে, অচিরেই তাদের ওপর তাদের মালিকের পক্ষ থেকে 'গযব' আসবে, আর দুনিয়ার জীবনেও (তাদের ওপর আসবে) অপমান এবং লাঞ্ছনা , আল্লাহ তায়ালার নামে মিথ্যা কথা রটনাকারীদের আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

১৫৩. যেসব লোক অন্যায় কাজ করেছে, এরপর তারা তাওবা করেছে এবং (যথাযথ) ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই এ (যথার্থ) তাওবার পর তোমার মালিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হিসেবে তাদের সাথে আচরণ করবেন)।

১৫৪. পরে যখন মূসার ক্রোধ (কিছুটা) প্রশমিত হলো, তখন সে (তাওরাতের) ফলকগুলো তুলে নিলো, তার পাতায় হেদায়াত ও রহমত (সম্বলিত কথাবার্তা লিখিত) ছিলো এমন সব লোকের জন্যে, যারা তাদের মালিককে ভয় করে।

১৫৫. মূসা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে (এবার) সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত সময়ে সমবেত হবার জন্যে বাছাই করে নিলো, যখন এক প্রচন্ড ভূকম্পন এসে তাদের আক্রমণ করলো (তখন) মূসা বললো, হে আমার মালিক, তুমি চাইলে তাদের সবাইকে ও আমাকে আগেই ধ্বংস করে দিতে পারতে , (আজ) আমাদের মধ্যকার কয়েকটি নির্বোধ মানুষ যে আচরণ করেছে, (তার জন্যে) তুমি কি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে! অথচ এ ব্যাপারটা তোমার একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়, এ (পরীক্ষা) দিয়ে যাকে চাও তাকে তুমি বিপথগামী করো, আবার যাকে চাও তাকে সঠিক পথও তো দেখাও! তুমি হচ্ছো আমাদের অভিভাবক, অতএব তুমি আমাদের মা ফ করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, কেননা তুমিই হচ্ছো সর্বশ্রেষ্ঠ্য ক্ষমার আধার।

১৫৬. তুমি আমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লিখে দাও, হেদায়াতের জন্যে আমরা তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি, আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), আমার শাস্তি আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেই, আর আমার দয়া তো (আসমান-যমীনের) সবকয়টি জিনিসকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে, আমি অবশ্যই তা লিখে দেবো এমন লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, যারা যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে।

১৫৭. যারা এই বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের অনুসরণ করে চলে_ যার উল্লেখ তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইনজীলেও তারা দেখতে পায়, যে (নবী) তাদের ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, যে তাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিসকে হালাল ও নাপাক জিনিসসমূহকে তাদের ওপর হারাম ঘোষণা করে, তাদের

ঘাড় থেকে (মানুষের গোলামীর) যে বোঝা ছিলো তা সে নামিয়ে দেয় এবং (মানুষের চাপানো) যেসব বন্ধন তাদের গলার ওপর (ঝুলানো) ছিলো তা সে খুলে ফেলে, অতঃপর যারা তাঁর ওপর ঈমান আনে, যারা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে, (সর্বোপরি) তার সাথে (কোরআনের) যে আলো পাঠানো হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।

১৫৮. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ তায়ালার রসূল (হিসেবে এসেছি), আল্লাহ তায়ালা যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যুঘটান, অতএব তোমরা (সেই) মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনো, তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের ওপরও তোমরা ঈমান আনো, যে (রসূল নিজেও) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে এবং তোমরা তাঁকে অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

১৫৯. মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় আছে, যারা (অন্যদের) সত্যের পথ দেখায় এবং নিজেরাও সে অনুযায়ী ইনসাফ করে।

১৬০. আমি তাদের বারোটি গোত্রে ভাগ করে তাদের স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছি, মূসার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইলো, তখন আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার হাতের লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো, অতঃপর তা থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা উদ্ভূত হলো, প্রত্যেক দল তাদের (নিজেদের) পানি পান করার স্থান চিনে নিলো, আমি তাদের ওপর মেঘের ছায়াও বিস্তার করে দিলাম, তাদের কাছে 'মান' ও 'সালওয়া' (নামক উৎকৃষ্ট খাবার) পাঠালাম, (তাদের আমি এও বললাম,) তোমাদের আমি যেসব পবিত্র জিনিস দান করেছি তা তোমরা খাও, (আমার কৃতজ্ঞতা আদায় না করে) তারা আমার ওপর কোনো যুলুম করেনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

১৬১. (সে সময়ের কথাও স্মরণ করো,) যখন তাদের বলা হয়েছিলো, তোমরা এই জনপদে গিয়ে বসবাস করো এবং সেখান থেকে যা কিছু চাও তোমরা আহার করো এবং বলো (হে মালিক), আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর (যখনি সেই) জনপদের দ্বারপথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে, (তখন) সাজদাবনত অবস্থায় প্রবেশ করবে, আমি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো, আমি অচিরেই উত্তম লোকদের অতিরিক্ত দান করবো।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালেম ছিলো, তারা তাদের যা (করতে) বলা হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে ভিন্ন কথা বললো, তাই আমিও তাদের এ যুলুমের শাস্তি হিসেবে তাদের ওপর আসমান থেকে আযাব পাঠালাম।

১৬৩. তাদের কাছ থেকে সেই জনপদের কথা জিজ্ঞেস করো, যা ছিলো সাগরের পাড়ে (অবস্থিত)। যখন সেখানকার মানুষরা শনিবারে (আল্লাহ তায়ালার বেঁধে দেয়া) সীমালংঘন করতো, (আসলে) শনিবারেই (সাগরের) মাছগুলো তাদের কাছে উঁচু হয়ে পানির উপরিভাগে (ভেসে) আসতো এবং শনিবার ছাড়া অন্য কোনোদিন তা আসতো না, (বস্তুত) তাদের অবাধ্যতার কারণেই আমি তাদের অনুরূপ পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।

১৬৪. (আরো স্মরণ করো,) যখন তাদের একদল লোক এও বলছিলো, তোমরা এমন একটি দলকে কেন উপদেশ দিতে যাচ্ছো, যাদের আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করতে, অথবা (গুনাহের জন্যে) যাদের কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন, তারা বললো, এটা হচ্ছে তোমাদের মালিকের দরবারে (নিজেদের) একটা ওযর পেশ করা (যে, আমরা উপদেশ দিয়েছি)। হতে পারে, তারা এর ফলে সাবধান হবে।

১৬৫. অতঃপর যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হচ্ছিলো তা তারা সম্পূর্ণ ভুলে গেলো, তখন আমি (সে দল থেকে) এমন লোকদের উদ্ধার করলাম, যারা নিজেরা গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকতো, আর কঠিন শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করলাম তাদের_ যারা যুলুম করেছে, তাদের নিজেদের গুনাহর জন্যে (আমি তাদের আযাব দিয়েছিলাম)।

১৬৬. তাদের যেসব (ঘৃণিত) কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিলো, যখন তারা তা (ধৃষ্টতার সাথে) করে যাচ্ছিলো, তখন আমি তাদের বললাম, এবার তোমরা সবাই লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

১৬৭. (স্মরণ করো,) যখন তোমার মালিক (ইহুদীদের উদ্দেশে) ঘোষণা দিলেন, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত এ জাতির ওপর এমন লোকদের (শক্তিধর করে) পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদের নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিতে থাকবে, (একথা) নিশ্চিত, তোমার মালিক (যেমন) সত্বর শাস্তি দান করেন, (তেমনি) তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৬৮. আমি তাদের দলে দলে বিভক্ত করে যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছি, তাদের মধ্যে কিছু নেককার মানুষ (ছিলো), আবার তাদের কিছু (ছিলো) এর চাইতে ভিন্ন ধরনের, ভালো-মন্দ (উভয়) অবস্থার (সম্মুখীন) করে আমি তাদের পরীক্ষা নিয়েছি এ আশায় যে, হয়তো তারা (কখনো হেদায়াতের পথে) প্রত্যাবর্তন করবে।

১৬৯. (কিন্তু) তাদের (অযোগ্য) উত্তরসুরিরা (একের পর এক) এ যমীনে উত্তরাধিকারী হলো, তারা আল্লাহ তায়ালার কেতাবেরও উত্তরাধিকারী হলো, তারা এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে নেয়, (অপরদিকে মূর্খের মতো) বলতে থাকে, আমাদের (শেষ বিচারের দিন) মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু(অর্জিত সম্পদের) অনুরূপ সম্পদ যদি তাদের কাছে এসে পড়ে, তারা সাথে সাথেই তা হস্তগত করে নেয়, (অথচ) তাদের কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালার কেতাবের এ প্রতিশ্রুতি কি নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না! আল্লাহ তায়ালার সেই কেতাবে যা আছে তা তো তারা (নিজেরা বহুবার) অধ্যয়নও করেছে, আর পরকালীন ঘরবাড়ি! (হাঁ) যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের জন্যে তো তাই হচ্ছে উত্তম (নিবাস), তোমরা কি (এ বিষয়টি) অনুধাবন করো না ?

১৭০. অপরদিকে যারা আল্লাহর কেতাবকে (কঠোরভাবে) আঁকড়ে ধরে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে (তারা জানে), আমি কখনো সংশোধনকারীদের বিনিময় নষ্ট করি না।

১৭১. যখন আমি তাদের (মাথার) ওপর পাহাড়কে উঁচু করে রেখেছিলাম, মনে হচ্ছিলো তা যেন একটি ছায়া, তারা তো ধরেই নিয়েছিলো, তা বুঝি (এখনি) তাদের ওপর পড়ে যাবে (আমি তাদের বললাম,) তোমাদের আমি (হেদায়াত সম্বলিত) যে কিতাব দিয়েছি তা কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা (বার বার) স্মরণ করো, (এর ফলে) আশা করা যায় তোমরা বেঁচে থাকতে পারবে।

১৭২. (তোমরা স্মরণ করো,) যখন তোমাদের মালিক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের (পরবর্তী) সন্তান-সন্ততিদের বের করে এনেছেন এবং তাদের নিজেদের ওপর (এ মর্মে আনুগত্যের) স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন যে, আমি কি তোমাদের মালিক নই? তারা (সবাই) বললো, হাঁ নিশ্চয়ই, আমরা (এর ওপর) সাক্ষ্য দিলাম, (এর উদ্দেশ্য ছিলো) যেন কেয়ামতের দিন তোমরা একথা বলতে না পারো যে, আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।

১৭৩. কিংবা (একথাও যেন না) বলো যে, আল্লাহর সাথে শেরেক তো আমাদের বাপ-দাদারা আগে করেছে_ আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর, বাতিলপন্থীদের কার্যক্রমের জন্যে কি তুমি আমাদের ধ্বংস করবে?

১৭৪. এভাবেই আমি (অতীতের) দৃষ্টান্তসমূহ তাদের কাছে খোলাখুলি বর্ণনা করি, সম্ভবত এরা (সোজা পথে) ফিরে আসবে।

১৭৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের কাছে (এমন) একটি মানুষের কাহিনী (পড়ে) শোনাও, যার কাছে আমি (নবীর মাধ্যমে) আমার আয়াতসমূহ নাযিল করেছিলাম, সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, অতঃপর শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে সম্পূর্ণ গোমরাহ লোকদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে।

১৭৬. (অথচ) আমি চাইলে তাকে এ (আয়াতসমূহ) দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম, কিন্তুসে তো (ঊর্ধমুখী আসমানের বদলে) নিম্নমুখী যমীনের প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়ে এবং (পার্থিব) কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের উদাহরণের মতো, যদি তুমি তাকে দৌড়াতে থাকো তবু সে (জিহ্বা বের করে) হাঁপাতে থাকে, আবার তোমরা সেটিকে ছেড়ে দিলেও সে (জিহ্বা ঝুলিয়ে) হাঁপাতে থাকে, এ হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, এ কাহিনীগুলো (তাদের) তুমি পড়ে শোনাও, হয়তো বা তারা চিন্তা-গবেষণা করবে।

১৭৭. যে সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে আসছে, তাদের উদাহরণ কতোই না নিকৃষ্ট !

১৭৮. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথ দেখান সে (সঠিক) পথ প্রাপ্ত হবে, আবার যাকে তিনি গোমরাহ করেন তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ (হয়ে পড়ে)।

১৭৯. বস্তুত বহু সংখ্যক মানুষ ও জ্বিন (আছে, যাদের) আমি জাহান্নামের জন্যেই পয়দা করেছি, তাদের কাছে যদিও (বুঝার মতো) দিল আছে, কিন্তুতা দিয়ে তারা চিন্তা করে না, তাদের কাছে (দেখার মতো) চোখ থাকলেও তারা তা দিয়ে (সত্য) দেখে না, আবার তাদের কাছে (শোনার মতো) কান আছে, কিন্তুতারা সে কান দিয়ে (সত্য কথা) শোনে না, (আসলে) এরা হচ্ছে কতিপয় জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তাদের চাইতেও এরা বেশী প্রথভ্রষ্ট, এসব লোকেরা (দারুণ) উদাসীন।

১৮০. আল্লাহ তায়ালার জন্যেই যাবতীয় সুন্দর নামসমূহ (নিবেদিত), অতএব তোমরা সে সব ভালো নামেই তাঁকে ডাকো এবং সেসব লোকের কথা ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়, যা কিছু তারা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছে, অচিরেই তার যথাযথ ফল তারা পাবে।

১৮১. আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের (মানুষ ও জ্বিনদের) মাঝে (আবার) এমন একটি দল আছে, যারা (মানুষকে) সঠিক পথের দিকে ডাকে এবং (সে মতে) নিজেরাও (নিজেদের জীবনে) ইনসাফ কায়েম করে।

১৮২. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ক্রমে ক্রমে আমি তাদের এমনভাবে (ধ্বংসের দিকে ঠেলে) নিয়ে যাবো, তারা (তা) টেরও পাবে না।

১৮৩. আমি তাদের (বিদ্রোহের) জন্যে অবকাশ দিয়ে রাখবো এবং (এ ব্যাপারে) আমার কৌশল (কিন্তু) অত্যন্ত শক্ত।

১৮৪. তারা কি কখনো চিন্তাকরে দেখে না! তাদের সাথী (মোহাম্মদ) কোনো পাগল নয়, সে তো হচ্ছে (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

১৮৫. তারা কি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের (বিষয়টির) দিকে কখনো তাকিয়ে দেখে না এবং তাকিয়ে দেখে না আল্লাহ তায়ালা এখানে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন (তার প্রতি_ এবং এর প্রতিও যে,) তাদের (অবস্থানের) মেয়াদও হয়তো নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, এর পর আর কোন্ কথা আছে যা বললে এরা ঈমান আনবে?

১৮৬. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথহারা করে দেন তাকে পথে আনার আর (দ্বিতীয়) কেউই নেই, আল্লাহ তায়ালা তো তাদের (সবাইকেই) তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্ত মতো ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেন।

১৮৭. তারা তোমার কাছে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, এ দিনটি কখন সংঘটিত হবে, তুমি (তাদের) বলো, এ জ্ঞান তো (রয়েছে) আমার মালিকের কাছে, এর সময় আসার আগে তিনি তা প্রকাশ করবেন না, (তবে) আকাশমন্ডল ও যমীনের জন্যে সেদিন তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা, এটি তোমাদের কাছে একান্ত আকস্মিকভাবেই, তারা (এ প্রশ্নটি এমনভাবে) জিজ্ঞেস করে যে, মনে হয় তুমি বুঝি বিষয়টি সম্পর্কে সব কিছু জানো, (তাদের) বলো, কেয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ সত্যটুকু) জানে না।

১৮৮. তুমি (আরো) বলো, আমার নিজের ভালো-মন্দের মালিকও তো আমি নই, তবে আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই হয়, যদি আমি অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমি (নিজের জন্যে সে জ্ঞানের জোরে) অনেক ফায়দাই হাসিল করে নিতে পারতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না, আমি তো শুধু (একজন নবী, জাহান্নামের) সতর্ককারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী মাত্র, শুধু সে জাতির জন্যে যারা আমার ওপর ঈমান আনে।

১৮৯. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে পয়দা করেছেন এবং (পরবর্তী পর্যায়ে) তার থেকে তিনি তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার (জুড়ির) কাছে (গিয়ে) সে পরম শান্তি লাভ করতে পারে, অতঃপর যখন (পুরুষ) সাথীটি (তার) মহিলা সাথীটিকে (দৈহিক প্রয়োজনের জন্যে) ঢেকে দিলো, তখন মহিলা সাথীটি এক লঘু গর্ভ ধারণ করলো (এবং প্রথম দিকে) সে এ নিয়েই চলাফেরা করলো, পরে যখন সে (গর্ভের কারণে ওযনে) ভারী হয়ে এলো, তখন তারা (পুরুষ-মহিলা) উভয়েই তাদের মালিককে ডেকে বললো, হে আল্লাহ তায়ালা, যদি তুমি আমাদের একটি সুস্থ ও পূর্ণাংগ সন্তান দান করো, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমার কৃতজ্ঞতা আদায়কারীদের দলে শামিল হবো।

১৯০. পরে (সত্যিই) যখন তিনি তাদের উভয়কে একটি (নিখুঁত) ও ভালো সন্তান দান করলেন, তখন তারা যা কিছু (সন্তানদের আকারে আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের দেয়া হয়েছে (সে ব্যাপারেই) অন্যদের শরীক বানিয়ে নিলো, আল্লাহ তায়ালা কিন্তু তাদের এ শরীক বানানো থেকে অনেক পবিত্র।

১৯১. এরা কি আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন কিছুকে শরীক (মনে) করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি করা হয়

১৯২. তারা তাদের কাউকে কোনো রকম সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা নিজেদেরও কোনো রকম সাহায্য করতে পারে না।

১৯৩. তোমরা যদি এ (মূর্খ) লোকদের হেদায়াতের পথের দিকে আহবান করো, তারা তোমাদের কথা শুনবে না, (তাই) তোমরা তাদের হেদায়াতের পথে ডাকো কিংবা চুপ করে থাকো_ উভয়টাই তোমাদের জন্যে সমান কথা।

১৯৪. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের (সাহায্যের জন্যে) ডাকো, তারা তো তোমাদের মতোই কতিপয় বান্দা, তোমরা তাদের ডেকেই দেখো না, তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হলে তাদের উচিত তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া।

১৯৫. তাদের কি কোনো পা আছে যার (ওপর ভর) দিয়ে তারা চলতে পারে, অথবা তাদের কি কোনো (ক্ষমতাধর) হাত আছে যা দিয়ে তারা সব কিছু ধরতে পারে, কিংবা তাদের কি কোনো চোখ আছে যা দিয়ে তারা (সব কিছু) দেখতে পারে, কিংবা আছে তাদের কোনো কান যা দিয়ে তারা শুনতে পারে! তুমি বলো, তোমরা ডাকো তোমাদের শরীকদের, এরপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, (ষড়যন্ত্র করার সময়) আমাকে কোনো অবকাশও দিয়ো না।

১৯৬. (তুমি তাদের বলো,) নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন, তিনি হামেশাই ভালো লোকদের অভিভাবকত্ব করেন।

১৯৭. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যাদের তোমরা ডাকো, তারা তোমাদের কোনো রকম সাহায্য করতে সক্ষম নয়, (এমন কি) তারা নিজেদেরও কোনো রকম সাহায্য করতে পারে না।

১৯৮. তোমরা যদি (কখনো) তাদের হেদায়াতের পথে আসার আহ্বান জানাও, তবে তারা শুনতেই পাবে না, (কথা বলার সময়) যদিও তুমি দেখছো, তারা তোমার দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু এরা (সত্য) দেখতেই পায় না।

১৯৯. (হে মোহাম্মদ, এদের সাথে) তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের তুমি এড়িয়ে চলো।

২০০. কখনো যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, সাথে সাথেই তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও, অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন।

২০১. আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে তাদের যদি কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তবে তারা (সাথে সাথেই) আত্মসচেতন হয়ে পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

২০২. তাদের (কাফের) ভাই-বন্ধুরা তাদের বিদ্রোহের পথেই টেনে নিয়ে যেতে চায়, অতঃপর তারা (চেষ্টার) কোনো ত্রুটি করে না।

২০৩. (আবার) যখন তুমি (কিছু দিন) তাদের কাছে কোনো আয়াত এনে হাযির না করো, তখন তারা বলে, ভালো হতো যদি তুমি নিজেই তেমন কিছু বেছে না নিতে! তুমি বলো, আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার মালিকের কাছ থেকে আমার কাছে নাযিল হয়, আর এ (কোরআন) হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে নাযিল করা (অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন) নিদর্শন, যারা ঈমান এনেছে (এ কিতাব) তাদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

২০৪. যখন (তোমার সামনে) কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন (মনোযোগের সাথে) তা শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো, আশা করা যায় (এর ফলে) তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

২০৫. (হে নবী,) তোমার মালিককে স্মরণ করো মনে মনে, সকাল-সন্ধ্যায় সবিনয়ে ও সশংক চিত্তে, অনুচ্চ স্বরের কথাবার্তা দিয়েও (তাঁকে তুমি স্মরণ করো), কখনো গাফেলদের দলে শামিল হয়ো না।

২০৬. নিসন্দেহে যারা তোমার মালিকের একান্ত সান্নিধ্যে আছে, তারা কখনো অহংকার করে তাঁর ইবাদাত থেকে বিরত থাকে না, তারা তাঁর তাসবীহ করে এবং তাঁর জন্যে সাজদা করে।

সূরা আল আনফাল

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ৭৫, রুকু ১০

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. (হে মোহাম্মদ,) লোকেরা তোমার কাছে (যুদ্ধলব্ধ ও যুদ্ধে পরিত্যক্ত) অতিরিক্ত (মাল-সামান) সম্পর্কে (আল্লাহ তায়ালার হুকুম) জানতে চাচ্ছে, তুমি (তাদের) বলো, (এ) অতিরিক্ত সম্পদ হচ্ছে (মূলত) আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং (তাঁর) রসূলের জন্যে, অতএব (এ ব্যাপারে) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (এ নির্দেশের আলোকে) নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নাও, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা সত্যিকার (অর্থে) মোমেন হয়ে থাকো।

২. মোমেন তো হচ্ছে সেসব লোক, (যাদের) আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করানো হলে তাদের হৃদয় ক স্পিত হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা (সব সময়) তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে।

৩. যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যা কিছু (অর্থ-সম্পদ) দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে।

৪. (মূলত) এ (গুণস ম্পন্ন) লোকগুলোই হচ্ছে সত্যিকার মোমেন, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে (বিপুল) মর্যাদা, মা ও সম্মানজনক জীবিকা (-র ব্যবস্থা) রয়েছে।

৫. (সেভাবেই তোমাদের বের হওয়া উচিত ছিলো) যেভাবে তোমার মালিক তোমাকে তোমার বাড়ী থেকে বের করে এনেছেন, অথচ (তখনও) মোমেনদের একদল লোক (ছিলো এ কাজের দারুন অপছন্দকারী।

৬. সত্য (তোমার কাছে) প্রকাশিত হওয়ার পরও এরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে, (মনে হচ্ছিলো) তারা যেন দেখতে পাচ্ছিলো, ধীরে ধীরে মৃত্যর দিকেই তাদের ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

৭. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন_ দুটি দলের মধ্যে একটি দল তোমাদের (করায়ত্ত) হবে, (অবশ্য) তোমরা (তখন) চাচ্ছিলে (দুর্বল ও) নিরস দলটিই তোমাদের (করায়ত্ত) হোক, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর 'কথা' দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন এবং (এর মাঝ দিয়ে তিনি) কাফেরদের শেকড় কেটে (তাদের নির্মূল করে) দিতে চেয়েছিলেন,

৮. (এর উদ্দেশ্য ছিলো) সত্যকে যেন (তার) সত্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং বাতিলকে যাতে করে (বাতিলের মতোই) নির্মূল করা যায়, যদিও পাপিষ্ঠরা (একে) পছন্দ করেনি।

৯. (আরো স্মরণ করো,) যখন তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে (কাতর কণ্ঠে) ফরিয়াদ পেশ করছিলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হাঁ, আমি তোমাদের (এ যুদ্ধের ময়দানে) পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করবো।

১০. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শুভ সংবাদ দেয়া ও তা দিয়ে তোমাদের মনকে প্রশা ন্ত করার উদ্দেশেই এটা বলেছিলেন, (নতুবা আসল) সাহায্য তো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই আসে , নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।

১১. (আরো স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের প ক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা ও স্ব স্তির জন্যে তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেছেন, উদ্দেশ্য ছিলো এ (পানি) দ্বারা তিনি তোমাদের ধুয়ে পাক-সাফ করবেন, তোমাদের মন থেকে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করবেন, তোমাদের মনে সাহস বৃদ্ধি করবেন, (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের কদম মযবুত করবেন।

১২. (তাও স্মরণ করো,) যখন তোমার মালিক ফেরেশতাদের কাছে ওহী পাঠিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সাথেই আছি, অতএব তোমরা মোমেনদের সাহস দাও (তাদের কদম অবিচল রাখো) , অচিরেই আমি কাফেরদের মনে দারুণ এক ভীতির সঞ্চার করে দেবো, অতএব তোমরা (তাদের) ঘাড়ের ওপর আঘাত হানো এবং তাদের (হাড়ের) প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো।

১৩. এ (কাজ)-টা এ কারণে যে, এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় নেমেছে, আর যারাই এভাবে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে (তাদের জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা আযাব দানে অত্যন্ত কঠোর।

১৪. (হে কাফেররা,) এ হচ্ছে তোমাদের (যথার্থ পাওনা), অতঃপর (ভালো করে) তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো, কাফেরদের জন্যে দোযখের (ভয়াবহ) আযাব তো রয়েছেই।

১৫. হে মোমেন বান্দারা, তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মুখোমুখি মোকাবেলা করবে, তখন কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।

১৬. (জেনে রেখো,) এ (যুদ্ধের) দিন যে ব্যক্তি তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার গজব অর্জন করবে, তবে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে কিংবা (নিজ) বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্য ছাড়া (যদি কেউ এমনটি করে তাহলে), তার জন্যে জাহান্নামই হবে একমাত্র আশ্রয়স্থল, আর জাহান্নাম সত্যিই নিকৃষ্ট জায়গা।

১৭. (যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে) তাদের তোমরা কেউই হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তায়ালাই তাদের হত্যা করেছেন, আর তুমি যখন (তাদের প্রতি) তীর নিক্ষেপ করছিলে, (মূলত) তুমি নিক্ষেপ করোনি (করেছেন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং), তিনি নিজের থেকে মোমেনদের উত্তম পুরস্কার দান করে (তাদের বিজয়) দিতে চেয়েছেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন।

১৮. এটা হচ্ছে তোমাদের (ব্যাপারে তাঁর নীতি), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন।

১৯. (হে কাফেররা,) তোমরা একটা সিদ্ধা ন্ত চেয়েছিলে, হাঁ, (আজ) সে সিদ্ধা ন্ত (_কর মুহূর্তটি) তোমাদের সামনে এসে গেছে, যদি এখনও তোমরা (যুদ্ধ থেকে) বিরত হতে চাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে, তোমরা যদি (আবার যুদ্ধের জন্যে) ফিরে আসো, তাহলে আমরাও (ময়দানে) ফিরে আসবো, আর তোমাদের বাহিনী সংখ্যায় যতোই বেশী হোক না কেন তা তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, (কারণ) আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সাথেই রয়েছেন।

২০. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, কখনো তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, (বিশেষ করে) যখন তোমরা (সব কিছু) শুনতেই পাচ্ছো।

২১. তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (মুখে) বলে, হাঁ, আমরা (নবীর কথা) শোনলাম, কিন্তু তারা আসলে কিছুই শোনে না।

২২. আল্লাহ তায়ালার কাছে (তাঁর সৃষ্টির) নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই বধির ও মূক (মানুষগুলো), যারা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) কিছু বুঝে না।

২৩. আল্লাহ তায়ালা যদি জানতেন, এদের ভেতর (সামান্য) কোনো ভালো (গুণও) অবশিষ্ট আছে, তাহলে তিনি তাদের অবশ্যই (হেদায়াতের কথা) শোনাতেন , (অবশ্য) তিনি তাদের শোনালেও তারা তাকে উ পেক্ষাই করতো এবং অন্যদিকে ফিরে যেতো।

২৪. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের সত্যিকার অর্থে জীবন দান করবে, (এ কথাটা) জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন, (আবার) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই জড়ো করা হবে।

২৫. তোমরা (আল্লাহদ্রোহিতার) সেই ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো, যার ভয়াবহ শাস্তি_ যারা তোমাদের মধ্যে যালেম শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আরো জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা অত্য ন্ত কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

২৬. স্মরণ করো, যখন তোমরা (সংখ্যায়) ছিলে (নিতা ন্ত) কম, (এই) যমীনে তোমাদের মনে করা হতো তোমরা অত্যন্ত দুর্বল, তোমরা সর্বদাই এ ভয়ে (আতংকিত) থাকতে যে, কখন (অন্য) মানুষরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (একটি ভূখন্ডে এনে) আশ্রয় দিলেন, তাঁর (একা ন্ত) সাহায্য দিয়ে তিনি তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তিনি এ আশায় তোমাদের (বহুবিধ) উত্তম জিনিস দান করলেন যে, তোমরা (আল্লাহর এসব নেয়ামতের) শোকর আদায় করবে।

২৭. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতেরও খেয়ানত করো না। ২৮. জেনে রেখো, তোমাদের মাল-সম্পদ ও স ন্তান-সন্ততি হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার প ক্ষ থেকে) পরী ক্ষামাত্র, (যে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা প্রতিদান রয়েছে।

২৯. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে (অন্যদের সাথে) পার্থক্য নির্ণয়কারী (কিছু স্বতন্ত্র মর্যাদা) দান করবেন, তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন, আল্লাহ তায়ালার দান (আসলেই) অনেক বড়ো।

৩০. (স্মরণ করো,) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো, তারা তোমাকে বন্দী করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (আপন ভূমি থেকে) নির্বাসিত করে দেবে , (এ সময় একদিকে) তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো, (আরেক দিকে) আল্লাহ তায়ালাও (তোমার প ক্ষে) কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন , আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট কুশলী।

৩১. যখন তাদের সামনে আমার কোনো আয়াত পড়ে শোনানো হতো, তখন তারা বলতো, (হাঁ) আমরা একথা (আগেও) শুনেছি, আমরা চাইলে এ ধরনের কথা তো নিজেরাও বলতে পারি, এগুলো তো আগের লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।

৩২. তারা যখন বলেছিলো, হে আল্লাহ তায়ালা, (মোহাম্মদের আনীত) কেতাব যদি তোমার কাছ থেকে পাঠানো সত্য হয়, তাহলে (একে অমান্য করার কারণে) তুমি আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো, কিংবা তুমি আমাদের ওপর কোনো কঠিন শাস্তি পাঠিয়ে দাও।

৩৩. আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, তিনি তাদের কোনো আযাব দেবেন, অথচ তুমি (সশরীরে) তাদের মধ্যে (বর্তমান) রয়েছো, আর আল্লাহ তায়ালা এমনও নন যে, কোনো (জাতির) মানুষদের তিনি শাস্তি দেবেন, অথচ তারা (কিছু লোক) তখনও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

৩৪. কেনই বা আল্লাহ তায়ালা (_যারা কাফের) তাদের আযাব দেবেন না_ যখন তারা আল্লাহর বান্দাদের মাসজিদুল হারামে আসার পথ থেকে নিবৃত্ত করে, অথচ তারা তো (এ ঘরের) অভিভাবকও নয় , এ ঘরের (আসল) অভিভাবক হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (এ কথাটা) জানে না।

৩৫. (এ ঘরের পাশে) তাদের (জাহেলী যুগের) নামায তো কিছু শিস দেয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, (এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদের বলবেন,) এখন তোমরা তোমাদের কুফরী কার্যকলাপের জন্যে শাস্তি ভোগ করো।

৩৬. যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ (এ খাতেই) ব্যয় করেছে যে, (এর দ্বারা) মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে , (এদের জন্যে তুমি ভেবো না,) এরা (এ পথে) ধন-সম্পদ আরো ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর একদিন সে (ব্যয় করা)-টাই তাদের জন্যে মন স্তাপের কারণ হবে, অতঃপর (দুনিয়ার জীবনেও) তারা পরাভূত হবে, আর যারা কুফরী করেছে আখেরাতে তাদের সবাইকে জাহান্নামের পাশে একত্রিত করা হবে।

৩৭. (এভাবেই) আল্লাহ তায়ালা ভালোকে খারাপ থেকে পৃথক করে দেবেন এবং খারাপগুলোর একটাকে আরেকটার ওপর রেখে সবগুলো এক জায়গায় স্তূপীকৃত করবেন, অতঃপর (গোটা স্তূপ) জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, (মূলত) এ লোকগুলো সেদিন (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্থহবে।

৩৮. (হে মোহাম্মদ,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে তাদের তুমি বলো, তারা যদি এ থেকে (এখনো) ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের সব কিছুই ক্ষমা করে দেয়া হবে, তবে যদি তারা (তাদের আগের কার্যকলাপের দিকে) ফিরে যায়, তাহলে তাদের (সামনে) আগের (জাতিসমূহের ভয়াবহ) পরিণামের দৃষ্টান্ত তো (মজুদ) রয়েছেই।

৩৯. (হে ঈমানদার লোকেরা,) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতোণ না (আল্লাহর যমীনে কুফরীর) ফেতনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে, (হাঁ,) তারা যদি (কুফুর থেকে) নিবৃত্ত হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালাই হবেন তাদের কার্যকলাপের পর্যবেণকারী।

৪০. (এসব কিছু সত্ত্বেও) যদি তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক আল্লাহ তায়ালা, কতো উত্তম সাহায্যকারী (তিনি)!

পারা ১০

৪১. (হে মোমেনরা,) তোমরা জেনে রেখো, যুদ্ধে যে সম্পদ তোমরা অর্জন করেছো, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, রসুলের জন্যে, (তাঁর) স্বজনদের জন্যে, এতীমদের জন্যে, মেসকীনদের জন্যে ও পথচারী মোসাফেরদের জন্যে, তোমরা যদি আল্লাহতে বিশ্বাস করো, (আরো) বিশ্বাস করো সে (বিজয়ঘটিত) বিষয়টির প্রতি, যা আমি হক ও বাতিলের চূড়ান্ত মীমাংসার দিন এবং একে অপরের মুখোমুখি হবার দিন আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছিলাম; আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

৪২. (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তের, তারা ছিলো দুর প্রান্তের, আর (কোরায়শ) কাফেলা ছিলো তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে; যদি তোমরা আগেই (এ ব্যাপারে) তাদের সাথে কোনো (অগ্রিম চুক্তির) সন্ধি করতে চাইতে, তাহলে এ সন্ধি বাস্তবায়নে তোমরা অবশ্যই মতবিরোধ করতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাই ঘটাতে চেয়েছিলেন যা ঘটানো আল্লাহ তায়ালার মঞ্জুর ছিলো (এ জন্যেই তিনি উভয় দলকে রণক্ষেত্রে সামনাসামনি করালেন, যাতে করে), যে দলটি ধ্বংস হবে সে যেন সত্য (মিথ্যা) স্পষ্ট হওয়ার পরই ধ্বংস হয়, আবার যে দলটি বেঁচে থাকবে সেও যেন সত্যাসত্য প্রমাণের ভিত্তিতেই বেঁচে থাকে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

৪৩. (আরো স্মরণ করো,) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যখন স্বপ্নে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন, (তখন) যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখাতেন তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (এটা না করে তোমাদের) নিরাপদ করে দিয়েছেন; কেননা তিনি মানুষের অন্তরে যা কিছু (লুকিয়ে) থাকে সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

৪৪. (সে সময়ের কথাও স্মরণ করো,) যখন তোমরা (যুদ্ধের ময়দানে) তাদের সামনাসামনি হলে, তখন তোমাদের চোখে তাদের (সংখ্যা) আল্লাহ তায়ালা (নিতান্ত) কম (করে) দেখালেন এবং তাদের চোখেও তিনি তোমাদের (সংখ্যা) দেখালেন কম (এর উদ্দেশ্য ছিলো), যেন আল্লাহ তায়ালা তাই ঘটিয়ে দেখান যা কিছু তিনি (এ ঘটনার মাধ্যমে) ঘটাতে চান; (কেননা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই সব কিছুকে ফিরে যেতে হবে।

৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা, কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমরা সামনাসামনি হও, তখন ময়দানে অবিচল থাকবে এবং (বিজয়ের আসল উৎসুক) আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী করে স্মরণ করতে থাকবে, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

৪৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

৪৭. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ো না, যারা অহংকার ও লোকদের (নিজেদের শান-শওকত) দেখানোর জন্যে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সাধারণ মানুষদের যারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; (মুলত) তাদের সমুদয় কার্যকলাপই আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে আছেন।

৪৮. যখন শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের সামনে খুব চাকচিক্যময় করে পেশ করেছিলো এবং সে তাদের বলেছিলো, আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং আমি তো তোমাদের পাশেই আছি, অতঃপর যখন উভয় দল সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন সে কেটে পড়লো এবং বললো, তোমাদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাও না, আমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি এবং (আমি জানি) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন কঠোর শাস্তিদাতা।

৪৯. মোনাফেক ও তাদের দলবল যাদের দিলে (গোমরাহীর) ব্যাধি রয়েছে, যখন তারা বললো, এ লোকদের (মুলত) তাদের (নতুন) দ্বীন (মারাত্মকভাবে) প্রতারিত করে রেখেছে; (সত্য কথা হচ্ছে,) যে কোনো ব্যক্তিই (বিপদে-আপদে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে (সে বুঝতে পারবে), আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

৫০. তুমি যদি (সত্যিই) সেই (করুণ) অবস্থা দেখতে পেতে, যখন আল্লাহর ফেরেশতারা কাফেরদের রূহ বের করে নিয়ে যাচ্ছিলো, ফেরেশতারা (তখন) তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে (ক্রমাগত) আঘাত করে যাচ্ছিলো (এবং তারা বলছিলো), তোমরা আগুনের আযাব উপভোগ করো।

৫১. (মুলত) এটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই উভয় হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর বান্দার ওপর যুলুম করেন না,

৫২. (এদের পরিণতি হবে,) ফেরাউনের আপনজন ও তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের মতোই; তারা সবাই আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের গুনাহের দরুন আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদানকারী।

৫৩. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতিকে কোনো নেয়ামত দান করেন, তিনি ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সে নেয়ামত (তাদের জন্যে) বদলে দেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) জানেন,

৫৪. (এরাও হচ্ছে) ফেরাউন, তার স্বজন ও তাদের আগের লোকদের মতো; আল্লাহর আয়াতকে তারা (সরাসরি) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, ফলে আমি তাদের (কুফরীর) অপরাধের জন্যে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং ফেরাউনের স্বজনদের আমি ডুবিয়ে দিয়েছি, (মুলত) তারা সবাই ছিলো যালেম।

৫৫. নিশ্চয়ই (আল্লাহর এ) যমীনে (বিচরণশীল) জীবের মধ্যে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম হচ্ছে তারা, যারা (স্বয়ং এ যমীনের স্রষ্টাকেই) অস্বীকার করে এবং তারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে না।

৫৬. (তারাও এ নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম,) যাদের সাথে তুমি (বাকায়দা) সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছো, অতঃপর তারা প্রতিবার সুযোগ পেয়েই সে চুক্তি ভংগ করেছে এবং (এ ব্যাপারে) তারা (কাউকেই) পরোয়া করেনি।

৫৭. অতএব, এ লোকদের যদি কখনো তুমি ধরতে পারো, তাহলে তাদের মুল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে শাস্তি দেবে, যাতে তাদের পরবর্তী বাহিনী (এ থেকে কিছু) শিক্ষা গ্রহণ করে।

৫৮. যদি কখনো কোনো জাতির কাছ থেকে তোমার এ আশংকা হয় যে, তারা (চুক্তি ভংগ করে) বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাহলে তুমিও (তাদের সাথে সম্পাদিত) চুক্তি একইভাবে তাদের (মুখের) ওপর ছুঁড়ে দাও (তবে তোমরা নিজেরা তা আগে লংঘন করো না); নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।

৫৯. আর কাফেররা যেন কখনোই এমন ধারণা করতে না পারে যে, ওরা (তোমাদের পেছনে ফেলে নিজেরা) এগিয়ে গেছে; (আসলে) তারা (তোমাদের পরাভূত করার কোনো) ক্ষমতাই রাখে না।

৬০. তাদের (সাথে যুদ্ধের) জন্যে তো তোমরা যথাসাধ্য সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেবে, (এ ছাড়াও কিছু লোক আছে) যাদের পরিচয় তোমরা জানো না, শুধু আল্লাহ তায়ালাই তাদের চেনেন; আল্লাহ তায়ালার পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের (পরকালে) আদায় করে দেয়া হবে এবং তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

৬১. (হে মোহাম্মদ,) তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ দেখায়, তাহলে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকে যাবে এবং (সর্বদা) আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) দেখেন।

৬২. আর যদি কখনো তারা (সন্ধির আড়ালে) তোমাকে ধোকা দিতে চায়, তাহলে (তোমার দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা) তোমার (রক্ষার) জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; (অতীতেও) তিনি তাঁর (সরাসরি) সাহায্য ও এক দল মোমেন দ্বারা তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন,

৬৩. আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরসমুহের মাঝে পারস্পরিক (ভালোবাসা ও) সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন; অথচ তুমি যদি দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদও (এর পেছনে) ব্যয় করতে, তবু তুমি এ মানুষদের দিলগুলোর মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এদের মাঝে প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন; অবশ্যই তিনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ কুশলী।

৬৪. হে নবী, তোমার জন্যে এবং তোমার অনুবর্তনকারী মোমেনদের জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

৬৫. হে নবী, তুমি মোমেনদের যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করো (মনে রেখো); তোমাদের মধ্যে বিশ জন লোকও যদি ধৈর্যশীল হতে পারে তাহলে তারা দুশ' লোকের ওপর বিজয়ী হবে, আবার তোমাদের মাঝে (এমন লোকের সংখ্যা) যদি একশ হয় তাহলে তারা এক হাজার লোকের ওপর জয় লাভ করবে, এর কারণ হচ্ছে, তারা এমন জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না।

৬৬. (এ নিশ্চয়তা দ্বারা) এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে (উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার) বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, (যেহেতু) তিনি (একথা) জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে; (অতঃপর) তোমাদের মধ্যে যদি একশ' ধৈর্যশীল মানুষ থাকে তাহলে তারা দুশ'র ওপর বিজয়ী হবে, আবার যদি থাকে তোমাদের এক হাজার ধৈর্যশীল ব্যক্তি, তাহলে তারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে বিজয়ী হবে দু'হাজার লোকের ওপর; (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।

৬৭. কোনো নবীর পক্ষেই এটা শোভা পায় না যে, সে তার কাছে বন্দীদের আটকে রাখবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে যমীনে রক্তপাত ঘটাবে এবং (আল্লাহর) শত্রুদের নিপাত না করে দেবে; আসলে তোমরা তো দুনিয়ার (সামান্য)

স্বার্থটুকুই চাও, আর আল্লাহ তায়ালা চান (তোমাদের) আখেরাতের কল্যাণ (দান করতে); আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৬৮. যদি (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পূর্বের কোনো (ফরমান) লেখা না থাকতো, তাহলে (বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে তোমরা) যা কিছু নিয়েছো, তার জন্যে একটা বড়ো ধরনের আযাব তোমাদের পেয়ে বসতো।

৬৯. অতএব যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে লাভ করেছো, (নিঃসংকোচে) তোমরা তা খাও, (কেননা) তা সম্পূর্ণ হালাল ও পবিত্র, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৭০. হে নবী, তোমার হাতে যেসব বন্দী রয়েছে, তাদের তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের দিলে ভালো কিছু (গ্রহণের যোগ্যতা আছে বলে) জানতে পান, তাহলে তিনি তোমাদের (ঈমানের) এমন এক কল্যাণ দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণ হিসেবে) গৃহীত সম্পদের চাইতে অনেক ভালো এবং তিনি তোমাদের (গুনাহসমুহও) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৭১. আর তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করতে চায় (তাহলে তুমি ভেবো না), এরা তো এর আগে আল্লাহ তায়ালার সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং (এ কারণেই) তাদের মধ্য থেকে তিনি তোমাদের বিজয় (ক্ষমতা) দান করেছেন; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন জ্ঞানবান ও কুশলী।

৭২. নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে (এবং এই ঈমানের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (মোহাজেরদের) আশ্রয় দিয়েছে ও (তাদের) সাহায্য করেছে, তারা সবাই পরস্পরের বন্ধু; (অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে অথচ এখনো হিজরত করেনি, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা হিজরত না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই, (তবে কখনো) যদি তারা (একান্ত) দ্বীনের খাতিরে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, (তবে তা) যেন এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না হয় যাদের সাথে তোমাদের (কোনো রকম) চুক্তি রয়েছে; (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা সব কিছুই দেখেন।

৭৩. যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু, তোমরা যদি (একে অপরকে সাহায্য করার) সে কাজটি না করো, তাহলে (আল্লাহর এ) যমীনে ফেতনা-ফাসাদ ও বড়ো ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, (এ ঈমানের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (এ হিজরতকারীদের) থাকার জায়গা দিয়েছে এবং (তাদের) সাহায্য করেছে, (মুলত) এরা সবাই হচ্ছে সত্যিকারের মোমেন; এদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) ক্ষমা ও উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে।

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; যারা আত্মীয়তার বন্ধনে একে অপরের সাথে আবদ্ধ, আল্লাহর কেতাব অনুযায়ী তারাও একে অন্যের (উত্তরাধিকারের বেশী) হকদার, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব ব্যাপার জানেন।

সুরা আত তাওবা

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ১২৯, রুকু ১৬

(এ সুরায় বিসমিল্লাহ পড়া নিষেধ)

১. (হে মুসলমানরা,) মোশরেকদের সাথে তোমরা যে (সন্ধি) চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিলে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে তোমাদের (তা থেকে) অব্যাহতি রয়েছে।

২. অতঃপর (হে মোশরেকরা), তোমরা (আরো) চার মাস পর্যন্ত (এ পবিত্র) ভূখণ্ডে চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা থেকে পালাতে পারবে না এবং আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের অপমানিত করবেন।

৩. (আজ) মহান হজ্জের (এ) দিনে দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ঘোষণা (এই যে), আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদের (সাথে চুক্তির বাধ্যবাধকতা) থেকে মুক্ত এবং (মুক্ত) তাঁর রসুলও; (হে মোশরেকরা,) যদি তোমরা (এখনো) তাওবা করো তাহলে তাই হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালাকে হীনবল (ও অক্ষম) করতে পারবে না; (হে নবী,) যারা কুফরী করেছে তাদের তুমি এক কঠোর আযাবের সুসংবাদ দাও,

৪. তবে সেসব মোশরেকের কথা আলাদা, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো, তারা (চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে) এতোটুকুও ত্রুটি করেনি না তারা কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করেছে, তাদের চুক্তি তাদের মেয়াদ (শেষ হওয়া) পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা মেনে চলবে; আসলেই যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তাদের অবশ্যই তিনি ভালোবাসেন।

৫. অতঃপর যখন (এ) নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মোশরেকদের তোমরা যেখানে পাবে সেখানেই তাদের হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, তাদের অবরোধ করবে এবং তাদের (ধরার) জন্যে তোমরা প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে, তবে এরপরও তারা যদি তাওবা করে (দ্বীনের পথে ফিরে আসে) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও বড়ো দয়াময়।

৬. আর মোশরেকদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে তুমি আশ্রয় দেবে, যাতে করে (তোমার আশ্রয়ে থেকে) সে আল্লাহ তায়ালার বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার (কোনো) নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে; (এটা) এ জন্যেই যে, এরা (আসলেই) এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা কিছুই জানে না।

৭. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের কাছে মোশরেকদের এ চুক্তি কিভাবে (বহাল) থাকবে? তবে যাদের সাথে মাসজিদুল হারামের পাশে (বসে) তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে (তাদের কথা আলাদা), যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা

তোমাদের সাথে (সম্পাদিত এ) চুক্তির ওপর বহাল থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাদের জন্যে (সম্পাদিত চুক্তিতে) বহাল থেকো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (চুক্তি ও ওয়াদার ব্যাপারে) সাবধানী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।

৮. কিভাবে (তোমরা তাদের বিশ্বাস করবে?) এরা যদি কখনো তোমাদের ওপর জয়লাভ করে, তাহলে তারা (যেমনি) আত্মীয়তার বন্ধনের তোয়াক্কা করবে না, (তেমনি) চুক্তির মর্যাদাও দেবে না; তারা (শুধু) মুখ দিয়ে তোমাদের খুশী রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের অন্তরগুলো সেসব কথা (কিছুতেই) মেনে নেয় না, (মুলত) এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে ফাসেক,

৯. এরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমুহ সামান্য (কিছু বৈষয়িক) মুল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে এবং (মানুষকে) আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে দুরে রেখেছে; নিশ্চয়ই এটা খুব জঘন্য কাজ, যা তারা করছে।

১০. (কোনো) ঈমানদার লোকের ব্যাপারে এরা (যেমন) আত্মীয়তার ধার ধারে না, (তেমনি) কোনো অংগীকারের মর্যাদাও এরা রক্ষা করে না; (মুলত) এরা হচ্ছে সীমালংঘনকারী।

১১. (এ সত্ত্বেও) যদি তারা তাওবা করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (তাহলে) তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনী ভাই; আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমুহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যার তারতম্য) বুঝতে পারে।

১২. তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও তাদের চুক্তি ভংগ করে এবং (ক্রমাগত) তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করতে থাকে, তাহলে তোমরা কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ঘোষণা) করো, কেননা তাদের জন্যে (তখন) আর কোনো চুক্তিই (বহাল) নেই, (এর ফলে) আশা করা যায় তারা তাদের মন্দ কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে।

১৩. তোমরা কি এমন একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা (বার বার) নিজেদের অংগীকার ভংগ করেছে! যারা রসুলকে (স্বদেশ থেকে) বের করার সংকল্প করেছে এবং তারাই তো প্রথম (তোমাদের ওপর হামলা) শুরু করেছে; তোমরা কি (সত্যিই) তাদের ভয় করো? অথচ যদি তোমরা মোমেন হও তাহলে তোমাদের আল্লাহ তায়ালাকেই বেশী ভয় করা উচিত।

১৪. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তায়ালা (আসলে) তোমাদের হাত দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন, তিনি তাদের অপমানিত করবেন, তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং (এভাবে) তিনি মোমেন সম্প্রদায়ের মনগুলোকেও নিরাময় করে দেবেন,

১৫. তিনি (এর দ্বারা) তাদের দিলের ক্ষোভ বিদুরিত করে দেবেন; তিনি যাকে চাইবেন তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই জানেন এবং তিনি হচ্ছেন সুবিজ্ঞকুশলী।

১৬. তোমরা কি (একথা) মনে করে নিয়েছো, তোমাদের (এমনি এমনিই) ছেড়ে দেয়া হবে! অথচ (এখনো) আল্লাহ তায়ালা (ভালো করে) পরখ করে নেননি যে, তোমাদের মাঝে কারা (আল্লাহর পথে) জেহাদ করেছে, আর কারা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসুল ও মোমেনদের ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

১৭. মোশরেকেরা যখন নিজেরাই নিজেদের ওপর কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালার মাসজিদ আবাদ করবে এটা তো হতেই পারে না; মুলত এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের যাবতীয় কর্মকান্ড বরবাদ হয়ে গেছে এবং চিরকাল এরা দোযখের আগুনেই কাটাবে।

১৮. আল্লাহ তায়ালার (ঘর) মাসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তারা কাউকে ভয় করে না। এদের ব্যাপারেই আশা করা যায়, এরা হেদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৯. তোমরা কি (হজ্জের মওসুমে) হাজীদের পানি পান করানো ও কাবা ঘরের খেদমত করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাসত্মায় জেহাদ করেছে; এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান (মর্যাদার) নয়; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না।

২০. যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, (তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে) হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কাছে সবার চাইতে বড়ো এবং এ ধরনের লোকেরাই (পরিণামে) সফলকাম হবে।

২১. তাদের মালিক তাদের জন্যে নিজ তরফ থেকে দয়া, সন্তুষ্টি ও এমন এক (সুরম্য) জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নেয়ামতের সামগ্রীসমুহ (সাজানো) রয়েছে,

২২. সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কাছে (মোমেনদের জন্যে) মহাপুরস্কার (সংরক্ষিত) রয়েছে।

২৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা কখনো ঈমানের ওপর কুফরীকেই বেশী ভালোবাসে, তাহলে তোমরা এমন লোকদের কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমাদের মধ্যে যারা এ (ধরনের) লোকদের (নিজেদের) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা হচ্ছে (সুস্পষ্ট) যালেম।

২৪. (হে নবী,) বলো, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের ভাই, তোমাদের পরিবার পরিজন ও তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য যা অচল হয়ে যাবে বলে তোমরা ভয় করো, তোমাদের বাড়ীঘরসমুহ, যা তোমরা (একান্তভাবে) কামনা করো, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসুল ও তাঁর পথে জেহাদ করার চাইতে (এগুলোকে) বেশী ভালোবাসো, তাহলে তোমরা আল্লাহ তায়ালার (পক্ষ থেকে তাঁর আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো (জেনে রেখো); আল্লাহ তায়ালা কখনো ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

২৫. আল্লাহ তায়ালা তো বহু জায়গায়ই তোমাদের সাহায্য করেছেন, (বিশেষ করে) হোনায়নের দিনে (যে সাহায্য করেছিলেন তা স্মরণ করো, সেদিন) যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করে দিয়েছিলো, অথচ সংখ্যার (এ) বিপুলতা তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি, যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও (সেদিন) তোমাদের ওপর সংকুচিত হয়ে পড়েছিলো, অতঃপর তোমরা (এক সময়) ময়দান ছেড়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েও গেলে।

২৬. অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুল ও (ময়দানে অটল হয়ে থাকা) মোমেনদের ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করলেন, (ময়দানে) তিনি এমন এক লশকর (বাহিনী) পাঠালেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং (তাদের

দিয়ে) তিনি কাফেরদের (এক চরম) শাস্তি দিলেন, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, এ হচ্ছে তাদের (যথাযথ) পাওনা।

২৭. এর পরেও আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেন, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

২৮. ওহে (মানুষ), তোমরা যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছো (জেনে রেখো), মোশরেকরা হচ্ছে (চিন্তা ও আদর্শের দিক থেকে) অপবিত্র, অতএব (এ অপবিত্রতা নিয়ে) তারা যেন এ বছরের পর আর কখনো এ পবিত্র মাসজিদের কাছে না আসে, যদি (তাদের না আসার কারণে) তোমরা (আশু) দারিদ্রের আশংকা করো তাহলে (জেনে রেখো), অচিরেই আল্লাহ তায়ালা চাইলে নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দিবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও কুশলী।

২৯. যাদের ইতিপূর্বে কেতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম বলে স্বীকার করে না, (সর্বোপরি) সত্য দ্বীনকে (নিজেদের) জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না তারা পদানত হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া (কর) দিতে শুরু করে।

৩০. ইহুদীরা বলে ওযায়র আল্লাহর পুত্র, (আবার) খৃস্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র; (আসলে) এ সবই হচ্ছে তাদের মুখের কথা, তাদের আগে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, (এসব কথার মাধ্যমে) এরা তাদেরই অনুকরণ করছে মাত্র; আল্লাহ তায়ালা এদের (সবাইকে) ধ্বংস করুন, (তাকিয়ে দেখো) এদের কিভাবে (আজ দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে!

৩১. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম, তাদের পীর-দরবেশদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও (কেউ কেউ মাবুদ বানিয়ে রেখেছে), অথচ এদের এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারোই বন্দেগী করতে আদেশ দেয়া হয়নি, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; তারা যাদের আল্লাহর সাথে শরীক করে, তিনি এসব (কথাবার্তা) থেকে অনেক পবিত্র।

৩২. এ (মুর্খ) লোকেরা তাদের মুখের (এক) ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর (দ্বীনের) মশাল নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ আলোর পুর্ণ বিকাশ ছাড়া অন্য কিছুই চান না, যদিও কাফেরদের কাছে এটা খুবই অপ্রীতিকর!

৩৩. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি (তোমাদের কাছে) সুস্পষ্ট হেদায়াত ও সঠিক জীবনবিধান সহকারে তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন, যেন সে এই বিধানকে (দুনিয়ার) সব কয়টি বিধানের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে, মোশরেকরা (এ বিজয়কে) যতো দুঃসহই মনে করুক না কেন!

৩৪. হে ঈমানদার লোকেরা, (আহলে কেতাবদের) বহু পন্ডিত ও ফকির-দরবেশ এমন আছে, যারা অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের সম্পদ ভোগ করে, এরা (আল্লাহর বান্দাদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়েও রাখে; (এদের মাঝে) যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং (কখনো) তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদের কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

৩৫. (এমন একদিন আসবে) যেদিন (পুঞ্জীভূত) সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দিয়ে (যারা এগুলো জমা করে রেখেছিলো) তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বে ও তাদের পিঠে চিহ্ন (এঁকে) দেয়া হবে

(এবং তাদের উদ্দেশ করে বলা হবে), এ হচ্ছে তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে, অতএব যা কিছু সেদিন তোমরা জমা করেছিলে (আজ) তার স্বাদ গ্রহণ করো।

৩৬. আসমানসমুহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ তায়ালার বিধানে মাসের সংখ্যা বারোটি, এ (বারোটি)-র মধ্যে চারটি হচ্ছে (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) নিষিদ্ধ মাস; এটা (আল্লাহর প্রণীত) নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব তার ভেতরে (হানাহানি করে) তোমরা নিজেদের ওপর যুলুম করো না, তোমরা (যখন) মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ করবে, (তখন সবাই) এক সাথে মিলিত হয়ে (তাদের) মোকাবেলা করবে, যেমনিভাবে তারাও এক সাথে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে; জেনে রেখো, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাথে রয়েছেন।

৩৭. নিষিদ্ধ মাসকে হীন স্বার্থে মুলতবি করা কিংবা তা আগ পাছ করা তো কুফরীর মাত্রাই বৃদ্ধি করে, এর ফলে কাফেরদের (আরো বেশী) গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়, এ লোকেরা এক বছর কোনো মাসকে (প্রয়োজনে) হালাল করে নেয়, আবার (পরবর্তী) কোনো বছরে সে মাসকেই তারা হারাম বানিয়ে নেয়, যেন এভাবে আল্লাহ তায়ালা যে মাসগুলো হারাম করেছেন তার সংখ্যাও পুরণ হয়ে যায়, আবার আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তাও (মাঝে মাঝে) হালাল হয়ে যায়; (বস্তুত) তাদের অন্যায় কাজগুলো (এভাবেই) তাদের কাছে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফের সম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দেন না।

৩৮. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছো, এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (সমৃদ্ধির) তুলনায় (এ) দুনিয়ার জীবনকেই বেশী ভালোবাসো, (অথচ) পরকালে (হিসেবের মানদন্ডে) দুনিয়ার জীবনের এ ভোগের উপকরণ নিতান্তই কম।

৩৯. তোমরা যদি (কোনো অভিযানে) বের না হও, তাহলে (এ অবাধ্যতার জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দেবেন, তোমরা কিন্তু তাঁর কোনোই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, (কারণ) তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

৪০. (হে মোমেনরা,) তোমরা যদি তাঁকে (এ কাজে) সাহায্য না করো তাহলে (আল্লাহ তায়ালাই তাকে সাহায্য করবেন) আল্লাহ তায়ালা তখনো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে তার ভিটে-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো (বিশেষ করে) যখন সে (নবী) ছিলো মাত্র দু'জনের মধ্যে একজন, (তাও আবার) তারা দু'জন ছিলো (অন্ধকার এক) গুহার মধ্যে, সে (নবী) যখন তার সাথীকে বলছিলো, কোনো দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথেই আছেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল (করে তাকে সাহায্য) করলেন এবং এমন এক বাহিনী দ্বারা তাকে শক্তি যোগালেন যাদের তোমরা (সেদিন) দেখতে পাওনি এবং যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অমান্য করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (ধৃষ্টতামুলক) বক্তব্য নীচু করে দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার কথাই ওপরে (থাকলো); আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৪১. তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো; কম হোক কিংবা বেশী (রণসম্ভারে) হোক এবং জেহাদ করো আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের জান দিয়ে মাল দিয়ে; এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা বুঝতে পারতে!

৪২. (হে নবী, এতে) যদি আশু কোনো লাভ থাকতো, হতো যদি (তাদের এ) সফর সহজ সুগম, তাহলে তারা অবশ্যই (এ অভিযানে) তোমার পেছনে পেছনে যেতো, কিন্তু তাদের জন্যে এ যাত্রাপথ অনেক দীর্ঘ (ও দুর্গম)

ঠেকেছে; তারা অচিরেই আল্লাহর নামে (তোমার কাছে) কসম করে বলবে, আমরা যদি সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই তোমার সাথে (অভিযানে) বের হতাম, (মিথ্যা অজুহাতে) তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে, আল্লাহ তায়ালা জানেন, এরা হচ্ছে মিথ্যাবাদী।

৪৩. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ করুন, (ঈমানের দাবীতে) কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী; এ বিষয়টা তোমার কাছে স্পষ্ট হওয়ার আগে কেন তুমি তাদের (যুদ্ধে যাওয়া থেকে) অব্যাহতি দিলে?

৪৪. যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের মাল ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্যে তোমার কাছ থেকে অব্যাহতি চাইতে আসবে না; আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) সেসব লোককে জানেন যারা (তাঁকে) ভয় করে।

৪৫. (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অব্যাহতি চাইতে তো আসবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর (কোনো রকম) ঈমান রাখে না, তাদের মন সংশয়যুক্ত, আর তারা নিজেরাও সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্থ থাকে।

৪৬. যদি (সত্যি) এরা (তোমার সাথে) বের হতে চাইতো, তাহলে তারা সে জন্যে (কিছু না কিছু) প্রস্তুতি তো নিতো! কিন্তু ওদের যাত্রা করাটা আল্লাহ তায়ালার মনোপুত হয়নি; তাই তিনি তাদের (এ থেকে) বিরত রাখলেন, (তাদের যেন) বলে দেয়া হলো, যারা পেছনে বসে আছে তোমরাও তাদের সাথে বসে থাকো।

৪৭. ওরা তোমাদের মাঝে বের হলে তোমাদের মাঝে বিভ্রান্তিই শুধু বাড়িয়ে দিতো এবং তোমাদের সমাজে নানা রকম অশান্তি সৃষ্টির জন্যে (এদিক-সেদিক) ছুটাছুটি করতো, (তা ছাড়া) তোমাদের মধ্যেও তো তাদের কথা আগ্রহের সাথে শোনার মতো (গুপ্তচর কিংবা দুর্বল ঈমানের) লোক আছে, আল্লাহ তায়ালা (এসব) যালেমদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

৪৮. এরা এর আগেও (তোমাদের মাঝে) বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো এবং তোমার পরিকল্পনাগুলো পালটে দেয়ার চক্রান্ত করেছিলো, শেষ পর্যন্ত ন্যায় (ও ইনসাফ তাদের কাছে) এসে হাযির হলো এবং আল্লাহ তায়ালার ফয়সালাই (চুড়ান্তভাবে) বিজয়ী হলো, যদিও তারা (হচ্ছে এ বিজয়ের) অপছন্দকারী!

৪৯. তাদের ভেতর এমন কিছু মানুষও আছে, যারা বলে, (হে নবী, এ যুদ্ধে যাওয়া থেকে তুমি) আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে তুমি (কোনো লোভনীয় বস্তুর) মসিবতে ফেলো না; তোমরা জেনে রেখো, এরা তো (আগে থেকেই নানা) মসিবতে পড়ে আছে; আর জাহান্নাম তো কাফেরদের (চারদিকে বড়ো মসিবতের মতোই) ঘিরে রেখেছে।

৫০. তোমাকে যদি কখনো কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে (এতে) তাদের দুঃখ হয়, আবার তোমার কোনো বিপদ ঘটলে তারা বলে, (হাঁ, আমরা এটা জানতাম, তাই) আমরা আগেই ভিন্ন পথ অবলম্বন করে নিয়েছিলাম, অতঃপর তারা উৎফুল্ল চিত্তে তোমার কাছ থেকে সরে পড়ে।

৫১. তুমি (তাদের) বলো, আসলে (কল্যাণ অকল্যাণের) কিছুই আমাদের (ওপর নাযিল) হবে না; হবে শুধু তাই যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, আর যারা মোমেন তাদের তো (ভালো মন্দ সব ব্যাপারে) শুধু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করা উচিত।

৫২. আমাদের (ব্যাপারে) তোমরা কি (বিজয় ও শাহাদাত এ) দুটো কল্যাণের যে কোনো একটির অপেক্ষা করছো? কিন্তু তোমাদের জন্যে আমরা যা কিছুর প্রতীক্ষা করছি তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা নিজে থেকে তোমাদের আযাব দেবেন, কিংবা আমাদের হাত দিয়ে (তোমাদের তিনি শাস্তি পৌঁছাবেন), অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

৫৩. (হে নবী,) তুমি বলো, ধন-সম্পদ আগ্রহ সহকারে খরচ করো কিংবা অনিচ্ছায় খরচ করো, কোনো অবস্থায়ই তোমাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না; কেননা তোমরা হচ্ছো একটি নাফরমান জাতি।

৫৪. তাদের এ অর্থ-সম্পদ কবুল না হওয়াকে এ ছাড়া আর কোনো কিছুই বাধা দেয়নি যে, তারা (স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা) আল্লাহ তায়ালাকে ও তাঁর (পাঠানো) রসুলকে অমান্য করেছে, তারা নামাযের জন্যে আসে ঠিকই, কিন্তু তারা থাকে একান্ত অলস, আর তারা আল্লাহ তায়ালার পথে অর্থ ব্যয় করে বটে, তবে তা করে (একান্ত) অনিচ্ছার সাথে।

৫৫. সুতরাং (হে নবী), ওদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে কখনো আশ্চর্যান্বিত না করে, আল্লাহ তায়ালা (মুলত) এসব কিছু দিয়ে তাদের এ দুনিয়ার জীবনে (এক ধরনের) আযাবেই ফেলে রাখতে চান; আর যখন তাদের (দেহ থেকে) জান বের হয়ে যাবে তখন তারা কাফের অবস্থায়ই থাকবে।

৫৬. এরা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে বলে, এরা তোমাদের দলের লোক (অথচ আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলছেন); এরা কখনোই তোমাদের (দলের) লোক নয়, এরা হচ্ছে (মুলত) একটি ভীত-সন্ত্রস্ত জাতি।

৫৭. (এতো ভীত যে,) তারা যদি এতোটুকু আশ্রয়স্থল (কোথাও) পেয়ে যায় কিংবা পায় (যদি মাথা লুকোবার মতো) কোনো গিরিগুহা অথবা (যমীনের ভেতর) ঢুকে পালাবার কোনো জায়গা, তাহলে অবশ্যই তারা (তোমাদের ভয়ে) এসব জায়গার দিকে দ্রুত পালিয়ে (হলেও) বাঁচার চেষ্টা করতো।

৫৮. এদের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা (বিশেষ কিছু) অনুদানের (ভাগ-বন্টনের) ব্যাপারেও তোমার ওপর দোষারোপ করে, (কিন্তু) সে অংশ থেকে যদি তাদের দেয়া হয় তাহলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আবার তাদের যদি তা থেকে দেয়া না হয় তাহলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

৫৯. যদি তারা এর ওপর সন্তুষ্ট হতো যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল তাদের দিয়েছেন (তাহলে তা কতোই না ভালো হতো), সে অবস্থায় তারা বলতো, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনন্ত ভান্ডার থেকে আমাদের অনেক দেবেন এবং তাঁর রসুলও আমাদের অনেক দান করবেন, আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকেই তাকিয়ে আছি।

৬০. (এসব) 'সাদাকা' (যাকাত) হচ্ছে ফকীর-মেসকীনদের জন্যে, এর (ব্যবস্থাপনায় কর্মরত) কর্মচারীদের জন্যে, যাদের অন্তর (দ্বীনের প্রতি) অনুরাগী করা প্রয়োজন তাদের জন্যে, (কোনো ব্যক্তিকে) গোলামীর (বন্ধন) থেকে আযাদ করার জন্যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের (ঋণমুক্তির) জন্যে, আল্লাহ তায়ালার পথে (সংগ্রামী) ও মোসাফেরদের জন্যে (এ সাদাকার অর্থ ব্যয় করা যাবে); এটা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ফরয; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ, কুশলী।

৬১. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহর নবীকে কষ্ট দেয়; তারা বলে, এ ব্যক্তি কান (-কথায় বিশ্বাস করে, হে নবী), তুমি (তাদের) বলো, তার কান (তাই শোনে যা) তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; সে আল্লাহ তায়ালাতে বিশ্বাস করে, মোমেনদের ওপর বিশ্বাস রাখে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে সে তাদের জন্যেও

আল্লাহ তায়ালার রহমত; যারা আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ৬২. এরা তোমাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ করে, অথচ এরা যদি (সত্যিকার অর্থে) মোমেন হতো তাহলে (এরা বুঝতো), তাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের অধিকার হচ্ছে (সবচাইতে) বেশী।

৬৩. এ (মুর্খ) লোকেরা কি একথা জানে না, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের বিদ্রোহ করে তবে তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে; আর তা (হবে তার জন্যে) চরম লাঞ্ছনা।

৬৪. (এ) মোনাফেকরা আশংকা করে, তোমাদের ওপর এমন কোনো সুরা নাযিল হয়ে পড়ে কিনা, যা তাদের মনের (ভেতরে লুকিয়ে থাকা) সব কিছু ফাঁস করে দেবে; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, হাঁ (যদ্দূর পারো তোমরা) বিদ্রূপ করে নাও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (এমন কিছু নাযিল করবেন, যাতে তিনি সে) সব কিছু ফাঁস করে দেবেন, যার তোমরা আশংকা করছো।

৬৫. তুমি যদি তাদের (কিছু) জিজ্ঞেস করো তারা বলবে, (না,) আমরা তো একটু অযথা কথাবার্তা ও হাসি কৌতুক করছিলাম মাত্র, তুমি (তাদের) বলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর আয়াতসমুহ ও তাঁর রসুলকে বিদ্রূপ করছিলে?

৬৬. (হে কাফেররা,) তোমরা দোষ ছাড়ানোর চেষ্টা করো না, একবার ঈমান আনার পর তোমরাই পুনরায় কাফের হয়ে গিয়েছিলে; আমি যদি তোমাদের একদলকে (তাদের ঈমানের কারণে) ক্ষমা করে দিতে পারি, তাহলে আরেক দলকে (পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাবার জন্যে) ভয়াবহ শাস্তিও দিতে পারি, কারণ এ (শেষের দলের) লোকেরা ছিলো জঘন্য অপরাধী।

৬৭. মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী, এরা (স্বভাব-চরিত্রে) একে অপরের মতোই। তারা (উভয়েই মানুষদের) অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং (আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করা থেকে) উভয়েই নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে; তারা (যেমনি এ দুনিয়ায়) আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেছে, আল্লাহ তায়ালাও (তেমনি আখেরাতে) তাদের ভুলে যাবেন; নিঃসন্দেহে মোনাফেকরা সবাই পাপিষ্ঠ।

৬৮. আল্লাহ তায়ালা (এ) মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী এবং কাফেরদের জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে তারা চিরকাল (ধরে জ্বলতে) থাকবে; (জাহান্নামের) এ (আগুনই) হবে তাদের জন্যে যথেষ্ট, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার গযব (নাযিল হোক), ওদের জন্যে রয়েছে এক চিরস্থায়ী আযাব।

৬৯. (তোমরা) ঠিক তাদেরই মতো, যারা তোমাদের আগে এখানে (প্রতিষ্ঠিত) ছিলো, তারা শক্তিতে ছিলো তোমাদের চাইতে প্রবল, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তাদের তোমাদের চাইতে ছিলো বেশী; দুনিয়ার যে ভোগ-বিলাস তাদের ভাগে ছিলো তা তারা ভোগ করে গেছে, অতঃপর তোমাদের ভাগে যা আছে তোমরাও তা ভোগ করে (একদিন) চলে যাবে, যেমনি করে তোমাদের আগের লোকেরা তাদের যে পরিমাণ ভোগ করার ছিলো তা শেষ করে (চলে) গেছে, তারা যেমন অনর্থক কাজকর্মে ডুবে থাকতো, তোমরাও তেমনি অর্থহীন কথাবার্তায় ডুবে আছো; এরা হচ্ছে সেসব লোক, দুনিয়া -আখেরাতে যাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে গেছে, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ।

৭০. এদের কাছে কি আগের লোকদের খবর পৌঁছেনি? নুহের জাতির, আদ জাতির, সামুদ জাতির (কীর্তিকলাপ?) ইবরাহীম, মাদইয়ানবাসী (নবী) ও সে বিধ্বংস জনবসতির কথা (কি এদের কাছে কেউ বলেনি)? এ সব (কয়টি

জাতির) মানুষের কাছে তাদের রসুলরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে এসেছিলো, (নবী না পাঠিয়ে কাউকে আযাব দেবেন, এমন) অবিচার তো আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কখনো করতে পারেন না, বস্তুত তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

৭১. (অপরদিকে) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। এরা (মানুষদের) ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (জীবনের সব কাজে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের (বিধানের) অনুসরণ করে, এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ; যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অচিরেই দয়া করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, কুশলী।

৭২. (এ ধরনের) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের আল্লাহ তায়ালা এমন এক সুরম্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশ নিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, (চিরস্থায়ী) জান্নাতে তাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে; (সেদিনের) সবচাইতে বড়ো (নেয়ামত) হবে (বান্দার প্রতি) আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি; এটাই হবে (সেদিনের) সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।

৭৩. হে নবী, কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হও; ওদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো, (কেননা) এদের (চূড়ান্ত) আবাসস্থল হবে জাহান্নাম; এটি বড়োই নিকৃষ্ট স্থান।

৭৪. এরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, (কুফরী শব্দ) এরা বলেনি; (আসলে) এরা কুফরী শব্দ বলেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পরই তারা তা অস্বীকার করেছে, এরা এমন এক কাজের সংকল্প করেছিলো যা তারা করতে পারেনি, (এরপরও) তাদের প্রতিশোধ নেয়ার এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের ধনশালী করে দিয়েছিলেন, এখনও যদি এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করে, তাহলে এটা তাদের জন্যেই ভালো হবে, আর যদি তারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের কঠিন আযাব দেবেন এবং (উপরন্তু এ) যমীনে তাদের কোনো বন্ধু কিংবা সাহায্যকারী থাকবে না।

৭৫. ওদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলো, যদি আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে আমাদের সম্পদ দান করেন তাহলে আমরা অবশ্যই (তার একাংশ আল্লাহর পথে) দান করবো এবং অবশ্যই আমরা নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

৭৬. অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ (-এর ভান্ডার) থেকে তাদের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন তারা (দানের বদলে) কার্পণ্য (করতে শুরু) করলো এবং (আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া ওয়াদা থেকে) তারা (গোড়ামীর সাথেই) ফিরে এলো।

৭৭. অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোনাফেকী বদ্ধমুল করে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত করবে। এটা এ কারণে, এরা আল্লাহ তায়ালার কাছে যে ওয়াদা করেছিলো তা ভংগ করেছে এবং এরা মিথ্যা আচরণ করেছে।

৭৮. এ লোকেরা কি একথা জানতো না, তাদের সব গোপন কথা ও সব সলাপরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গায়েব সম্পর্কেও বিশেষভাবে অবহিত,

৭৯. (আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারেও সম্যক অবগত আছেন) যারা সেসব ঈমানদার ব্যক্তিদের দোষারোপ করে, যারা আন্তরিক নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে আল্লাহ তায়ালার পথে দান করে (এবং যারা দান করার মতো) নিজেদের পরিশ্রম (-লব্ধ সামান্য কিছু সম্পদ) ছাড়া কিছুই পায় না, এসব মোমেনের সাথে মোনাফেকদের এ (দলের) লোকেরা হাসিঠাট্টা করে; এ (বিদ্রূপকারী)-দের স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও বিদ্রূপ করতে থাকেন, (পরকালে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব।

৮০. (হে নবী,) এমন লোকদের জন্যে তুমি (আল্লাহ তায়ালার কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো (দুটোই সমান); তুমি যদি সত্তর বারও তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না; কেননা, এরা (জেনে-বুঝে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করেছে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা কখনো না-ফরমান লোকদের হেদায়াত করেন না।

৮১. (যুদ্ধের বদলে) যাদের পেছনে ফেলে রাখা হলো, তারা (এভাবে) রসুলের (ইচ্ছার) বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরে বসে থাকতে পেরে খুব খুশী হয়ে গেলো, (মুলত) তারা তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করাটা পছন্দ করলো না, (বরং) বললো, (এ ভীষণ) গরমে তোমরা বাইরে যেও না; (হে নবী,) তুমি তাদের বলো, জাহান্নামের আগুন তো এর চাইতেও বেশী গরম; (কতো ভাল হতো) লোকগুলো যদি (একথাটা) বুঝতে পারতো!

৮২. অতএব (এ দুনিয়ায়) তাদের কম হাসা উচিত, (অন্যথায় কেয়ামতের দিন) তাদের বেশী কাঁদতে হবে, তারা যা (গুনাহ এখানে) অর্জন করেছে তাই হবে তাদের (সেদিনের) যথার্থ বিনিময়।

৮৩. যদি আল্লাহ তায়ালা (এ অভিযানের পর) তোমাকে এদের কোনো একটি দলের কাছে ফেরত নিয়ে আসেন এবং তারা যদি তোমার কাছে (পুনরায় কোনো যুদ্ধে যাবার) অনুমতি চায়, (তাহলে) তুমি বলো (না) কখনো তোমরা আমার সাথে (আর কোনো অভিযানে) বের হবে না, তোমরা আমার সাথী হয়ে আর কখনো শত্রুর সাথে লড়বে না; কেননা তোমরা আগের বার (যুদ্ধের বদলে) পেছনে বসে থাকা পছন্দ করেছিলে, (আজ যাও,) যারা পেছনে থেকে গেছে তাদের সাথে তোমরাও (পেছনে) বসে থাকো।

৮৪. ওদের মধ্যে কোনো লোকের মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার (জানাযার) নামায পড়ো না, কখনো তার কবরের পাশে তুমি দাড়িয়ো না; কেননা এ ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের সাথে কুফরী করেছে, এরা না-ফরমান অবস্থায় মরেছে।

৮৫. ওদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের কখনো বিমুগ্ধ করতে না পারে; (মুলত) আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু দিয়ে তাদের দুনিয়ার জীবনে (নানা ধরনের) শাস্তি দিতে চান এবং তাদের প্রাণ (বায়ু একদিন এমন এক অবস্থায়) বের হবে, যখন তারা (পুরোপুরিই) কাফের থাকবে।

৮৬. যখনি এমন ধরনের কোনো সুরা নাযিল হয়, (যাতে বলা হয়) তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো এবং তাঁর রসুলের সাথে মিলে (কাফেরদের বিরুদ্ধে) জেহাদ করো, তখনি তাদের বিত্তশালী ব্যক্তিরা তোমার কাছে এসে (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে) অব্যাহতি চায় এবং তারা বলে (হে নবী), আমাদের ছেড়ে দাও, যারা ঘরে বসে আছে আমরাও তাদের সাথে থাকি।

৮৭. তারা (মুলত) ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করে নিয়েছে, তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না।

৮৮. কিন্তু (আল্লাহর) রসুল এবং যারা তাঁর সাথে আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, তারা (সবাই) নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে; (অতএব) এদের জন্যেই যাবতীয় কল্যাণ (নির্দিষ্ট হয়ে) আছে, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সফলকাম।

৮৯. (এর বিনিময়ে) আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; (বস্তুত) এ হচ্ছে সর্বোত্তম সাফল্য।

৯০. ওযরকামী কিছু সংখ্যক আরব বেদুঈনও (তোমার কাছে) এসে হাযির হয়েছে, যেন তাদেরও এ যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, এভাবে সে লোকগুলোও ঘরে বসে থাকলো যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলকে মিথ্যা সাব্যস্থ করেছিলো; এদের মধ্যে যারা (আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে) অস্বীকার করে (ঘরে বসে থেকেছে), অচিরেই তারা মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হবে।

৯১. যারা দুর্বল (এ যুদ্ধে শরীক না হওয়ার জন্যে), তাদের ওপর কোনো দোষ নেই, (দোষ নেই তাদেরও) যারা অসুস্থ কিংবা যারা (যুদ্ধে) খরচ করার মতো কোনো সম্বল পায়নি, (অবশ্য) এরা যদি আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা হয় (তাহলেই তারা এ অব্যাহতির আওতায় পড়বে), সৎকর্ম শীল মানুষদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগের কারণ নেই; আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু,

৯২. (তাদের ব্যাপারেও কোনো অভিযোগ নেই) যারা (যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে) তোমার কাছে (যাত্রার) বাহন সরবরাহ করার জন্যে এসেছিলো এবং তুমি (তাদের) বলেছিলে, তোমাদের জন্যে আমি এমন কিছু পাচ্ছি না, যার ওপর আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি, (অতঃপর) তারা ফিরে গেলো, তারা (এমনভাবে) ফিরলো যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিলো, (যুদ্ধে যাবার) খরচ যোগাড় করতে না পারায় তারা (ভীষণভাবে) দুঃখিত হলো।

৯৩. (সব) অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা পেছনে পড়ে থাকলো তাদের সাথে (ঘরে বসে) থাকাই তারা পছন্দ করলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, (এ কারণেই) তারা (তা) জানতে পারছে না (কোনটা তাদের জন্যে ভালো)।

পারা ১১

৯৪. (যুদ্ধ শেষে) তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে; তখন এরা তোমাদের কাছে ওযর পেশ করবে, তুমি (তাদের) বলো, (আজ) তোমরা কোনো রকম ওযর-আপত্তি পেশ করো না, আমরা আর কখনো তোমাদের বিশ্বাস করবো না, আল্লাহ তায়ালা (ইতিমধ্যেই) তোমাদের (অন্তরের) সব কথা আমাদের বলে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন, অতঃপর তোমাদের সেই মহান সত্তার কাছেই ফিরে যেতে হবে, যিনি (যেমন) জানেন তোমাদের গোপন করে রাখা সব কিছু, (তেমনি) জানেন প্রকাশ্য বিষয়সমুহ, অতঃপর তিনি (সে আলোকে) তোমাদের বলে দেবেন (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা কি কাজ করছিলে।

৯৫. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে তোমাদের বলবে, তোমরা যেন তাদের কাছ থেকে (এ) ব্যাপারটা উপেক্ষা করো; (আসলেই) তোমরা ওদের উপেক্ষা করো, কেননা ওরা হচ্ছে (চিন্তা ও আদর্শের দিক থেকে) নাপাক, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, (দুনিয়ার জীবনে) তারা যা কিছু করে এসেছে এটা হচ্ছে তার (যথার্থ) বিনিময়।

৯৬. এরা তোমাদের কাছে এ জন্যেই কসম করে যেন তোমরা (সব কথা ভুলে আবার) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, কিন্তু তোমরা যদি (শত বারও) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও, আল্লাহ তায়ালা কখনো এ ফাসেক সম্প্রদায়ের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।

৯৭. (এ) বেদুইন (আরব) লোকগুলো কুফুর ও মোনাফেকীর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর (প্রকৃতির), আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুলের ওপর (স্বীয় দ্বীনের) সীমারেখার যে বিধানসমুহ নাযিল করেছেন, সে জ্ঞান লাভ না করার ক্ষমতাই মনে হয় এদের (মধ্যে) প্রবল; (মুলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী।

৯৮. (এ) বেদুঈন (আরব)-দের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা কখনো যদি (আল্লাহ তায়ালার পথে) কিছু ব্যয় করে, তাকে (নিজেদের ওপর) জরিমানাতুল্য মনে করে এবং তোমাদের ব্যাপারে কালের বিবর্তন (-মুলক কোনো বিপদ-মসিবত) আসুক তারা এ অপেক্ষায় থাকে; (আসলে) কালের মন্দচক্র তো তাদের (নিজেদের) ওপরই ছেয়ে আছে; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।

৯৯. (আবার) এ বেদুঈন (আরব)-দের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, (এরা) আল্লাহর পথে যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও রসুলের দোয়া (পাওয়ার একটা অবলম্বন) মনে করে; সত্যি সত্যিই তা হচ্ছে তাদের জন্যে আল্লাহর নৈকট্যলাভের (একটা) উপায়; অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১০০. মোহাজের ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম (দিকে ঈমান এনেছে) এবং পরে যারা একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ তায়ালার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; আর তাই (হবে) সর্বোত্তম সাফল্য।

১০১. (এ) বেদুঈন (আরব)-দের যারা তোমার আশেপাশে (বাস করে), তাদের মধ্যে কিছু কিছু মোনাফেক আছে; আবার (কিছু মোনাফেক) মদীনাবাসীদের মধ্যেও আছে। এরা সবাই কিন্তু মোনাফেকীতে সিদ্ধহস্ত। তুমি এদের জানো না; কিন্তু আমি এদের জানি, অচিরেই আমি এদের (অপমান ও পরাজয়ের দ্বারা) দুবার শাস্তি দেবো, অতঃপর (ধীরে ধীরে) এদের সবাইকে এক বড়ো আযাবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

১০২. (তোমাদের মাঝে) আরো কিছু লোক আছে, যারা (অকপটে) নিজেদের গুনাহসমুহের কথা স্বীকার করে, (শয়তানের ফেরেবে) তারা তাদের নেক কাজকে গুনাহের কাজের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে; আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১০৩. তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ করো, সাদকা তাদের পাক-সাফ করে দেবে, তা দিয়ে তুমি তাদের পরিশোধিত করে দেবে, তুমি তাদের জন্যে দোয়া করবে; কেননা তোমার দোয়া তাদের জন্যে (হবে পরম) সান্ত্বনা; আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন।

১০৪. তারা কি একথাটা জানে না, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তিনি (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু।

১০৫. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, তোমরা (ভালো) কাজ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসুল ও মোমেনরা তোমাদের (ভবিষ্যত) কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করবেন; অতঃপর মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে এমন এক সত্তার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি দেখা-অদেখা সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত, অতঃপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কোন ধরনের কাজ করছিলে,

১০৬. (তোমাদের মাঝে) আরো কিছু লোক রয়েছে, যাদের ব্যাপারে এখনো আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের আশা করা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হয় শাস্তি দেবেন, না হয় তিনি তাদের ওপর দয়া পরবশ হবেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী।

১০৭. (মোনাফেকদের) যারা (তোমাদের ক্ষতি সাধন করার জন্যে) মাসজিদে যেরার বানিয়েছে, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বিরোধিতা করা, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা, (সর্বোপরি) আগে যেসব লোক আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের জন্যে গোপন ঘাঁটি (সরবরাহ) করা; এরা তোমাদের কাছে শক্ত কসম খেয়ে বলবে, আমরা সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে (এটা) করিনি; আল্লাহ তায়ালা (নিজে) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১০৮. তুমি (এবাদাতের উদ্দেশে কখনো) সেখানে দাঁড়াবে না তোমার তো দাঁড়ানো উচিত সেখানে, যে মাসজিদ প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর ভয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা (ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে) নিজেরা সব সময় পাক-পবিত্র হওয়া পছন্দ করে; আর আল্লাহ তায়ালা তো পাক-সাফ লোকদেরই ভালোবাসেন।

১০৯. যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর সে ব্যক্তি উত্তম, না যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে পতনোন্মুখ একটি গর্তের কিনারায় এবং যা তাকে সহ (অচিরেই) জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়বে; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

১১০. ওরা যা বানিয়েছে তা হামেশাই তাদের অন্তরে একটি সন্দেহের বীজ হয়ে (আটকে) থাকবে, যে পর্যন্ত না ওদের অন্তরসমুহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (তদ্দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে); আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

১১১. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও তাদের মাল খরিদ করে নিয়েছেন, এরা আল্লাহর পথে জেহাদ করে, অতঃপর (এ জেহাদে কখনো কাফেরদের) তারা হত্যা করে, (কখনো আবার শত্রুর হাতে) তারা নিজেরা নিহত হয়। তার ওপর (এ) খাঁটি ওয়াদা (এর আগে) তাওরাত এবং ইনজীলেও করা হয়েছিলো, আর (এখন তা) এ কোরআনে করা হচ্ছে, এই ওয়াদা পালন করা আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব দায়িত্ব; আর আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করতে পারে? অতএব (হে মোমেনরা), তোমরা তাঁর সাথে যে কেনাবেচার কাজ (সম্পন্ন) করলে তাতে সুসংবাদ গ্রহণ করো (কেননা) এটিই হচ্ছে মহাসাফল্য।

১১২. (যারা আল্লাহর দরবারে) তাওবা করে, (নিষ্ঠার সাথে তাঁর) এবাদাত করে, (তাঁর) প্রশংসা করে, (তাঁর জন্যে) রোযা রাখে, (তাঁর জন্যেই) রুকু-সাজদা করে, (যারা অন্যদের) ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, (সর্বোপরি যারা) আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত হালাল-হারামের) সীমা রক্ষা করে চলে; (হে নবী,) তুমি (এ ধরনের সব) মোমেনদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।

১১৩. নবী ও তার ঈমানদার (সাথীদের) জন্যে এটা মানায় না যে, তারা মোশরেকদের জন্যে কখনো মাগফেরাতের দোয়া করবে, এমনকি যদি তারা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তারা (আসলেই) জাহান্নামের অধিবাসী!

১১৪. ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্যে মাগফেরাতের ব্যাপারটি একটি ওয়াদা পালন ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, যা সে তার পিতার কাছে (আগেই) করে রেখেছিলো, এ (ব্যতিক্রম)-টা ছিলো শুধু তার একার জন্যেই, কিন্তু যখন এ কথা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সে অবশ্যই আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো; অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো একজন কোমল হৃদয় ও সহানুভূতিশীল মানুষ।

১১৫. আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, কোনো জাতিকে একবার হেদায়াতদানের পর পুনরায় তিনি তাদের গোমরাহ করে দেবেন, যতোক্ষণ না তাদের সুস্পষ্টভাবে (এ কথাটা) জানিয়ে দেয়া হয় যে, (কোন জিনিস থেকে) সাবধান থাকতে হবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।

১১৬. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই; তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

১১৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর ওপর অনুগ্রহ করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন মোহাজেরদের ওপর, আনসারদের ওপর, যারা একান্ত কঠিন সময়ে তার অনুগমন করেছিলো তাদের (সবার) ওপর, এমনকি যখন তাদের একটি (ছোট্ট) দলের চিন্তা (একটু) বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলো, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এদের সবার ওপর দয়া করলেন; নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন তাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল,

১১৮. সে তিন ব্যক্তির ওপরও (আল্লাহ তায়ালা দয়া করলেন), যাদের (ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত মুলতবি করে রাখা হয়েছিলো; (তাদের অবস্থা) এমন এক পর্যায়ে (এসে পৌঁছুলো) যে, যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও তাদের ওপর সংকুচিত হয়ে গেলো, (এমনকি) তাদের নিজেদের জীবন নিজেদের কাছেই দুর্বিষহ হয়ে পড়লো, তারা (এ কথা) উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, (আসলেই) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো আশ্রয় পাওয়া যাবে; অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অনুগ্রহ করলেন যেন তারা (তাওবা করে) পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১১৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (হামেশা) সত্যবাদীদের সাথে থেকো।

১২০. মদীনার (মুল) অধিবাসী ও তাদের আশেপাশের বেদুঈন (আরব)-দের জন্যে এটা সংগত ছিলো না যে, তারা রসুলের সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাবে এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে বেশী প্রিয় মনে করবে; (আসলে) এটা এ জন্যে, আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া (তা তাদের নেক আমলের মধ্যেই শামিল হবে, তাছাড়া) এমন কোনো স্থানে তারা যাবে, যেখানে যাওয়ায় কাফেরদের তাদের ওপর ক্রোধ আসবে এবং শত্রুদের কাছ থেকেও (মোকাবেলার সময়) তারা কিছু (সম্পদ) লাভ করবে, (মুলত) এর প্রতিটি কাজের বদলে তাদের জন্যে নেক আমল লেখা হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নেক লোকদের কাজের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না,

১২১. (এভাবেই) তারা আল্লাহর পথে যা খরচ করে (তা পরিমাণে) কম হোক কিংবা বেশী (তা বিনষ্ট হয় না) এবং যদি তারা আল্লাহর উদ্দেশে কোনো প্রান্তর অতিক্রম করে চলে, তাও তাদের জন্যে লিপিবদ্ধ হবে, যাতে করে তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু করে এসেছে, (আখেরাতে) আল্লাহ তায়ালা তার চাইতে উত্তম পুরস্কার তাদের দিতে পারেন।

১২২. মোমেনদের কখনো (কোনো অভিযানে) সবার একত্রে বের হওয়া ঠিক নয়; (তারা) এমন কেন করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু লোক বের হতো এবং দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতো, অতঃপর যখন তারা (অভিযান শেষে) নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা (আযাবের) ভয় দেখাতো, আশা করা যায় এতে তারা সতর্ক হয়ে চলবে।

১২৩. হে ঈমানদার লোকেরা, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের (সীমান্তের) কাছাকাছি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো, (এমনভাবে জেহাদ করো) যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা (দেখতে) পায়; (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা (হামেশাই) মোত্তাকী লোকদের সাথে রয়েছেন।

১২৪. যখন কোনো (নতুন) সুরা নাযিল হয় তখন এদের কিছু লোক এসে (বিদ্রূপের ভাষায়) জিজ্ঞেস করে, এ (সুরা) তোমাদের কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে! (তোমরা বলো, হাঁ) যারা (সত্যি আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, এ সুরা (অবশ্যই) তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং (এর ফলে) তারা আনন্দিতও হয়েছে।

১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এ (সুরা তাদের মধ্যে আগের জমে থাকা) নাপাকীর সাথে আরো (কিছু নতুন) নাপাকী (যুক্ত করে) দিয়েছে এবং তারা (এ নাপাকী ও) কাফের অবস্থায় মারা যাবে।

১২৬. তারা কি দেখতে পায় না, প্রতিবছর তাদের কিভাবে (বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলে) একবার কিংবা দুবার বিপর্যস্থ করা হচ্ছে, এরপরও তারা তাওবা করে না এবং (এ বিপর্যয় থেকে) তারা কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

১২৭. আর যখনি কোনো নতুন সুরা নাযিল হয় তখন তারা পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে (এবং ইশারায় একে অপরকে জিজ্ঞেস করে); 'কেউ কি তোমাদের দেখতে পাচ্ছে?' অতঃপর তারা (হেদায়াত থেকে) ফিরে যায়; আর আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে এভাবেই (সত্য থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেননা এরা হচ্ছে এমন সম্প্রদায়ের লোক, যারা কিছু অনুধাবন করে না।

১২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসুল এসেছে, তোমাদের কোনোরকম কষ্ট ভোগ তার কাছে দুঃসহ, সে তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী, ঈমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু।

১২৯. এরপরও যদি এরা (এমন কল্যাণকামী একজন রসুলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি (তাদের খোলাখুলি) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; (সমস্যায় সংকটে) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের একচ্ছত্র অধিপতি।

সুরা ইউনুস

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১০৯, রুকু ১১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. আলিফ-লা-ম-রা। এগুলো (হচ্ছে) একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত।

২. মানুষের জন্যে এটা কি (আসলেই) একটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য থেকে (তাদেরই মতো) একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, যেন সে মানুষকে (তা দিয়ে জাহান্নাম সম্পর্কে) সাবধান করে দিতে পারে, আবার যারা (এ ওহীর ওপর) ঈমান আনে; তাদের (এ মর্মে) সুসংবাদও দিতে পারে যে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে উঁচু মর্যাদা রয়েছে, কাফেররা (এমনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লো যে, তারা) বললো, অবশ্যই এ ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর!

৩. (হে মানুষ,) তোমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে পয়দা করেছেন, অতঃপর তিনি 'আরশে' সমাসীন হন, তিনি (তার) কাজ (স্বহস্তে) নিয়ন্ত্রণ করেন; কেউই তাঁর অনুমতি ছাড়া (কারো জন্যে) সুপারিশকারী হতে পারে না; এই হচ্ছেন তোমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; তোমরা কি (সত্যি কথা) অনুধাবন করবে না?

৪. (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবার ফিরে যাবার জায়গা হবে একমাত্র তাঁর কাছে; (সেখানে গিয়ে তোমরা) আল্লাহ তায়ালার (সকল) প্রতিশ্রুতিই সত্য (পাবে,) তিনিই এ সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন, (মৃত্যুর পর) তিনিই আবার তাকে (তার জীবন) ফিরিয়ে দেবেন, যাতে করে যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে, ভালো কাজ করে, (যথার্থ) ইনসাফের সাথে তিনি তাদের (কাজের) বিনিময় দান করতে পারেন এবং (এ কথাটাও পরিষ্কার করে দিতে পারেন,) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানীয় ও কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা (পরকালের এ শাস্তি) অস্বীকার করতো।

৫. মহান আল্লাহ তায়ালা যিনি সূর্যকে (প্রখর) তেজোদ্দীপ্ত বানিয়েছেন এবং চাঁদকে (বানিয়েছেন) জ্যোতির্ময়, অতঃপর (আকাশে) তার জন্যে কিছু মনযিল তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে (এ নিয়ম দ্বারা) তোমরা বছরের গণনা এবং দিন-তারিখের হিসাবটা জানতে পারো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যে এসব কিছু পয়দা করে রেখেছেন (তার) কোনোটাই তিনি অনর্থক করেননি; যারা (সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) জানতে চায় তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করেন।

৬. অবশ্যই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু (এ) আসমানসমুহ ও যমীনের মাঝে পয়দা করেছেন, তার (প্রতিটি জিনিসের) মাঝে পরহেযগার লোকদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে চেনার) নিদর্শন রয়েছে।

৭. (মানুষের মাঝে) যারা (মৃত্যুর পর) আমার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করেনা, যারা এ পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং (এখানকার) সবকিছু নিয়েই পরিতৃপ্ত, (সর্বোপরি) যারা আমার (সৃষ্টি বৈচিত্রের) নিদর্শনসমুহ থেকে গাফেল থাকে,

৮. তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের (নিশ্চিত) ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন; (এ হচ্ছে তাদের সে কর্মফল) যা তারা দুনিয়ার জীবনে অর্জন করেছে।

৯. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের মালিক তাদের (এ) ঈমানের কারণেই তাদের সঠিক পথ দেখাবেন; তাদের তলদেশ দিয়ে (অসংখ্য) নেয়ামতে (পরিপুর্ণ) জান্নাতে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে।

১০. (এ সময়) তাদের (মুখে একটি মাত্র) ধ্বনিই (প্রতিধ্বনিত) হতে থাকবে, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি (কতো) মহান, (কতো) পবিত্র! (সেখানে) তাদের (পারস্পরিক) অভিবাদন হবে 'সালাম' (এবং) তাদের শেষ ডাক হবে, যাবতীয় তারীফ সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

১১. (ভেবে দেখো,) আল্লাহ তায়ালা যদি মানুষের জন্যে তাদের (অন্যায় কাজকর্মের শাস্তি দিতে গিয়ে) অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে মানুষ নিজেদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তাহলে তাদের অবকাশ (দেয়ার এ সুযোগ কবেই) শেষ হয়ে যেতো (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের ঢিল দিয়ে রেখেছেন); অতঃপর যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদের না-ফরমানীর জন্যে তাদের উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দিই।

১২. মানুষকে যখন কোনো দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আমাকেই ডাকে, অতঃপর আমি যখন তার দুঃখ-কষ্ট তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই, তখন সে এমনি (বেপরোয়া হয়ে) চলতে শুরু করে, তাকে যে এক সময় দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছিলো, (মনে হয়) তা দুর করার জন্যে আমাকে সে কখনো ডাকেইনি; এভাবেই যারা (বার বার) সীমালংঘন করে তাদের জন্যে তাদের কাজকর্ম শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।

১৩. তোমাদের আগে অনেক কয়টি মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা যুলুম করেছিলো, (অথচ) তাদের কাছে (আমার) সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসুলরা এসেছিলো, (কিন্তু) তারা (কোনো রকমেই) ঈমান আনলো না; এভাবেই (ধ্বংসের মাধ্যমে) আমি না ফরমান জাতিদের (তাদের যুলুমের) প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৪. অতঃপর আমি এ যমীনে (তাদের জায়গায়) তোমাদের খলীফা করে পাঠিয়েছি, আমি যেন দেখতে পাই তোমরা কি ধরনের আচরণ করো।

১৫. (হে নবী,) যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমুহ তাদের পড়ে শোনানো হয়, তখন (তাদের মধ্যে) যারা আমার সাথে (মৃত্যুর পর কোনো রকম) দেখা সাক্ষাতের আশা করে না, তারা (ঔদ্ধত্যের সাথে তোমাকে) বলে, এছাড়া অন্য কোনো কোরআন নিয়ে এসো, কিংবা একে বদলে দাও; তুমি (এদের) বলো, আমার নিজের এমন কোনো ক্ষমতাই নেই যে, আমি একে বদলে দেবো; আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার ওপর ওহী আসে, আমি যদি আমার মালিকের কোনো রকম না-ফরমানী করি, তাহলে আমি একটি মহা দিবসের (কঠিন) শাস্তির ভয় করি।

১৬. (তুমি বলো,) আল্লাহ তায়ালা না চাইলে আমি তোমাদের ওপর এ (কোরআন) তো পাঠই করতাম না, আমি তো এ (গ্রন্থ) সম্পর্কে তোমাদের কোনো কিছু জানাতামই না, আমি তো এর আগেও তোমাদের মাঝে অনেকগুলো

বয়স কাটিয়েছি, (কখনো কি আমি এমন ধরণের কোনো গ্রন্থের কথা তোমাদের বলেছি?) তোমরা কি বুঝতে পারছো না?

১৭. অতঃপর (বলো), তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াত অস্বীকার করে; (এ ধরনের) না-ফরমান লোকেরা কখনোই সফলকাম হয় না।

১৮. এ (মুর্খ) লোকেরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোনো রকম ক্ষতি করতে পারে না, (আবার) তা তাদের কোনো রকম উপকারও করতে পারে না, তারা বলে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কাছে আমাদের সুপারিশকারী; তুমি (মোশরেকদের) বলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে এমন কোনো কিছুর খবর দিতে চাও, যা তিনি আসমানসমুহের মাঝে অবহিত নন এবং যমীনের মাঝেও নন; তিনি পাক পবিত্র এবং মহান, তারা যে শেরেক করে তিনি তার চাইতে অনেক উর্ধ্বে।

১৯. (মুলত) মানুষ ছিলো একই জাতি, অতঃপর তারা (তাদের মাঝে) মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে; তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (তাদের মৃত্যু পরবর্তি শাস্তির মুহূর্তটির) ঘোষণা না থাকলে কবেই সে বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যেতো, যে বিষয় নিয়ে তারা মতবিরোধ করে।

২০. তারা (আরো) বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? তুমি (তাদের) বলো, গায়েব সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে, অতএব (আল্লাহ তায়ালার সে গায়বী ফয়সালার জন্যে) তোমরা অপেক্ষা করো, (আর) আমিও তোমাদের সাথে (সেদিনের) প্রতীক্ষা করছি।

২১. মানুষকে দুঃখ-মসিবত স্পর্শ করার পর যখন আমি তাদের কিছুটা করুণার স্বাদ ভোগ করাই, তখন সাথে সাথেই তারা আমার রহমতের (নিদর্শনসমুহের) সাথে চালাকি শুরু করে দেয় (হে নবী), তুমি বলো, কলা-কৌশলে আল্লাহ তায়ালা সবার চাইতে বেশী তৎপর; অবশ্যই আমার ফেরেশতারা তোমাদের যাবতীয় কলাকৌশলের কথা (তোমাদের আমলনামায়) লিখে রাখে।

২২. তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জলে-স্থলে ভ্রমণ করান; এমনকি তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ করো এবং এ (নৌকা)-গুলো যখন তাদের নিয়ে অনুকূল আবহাওয়ায় চলতে থাকে, তখন (নৌকার) আরোহীরা এতে (ভীষণ) আনন্দিত হয়, (হঠাৎ এক সময়) এ (নৌকা)-গুলো ঝড়বাহী বাতাসের কবলে পড়ে এবং চারদিক থেকে তাদের ওপর ঢেউ আসতে থাকে এবং তারা মনে করে, (এবার সত্যিই) এ (বাতাস ও ঢেউ) দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে, তখন তারা একান্ত নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে (এই বলে) ডাকতে শুরু করে (হে আল্লাহ), যদি তুমি আমাদের এ (মহাদুর্যোগ) থেকে বাঁচিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার শোকরগোযার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

২৩. অতঃপর (সত্যি সত্যিই) যখন তিনি তাদের এ (বিপর্যয়) থেকে বাঁচিয়ে দেন, তখন তারা (ওয়াদার কথা ভুলে) সাথে সাথেই অন্যায়ভাবে যমীনে না-ফরমানী শুরু করে দেয়; হে মানুষ (তোমরা শুনে রাখো), তোমাদের এ নাফরমানী তোমাদের নিজেদের জন্যেই (ক্ষতিকারক) হবে, (মুলত এ হচ্ছে) দুনিয়ার (অস্থায়ী) সহায় সম্পদ, অতঃপর তোমাদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের বলে দেবো, (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা (কে) কি করতে।

২৪. এ পার্থিব জীবনের উদাহরণ (হচ্ছে), যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, যা দ্বারা অতঃপর যমীনের গাছপালা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হলো, যা থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়াররা (তাদের) আহার সংগ্রহ

করলো; এরপর (একদিন) যখন যমীন তার সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করলো এবং (আপন সৌন্দর্যে) সে শোভিত হয়ে উঠলো, তখন (এসব দেখে) তার (যমীনের) মালিক মনে করলো, তারা বুঝি এর (ফসল ভোগ করার) ওপর (এখন সম্পূর্ণ) ক্ষমতাবান (হয়ে গেছে, এ সময়) হঠাৎ করে রাতে কিংবা দিনে আমার (আযাবের) ফয়সালা তাদের ওপর আপতিত হলো, ফলে আমি তাদের এমনভাবে নির্মূল করে দিলাম যেন গতকাল (পর্যন্ত এখানে) তার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না; এভাবেই আমি আমার আয়াতসমুহ সেসব জাতির জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যারা (এ সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করে।

২৫. (হে মানুষ, তোমরা এ পার্থিব জীবনের ধোকায় পড়ে আছো, অথচ) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (চিরস্থায়ী এক) শান্তির নিবাসের দিকে ডাকছেন; তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেন।

২৬. যারা ভালো কাজ করেছে, (যাবতীয়) কল্যাণ তো (থাকবে) তাদের জন্যে এবং (থাকবে তার চাইতেও) বেশী; সেদিন তাদের চেহারা কোনো কালিমা ও হীনতা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে না; তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।

২৭. (অপরদিকে) যারা মন্দ কাজ করেছে, (তাদের) মন্দের প্রতিফল মন্দের সাথেই হবে, অপমান তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে; সেদিন আল্লাহর (আযাব) থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউই থাকবে না, (তাদের চেহারা এমনি কালো হবে) যেন রাতের অন্ধকার ছিঁড়ে (তার) একটি টুকরো তাদের মুখের ওপর ছেয়ে দেয়া হয়েছে, এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

২৮. (হে নবী, তুমি তাদের সেদিনের ব্যাপারে সাবধান করো,) যেদিন আমি তাদের সবাইকে আমার সামনে একত্রিত করবো, অতঃপর যারা আমার সাথে শরীক করেছে তাদের আমি বলবো, তোমরা এবং যাদের তোমরা শরীক করেছো স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো, এরপর আমি তাদের (এক দলকে আরেক দল থেকে) আলাদা করে দেবো এবং যাদের তারা শরীক করেছিলো তারা বলবে, না, তোমরা তো কখনো আমাদের উপাসনা করতে না।

২৯. (আজ) আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে যথেষ্ট হবেন, আমরা তোমাদের উপাসনার ব্যাপারে (আসলেই) গাফেল ছিলাম।

৩০. এভাবেই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি (নিজের কর্মফল যা সে করে এসেছে, (পুরোপুরিই) জানতে পারবে এবং সবাইকে তাদের সত্যিকারের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, দুনিয়ায় তারা যেসব মিথ্যা ও অলীক কথাবার্তা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) উদ্ভাবন করতো, (নিমিষেই) তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

৩১. (হে নবী,) তুমি বলো, তিনি কে যিনি তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে জীবিকা সরবরাহ করেন, অথবা (তোমাদের) শোনা ও দেখার ক্ষমতা কে নিয়ন্ত্রণ করেন? কে (আছে এমন) যিনি জীবিতকে মৃত থেকে, আবার মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন! কে (আছে এমন), যিনি (এসব কিছুর) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন; (তাদের জিজ্ঞেস করলে) তারা সাথে সাথেই বলে ওঠবে, (হ্যাঁ, অবশ্যই) আল্লাহ, তুমি (তাদের) বলো, (যদি তাই হয়) তাহলে (সত্য অস্বীকার করার পরিণামকে কি) তোমরা ভয় করবে না?

৩২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনিই তোমাদের আসল মালিক, সত্য আসার পর (তাঁকে না মানা) গোমরাহী নয় তো আর কি? সুতরাং (তাঁকে বাদ দিয়ে বলো), কোন দিকে তোমাদের ধাবিত করা হচ্ছে?

৩৩. এভাবেই যারা নাফরমানী করেছে তাদের ওপর তোমার মালিকের সে কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো যে, এরা কখনো ঈমান আনবে না।

৩৪. তুমি (তাদের আরো) বলো, তোমাদের (বানানো) এসব শরীকদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে প্রথম বার বানাতে পেরেছিলো, অতঃপর (মৃত্যুর পর) আবারও তা সে তৈরী করতে পারবে! তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্ব প্রদান করেন, অতঃপর দ্বিতীয়বার তিনিই তাতে জীবন দান করেন, (এরপরও) তোমাদের কেন (বার বার সত্য থেকে) বিচ্যুত করা হচ্ছে?

৩৫. (তাদের আরো) বলো, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কে আছে যে মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারে, (তুমি) বলো, (হাঁ) আল্লাহ তায়ালাই সঠিক পথ দেখাতে পারেন; যিনি সঠিক পথ দেখান তিনি অনুসরণের বেশী যোগ্য, না সে ব্যক্তি যে নিজেই কোনো পথের সন্ধান পায় না যতোক্ষণ না তাকে (সে) পথের সন্ধান দেয়া হয়, তোমাদের এ কি হলো, কেমন ধরনের ফয়সালা করো তোমরা?

৩৬. তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজেদের আন্দায অনুমানের অনুসরণ করে, আর সত্যের পরিবর্তে আন্দায অনুমান তো কোনো কাজে আসে না; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ওদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পুর্ণাংগ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

৩৭. এ কোরআন এমন (কোনো গ্রন্থ) নয় যে, আল্লাহর (ওহী) ব্যতিরেকে (কারো ইচ্ছামাফিক একে) গড়ে দেয়া যাবে, বরং এ (গ্রন্থ) সেসব গ্রন্থের সত্যবাদিতার সাক্ষ্য প্রদান করে যা এর আগে নাযিল হয়েছিলো, এতে কোনোরকম সন্দেহ নেই যে, এটা (হচ্ছে) সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার সত্য বিধানসমুহের বিশদ ব্যাখ্যা।

৩৮. তারা কি একথা বলে, এ ব্যক্তি (মোহাম্মদ) এ (গ্রন্থ)-টি রচনা করে নিয়েছে; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমরা তোমাদের দাবীতে যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরাও এমনি ধরনের একটি সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যাদের যাদের তোমরা ডাকতে চাও ডেকে (তাদেরও সাহায্য) নাও।

৩৯. (আসল কথা হচ্ছে,) যে বিষয়টিকেই তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে আয়ত্ত করতে পারলো না, কিংবা (মানবীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে) যার ব্যাখ্যা এখনো তাদের পর্যন্ত পৌঁছুয়নি তারা তাকেই অস্বীকার করে বসলো; তাদের পুর্ববর্তী মানুষরাও এভাবে অস্বীকার করেছিলো, (আজ) দেখো, (এ অস্বীকারকারী) যালেমদের পরিণাম কি হয়েছে।

৪০. তাদের মধ্যে কিছু লোক এ (গ্রন্থের) ওপর ঈমান আনবে, আবার কিছু আছে যারা এতে ঈমান আনবে না; (জেনে রেখো,) তোমার মালিক (কিন্তু এ) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালো করেই জানেন।

৪১. (এতো বলা-কওয়া সত্ত্বেও) তারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই থাকে, তাহলে তুমি (তাদের) বলে দাও (দেখো), আমার কাজকর্মের দায়িত্ব আমার ওপর, আর তোমাদের কাজকর্মের দায়িত্ব তোমাদের ওপর, আমি যা কিছু করছি তার জন্যে তোমরা দায়িত্বমুক্ত, আবার তোমরা যা করো তার জন্যেও আমি দায়িত্বমুক্ত।

৪২. (হে নবী,) এদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা তোমার দিকে কান পেতে রাখে; তুমি কি বধিরকে (আল্লাহর কালাম) শোনাবে? যদিও তারা এর কিছুই বুঝতে না পারে!

৪৩. (আবার) ওদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে; (কিন্তু) তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে? যদিও তারা নিজেরা এর কিছুই দেখতে না পায়!

৪৪. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর কোনো রকম যুলুম করেন না, (বরং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে) মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে।

৪৫. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (সেদিন তাদের মনে হবে), যেন তারা দুনিয়ায় দিনের একটি ক্ষণমাত্র কাটিয়ে এসেছে, (তখন) তারা একজন আরেকজনকে চিনতে পারবে; ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা আল্লাহর সামনা-সামনি হওয়াকে অস্বীকার করেছিলো, (আসলে) তারা কখনোই হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিলো না।

৪৬. আমি ওদের কাছে যে (বিষয়ের) ওয়াদা করেছি, তার কিছু কিছু (বিষয়) যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, অথবা (এর আগেই) যদি আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নেই, (এ উভয় অবস্থায়) তাদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতঃপর এরা যা কিছু (দুনিয়ায়) করতো তার ওপর আল্লাহ তায়ালাই (একক) সাক্ষী হবেন।

৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই একজন রসুল আছে, অতঃপর যখনি তাদের কাছে তাদের রসুল এসে যায়, তখন (তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার) সিদ্ধান্ত করার কাজটি ইনসাফের সাথে সম্পন্ন হয়ে যায়, তাদের ওপর কখনো যুলুম করা হবে না।

৪৮. এরা (ঔদ্ধত্য দেখিয়ে) বলে (হে মুসলমানরা), তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো, কবে তোমাদের (সে) আযাবের ওয়াদা ফলবে?

৪৯. তুমি বলো (এটা বলা আমার বিষয় নয়), আল্লাহ তায়ালা যা চান তা ব্যতিরেকে আমি তো আমার নিজস্ব ভালো-মন্দের অধিকারও রাখি না (আসল কথা হচ্ছে), প্রত্যেক জাতির জন্যে (আযাব ও ধ্বংসের) একটি দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করা আছে; তাদের সে ক্ষণটি যখন আসবে তখন (তাদের ব্যাপারে) এক মুহূর্তকাল সময়ও দেরী করা হবে না এবং তাদের দিনক্ষণ আগেও নিয়ে আসা হবে না।

৫০. তুমি (এদের আরো) বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের ওপর (আল্লাহর) আযাব রাতে কিংবা দিনের বেলায় এসে পতিত হয়, তাহলে আর কোন বিষয় নিয়ে না-ফরমান লোকেরা তাড়াহুড়ো করবে (বলো)?

৫১. অতঃপর যখন (সত্যিই) একদিন এ বিষয়টি ঘটবে তখন কি তোমরা এটা বিশ্বাস করবে; তোমাদের বলা হবে (হাঁ), এখন (তো আযাব এসেই গেলো, অথচ) তোমরা এর জন্যেই তাড়াহুড়ো করছিলে।

৫২. অতঃপর যালেমদের বলা হবে, এবার চিরস্থায়ী (জাহান্নামের) আযাবের স্বাদ ভোগ করো, (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা যা কিছু অর্জন করেছো, (এখন) তোমাদের শুধু তারই বিনিময় দেয়া হবে।

৫৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে জানতে চায়, (আযাব সম্পর্কিত) সে কথা আসলেই কি ঠিক? বলো, হাঁ, আমার মালিকের শপথ, এটা আমোঘ সত্য; (জেনো রেখো, প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে) তোমরা কোনোদিনই তাঁকে অক্ষম করে দিতে পারবে না।

৫৪. যদি প্রতিটি যালেম ব্যক্তির কাছে (সেদিন) যমীনের সমুদয় সম্পদ এসে জমা হয়, তাহলে সে তার সব কিছু মুক্তিপণ হিসাবে ব্যয় (করে আযাব থেকে বাঁচার চেষ্টা) করবে; যখন এ (যালেম) মানুষরা (জাহান্নামের) আযাব দেখবে তখন তারা মনে মনে ভারী অনুতাপ করবে (কিন্তু তখন তা কোনোই কাজে আসবে না), সম্পূর্ণ ইনসাফের সাথেই তাদের বিচার মীমাংসা সম্পন্ন হবে এবং তাদের ওপর বিন্দুমাত্র যুলুমও করা হবে না।

৫৫. মনে রেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; জেনে রেখো অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

৫৭. হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে নসীহত (বিশিষ্ট কেতাব) এসেছে, (এটা) মানুষের অন্তরে যেসব ব্যাধি রয়েছে তার নিরাময় এবং মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

৫৮. (হে নবী,) তুমি বলো, মানুষের উচিত আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের কারণে আনন্দ প্রকাশ করা, কারণ তারা যা কিছু (জ্ঞান ও সম্পদ) জমা করেছে, এটা তার চাইতে অনেক ভালো।

৫৯. তুমি (এদের) বলো, তোমরা কি কখনো (একথা) চিন্তা করে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে রেযেক নাযিল করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু অংশকে তোমরা হারাম আর কিছু অংশকে হালাল করে নিয়েছো; (তুমি এদের আরো) বলো, এসব হালাল-হারামের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের কোনো অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো!

৬০. যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তাদের শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে ধারণা কি এই (এটা কখনো আসবেই না); নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা বড়ো অনুগ্রহশীল (তাই তিনি তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে) আল্লাহর শোকর আদায় করে না।

৬১. (হে নবী,) তুমি যে কাজেই থাকো না কেন এবং সে (কাজ) সম্পর্কে কোরআন থেকে যা কিছু তেলাওয়াত করো না কেন (তা আমি জানি, হে মানুষেরা), তোমরা যে কোনো কাজ করো, কোনো কাজে তোমরা যখন প্রবৃত্ত হও, আমি তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকি, তোমার মালিকের (দৃষ্টি) থেকে একটি অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন থাকে না, আসমানে ও যমীনে এর চাইতে ছোট কিংবা এর চাইতে বড়ো কোনো কিছুই নেই যা এ সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই।

৬২. জেনে রেখো, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালার বন্ধুদের জন্যে (কোনো) ভয় নেই, (সেদিন) তারা চিন্তিতও হবে না।

৬৩. এরা হচ্ছে সে সব লোক, যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (তাঁকে) ভয় করেছে।

৬৪. এ (ধরনের) লোকদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে (যেমন) সুসংবাদ রয়েছে, (তেমনি) পরকালের জীবনেও (রয়েছে সুসংবাদ); আল্লাহ তায়ালার বাণীর কোনো রদবদল হয় না; আর (সত্যিকার অর্থে) এটাই হচ্ছে সে মহাসাফল্য।

৬৫. (হে নবী,) তোমাকে তাদের কথা যেন কোনো দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই মান-ইজ্জত সবই আল্লাহ তায়ালার করায়ত্তে, তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

৬৬. জেনে রেখো, যা কিছু আসমানে আছে, (আবার) যা কিছু আছে যমীনে, সবই আল্লাহর (অনুগত); যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া (কল্পিত) শরীকদের ডাকে তারা তো শুধু (কিছু আন্দায) অনুমানেরই অনুসরণ করে মাত্র! তারা মুলত মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬৭. (হে মানুষ,) তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারো, আর দিনকে বানিয়েছেন আলোক (-উজ্জ্বল), অবশ্যই এতে (আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্বের) অনেক নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা (নিষ্ঠার সাথে) শোনে।

৬৮. তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা (নিজের একটি) ছেলে গ্রহণ করেছেন, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা মহাপবিত্র; তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অভাবমুক্ত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর; তোমাদের কাছে এ (দাবীর) পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণও নেই; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন সব কথা বলে বেড়াচ্ছো, যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জানো না।

৬৯. (হে নবী,) তুমি বলো, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনোই সফলকাম হবে না।

৭০. (এ মিথ্যাচার হচ্ছে) পার্থিব (জীবনের একটা) সম্পদ, পরিশেষে তাদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তাদের কুফরী করার জন্যে এক কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো।

৭১. (হে নবী,) ওদের কাছে তুমি নুহের কাহিনী শোনাও। যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, যদি তোমাদের ওপর আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াতসমুহ দ্বারা আমার উপদেশ (প্রদান) খুব দুঃসহ মনে হয়, তবে (শোনে রাখো), আমি (সম্পূর্ণরূপে) আল্লাহর ওপর ভরসা করি, অতঃপর তোমরা যাদের আমার সাথে শরীক বানাচ্ছো, তাদের (সবাইকে) একত্রিত করে (আমার বিরুদ্ধে তোমাদের) পরিকল্পনা চুড়ান্ত করে নাও (দেখে নাও), যেন সে পরিকল্পনা (-এর কোনো বিষয় তোমাদের দৃষ্টির) আড়ালে না থাকে, অতঃপর আমার সাথে (তোমাদের যা করার) তা করে ফেলো এবং আমাকে কোনো অবকাশও তোমরা দিয়ো না।

৭২. (হাঁ,) যদি তোমরা (আমার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে আমার ক্ষতি হবে না), আমি তো তোমাদের কাছ থেকে (এ জন্যে) কোনো পারিশ্রমিক দাবী করিনি; আমার পারিশ্রমিক সে তো আমার আল্লাহ তায়ালার কাছে, (তাঁর পক্ষ থেকেই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন তাঁর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই।

৭৩. অতঃপর (এতো বলা-কওয়া সত্ত্বেও) লোকেরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তখন আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (আরোহী) ছিলো, তাদের (তুফান থেকে) উদ্ধার করেছি এবং (যাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলাম) আমি তাদের (পুর্ববর্তী লোকদের) প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়েছি, (পরিশেষে) যারা আমার নিদর্শনসমুহ অস্বীকার করেছে, তাদের আমি (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি, অতঃপর (হে নবী), তুমি (চেয়ে) দেখো, তাদের কী ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে, যাদের (বার বার আল্লাহর আযাবের) ভয় দেখানো হয়েছে।

৭৪. আমি তার পর অনেক (কয়জন) রসুলকে তাদের (নিজ নিজ) জাতির কাছে পাঠিয়েছি, তারা (সবাই) সুস্পষ্ট প্রমাণসমুহ নিয়ে নিজ জাতির কাছে এসেছে, কিন্তু এমনটি হয়নি যে, (আগের) লোকেরা ইতিপূর্বে যা অস্বীকার করেছিলো তার ওপর এরা ঈমান আনবে; এভাবে যারা (না-ফরমানীতে) সীমালংঘন করে, তাদের দিলে আমি মোহর মেরে দেই।

৭৫. তাদের পর আমি আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে মুসা ও হারূনকে ফেরাউন এবং তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছি, কিন্তু তারা সবাই অহংকার করলো, (আসলে) তারা ছিলো বড়োই না-ফরমান জাতি।

৭৬. আমার পক্ষ থেকে সত্য যখন তাদের কাছে এলো, তখন ওরা বললো, নিশ্চয়ই এ হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদু!

৭৭. মুসা বললো, তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এসব (বাজে) কথা বলছো, যখন তা তোমাদের কাছে (প্রমাণসহ) এসে গেছে! (তোমরা কি মনে করো) এটা আসলেই যাদু? অথচ যাদুকররা কখনোই সফলকাম হয় না।

৭৮. তারা বললো, তোমরা কি এ উদ্দেশেই আমাদের কাছে এসেছো যে, যা কিছুর ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তা থেকে তোমরা আমাদের বিচ্যুত করে দেবে এবং (আমাদের এ) ভূখন্ডে তোমাদের দু' (ভাই)-য়ের প্রতিপত্তি (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে (না, তা কিছুতেই হবে না); আমরা তোমাদের দু'জনের ওপর কখনো ঈমান আনবো না।

৭৯. (এবার) ফেরাউন (নিজের দলবলকে) বললো, তোমরা আমার কাছে (রাজ্যের) সব সুদক্ষ যাদুকরদের নিয়ে এসো।

৮০. অতঃপর (ফেরাউনের নির্দেশে) যাদুকররা যখন এসে হাযির হলো, তখন মুসা তাদের (লক্ষ্য করে) বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা তোমরা নিক্ষেপ করো।

৮১. তারা যখন (তাদের যাদুর বাণ) নিক্ষেপ করলো, তখন মুসা বললো, তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা (হচ্ছে আসলেই) যাদু; (দেখবে) অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তা ব্যর্থ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা কখনো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকর্ম শুধরে দেন না।

৮২. আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও না-ফরমান মানুষরা একে খুবই অপ্রীতিকর মনে করে।

৮৩. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের ভয়ে মুসার ওপর তার জাতির কতিপয় কিশোর (যুবক) ছাড়া অন্য কোনো লোক ঈমান আনেনি, (অবশ্যই) ফেরাউন ছিলো যমীনের মাঝে অহংকারী (বাদশাহ) এবং (মারাত্মক) সীমালংঘনকারী।

৮৪. মুসা (তার ওপর যারা ঈমান এনেছে তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা যদি সত্যিই মুসলমান হয়ে থাকো, তাহলে (অধৈর্য না হয়ে) যিনি তোমাদের মালিক তোমরা তাঁর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী হও।

৮৫. (মুসার কথায়) অতঃপর তারা বললো (হাঁ), আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা করি (এবং আমরা বলি), হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের যালেম সম্প্রদায়ের অত্যাচারের শিকারে পরিণত করো না।

৮৬. এবং তোমার একান্ত রহমত দ্বারা তুমি আমাদের (ফেরাউন ও তার) কাফের সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি দাও।

৮৭. আমি (এরপর) মুসা ও তার ভাই (হারূন)-এর কাছে ওহী পাঠালাম, তোমরা তোমাদের জাতির (লোকদের) জন্যে মিসরেই ঘরবাড়ি বানাও এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কেবলা (-মুখী করে) বানাও এবং (তাতে) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো; (সর্বোপরি) ঈমানদারদের (মুক্তির সময় ঘনিয়ে এসেছে মর্মে তাদের) সুসংবাদ দাও।

৮৮. মুসা (আল্লাহ তায়ালাকে) বললো, হে আমাদের মালিক, নিসন্দেহে তুমি ফেরাউন ও তার (মন্ত্রী) পরিষদকে দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্য (-মন্ডিত উপকরণ) এবং ধন-সম্পদ দান করে রেখেছো, (এটা কি এ জন্যে) হে আমাদের মালিক, তারা (এ দিয়ে জনপদের মানুষকে) তোমার পথ থেকে গোমরাহ করে দেবে? হে আমাদের মালিক, তাদের (সমুদয়) ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দাও, তাদের অন্তরসমুহকে (আরো) শক্ত করে দাও, (মুলত) তারা একটা কঠিন আযাব (নাযিল হতে) না দেখলে ঈমান আনবে না।

৮৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ) তোমাদের উভয়ের দোয়াই কবুল করা হয়েছে, অতএব তোমরা (দ্বীনের ওপর) সুদৃঢ় হয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকো, তোমরা দু'জন কখনো সেসব লোকের (কথার) অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না।

৯০. অতঃপর (ঘটনা এমন হলো), আমি বনী ইসরাঈলদের সাগর পার করিয়ে দিলাম, এরপর ফেরাউন এবং তার সৈন্য-সামন্ত বিদ্বেষপরায়ণতা ও সীমালংঘন করার জন্যে তাদের পিছু নিলো; এমনকি যখন (দলবলসহ) তাকে সাগরের অথৈ ঢেউ ডুবিয়ে দিতে লাগলো, (তখন) সে বললো, (এখন) আমি ঈমান আনলাম, যে মাবুদের ওপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, আমিও (তাঁর) অনুগতদের একজন।

৯১. (আমি বললাম,) এখন (ঈমান আনছো)? অথচ (একটু) আগেই তুমি না-ফরমানী করছিলে এবং (যমীনে) তুমি ছিলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম (নেতা)।

৯২. আজ আমি তোমাকে (অর্থাৎ) তোমার দেহকেই বাঁচিয়ে রাখবো, যাতে করে তুমি (তোমার এ দেহ) পরবর্তী (প্রজন্মের লোকদের) জন্যে একটা নিদর্শন হয়ে থাকতে পারো; অবশ্য অধিকাংশ মানুষই আমার (এসব) নিদর্শনসমুহ থেকে সম্পূর্ণ (অজ্ঞ ও) বেখবর।

৯৩. (ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার পর) আমি বনী ইসরাঈলের লোকদের (বরকতপুর্ণ ও) উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করালাম এবং তাদের জন্যে উত্তম জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করলাম, অতঃপর তারা (নিজেদের মধ্যে) মতবিরোধ শুরু করে দিলো, এমনকি যখন (দ্বীনের সঠিক) জ্ঞান তাদের কাছে এসে পৌঁছুলো (তারপরও তারা মতবিরোধ থেকে ফিরে এলো না); অবশ্যই তোমার মালিক কেয়ামতের দিন তাদের সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা (নিজেদের মাঝে) বিভেদ করতো।

৯৪. (হে নবী,) আমি তোমার ওপর যে কেতাব নাযিল করেছি, তাতে (বর্ণিত কোনো ঘটনার ব্যাপারে) যদি তোমার (মনে) কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে সেসব লোকের কাছে (এসব ঘটনা) জিজ্ঞেস করো, যারা তোমার আগে (তাদের ওপর নাযিল করা) কেতাব পড়ে আসছে, অবশ্যই তোমার কাছে তোমার মালিকের কাছ থেকে সত্য এসেছে, তাই তুমি কখনো সন্দেহবাদীদের (দলে) শামিল হয়ো না।

৯৫. আর তুমি তাদের দলেও শামিল হয়ো না যারা আল্লাহর আয়াতসমুহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (এরূপ করলে) তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

৯৬. (হে নবী,) অবশ্যই তাদের ব্যাপারে তোমার মালিকের কথা (সত্য) প্রমাণিত হয়ে গেছে, তারা কখনো ঈমান আনবে না।

৯৭. এমনকি তাদের কাছে আল্লাহর প্রত্যেকটি নিদর্শন এসে পৌঁছলেও (তারা ঈমান আনবে এমন) নয়, যতোক্ষণ না তারা কঠিন আযাব (নিজেদের চোখে) দেখতে পাবে।

৯৮. ইউনুস (নবীর) সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য (কোনো) জনপদ এমন ছিলো না, যে (জনপদ আযাব দেখে) ঈমান এনেছে এবং তার এ ঈমান তার কোনো উপকার করতে পেরেছে; তারা যখন আল্লাহর ওপর ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের এ পার্থিব জীবনের অপমানকর আযাব তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিলাম এবং তাদের আমি এক (বিশেষ) সময় পর্যন্ত জীবনের (উপায়) উপকরণও দান করলাম।

৯৯. (হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে এ যমীনে যতো মানুষ আছে তারা সবাই ঈমান আনতো; (কিন্তু তিনি তা চাননি, তাছাড়া) তুমি কি মানুষদের জোরজবরদস্তি করবে যেন, তারা সবাই মোমেন হয়ে যায়!

১০০. কোনো মানুষেরই এ সাধ্য নেই যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে সে ঈমান আনবে; যারা (ঈমানের রহস্য) বুঝতে পারে না, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাদের ওপর (কুফুর ও শেরেকের) কলুষ লাগিয়ে দেন।

১০১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা দেখো, আসমানসমুহ ও যমীনে কি কি জিনিস রয়েছে; কিন্তু যারা ঈমানই আনবে না তাদের জন্যে (আল্লাহর এসব) নিদর্শন ও (পরকালের) সাবধানবাণী কোনোই উপকারে আসে না।

১০২. তারাও কি সে ধরনের কোনো দিনের অপেক্ষা করছে, যে ধরনের (অপমানকর) দিন তাদের আগের লোকদের ওপর এসেছিলো; (যদি তাই হয় তাহলে) তুমি বলো, তোমরা (সেদিনের) অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো।

১০৩. অতঃপর (যখন আযাবের সময় আসে তখন) আমি আমার রসুলদের এভাবেই (সে আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দেই এবং তাদেরও (বাঁচিয়ে দেই, যারা) ঈমান আনে, আমি আমার ওপর এটা কর্তব্য করে নিয়েছি যে, আমি মোমেনদের (আযাব থেকে) উদ্ধার করবো।

১০৪. (হে নবী,) তুমি (লোকদের) বলো, হে মানুষরা, তোমরা যদি আমার (আনীত) দ্বীনে কোনো সন্দেহ করো (তাহলে শুনে রাখো), আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তোমরা এবাদাত করো, আমি তাদের এবাদাত করি না, আমি তো বরং তাঁর (মহান সত্তার) এবাদাত করি, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

১০৫. (আমাকে বলা হয়েছে,) তুমি আল্লাহর দ্বীনের জন্যে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং কখনো তুমি মোশরেকদের দলে শামিল হয়ো না।

১০৬. (আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে,) তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার কোনো কল্যাণ (যেমন) করতে পারে না, (তেমনি) তোমার কোনো অকল্যাণও সে করতে পারে না, (এ সত্ত্বেও) যদি তুমি অন্যথা করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।

১০৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট দেন তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউই নেই তা দুরীভূত করার, (আবার) তিনি যদি (মেহেরবানী করে) তোমার কোনো কল্যাণ চান তাহলে তাঁর সে অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই; তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে চান তাকেই কল্যাণ পৌঁছান; আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১০৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সত্য (দ্বীন) এসেছে; অতএব যে হেদায়াতের পথ অবলম্বন করবে সে তো তার নিজের ভালোর জন্যেই হেদায়াতের পথে চলবে, আর যে গোমরাহ থেকে যাবে সে তো গোমরাহীর ওপর চলার কারণেই গোমরাহ হয়ে যাবে, আমি তো তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই (যে, জোর করে তোমাদের গোমরাহী থেকে বের করে আনবো)।

১০৯. (হে নবী,) তোমার ওপর যে হেদায়াত নাযিল করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং ধৈর্য ধারণ করো, যে পর্যন্ত আল্লাহ কোনো ফয়সালা না করেন, (কেননা) তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সুরা হুদ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১২৩, রুকু ১০

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. আলিফ-লাম-রা। এ (কোরআন হচ্ছে এমন একটি) কেতাব, যার আয়াতসমুহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট (ও সুবিন্যস্ত) করে রাখা হয়েছে, অতঃপর (এর বর্ণনাসমুহও এখানে) বিশদভাবে বলে দেয়া হয়েছে, (এ কেতাব) এক প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ সত্তার কাছ থেকে (তোমার কাছে এসেছে।)

২. (এর বক্তব্য হচ্ছে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো গোলামী করবে না, আর আমি তো তোমাদের জন্যে তাঁর কাছ থেকে (আযাবের) ভয় প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদদানকারী মাত্র।

৩. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) তোমরা যেন তোমাদের মালিকের (দরবারে তোমাদের গুনাহখাতার জন্য) ক্ষমা চাইতে পারো, অতঃপর (গুনাহ থেকে তাওবা করে) তাঁর দিকে ফিরে আসতে পারো, (তাহলে) তিনি তোমাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত উত্তম (জীবন) সামগ্রী দান করবেন এবং প্রতিটি মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার মর্যাদা অনুযায়ী (পাওনা আদায় করে) দেবেন; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে একটি কঠিন দিনের আযাবের ভয় করছি।

৪. (কেননা, এ জীবনের শেষে) তোমাদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালার কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সর্ব-বিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

৫. সাবধান, এ (নির্বোধ) লোকেরা (মনের কথা দিয়ে কিন্তু) নিজেদের অন্তরসমুহকে ঢেকে রাখে, যেন আল্লাহর কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতে পারে; কিন্তু এরা কি জানে না, যখন তারা কোনো কাপড় দিয়ে (নিজেদের) ঢেকে দেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই জানেন তারা (তার ভেতরে) কোন বিষয় লুকিয়ে রাখছে, আর কোন বিষয় তারা প্রকাশ করছে, অবশ্যই তিনি মনের ভেতরের সব কথা জানেন।

পারা ১২

৬. যমীনের ওপর বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, যার রেযেক (পৌঁছানোর দায়িত্ব) আল্লাহর ওপর নেই, তিনি (যেমন) তার আবাস সম্পর্কে অবহিত, (তেমনি তার মৃত্যুর পর) তাকে যেখানে সোপর্দ করা হবে তাও তিনি জানেন; এসব (কথা) একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) আছে।

৭. আর তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি আসমানসমুহ ও যমীন ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, (সে সময়) তাঁর 'আরশ' ছিলো পানির ওপর (এ সৃষ্টি কৌশলের লক্ষ্য), যেন তিনি এটা যাচাই করে নিতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে তার কাজে কর্মে উত্তম; (হে নবী,) আজ যদি তুমি এদের বলো, মৃত্যুর পর তোমাদের অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে, তাহলে যেসব মানুষ কুফুরের রাসা গ্রহণ করেছে তারা সাথে সাথেই বলবে, এ (কেতাব) তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮. আমি যদি নির্দিষ্ট একটা মেয়াদের জন্যে তাদের (এ) আযাব তাদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখি, তাহলে (তামাশাচ্ছলে) ওরা বলবে, কোন জিনিস এখন এ (আযাব)-কে আটকে রেখেছে; (অথচ) যেদিন এ আযাব তাদের ওপর এসে পতিত হবে, সেদিন এ আযাব তাদের কাছ থেকে সরাবার কেউই থাকবে না, যে (আযাব) নিয়ে তারা হাসি-বিদ্রূপ করছিলো, তা তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলবে।

৯. আমি যদি মানুষকে (একবার) আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই এবং পরে (কোনো কারণে) যদি তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই, তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

১০. আবার কোনো দুঃখ-দৈন্য তাকে স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের স্বাদ ভোগ করাই, তখন সে বলতে শুরু করে (হ্যাঁ), এবার আমার থেকে সব বিপদ-মসিবত কেটে গেছে, (আসলে) সে (অল্পতেই যেমন) উৎফুল্ল (হয়ে ওঠে, তেমনি সহজেই আবার) অহংকারী (হয়ে যায়),

১১. কিন্তু যারা পরম ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১২. (হে নবী, কাফেররা মনে করে,) সম্ভবত তোমার কাছে যা ওহী নাযিল হয় তার কিয়দংশ তুমি ছেড়ে দাও এবং এ কারণে তোমার মনোকষ্ট হবে যখন তারা বলে বসবে, এ ব্যক্তির ওপর কোনো ধন-ভান্ডার অবতীর্ণ হলো না কেন, কিংবা তার সাথে (নবুওতের সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে) কোনো ফেরেশতা এলো না কেন (তুমি এতে মনোক্ষুন্ন হয়ো না); তুমি তো হচ্ছো (আযাবের) ভয় প্রদর্শনকারী (একজন রসুল মাত্র); যাবতীয় কাজকর্মের (আসল) কর্মবিধায়ক তো হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

১৩. অথবা এরা কি (একথা) বলে, (মোহাম্মদ নামের) সে (ব্যক্তি কোরআন) নিজে নিজে রচনা করে নিয়েছে! (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, তোমরা (যদি তাই মনে করো) তাহলে নিয়ে এসো এর অনুরূপ (মাত্র) দশটি (তোমাদের স্বরচিত) সুরা এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তোমরা সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারো তাদের ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের (দাবীতে) সত্যবাদী হও।

১৪. আর যদি তারা তোমাদের (কথায়) সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এটা আল্লাহর জ্ঞান (ও কুদরত) দ্বারাই নাযিল করা হয়েছে, তিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, (বলো,) তোমরা কি মুসলমান হবে?

১৫. যদি কোনো ব্যক্তি শুধু এ পার্থিব জীবন ও তার প্রাচুর্য ভোগ করতে চায়, তাহলে আমি তাদের সবাইকে তাদের কর্মসমুহ এ (দুনিয়ার) মধ্যেই যথাযথ আদায় করে দেই এবং সেখানে তাদের (বৈষয়িক পাওনা) কম করা হবে না।

১৬. (আসলে) এরাই হচ্ছে সে সব (দুর্ভাগা) লোক, যাদের জন্যে পরকালে (জাহান্নামের) আগুন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, (দুনিয়ার) জীবনে সেখানে যা কিছু তারা বানিয়েছে তা সব হবে বেকার, যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে তা সবই হবে নিরর্থক।

১৭. অতঃপর যে ব্যক্তি তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা সুস্পষ্ট (কোরআনের) প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তা সে তেলাওয়াত করে, (যার ওপর স্বয়ং) তাঁর পক্ষ থেকে সে (মোহাম্মদ) সাক্ষী (হিসেবে মজুদ) রয়েছে, (তদুপরি রয়েছে) তার পুর্ববর্তী মুসার কেতাব, (যা তাদের জন্যে) পথপ্রদর্শক ও রহমত; এরা এর ওপর ঈমান আনে; (মানব) দলের মধ্যে যে অতঃপর একে অস্বীকার করবে তার প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন, সুতরাং তুমি সে ব্যাপারে কোনো রকম সন্দিগ্ধ হয়ো না, এ সত্য হচ্ছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে না।

১৮. আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে যে মিথ্যা রচনা করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে? এ লোকদের যখন কেয়ামতের দিন তাদের মালিকের সামনে হাযির করা হবে এবং তাদের (বিপক্ষীয়) সাক্ষীরা যখন বলবে (হে আমাদের মালিক), এরাই হচ্ছে সে ব্যক্তি, যারা তাদের মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রচনা করেছিলো, হ্যাঁ, আজ যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত,

১৯. (সে যালেমদের ওপরও আল্লাহর লানত) যারা (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর পথে দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায় (সর্বোপরি) যারা শেষ বিচারের দিনকেও অস্বীকার করে।

২০. এরা এ যমীনের বুকেও (আল্লাহ তায়ালাকে) কখনো ব্যর্থ করে দিতে পারেনি, না আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের (সেখানে) কোনো অভিভাবক ছিলো, এদের জন্যে আযাব হবে দ্বিগুণ; এরা কখনো (দ্বীন-ঈমানের কথা) শুনতে সক্ষম হতো না, না এরা (সত্য দ্বীন নিজেরা) দেখতে পেতো!

২১. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা নিজেদের দারুণ ক্ষতি সাধন করলো, (দুনিয়ায়) যতো মিথ্যা তারা রচনা করেছিলো, (আখেরাতে) তা সবই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

২২. অবশ্যই এরা হবে আখেরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ।

২৩. (পক্ষান্তরে) যারা আল্লাহর ওপর নিশ্চিত ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (উপরন্তু) নিজেদের মালিকের প্রতি সদা বিনয়াবনত থেকেছে, তারা হবে জান্নাতের বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

২৪. (জাহান্নামী আর জান্নাতী এ) দুটো দলের উদাহরণ হচ্ছে এমন, যেমন (একদল হচ্ছে) অন্ধ ও বধির, (আরেক দল হচ্ছে) চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন; এ দুটো দল কি সমান? তোমরা কি এখনো শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

২৫. আমি অবশ্যই নুহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি (সে তাদের বললো), আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী,

২৬. (আমার দাওয়াত হচ্ছে,) যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত না করো, (অন্যথায়) আমি আশংকা করছি তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ দিনের আযাব এসে পড়বে।

২৭. অতঃপর তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা যারা কুফরী করছিলো, বললো, আমরা তো তোমার মধ্যে এর বাইরে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে, তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ, আমরা এও দেখতে পাচ্ছি না যে, আমাদের মধ্যেকার কিছু নিম্নসারির লোক ছাড়া কেউ তোমার অনুসরণ করছে এবং তারাও তা করছে (কিছু না বুঝে) শুধু ভাসা ভাসা দৃষ্টি দিয়ে, (আসলে) আমরা আমাদের ওপর তোমাদের জন্যে তেমন কোনো মর্যাদাই দেখতে পাচ্ছি না, (মুলত) আমরা তোমাদের মনে করি (তোমরা হচ্ছো) মিথ্যাবাদী।

২৮. সে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা কি (একথা) ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার মালিকের (পাঠানো) একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি, অতঃপর তিনি যদি আমাকে তাঁর (নবুওতের) বিশেষ রহমত দিয়ে (ধন্য করে) থাকেন, যাকে তোমাদের দৃষ্টির বাইরে রাখা হয়েছে, তাহলে সে (বিষয়টার) ব্যাপারে আমি কি তোমাদের বাধ্য করতে পারি, অথচ তোমরা তা অপছন্দও করো।

২৯. হে আমার জাতি, আমি (যা কিছু তোমাদের বলছি) এর ওপর তোমাদের কাছ থেকে কোনো অর্থ-সম্পদ চাই না, আমার বিনিময় তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই আছে এবং যারাই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, (গরীব হওয়ার কারণে) তাদের তাড়িয়ে দেয়ার (মানুষ) আমি নই; (কেননা) তাদেরও (একদিন) তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাত করতে হবে, বরং আমি তো তোমাদেরই দেখতে পাচ্ছি তোমরা সবাই হচ্ছো এক (নিরেট) অজ্ঞ সম্প্রদায়।

৩০. হে আমার জাতি, আমি যদি তোমাদের কথায় গরীবদের তাড়িয়ে দেই, তাহলে (এ জন্যে) আল্লাহ তায়ালা (-র শাস্তি) থেকে আমাকে কে বাঁচিয়ে দেবে; তোমরা কি অনুধাবন করতে পাচ্ছো না?

৩১. আমি তো তোমাদের (কখনো) একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, না আমি গায়ব জানি, না আমি একজন ফেরেশতা, না আমি সেসব লোকের ব্যাপারে যাদের তোমাদের দৃষ্টি হেয় করে দেখে, এটা বলতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না; আল্লাহ তায়ালা নিজেই তা ভালো জানেন, তাদের মনে যা কিছু লুকিয়ে আছে। (আমি যদি এমন কিছু বলি), তাহলে সত্যি সত্যিই আমি যালেমদের দলে শামিল হয়ে যাবো।

৩২. লোকেরা বললো, হে নুহ (এ বিষয়টা নিয়ে) তুমি আমাদের সাথে বাকবিতন্ডা করছো এবং বিতন্ডা তুমি একটু বেশীই করেছো, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে সে (আযাবের) জিনিসটাই আমাদের জন্যে নিয়ে এসো, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছো।

৩৩. সে বললো, তা তো আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের কাছে আনবেন যদি তিনি চান, আর (তেমন কিছু হলে) তোমরা কখনো তাঁকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে না।

৩৪. (আসলে) তোমাদের জন্যে আমার (এ) শুভ কামনা কোনো কাজেই আসবে না, আমি তোমাদের ভালো কামনা করলে (তাও কার্যকর হবে না) যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গোমরাহ করে দিতে চান; (কারণ) তিনিই হচ্ছেন তোমাদের মালিক এবং তাঁর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে;

৩৫. (হে নবী,) এরা কি বলছে, এ (গ্রন্থ)-টা সে (ব্যক্তি নিজেই) রচনা করে নিয়েছে? তুমি বলো, যদি আমি তা রচনা করে থাকি তাহলে এ অপরাধের দায়িত্ব আমার ওপর, (তবে এ মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে) যে অপরাধ তোমরা করছো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

৩৬. নুহের ওপর ওহী পাঠানো হলো, তোমার জাতির লোকদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউই (নতুন করে) ঈমান আনবে না, সুতরাং এরা যা কিছু করছে (হে নবী), তুমি তার জন্যে দুঃখ করো না,

৩৭. তুমি আমারই তত্ত্বাবধানে আমারই ওহীর (আদেশ) দিয়ে একটি নৌকা বানাও এবং যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে (কোনো আবেদন নিয়ে) কিছু বলোনা, নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে।

৩৮. (পরিকল্পনা মোতাবেক) সে নৌকা বানাতে শুরু করলো। যখনই তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা তার পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করতো, তখন (নৌকা বানাতে দেখে) তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিতো; সে বললো, (আজ) তোমরা যদি আমাদের উপহাস করো (তাহলে মনে রেখো), যেভাবে (আজ) তোমরা আমাদের নিয়ে হাসছো (একদিন) আমরাও তোমাদের নিয়ে হাসবো;

৩৯. অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপর (এমন) আযাব আসবে যা তাকে (দুনিয়াতে) অপমানিত করবে এবং পরকালে (কঠিন ও) স্থায়ী আযাব কার জন্যে (নির্দিষ্ট)।

৪০. অবশেষে (তাদের কাছে আযাব সম্পর্কিত) আমার আদেশ এসে পৌঁছলো এবং চুলো (থেকে একদিন পানি) উথলে ওঠলো, আমি (নুহকে) বললাম, (সম্ভাব্য) প্রত্যেক জীবের (পুরুষ-স্ত্রীর) এক এক জোড়া এতে উঠিয়ে নাও, (সাথে) তোমার পরিবার-পরিজনদেরও (ওঠাও) তাদের বাদ দিয়ে, যাদের ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত (ঘোষিত) হয়েছে এবং (তাদেরও নৌকায় ওঠিয়ে নাও) যারা ঈমান এনেছে; (মুলত) তার সাথে (আল্লাহর ওপর) খুব কম সংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিলো।

৪১. সে (তার সাথীদের) বললো, তোমরা এতে ওঠে পড়ো, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি (নির্ধারিত হবে); নিশ্চয়ই আমার মালিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৪২. অতঃপর সে (নৌকা) পাহাড়সম বড়ো বড়ো ঢেউয়ের মধ্যে তাদের বয়ে নিয়ে চলতে থাকলো। নুহ তার ছেলেকে (নৌকায় আরোহণ করার জন্যে) ডাকলো, সে (আগে থেকেই) দুরবর্তী এক জায়গায় (দাঁড়িয়ে) ছিলো; হে আমার ছেলে, আমাদের সাথে (নৌকায়) ওঠো, (আজ এমনি এক কঠিন দিনে) তুমি কাফেরদের সাথী হয়ো না।

৪৩. সে বললো, (পানি বেশী দেখলে) আমি কোনো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবো (এবং) তা আমাকে পানি থেকে বাঁচিয়ে দেবে; নুহ বললো, (কিন্তু) আজ তো কেউই আল্লাহর (গযবের) হুকুম থেকে (কাউকে) বাঁচাতে পারবে না, তবে যার ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন (সে-ই শুধু আজ রক্ষা পাবে, পিতা-পুত্র যখন কথা বলছিল তখন) হঠাৎ করে একটা (বিশাল) ঢেউ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলো, (মুহূর্তের মধ্যেই) সে নিমজ্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

৪৪. (অতঃপর) বলা হলো, হে যমীন, তুমি (এবার) তোমার পানি গিলে নাও, হে আসমান, তুমিও (পানি বর্ষণ থেকে) ক্ষান্ত হও, অতএব, পানি (-র প্রচন্ডতা) প্রশমিত হলো এবং (আল্লাহর) কাজও সম্পন্ন হলো, (নুহের) নৌকা গিয়ে স্থির হলো জুদী (পাহাড়)-এর ওপর, (আল্লাহর ঘোষণা) ধ্বনিত হলো, যালেম সম্প্রদায়ের লোকেরা (নিশেষিত হয়ে) বহুদুর চলে গেছে।

৪৫. নুহ (তার ছেলেকে ডুবতে দেখে) তার মালিককে ডেকে বললো, হে আমার মালিক, আমার ছেলে তো আমারই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। (আমার আপনজনদের ব্যাপারে) তোমার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আর তুমিই হচ্ছো সর্বোচ্চ বিচারক।

৪৬. আল্লাহ বললেন, হে নুহ, সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে তো হলো এক অসৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, অতএব তোমার যে বিষয়ের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমার কাছে তুমি কিছু চেয়ো না; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেকে কোনো অবস্থায় জাহেলদের দলে শামিল করো না।

৪৭. সে বললো, হে আমার মালিক, যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই; তুমি যদি আমাকে মাফ না করো এবং আমার ওপর দয়া না করো, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

৪৮. তাকে বলা হলো, হে নুহ (বন্যার পানি নেমে গেছে), এবার তুমি (নৌকা থেকে) নেমে পড়ো, তোমার ওপর, তোমার সাথে যারা আছে তাদের ওপর আমার দেয়া সালাম ও বরকতের সাথে এবং (অন্য) সম্প্রদায়সমুহ! (হাঁ) আমি (আবার) তাদের জীবনের (যাবতীয়) উপকরণ প্রদান করবো, (তবে নাফরমানীর জন্যে) আমার কাছ থেকে মর্মান্তিক শাস্তিও তাদের ভোগ করতে হবে।

৪৯. (হে নবী,) এগুলো হচ্ছে অদৃশ্য জগতের (কিছু) খবর, যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি, এর আগে না তুমি এগুলো জানতে, না তোমার জাতি এগুলো জানতো; অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো, কারণ (ভালো) পরিণাম ফল সব সময় পরহেযগার লোকদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকে।

৫০. আমি আ'দ জাতির কাছে তাদেরই (এক) ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম; সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; (আসলে আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) তোমরা তো মিথ্যা রচনাকারী ছাড়া আর কিছুই নও।

৫১. হে (আমার) জাতি, (আল্লাহর দিকে ডেকে) তার ওপর আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না; আমার (যাবতীয়) পাওনা তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই, যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তোমরা কি বুঝতে পারো না?

৫২. হে (আমার) জাতি, তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে গুনাহখাতা মাফ চাও, অতঃপর তোমরা তাঁর দিকেই ফিরে আসো, তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাবেন এবং তোমাদের (আরো) শক্তি যুগিয়ে তোমাদের (বর্তমান) শক্তি আরো বাড়িয়ে দেবেন, অতএব তোমরা অপরাধী হয়ে (তাঁর এবাদাত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

৫৩. তারা বললো, হে হূদ, তুমি তো আমাদের কাছে (ধরা-ছোঁয়ার মতো) কোনো স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসোনি, শুধু তোমার (মুখের) কথায় আমরা (কিন্তু) আমাদের দেবতাদের ছেড়ে দেয়ার (লোক) নই, আমরা তোমার ওপর (বিশ্বাস করে) মোমেনও হয়ে যাবো না!

৫৪. আমরা তো বরং বলি, (আসলে) আমাদের কোনো দেবতা অশুভ কিছু দ্বারা তোমাকে আবিষ্ট করে ফেলেছে; (এ উদ্ভট কথা শুনে) সে বললো, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও (আমার এ কথায়) সাক্ষী হও, তোমরা যে (-ভাবে আল্লাহর সাথে) শেরেক করো, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত,

৫৫. (যাও,) তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে যতো রকম ষড়যন্ত (করতে চাও) করো, অতঃপর আমাকে কোনো রকম (প্রসুতির) অবকাশও দিয়ো না।

৫৬. আমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করি, (যিনি) আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক; বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতের মুঠোয় নয়; অবশ্যই আমার মালিক সঠিক পথের ওপর রয়েছেন।

৫৭. (এ সত্ত্বেও) যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (জেনে রেখো), আমি যে (পয়গাম) তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলাম, তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি; (সে অবস্থায় অচিরেই) আমার মালিক অন্য কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; অবশ্যই আমার মালিক প্রত্যেকটি বস্তুরই ওপর একক রক্ষক (ও অভিভাবক)।

৫৮. অতঃপর যখন আমার (আযাব সম্পর্কিত) হুকুম এলো, তখন আমি হূদকে এবং তার সাথে যতো ঈমানদার ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছি, (এভাবেই) আমি তাদের এক কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করেছি।

৫৯. এ হচ্ছে আদ জাতি (ও তাদের কাহিনী), তারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো, তারা তাঁর রসুলদের নাফরমানী করেছিলো, (সর্বোপরি) তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশই মেনে নিয়েছিলো।

৬০. পরিশেষে এ দুনিয়ায় (আল্লাহর) অভিশাপ তাদের পিছু নিলো, কেয়ামতের দিনও (এ অভিশাপ তাদের পিছু নেবে); ভালো করে শুনে রেখো, আদ (জাতি) তাদের মালিককে অস্বীকার করেছিলো; এও জেনে রেখো, ধ্বংসই ছিলো হূদের জাতি আ'দের (একমাত্র) পরিণতি।

৬১. সামুদ (জাতির) কাছে (নবী) ছিলো তাদেরই (এক) ভাই সালেহ। সে (তাদের) বললো, হে (আমার) জাতি, তোমরা সবাই (একান্তভাবে) আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি তোমাদের (এ) যমীন থেকেই পয়দা করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন, অতঃপর (কৃতজ্ঞতাস্বরূপ) তোমরা তাঁর কাছে গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর (তাওবা করে) তাঁর দিকেই ফিরে এসো, অবশ্যই আমার মালিক (প্রত্যেকের) একান্ত নিকটবর্তী এবং (প্রত্যেক ব্যক্তির) ডাকের তিনি জবাব দেন।

৬২. তারা বললো, হে সালেহ, এর আগে তুমি এমন (একজন মানুষ) ছিলে, (যার) ব্যাপারে আমাদের মধ্যে (বড়ো) আশা করা হতো, (আর এখন) কি তুমি আমাদের সে সব মাবুদের এবাদাত থেকে বিরত রাখতে চাও যাদের এবাদাত আমাদের পিতা-মাতারা (যুগ যুগ থেকে) করে আসছে, (আসলে) তুমি যে (দ্বীনের) দিকে আমাদের ডাকছো, সে ব্যাপারে আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি, (এ ব্যাপারে) আমরা খুব দ্বিধাগ্রস্তও বটে!

৬৩. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি এ বিষয়টি নিয়ে একটুও চিনত্মা করে দেখোনি যে, যদি আমি আমার মালিকের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে (ধন্য করে) থাকেন, (তা সত্ত্বেও) যদি আমি কোনো গুনাহ করি তাহলে কে এমন আছে, যে আল্লাহর মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য করবে? (আসলে অন্যায় আবদার করে) তোমরা আমার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই তো বাড়াচ্ছো না?

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়, এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার (পাঠানো) উটনী, (তোমরা যে নিদর্শন চাচ্ছিলে) এটা হচ্ছে তোমাদের জন্যে (সে) নিদর্শন। অতঃপর (আল্লাহর) এ (নিদর্শন)-কে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে চরে খাক, তাকে কোনো রকম কষ্ট দেয়ার নিয়তে ছুঁয়ো না, (তেমনটি করলে) অতিসত্তর (বড়ো ধরনের) আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

৬৫. অতঃপর তারা সেটিকে বধ করে ফেললো, সে তারপর (তাদের) বললো (চলে যাও), তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও; (আযাবের ব্যাপারে আল্লাহর) এ ওয়াদা কখনো মিথ্যা হবার নয়।

৬৬. এর পর (ওয়াদামতো যখন আমার আযাবের) নির্দেশ এলো (এবং তা তাদের ভীষণভাবে পাকড়াও করলো), তখন আমি সালেহকে এবং তার সাথে আরো যারা ঈমান এনেছিলো তাদের সবাইকে আমার রহমত দিয়ে সে দিনের অপমান (-কর আযাব) থেকে বাঁচিয়ে দিলাম; অবশ্যই (হে নবী,) তোমার মালিক শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

৬৭. অতঃপর যারা (আল্লাহর দ্বীনের সাথে) যুলুম করেছে, এক মহানাদ (তাদের ওপর মরণ) আঘাত করলো, ফলে তারা তাদের ঘরসমুহে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো,

৬৮. (অবস্থা দেখে মনে হলো) যেন তারা কোনোদিন সেখানে বসবাসই করেনি। শুনে রাখো, সামুদ জাতি তাদের মালিককে অস্বীকার করেছিলো; আরো জেনে রেখো, (নির্মম) এক ধ্বংসই ছিলো সামুদ জাতির জন্যে (নির্দিষ্ট পরিণাম)!

৬৯. (একদিন) আমার পাঠানো ফেরেশতারা (বিশেষ একটি) সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো, তারা (তার কাছে এসে) বললো, (তোমার ওপর) শান্তি (বর্ষিত হোক); সেও (জবাবে) বললো, (তোমাদের ওপরও) শান্তি (বর্ষিত হোক), অতঃপর সে (তাড়াহুড়ো করে এদের মেহমানদারীর জন্যে) একটি ভুনা গো-বৎস নিয়ে এলো।

৭০. (কিন্তু) সে যখন দেখলো, তারা তার (খাবারের) দিকে হাত বাড়াচ্ছে না, তখন তাদের (এ বিষয়টি) তার (কাছে) খারাপ লাগলো এবং তাদের সম্পর্কে তার মনে একটা (প্রচ্ছন্ন) ভয়ের সৃষ্টি হলো; তারা (ইবরাহীমকে) বললো, (আমাদের ব্যাপারে) তুমি কোনো রকম ভয় করো না, আমরা প্রেরিত হয়েছি লুতের জাতির প্রতি;

৭১. তার স্ত্রী (সেখানে) দাঁড়িয়ে ছিলো, (এদের কথাবার্তা শুনে) সে হাসলো, অতঃপর আমি তাকে (তার ছেলে) ইসহাক ও তার পরবর্তী (পৌত্র) ইয়াকুবের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম।

৭২. সে (এটা শুনে) বললো, কি আশ্চর্য! আমি সন্তান জন্ম দেবো, আমি তো (এখন) বৃদ্ধা (হয়ে গেছি,) আর এই (যে) আমার স্বামী, (সেও তো) বৃদ্ধ হয়ে গেছে; (এমন কিছু হলে) এটা (আসলেই হবে) একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

৭৩. তারা বললো, তুমি কি আল্লাহর কোনো কাজে বিস্ময়বোধ করছো, (নবীর) পরিবার-পরিজন (হিসেবে) তোমাদের ওপর আল্লাহর (বিশেষ) রহমত ও তাঁর অনুগ্রহ রয়েছে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রচুর প্রশংসা ও বিপুল সম্মানের মালিক।

৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীমের (মন থেকে) ভীতি দুরীভূত হয়ে গেলো এবং (ইতিমধ্যে) তার কাছে (সন্তানের ব্যাপারেও) সুসংবাদ পৌঁছে গেলো, তখন সে লুতের সম্প্রদায়ের (কাছে আযাব না পাঠানোর) ব্যাপারে আমার সাথে যুক্তি তর্ক করলো;

৭৫. (আসলে স্বভাবের দিক থেকে) ইবরাহীম ছিলো (ভীষণ) সহনশীল, কোমল হৃদয় ও আল্লাহর প্রতি নিবেদিত।

৭৬. (আমি তাকে বললাম,) হে ইবরাহীম, এ (যুক্তিতর্ক) থেকে তুমি বিরত হও, (এদের ব্যাপারে) তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত এসে গেছে, (এখন) এদের ওপর এমন এক ভয়ানক শাস্তি আসবে, যেটা (কারো পক্ষেই) রোধ করা সম্ভব হবে না।

৭৭. যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লুতের কাছে এলো, সে (এদের অকস্মাৎ আগমনে কিছুটা) বিষণ্ন হলো, তাদের কারণে তার মনও (কিছুটা) খারাপ হয়ে গেলো এবং সে (নিজে নিজে) বললো, আজকের দিন (দেখছি) সত্যিই বড়ো (কঠিন) বিপদের (দিন)।

৭৮. (এই অপরিচিত লোকদের দেখে) তার জাতির লোকেরা তার কাছে দৌড়ে আসতে লাগলো; আর তারা তো আগে থেকেই কুকর্মে লিপ্ত ছিলো; (তাদের কুমতলব বুঝতে পেরে) সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, এরা হচ্ছে আমার (জাতির) মেয়ে, (বিয়ে ও দৈহিক সম্পর্কের জন্যে) এরাই হচ্ছে তোমাদের জন্যে বেশী পবিত্র, সুতরাং (তোমরা) আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার (এ) মেহমানদের মধ্যে আমাকে তোমরা অপমানিত করো না; তোমাদের মধ্যে (এ কথাগুলো শোনার মতো) একজন ভালো মানুষও কি (অবশিষ্ট) নেই?

৭৯. তারা বললো, তুমি ভালো করেই (একথাটা) জানো, তোমার (জাতির) মেয়েদের আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই, তুমি জানো, আমরা সত্যিকার অর্থে কি চাই!

৮০. সে (এদের অশালীন কথাবার্তা শুনে) বললো, (কতো ভালো হতো) যদি আজ তোমাদের ওপর আমার কোনো ক্ষমতা চলতো, কিংবা যদি (তোমাদের মোকাবেলায়) আমি কোনো একটি শক্তিশালী সম্ভের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম!

৮১. (অবস্থা দেখে) তারা বললো, হে লূত (তুমি ভেবো না), আমরা তো হচ্ছি তোমার মালিকের (পাঠানো) ফেরেশতা, (আমাদের কথা দূরে থাক) এরা তো তোমার কাছেও পৌঁছতে পারবে না, তুমি (বরং এক কাজ করো,) রাতের কোনো এক প্রহরে তোমার পরিবার-পরিজনসহ (ঘর থেকে) বেরিয়ে পড়ো, তবে তোমাদের কোনো ব্যক্তিই যেন (যাবার সময়) পেছনে ফিরে না তাকায়, কিন্তু তোমার স্ত্রী ব্যতীত; (কেননা) যা কিছু (আযাবের তান্ডব) তাদের (ওপর) ঘটবে, তা তার (ওপর)-ও ঘটবে; তাদের (ওপর আযাব আসার) ক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে সকাল বেলা; সকাল হতে আর কতোই বা দেরী!

৮২. অতঃপর যখন (সত্যিই) আমার (আযাবের নির্ধারিত) হুকুম এলো, তখন আমি সেই জনপদগুলো উল্টিয়ে দিলাম এবং তার ওপর ক্রমাগত পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম,

৮৩. যা (অপরাধী ব্যক্তিদের নাম-ধামসহ) তোমার মালিকের কাছে চিহ্নিত ছিলো, আর (গযবের) এ স্থান তো এ যালেমদের কাছ থেকে দুরেও নয়!

৮৪. মাদইয়ান (বাসী)এর কাছে (ছিলো) তাদেরই (এক) ভাই শোয়ায়ব; সে (তাদের) বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; (আর সে মাবুদেরই নির্দেশ হচ্ছে,) তোমরা মাপ ও ওযন কখনো কম করো না, আমি তো তোমাদের (অর্থনৈতিকভাবে খুব) ভালো অবস্থায়ই দেখতে পাচ্ছি, (এ সত্ত্বেও এমনটি করলে) আমি কিন্তু তোমাদের জন্যে এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশংকা করছি।

৮৫. হে আমার জাতি, তোমরা মাপ ও ওযনের কাজ ইনসাফের সাথে আঞ্জাম দেবে, লোকদের তাদের জিনিসপত্রে (কম দিয়ে তাদের) ক্ষতি করো না, আর যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না।

৮৬. যদি তোমরা সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে (জেনে রেখো,) আল্লাহ্ তায়ালা প্রদত্ত যে সম্পদ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট থাকবে, তাই তোমাদের জন্যে উত্তম (আমার কাজ শুধু তোমাদের বলা) আমি তো তোমাদের ওপর পাহারাদার নই।

৮৭. তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমরা আমাদের দেবতাদের এবাদাত ছেড়ে দেবো (বিশেষ করে এমন সব দেবতাদের) যাদের এবাদাত আমাদের পিতৃপুরুষরা করতো, (তোমার নামায কি তোমাকে এ আদেশ দেয় যে,) আমরা আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা করতে চাই তা (আর) করতে পারবো না? (আমরা জানি) নিশ্চয়ই তুমি একজন ধৈর্যশীল নেককার মানুষ!

৮৮. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি কখনো (একথা) ভেবে দেখেছো, যদি আমি আমার মালিকের পাঠানো একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, অতঃপর তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে উত্তম রেযেকের ব্যবস্থা করেন; (তাহলে কি আমি তোমাদের তাঁর পথে ডাকবো না?) আমি (কখনো) এটা এরাদা করি না, যে (কথা) থেকে আমি তোমাদের বারণ করি, নিজে (তার বিরুদ্ধে চলে) তোমাদের বিরোধিতা করবো; (আসলে) আমি তো এর বাইরে আর কিছুই চাই না যে, যদ্দুর আমার পক্ষে সম্ভব আমি তোমাদের সংশোধন করে যাবো; আমার পক্ষে যতোটুকু কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব তা তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার (সাহায্য) দ্বারাই (সম্ভব); আমি তো সম্পূর্ণত তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং (সব ব্যাপারে) আমি তাঁরই দিকে ধাবিত হই।

৮৯. হে আমার জাতি, আমার বিরুদ্ধে (তোমাদের) জেদ (এবং শত্রুতা) যেন তোমাদের জন্যে এমন এক (আযাবজনিত) বিষয়ের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় যে, তোমাদের ওপরও সে ধরনের কিছু আপতিত হবে, যেমনটি নুহ কিংবা হূদ অথবা সালেহের জাতির ওপর আপতিত হয়েছিলো; আর লুতের সম্প্রদায়ের (পাথর বর্ষণের সে) স্থানটি তো তোমাদের থেকে খুব বেশী দুরেও নয়।

৯০. তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে (নিজেদের গুনাহের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর (তাওবা করে) তাঁর দিকেই ফিরে এসো; অবশ্যই আমার মালিক পরম দয়ালু ও স্নেহময়।

৯১. তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তুমি যা (ভালো ভালো কথাবার্তা) বলো তার অধিকাংশ কথাই আমাদের (ঠিকমতো) বুঝে আসে না (আসল কথা হচ্ছে), আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমাদের মাঝে খুবই দুর্বল, (আমাদের মাঝে) তোমার (আপন) গোত্রের লোকজন না থাকলে আমরা (অবশ্যই) তোমাকে পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা) করতাম, (তা ছাড়া) তুমি তো আমাদের ওপর খুব শক্তিশালীও নও (যে, অতঃপর আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারবে)।

৯২. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমাদের কাছে আমার গোত্রীয় ভাই-বন্ধু কি আল্লাহ তায়ালার চাইতে বেশী প্রভাবশালী (যে, তোমরা ওদের দোহাই দিচ্ছো)? আল্লাহ তায়ালাকে কি তোমরা তোমাদের পেছনে ফেলে রাখলে? (জেনে রেখো,) তোমরা (এখন) যা কিছু করছো, আমার মালিকের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা তা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।

৯৩. হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের জায়গায় যা কিছু করতে চাও করে যাও; আমিও (আমার জায়গায় যা করার) করে যাবো; অচিরেই তোমরা (একথা) জানতে পারবে, কার ওপর এমন আযাব আসবে যা তাকে

অপমানিত করে ছাড়বে, আর কে মিথ্যাবাদী (তাও তখন জানা যাবে); অতএব তোমরা (সেদিনের) প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করবো।

৯৪. পরিশেষে যখন আমার (আযাবের) সিদ্ধান্ত এলো, তখন আমি শোয়ায়বকে এবং তার সাথে যে কয়জন (মানুষ) ঈমান এনেছিলো তাদের সবাইকে আমার নিজস্ব রহমত দ্বারা (প্রলয়ংকরী আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম, অতঃপর যারা (আল্লাহর সাথে) যুলুম করেছে, সেদিন তাদের ওপর মহানাদ আঘাত হানলো, ফলে মুহূর্তের মাঝেই তারা নিজেদের ঘরসমুহেই (এদিকে সেদিকে) উপুড় হয়ে পড়ে রইলো,

৯৫. (অবস্থা এমন হলো) যেন সে জনপদে কখনো তারা কোনো প্রাচুর্যই অর্জন করেনি, শুনে রাখো, এ ধ্বংসই ছিলো মাদইয়ান (বাসী)-এর চুড়ান্ত পরিণাম, (ঠিক) যেমন (ধ্বংসকর) পরিণাম হয়েছিলো (তার পুর্ববর্তী সম্প্রদায়) সামুদের!

৯৬. আমি মুসাকে তার জাতির কাছে আমার নিদর্শনসমুহ ও (নবুওতের) সুস্পষ্ট দলীলসহ পাঠিয়েছিলাম,

৯৭. (তাকে আমি পাঠিয়েছিলাম) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে, (কিন্তু) তারা (সর্বদা) ফেরাউনের কথাই মেনে চলতো, (অথচ) ফেরাউনের কোনো কাজ (ও কথাই তো) সঠিক ছিলো না।

৯৮. কেয়ামতের দিন সে তার (দন্ডপ্রাপ্ত) জাতির আগে আগে থাকবে, অতঃপর সে তাদের (জাহান্নামের) আগুন পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবে; কতো নিকৃষ্ট সে জায়গা, যেখানে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবে!

৯৯. এ দুনিয়াতে আল্লাহর অভিশাপ তাদের পেছনে ধাবিত করা হলো, আবার কেয়ামতের দিনও (তারা কঠিন আযাবে নিমজ্জিত হবে); কতো নিকৃষ্ট (এ) পুরস্কার, যা (তাদের) সেদিন দেয়া হবে।

১০০. (হে নবী,) এ হচ্ছে (ধ্বংসপ্রাপ্ত) কতিপয় জনপদের কাহিনী, যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এদের (ধ্বংসাবশেষের) কিছু তো (এখানে সেখানে এখনো) বিদ্যমান আছে, আবার (তার অনেক কিছু কালের গর্ভে) বিলীনও (হয়ে গেছে)।

১০১. (এ আযাব পাঠিয়ে) আমি (কিন্তু) তাদের ওপর যুলুম করিনি, যুলুম তো বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে, যখন (সত্যি সত্যিই) তোমার মালিকের আযাব তাদের ওপর নাযিল হয়েছে, তখন তাদের সে সব দেবতা তাদের কোনো কাজেই আসেনি, যাদের তারা আল্লাহর বদলে ডাকতো, বরং তারা তাদের ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করতে পারেনি।

১০২. (হে নবী,) তোমার মালিক যখন কোনো জনপদকে তাদের অধিবাসীদের যুলুমের কারণে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনিই হয়; আল্লাহ তায়ালার পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর (অত্যন্ত ভয়ংকর)।

১০৩. এ (কাহিনীগুলো)-র মাঝে তার জন্যে (সত্য জানার প্রচুর) নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে, যে ব্যক্তি পরকালের আযাবকে ভয় করে, সেদিন হবে সমস্ত মানুষদের একত্রিত করার দিন, (উপরন্তু) সেটা সবাইকে উপস্থিত করার দিনও বটে।

১০৪. আমি সে (দিন)-টি একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মুলতবি করে রেখে দিয়েছি;

১০৫. সেদিন যখন (আসবে তখন) কেউ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কথা বলবে না, অতঃপর (মানুষরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে,) তাদের মধ্যে কিছু থাকবে হতভাগ্য আর কিছু (থাকবে) ভাগ্যবান।

১০৬. অতঃপর যারা হবে হতভাগ্য পাপী, তারা থাকবে (জাহান্নামের) আগুনে, সেখানে তাদের জন্যে থাকবে (আযাবের ভয়াবহ) চীৎকার ও (যন্তণার ভয়াল) আর্তনাদ,

১০৭. তারা সেখানে থাকবে চিরকাল যতোক্ষণ পর্যন্ত আসমানসমুহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে হ্যাঁ, তাদের কথা আলাদা যাদের ব্যাপারে তোমার মালিক ভিন্ন কিছু চান; তোমার মালিক যখন যা চান তার বাস্তবায়নে তিনি একক ক্ষমতাবান।

১০৮. (অপরদিকে সেদিন) যাদের ভাগ্যবান বানানো হবে তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত আসমানসমুহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে তার কথা আলাদা যা তোমার মালিক ইচ্ছা করেন; আর এ (জান্নাত) হবে এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার, যা কোনোদিনই শেষ হবে না।

১০৯. সুতরাং (হে নবী), যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এসব কিছুর গোলামী করে, তাদের (শাস্তির) ব্যাপারে তুমি কখনো সন্দিগ্ধ হয়ো না; (আসলে) ওদের পিতৃপুরুষরা আগে যাদের বন্দেগী করতো, এরাও তাদেরই বন্দেগী করে; আমি এদের (এ জঘন্য অপরাধের) পাওনা পুরোপুরিই আদায় করে দেবো, বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না।

১১০. (হে নবী,) আমি মুসাকেও কেতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর (বনী ইসরাঈলের তরফ থেকে) তাতেও নানা রকম মতবিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিলো; (আসলে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে এ (বিদ্রোহী)-দের ব্যাপারে যদি আগে থেকেই এ কথার ঘোষণা না করে রাখা হতো (যে, এদের বিচার পরকালেই হবে), তাহলে কবেই এদের ব্যাপারে (দুনিয়ায় গযবের) সিদ্ধান্ত এসে যেতো; (অবশ্যই) এরা এ (গ্রন্থের) ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত আছে।

১১১. আর তখন তোমার মালিক এদের (সবাইকে) নিজেদের কর্মফলের পুরোপুরি বিনিময় আদায় করে দেবেন; কেননা, এরা যা কিছু করছে তিনি তার সব কিছুই জানেন।

১১২. অতএব (হে নবী), তোমাকে যেমনি করে (সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার) আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি তাতেই দৃঢ় থাকো, তোমার সাথে আরো যারা (কুফরী থেকে) ফিরে এসেছে তারাও (যেন ঈমানের ওপর দৃঢ় থাকে), তোমরা কখনো সীমালংঘন করো না; এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার সব কিছু দেখছেন।

১১৩. (হে মুসলমানরা,) তোমরা কখনো তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না যারা (ন্যায়ের) সীমালংঘন করেছে, (তেমনটি করলে অবশ্যই) অতঃপর জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে, (আর তেমন অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, এবং (সে সময়) তোমাদের কোনো রকম সাহায্যও করা হবে না।

১১৪. (হে নবী,) নামায প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুপ্রান্তভাগে ও রাতের একভাগে; অবশ্যই (মানুষের) ভালো কাজসমুহ (তাদের) মন্দ কাজসমুহ মিটিয়ে দেয়; এটা হচ্ছে (এক ধরনের) উপদেশ তাদের জন্যে, যারা (আল্লাহর) স্মরণ করে।

১১৫. তুমি ধৈর্য ধারণ করো, অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নেককারদের পাওনা কখনো বিনষ্ট করেন না।

১১৬. তারপর এমনটি কেন হয়নি যে, যেসব উম্মতের লোকেরা তোমাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, (তাদের মধ্যে) অবশিষ্ট (যারা) রয়ে গেছে, তারা (মানুষকে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করতো, এদের সংখ্যা ছিলো নিতান্ত কম, আমি যাদের আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, আর যালেমরা তো যে (বৈষয়িক) প্রাচুর্য ছিলো তার পেছনেই পড়ে থেকেছে, তারা ছিলো (আসলেই) অপরাধী।

১১৭. এটা কখনো তোমার মালিকের কাজ নয় যে, কোনো জনপদকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, (বিশেষ করে) যখন সে জনপদের অধিবাসীরা সংশোধনে নিয়োজিত থাকে।

১১৮. (হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে দুনিয়ার সব মানুষকে তিনি একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চাননি), এ কারণে তারা হামেশাই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে,

১১৯. তবে তোমার মালিক যার ওপর দয়া করেন তার কথা আলাদা; তাদের তো এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন (যে, তারা সত্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আর তা যখন লংঘিত হবে তখন) তাদের ব্যাপারে তোমার মালিকের ওয়াদাই সত্য হবে, (আর সে ওয়াদা হচ্ছে); অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দিয়ে পুর্ণ করবো।

১২০. (হে নবী,) আগের নবীদের কাহিনীগুলো আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি এর দ্বারা তোমার মনকে দৃঢ়তা দান করবো, এই সত্যের মাঝে যে শিক্ষা তা এখন তোমার কাছে এসে গেছে; (তা ছাড়া) ঈমানদারদের জন্যে কিছু শিক্ষণীয় উপদেশ ও সাবধানবাণী (এখানে দেয়া রয়েছে)।

১২১. (এতো কিছু সত্ত্বেও) যারা ঈমান আনে না, তাদের বলো, তোমরা তোমাদের জায়গায় যা (কুফরী কাজ) করার করে যাও, আর আমরাও আমাদের কাজ করে যাবো,

১২২. তোমরা (তোমাদের জাহান্নামের) অপেক্ষা করো, আমরাও (আমাদের জান্নাতের) অপেক্ষা করছি।

১২৩. আসমানসমুহ ও যমীনের যাবতীয় গায়ব বিষয় আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নিবেদিত) এবং এর সব কয়টি বিষয় তাঁর দিকেই ধাবিত হবে, অতএব (হে নবী), তুমি তাঁরই এবাদাত করো এবং (বিপদে-আপদে) একান্তভাবে তাঁর ওপরই ভরসা করো; (হে মানুষ,) তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে তোমার মালিক কিন্তু মোটেই বে-খবর নন।

সুরা ইউসুফ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১১১, রুকু ১২

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. আলিফ-লা'ম-রা-| এগুলো (হচ্ছে একটি) সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত|

২. নিঃসন্দেহে আমি একে আরবী কোরআন (হিসেবে) নাযিল করেছি, যেন তোমরা (তা) অনুধাবন করতে পারো|

৩. (হে নবী,) আমি তোমাকে এ কোরআনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি, যা আমি তোমার কাছে ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি, অথচ তার আগ পর্যন্ত তুমি (এ কাহিনী সম্পর্কে) ছিলে সম্পূর্ণ বেখবর লোকদেরই একজন|

৪. (এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা,) যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি এগারোটি তারা, চাঁদ ও সুরুজ, আমি (এদের) আমার প্রতি সাজদাবনত অবস্থায় দেখেছি|

৫. (এ কথা শুনে তার পিতা বললো,) হে আমার স্নেহের পুত্র, তুমি তোমার (এ) স্বপ্নের কথা (কিন্তু) তোমার ভাইদের কাছে বলে দিয়ো না, তারা তোমার বিরুদ্ধে অতঃপর ষড়যন্ত আঁটতে শুরু করবে; (কেননা) শয়তান অবশ্যই মানুষের খোলাখুলি দুশমন,

৬. এমনি করেই তোমার মালিক তোমাকে (নবুওতের জন্যে) মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা (-সহ অন্যান্য জ্ঞান) শিক্ষা দেবেন এবং তাঁর নেয়ামত তোমার ওপর ও ইয়াকুবের সন্তানদের ওপর তেমনিভাবেই পুর্ণ করে দেবেন, যেমনিভাবে এর আগেও তিনি তোমার পুর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের ওপর তা পুর্ণ করে দিয়েছিলেন; নিশ্চয়ই তোমার মালিক সর্বজ্ঞ ও প্রবল প্রজ্ঞাময়|

৭. অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাইদের (এ কাহিনীর) মাঝে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাদের জন্যে প্রচুর নির্দশন রয়েছে|

৮. (এ কাহিনীটি শুরু হয়েছিলো ইউসুফের ভাইদের দিয়ে,) যখন তারা (একজন আরেকজনকে) বললো, আমাদের পিতার কাছে নিসন্দেহে ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের চাইতে বেশী প্রিয়, যদিও আমরাই হচ্ছি ভারী দল; আসলেই আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন,

৯. (তাই শয়তান তাদের পরামর্শ দিলো,) ইউসুফকে মেরে ফেলো অথবা তাকে কোনো এক (অজানা) জায়গায় (নির্বাসনে) দিয়ে এসো, (এরপর দেখবে) তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে, অতঃপর তোমরা (আবার) সবাই ভালো মানুষ হয়ে যেয়ো|

১০. (এ সময়) তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, না, ইউসুফকে তোমরা হত্যা করো না, তোমরা যদি সত্যি সত্যিই কিছু একটা করতে চাও তাহলে তাকে হয় তো কোনো গভীর কূপে ফেলে দিয়ে এসো, (আসা যাওয়ার পথে) কোনো যাত্রীদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

১১. (সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবাই পিতার কাছে এলো এবং) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, এ কি হলো তোমার, তুমি কি ইউসুফের ব্যাপারে (আমাদের ওপর) ভরসা করতে পারছো না, অথচ আমরা নিসন্দেহে সবাই তার শুভাকাংখী!

১২. আগামীকাল তাকে তুমি আমাদের সাথে (জংগলে) যেতে দাও, সে (আমাদের সাথে) ফলমুল খাবে ও খেলাধুলা করবে, আমরা নিশ্চয়ই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।

১৩. সে বললো, এটা অবশ্যই আমাকে কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, (তদুপরি) আমি ভয় করছি (এমন তো হবে না যে), বাঘ তাকে এসে খেয়ে ফেলবে, অথচ তোমরা তার ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়বে!

১৪. তারা বললো, আমরা একটি ভারী দল (-বদ্ধ শক্তি) হওয়া সত্তেও যদি তাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমরা সত্যিই (অথর্ব ও) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো!

১৫. অতঃপর (অনেক বলে কয়ে) যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং তারা তাকে এক অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সবাই সিদ্ধান্ত নিলো (এবং তারা তাকে কূপে নিক্ষেপ করেও ফেললো), তখন আমি তাকে ওহী পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম, (একদিন এমন আসবে যেদিন) তুমি অবশ্যই এসব কথা এদের (সবাইকে) বলে দেবে, এরা তো জানেই না (এ ঘটনা কার জন্যে কি পরিণাম বয়ে আনবে)।

১৬. (ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে) রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এলো;

১৭. (অনুযোগের স্বরে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আমরা (গিয়েছিলাম জংগলে, সেখানে আমরা দৌড়ের) প্রতিযোগিতা দিচ্ছিলাম, আমরা ইউসুফকে আমাদের মাল সামানার পাশে ছেড়ে গিয়েছিলাম, অতঃপর একটা নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে, কিন্তু তুমি তো আমাদের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, যতো সত্যবাদীই আমরা হই না কেন!

১৮. তারা তার জামার ওপর মিথ্যা রক্ত (মেখে) নিয়ে এসেছিলো; (তাদের কথা শুনে) সে বললো, 'হ্যাঁ, তোমরা বরং (এটা বলো,) একটা কথা তোমরা মনে মনে ঠিক করে এনেছো (এবং ধরে নিয়েছো তা আমি বিশ্বাস করবো); অতঃপর (এ অবস্থায়) পুর্ণ ধৈর্য ধারণই (আমার জন্যে ভালো;) তোমরা যে মনগড়া কথা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই (হচ্ছেন আমার) একমাত্র সাহায্যস্থল।

১৯. অতঃপর (ঘটনা এমন হলো,) একটি (বাণিজ্যিক) কাফেলা (সেখানে) এলো, তারপর তারা একজন পানি সংগ্রাহককে (কুয়ার কাছে) পাঠালো, সে যখন তার বালতি (কুয়ায়) নিক্ষেপ করলো, অতঃপর সে (যখন) বালতি টান দিলো (তখন দেখলো, একটি বালক তাতে বসা); সে তখন (চীৎকার দিয়ে) বললো, ওহে (তোমরা শোনো) সুখবর, এ তো (দেখছি) এক কিশোর বালক; (কাফেলার লোকেরা বাণিজ্যিক পণ্য মনে করে) একে লুকিয়ে নিলো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন যা কিছু এরা তখন করছিলো।

২০. তারা তাকে স্বল্প মুল্যে নির্দিষ্ট কয়েক দেরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলো, (বিনা পুঁজির পণ্য বিধায়) এ ব্যাপারে তারা বেশী প্রত্যাশীও ছিলোনা।

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিলো সে (তাকে নিজ ঘরে এনে) তার স্ত্রীকে বললো, সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা করো, সম্ভবত (বড়ো হয়ে) সে (কোনোদিন) আমাদের উপকারে আসবে, অথবা (ইচ্ছা করলে) তাকে আমরা নিজেদের ছেলেও বানিয়ে নিতে পারি; এভাবেই (একদিন) আমি (মিসরের) যমীনে ইউসুফকে (সম্মানজনক) প্রতিষ্ঠা দান করলাম, যাতে করে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা (-সহ অন্যান্য বিষয়-আশয়) সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি; আল্লাহ তায়ালা (সব সময়ই) স্বীয় এরাদা বাস্তবায়নে ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ মানুষ (এ কথাটা) জানে না।

২২. অতঃপর সে যখন পুর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে নানারকম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম; আর আমি এভাবেই নেককার লোকদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

২৩. (একদিন এমন হলো,) সে যে মহিলার ঘরে থাকতো সে তাকে তার প্রতি (অসৎ উদ্দেশে) আকৃষ্ট করতে চাইলো এবং (এ উদ্দেশ চরিতার্থ করার জন্যে) সে তার ঘরের দরজাসমুহ বন্ধ করে দিয়ে (তাকে) বললো, এসো (আমার কাছে, এ অশ্লীল প্রস্তাব শুনে) সে বললো, আমি (এ থেকে বাঁচার জন্যে) আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, তিনিই আমার মালিক, তিনিই আমার উৎকৃষ্ট আশ্রয়, (যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আশ্রয় দিয়ে এখানে থাকতে দিয়েছেন তার সাথে এ যুলুম আমি করবো কিভাবে); তিনি (অকৃতজ্ঞ) যালেমদের কখনো সাফল্য দেন না।

২৪. সে মহিলা তার প্রতি (অসৎ কাজের) এরাদা করে ফেলেছিলো এবং সেও তার প্রতি (একই উদ্দেশে) এরাদা (প্রায়) করেই ফেলেছিলো, যদি না সে (বিশেষ রহমত হিসেবে) তার মালিকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করতো, এভাবেই (আমি ইউসুফকে নৈতিকতার উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত রাখলাম) যেন আমি তার থেকে অন্যায় ও অশ্লীলতাপুর্ণ কাজ দুরে সরিয়ে রাখতে পারি; অবশ্যই সে ছিলো আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের একজন।

২৫. অতঃপর তারা উভয়েই (সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশে) দরজার দিকে দৌড়ে গেলো, মহিলা (তাকে ধরতে গিয়ে) পেছন দিক থেকে তার জামা (টেনে) ছিঁড়ে ফেললো, এমতাবস্থায় তারা (উভয়েই) তার স্বামীকে দরজার পাশে (দেখতে) পেলো, তখন মহিলাটি (স্বীয় অভিসন্ধি গোপন করার জন্যে ইউসুফকে অভিযুক্ত করে) বললো, কি শাস্তি হওয়া উচিত সে ব্যক্তির, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল কাজের ইচ্ছা পোষণ করে? এ ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে যে তাকে হয় জেলে পাঠাতে হবে নতুবা অন্য কোনো কঠিন শাস্তি হবে।

২৬. সে বললো, সে (মহিলা)-ই আমাকে অশ্লীল কাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলো, (এ সময়) সে মহিলার আপনজনদের মধ্য থেকে একজন এসে সাক্ষী হিসেবে (নিজের সাক্ষ্য পেশ করে) বললো (ইউসুফের জামা তদনত্ম করে দেখা যাক), যদি তার জামার সম্মুখভাগ ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে (বুঝতে হবে, অভিযোগের ব্যাপারে) সে মহিলা সত্য বলেছে এবং সে (ইউসুফ) মিথ্যাবাদীদের একজন।

২৭. আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে (বুঝতে হবে), সে (নারী) মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে-ই সত্যবাদীদের একজন।

২৮. অতঃপর (এ মুলনীতির ভিত্তিতে) সে (গৃহস্বামী) যখন দেখলো, তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (আসল ঘটনা বুঝতে পেরে নিজের সস্ত্রীকে) বললো, কোনো সন্দেহ নেই, এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনা, আর সত্যিই তোমাদের (মতো নারীদের) ছলনা বড়ো জঘন্য!

২৯. হে ইউসুফ, তুমি (এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা) ছেড়ে দাও এবং (হে নারী,) তুমি তোমার অপরাধের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, কেননা তুমিই হচ্ছো (আসল) অপরাধী|

৩০. (বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেলে) শহরের নারীরা (নিজেদের মধ্যে) বলতে লাগলো, আযীযের স্ত্রী তার (যুবক) গোলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, তাকে (তার গোলামের) প্রেম উন্মত্ত করে দিয়েছে, আমরা সত্যিই দেখতে পাচ্ছি সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে|

৩১. সে (মহিলা) যখন ওদের (কানাকানি ও) ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো, তখন সে ওদের (সবাইকে নিজের ঘরে) ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্যে একটি মাহফিলের আয়োজন করলো, (রীতি অনুযায়ী) প্রত্যেক মহিলাকে (খাবার গ্রহণের জন্যে) এক একটি ছুরি দিলো, অতঃপর (যখন তারা খাবার গ্রহণ করার জন্যে ছুরির ব্যবহার শুরু করলো তখন) সে (ইউসুফকে) বললো, (এবার) তুমি এদের সামনে বেরিয়ে এসো, যখন মহিলারা তাকে দেখলো তখন তারা তার (রূপ যৌবনের) মাহাত্মে অভিভূত হয়ে গেলো (এবং নিজেদের অজান্তেই ছুরি দিয়ে খাবার গ্রহণের পরিবর্তে) নিজেদের হাত কেটে ফেললো, তারা বললো, কি অদ্ভুত (সৃষ্টি!) এ তো কেনো মানুষ নয়; এ তো হচ্ছে এক সম্মানিত ফেরেশতা!

৩২. (এবার বিজয়িনীর ভংগিতে) সে (মহিলা) বললো, (তোমরা দেখলে; তো?) এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভতর্ৎসনা তিরস্কার করছিলে, (এটা ঠিক) আমি তার কাছ থেকে অসৎ কিছু কামনা করেছিলাম, অতঃপর সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে; (কিন্তু) আমি তাকে যা করতে আদেশ করি সে যদি তা না করে তাহলে অবশ্যই সে কারাগারে নিক্ষপ্তি হবে এবং অপমানিত হবে|

৩৩. (মহিলার দম্ভোক্তি শুনে) সে দোয়া করলো, হে আমার মালিক, এরা আমাকে যে (পাপের) দিকে আহ্বান করছে তার চাইতে কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়, যদি তুমি আমাকে এদের ছলনা থেকে রক্ষা না করো তাহলে হয়তো আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবো এবং এভাবে আমিও জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো!

৩৪. অতঃপর তার মালিক তার ডাকে সাড়া দিলেন, তার কাছ থেকে তিনি মহিলাদের চক্রান্ত সরিয়ে নিলেন, নিশ্চয়ই তিনি (মানুষের সব ডাক) শোনেন এবং (তাদের ষড়যন্ত সম্পর্কেও) তিনি সম্যক অবগত|

৩৫. (আযীযসহ অন্যান্য) লোকদের কাছে অতঃপর এটাই (তখনকার মতো) সঠিক (সিদ্ধান্ত) মনে হলো যে, তাকে কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (হলেও) কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে, অথচ তারা ইতিমধ্যে (তার সচ্চরিত্রতার) যাবতীয় নিদর্শন (ভালো করেই) দেখে নিয়েছে|

৩৬. (ঘটনাক্রমে সে সময়) তার সাথে আরো দু'জন যুবকও (একই) কারাগারে প্রবেশ করলো, (একদিন) ওদের একজন (ইউসুফকে) বললো, অবশ্যই আমি (স্বপ্নে) দেখেছি, আমি আংগুর নিংড়ে (তার) রস বের করছি, অপর জন বললো, আমি দেখেছি আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং (কিছু) পাখী তা (খুঁটে খুঁটে) খাচ্ছে (উভয়ই ইউসুফকে বললো); তুমি আমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দাও, আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি (আসলেই) ভালো মানুষদের একজন|

৩৭. সে বললো (তোমরা নিশ্চিত থাকো), এ বেলা তোমাদের যে খাবার দেয়া হবে তা তোমাদের কাছে আসার পুর্বেই আমি তোমাদের উভয়কে এর ব্যাখ্যা বলে দেবো (তবে জেনে রেখো); এ (যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা তা) হচ্ছে সে জ্ঞানেরই অংশবিশেষ, যা আমার মালিক আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; (আমি প্রথম থেকেই) আসলে তাদের মিল্লাত বর্জন করেছি যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, (উপরন্তু) তারা আখেরাতেও বিশ্বাস করে না।

৩৮. আমি তো আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতেরই অনুসরণ করে আসছি; (ইবরাহীমের সন্তান ও তাঁর অনুসারী হিসেবে) এটা আমাদের শোভা পায় না যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবো; (তাওহীদের) এ (উত্তরাধিকার) হচ্ছে আমাদের ওপর এবং সমস্ত মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার এক (মহা) অনুগ্রহ, কিন্তু (আমাদের) অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

৩৯. হে আমার জেলের সাথীরা (তোমরাই বলো), মানুষের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন মালিক ভালো না এক আল্লাহ তায়ালা (ভালো), যিনি মহাপরাক্রমশালী;

৪০. তাকে ছেড়ে তোমরা যাদের এবাদাত করছো, তা তো কতিপয় নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, (অজ্ঞতাবশত) যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা রেখে দিয়েছো, অথচ আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে (তাদের সাথে) কোনো দলিল প্রমাণ নাযিল করেননি, (মুলত) আইন বিধান জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই; আর (এ বিধানের বলেই) তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো গোলামী করবে না; (কারণ) এটাই হচ্ছে সঠিক জীবনবিধান, কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এটা) জানে না।

৪১. হে আমার জেলের সাথীরা (এবার তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনো), তোমাদের একজন সম্পর্কে কথা হচ্ছে, সে তার মালিককে শরাব পান করাবে, আর অপরজন, যার মাথা থেকে পাখী (খুঁটে খুঁটে) রুটি খাচ্ছিলো, তার সম্পর্কে কথা এই যে, (অচিরেই) সে শুলবিদ্ধ হবে (এটা হচ্ছে সে বিষয়টির ব্যাখ্যা), যা তোমরা উভয়ে জানতে চাচ্ছো (ইতিমধ্যেই কিন্তু) তার ফয়সালা করা হয়ে গেছে!

৪২. তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে সে মনে করেছে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে, তাকে (উদ্দেশ করে) সে বললো, (তুমি যখন মুক্তি পাবে তখন) তোমার মালিকের কাছে আমার সম্পর্কে বলো যে, (আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারি), কিন্তু (সে মুক্তি পাওয়ার পর) শয়তান তাকে তার মালিকের কাছে (ইউসুফের প্রসংগে বলার কথা) ভুলিয়ে দিলো, ফলে কয়েক বছর সময় ধরে সে কারাগারেই পড়ে থাকলো।

৪৩. (ঘটনা এমন হলো, একদিন) বাদশাহ (তার পারিষদদের) বললো, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, সাতটি পাতলা গাভী সাতটি মোটা গাভীকে খেয়ে ফেলছে, (আরো দেখলাম) সাতটি সবুজ (ফসলের) শীষ আর শেষের সাতটি (দেখলাম) শুকনো, হে (আমার দরবার) প্রধানরা, তোমরা আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যদি তোমরা (কেউ এ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানো!

৪৪. তারা বললো (হে রাজন), এ তো হচ্ছে কতিপয় অর্থহীন স্বপ্ন, আমরা (এ ধরনের) অর্থহীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না।

৪৫. যে দু'জনের একজন (কারাগার থেকে) মুক্তি পেয়েছিলো, দীর্ঘ দিন পর তার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হলো, সে (দরবারী লোকদের কথাবার্তা শুনে) বললো, আমি এক্ষুণি তোমাদের এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দাও।

৪৬. (কারাগারে গিয়ে সে বললো,) হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী, তুমি আমাদের 'সাতটি মোটা গাভী সাতটি পাতলা গাভীকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শ্যামল ফসলের শীষ অপর সাতটি শুকনো শীষ'এ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা বলে দাও, যাতে করে এ ব্যাখ্যা নিয়ে আমি মানুষদের কাছে ফিরে যেতে পারি, হয়তো (এর ফলে) তারা (স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথে তোমার মর্যাদা সম্পর্কেও) জানতে পারবে।

৪৭. সে বললো (এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও সে সম্পর্কে তোমাদের করণীয় হচ্ছে), তোমরা ক্রমাগত সাত বছর ফসল ফলাতে থাকবে (এ সময় প্রচুর ফসল হবে), অতঃপর ফসল তোলার সময় আসলে তোমরা যে পরিমাণ ফসল তুলতে চাও তার মধ্য থেকে সামান্য অংশ তোমরা খাবারের জন্যে রাখবে, তা বাদ দিয়ে বাকি অংশ শীষ সমেত রেখে দেবে (এতে করে ফসল বিনষ্ট হবে না)।

৪৮. এরপর আসবে সাতটি কঠিন (খরার) বছর, যা এর আগের কয় বছরের (গোটা সঞ্চয়ই) খেয়ে ফেলবে, তা ছাড়া যা তোমরা আগেই এ কয় বছরের জন্যে জমা করে থাকবে, সামান্য পরিমাণ, যা তোমরা (বীজের জন্যে) রেখে দেবে।

৪৯. অতঃপর একটি বছর এমন আসবে, যখন মানুষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে, তাতে তারা (প্রচুর) আংগুরের রসও বের করবে।

৫০. (সে ব্যক্তি যখন বাদশাহকে স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা বললো, তখন) বাদশাহ (আগ্রহের সাথে) বললো, তাকে আমার সামনে নিয়ে এসো, যখন (শাহী) দূত তার কাছে (এ খবর নিয়ে কারাগারে) এলো, তখন সে বললো (আমি অনুকম্পায় মুক্তি চাই না, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আগে প্রমাণিত হোক), তুমি বরং তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, সে নারীদের (সঠিক) ঘটনাটা কি ছিলো? যারা (প্রকাশ্য মজলিসে) নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিলো, যদিও আমি জানি, আমার মালিক তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন (কিন্তু আমার মুক্তির আগেই আমার নির্দোষিতার ঘোষণা একান্ত প্রয়োজন)।

৫১. (এরপর) বাদশাহ সে নারীদের (দরবারে তলব করলো এবং তাদের) জিজ্ঞেস করলো, (ঠিক ঠিক আমাকে বলো তো, সেদিন) তোমাদের কী হয়েছিলো যেদিন তোমরা ইউসুফের কাছ থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে; তারা বললো, আশ্চর্য আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য! আমরা তো তার ওপর কোনো পাপ কিংবা এ ধরণের কোনো অভিযোগই দেখতে পাইনি; (একথা শুনে) আযীযের স্ত্রী বললো, এখন (যখন) সত্য প্রকাশিত হয়েই গেছে, (তখন আমাকেও বলতে হয়, আসলে) আমিই তার কাছে অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো সত্যবাদীদের একজন।

৫২. (শাহী তদন্তের খবর শুনে ইউসুফ বললো,) এটি (আমি) এ জন্যে (করতে বলেছিলাম), যেন সে (বাদশাহ) জেনে নিতে পারে, আমি (আযীযের) অবর্তমানে (তার আমানতের) কোনো খেয়ানত করিনি, কেননা আল্লাহ তায়ালা কখনো খেয়ানতকারীদের সঠিক পথ দেখান না।

পারা ১৩

৫৩. (তবে) আমি আমার ব্যক্তিসত্তাকেও নির্দোষ মনে করি না, কেননা (মানুষের) প্রবৃত্তি মন্দের সাথেই (ঝুঁকে থাকে বেশী), কিন্তু তার কথা আলাদা, যার প্রতি আমার মালিক দয়া করেন; অবশ্যই আমার মালিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৫৪. বাদশাহ বললো, তাকে আমার কাছে হাযির করো, আমি তাকে একান্তভাবে আমার নিজের করে রাখবো, (ইউসুফকে আনার পর) অতপর বাদশাহ তার সাথে কথা বললো, (কথা প্রসংগে) সে বললো, আজ সত্যিই তুমি আমাদের সবার কাছে একজন সম্মানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি (বলে প্রমাণিত) হলে!

৫৫. সে (বাদশাহকে) বললো, (যদি তুমি আমাকে বিশ্বস্তই মনে করো তাহলে) রাজ্যের এ (বিশৃংখলা খাদ্য)-ভান্ডারের ওপর আমাকে নিযুক্ত করো, আমি অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত রক্ষক ও (অর্থ পরিচালনায়) অভিজ্ঞ বটে।

৫৬. (তাকে রাষ্ট্রীয় ভান্ডারের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করার পর আল্লাহ তায়ালা বললেন) এবং এভাবেই আমি ইউসুফকে (মিসরের) ভূখন্ডে ক্ষমতা দান করলাম, সে দেশের যথা ইচ্ছা বসবাস করতে পারবে, আর আমি যাকে চাই তার কাছেই আমার রহমত পৌঁছে দিই, আমি কখনো নেককার লোকদের পাওনা বিনষ্ট করি না।

৫৭. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং তাঁকে ভয় করে, তাদের জন্যে তো আখেরাতের পাওনা রয়েছে, যা অনেক উত্তম।

৫৮. ইউসুফের ভাইয়েরা (পরিবারের রসদ কেনার জন্যে মিসরে) এলো এবং (একদিন) তার সামনেও হাযির হলো, সে তাদের (দেখে) চিনতে পারলো, (কিন্তু) তারা তার জন্যে অচেনাই থাকলো।

৫৯. যখন সে তাদের রসদের (যাবতীয়) ব্যবস্থা (সম্পন্ন) করে দিলো, তখন সে (তাদের) বললো, এরপর (যদি আবার আসো তাহলে তোমরা) তোমাদের পিতার কাছ থেকে তোমাদের (বৈমাত্রেয়) ভাইটিকে নিয়ে আমার কাছে আসবে, তোমরা কি দেখতে পাও না, আমি (মাথা হিসাব করে) পুর্ণ মাত্রায় মেপে মেপে রসদ দেই, (তা ছাড়া) আমি তো একজন উত্তম অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিও বটে।

৬০. যদি তোমরা (আগামীবার) তাকে নিয়ে আমার কাছে না আসো, তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্যে (আর) কোনো রসদ থাকবে না, (সে অবস্থায়) তোমরা আমার কাছেও ঘেঁষো না।

৬১. তারা বললো, এ বিষয়ে আমরা তার পিতাকে অনুরোধ (করে সম্মত) করবো, আমরা অবশ্যই (এ চেষ্টা) করবো।

৬২. সে তার (রসদ) কর্মচারীদের বললো, এ লোকদের মুলধন তাদের মালপত্রের ভেতর রেখে দাও, যাতে করে ওরা তাদের আপনজনদের কাছে ফিরে গেলে তা চিনতে পারে, হতে পারে (এ লোভে) তারা (আবার) ফিরে আসবে।

৬৩. যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেলো, তখন তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আমাদের (ভবিষ্যতের) রসদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, অতএব তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে যেতে দাও, যাতে করে আমরা (তার ভাগসহ) ওযন করে রসদ আনতে পারি, অবশ্যই আমরা তার হেফাযত করবো।

৬৪. (জবাবে) সে বললো, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সেভাবেই ভরসা করবো, যেভাবে ইতিপুর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি তোমাদের ওপর ভরসা করেছিলাম; (হাঁ,) অতপর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন উত্তম রক্ষক এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৬৫. অতপর তারা যখন মালপত্র খুললো তখন তারা তাদের মুলধন (যা দিয়ে রসদ খরিদ করেছিলো- দেখতে) পেলো, তা তাদের (পুরোপুরিই) ফেরত দেয়া হয়েছে; (এটা দেখে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, এর চাইতে বেশী (মহানুভবতা) আমরা আর কি চাইতে পারি; (দেখো) আমাদের মুলধনও আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে; (এবার অনুমতি দাও আমরা ভাইকে নিয়ে যাই এবং) আমরা আমাদের পরিবারের জন্যে রসদ নিয়ে আসি, আমরা আমাদের ভাইয়েরও হেফাযত করবো এবং (ভাইয়ের কারণে) আমরা অতিরিক্ত একটি উট (বোঝাই করে) রসদও আনতে পারবো; (এবার আমরা যা এনেছি) এটা তো (ছিলো) পরিমাণে নিতান্ত কম।

৬৬. সে বললো, আমি কখনোই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না- যতোক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে (আমাকে) অংগীকার দেবে যে, তোমরা অবশ্যই তাকে আমার কাছে (ফিরিয়ে) আনবে, তবে হাঁ, কোথাও যদি তোমরা নিজেরাই (সমস্যায়) পরিবেষ্টিত হয়ে যাও, তাহলে তা হবে ভিন্ন কথা, অতপর যখন তারা তার কাছে তাদের অংগীকার নিয়ে হাযির হলো, তখন সে বললো (মনে রেখো), আমরা যা কিছু (এখানে) বললাম, আল্লাহ তায়ালাই তার ওপর চুড়ান্ত কর্মবিধায়ক (হয়ে থাকবেন)।

৬৭. সে বললো, হে আমার ছেলেরা, তোমরা (মিসরে পৌঁছে কিন্তু) এক দরজা দিয়ে (নগরে) প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (তাহলে তোমাদের দেখে কারো মনে হিংসা সৃষ্টি হবে না, মনে রাখবে), আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোনো কাজেই আসবো না; বিধান (জারি করার কাজ) শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট); আমি (সর্বদা) তাঁরই ওপর নির্ভর করি, (প্রতিটি মানুষ) যারা ভরসা করে তাদের উচিত শুধু আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।

৬৮. অতপর তারা মিসরে ঠিক সেভাবেই প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা তাদের আদেশ করেছিলো; (মুলত) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে এটা কেনোই কাজে আসেনি, তবে (হ্যাঁ,) এটা ছিলো ইয়াকুবের মনের একটি ধারণা, যা সে পুর্ণ করে নিয়েছিলো, অবশ্যই সে ছিলো অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, কেননা তাকে আমিই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম, যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

৬৯. যখন তারা ইউসুফের কাছে হাযির হলো, তখন সে তার (নিজ) ভাইকে তার পাশে (বসার) জায়গা দিলো এবং (একান্তে) তাকে বললো (দেখো), আমি (কিন্তু) তোমার ভাই (ইউসুফ), এরা (এ যাবত তোমার আমার সাথে) যা কিছু করে আসছে তার জন্যে তুমি মনে কোনো কষ্ট নিয়ো না।

৭০. অতপর সে যখন তাদের রসদপত্রের ব্যবস্থা চুড়ান্ত করে দিলো, তখন (সবার অজান্তে) তার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে সে একটি (রাজকীয়) পানপাত্র রেখে দিলো, (এরপর যখন তারা মালপত্র নিয়ে রওনা দিলো, তখন পেছন থেকে) একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বললো, হে কাফেলার যাত্রীদল (শাহী পানপাত্র চুরি হয়ে গেছে), আর নিসন্দেহে তোমরাই হচ্ছো চোর!

৭১. ওরা তাদের দিকে (একটু) এগিয়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, কি জিনিস যা তোমরা হারিয়েছো?

৭২. তারা বললো, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, যে ব্যক্তিই তা (খুঁজে) আনবে, (তার জন্যে) উট বোঝাই (রসদ দেয়ার ব্যবস্থা) থাকবে এবং আমিই তার যামিন থাকবো।

৭৩. (একথা শুনে) তারা বললো, আল্লাহর শপথ, তোমরা ভালো করেই একথা জানো, আমরা (তোমাদের) দেশে কোনো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি, (উপরন্তু) আমরা চোরও নই!

৭৪. লোকেরা বললো, যদি (তল্লাশি নেয়ার পর) তোমরা মিথ্যাবাদী (প্রমাণিত) হও তাহলে (যে চুরি করেছে) তার শাস্তি কি হবে?

৭৫. তারা বললো, তার শাস্তি! (হাঁ) যার মাল-সামানার ভেতরে সে (পানপাত্র)-টি পাওয়া যাবে, সে নিজেই হবে নিজের শাস্তি; আমরা তো (আমাদের শরীয়তে) যালেমদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

৭৬. তারপর সে তার (নিজ) ভাইয়ের মালপত্রের (তল্লাশির) আগে ওদের মালপত্র দিয়েই (তল্লাশি) করতে শুরু করলো, অতপর তার ভাইয়ের মালপত্রের ভেতর থেকে সে (চুরি হয়ে যাওয়া রাজকীয় পানপাত্র)-টি বের করে আনলো; এভাবেই ইউসুফের জন্যে আমি (তার ভাইকে কাছে রাখার) একটা কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম; নতুবা (মিসরের) রাজার আইন অনুযায়ী সে তার ভাইকে (চাইলেই) রেখে দিতে পারতো না, হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যদি চান তা ভিন্ন কথা; আমি যাকেই চাই তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেই; প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির ওপরেই রয়েছেন অধিকতর জ্ঞানী সত্তা (যা বৃহত্তর জ্ঞানকেই পরিবষ্টেন করে আছে)।

৭৭. (যখন বস্তুটি পাওয়া গেলো তখন) তারা বললো, যদি সে চুরি করেই থাকে (তাহলে এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই), এর আগে তার ভাইও তো চুরি করেছিলো, (নিজের সম্পর্কে এতো জঘন্য কথা শুনেও) কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন করেই রাখলো, (আসল ঘটনা যা) তা কখনো তাদের কাছে প্রকাশ করলো না, (মনে মনে শুধু এটুকুই) সে বললো, তোমাদের অবস্থা তো আরো নিকৃষ্ট, তোমরা (আমাদের সম্পর্কে) যা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

৭৮. তারা বললো, হে আযীয, এ ব্যক্তি (যাকে তুমি ধরে রেখেছো), অবশ্যই তার পিতা (বেঁচে) আছে, সে অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর জায়গায় তুমি আমাদের একজনকে রেখে দাও, আমরা দেখতে পাচ্ছি (আসলেই) তুমি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।

৭৯. সে বললো, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করুন, যার কাছে আমরা আমাদের (হারানো) মাল পেয়েছি, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রেখে দেবো কি করে? এমনটি করলে আমরা তো যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো!

৮০. অতপর তারা যখন তার কাছ থেকে (সম্পূর্ণ) নিরাশ হয়ে পড়লো, তখন তারা একাকী বসে নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করতে লাগলো, তাদের মধ্যে যে বয়সে বড়ো (ছিলো) সে বললো, (আচ্ছা) তোমরা কি এটা জানো না, তোমাদের (বৃদ্ধ) পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অংগীকার নিয়েছিলেন, তা ছাড়া এর আগে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা (কতো) বড়ো অন্যায় করেছিলে! আমি তো কোনো অবস্থায়ই এদেশ থেকে নড়বো না, যতোক্ষণ না আমার পিতা আমাকে তেমন কিছু করতে অনুমতি দেন, কিংবা আল্লাহ তায়ালা আমার জন্যে (কোনো একটা) ব্যবস্থা করে না দেন, (মুলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

৮১. (সে তাদের আরো বললো,) তোমরা বরং তোমাদের পিতার কাছেই ফিরে যাও এবং তাকে বলো, হে আমাদের পিতা, তোমার ছেলে (বাদশাহর পানপাত্র) চুরি করেছে, আমরা তো সেটুকুই বর্ণনা করি যা আমরা জানতে পেরেছি, আমরা তো গায়বের (খবর) সংরক্ষণ করতে পারি না।

৮২. তোমার বিশ্বাস না হলে যে জনপদে আমরা অবস্থান করেছি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো এবং সে কাফেলাকেও (জিজ্ঞেস করো), যাদের সাথে আমরা (একত্রে) এসেছি; আমরা আসলেই সত্য কথা বলছি।

৮৩. (দেশে ফিরে পিতাকে তারা এভাবেই বললো, কথাগুলো শুনে) সে বললো, (আসলে) তোমাদের মন তোমাদের (সুবিধার) জন্যে একটা কথা বানিয়ে নিয়েছে (এবং তাই তোমরা আমাকে বলছো), অতপর উত্তম সবরই হচ্ছে (একমাত্র পন্থা); আল্লাহ তায়ালার (অনুগ্রহ) থেকে এটা খুব দূরে নয়, তিনি হয়তো ওদের সবাইকে একত্রেই (একদিন) আমার কাছে এনে হাযির করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও (প্রজ্ঞাময়) কুশলী।

৮৪. সে ওদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং (নিজে নিজে) বললো, হায় ইউসুফ (তুমি এখন কোথায়)! শোকের কারণে (কাঁদতে কাঁদতে) তার চোখ সাদা হয়ে গেছে, সে নিজেও ছিলো মনোকষ্টে দারুণভাবে ক্লিষ্টি!

৮৫. (পিতার এ অবস্থা দেখে) তারা বললো, আল্লাহর কসম, তুমি তো দেখছি শুধু ইউসুফের কথাই মনে করে যাবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার চিন্তায় তুমি মুমূর্ষু হয়ে পড়বে, কিংবা (তার চিন্তায়) তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

৮৬. সে (আরো) বললো, আমি তো আমার (অসহনীয়) যন্ত্রণা, আমার দুশ্চিন্তা (-জনিত অভিযোগ) আল্লাহ তায়ালার কাছেই নিবেদন করি এবং আমি নিজে আল্লাহর কাছ থেকে (তার কথাবার্তা) যতোটুকু জানি, তোমরা তা জানো না।

৮৭. হে আমার ছেলেরা, তোমরা (মিসরে) যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইকে (আরেকবার) তালাশ করো, (তালাশ করার সময়) তোমরা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে মোটেই নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে তো শুধু কাফেররাই নিরাশ হতে পারে।

৮৮. তারা যখন পুনরায় তার কাছে হাযির হলো, তখন তারা বললো, হে আযীয, দুর্ভিক্ষ আমাদের পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করে দিয়েছে, (এবার) আমরা সামান্য কিছু পুঁজি এনেছি, (এটা গ্রহণ করে) আমাদের (পুর্ণমাত্রায়) রসদ দান করার ব্যবস্থা করুন, (মু ল্য হিসেবে নয়) বরং এটা আমাদের (বিপন্ন মনে করে) দান করুন; যারা দান খয়রাত করে আল্লাহ তায়ালা তাদের পুরস্কৃত করেন।

৮৯. (ভাইদের এ আকুতি শুনে) সে বললো, তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করেছিলে, কতো মু খর্ ছিলে তোমরা তখন!

৯০. তারা বলে ওঠলো, তুমিই কি ইউসুফ! সে বললো, হাঁ, আমিই ইউসুফ, আর এ হচ্ছে আমার ভাই, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনেক মেহেরবানী করেছেন, (সত্যি কথা হচ্ছে,) যে কোনো ব্যক্তিই তাকওয়া ও ধৈর্যের আচরণ করে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা কখনোই নেককার মানুষের পাওনা বিনষ্ট করেন না।

৯১. ওরা বললো, আল্লাহর কসম, (আজ) আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আমরা (আসলেই) অপরাধী!

৯২. (ভাইদের কথা শুনে) সে বললো, আজ তোমাদের ওপর (আমার) কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দিন, (কেননা) তিনি সব দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু!

৯৩. (এখন) তোমরা (বরং) আমার গায়ের এ জামাটি নিয়ে যাও এবং একে আমার পিতার মুখমন্ডলের ওপর রেখো, (দেখবে) তিনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, অতপর তোমরা তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনদের নিয়ে আমার কাছে চলে এসো।

৯৪. (এদিকে) এ কাফেলা যখন (মিসর থেকে) বেরিয়ে পড়লো, তখন তাদের পিতা (আপনজনদের উদ্দেশ করে) বলতে লাগলো, তোমরা যদি (সত্যিই) আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো তাহলে (আমি তোমাদের বলবো)- আমি যেন (চারদিকে) ইউসুফের গন্ধই পাচ্ছি।

৯৫. (ওখানে যারা হাযির ছিলো) তারা বললো, আল্লাহর কসম, তুমি তো (এখনো) তোমার (সে) পুরনো বিভ্রান্তিতেই পড়ে রয়েছো।

৯৬. অতপর সত্যিই যখন (ইউসুফের জীবিত থাকার খবর নিয়ে) সুসংবাদবাহক তার কাছে উপস্থিত হলো এবং (ইউসুফের কথানুযায়ী তার) জামাটি তার মুখমন্ডলে রাখলো, তখন সাথে সাথেই সে দেখার মতো অবস্থায় ফিরে গেলো, (উৎফুল্ল হয়ে) সে বললো, আমি কি তোমাদের একথা বলিনি, আমি আল্লাহর কাছ থেকে (এমন) কিছু জানি যা তোমরা জানো না।

৯৭. তারা বললো, হে আমাদের পিতা (আমরা অপরাধ করেছি), তুমি (আল্লাহর কাছে) আমাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো, সত্যিই আমরা বড়ো গুনাহগার!

৯৮. সে বললো, অচিরেই আমি তোমাদের (গুনাহ মার্জনার) জন্যে আমার মালিকের কাছে দোয়া করবো, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৯৯. অতপর যখন তারা (সবাই) ইউসুফের কাছে (মিসরে) চলে এলো, তখন সে তার পিতামাতাকে (সম্মানের সাথে) নিজের পাশে স্থান দিলো এবং (তাদের স্বাগত জানিয়ে) সে বললো, তোমরা সবাই (এবার) আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করো।

১০০. (সেখানে যাওয়ার পর) সে তার পিতামাতাকে (সম্মানের) উচ্চাসনে বসালো এবং ওরা সবাই (দরবারের নিয়ম অনুযায়ী) তার প্রতি (সম্মানের) সাজদা করলো (এ ইউসুফ তার স্বপ্নের কথা মনে করলো,) সে বললো, হে আমার পিতা, এ হচ্ছে আমার ইতিপুর্বেকার সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা, (আজ) আমার মালিক যা সত্যে পরিণত করেছেন; তিনি আমাকে জেল থেকে বের করে আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তোমাদের মরুভূমির (আরেক প্রান্ত) থেকে (রাজদরবারে এনে) তোমাদের ওপরও মেহেরবানী করেছেন, (এমনকি) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যেকার সম্পর্ক খারাপ করার (গভীর চক্রান্ত করার) পরও (তিনি দয়া করেছেন); অবশ্যই আমার মালিক যা ইচ্ছা করেন, তা (অত্যন্ত) নিপুণতার সাথে আঞ্জাম দেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

১০১. হে (আমার) মালিক, তুমি আমাকে (যেমনি) রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো, (তেমনি) স্বপ্নের ব্যাখ্যা (-সহ দুনিয়ার আরো বহু বিষয় আসয়) শিক্ষা দিয়েছো, হে আসমানসমুহও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া এবং আখেরাতে তুমিই আমার একমাত্র অভিভাবক, একজন অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমার মৃত্যু দিয়ো এবং (পরকালে) আমাকে নেককার মানুষদের দলে শামিল করো।

১০২. (হে নবী,) এ (যে ইউসুফের কাহিনী- যা আমি তোমাকে শোনালাম, তা) হচ্ছে (তোমার) গায়বের ঘটনাসমুহের একটি, এটা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমেই জানিয়েছি, (নতুবা) তারা (যখন ইউসুফের বিরুদ্ধে)

তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছিলো এবং তারা যখন তার বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তুমি তো সেখানে হাযির ছিলে না!

১০৩. (এ সত্ত্বেও) অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে যতোই তুমি অনুগ্রহই পোষণ করোনা, তারা কখনো ঈমান আনার মতো নয়।

১০৪. (অথচ) তুমি তো তাদের কাছ থেকে এ (দাওয়াত ও তাবলীগের) জন্যে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো না! তা ছাড়া এ (কোরআন) দুনিয়া জাহানের (অধিবাসীদের) জন্যে একটি নসীহত ছাড়া অন্য কিছু তো নয়।

১০৫. এ আকাশমন্ডলী ও যমীনে (আল্লাহর কুদরতের) কতো (বিপুল) পরিমাণ নিদর্শন রয়েছে, যার ওপর তারা (প্রতিনিয়ত) অতিবাহন করে, কিন্তু তারা তার প্রতি (ক্ষমাহীন) উদাসীন থাকে।

১০৬. তাদের অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে না, তারা তো (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শেরেকও করতে থাকে।

১০৭. তবে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, (হঠাত্ করে একদিন) তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার (সর্বগ্রাসী) আযাবের শাস্তি কিংবা আকস্মিক কেয়ামত আপতিত হবে, অথচ তারা (তা) জানতেও পারবে না!

১০৮. (হে নবী, এদের) তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি; আমি ও আমার অনুসারীরা পুর্ণাংগ সচেতনতার সাথেই (এ পথে) আহ্বান জানাই; আল্লাহ তায়ালা মহান, পবিত্র এবং আমি কখনো মোশরেকদের অন্তভুক্ত নই।

১০৯. তোমার আগে বিভিন্ন জনপদে যতো নবী আমি পাঠিয়েছিলাম, তারা সবাই (তোমার মতো) মানুষই ছিলো, আমি তাদের ওপর ওহী নাযিল করতাম; এরা কি আমার যমীন পরিভ্রমণ করেনি, (করলে অবশ্যই) তারা দেখতে পেতো, এদের পুর্বেকার লোকদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো; (সত্য কথা হচ্ছে,) আখেরাতের ঠিকানা তাদের জন্যেই কল্যাণময় যারা (নবীদের পথে চলে) তাকওয়া অবলম্বন করেছে; (পুর্ববর্তী মানুষদের পরিণাম দেখেও) তোমরা কি কিছু অনুধাবন করবে না?

১১০. (আগেও মানুষ নবীদের মিথ্যা সাব্যস্ত করতো,) এমনকি নবীরা (কখনো কখনো) নিরাশ হয়ে যেতো, তারা মনে করতো, তাদের (বুঝি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে, তখন (হঠাৎ করেই) তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাযির হলো, (তখন) আমি যাকে চাইলাম তাকেই শুধু (আযাব থেকে) নাজাত দিলাম; আর না-ফরমান জাতির ওপর থেকে আমার আযাব কখনোই রোধ হবে না।

১১১. অবশ্যই (অতীতের) জাতিসমু হের কাহিনীতে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে; (কোরআনের) এসব কথা কোনো মনগড়া গল্প নয়, বরং এ হচ্ছে তারই স্পষ্ট সমর্থন যে আসমানী কেতাব তাদের কাছে আগে থেকেই মজুদ রয়েছে, বরং (তাতে রয়েছে) প্রতিটি (মৌলিক) বিষয়ের বিস্তারিত (ও সঠিক) ব্যাখ্যা, (সর্বোপরি এতে রয়েছে) ঈমানদার মানুষদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

সুরা আর্ রা'দ

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ৪৩, রুকু ৬

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

১. আলিফ-লা-ম-মী-ম-রা। এগুলো হচ্ছে (আল্লাহর) কেতাবের আয়াত এবং যা কিছু তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা (সবই) সত্য, যদিও অধিকাংশ মানুষই এর ওপর ঈমান আনে না।

২. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা) যিনি আসমানসমু হকে কোনোরকম স্তম্ভ ছাড়াই উঁচু করে রেখেছেন, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং তিনি সুরুজ ও চাঁদকে (একটি নিয়মের) অধীন করে রেখেছেন; (গ্রহ তারকার) সব কিছুই একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে; তিনিই সব কাজের (পরিকল্পনা ও) নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি (তাঁর কুদরতের) সব নিদর্শন (তোমাদের কাছে) খুলে খুলে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা (কেয়ামতের দিন) তোমাদের মালিকের সাথে দেখা করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে পারো।

৩. তিনিই (তোমাদের জন্য) এ যমীন বিসত্মৃত করে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদী বানিয়ে দিয়েছেন; (সেখানে) আরো রয়েছে রং বেরংয়ের ফল ফুল- তাও তিনি বানিয়েছেন (আবার) জোড়ায় জোড়ায়, তিনি দিনকে রাত (-এর পোশাক) দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; অবশ্যই এসব কিছুর মাঝে তাদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে যারা (সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করে।

৪. যমীনে (আবার) রয়েছে বিভিন্ন অংশ, কোথাও (রয়েছে) আংগুরের বাগান, (কোথাও আবার) শস্যক্ষেত্র, কোথাও (আছে) খেজুর, তাও (কিছু হয়তো) এক শির বিশষ্টি (একটার সাথে আরেকটা জড়ানো), আবার (কোনোটি আছে) একাধিক শির বিশষ্টি, (অথচ এর সব কয়টিতে) একই পানি পান করানো হয়। তা সত্ত্বেও আমি স্বাদে (গন্ধে) এক ফলকে আরেক ফলের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি, (আসলে) এসব কিছুর মধ্যে সে সম্প্রদায়ের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

৫. (হে নবী,) যদি (কোনো কথার ওপর) তোমার আশ্বর্যান্বিত হতে হয়, তাহলে আশ্চর্য (হবার মতো বিষয়) হচ্ছে তাদের সে কথা (যখন তারা বলে), একবার মাটিতে পরিণত হবার পরও কি আমরা আবার নতুন জীবন লাভ করবো? এরা হচ্ছে সেসব লোক যারা তাদের মালিককে অস্বীকার করে, এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের গলদেশে (কেয়ামতের দিন) লৌহ শৃংখল থাকবে, এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

৬. এরা তোমার কাছে (হেদায়াতের) কল্যাণের আগে (আযাবের) অকল্যাণই ত্বরান্বিত করতে চায়, অথচ এদের আগে (আযাব নাযিলের) বহু দৃষ্টান্ত গত হয়ে গেছে; এতে সন্দেহ নেই, তোমার মালিক মানুষের ওপর তাদের (বহুবিধ) যুলুম সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, কিন্তু তোমার মালিক শাস্তিদানের বেলায়ও কঠোর।

৭. যারা (তোমার নবুওত) অস্বীকার করে তারা বলে, তার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো (দৃশ্যমান) নিদর্শন কেন নাযিল হয় না? (তুমি তাদের বলো,) তুমি তো হচ্ছো (আযাবের) একজন সতর্ককারী (রসুলমাত্র)! আর প্রত্যেক জাতির জন্যেই (এমনি) একজন পথপ্রদর্শক আছে।

৮. প্রতিটি গর্ভবতী নারী (তার ভেতরে) যা কিছু বহন করে চলেছে এবং (তার) জরায়ু (সন্তানের) যা কিছু বাড়ায় কমায়, তার সবই আল্লাহ তায়ালা জানেন; তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুরই একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে।

৯. তিনি দেখা অদেখা সব কিছুই জানেন, তিনি মহান, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

১০. তোমাদের মাঝে কোনো লোক আসেত্ম কথা বলুক কিংবা জোরে বলুক, কেউ রাতের (অন্ধকারে) আত্মগোপন করে থাকুক কিংবা দিনে (আলোর মাঝে) বিচরণ করুক, এগুলো সবই তাঁর কাছে সমান।

১১. (মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন,) তার জন্যে আগে পেছনে একের পর এক (আসা ফেরেশতার) দল নিয়োজিত থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তাকে হেফাযত করে; আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে; আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির জন্যে কোনো দুঃসময়ের এরাদা করেন তখন তা রদ করার কেউই থাকে না- না তিনি ব্যতীত ওদের কোনো অভিভাবক থাকতে পারে!

১২. তিনিই তোমাদের বিদ্যুতের (চমক) দেখান, তা (মানুষের মনে যেমন) ভয়ের (সঞ্চার করে), তেমনি বহু আশারও (সঞ্চার করে) এবং তিনিই (পানি) সঞ্চয়িনী মেঘমালা সৃষ্টি করেন।

১৩. আর (মেঘের নিষ্প্রাণ) গর্জন (যেমন) তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, তেমনি (সপ্রাণ) ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি (আকাশ থেকে) বজ্রপাত করান, অতপর যার ওপর চান তার ওপরই তিনি তা পাঠান, অথচ এ (না-ফরমান) ব্যক্তিরা (এতো কিছু সত্ত্বেও) আল্লাহ তায়ালার (অস্তিত্বের) প্রশ্নে বিতর্কে লপ্তি হয়, তিনি তাঁর কৌশলে (ও মাহাত্ম্যে) অনেক বড়ো;

১৪. (তাই) তাঁকে ডাকাই হচ্ছে সঠিক (পন্থা); যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে, তারা (জানে, তাদের ডাকে এরা) কখনোই সাড়া দেবে না, (এদের উদাহরণ হচ্ছে) যেমন একজন মানুষ, (যে পিপাসায় কাতর হয়ে) নিজের উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে এ আশায় যে, পানি (তার মুখে) এসে পৌঁছুবে, অথচ তা (কোনো অবস্থায়ই) তার কাছে পৌঁছুবার নয়, কাফেরদের দোয়া (এমনিভাবে) নিস্ফল (ঘুরতে থাকে)।

১৫. আসমানসমুহও যমীনে যা কিছু আছে তারা সবাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করে চলেছে, (এমনকি) সকাল সন্ধ্যায় তাদের ছায়াগুলোও (তাদের মালিককে সাজদা করছে)।

১৬. (হে নবী, এদের) তুমি জিজ্ঞেস করো, আসমানসমুহও যমীনের মালিক কে? তুমি (তাদের) বলো, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, (আরো) বলো, তোমরা কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপরকে নিজেদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছো, যারা নিজেদের কোনো লাভ লোকসান করতে সক্ষম নয়; তুমি (এদের) জিজ্ঞেস করো, কখনো অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি সমান হয়, কিংবা অন্ধকার ও আলো কি কখনো সমান হয়? অথবা এরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক করে নিয়েছে যে, তারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো (কিছু) বানিয়ে দিয়েছে, যার কারণে সৃষ্টির ব্যাপারটি

তাদের কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে; তুমি তাদের বলো, যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী!

১৭. আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলেন, এরপর (নদী নালা ও তার) উপত্যকাসমুহতাদের নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হলো, অতপর এ প্লাবন (আবর্জনার) ফেনা বহন করে (ওপরে) নিয়ে এলো; (আবার) যারা অলংকার ও যন্ত্রপাতি বানানোর জন্যে (ধাতুকে) আগুনে উত্তপ্ত করে, (তখনো) কিন্তু তাতে এক ধরনের আবর্জনা ফেনা (হয়ে) ওপরে ওঠে আসে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা হক ও বাতিলের উদাহরণ দিয়ে থাকেন, অতপর (আবর্জনার) ফেনা এমনিই বিফলে চলে যায় এবং (পানি-) যা মানুষের (প্রচুর) উপকারে আসে তা যমীনেই থেকে যায়; আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের জন্যে) এভাবেই (সুন্দর) দৃষ্টান্তসমুহপেশ করে থাকেন;

১৮. যারা তাদের মালিকের এ আহ্বানে সাড়া দেয় তাদের জন্যে মহা কল্যাণ রয়েছে; আর যারা তাঁর জন্যে সাড়া দেয় না (কেয়ামতের দিন তাদের অবস্থা হবে), তাদের পৃথিবীতে যা কিছু (সম্পদ) আছে তা সমস্ত যদি তাদের নিজেদের (অধিকারে) থাকতো, তার সাথে যদি থাকতে আরো সমপরিমাণ (ধন সম্পদ), তাহলেও (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) তারা তা (নির্দ্বিধায়) মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করে দিতো; এরাই হবে সেসব (হতভাগ্য) মানুষ যাদের হিসাব হবে (খুব) কঠিন, জাহান্নামই হবে ওদের নিবাস; কতো নিকৃষ্ট সে নিবাস!

১৯. সে ব্যক্তি কি জানে যে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য, সে কি করে এমন ব্যক্তির মতো হবে যে (এসব কিছু দেখেও) অন্ধ (হয়ে থাকে); একমাত্র বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করতে পারে,

২০. (এরা সেসব লোক) যারা আল্লাহর সাথে (আনুগত্যের) চুক্তি মেনে চলে এবং কখনো প্রতিশ্রুতি ভংগ করে না,

২১. এবং আল্লাহ তায়ালা যেসব (মানবীয়) সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রেখে চলে, যারা নিজেদের মালিককে ভয় করে, আরো যারা ভয় করে (কেয়ামতের) কঠোর হিসাবকে;

২২. যারা তাদের মালিকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে (বিপদ মসিবতে) ধৈর্য ধারণ করে, যথারীতি নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে- গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, যারা (নিজেদের) ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) দূরীভূত করে, তাদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম,

২৩. (সে তো হচ্ছে) এক চিরস্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা নিজেরা (যেমনি) প্রবেশ করবে, (তেমনি) তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও (প্রবেশ করবে), জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে (তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে) ফেরেশতারাও তাদের সাথে ভেতরে প্রবেশ করবে,

২৪. (তারা বলবে, আজ) তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা যে পরিমাণ ধৈর্য ধারণ করেছো (এটা হচ্ছে তার বিনিময়), আখেরাতের ঘরটি কতো উৎকৃষ্ট!

২৫. (অপরদিকে) যারা আল্লাহর সাথে (এবাদাতের) প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে, যেসব সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালা অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করে, (সর্বোপরি আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) অভিশাপ এবং তাদের জন্যেই রয়েছে (আখেরাতে) নিকৃষ্ট আবাস।

২৬. আল্লাহ তায়ালা যার জীবনোপকরণে প্রশস্ততা দিতে চান তাই করেন, আবার যাকে তিনি চান তার রেযেক সংকীর্ণ করে দেন; আর এরা এ বৈষয়িক জীবনের ধন সম্পদের ব্যাপারেই বেশী উল্লসিত হয়, অথচ আখেরাতের তুলনায় এ পার্থিব জীবন (কিছু ক্ষণস্থায়ী) জিনিস ছাড়া আর কিছুই হবে না।

২৭. (হে নবী,) যারা (তোমার নবুওত) অস্বীকার করে তারা বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো (অলৌকিক) নিদর্শন পাঠানো হলো না কেন; তুমি (এদের) বলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে বিভ্রান্ত করেন এবং তাঁর কাছে পৌঁছার পথ তিনি তাকেই দেখান যে (নিষ্ঠার সাথে তাঁর) অভিমুখী হয়,

২৮. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং আল্লাহর যেকেরে তাদের অন্তকরণ প্রশান্ত হয়, জেনে রেখো, আল্লাহর যেকেরই অন্তরসমু হকে প্রশান্ত করে;

২৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে যাবতীয় সুখবর ও শুভ পরিণাম।

৩০. (অতীতে যেমন আমি নবী রসুল পাঠিয়েছি) তেমনি করে আমি তোমাকেও একটি জাতির কাছে (নবী করে) পাঠিয়েছি, এর আগে অনেক কয়টি জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছে, (নবী পাঠিয়েছি) যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সে (কেতাব) পড়ে শোনাতে পারো, যা আমি তোমার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি, (এ সত্ত্বেও) তারা অনন্ত করুণাময় আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে; তুমি তাদের বলো, তিনিই আমার মালিক, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, (সর্বাবস্থায়) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি, তাঁর দিকেই (আমার) প্রত্যাবর্তন।

৩১. যদি পাহাড়সমু হকে কোরআন (-এর অলৌকিক ক্ষমতা) দিয়ে গতিশীল করে দেয়া হতো, কিংবা যমীন বিদীর্ণ করে দেয়া হতো, অথবা তার মাধ্যমে যদি মরা মানুষকে দিয়ে কথা বলানো যেতো (তবুও এ না-ফরমান মানুষগুলো ঈমান আনতো না), কিন্তু আসমান যমীনের সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই (হাতে); অতপর ঈমানদাররা কি (একথা জেনে) নিরাশ হয়ে পড়লো যে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে সমগ্র মানব সন্তানকেই হেদায়াত দিতে পারতেন; এভাবে যারা কুফুরের পথ অবলম্বন করেছে তাদের কোনো না কোনো বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, কিংবা তাদের (নিজেদের ওপর না হলেও) আশপাশে তা আপতিত হতে থাকবে, যে পর্যন্ত না (তাদের জন্য) আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত (আযাবের) ওয়াদা সমাগত হয়; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কখনোই প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

৩২. (হে নবী,) তোমার আগেও নবী রসুলদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে, অতপর আমি (প্রথমে) তাদের (কিছু) অবকাশ দিয়েছি যারা কুফরী করেছে, এরপর আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি; কতো কঠোর ছিলো আমার আযাব!

৩৩. যিনি প্রত্যেকটি মানুষের ওপর তাঁর দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত রাখেন যে, সে মানুষটি কি পরিমাণ অর্জন করেছে (তিনি কি করে অন্যদের মতো হবেন)? ওরা আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছে; (হে নবী, এদের) তুমি বলো, ওদের নাম তো তোমরা বলো, অথবা তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে এমন (শরীকদের) সম্পর্কে খবর দিতে চাচ্ছো, এ যমীনে যাকে তিনি জানেনই না অথবা এটা কি তাদের কোনো মুখের কথা মাত্র? (আসল কথা হচ্ছে,) যারা কুফরী করেছে তাদের চোখে তাদের এই প্রতারণাকে শোভন করে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার পথ (পাওয়া) থেকে তাদের অবরোধ করে রাখা হয়েছে; আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার জন্যে পথের দিশা দেখানোর (আসলেই) কেউ নেই।

৩৪. এদের জন্যে দুনিয়ার জীবনেও অনেক শাস্তি আছে, তবে আখেরাতে যে আযাব রয়েছে তা তো নিসন্দেহে বেশী কঠোর, (মুলত) আল্লাহ (-এর ক্রোধ) থেকে তাদের বাঁচাবার মতো কেউ নেই।

৩৫. পরহেযগার লোকদের সাথে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে (যেমন একটি বাগান), তার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে; তার ফলফলারি এবং সে বাগানের (গাছসমু হের) ছায়াসমু হও চিরস্থায়ী; এসবই হচ্ছে তাদের পরিণাম, যারা (দুনিয়ায়) তাকওয়ার জীবন অতিবাহিত করেছে, কাফেরদের পরিণাম হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন।

৩৬. (হে নবী,) যাদের আমি (ইতিপুর্বে) কেতাব দান করেছিলাম তারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাতে বেশী আনন্দ অনুভব করে, এই দলে কিছু লোক এমনও আছে যারা এর কিছু অংশ অস্বীকার করে; তুমি (এদের) বলো, আমাকে তো আল্লাহর এবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি (আরো) আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি তাঁর সাথে কোনো রকম শরীক না করি; আমি তোমাদের সবাইকে তাঁর দিকেই আহবান করছি, তাঁর দিকেই (আমার) প্রত্যাবর্তন।

৩৭. (হে নবী,) আমি এভাবেই এ বিধান (তোমার ওপর) আরবী ভাষায় নাযিল করেছি (যেন তুমি সহজেই বুঝতে পারো); তোমার কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) যে জ্ঞান এসেছে তা সত্ত্বেও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহর সামনে তোমার কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না- না থাকবে (তোমাকে) বাঁ চাবার মতো কেউ!

৩৮. (হে নবী,) তোমার আগেও আমি (অনেক) রসুল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে আমি স্ত্রীএবং সন্তান সন্ততিও বানিয়েছিলাম; কোনো রসুলের কাজ এটা নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া একটি আয়াতও সে পেশ করবে; (মুলত) প্রতিটি যুগের জন্যেই (ছিলো এক) একটি কেতাব।

৩৯. আর (সেসব কিছুর মাঝে থেকে) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু চান তা বাতিল করে দেন এবং যা কিছু ইচ্ছা করেন তা (পরবর্তী যুগের জন্যে) বহাল রেখে দেন, মুল গ্রন্থ তো তাঁর কাছেই (মজুদ) থাকে।

৪০. (হে নবী,) যে (আযাবের) ওয়াদা আমি এদের সাথে করি তার কিছু অংশ যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, কিংবা (তার আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই, তাহলে (তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না, কেননা,) তোমার কাজ হচ্ছে (আমার কথা) পৌঁছে দেয়া, আর আমার কাজ হচ্ছে (তাদের কাছ থেকে তার যথাযথ) হিসাব (বুঝে) নেয়া।

৪১. এরা কি দেখতে পায় না যে, আমি (তাদের) যমীন চার দিক থেকে (আসেত্ম আসেত্ম) সংকুচিত করে আনছি; আল্লাহ তায়ালা (যা চান সে) আদেশ জারি করেন, তাঁর সে আদেশ উল্টে দেয়ার কেউই নেই, তিনি হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর।

৪২. যারা এদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে তারা (বড়ো বড়ো) ধোকা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলো, কিন্তু যাবতীয় কলা-কৌশল তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; (কেননা) তিনিই জানেন প্রতিটি ব্যক্তি (কখন) কি অর্জন করে; অচিরেই কাফেররা জানতে পারবে আখেরাতের (সুখ) নিবাস কাদের জন্যে (তৈরী করে রাখা হয়েছে)।

৪৩. (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে, (তারা) বলে, তুমি নবী নও, তুমি ওদের বলে দাও, আমার এবং তোমাদের মাঝে (আমার নবুওতের সাক্ষ্যের ব্যাপারে) আল্লাহর সাক্ষ্যই যথষ্টে, উপরন্তু যার কাছে (পুর্ববর্তী) কেতাবের জ্ঞান আছে (সেও এ ব্যাপারে সচেতন)।

সুরা ইবরাহীম

মক্কায় অবতীর্ণ- আয়াত ৫২, রুকু ৭

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. আলিফ, লা-ম, রা। (এ কোরআন) এমন এক গ্রন্থ, যা আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর দ্বারা) এমন মানুষদের তাদের মালিকের আদেশক্রমে (জাহেলিয়াতের) যাবতীয় অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনতে পারো, তাঁর পথে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও যাবতীয় প্রশংসা পাবার যোগ্য!

২. সে আল্লাহর (পথে), যাঁর জন্যে আকাশমন্ডলী ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছু (নিবেদিত), যারা (এ সত্ত্বেও আল্লাহকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি (রয়েছে)।

৩. (এ শাস্তি তাদের জন্যে) যারা পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষদের) আল্লাহর (সহজ সরল) পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, (সর্বোপরি) এ (পথ)-টাকে (নিজেদের খেয়াল খুশীমতো) বাঁকা করতে চায়, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা মারাত্মক গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

৪. আমি কোনো নবীই এমন পাঠাইনি, যে (নবী) তার জাতির (মাতৃ)-ভাষায় (আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছায়নি), যাতে করে সে তাদের কাছে (আমার আয়াত) পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারে; অতপর আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, আবার যাকে তিনি চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাকুশলী।

৫. আমি মুসাকে অবশ্যই আমার নিদর্শনসমুহদিয়ে (তার জাতির কাছে) পাঠিয়েছি, তোমার জাতিকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে নিয়ে এসে এবং তুমি তাদের আল্লাহর (অনুগ্রহের বিশেষ) দিনগুলোর কথা স্মরণ করাও; যারা একান্ত ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, তাদের জন্যে এ (ঘটনার) মাঝে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে।

৬. মুসা যখন তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমুহের কথা স্মরণ করো, (বিশেষ করে) যখন তিনি তোমাদের ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিলেন, যারা তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো, তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখতো; তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে এতে বড়ো ধরনের একটি পরীক্ষা নিহিত ছিলো।

৭. (স্মরণ করো,) যখন তোমাদের মালিক ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা (আমার অনুগ্রহের) শোকর আদায় করো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে (এ অনুগ্রহ) আরো বাড়িয়ে দেবো, আর যদি তোমরা (একে) অস্বীকার করো (তাহলে জেনে রেখো), আমার আযাব বড়োই কঠিন!

৮. মুসা (তার জাতিকে আরো) বলেছিলো, তোমরা এবং পৃথিবীর অন্য সব মানুষ একত্রেও যদি (আল্লাহর নেয়ামত) অস্বীকার করো (তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না), কেননা আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন যাবতীয় অভাব অভিযোগ থেকে মুক্ত, প্রশংসার দাবীদার।

৯. তোমাদের কাছে কি তোমাদের আগেকার লোকদের সংবাদ এসে পৌঁছুয়নি- নুহ, আদ, সামুদ সম্প্রদায় ও তাদের পরবর্তী জাতিসমুহের; যাদের (বিবরণ) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না; (সবার কাছেই) তাদের নবীরা আমার আয়াতসমুহনিয়ে এসেছিলো, অতপর তারা তাদের নিজেদের হাত তাদের মুখে রেখে (কথা বলতে তাদের) বাধা দিতো এবং বলতো, যা (কিছু পয়গাম) নিয়ে তুমি আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছো, তা আমরা (সম্পূষ্টত) অস্বীকার করি, (তা ছাড়া) যে (দ্বীনের) দিকে তুমি আমাদের ডাকছো সে বিষয়েও আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি।

১০. তাদের রসুলরা (তাদের) বললো, তোমাদের কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ রয়েছে- যিনি আসমানসমুহও যমীনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদের (তাঁর নিজের দিকে) ডাকছেন, যেন তিনি তোমাদের গুনাহসমুহমাফ করে দিতে পারেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ (দিয়ে সংশোধনের সুযোগ) দিতে পারেন; (একথার ওপর) তারা বললো, তোমরা তো হচ্ছো আমাদের মতোই (কতিপয়) মানুষ; আমাদের বাপ-দাদারা যাদের এবাদাত করতো, তোমরা কি তা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাও? (তাহলে তোমাদের দাবীর পক্ষে) অতপর আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে এসো।

১১. নবীরা তাদের বললো (এটা ঠিক), আমরা তোমাদের মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নই, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান (নবুওতের দায়িত্ব দিয়ে) তার ওপর তিনি অনুগ্রহ করেন; আর আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতিরেকে দলীল উপস্থাপনের কোনো ক্ষমতাই আমাদের নেই; আর ঈমানদারদের তো (এসব ব্যাপারে) আল্লাহর (ফয়সালার) ওপরই নির্ভর করা উচিত।

১২. (তা ছাড়া) আমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করবোই না কেন? তিনিই আমাদের (জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে আলোর) পথসমুহদেখিয়ে দিয়েছেন; (এ আলোর পথে) তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছো তাতে অবশ্যই আমরা ধৈর্য ধারণ করবো; (আর কারো ওপর) নির্ভর করতে হলে সবার আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

১৩. কাফেররা তাদের রসুলদের বললো, আমাদের (ধর্মীয়) গোত্রে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে, নতুবা আমরা তোমাদের আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবো; অতপর (ঘটনা চরমে পৌঁছুলে) তাদের মালিক তাদের কাছে (এই বলে) ওহী পাঠালেন, আমি অবশ্যই যালেমদের বিনাশ করে দেবো,

১৪. আর তাদের (নিমু র্ল করে দেয়ার) পর তাদের জায়গায় আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো; (আমার) এ (পুরস্কার) এমন প্রতিটি মানুষের জন্যে, যে ব্যক্তি আমার সামনে (জবাবদিহিতার জন্যে) দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (আমার) কঠোর শাস্তিকেও ভয় করে।

১৫. (এর মোকাবেলায়) ওরা (একটা চূড়ান্ত) ফয়সালা চাইলো- আর (সে ফয়সালা মোতাবেক) প্রত্যেক দুরাচার ও স্বৈরাচারী ব্যক্তিই ধ্বংস হয়ে গেলো।

১৬. তার একটু পেছনেই রয়েছে জাহান্নাম, (সেখানে) তাকে গলিত পুঁজ (জাতীয় পানি) পান করানো হবে,

১৭. সে অতি কষ্টে তা গলাধকরণ করতে চাইবে, কিন্তু গলাধকরণ করা তার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব হবে না, (উপরন্তু) চারদিক থেকেই তার ওপর মৃত্যু আসবে, কিন্তু সে কোনোমতেই মরবে না; বরং তার পেছনে থাকবে (আরো) কঠোর আযাব।

১৮. যারা তাদের মালিককে অস্বীকার করে তাদের (ভালো) কাজের (প্রতিফল পাওয়ার) উদাহরণ হচ্ছে ছাই ভস্মের (একটি সত্মুপের) মতো, ঝড়ের দিন প্রচন্ড বাতাস এসে যা উড়িয়ে নিয়ে যায়; এভাবে (ভালো কাজের দ্বারা) যা কিছু এরা অর্জন করেছে তা দ্বারা তারা কিছুই করতে সক্ষম হবে না; আর সেটা হচ্ছে এক মারাত্মক গোমরাহী।

১৯. (হে মানুষ,) তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহ তায়ালা আসমানসমুহও যমীনকে যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন, (তোমরা যদি এর ওপর না চলো তাহলে) তিনি ইচ্ছা করলে (এ যমীন থেকে) তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে নতুন (কোনো) সৃষ্টি (তোমাদের জায়গায়) আনয়ন করতে পারেন,

২০. আর এটা বিপুল ক্ষমতাবান আল্লাহর কাছে মোটেই কঠিন কিছু নয়।

২১. (মহাবিচারের দিন) তারা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, অতপর যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিলো তারা (তাদের উদ্দেশ করে)- যারা অহংকার করতো, বলবে, (দুনিয়ায়) আমরা তো তোমাদের অনুসারীই ছিলাম, (আজ কি) তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে সামান্য কিছু হলেও আমাদের জন্যে কম করতে পারবে? তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের (আজ নাজাতের) কোনো পথ দেখিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তোমাদেরও (তা) দেখিয়ে দিতাম, (মুলত) আজ আমরা ধৈর্য ধরি কিংবা ধৈর্যহারা হই, উভয়টাই আমাদের জন্যে সমান কথা, (আল্লাহর আযাব থেকে আজ) আমাদের কোনোই নিষ্কৃতি নেই।

২২. যখন বিচার ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান জাহান্নামীদের বলবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে (যে) ওয়াদা করেছেন তা (ছিলো) সত্য ওয়াদা, আমিও তোমাদের সাথে (একটি) ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদার বরখেলাপ করেছি; (আসলে) তোমাদের ওপর আমার তো কোনো আধিপত্য ছিলো না, আমি তো শুধু এটুকুই করেছি, তোমাদের (আমার দিকে) ডেকেছি, অতপর আমার ডাকে তোমরা সাড়া দিয়েছো, তাই (আজ) আমার প্রতি তোমরা (কোনো রকম) দোষারোপ করো না, বরং তোমরা তোমাদের নিজেদের ওপরই দোষারোপ করো; (আজ) আমি (যেমন) তোমাদের উদ্ধারে (কোনো রকম) সাহায্য করতে পারবো না, (তেমনি) তোমরাও আমার উদ্ধারে কোনো সাহায্য করতে পারবে না; তোমরা যে (আগে) আমাকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছো, আমি তাও আজ অস্বীকার করছি (এমন সময় আল্লাহর ঘোষণা আসবে); অবশ্যই যালেমদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব।

২৩. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে (রং বে-রংয়ের) ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে অনন্তকাল অবস্থান করবে; সেখানে (চারদিক থেকে) 'সালাম সালাম' বলে তাদের অভিবাদন হবে।

২৪. তুমি কি লক্ষ্য করোনি, আল্লাহ তায়ালা কালেমায়ে তাইয়েবার কি (সুন্দর) উপমা পেশ করেছেন, (এ কালেমা) যেন একটি উৎকৃষ্ট (জাতের) গাছ, যার মুল (যমীনে) সুদৃঢ়, যার শাখা প্রশাখা আসমানে (বিসত্মৃত),

২৫. সেটি প্রতি মৌসুমে তার মালিকের আদেশে ফল দান করে; আল্লাহ তায়ালা মানুষদের জন্যে (এভাবেই) উপমা পেশ করেন, যাতে করে তারা (এসব উপমা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৬. (আবার) খারাপ কালেমার তুলনা হচ্ছে একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষের (মতো), যাকে (যমীনের) উপরিভাগ থেকেই মুলোৎপাটন করে ফেলা হয়েছে, এর কোনো রকম স্থায়িত্বও নেই।

২৭. আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের তাঁর শাশ্বত কালেমা দ্বারা মযবুত রাখেন, দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালীন জীবনে, যালেমদের আল্লাহ তায়ালা (এমনি করেই) বিভ্রান্তিতে রাখেন, তিনি (যখন) যা চান তাই করেন।

২৮. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করোনি যারা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত অস্বীকার করার মাধ্যমে (তাকে) বদলে দিয়েছে, পরিণামে তারা নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের (এক চরম) স্তরে নামিয়ে এনেছে।

২৯. জাহান্নামে (-র অতলে, যেখানে) তারা সবাই প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট (সেই) বাসস্থান!

৩০. এরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে তাঁর কিছু সমকক্ষ উদ্ভাবন করে নিয়েছে, যাতে করে তারা (সাধারণ মানুষদের) তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে; (হে নবী, এদের) তুমি বলো, (সামান্য কিছুদিনের জন্যে) তোমরা ভোগ করে নাও, অতপর (অচিরেই জাহান্নামের) আগুনের দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

৩১. (হে নবী,) আমার যে বান্দা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বলো, তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে যেন তারা (আমারই পথে) ব্যয় করে, গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, (কেয়ামতের) সে দিনটি আসার আগে, যেদিন (মুক্তির জন্যে) কোনো রকম (সম্পদের) বেচাকেনা চলবে না- না (এ জন্যে কারো) কোনো রকমের বন্ধুত্ব (কাজে লাগবে)।

৩২. (তিনিই) মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি আসমানসমুহও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তা দিয়ে আবার যমীন থেকে তোমাদের জীবিকার জন্যে নানা প্রকারের ফলমুল উৎপাদন করেছেন, তিনি যাবতীয় জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যেন তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী তা সমুদ্রে বিচরণ করে বেড়ায় এবং (এ কাজের জন্যে) তিনি নদীনালাকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন,

৩৩. তিনি চন্দ্র সুর্যকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এর উভয়টা (একই নিয়মের অধীনে) চলে আসছে, আবার তোমাদের (সুবিধার) জন্যে রাতদিনকেও তিনি তোমাদের অধীন করেছেন।

৩৪. তোমরা তাঁর কাছ থেকে (প্রয়োজনের) যতো কিছুই চেয়েছো তার সবই তিনি (তোমাদের সামনে) এনে হাযির করেছেন এবং তোমরা যদি (সত্য সত্যই) তাঁর সব নেয়ামত গণনা করতে চাও, তাহলে কখনোই তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না; মানুষ (আসলেই) অতিমাত্রায় সীমালঘংনকারী ও (নেয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞ বটে।

৩৫. (স্মরণ করো), যখন ইবরাহীম (আল্লাহর কাছে) দোয়া করলো, হে আমার মালিক, এ (মক্কা) শহরকে (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহরে পরিণত করো এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিদের মুর্তিপুজা করা থেকে দূরে রেখো।

৩৬. হে আমার মালিক, নিসন্দেহে এ (মুর্তি)-গুলো বহু মানুষকেই গোমরাহ করেছে, অতপর যে আমার আনুগত্য করবে সে আমার দলভুক্ত হবে, আর যে ব্যক্তি আমার না-ফরমানী করবে (তার দায়িত্ব তোমার ওপর নয়), নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৩৭. হে আমাদের মালিক, আমি আমার কিছু সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে একটি অনুর্বর উপত্যকায় এনে আবাদ করলাম, যাতে করে- হে আমাদের মালিক, এরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তুমি (তোমার দয়ায়) এমন ব্যবস্থা করো যেন মানুষদের অন্তর এদের দিকে অনুরাগী হয়, তুমি ফলমুল দিয়ে তাদের রেযেকের ব্যবস্থা করো, যাতে ওরা তোমার (নেয়ামতের) শোকর আদায় করতে পারে।

৩৮. হে আমাদের মালিক, আমরা যা কিছু গোপন করি এবং যা কিছু প্রকাশ করি, নিশ্চয়ই তুমি তা সব জানো; আসমানসমু হে কিংবা যমীনের (যেখানে যা কিছু ঘটে এর) কোনোটাই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।

৩৯. সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাকে আমার (এ) বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক (তুল্য দুটো নেক সন্তান) দান করেছেন; অবশ্যই আমার মালিক (তাঁর বান্দাদের) দোয়া শোনেন।

৪০. হে আমার মালিক, তুমি আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আমার সন্তানদের মাঝ থেকেও (নামাযী বান্দা বানাও), হে আমাদের মালিক, আমার দোয়া তুমি কবুল করো।

৪১. হে আমাদের মালিক, যেদিন (চূড়ান্ত) হিসাব কিতাব হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সকল ঈমানদার মানুষদের (তোমার অনুগ্রহ দ্বারা) ক্ষমা করে দিয়ো।

৪২. (হে নবী,) তুমি কখনো মনে করো না, এ যালেমরা যা কিছু করে যাচ্ছে তা থেকে আল্লাহ তায়ালা গাফেল রয়েছেন; (আসলে) তিনি তাদের সেদিন আসা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখছেন যেদিন (তাদের) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে,

৪৩. তারা আকাশের দিকে চেয়ে ভীত স ন্¿স্ত অবস্থায় (দৌড়াতে) থাকবে, তাদের নিজেদের প্রতিই নিজেদের কোনো দৃষ্টি থাকবে না, (ভয়ে) তাদের অন্তর বিকল হয়ে যাবে।

৪৪. (হে নবী,) তুমি মানুষদের একটি (ভয়াবহ) দিনের আযাব (আসা) থেকে সাবধান করে দাও (এমন দিন সত্যিই যখন এসে হাযির হবে), তখন এ যালেম লোকেরা বলবে, হে আমাদের মালিক, আমাদের তুমি কিছুটা সময়ের জন্যে অবকাশ দাও; এবার আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং আমরা (তোমার) রসুলদের অনুসরণ করবো (জবাবে বলা হবে); তোমরা কি (সেসব লোক)- যারা ইতিপুর্বে শপথ করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে, তোমাদের (এ জীবনের) কোনোই ক্ষয় নেই!

৪৫. অথচ তোমরা তাদের (পরিত্যক্ত) বাসভূমিতেই বাস করতে, যারা (তোমাদের আগে) নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করেছিলো এবং (এ কারণে) আমি তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করেছিলাম তাও তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিলো, তোমাদের জন্যে আমি তাদের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছিলাম,

৪৬. (সোজা পথে) এরা (বিভিন্ন) চক্রান্তের পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের সেসব চক্রান্ত লিপিবদ্ধ আছে; যদিও তাদের সে চক্রান্ত (দেখে মনে হচ্ছিলো তা বুঝি) পাহাড় টলিয়ে দিতে পারবে!

৪৭. (হে নবী,) তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর নবীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভংগকারী মনে করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী;

৪৮. (প্রতিশোধ হবে সেদিন) যেদিন এ পৃথিবী ভিন্ন (আরেক) পৃথিবী দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে, (একইভাবে) আসমানসমু হও (ভিন্ন আসমানসমুহদ্বারা বদলে যাবে) এবং মানুষরা সব (হিসাবের জন্যে) এক মহাক্ষমতাধর মালিকের সামনে গিয়ে হাযির হবে।

৪৯. সেদিন তুমি অপরাধীদের সবাইকে শৃংখলিত অবস্থায় দেখতে পাবে,

৫০. ওদের পোশাক হবে আলকাতরার (মতো বীভৎস), তাদের মুখমন্ডল আগুন আচ্ছাদিত করে রাখবে।

৫১. (এটা এ কারণে,) আল্লাহ তায়ালা যেন প্রতিটি অপরাধী ব্যক্তিকেই তার কর্মের প্রতিফল দিতে পারেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

৫২. এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে এক (মহা) পয়গাম, যাতে করে এ (গ্রন্থ) দিয়ে (পরকালীন আযাবের ব্যাপারে) তাদের সতর্ক করে দেয়া যায়, তারা যেন (এর মাধ্যমে) এও জানতে পারে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, (সর্বোপরি) বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাতে করে (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

সুরা আল হেজর

মক্কায় অবতীর্ণ- আয়াত ৯৯, রুকু ৬

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

১. আলিফ লাম-রা। এগুলো হচ্ছে সেই মহান গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত।

পারা ১৪

২. (এমন একটি দিন অবশ্যই আসবে যেদিন) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তারা চাইবে,যদি (সত্যি সত্যিই) তারা মুসলমান হয়ে যেতো!

৩. (হে নবী,) তুমি তাদের (নিজ নিজ অবস্থার ওপর) ছেড়ে দাও, তারা খাওয়া দাওয়া করুক, ভোগ উপভোগ করতে থাকুক, (মিথ্যা) আশা তাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, অচিরেই তারা জানতে পারবে (কোন্ প্রতারণার জালে তারা আটকে পড়েছিলো)।

৪. যে কেনো জনপদকেই আমি ধ্বংস করি না কেন- তার (ধ্বংসের) জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময় আগে থেকেই লিপিবদ্ধ থাকে।

৫. কোনো জাতিই তার (ধ্বংসের) কাল (যেমন) ত্বরান্বিত করতে পারে না, (তেমনি) তারা তা বিলম্বিতও করতে পারে না।

৬. তারা বলে, ওহে- যার ওপর কোরআন নাযিল করা হয়েছে- তুমি অবশ্যই একজন উন্মাদ ব্যক্তি।

৭. তুমি সত্যবাদী (নবী) হলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদের নিয়ে আসো না কেন!

৮. (হে নবী, তুমি তাদের বলো,) আমি ফেরেশতাদের (কখনো) কোনো সঠিক (কারণ) ছাড়া নাযিল করি না, (তাছাড়া একবার যদি আযাবের আদেশ নিয়ে) ফেরেশতারা এসেই যায়, তবে তো আর তাদের কোনো অবকাশই দেয়া হবে না।

৯. আমিই উপদেশ (সম্বলিত কোরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।

১০. তোমার আগেও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মাঝে আমি রসূল পাঠিয়েছিলাম।

১১. তাদের কাছে এমন একজন রসূলও আসেনি, যার সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেনি।

১২. এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে (ঠাট্টা বিদ্রূপের) এ (প্রবণতা)-কে সঞ্চার করে দেই,

১৩. এরা কোনো অবস্থায়ই তার ওপর ঈমান আনবে না, (আসলে) এ নিয়ম তো আগের মানুষদের থেকেই চলে এসেছে।

১৪. আমি যদি এদের ওপর আসমানের দরজাও খুলে দেই, অতপর তারা যদি তাতে চড়তেও শুরু করে (তারপরও এরা ঈমান আনবে না),

১৫. বরং বলবে, আমাদের দৃষ্টিই মোহাবিষ্ট হয়ে গেছে, কিংবা আমরা হচ্ছি এক যাদুগ্রস্ত সমপ্রদায়।

১৬. (তাকিয়ে দেখো, কিভাবে) আমি আকাশে গম্বুজ তৈরী করে রেখেছি, অতপর তাকে দর্শকদের জন্যে (তারকারাজি দ্বারা) সুসজ্জিত করে রেখেছি,

১৭. তাকে আমি প্রতিটি অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফা্যত করে রেখেছি।

১৮. হাঁ, যদি কেউ চুরি করে (ফেরেশতাদের) কোনো কথা শুনতে চায় তাহলে সাথে সাথেই একটি প্রদীপ্ত উল্কা তার পেছনে ধাওয়া করে।

১৯. আমি যমীনকে বিস্তৃত করে (বিছিয়ে) দিয়েছি, ওতে আমি পর্বতমালাকে (পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছি, (যেন তা নড়াচড়া করতে না পারে) এবং তাতে প্রতিটি জিনিস আমি সুপরিমিতভাবে উৎপাদন করেছি।

২০. ওতে আমি তোমাদের জন্যে এবং অন্য সব সৃষ্টির জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি, তোমরা যাদের (কারোই) রেযেকদাতা নও।

২১. কোনো জিনিস এমন নেই যার ভান্ডার আমার হাতে নেই এবং সুনির্দিষ্ট একটি পরিমাণ ছাড়া আমি তা নাযিল করি না।

২২. আমিই বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, তারপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, অতপর আমিই তোমাদের তা পান করাই, তোমরা নিজেরা তো তার এমন কোনো ভান্ডার জমা করে রাখোনি (যে, সেখান থেকে এসব সরবরাহ আসছে)।

২৩. অবশ্যই আমি (তোমাদের) জীবন দান করি, (আবার) আমিই তোমাদের মৃত্যু্য ঘটাই, (সর্বশেষে) আমিই হবো (সব কিছুর নিরংকুশ) মালিক।

২৪. তোমাদের আগে যারা (এ যমীন থেকে) গত হয়ে গেছে তাদের (যেমন) আমি জানি, তেমনি তোমাদের পরবর্তীদেরও আমি (ভালো করে) জানি।

২৫. নিসন্দেহে তোমার মালিক একদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন; তিনি অবশ্যই প্রবল প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

২৬. অবশ্যই আমি মানুষকে ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে পয়দা করেছি,

২৭. আর (হাঁ,) জিন্! তাকে আমি আগেই আগুনের উত্তপ্ত শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি।

২৮. (স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আমি (অচিরেই) ছাঁচে ঢালা ঠনঠনে শুকনো মাটি থেকে মানুষ পয়দা করতে যাচ্ছি ।

২৯. অতপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি সুঠাম করে নেবো এবং আমার রূহ থেকে (কিছু) তাতে ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সাজদাবনত হয়ে যাবে,।

৩০. অতপর (আল্লাহর আদেশে) ফেরেশতারা সবাই সাজদা করলো,

৩১. একমাত্র ইবলীস ছাড়া- সে সাজদাকারীদের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।

৩২. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমার কি হলো, তুমি যে সাজদাকারীদের দলে শামিল হলে না!

৩৩. সে বললো (হে আল্লাহ), আমি কখনো এমন মানুষের জন্যে সাজদা করতে পারি না- যাকে তুমি ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে বানিয়েছো।

৩৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (তাই যদি বলো) তাহলে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কেননা তুমি অভিশপ্ত,

৩৫. হিসাব নিকাশের দিন পর্যন্ত তোমার ওপর অভিশাপ।

৩৬. সে বললো (হে মালিক, তাহলে) তুমিও আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন তাদের পুনরায় জীবিত করা হবে।

৩৭. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ যাও), যাদের (এ) অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তরভুক্ত (হলে),

৩৮. (এ অবকাশ) সুনির্দিষ্ট সময় আসার দিন পর্যন্ত।

৩৯. সে বললো, হে আমার মালিক, তুমি যেভাবে (আজ) আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলে (আমিও তোমার শপথ করে বলছি), আমি মানুষদের জন্যে পৃথিবীতে তাদের (গুনাহের কাজসমূহ) শোভন করে তুলবো এবং তাদের সবাইকে আমি পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো,

৪০. তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার খাঁটি বান্দা তাদের কথা আলাদা।

৪১. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (আমার নিষ্ঠাবান বান্দাহদের জন্যে মূলত) আমার কাছ পর্যন্ত (পৌঁছানোর) এটাই হচ্ছে সহজ সরল পথ।

৪২. (হাঁ,) এ গোমরাহ মানুষদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া অন্যরা অবশ্যই আমার (খাঁটি) বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোনো আধিপত্য চলবে না।

৪৩. আর অবশ্যই জাহান্নাম হচ্ছে তাদের সবার প্রতিশ্রুত স্থান,

৪৪. তাতে থাকবে সাতটি (বিশালকায়) দরজা; (আবার) এগুলোর প্রতিটি দরজা (দিয়ে প্রবেশ করা)-এর জন্যে থাকবে এক একটা নির্দিষ্ট অংশ।

৪৫. (এর বিপরীত) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তারা অবশ্যই (সেদিন) জান্নাত ও ঝর্ণাধারায় (বহুমুখী নেয়ামতে) অবস্থান করবে;

৪৬. (এই বলে তাদের অভিবাদন জানানো হবে,) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সেখানে প্রবেশ করো।

৪৭. তাদের অন্তরে ঈর্ষা বিদ্বেষ যাই থাক আমি (সেদিন) তা দূর করে দেবো, তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি সেখানে অবস্থান করবে।

৪৮. সেখানে তাদের কোনোরকম অবসাদ স্পর্শ করবে না, আর তাদের সেখান থেকে কোনো দিন বেরও করে দেয়া হবে না।

৪৯. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের একথা বলে দাও, আমি অবশ্যই অসীম ও পরম দয়ালু,

৫০. (তাদের আরো বলে দাও) নিসন্দেহে আমার আযাবও হচ্ছে অত্যন্ত কঠোর।

৫১. (হে নবী,) তুমি তাদের ইবরাহীমের মেহমানের কাহিনী থেকে (কিছু কথা) শোনাও।

৫২. যখন তারা তার কাছে হাযির হয়ে বললো, (তোমার ওপর) 'সালাম', তখন সে (তাদের ভাব ভংগি দেখে) বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদের ব্যাপারে শংকিত।

৫৩. ওরা বললো, না, তুমি আশংকা করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানবান সন্তানদানের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।

৫৪. সে বললো, তোমরা আমার (এমন অবস্থার) ওপর (সন্তানদানের) সুসংবাদ দিচ্ছো- (যখন) বার্ধক্য (-জনিত অবস্থা) আমাকে স্পর্শ করে ফেলেছে, অতপর (এ অবস্থায়) তোমরা আমাকে কিসের সুসংবাদ দেবে?

৫৫. তারা বললো, হাঁ, আমরা তোমাকে সঠিক সুসংবাদই দিচ্ছি, অতএব তুমি হতাশাগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ো না।

৫৬. সে বললো, গোমরাহ ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে কে নিরাশ হতে পারে?

৫৭. হে (আল্লাহর পাঠানো) ফেরেশতারা, বলো (আমাকে এ সুসংবাদ দেয়া ছাড়া) তোমাদের (সামনে) আর কি (অভিযান) রয়েছে?

৫৮. তারা বললো (হাঁ), আমাদের এক নাফরমান জাতির বিরুদ্ধে (অভিযানে) পাঠানো হয়েছে (যারা অচিরেই বিনাশ হয়ে যাবে)।

৫৯. তবে লূতের আপনজনরা বাদে; আমরা অবশ্যই (আযাবের সময়) তাদের সবাইকে উদ্ধার করবো।

৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয় (আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে বলেন), আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, সে (আযাবের সময়) পশ্চাদ্বর্তী দলভুক্ত হয়ে থাকবে।

৬১. যখন (সে) ফেরেশতারা লূতের পরিবার পরিজনদের কাছে এসে হাযির হলো,

৬২. (তখন) সে বললো আপনারা তো (দেখছি) অপরিচিত ধরনের লোক।

৬৩. তারা বললো (না আসলে তা নয়), আমরা তো বরং তাদের কাছে সে (আযাবের) বিষয়টাই নিয়ে এসেছি, যার ব্যাপারে তারা ছিলো সন্দিগ্ধ।

৬৪. আমরা (তোমার কাছে) সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং আমরা (হচ্ছি) সত্যবাদী।

৬৫. সুতরাং তুমি রাতের কিছু অংশ থাকতে তোমার লোকজনসহ (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে পড়ো এবং তুমি নিজে তাদের পেছনে পেছনে চলতে থেকো, (সাবধান!) তোমাদের মধ্যে একজনও যেন পেছনে ফিরে না তাকায়, (ঠিক) যেদিকে (যাওয়ার জন্যে) তোমাদের আদেশ করা হবে, সেদিকেই চলতে থাকবে।

৬৬. (ইতিমধ্যে) আমি তার কাছে এ ফয়সালা পাঠিয়ে দিয়েছি যে, এ জনপদের মানুষগুলোকে ভোর হতেই মূলোৎপাটিত করে দেয়া হবে।

৬৭. (ইতিমধ্যে) নগরের অধিবাসীরা উল্লসিত হয়ে (লূতের কাছে এসে) হাযির হলো।

৬৮. (এদের আসতে দেখে) সে বললো (হে আমার দেশবাসী), এরা হচ্ছে আমার মেহমান, (এদের সাথে অশালীন আচরণ করে) তোমরা আমাকে অপমান করো না।

৬৯. তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমাকে (এদের সামনে) হেয় করো না।

৭০. তারা বললো, আমরা কি তোমাকে সৃষ্টিকূলের (মেহমানদারী করা) থেকে নিষেধ করিনি?

৭১. (এদের উক্তি শুনে) সে বললো, (একান্তই) যদি তোমরা কিছু (কামনা বাসনা চরিতার্থ) করতে চাও, তবে এখানে আমার (জাতির) মেয়েরা রয়েছে (এদের বিয়ে করে তোমরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারো);

৭২. (আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে নবী,) তোমার জীবনের শপথ (করে বলছি, সেদিন) এরা নিদারুণ এক নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছিলো (আল্লাহর গর্বের কোনো কথাই এরা বিশ্বাস করলো না)।

৭৩. অতপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এক মহানাদ (এসে) তাদের ওপর আঘাত হানলো,

৭৪. তারপর আমি তাদের নগরগুলো উলটিয়ে দিলাম এবং ওদের ওপর পাকানো মাটির পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম;

৭৫. অবশ্যই এ (ঘটনার) মাঝে পর্যবেক্ষনসম্পন্ন মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) বহু নিদর্শন রয়েছে।

৭৬. (ধ্বংসস্তূপের নিদর্শন হিসেবে) তা (আজো) রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে (আছে)।

৭৭. অবশ্যই এর মাঝে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহর) নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে;

৭৮. (লূতের জাতির মতো) 'আইকা'র অধিবাসীরাও যালেম ছিলো।

৭৯. অতপর আমি তাদের কাছ থেকেও (তাদের নাফরমানীর) প্রতিশোধ নিলাম, আর (আজ এ) উভয় (জনপদই আযাবের চিহ্ন বহন করে) প্রকাশ্যে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে;

৮০. (একইভাবে) 'হেজর'বাসীরাও নবীদের অস্বীকার করেছিলো,

৮১. আমি আমার নিদর্শনসমূহ তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতপর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো,

৮২. তারা পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের জন্যে ঘর বানাতো (এ আশায় যে), তারা (সেখানে) নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারবে।

৮৩. অতপর (নাফরমানীর জন্যে একদিন) প্রত্যুষে তাদের ওপর মহানাদ এসে আঘাত হানলো,

৮৪. সুতরাং তারা (জীবনভর) যা কিছু কামাই করেছে, (আল্লাহর গযবের সামনে) তা কোনোই কাজে আসেনি।

৮৫. (জেনে রেখো,) আকাশমালা, যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোনোটাই আমি অযথা পয়দা করিনি; অবশ্যই (সব কিছুর শেষে) একদিন কেয়ামত আসবে (এবং এ সৃষ্টিলীলা ধ্বংস হয়ে যাবে), অতএব হে নবী, তুমি পরম ঔদাসীন্যের সাথে (ওদের) উপেক্ষা করো।

৮৬. নিশ্চয়ই তোমার মালিক হচ্ছেন এক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

৮৭. অবশ্যই আমি তোমাকে সাত আয়াত (বিশিষ্ট একটি সূরা) দিয়েছি, যা (নামাযের ভেতর ও বাইরে) বার বার পঠিত হয়- আরো দিয়েছি (জীবন বিধান হিসাবে) মহান (গ্রন্থ) কোরআন।

৮৮. আমি এ (কাফেরদের) মাঝে কিছু লোককে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো তোমার দু'চোখ তুলে তাকাবে না, তাদের (অবস্থার) ওপর তুমি কোনো লোভ করবে না, (ওদের কথা বাদ দিয়ে) বরং তুমি ঈমানদারদের দিকেই ঝুঁকে থেকো।

৮৯. (সবাইকে) বলে দাও, আমি হচ্ছি (জাহান্নামের) সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র,

৯০. যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত তাদের ওপরও আমি এভাবেই (কেতাব) নাযিল করেছিলাম,

৯১. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করেছে।

৯২. সুতরাং (হে নবী,) তোমার মালিকের শপথ, ওদের আমি অবশ্যই প্রশ্ন করবো,

৯৩. (প্রশ্ন করবো) সেসব বিষয়ে যা কিছু (আচরণ) তারা (কোরআনের সাথে) করেছে।

৯৪. অতএব তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি খোলাখুলি জনসম্মুক্ষে তা বলে দাও এবং (এর পরও) যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে তাদের তুমি উপেক্ষা করো।

৯৫. বিদ্রূপকারী ব্যক্তিদের মোকাবেলায় আমিই তোমার জন্যে যথেষ্ট,

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তারা অচিরেই (তাদের পরিণাম) জানতে পারবে।

৯৭. (হে নবী,) আমি (একথা) ভালো করেই জানি, ওরা যা কিছু বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়,

৯৮. অতএব তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তুমিও সাজদাকারীদের দলে শামিল হয়ে যাও,

৯৯. (হে নবী,) যতক্ষণ পর্য ন্ত তোমার কাছে নিশ্চিত (মৃত্যুজনিত) ঘটনা না আসবে ততোক্ষণ পর্য ন্ত তুমি তোমার মালিকের এবাদাত করতে থাকো।

সূরা আন্ নাহল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১২৮, রুকু ১৬

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. (এ বুঝি) আল্লাহ তায়ালার (আযাবের) আদেশ এসে গেলো! অতপর (হে কাফেররা), এর জন্যে তোমরা (মোটেই) তাড়াহুড়ো করো না; তিনি মহিমান্বিত, এ (যালেম) লোকেরা তাঁর সাথে (অন্যদের) যে (ভাবে) শরীক করে, তিনি তার থেকে অনেক উর্ধ্বে।

২. তিনি ওহী দিয়ে তাঁর আদেশবলে তাঁর যে বান্দার ওপর চান ফেরেশতাদের পাঠান, মানুষদের সতর্ক করে দাও, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।

৩. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাবিধি তৈরী করেছেন; তারা যাদের (তাঁর সাথে) শরীক করে তিনি তার চাইতে অনেক ঊর্ধ্বে।

৪. তিনি (ক্ষুদ্র একটি) শুক্রকণা থেকে (যে) মানুষ তৈরী করেছেন- (আশ্চর্যের ব্যাপার!) সে (এখানে এসে স্বয়ং তার স্রষ্টার সাথেই) প্রকাশ্য বিতর্ককারী বনে গেলো!

৫. তিনি চতুস্পদ জানোয়ার পয়দা করেছেন, তোমাদের জন্যে ওতে শীত বস্ত্রের উপকরণ (সহ) আরো অনেক ধরনের উপকার রয়েছে, (সর্বোপরি) তাদের কিছু অংশ তোমরা তো আহারও করে থাকো,

৬. তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে ওদের ঘরে ফিরিয়ে আনো, আবার প্রভাতে যখন ওদের (চারণভূমিতে) নিয়ে যাও, তখন এর মাঝে তোমাদের জন্যে (নয়নাভিরাম) সৌন্দর্য উপকরণ থাকে,

৭. তোমাদের (পণ্য সামগ্রীর) বোঝাও তারা (এমন দূর-দুরান্তের) শহরে (বন্দরে) নিয়ে যায়, যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতিরেকে তোমরা (কোনোদিনই সেসব পণ্য নিয়ে) পৌঁছুতে পারতে না; অবশ্যই তোমাদের মালিক তোমাদের ওপর স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু,

৮. (তিনি) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা (সৃষ্টি করেছেন), যাতে তোমরা আরোহণ করো, (এ ছাড়া তাতে) শোভা (বর্ধনের ব্যবস্থাও) রয়েছে; তিনি আরো এমন (অনেক ধরনের জন্তু-জানোয়ার) পয়দা করেছেন, যার (পরিমাণ ও উপযোগিতা) সম্পর্কে তোমরা (এখনও পর্য ন্ত) কিছুই জানো না।

৯. আল্লাহ তায়ালার ওপরই (নির্ভর করে মানুষদের) সরল পথ নির্দেশ করা, (বিশেষ করে) যেখানে (অন্য পথের মধ্যে) কিছু বাঁকা পথও রয়েছে, তিনি যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকেই সরল পথে পরিচালিত করতে পারতেন।

১০. তিনিই আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেন, তার কিছু অংশ হচ্ছে পান করার আর (কিছু অংশ এমন, সেখানে) তা দ্বারা গাছপালা (জন্মায়) যাতে তোমরা (জন্তু-জানোয়ারদের) প্রতিপালন করো।

১১. সে (পানি) দ্বারা তিনি তোমাদের জন্যে শস্য উৎপাদন করেন- যায়তুন, খেজুর ও আংগুর (সহ) সব ধরনের ফল (জন্মান), অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে।

১২. তিনি তোমাদের (সুবিধার) জন্যে রাত, দিন ও চাঁদ সুরুজকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন; নত্ররাজিও তাঁর আদেশে নিয়ন্ত্রণাধীন (রয়েছে), অবশ্যই এর মাঝে তাদের জন্যে (প্রচুর) নিদর্শন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন,

১৩. রং বে-রংয়ের আরো অনেক বস্তুও (তিনি তোমাদের নিয়ন্তণাধীন করেছেন), যা পৃথিবীর বুকে তিনি তোমাদের জন্যেই সৃষ্টি করে রেখেছেন; অবশ্যই এসব (কিছুর) মাঝে সেসব জাতির জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা (এসব থেকে) নসীহত গ্রহণ করে।

১৪. তিনিই সমুদ্রকে (তোমাদের) অধীনস্থ করে দিয়েছেন, যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা মাছ খেতে পারো এবং তা থেকে তো তোমরা (মণিমুক্তার) গহনাও আহরণ করো, যা তোমরা পরিধান করো, তোমরা দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে ওর বুক চিরে জলযানগুলো এগিয়ে চলে, যেন তোমরা এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ (রেযেক) সন্ধান করতে পারো, (সর্বোপরি) তোমরা যেন তাঁর (নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

১৫. তিনিই যমীনের মধ্যে পাহাড়সমূহ রেখে দিয়েছেন, যাতে করে যমীন তোমাদের নিয়ে (এদিক সেদিক) ঢলে না পড়ে, তিনিই নদী ও পথঘাট বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা (সব জায়গা দিয়ে নিজেদের) গ ন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারো,

১৬. (তিনি তোমাদের জন্যে) বিভিন্ন (ধরণের) চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, (তা ছাড়া) নত্রের (অবস্থান) দ্বারাও তারা পথের দিশা পায়।

১৭. অতপর (তোমরাই বলো,) যিনি (এতো কিছু) সৃষ্টি করেন তিনি কি (করে) তার মতো (হবেন) যে কিছু সৃষ্টিই করতে পারে না; তোমরা কি (এ থেকে) কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৮. তোমরা যদি (তোমাদের ওপর) আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতগুলো গণনা করতে চাও, তাহলে কখনো তা গণনা (করে শেষ) করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অসীম ও পরম দয়ালু।

১৯. তোমরা যা কিছু গোপন রাখো আর যা কিছু প্রকাশ করো, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন।

২০. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এরা কার্যসিদ্ধির জন্যে যাদের ডাকে, তারা তো নিজেরা কিছুই পয়দা করতে পারে না, বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়;

২১. সেগুলো তো হচ্ছে (কতিপয়) মৃত (বস্তু), জীবিত কিছু নয়, (অথচ) তাদের (এটুকুও) বোধ নেই যে, তাদের কখন আবার উঠিয়ে আনা হবে।

২২. (হে মানুষ,) তোমাদের মাবুদ তো একজন (তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই), অতপর যারা পরকালের ওপর ঈমান আনে না তাদের অ ন্তরসমূহ (এমনিই সত্য) অস্বীকারকারী হয়ে পড়ে এবং এরা নিজেরাও হয় (দারুণ) অহংকারী।

২৩. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা জানেন, এরা যা কিছু গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে, তিনি কখনো অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

২৪. যখন এদের (এ মর্মে) জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের মালিক কি ধরনের জিনিস নাযিল করলেন, তখন তারা বলে, তা তো আগের কালের উপকথা (ছাড়া আর কিছুই নয়)।

২৫. ফলে শেষ বিচারের দিন এরা নিজেদের (পাপের) ভার পূর্ণমাত্রায় বহন করবে, (এরা সেদিন) তাদের (পাপের) বোঝাও (বহন করবে) যাদের এরা জ্ঞান (-ভিত্তিক প্রমাণ) ছাড়া গোমরাহ করে দিয়েছিলো; (সেদিন) ওরা যা বহন করবে তা কতো নিকৃষ্ট!

২৬. এর আগেও (অনেক) মানুষ (দ্বীনের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করেছিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের (পরিকল্পনার সমগ্র) ইমারত তার ভিত্তিমূল থেকে নির্মূল করে দিয়েছিলেন, তার পর তাদের (এ চক্রান্তরূপী) ইমারতের ছাদ তাদের ওপরই ধসে পড়লো এবং তাদের ওপর এমন (বহু) দিক থেকেই আযাব এসে আপতিত হলো, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

২৭. কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা অতপর ওদের (আরো বেশী পরিমাণে) লাঞ্ছিত করবেন, তিনি (তাদের) জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় আমার সেসব শরীক যাদের ব্যাপারে তোমরা মানুষদের সাথে বাকবিতন্ডা করতে? যাদের (সঠিক) জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা (সেদিন) বলবে, অবশ্যই যাবতীয় অপমান লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ (আজ) কাফেরদের ওপরই (আপতিত হবে),

২৮. এরা হচ্ছে তারা, ফেরেশতারা (এমন অবস্থায়) যাদের মৃত্যু ঘটায় যখন তারা নিজেদের ওপর যুলুম করতে থাকে, অতপর তারা আত্মসমর্পণ করে (এবং বলে), আমরা তো কোনো মন্দ কাজ করতাম না; (ফেরেশতারা বলবে) হাঁ, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন।

২৯. সুতরাং (আজ) জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে তোমরা (আগুনে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে, অহংকারীদের আবাসস্থল কতো নিকৃষ্ট!

৩০. (অপরদিকে) পরহেযগার ব্যক্তিদের বলা হবে, তোমাদের মালিক (তোমাদের জন্যে) কি নাযিল করেছেন; তারা বলবে, (হাঁ, এ তো হচ্ছে) মহাকল্যাণ; যারা নেক কাজ করে তাদের জন্যে এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে, আর পরকালের ঘর তো হচ্ছে (আরো) উৎকৃষ্ট কল্যাণ; পরহেযগার ব্যক্তিদের (এ) আবাস কতো সুন্দর!

৩১. চিরস্থায়ী এক জান্নাত- যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, (উপরন্তু) সেখানে তারা যা কিছুই কামনা করবে তাই তাদের জন্যে (সরবরাহের ব্যবস্থা) থাকবে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা পরহেযগার ব্যক্তিদের (তাদের নেক কাজের) প্রতিফল দান করেন,

৩২. এরা হচ্ছে তারা, ফেরেশতারা যাদের পবিত্র অবস্থায় মৃত্যু ঘটাবে, তারা (তাদের উদ্দেশে) বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে আমল করতে তারই কারণে আজ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।

৩৩. (হে নবী, তুমি কি মনে করো,) ওরা (শুধু এ জন্যেই) অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে (একদিন) ফেরেশতা নাযিল হবে, কিংবা তোমার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো (আযাবের) হুকুম আসবে; এদের আগে যারা এসেছিলো

তারা এমনটিই করেছে; (এদের ওপর আযাব পাঠিয়ে) আল্লাহ তায়ালা কোনো যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

৩৪. অতপর তাদের ওপর তাদের (মন্দ) কাজের শাস্তি আপতিত হলো, (এক সময়) সে আযাব তাদের পরিবেষ্টন করে নিলো, যা নিয়ে তারা (হামেশা) ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বেড়াতো।

৩৫. মোশরেকরা বলে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা তো তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর এবাদাত করতাম না- না আমরা, না আমাদের বাপ দাদারা (অন্য কারো এবাদাত করতো), আমরা (তাঁর অনুমতি ছাড়া) কোনো জিনিস হারামও করতাম না; একই ধরনের কাজ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছে, (আসলে) রসূলদের ওপর সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কোনো (অতিরিক্ত) দায়িত্ব কি আছে?

৩৬. আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে (তাদের কাছে সে বলতে পারে,) তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এবং আল্লাহ তায়ালার বিরোধী শক্তিসমূহকে বর্জন করো, সে জাতির মধ্যে অতপর আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে হেদায়াত দান করেন, আর কতেক লোকের ওপর গোমরাহী চেপে বসে গেলো; অতএব তোমরা (আল্লাহর) যমীনে পরিভ্রমণ করো তারপর দেখো, যারা (রসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো!

৩৭. (হে নবী,) তুমি এদের হেদায়াতের ওপর যতোই আগ্রহ দেখাওনা কেন (এরা কখনো হেদায়াত পাবে না), কেননা আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না, আর এমন লোকদের (আযাব থেকে বাঁচানোর) জন্যে কোনো সাহায্যকারীও নেই!

৩৮. এরা আল্লাহ তায়ালার নামে শক্ত (ধরনের) শপথ করে বলে, যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় তাকে আল্লাহ তায়ালা কখনো (দ্বিতীয় বার) উঠিয়ে আনবেন না; (হে নবী, তুমি বলো,) হাঁ, (অবশ্যই এটা) তাঁর সত্য ওয়াদা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তো জানে না,

৩৯. (এটা তিনি) এ জন্যে (করবেন), যে বিষয়ে এরা মতবিরোধ করতো, (কেয়ামতের দিন) তাদের জন্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলে দেবেন এবং যারা (আজ) অস্বীকার করে তারাও (এ কথাটা) জেনে নেবে, তারা সত্যি সত্যিই ছিলো মিথ্যাবাদী।

৪০. আমি যখনই কোনো কিছু (ঘটাতে) চাই, তখন সে বিষয়ে আমার বলা কেবল এটুকুই হয় যে, 'হও' অতপর তা (সংঘটিত) হয়ে যায়।

৪১. (স্মরণ রেখো,) যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে (বিশেষ করে ঈমান আনার কারণে) তাদের ওপর যুলুম হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদের এ পৃথিবীতেই উত্তম আশ্রয় দেবো; আর আখেরাতের পুরস্কার- তা তো (এর থেকে) অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ। (কতো ভালো হতো) যদি তারা কথাটা জানতো!

৪২. যারা (বিপদে) ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে (তাদের জন্যে আখেরাতে অনেক পুরস্কার রয়েছে)।

৪৩. (হে নবী,) আমি তোমার আগেও (এ) মানুষদের মধ্য থেকেই (কিছু ব্যক্তিকে) রসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছি- যাদের ওপর আমি ওহী পাঠিয়েছি, অতএব, যদি তোমরা না জানো তাহলে কেতাবধারীদের জিজ্ঞেস করো,

৪৪. (এ সব নবীকে) আমি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও কেতাব সহকারে পাঠিয়েছি, (একইভাবে আজ) তোমার কাছেও কেতাব নাযিল করেছি, যাতে করে যে (শিক্ষা) মানুষদের জন্যে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তুমি তা তাদের সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে পারো, যেন তারা (নিজেরাও একটু) চিন্তা ভাবনা করে।

৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে হীন চক্রান্ত করে, তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত (ও নিরাপদ) হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তায়ালা (এ জন্যে) তাদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দেবেন না, কিংবা এমন কোনো দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এসে আপতিত হবে না, যা তারা কখনো চিন্তাও করতে পারেনি!

৪৬. কিংবা তাদের তিনি (এমন সময়) পাকড়াও করবেন, যখন তারা চলাফেরা করতে থাকবে, এরা কখনোই তাঁকে (তাঁর কোনো কাজে) অক্ষম করে দিতে পারবে না,

৪৭. অথবা (এমন হবে যে, প্রথমে) তিনি তাদের (কিছুদূর) চলার (অবকাশ) দেবেন, অতপর পাকড়াও করবেন, অবশ্যই তোমার মালিক একান্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।

৪৮. এরা কি আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি লক্ষ করে না যে, তার ছায়া আল্লাহর সামনে সাজদাবনত অবস্থায় (কখনো) ডান দিক থেকে (কখনো) বাঁ দিক থেকে (তাঁরই উদ্দেশে) ঢলে পড়ে, এরা সবাই তাঁর সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করে যাচ্ছে।

৪৯. যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং এ যমীনে বিচরণশীল যা কিছু আছে, আছে যতো ফেরেশতাকুল, তারা সবাই আল্লাহকে সাজদা করে যাচ্ছে, এদের কেউই (নিজেদের) বড়াই (যাহির) করে না।

৫০. (উপরন্তু) তারা ভয় করে তাদের মালিককে, যিনি (তাদের ওপর) পরাক্রমশালী, তাঁর পক্ষ থেকে তাদের যা আদেশ করা হয় তা তারা (বিনীতভাবে) পালন করে।

৫১. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তোমরা (আনুগত্যের জন্যে) দু'জন মাবুদ গ্রহণ করো না, মাবুদ তো শুধু একজন, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।

৫২. আকাশমন্ডলী ও যমীনের (যেখানে) যা কিছু আছে তা সবই তাঁর জন্যে, জীবন বিধানকে তাঁর অনুগত করে দেয়াই কর্তব্য; (এরপরও কি) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে।

৫৩. নেয়ামতের যা কিছু তোমাদের কাছে আছে তা তো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এসেছে। অতপর তোমাদের যদি কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন (তা দূর করার জন্যে) তাঁকেই তোমরা বিনীতভাবে ডাকতে শুরু করো,

৫৪. অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন তা দূরীভূত করে দেন, তখন তোমাদেরই এক দল লোক তাদের মালিকের সাথে অন্যদের শরীক বানিয়ে নেয়,

৫৫. যাতে করে আমি তাদের যা (নেয়ামত) দান করেছি তারা তা অস্বীকার করতে পারে; সুতরাং (কিছুদিনের জন্যে এ জীবনটা) তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা (এ অকৃতজ্ঞতার পরিণাম) জানতে পারবে।

৫৬. আমি ওদের যা কিছু রেযেক দান করেছি তার একাংশকে ওরা এমন সবার জন্যে নির্ধারণ করে নেয়; যারা (মূলত) জানেও না (রেযেকের উৎসমূল কোথায়?) আল্লাহ তায়ালার শপথ, তোমরা (তাঁর সম্পর্কে) যে মিথ্যা অপবাদ দিতে সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে!

৫৭. এ (মোশরেক) ব্যক্তিরা কন্যা সন্তানদের আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা এসব (কিছু) থেকে অনেক পবিত্র, মহিমান্বিত, ওরা নিজেদের জন্যে তাই কামনা করে যা তারা পছন্দ করে।

৫৮. অথচ যখন এদের কাউকে কন্যা (জন্ম) হওয়ার সুখবর দেয়া হয়, তখন (দুঃখে ব্যথায়) তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়,

৫৯. যে বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো তার মনের কষ্টের কারণে সে (তার) জাতির লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চায় (ভাবতে থাকে); সে কি এ (সদ্যপ্রসূত কন্যা সন্তান)-কে অপমানের সাথে রাখবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? ভালোভাবে শুনে রাখো, (আসলে কন্যা সন্তান সম্পর্কে) ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা অতি নিকৃষ্ট!

৬০. (বস্তুত) যারা আখেরাত দিবসের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে এ ধরনের নিকৃষ্ট পরিণামই রয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালার জন্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণাম, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৬১. আল্লাহ তায়ালা মানুষদের তাদের নাফরমানীর জন্যে যদি (সাথে সাথেই) পাকড়াও করতেন, তাহলে এ (যমীনের) বুকে কোনো (একটি বিচরণশীল) জীবকেই তিনি ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের এক বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতপর যখন (অবকাশের) সে সময় তাদের সামনে এসে হাযির হয়, তখন তারা (যেমন) মুহূর্তকালও বিলম্ব করতে পারে না, (তেমন) তাকে তারা একটুখানি এগিয়েও আনতে পারে না।

৬২. এরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে সে বিষয়টি প্রস্তাব করে যা স্বয়ং তারা (নিজেদের জন্যেও) পছন্দ করে না, তাদের জিহ্বা তাদের জন্যে মিথ্যা কথা বলে যে, (পরকালে) তাদের জন্যেই সব কল্যাণ রয়েছে; (অথচ) তাদের জন্যে সেখানে থাকবে (জাহান্নামের) আগুন এবং তারাই (সেখানে) সবার আগে নিক্ষিপ্ত হবে।

৬৩. (হে নবী,) আল্লাহর শপথ, তোমার আগেও আমি জাতিসমূহের কাছে নবী পাঠিয়েছিলাম, অতপর শয়তান তাদের (খারাপ) কাজসমূহ তাদের জন্যে শোভনীয় করে দিয়েছিলো, সে (শয়তান) আজো তাদের বন্ধু হিসেবেই (হাযির) আছে, তাদের (সবার) জন্যেই রয়েছে কঠোর আযাব।

৬৪. (হে নবী,) আমি তোমার ওপর (এ) কেতাব এ জন্যেই নাযিল করেছি যেন তুমি তাদের সামনে সে বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করতে পারো, (যে বিষয়ের মধ্যে) তারা মতবিরোধ করেছে, বস্তুত এ (কেতাব) হচ্ছে ঈমানদার লোকদের জন্যে হেদায়াত ও (আল্লাহ তায়ালার) অনুগ্রহস্বরূপ।

৬৫. আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর (একবার) মুর্দা হয়ে যাওয়ার পর সে পানি দিয়ে তিনি যমীনকে জীবিত করে তোলেন; অবশ্যই এতে (আল্লাহর কুদরতের) বহু নিদর্শন রয়েছে সে জাতির জন্যে, যারা (আল্লাহর কথা কান দিয়ে) শোনে।

৬৬. অবশ্যই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের মাঝে (প্রচুর) শিক্ষার বিষয় রয়েছে, তাদের উদরস্থিত (দুর্গন্ধময়) গোবর ও (নাপাক) রক্তের মধ্য থেকে নিসৃত (পানীয়) খাঁটি দুধ আমিই তোমাদের পান করাই, পানকারীদের জন্যে (এটি) বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু।

৬৭. খেজুর এবং আংগুর ফলের মধ্যেও (শিণীয় বিষয় রয়েছে), তা থেকে তোমরা নেশাকর (হারাম) জিনিস যেমন বের করে আনছো, তেমনি (তা থেকে হালাল এবং) উত্তম রেযেকও তোমরা লাভ করছো, নিসন্দেহে এতে (আল্লাহর কুদরতের) অনেক নিদর্শন আছে তাদের জন্যে, যারা জ্ঞানসম্পন্ন সম্প্রদায়ের লোক।

৬৮. তোমার মালিক মৌমাছিকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, পাহাড়ের (গায়ে) গাছে (-র ডালে) এবং (অন্য কিছুর ওপর) যা তোমরা বানাও তার ওপর নিজেদের থাকার ঘর নির্মাণ করো,

৬৯. তারপর প্রত্যেক ফল থেকে (রস আহরণ করে তা) খেতে থাকো, অতপর তোমার মালিকের (নির্ধারিত) পথ ধরে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে (সেদিকে) এগিয়ে চলো; (এভাবে) তার পেট থেকে রং বেরঙের পানীয় (দ্রব্য) বের হয়, যার মধ্যে মানুষদের নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে; (অবশ্য) এতেও নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা (আল্লাহর এ সৃষ্টি বৈচিত্র্য নিয়ে) চি ন্তা করে।

৭০. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন। তোমাদের কোনো ব্যক্তি (এমনও হবে যে, সে) বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতম স্তর পর্য ন্ত পৌঁছে যাবে, এতে করে (কৈশোরে এবং যৌবনে কোনো বিষয়ে) জানার পর সে (পুনরায়) অজ্ঞ হয়ে যাবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্বজ্ঞ, (তিনিই) সর্বশক্তিমান।

৭১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাউকে কারো ওপর রেযেকের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছেন, অতপর যাদের (এ ব্যাপারে) শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা (আবার) তাদের অধীনস্থ দাস দাসীদের নিজেদের সামগ্রী থেকে কিছুই দিতে চায় না, (তাদের আশংকা হচ্ছে, এমনটি করলে) এ ব্যাপারে তারা উভয়েই সমান (পর্যায়ের) হয়ে যাবে; তবে কি এরা আল্লাহর এ নেয়ামত অস্বীকার করে?

৭২. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড় পয়দা করেছেন এবং তোমাদের এ যুগল (দম্পতি) থেকে তিনি তোমাদের পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রেযেক দান করেছেন; তারপরও কি এরা বাতিলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে আর আল্লাহর নেয়ামত অবিশ্বাস করবে?

৭৩. এবং এরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাদের (বানানো মাবুদদের) গোলামী করবে, যাদের আকাশমন্ডলী ও যমীনের (কোথাও) থেকে কোনো প্রকারের রেযেক সরবরাহ করার কোনো ক্ষমতা নেই।

৭৪. সুতরাং (হে মানুষ,) তোমরা আল্লাহ তায়ালার কোনো সদৃশ দাঁড় করিয়োনা, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

৭৫. আল্লাহ তায়ালা (এখানে অপরের) অধিকারভুক্ত একটি দাসের উদাহরণ দিচ্ছেন, যে (নিজে থেকে) কোনো কিছুই করার মতা রাখে না- (উদাহরণ দিচ্ছেন) এমন ব্যক্তির (সাথে), যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রেযেক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে চলেছে; (তোমরা কি মনে করো) এরা উভয়েই সমান? (না কখনো নয়,) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু এদের অধিকাংশ মানুষই কিছু জানে না।

৭৬. আল্লাহ তায়ালা আরো দু'জন মানুষের উদাহরণ দিচ্ছেন, তাদের একজন হচ্ছে মূর্খ- সে কোনো কিছুই নিজে থেকে করতে (বা বলতে) পারে না, সে (সব সময়) নিজের মনিবের ওপর বোঝা হয়ে থাকে, যেখানেই তাকে সে পাঠায় না কেন, সে কোনো ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে না; এ (অক্ষম) ব্যক্তিটি কি সমান হতে পারে সে ব্যক্তির, যে (নিজে মুর্খ তো নয় বরং) সে অন্য মানুষদের ন্যায় কাজের আদেশ দিতে সক্ষম, (সর্বোপরি) যে ব্যক্তি সহজ সরল পথের ওপর আছে!

৭৭. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গায়েব (সংক্রা ন্ত জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহর জন্যেই (নির্দিষ্ট রয়েছে), কেয়ামতের ব্যাপারটি তো (তাঁর কাছে) চোখের পলকের চাইতে (বেশী) কিছু নয়, বরং তা তার চাইতেও নিকটবর্তী; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্ববিষয়ের ওপর শক্তিমান।

৭৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মায়ের পেট থেকে (এমন এক অবস্থায়) বের করে এনেছেন যে, তোমরা (তার) কিছুই জানতে না, অতপর তিনি তোমাদের কান, চোখ ও দিল দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।

৭৯. এরা কি পাখীটির দিকে তাকিয়ে দেখে না? যে আকাশের শূন্যগর্ভে (সহজে) বিচরণ করছে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কে আছে যিনি এদের (শূন্যের মাঝে) স্থির করে ধরে রাখেন, অবশ্যই এ (ব্যবস্থাপনার) মাঝে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

৮০. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরগুলোকে (শান্তির) নীড় বানিয়েছেন, তিনিই তোমাদের জন্য পশুর চামড়া দিয়ে (তাঁবুর হালকা) ঘর বানাবার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তোমরা ভ্রমণের দিনে তা সহজভাবে (বহন) করে নিতে পারো, আবার কোথাও অবস্থান নেয়ার সময়ও (তা ব্যবহার করতে পারো), ওদের পশম, ওদের লোম, ওদের কেশ থেকে তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে তোমাদের অনেক ব্যবহার (উপযোগী) সামগ্রী বানাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন।

৮১. আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের জন্যে পাহাড়ের মাঝে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি (আরো) ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্যে পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদের (প্রচন্ড) তাপ থেকে রক্ষা করে, (আরো) ব্যবস্থা করেছেন (এমন) পরিধেয়সমূহের যা তোমাদেরকে তোমাদের সমস্যা সংকট থেকে বাঁচিয়ে রাখে; এভাবেই তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দেন, যাতে করে তোমরা তাঁর অনুগত (বান্দা) হতে পারো।

৮২. যদি তারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তুমি জেনে রেখো, তাদের কাছে) সুস্পষ্ট বক্তব্য পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে তোমার একমাত্র দায়িত্ব।

৮৩. এ (সব) লোকেরা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত ভালো করেই চেনে, অতপর তারা তা অস্বীকার করে, (আসলে) ওদের অধিকাংশ (মানুষ)-ই হচ্ছে অকৃতজ্ঞ।

৮৪. (স্মরণ করো,) যেদিন আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এক একজন সাক্ষী উঠিয়ে আনবো, অতপর কাফেরদের কোনো রকম (কৈফিয়ত দেয়ার) অনুমতি দেয়া হবে না- না তাদের (সেদিন) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোনো সুযোগ দেয়া হবে।

৮৫. (সেদিন) যখন যালেমরা আযাব দেখতে পাবে (তখন চীৎকার করে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে), কিন্তু (কোনো চীৎকারেই) তাদের ওপর থেকে শাস্তি লঘু করা হবে না, না (এ ব্যাপারে) তাদের কোনোরকম অবকাশ দেয়া হবে।

৮৬. মোশরেক ব্যক্তিরা যাদের আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলো, (সেদিন) যখন তারা সেসব লোকদের দেখবে, তখন বলবে, হে আমাদের মালিক, এরাই তো আমাদের সেসব শরিক লোক- যাদের আমরা তোমার বদলে ডাকতাম, অতপর সে (শরীক কিংবা মোশরেক) ব্যক্তিরা উল্টো তাদের ওপরই অভিযোগ নিক্ষেপ করে বলবে, না, (আসলে) তোমরাই হচ্ছো মিথ্যাবাদী,

৮৭. তখন এ (মোশরেক) ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, যা কিছু কথা তারা উদ্ভাবন করতো (সেদিন) তা নিস্ফল হয়ে যাবে।

৮৮. যারা কুফরী করেছে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমি (সেদিন) তাদের আযাবের ওপর আযাব বৃদ্ধি করবো, এটা হচ্ছে তাদের (সেই) অশান্তি ও ফাসাদের শাস্তি, যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।

৮৯. (সেদিনের কথাও স্মরণ করো,) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে তাদের ওপর একজন সাক্ষী উত্থিত করবো এবং এ লোকদের ওপর আমি তোমাকেও সাক্ষীরূপে নিয়ে আসবো; আমি তোমার ওপর কেতাব নাযিল করেছি, মুসলমানদের জন্যে এ কেতাব হচ্ছে (দ্বীন সম্পর্কিত) সব কিছুর ব্যাখ্যা, (আল্লাহর) হেদায়াত ও মুসলমানদের জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদস্বরূপ।

৯০. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্নীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজকর্ম ও সীমালংঘনজনিত সব কাজ থেকে নিষেধ করেন, তিনি তোমাদের (এগুলো মেনে চলার) উপদেশ দেন, যাতে করে তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।

৯১. যখন তোমরা (নিজেদের মধ্যে) আল্লাহর নামে কোনো অংগীকার করো, তখন তা পূর্ণ করো এবং (একবার) এ (শপথ)-কে পাকাপোক্ত করে নেয়ার পর তা ভংগ করো না, কেননা (এ শপথের জন্যে) তোমরা আল্লাহকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা (কখন কোথায়) কি করো।

৯২. তোমরা কখনো সেই নারীর মতো হয়ো না, যে অনেক পরিশ্রম করে নিজের (জন্যে কিছু) সুতা কাটলো, কিন্তু পরে তা (নিজেই) টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো; তোমরা তো তোমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে (নিজেদের) শপথগুলো ধোকা প্রবঞ্চনার উদ্দেশে ব্যবহার করো, যাতে করে (তোমাদের) এক দল আরেক দল থেকে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেন মাত্র; (তা ছাড়া) তোমরা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করছো, কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তা (সবার সামনে) প্রকাশ করে দেবেন।

৯৩. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি বানিয়ে দিতে পারতেন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বিভ্রান্ত করেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন; তোমরা কি করতে সে সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে।

৯৪. তোমরা তোমাদের শপথগুলো পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশে গ্রহণ করো না, (এমন করলে মানুষের) পা একবার স্থির হওয়ার পর পুনরায় পিছলে পড়ে যাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের বাধা দেয়ার কারণে (এ দুনিয়ায়ও) তোমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আর (আখেরাতেও) তোমাদের জন্যে থাকবে কঠোর আযাব।

৯৫. তোমরা আল্লাহর (নামে) অংগীকারকে (দুনিয়ার) সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না; (সততা ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার) যা আল্লাহর কাছে আছে তা তোমাদের জন্যে অনেক উত্তম, যদি তোমরা জানতে!

৯৬. যা কিছু (সহায় সম্পদ) তোমাদের কাছে আছে তা (একদিন) নিশেষ হয়ে যাবে, অপরদিকে আল্লাহর কাছে (এর) যা (বিনিময়) আছে তা (হামেশাই) বাকী থাকবে; (সে আশায়) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং (ভালো কাজ) করেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের (সেসব) কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেবেন।

৯৭. (তোমাদের) পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে হবে যথার্থ মোমেন, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি দুনিয়ার বুকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং আখেরাতের জীবনেও তাদের (দুনিয়ার) জীবনের কার্যক্রমের অবশ্যই উত্তম বিনিময় দান করবো।

৯৮. অতপর তোমরা যখন কোরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তানের (ওয়াসওয়াসা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

৯৯. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (যাবতীয় কার্যকলাপে) তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর (শয়তানের) কোনোই আধিপত্য নেই।

১০০. তার সব আধিপত্য তো তাদের ওপরই (চলে), যারা তাকে বন্ধু (ও অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করেছে, (উপরন্তু) যারা তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক করেছে।

১০১. (হে নবী,) আমি যখন এক আয়াত পরিবর্তন করে তার জায়গায় আরেক আয়াত নাযিল করি- (অথচ) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেন তা তিনি ভালো করেই জানেন- তখন তারা বলে, তুমি তো এগুলো এমনিই নিজ থেকে বানিয়ে নিচ্ছো; (আসলে) তাদের অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর সূক্ষ রহস্য) জানে না।

১০২. তুমি তাদের বলো, হাঁ এ (কোরআন)-কে জিবরাঈল (ফেরেশতা) তোমার মালিকের কাছ থেকে ঠিকভাবেই নাযিল করেছে, যাতে করে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তাদের তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, (সর্বোপরি) এটা যেন হয় অনুগত বান্দাদের পথনির্দেশ ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী।

১০৩. (হে নবী,) আমি ভালো করেই জানি (এরা তোমার ব্যাপারে কি বলে), এরা বলে, এ (কোরআন) তো একজন মানুষ (এসে) এ ব্যক্তিকে পড়িয়ে দিয়ে যায়; (অথচ) যে ব্যক্তিটির দিকে এরা ইংগিত করে তার ভাষা আরবী নয়, আর এ (কোরআন) হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।

১০৪. (আসল কথা হচ্ছে,) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালাও তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না, আর তাদের জন্যেই মর্মান্তিক আযাব রয়েছে।

১০৫. নিজের পক্ষ থেকে কথা বানানো (কখনো নবীর কাজ হতে পারে না, বরং এটা) হচ্ছে তাদের কাজ, যারা আল্লাহর আয়াতের ওপর ঈমান আনে না, (আসলে) এরাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী।

১০৬. যে ব্যক্তি একবার ঈমান আনার পর কুফরী করে, যদি তাকে (কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে) বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপরই সন্তুষ্ট থাকে (তাহলে আল্লাহ তায়ালা তা হয়তো মাফ করে দেবেন), কিন্তু যে তার অ ন্তরকে কুফরীর জন্যে (সদা) উন্মুক্ত করে রাখে তাদের ওপর আল্লাহর গযব, তাদের জন্যেই রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১০৭. এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

১০৮. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের অ ন্তরে, (যাদের) কানে ও (যাদের) চেখের ওপর আল্লাহ তায়ালা সিল এঁটে দিয়েছেন, (আসলে) এরা সবাই (ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে) গাফেল।

১০৯. নিশ্চয়ই ওরা আখেরাতে (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১১০. (এর বিপরীত) যারা (ঈমানের পথে) নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অতপর (আল্লাহর পথে) জেহাদ করে এবং (বিপদে) ধৈর্য ধারণ করে (হে নবী), অবশ্যই তোমার মালিক এ (পরীক্ষা)-র পর তাদের প্রতি অসীম ও পরম দয়ালু (হবেন)।

১১১. (স্মরণ করো,) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করতে (এগিয়ে) আসবে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই (কানাকড়ি হিসাব করে) তার কৃতকর্মের প্রতিফল আদায় করে দেয়া হবে এবং তাদের (কারো) ওপর কোনো রকম অবিচার করা হবে না।

১১২. আল্লাহ তায়ালা এমন একটি জনপদের উদাহরণ (তোমাদের সামনে) উপস্থাপন করছেন, যা ছিলো নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, (সেখানে) চারদিক থেকে তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ রেযেক আসতো, অতপর (এক পর্যায়ে) তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করলো, ফলে তারা যে আচরণ করে বেড়াতো তার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক পরিয়ে শাস্তি দিলেন।

১১৩. অবশ্যই তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল এসেছিলো, অতপর তারা তাকে অস্বীকার করলো, (পরিশেষে আল্লাহর) আযাব তাদের যুলুম করা অবস্থায় পাকড়াও করলো!

১১৪. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যা কিছু পবিত্র ও হালাল রেযেক দিয়েছেন তোমরা তা আহার করো, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই গোলামী করো, তাহলে (এ জন্যে) আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

১১৫. তিনি তো তোমাদের ওপর (শুধু) মৃত (জন্তু), রক্ত এবং শুয়োরের গোশতই হারাম করেছেন, (আরো হারাম করেছেন) এমন জানোয়ার যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে, কিন্তু যদি কাউকে (এর কোনো একটার জন্যে) বাধ্য করা হয়- সে যদি বিদ্রোহী কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়, তাহলে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা অসীম ও পরম দয়ালু।

১১৬. তোমাদের জিহ্বা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে বলেই কখনো একথা বলো না যে, এটা হালাল ও এটা হারাম, (জেনে রেখো,) যারাই আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনোই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

১১৭. (তাদের জন্যে এটা পার্থিব জীবনের) সামান্য কিছু সামগ্রী (মাত্র, পরকালে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব।

১১৮. (হে নবী,) ইহুদীদের ওপর আমি সেসব কিছু হারাম করেছি যা ইতিপূর্বে আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, (এগুলো হারাম করে) আমি তাদের ওপর কোনো অবিচার করিনি, বরং তারা (আমার আদেশ না মেনে) নিজেরাই নিজেদের ওপর অবিচার করেছে।

১১৯. অতপর অবশ্যই তোমার মালিক (তাদের ওপর দয়া করেছেন) যারা অজ্ঞতাবশত কোনো গুনাহের কাজ করলো, অতপর (অন্যায় বুঝতে পেরে) তাওবা করলো এবং (সে অনুযায়ী) নিজেদের সংশোধনও করে নিলো (হে নবী,) তোমার মালিক অবশ্যই এরপর তাদের জন্যে (হবেন) অসীম ও পরম দয়ালু।

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলো একটি উম্মত (-এর সমমর্যাদাবান, সে ছিলো) আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ (বান্দা), সে কখনো মোশরেকদের অ ন্তর্ভুক্ত ছিলো না,

১২১. (সে ছিলো) আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তায়ালা তাকে (নবুওতের জন্যে) বাছাই করেছেন এবং তাকে তিনি সরল পথে পরিচালিত করেছেন।

১২২. আমি তাকে দুনিয়াতেও (প্রচুর) কল্যাণ দান করেছি, আর পরকালেও সে নিসন্দেহে নেক মানুষদের অন্তরভুক্ত (হবে);

১২৩. অতপর (হে নবী,) আমি তোমার ওপর ওহী পাঠালাম যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করো; আর সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

১২৪. শনিবার (পালন করা) তো কেবল তাদের জন্যেই (বাধ্যতামূলক) করা হয়েছিলো, যারা এ (বিষয়টি) নিয়ে (অযথা) মতবিরোধ করেছে; অবশ্যই তোমার মালিক কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন, যেসব বিষয়ে সেখানে তারা মতবিরোধ করতো।

১২৫. (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো, (কখনো তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তিতর্ক করো যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা; তোমার মালিক (এটা) ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে, (আবার) যে ব্যক্তি (হেদায়াতের) পথে রয়েছে তিনি তার সম্পর্কে ও সবিশেষ অবহিত আছেন।

১২৬. যদি তোমরা কাউকে শাস্তি দাও তাহলে ঠিক ততোটুকু শাস্তিই দেবে যতোটুকু (অন্যায়) তোমাদের সাথে করা হয়েছে; অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে (জেনে রেখো,) ধৈর্যশীলদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম।

১২৭. (হে নবী,) তুমি (নির্যাতন নিপীড়নে) ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য (সম্ভব হবে) শুধু আল্লাহ তায়ালার সাহায্য দিয়েই, এদের (আচরণের) ওপর দুঃখ করো না, এরা যে সব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।

১২৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে রয়েছেন যারা (জীবনের সর্বত্র) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলে, (সর্বোপরি) তারা হবে সৎকর্মশীল।

পারা ১৫

সুরা বনী ইসরাঈল

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১১১, রুকু ১২

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. পবিত্র ও মহিমান্বিত (সেই আল্লাহ তায়ালা), যিনি তাঁর (এক) বান্দাকে রাতের বেলায় মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন, যার পারিপার্শ্বিতাকে আমি (আগেই) বরকতপুর্ণ করে রেখেছিলাম, যেন আমি তাকে আমার (দৃশ্য অদৃশ্য) কিছু নির্দশন দেখাতে পারি; (মুলত) সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা তো স্বয়ং তিনিই।

২. আমি মুসাকে (-ও) কেতাব দিয়েছি, আমি এ (কেতাব)-কে বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের উপকরণ বানিয়েছিলাম (আমি আদেশ দিয়েছিলাম), আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তোমরা (নিজেদের) কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না।

৩. (তোমরা হচ্ছো সেসব লোকের বংশধর), যাদের আমি নুহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো (আমার) এক কৃতজ্ঞ বান্দা।

৪. আমি বনী ইসরাঈলদের প্রতি (তাদের) কেতাবের মধ্যে (এ কথার) ঘোষণা দিয়েছিলাম, অবশ্যই তোমরা দু'বার (আমার) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (মানুষের ওপর তখন) বড়ো বেশী বাড়াবাড়ি করবে।

৫. অতপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন এসে হাযির হলো, তখন (তোমাদের বিপর্যয় বন্ধ করার জন্যে) আমি তোমাদের ওপর আমার এমন কিছু বান্দাকে পাঠিয়েছিলাম, যারা ছিলো বীরত্বের অধিকারী, অতপর তারা (তোমাদের) ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছুই তছনছ করে দিয়ে গেলো; আর (এভাবেই) আমার (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়ে থাকে।

৬. অতপর আমি তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) দ্বিতীয় বার তোমাদের (সুদিন ফিরিয়ে দিলাম এবং) ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্তনি দিয়ে তোমাদের আমি সাহায্য করলাম, (সর্বোপরি এ জনপদে) আমি তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।

৭. যদি তোমরা কোনো ভালো কাজ করে থাকো তা করেছো (একান্তভাবে) তোমাদের নিজেদের জন্যে। (অপরদিকে) তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ করে থাকো, তার দায়িত্বও একান্তভাবে তার নিজের

ওপর; অতপর যখন আমার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় হাযির হলো, (তখন আমি আরেক দলকে তোমাদের মোকাবেলার জন্যে পাঠিয়েছিলাম) যেন তারা তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করে দিতে পারে, যেমন করে প্রথমবার এ ব্যক্তিরা মাসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করেছে (এবং এর প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছে, আবারও) যেন তারা মাসজিদে প্রবেশ করতে পারে এবং যে যে জিনিসের ওপর তারা অধিকার জমাতে পারে তা যেন তারা ধ্বংস করে দিতে পারে।

৮. সম্ভবত এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করবেন, আর তোমরা যদি (আবার বিদ্রোহের দিকে) ফিরে যাও তাহলে আমিও (আমার শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করবো, আর আমি তো কাফেরদের জন্যে জাহান্নামকে তাদের (চির) কারাগারে পরিণত করে রেখেছি।

৯. অবশ্যই এ কোরআন এমন এক পথের দিকে নির্দেশনা দেয় যা অতি (সরল ও) মযবুত এবং যেসব ঈমানদার মানুষ নেক আমল করে, এ (কেতাব) তাদের (এ) সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) এক মহাপুরস্কার রয়েছে।

১০. (অপরদিকে) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে (এক) কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

১১. আর মানুষ (যেভাবে নিজের জন্যে না বুঝে) অকল্যাণ কামনা করে, (তেমনি সে) তার (নিজের) জন্যে (বুঝে সুঝে) কিছু কল্যাণও (কামনা করে আসলে) মানুষ (কাংখিত বস্তুর জন্যে এমনিই) তাড়াহুড়ো করে।

১২. আমি রাত ও দিনকে (আমার কুদরতের) দুটো নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি, অতপর রাতের নিদর্শন আমি বিলীন করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে আমি করেছি আলোকময়, যাতে করে (এর আলোতে) তোমরা তোমাদের মালিকের রেযেক সংগ্রহ করতে পারো, (সর্বোপরি) তোমরা (এর মাধ্যমে) বছরের গণনা ও (এর) হিসাবও জানতে পারো; আর (এর) সব কয়টি বিষয়ই আমি খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।

১৩. প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যলিপি আমি তার গলায় (হারের মতো করে) ঝুলিয়ে রেখেছি; কেয়ামতের দিন তার জন্যে (আমলনামার) একটি গ্রন্থ আমি (তার সামনে) বের করে দেবো, সে তা (তার সামনে) খোলা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখবে।

১৪. (আমি তাকে বলবো) পড়ো, (এ হচ্ছে) তোমার আমলনামা; আজ নিজের হিসাবের জন্যে তুমি নিজেই যথষ্টে;

১৫. যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে চলবে, সে তো চলবে একান্ত ভাবে নিজের (ভালোর) জন্যে, যে ব্যক্তি গোমরাহ হবে তার গোমরাহীর দায়িত্ব অবশ্যই তার ওপর; (আসল কথা হচ্ছে, সেদিন) কেউই অন্য কারো (গুনাহের) ভার বইবে না; আর আমি কখনোই (কোনো জাতিকে) আযাব দেই না, যতোক্ষণ না আমি (সেখানে আযাব থেকে সতর্ককারী) কোনো রসুল না পাঠাই।

১৬. আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার বিত্তশালী লোকদের (ভালো কাজের) আদেশ করি, কিন্তু (তা না করে) সেখানে তারা গুনাহের কাজ করতে শুরু করে, অতপর (এ জন্যে) সেখানে আমার আযাবের ফয়সালা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, পরিশেষে আমি তা সম্পুর্ণরূপে বিনাশ করে দেই।

১৭. নুহের পর আমি (এই একই কারণে) কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি; (হে নবী,) তোমার মালিক তাঁর বান্দাদের গুনাহের খবর রাখা ও তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে (একাই) যথষ্টে।

১৮. কোনো ব্যক্তি দ্রুত (দুনিয়ার সুখ সম্ভোগ) পেতে চাইলে আমি তাকে এখানে তার জন্যে যতোটুকু দিতে চাই তা সত্বর দিয়ে দেই, (কিন্তু) পরিশেষে তার জন্যে জাহান্নামই নির্ধারণ করে রাখি, যেখানে সে প্রবেশ করবে একান্ত নিন্দিত, অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায়।

১৯. (অপরদিকে) যারা আখেরাত (ও তার সাফল্য) কামনা করে এবং তা পাওয়ার জন্যে যে পরিমাণ চষ্টো করা উচিত তেমনভাবেই চষ্টো করে, (সর্বোপরি) যারা হয় (সত্যিকার) মোমেন, (মুলত) তারাই হচ্ছে এমন লোক যাদের চেষ্টা সাধনা (আল্লাহর দরবারে) স্বীকৃত হয়।

২০. (হে নবী,) আমি এদের (যারা দুনিয়া চায়) এবং ওদের (যারা আখেরাত চায়), সবাইকেই তোমার মালিকের দান থেকে সাহায্য করে যাচ্ছি এবং তোমার মালিকের দান কারো জন্যেই বন্ধ নয়।

২১. (হে নবী,) তুমি দেখো, কিভাবে আমি (পার্থিব সম্পদের বেলায়) তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম; অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে আখেরাত অনেক বড়ো, তার ফযীলতও বহুলাংশে বেশী।

২২. (হে মানুষ,) আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ো না, নতুবা (পরকালে) তোমরা নিন্দিত অপমানিত ও নিসহায় হয়ে পড়বে।

২৩. তোমার মালিক আদেশ করছেন, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো এবাদাত করো না এবং তোমরা (তোমাদের) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো; তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (সাথে) বিরক্তি সুচক কিছু বলো না এবং কখনো তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলো।

২৪. অনুকম্পায় তুমি ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, হে (আমার) মালিক, ওদের প্রতি (ঠিক সেভাবেই) তুমি দয়া করো, যেমনি করে শৈশবে ওরা আমাকে লালন পালন করেছিলো।

২৫. (আসলে) তোমাদের মালিক তোমাদের অন্তরসমুহের ভেতরে যা আছে তা ভালো করেই জানেন; তোমরা (সত্যিই) যদি ভালো মানুষ হয়ে যাও তাহলে (আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন, কেননা), যারা তাওবা করে তিনি তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেন।

২৬. আত্মীয় স্বজনকে তাদের (যথার্থ) পাওনা আদায় করে দেবে, অভাবগ্রস্ত এবং মোসাফেরদেরও (তাদের হক আদায় করে দেবে), কখনো অপব্যয় করো না।

২৭. অবশ্যই অপব্যয়কারীরা হচ্ছে শয়তানের ভাই; আর শয়তান হচ্ছে তার মালিকের বড়োই অকৃতজ্ঞ!

২৮. যদি তোমাকে কখনো (এ) হকদারদের বিমুখ করতেই হয় (এ কারণে যে), তাকে দেয়ার মতো সম্পদ তোমার কাছে নেই এবং তুমি তোমার মালিকের কাছ থেকে অনুগ্রহ কামনা করছো, যা পাওয়ার তুমি আশাও রাখো তাহলে একান্ত নম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলো।

২৯. কখনো নিজের (ব্যয়ের) হাত নিজের গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যাতে কার্পণ্য প্রকাশ পায়), আবার তা সমপুর্ণ খুলেও রেখো না, অন্যথায় (বেশী খরচ করার কারণে) তুমি নিন্দিত নিস্ব হয়ে যাবে।

৩০. তোমার মালিক যাকে চান তার রেযেক বাড়িয়ে দেন, আবার যাকে চান তাকে কম করে দেন, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের (প্রয়োজন সম্পর্কে) ভালোভাবেই জানেন এবং (তাদের অবস্থাও) তিনি দেখেন।

৩১. তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনো দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না; আমি (যেমন) তাদের রেযেক দান করি (তেমনি) তোমাদেরও কেবল আমিই রেযেক দান করি; (রেযেকের ভয়ে) তাদের হত্যা করা (হবে) অবশ্যই একটি মহাপাপ।

৩২. তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না, নিসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।

৩৩. কোনো জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন; যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে (এ) অধিকার দিয়েছি (সে চাইলে রক্তের বিনিময় দাবী করতে পারে), তবে সে যেন হত্যার (প্রতিশোধ নেয়ার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে; কেননা (হত্যার মামলায় যে ব্যক্তি মযলুম) তাকেই সাহায্য করা হবে।

৩৪. এতীমদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে এমন কোনো পন্থায় যা (এতীমের জন্যে) উত্তম (বলে প্রমাণিত) হয় তা বাদে যতোক্ষণ পর্যন্ত সে (এতীম) তার বয়োপ্রাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয় এবং তোমরা (এদের দেয়া যাবতীয়) প্রতিশ্রুতি মেনে চলো, কেননা (কেয়ামতের দিন এ) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে (তোমাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৩৫. কোনো কিছু পরিমাপ করার সময় মাপ কিন্তু পুরোপুরিই করবে, আর (ওযন করার জিনিস হলে) দাঁড়িপাল্লা সোজা করে ধরবে; (লেনদেনের ব্যাপারে) এই হচ্ছে উত্তম পন্থা এবং পরিণামে (-র দিক থেকে) এটাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট।

৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, (অযথা) তার পেছনে পড়ো না; কেননা (কেয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অন্তর, এ সব কয়টির (ব্যবহার) সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।

৩৭. আল্লাহর যমীনে (কখনোই) দম্ভভরে চলো না, কেননা (যতোই অহংকার করো না কেন), তুমি কখনো এ যমীন বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায়ও তুমি কখনো পর্বত সমান হতে পারবে না।

৩৮. (হে নবী,) এগুলো সবই (খারাপ কাজ,) এর মন্দ দিকগুলো তোমার মালিকের কাছেও একান্ত ঘৃণিত।

৩৯. তোমার মালিক ওহীর মাধ্যমে যে প্রজ্ঞা দান করেছেন এ (সব) হচ্ছে তার অন্তরভুক্ত, যা তোমার মালিক ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন; তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানাবে না, অন্যথায় তুমি নিন্দিত, অপমানিত ও (আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে) বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষপ্তি হবে।

৪০. এটা কেমন কথা, তোমাদের মালিক তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করেছেন পুত্র সন্তান, আর নিজে ফেরেশতাদের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন; তোমরা সত্যিই (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) একটা জঘন্য কথা বলে বেড়াচ্ছো।

৪১. আমি এই কোরআনে (এ কথাগুলো) সবিস্তারে বর্ণনা করেছি, যাতে করে তারা এর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু এ (বিষয়)-টি তাদের (ঈমানের প্রতি) বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই বাড়ালো না।

৪২. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, যদি আল্লাহর সাথে আরো মাবুদ থাকতো যেমন করে এ (মোশরেক) লোকেরা বলে, তাহলে অবশ্যই তারা (এতোদিনে) আরশের মালিকের কাছে পৌঁছার একটা পথ বের করে নিতো।

৪৩. (মূলত) এরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যা কিছু (অবান্তর কথাবার্তা) বলে, তিনি তার চাইতে অনেক পবিত্র, অনেক মহিমান্বিত।

৪৪. সাত আসমান, যমীন এবং এ (দু'য়ের) মাঝখানে যা কিছু (মজুদ) আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে; (সৃষ্টিলোকে) কোনো একটি জিনিসই এমন নেই যা তাঁর প্রংশসা, পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের এ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না; অবশ্যই তিনি একান্ত সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।

৪৫. (হে নবী,) যখন তুমি কোরআন পাঠ করো তখন তোমার ও যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে আমি একটি প্রচ্ছন্ন পর্দা এঁটে দেই।

৪৬. আমি তাদের অন্তরের ওপর (এক ধরনের) আবরণ রেখে দেই, ওদের কানে (এনে) দেই বধিরতা, যাতে করে ওরা তা উপলব্ধি করতে না পারে, (তাই তুমি দেখবে); যখন তুমি কোরআনে তোমার মালিককে স্মরণ করতে থাকো, তখন তারা ঘৃণাভরে (তোমার কাছ থেকে) সরে পড়ে।

৪৭. আমি ভালো করেই জানি যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন ওরা কান পেতে (কি কথা) শোনে (আমি এও জানি), যখন এই যালেমরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করে বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করে চলেছো।

৪৮. হে নবী, দেখো, এরা তোমার ব্যাপারে কি ধরনের উপমা তৈরী করেছে, (মুলত এসব কারণেই) অতপর এরা গোমরাহ হয়ে গেছে, অতএব এরা সঠিক পথের সন্ধান পাবে না।

৪৯. এ (মুর্খ) লোকেরা বলে, আমরা (মৃত্যুর পর) হাড্ডিতে পরিণত হয়ে পচে গেলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরায় উত্থিত হবো?

৫০. তুমি (তাদের) বলো, (মৃত্যুর পর) তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহায় (পরিণত) হও (সর্বাবস্থায়ই তোমরা পুণরুত্থিত হবে),

৫১. কিংবা এমন কিছু সৃষ্টি, তোমাদের ধারণায় যার (বাস্তবায়ন) হওয়া খুবই কঠিন, অচিরেই তারা বলবে, (অবস্থা এমন হলে) কে আমাদের পুনরায় জীবিত করবে; তুমি বলো (হ্যাঁ), তিনিই করবেন যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতপর (তুমি দেখবে) তারা তোমার সামনে মাথা নাড়াবে এবং বলবে, (তাহলে) কবে হবে (এ সব কিছু); তুমি বলো, সম্ভবত সেদিন খুব শীঘ্রই (সংঘটিত) হবে।

৫২. যেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ডাক দেবেন এবং তোমরা সবাই তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, (আর) তোমরা ভাববে, সামান্য কিছু সময়ই তোমরা (কবরে) কাটিয়ে এসেছো!

৫৩. (হে নবী,) আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন (কথা বলার সময়) এমন সব কথা বলে যা উত্তম; (কেননা) শয়তান (খারাপ কথা দ্বারা) তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; আর শয়তান তো হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

৫৪. (হে মানুষ,) তোমাদের মালিক তোমাদের সম্পর্কে ভালো করেই জানেন; তিনি চাইলে তোমাদের ওপর দয়া করবেন, কিংবা তিনি চাইলে তোমাদের শাস্তি দেবেন (হে নবী); আমি তো তোমাকে তাদের ওপর কোনো অভিভাবক করে পাঠাইনি।

৫৫. তোমার মালিক (তাদের) ভালো করেই জানেন যা আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে (মজুদ) রয়েছে; আমি একেকজন নবীকে একেকজনের ওপর (স্বতন্ত্র কিছু) মর্যাদা দান করেছি, (এমনিভাবেই আমি) দাউদকে যাবুর কেতাব দান (করে মর্যাদাবান) করেছি।

৫৬. (হে নবী, এদের) বলো, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের (মাবুদ) মনে করে ডাকো, তাদের ডেকে দেখো, (দেখবে,) তারা তোমাদের কাছ থেকে কষ্ট দুর করার কোনো ক্ষমতাই রাখেনা না ক্ষমতা রাখে (তাকে) বদলে দেয়ার।

৫৭. ওরা যাদের ডাকে তারা (স্বয়ং) নিজেরাই তো তাদের মালিকের কাছে (পৌঁছার) উসিলা তালাশ করতে থাকে, (তারা দেখতে চায়) তাদের মধ্যে কে (আল্লাহ তায়ালার) নিকটতর হতে পারে এবং তারা তাঁরই দয়া প্রত্যাশা করে, তাঁর আযাবকে ভয় করে; (মুলত) তোমার মালিকের আযাব এমনই একটি বিষয় যা একান্ত ভীতিপ্রদ।

৫৮. এমন কোনো একটি জনপদ নেই যা আমি কেয়ামতের দিন আসার আগেই ধ্বংস করে দেবো না! কিংবা তাদের আমি কঠোর আযাব দেবো না! এসব কথা তো (আমার পাঠানো) কেতাবেই লিপিবদ্ধ আছে।

৫৯. আমাকে (আযাবের) নিদর্শনসমুহ পাঠানো থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই নিবৃত্ত করতে পারেনি যে, তাদের আগের লোকেরা তা অস্বীকার করেছে; আমি সামুদ জাতিকে দৃশ্যমান নিদর্শন (হিসেবে) একটি উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতপর তারা (আমার) সে (নিদর্শন)টির সাথে যুলুম করেছে; (আসলে) আমি ভয় দেখানোর জন্যেই (তাদের কাছে আযাবের) নিদর্শনসমুহ পাঠাই।

৬০. (হে নবী,) যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার মালিক (তার অপরিমিত জ্ঞানের পরিধি দিয়ে) সব মানুষদের পরিবষ্টেন করে আছেন; যে স্বপ্ন আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম তাকে আমি (আসলে) মানুষদের জন্যে পরীক্ষার (বিষয়) বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং কোরআনের (বর্ণিত) অভিশপ্ত গাছটিকেও (পরীক্ষার কারণ বানিয়েছি), (এভাবেই) আমি তাদের ভয় দেখাই, (মুলত) আমার ভয় দেখানো তাদের গোমরাহীই কেবল বাড়িয়ে দিয়েছে!

৬১. (স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সাজদা করো, তখন তারা সবাই (আমার আদেশে) সাজদা করলো, ইবলীস ছাড়া; সে বললো, আমি কি তাকে সাজদা করবো যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো।

৬২. সে বললো, তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছো যাকে তুমি আমার ওপর মর্যাদা দান করলে! যদি তুমি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও, তাহলে আমি অবশ্যই তার (গোটা) বংশধরদের নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসবো, তবে একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া (যারা বেঁচে থাকতে পারবে)।

৬৩. আল্লাহ তায়ালা বললেন, যাও, (দুর হয়ে যাও এখান থেকে, তাদের মধ্যে) যারা তোমার আনুগত্য করবে, তোমাদের সবার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, আর (জাহান্নামের) শাস্তিও পুরোপুরি (দেয়া হবে)।

৬৪. এদের মধ্যে যাকেই পারো তুমি তোমার আওয়ায দিয়ে গোমরাহ করে দাও, তোমার যাবতীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর গিয়ে চড়াও হও, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্তনিতে তুমি তাদের সাথী হয়ে যাও এবং (যতো পারো) তাদের (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দিতে থাকো; আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬৫. নিসন্দেহে যারা আমার (খাস) বান্দা তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না; (হে নবী,) তোমার মালিক (অবশ্যই তাদের) কর্মবিধায়ক হিসেবে যথষ্টে।

৬৬. (হে মানুষ,) তোমাদের মালিক তো হচ্ছেন তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান পরিচালনা করেন, যাতে করে তোমরা (জলে স্থলে তাঁর প্রদত্ত) রেযেক তালাশ করতে পারো; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের ওপর পরম দয়ালু।

৬৭. আর (উত্তাল) সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ মসিবত আপতিত হয় তখন আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (ইতিপূর্বে) তোমরা যাদের ডাকতে তারা সবাই (তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায় এবং (ডাকার জন্যে) এক আল্লাহই (সেখানে বাকী) থেকে যান; অতপর তিনি যখন তোমাদের স্থলে (এনে বিপদ থেকে) উদ্ধার করেন, তখনই তোমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও; (আসলে) মানুষ হচ্ছে (নেহায়াত) অকৃতজ্ঞ।

৬৮. তোমরা কি করে নিশ্চিত হয়ে গেছো, তিনি তোমাদের স্থলে এনে (এর কোথাও) তোমাদের গেড়ে দেবেন না, অথবা তোমাদের ওপর (মরণমুখী) কোনো ধূলিঝড় নাযিল করবেন না, (এমন অবস্থা যখন আসবে) তখন তোমরা কোনো অভিভাবকও পাবে না,

৬৯. অথবা তোমরা এ ব্যাপারেও কি নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, তিনি পুনরায় তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন না এবং (স্থলে এসে যে আচরণ তোমরা তাঁর সাথে করছো,) তোমাদের (সেই) অকৃতজ্ঞতার

শাস্তিস্বরূপ তিনি অতপর তোমাদের ওপর প্রচন্ড ঝড় পাঠাবেন না এবং তোমাদের (উত্তাল) সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবেন না! (আর এমন অবস্থা দেখা দিলে) তোমাদের জন্যে (সেদিন) আমার মোকাবেলায় কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

৭০. আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে আমি ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদের পবিত্র (জিনিসসমুহ দিয়ে) আমি রেযেক দান করেছি, অতপর আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

৭১. যেদিন আমি প্রত্যেক জাতিকে তাদের নেতাদের সাথে ডাকবো, সেদিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে, তারা (খুশী হয়ে তা) পড়তে শুরু করবে, তাদের ওপর সেদিন বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

৭২. যে ব্যক্তি (জেনে বুঝে) এখানে (সত্য থেকে) অন্ধ হয়ে থেকেছে, পরকালেও সে (আল্লাহর নেয়ামত থেকে) অন্ধ থেকে যাবে এবং (হেদায়াত থেকেও) সে হবে পথহারা!

৭৩. (হে নবী,) আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, তার (প্রচার ও প্রতিষ্ঠা) থেকে তোমার পদস্খলন ঘটাবার ব্যাপারে এরা কোনো প্রকার চষ্টো থেকেই বিরত থাকেনি, যাতে করে তুমি (ওহীর বদলে) আমার সম্পর্কে কিছু মিথ্যা কথা বানাতে শুরু করো, (যদি তেমন কিছু করতে) তাহলে এরা তোমাকে (তাদের ঘনিষ্ঠ) বন্ধু বানিয়ে নিতো।

৭৪. যদি আমি তোমাকে অবিচল না রাখতাম তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের দিকে সামান্য কিছুটা (হলেও) ঝুঁকে পড়তে।

৭৫. (আর এমনটি যদি হতো) তাহলে (এ) জীবনে ও মৃত্যু পরবর্তীকালে আমি তোমাকে দ্বিগুণ (শাস্তি) আস্বাদন করাতাম, অতপর তুমি আমার বিরুদ্ধে তখন কোনোই সাহায্যকারী পেতে না।

৭৬. (হে নবী,) এরা এ ব্যাপারেও কোনো চেষ্টার ত্রুটি করেনি যে, তোমাকে এ ভূখন্ড থেকে উৎখাত করে (এর বাইরে কোথাও ফেলে) দেবে, যদি তেমনটি হতো তাহলে তোমার পরে তারা নিজেরাও (সেখানে) সামান্য কিছুক্ষণই মাত্র টিকে থাকতে পারতো!

৭৭. তোমার আগে আমি যতো নবী রসুল পাঠিয়েছিলাম তাদের ব্যাপারে এই ছিলো আমার নিয়ম, আর তুমি আমার সে নিয়মের কখনো রদবদল (দেখতে) পাবে না।

৭৮. (হে নবী,) সুর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (সময়ের ভেতর) নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং ফজরের সময় কোরআন তেলাওয়াত (জারি রাখবে); অবশ্য ফজরের কোরআন তেলাওয়াত (সহজেই) পরিলক্ষিত হয়।

৭৯. রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ (নামায) প্রতিষ্ঠা করো, এটা তোমার জন্যে (ফরয নামাযের) অতিরিক্ত (একটা নামায), আশা করা যায় তোমার মালিক এর (বরকত) দ্বারা তোমাকে প্রশংসিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৮০. তুমি বলো, হে আমার মালিক (যেখানেই আমাকে নিয়ে যাও না কেন), তুমি আমাকে সত্যের সাথে নিয়ে যেও এবং (যেখান থেকেই আমাকে বের করো না কেন) সত্যের সাথেই বের করো এবং তোমার কাছ থেকে আমার জন্যে একটি সাহায্যকারী (রাষ্ট্র) শক্তি প্রদান করো।

৮১. তুমি বলো সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা (চিরতরে) বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অবশ্যই মিথ্যাকে বিলুপ্ত হতে হবে।

৮২. আমি কোরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালেমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

৮৩. যখন আমি মানুষদের ওপর কোনোরকম অনুগ্রহ করি তখন (তারা কৃতজ্ঞতার বদলে আমার দিক থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং (নিজেকে) দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, আবার যখন (কোনোরকম) কষ্ট মসিবত তাকে স্পর্শ করে তখন সে (একেবারে) নিরাশ হয়ে পড়ে।

৮৪. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ প্রকৃতির ওপর কাজ করে যাচ্ছে; অতপর তোমাদের মালিক ভালো করেই জানেন কে সঠিক পথের ওপর রয়েছে।

৮৫. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে জানতে চায় রূহ' কি (জিনিস), তুমি (এদের) বলো, রূহ হচ্ছে আমার মালিকের আদেশ সম্পর্কিত একটি বিষয়, (আসলে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) তোমাদের যা কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা নিতান্ত কম।

৮৬. (তারপরও) আমি তোমার প্রতি যে (কতোটুকু) ওহী পাঠিয়েছি, যদি আমি চাইতাম তা অবশ্যই তোমার ওপর থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম, আর (তেমন কিছু হলে) তুমি আমার মোকাবেলায় কোনোই সাহায্যকারী পেতে না,

৮৭. কিন্তু (এটা হচ্ছে) তোমার মালিকের একান্ত দয়া; এতে কোনোই সন্দেহ নেই, তোমার ওপর তার অনুগ্রহ অনেক বড়ো।

৮৮. তুমি (তাদের এও) বলো, যদি সব মানুষ ও জ্বিন (এ কাজের জন্যে) একত্রিত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ (কোনো কিছু) বানিয়ে আনবে, তাতেও তারা এর মতো কিছু (তৈরী করে) আনতে পারবে না, যদিও এ ব্যাপারে তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয় (তবুও নয়)।

৮৯. আমি এ কোরআনের মধ্যে মানুষদের (বুঝানোর) জন্যে সব ধরণের উপমা দ্বারা (হেদায়াতের বাণী) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অমান্য না করে ক্ষান্ত হলো না।

৯০. এরা বলে, কখনোই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে এ যমীন থেকে এক প্রস্রবণ (ধারা) প্রবাহিত না করবে,

৯১. কিংবা তোমার জন্যে খেজুরের অথবা আংগুরের একটি বাগান (তৈরী) হবে এবং তাতে তুমি অসংখ্য নদীনালা বইয়ে দেবে,

৯২. অথবা যেমন করে তুমি (কেয়ামত সম্পর্কে) মনে করো সে অনুযায়ী আসমানকে টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর ফেলে দেবে অথবা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) ফেরেশতাকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে,

৯৩. কিংবা থাকবে তোমার কোনো স্বর্ণ নির্মিত ঘর অথবা তুমি আরোহণ করবে আসমানে; কিন্তু আমরা তোমার (আকাশে) চড়ার ঘটনাও বিশ্বাস করবো না, যতোক্ষণ না তুমি (সেখান থেকে) আমাদের জন্যে একটি কিতাব নিয়ে আসবে যা আমরা পড়তে পারবো; (হে নবী,) তুমি (এদের শুধু এটুকু) বলো, মহান পবিত্র (আমার) আল্লাহ তায়ালা, আমি তো কেবল (তাঁর পক্ষ থেকে) একজন মানুষ, (একজন) রসুল বৈ কিছুই নই।

৯৪. যখনই মানুষদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) হেদায়াত এসেছে তখন তাদের ঈমান আনা থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসই বিরত রাখেনি যে, তারা বলতো, আল্লাহ তায়ালা (আমাদের মতো) একজন মানুষকেই কি নবী করে পাঠালেন!

৯৫. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, (যদি এ) যমীনে ফেরেশতারাই (বসবাস করতো এবং তারা এখানে) নিশ্চিন্তভাবে ঘুরে বেড়াতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্যে আসমান থেকে কোনো ফেরেশতাকেই নবী করে পাঠাতাম।

৯৬. তুমি বলো, আমার এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালাই (আমি মনে করি) সাক্ষী হিসেবে যথষ্টে, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে জানেন, তিনি (তাদের সব আচরণও) দেখেন।

৯৭. যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করেন সে-ই (মুলত) হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাদের (হেদায়াতদানের) জন্যে (হে নবী,) তুমি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর অন্য কাউকেই সাহায্যকারী পাবে না; এমন সব গোমরাহ লোকদের আমি কেয়ামতের দিন মুখের ওপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করবো, এরা তখন হবে অন্ধ, বোবা ও বধির; এদের সবার ঠিকানা হবে জাহান্নাম; যতোবার তা স্তিমিত হয়ে আসবে ততোবার আমি তাকে তাদের জন্যে (প্রজ্বলিত করে) আরো বাড়িয়ে দেবো।

৯৮. এ হচ্ছে তাদের (যথার্থ) শাস্তি, কেননা তারা আমার আয়াতসমুহকে অস্বীকার করতো, তারা আরো বলতো, (মৃত্যুর পর) যখন আমরা অস্থিতে পরিণত হয়ে যাবো ও চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবো?

৯৯. এ (মুর্খ) লোকেরা কি ভেবে দেখেনি, আল্লাহ তায়ালা যিনি আসমানসমুহ ও যমীন পয়দা করেছেন, তিনি এ বিষয়ের ওপরও ক্ষমতা রাখেন যে, তাদের মতো মানুষদের তিনি সৃষ্টি করতে পারেন, (দ্বিতীয় বার) তাদের পয়দা করার জন্যে একটি ক্ষণ তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন যাতে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই; তথাপি এ যালেম লোকেরা (সেদিনকে) অস্বীকার করেই যাচ্ছে।

১০০. (হে নবী,) বলো, আমার মালিকের দয়ার ভান্ডার যদি তোমাদের করায়ত্তে থাকতো, তবে তা ব্যয় হয়ে যাবে এ ভয়ে তোমরা তা আকঁড়ে রাখতে চাইতে, (আসলে) মানুষ (স্বভাবগতভাবেই) অতিশয় কৃপণ,

১০১. আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, অতএব (হে নবী), তুমি স্বয়ং বনী ইসরাঈলদের কাছেই (কথাটা) জিজ্ঞেস করো, যখন সে তাদের কাছে (নবী হয়ে) এসেছিলো, তখন ফেরাউন তাকে বলেছিলো, হে মুসা, আমি মনে করি তুমি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

১০২. (এর জবাবে) সে (মুসা) বলেছিলো, তুমি একথা ভালো করেই জানো, (নবুওতের প্রমাণ সম্বলিত এসব) অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান আসমানসমুহ ও যমীনের মালিক ছাড়া আর কেউই নাযিল করেননি, হে ফেরাউন, আমি তো মনে করি তুমি সত্যিই একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ।

১০৩. অতপর সে (ফেরাউন) তাদের (এ) যমীন থেকে উৎখাত করে দিতে চাইলো, কিন্তু আমি তাকে এবং যারা তার সংগী-সাথী ছিলো তাদের সবাইকে (এ না-ফরমানীর জন্যে) সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি।

১০৪. অতপর আমি বনী ইসরাঈলদের বললাম, (এবার) তোমরা এ যমীনে (নির্বিবাদে) বসবাস করো, এরপর যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতি (-র সময়) আসবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে সংকুচিত করে (আমার সামনে) নিয়ে আসবো।

১০৫. এ (কোরআন)-কে আমি সত্য (বাণী) সহকারে নাযিল করেছি, তাই তা সত্য নিয়েই নাযিল হয়েছে; আমি তো তোমাকে কেবল (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।

১০৬. আমি কোরআনকে (ভাগে ভাগে) বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে করে তুমিও ক্রমে ক্রমে তা মানুষদের সামনে পড়তে পারো, আর (এ কারণেই) আমি তা পর পর নাযিল করেছি।

১০৭. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা এ (কোরআন)-কে মানো কিংবা না মানো (তাতে এর মর্যাদা মোটেই ক্ষুণ্ন হবে না), যাদের এর আগে (আসমানী কেতাবের) জ্ঞান দেয়া হয়েছে (তাদের অবস্থা হচ্ছে), যখনি তাদের সামনে এটি পড়া হয় তারা নিজেদের মুখের ওপর সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।

১০৮. তখন তারা বলে, আমাদের মালিক পবিত্র, অবশ্যই আমাদের মালিকের ওয়াদা পরিপুর্ণ হবে।

১০৯. আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মুখের ওপর ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, (মুলত) এ (কোরআন) তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি করে।

১১০. তুমি (আরো) বলো, তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) আল্লাহ (বলে) ডাকো কিংবা রহমান; তোমরা যে নামেই তাঁকে ডাকো, তাঁর সবকটি নামই উত্তম, (হে নবী), চীৎকার করে নামায পড়ো না, আবার তা অতিশয় ক্ষীণভাবেও নয়, বরং (নামায পড়ার সময়) এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করো।

১১১. তুমি আরো বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি কখনো কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কখনোই কারো কোনো অংশীদারিত্ব ছিলো না, না তিনি কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হন যে, তাঁর কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন হয় (তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে), তুমি (শুধু) তাঁরই মাহাত্ম্য ঘোষণা করো পরমতম মাহাত্ম্য।

সুরা আল কাহাফ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১১০, রুকু ১২

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. সব তা'রীফ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি তাঁর (একজন বিশেষ) বান্দার প্রতি (এ) গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তার কোথাও তিনি কোনোরকম বক্রতা রাখেননি;

২. (একে তিনি) প্রতিষ্ঠিত করেছেন (সহজ সরল একটি পথের ওপর), যাতে করে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সে (নবী তাদের জাহান্নামের আযাবের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং যারা ঈমানদার, যারা নেক কাজ করে, তাদের সে (এ মর্মে) সুসংবাদ দিতে পারে (যে), তাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে উত্তম পুরস্কার রয়েছে,

৩. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে,

৪. এবং সেসব লোকদেরও ভয় দেখাবে যারা (মুর্খের মতো) বলে, আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৫. (অথচ এ দাবীর পক্ষে) তাদের কাছে কোনো জ্ঞান (-সম্মত দলীল প্রমাণ) নেই, তাদের বাপ দাদাদের কাছেও (এ ব্যাপারে কোনো যুক্তি) ছিলো না; এ সত্যিই বড়ো একটি কঠিন কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে; (আসলে) তারা (জঘন্য) মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না।

৬. (হে নবী,)যদি এরা এ কথার ওপর ঈমান না আনে তাহলে মনে হয় দুঃখে-কষ্টে তুমি এদের পেছনে নিজেকেই বিনাশ করে দেবে।

৭. যা কিছু এ যমীনের বুকে আছে আমি তাকে তার জন্যে শোভা বর্ধনকারী (করে) পয়দা করেছি, যাতে করে তাদের আমি পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে (কাজকর্মের দিক থেকে) কে বেশী উত্তম।

৮. (আজ) যা কিছু এর ওপর আছে, (একদিন ধ্বংস করে দিয়ে একে) আমি উদ্ভিদশুন্য মাটিতে পরিণত করে দেবো ।

৯. (হে নবী,) তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও পাহাড়ের (উপত্যকার) অধিবাসীরা আমার নিদর্শনসমুহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো?

১০. (ঘটনাটি এমন হয়েছিলো,) কতিপয় যুবক যখন গুহায় আশ্রয় নিলো, অতপর তারা (আল্লাহর দরবারে এই বলে) দোয়া করলো, হে আমাদের মালিক, একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ দান করো, আমাদের কাজকর্ম (আঞ্জাম দেয়ার জন্যে) তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখাও।

১১. অতপর আমি গুহার ভেতরে তাদের কানে বহু বছর ধরে (ঘুমের) পর্দা লাগিয়ে রাখলাম।

১২. তারপর (এক পর্যায়ে) আমি তাদের (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম, যাতে করে আমি একথা জেনে নিতে পারি (তাদের) দু'দলের মধ্যে কোন& দলটি ঠিক করে বলতে পারে যে, তারা কতোদিন সেখানে অবস্থান করেছিলো।

১৩. (হে নবী,) আমিই তোমার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি; (মুলত) তারা ছিলো কতিপয় নওজোয়ান ব্যক্তি, যারা তাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছিলো, আমি তাদের হেদায়াতের পথে এগিয়েও দিয়েছিলাম।

১৪. আমি তাদের অন্তকরণকে (ধৈর্য দ্বারা) দৃঢ়তা দান করেছি, যখন তারা (আল্লাহর পথে) দাঁড়িয়ে গেলো এবং ঘোষণা করলো, আমাদের মালিক তো হচ্ছেন তিনি, যিনি আসমানসমুহ ও যমীনের মালিক, আমরা কখনো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ডাকবো না, যদি (আমরা) এমন (অযৌক্তিক) কথা বলি তাহলে (তা হবে মারাত্মক) দ্বীন বিরোধী কাজ।

১৫. এরা হচ্ছে আমাদের স্বজাতির (লোক, যারা) তাঁকে বাদ দিয়ে অসংখ্য মাবুদ (-এর গোলামী) গ্রহণ করেছে; (তারা যদি সত্যবাদীই হয় তাহলে) তারা স্পষ্ট দলীল নিয়ে আসে না কেন? তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে!

১৬. (অতপর জোয়ানরা পরস্পরকে বললো,) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের যারা মাবুদ বানায় তাদের কাছ থেকে তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেই গেলে, তখন তোমরা (এখান থেকে বের হয়ে বিশেষ) একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও, (সেখানে) তোমাদের মালিক তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের (ছায়া) বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের বিষয়গুলো তোমাদের জন্যে সহজ করে দেবেন।

১৭. (হে নবী,) তুমি যদি (সে গুহা দেখতে, তাহলে) দেখতে পেতে, তারা তার (মধ্যবর্তী) এক প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে, সুর্য (তার) উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পাশ দিয়ে হেলে যাচ্ছে, (আবার) যখন তা অস্ত যায় তখন তা গুহার বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে (সুর্যের প্রখরতা কখনো তাদের কষ্টের কারণ হয় না); আসলে এ সবই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার (কুদরতের) নিদর্শন, (এ সব নিদর্শনের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত দান করেন সে-ই একমাত্র হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর (যাকে) তিনি গোমরাহ করেন সে কখনো কোনো পথ প্রদর্শনকারী ও অভিভাবক পেতে পারে না।

১৮. (হে নবী, তুমি যদি দেখতে তাহলে) তুমি তাদের ভাবতে, তারা বুঝি জেগেই রয়েছে, অথচ তারা কিন্তু ঘুমন্ত, আমি তাদের (কখনো) ডানে (কখনো) বামে পরিবর্তন করে দিতাম, তাদের কুকুরটি (গুহার) সামনে তার হাত দুটি প্রসারিত করে (পাহারারত অবস্থায় বসে) ছিলো, তুমি যদি তাদের দিকে (সত্যি) উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের কাছ থেকে পেছনে ফিরে পালিয়ে যেতে এবং তাদের (এ আজব দৃশ্য) দেখে তুমি নিসন্দেহে ভয়ে (তাদের থেকে) আতংকিত হয়ে যেতে।

১৯. এ ভাবেই তাদের আমি (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা (তাদের অবস্থান সম্পর্কে) নিজেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে; (কথা প্রসংগে) তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো (বলো তো), তোমরা এ গুহায় কতোকাল অবস্থান করেছো; তারা বললো, (বড়ো জোর) একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ আমরা (এখানে) অবস্থান করেছি; অতপর (যখন তারা একমত হতে পারলো না তখন) তারা বললো, তোমাদের মালিকই এ কথা জানেন, তোমরা (এ গুহায়) কতো কাল অবস্থান করেছো; এখন (সে বিতর্ক রেখে বরং) তোমরা তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ শহরে পাঠাও, সে (বাজারে) গিয়ে দেখুক কোন খাবার উত্তম, অতপর সেখান

থেকে কিছু খাবার তোমাদের কাছে নিয়ে আসুক, সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং সে যেন কোনো অবস্থায় কাউকে তোমাদের ব্যাপারে কিছু জানতে না দেয়।

২০. তারা হচ্ছে (এমন) সব লোক যদি তাদের কাছে তোমাদের (কথাটি) তারা প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তারা তোমাদের প্রস্তরাঘাত (করে হত্যা) করবে কিংবা তোমাদের (জোর করে) তারা তাদের দ্বীনে ফিরিয়ে নেবে, (আর একবার) তেমনটি হলে কখনোই তোমরা মুক্তি পাবে না।

২১. আর এভাবেই আমি (একদিন) তাদের ব্যাপার (শহরবাসীদের) জানিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা (এ কথা) জানতে পারে, (মৃতকে জীবন দেয়ার ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা (আসলেই) সত্য এবং কেয়ামতের (আসার) ব্যাপারেও কোনো রকম সন্দেহ নেই, যখন তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক করে যাচ্ছিলো, (তখন) কিছু লোক বললো, (তাদের সম্মানে) তাদের ওপর একটি (স্মৃতি-) সৌধ নির্মাণ করে দাও; (আসলে) তোমাদের মালিকই তাদের সম্পর্কে সর্বাধিক খবর রাখেন; (অপর দিকে) যেসব মানুষ তাদের কাজের ওপর বেশী প্রভাবশালী ছিলো তারা বললো (স্মৃতিসৌধ বানানোর বদলে চলো) আমরা তাদের ওপর একটি মাসজিদ বানিয়ে দেই।

২২. কিছু লোক বলে, (গুহার অধিবাসীরা ছিলো) তিন জন, ওদের মধ্যে চতুর্থটি (ছিলো) ওদের (পাহারাদার) কুকুর, (আবার) কিছু লোক বলে, (তারা ছিলো) পাঁচ জন, তাদের ষষ্ঠটি (ছিলো) ওদের কুকুর, (আসলে) অজানা অদেখা বিষয়সমুহের প্রতি এরা (খামাখা) অনুমান নিক্ষেপ করেই (এ সব কিছু) বলছে, তাদের কেউ বলে (ওরা ছিলো) সাত জন এবং অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো (হাঁ), আমার মালিক ভালো করেই জানেন ওদের (আসল) সংখ্যা কতো ছিলো, তাদের সংখ্যা খুব কমসংখ্যক লোকই বলতে পারে। তুমিও এদের ব্যাপারে সাধারণ আলোচনার বাইরে বেশী বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে (খামাখা অন্য) মানুষদের কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ করো না।

২৩. (হে নবী,) কখনো কোনো কাজের ব্যাপারে এ কথা বলো না, (এ কাজটি) আমি আগামীকাল করবো,

২৪. (হাঁ,) বরং (এভাবে বলো,) আল্লাহ তায়ালা যদি চান (তাহলেই আমি আগামীকাল এ কাজটা করতে পারবো), যদি কখনো (কোনো কিছু) ভুলে যাও তাহলে তোমার মালিককে স্মরণ করো এবং বলো, সম্ভবত আমার মালিক এর (কাহিনীর) চাইতে নিকটতর কোনো কল্যাণ দিয়ে আমাকে পথ দেখাবেন।

২৫. তারা তাদের (এ) গুহায় কাটিয়েছে মোট তিনশ বছর, তারা (এর সাথে) যোগ করেছে আরো নয় (বছর)।

২৬. (হে নবী,) তুমি বলো, (বস্তুত) একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক করে বলতে পারেন, ওরা (গুহায়) কতো বছর কাটিয়েছে, আসমানসমূহ ও যমীনের (যাবতীয়) গায়ব বিষয়ের জ্ঞান তো একমাত্র তাঁর (জন্যেই নির্দিষ্ট রয়েছে); কতো সুন্দর দ্রষ্টা তিনি, কতো সুন্দর শ্রোতা তিনি! তিনি ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনোই অভিভাবক নেই, আল্লাহ তায়ালা নিজের কতৃত্ব ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে কখনো শরীক করেন না।

২৭. (হে নবী,) তোমার ওপর তোমার মালিকের যে কেতাব নাযিল করা হয়েছে তা তুমি তেলাওয়াত করতে থাকো; তাঁর (কেতাবে বর্ণিত) কথাবার্তা রদবদল করার কেউই নেই, তিনি ছাড়া তুমি আর কোনোই আশ্রয়স্থল পাবে না।

২৮. (হে নবী,) তুমি নিজেকে সদা সে সব মানুষদের সাথে রেখে চলবে, যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের মালিককে ডাকে, তারা একমাত্র তাঁরই সনতুষ্টি কামনা করে এবং কখনো তাদের কাছ থেকে তোমার (স্নেহের) দৃষ্টি ফিরিয়ে

নিয়ো না, (তোমার অবস্থা দেখে এমন যেন মনে না হয় যে,) তুমি এই পার্থিব জগতের সৌন্দর্যই কামনা করো, কখনো এমন কোনো ব্যক্তির কথামতো চলো না, যার অন্তকরণকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির গোলামী করতে শুরু করেছে এবং যার কার্যকলাপ (আল্লাহ তায়ালার) সীমানা লংঘন করেছে।

২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, এ সত্য (দ্বীন) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে (এর ওপর) ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে (তা) অস্বীকার করুক, আমি তো এ (অস্বীকারকারী) যালেমদের জন্যে এমন এক আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বষ্টেনী তাদের পুরোপুরিই পরিবষ্টেন করে রাখবে; যখন তারা (পানির জন্যে) ফরিয়াদ করতে থাকবে তখন এমন এক গলিত ধাতুর মতো পানীয় তাদের দেয়া হবে, যা তাদের সমগ্র মুখমন্ডল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, কী ভীষণ (হবে সে) পানীয়; আর কী নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়ের স্থানটি!

৩০. আর যারাই আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে (তাদের কোনো আশংকা নেই), আমি কখনো তাদের বিনিময় বিনষ্ট করি না যারা নেক কাজ করে,

৩১. এদের জন্যে রয়েছে এমন এক স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তাদের সেখানে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সুক্ষ ও পুরু রেশমের পোশাক, (উপরন্তু) তারা সমাসীন হবে (এক) সুসজ্জিত আসনে, কতো সুন্দর (তাদের এ) বিনিময়; কতো চমৎকার (তাদের) আশ্রয়ের (এ) স্থানটি!

৩২. (হে নবী,) তাদের জন্যে তুমি দু'জন লোকের উদাহরণ পেশ করো, যাদের একজনকে আমি দুটো আংগুরের বাগান দান করেছিলাম এবং তাকে দুটো (কতিপয়) খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছিলাম, আবার এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে (পরিণত) করেছিলাম একটি সুফলা শস্যক্ষেত্রে।

৩৩. উভয় বাগানই (এক পর্যায়ে) যথষ্টে ফল দান করলো, (ফলদানে) বাগান দুটো কোনোরকম ত্রূটি করেনি, উভয় বাগানে আমি পানির ঝর্ণাধারাও প্রবাহিত করে রেখেছিলাম।

৩৪. (এক পর্যায়ে) তার অনেক ফল হয়ে গেলো, অতপর (একদিন) সে তার সাথীকে কথা প্রসংগে বললো, দেখো, আমি ধন-সম্পদের দিক থেকে তোমার চাইতে (যেমন) বড়ো, (তেমনি) জনবলেও আমি তোমার চাইতে বেশী শক্তিশালী।

৩৫. নিজের (শক্তি সামর্থের) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে করতে সে নিজের বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলো এবং বললো, আমি ভাবতেই পাচ্ছি না, এ বাগান (-এর সৌন্দর্য কোনো দিন) নিশেষ হয়ে যাবে!

৩৬. আমি (এও) মনে করি না, একদিন (এসব ধ্বংস হয়ে) কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং (কেয়ামতের পর) আমাকে যদি আমার মালিকের সামনে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তাহলে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো কিছু আমি (সেখানে) পাবো।

৩৭. (তার) সে (গরীব) সাথীটি যে তার সাথে কথা বলছিলো, বললো, (এ পার্থিব সম্পদ দেখে) তুমি কি সত্যিই সে মহান সত্তাকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে (প্রথমত) মাটি থেকে অতপর শুক্রকণা থেকে পয়দা করেছেন, পরিশেষে তিনি তোমাকে (একটি) মানুষের আকৃতিতে পুর্ণাংগ করেছেন;

৩৮. কিন্তু (আমি তো বিশ্বাস করি,) সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমার মালিক এবং আমার মালিকের (কোনো কাজের) সাথে আমি কাউকে শরীক করি না।

৩৯. কতো ভালো হতো তুমি যখন তোমার (ফলবতী) বাগানে প্রবেশ করলে, তখন যদি তুমি (একথাটি) বলতে, আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতিরেকে কারোই (কিছুই ঘটানোর) শক্তি নেই, যদিও তুমি আমাকে ধনে জনে তোমার চাইতে কম দেখলে (কিন্তু আমি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান রাখি)।

৪০. সম্ভবত আমার মালিক আমাকে তোমার (এ পার্থিব) বাগানের চাইতে আখেরাতে উৎকৃষ্ট (কোনো বাগান) দান করবেন এবং (অকৃতজ্ঞতার জন্যে) তার ওপর আসমান থেকে এমন কোনো বিপর্যয় নাযিল করবেন, ফলে তা (উদ্ভিদ) শুন্য (এক বিরান) ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

৪১. কিংবা তার পানি তার (যমীনের) নীচেই অন্তর্হিত হয়ে যাবে, (তেমন কিছু হলে) তুমি কখনো তা (আবার) খুঁজে আনতে পারবে না।

৪২. (অতপর তাই ঘটলো,) তার (বাগানের) ফলফলাদিকে বিপর্যয় এসে ঘিরে ফেললো, তখন সে ব্যক্তি সেই ব্যয়ের ওপর যা সে বাগানের (শোভাবর্ধনের পেছনে) করেছিলো, হাতের ওপর হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো (বাগানের অবস্থা এমন হলো যে), তা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো এবং সে (নিজের ভুল বুঝতে পেরে) বলতে লাগলো, কতো ভালো হতো যদি আমি আমার মালিকের (ক্ষমতার সাথে) অন্য কাউকে শরীক না করতাম!

৪৩. (যারা বাহাদুরী করেছে তাদের) কোনো দলই (আজ) তাকে আল্লাহর (এ প্রতিশোধের) মোকাবেলায় সাহায্য করার জন্যে (অবশিষ্ট) রইলো না না সে নিজে কোনো রকম প্রতিশোধ নিতে পারলো!

৪৪. (কেননা) এখানে রক্ষা করার যাবতীয় এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি একমাত্র সত্য, পুরস্কারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই উত্তম।

৪৫. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ পেশ করো (এ জীবনটা হচ্ছে) পানির মতো আমি তাকে আকাশ থেকে বর্ষণ করি, যার কারণে যমীনের উদ্ভিদ ঘন (সুশোভিত) হয়ে ওঠে, অতপর এক সময় বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে ফিরে; (মুলত) আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর প্রচন্ড ক্ষমতাবান।

৪৬. (আসলে) ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তনি হচ্ছে (তোমাদের) পার্থিব জীবনের কতিপয় (অস্থায়ী) সৌন্দর্য মাত্র, চিরস্থায়ী বিষয় হচ্ছে (মানুষের) নেক কাজ, (আর তা হচ্ছে) তোমার মালিকের কাছে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে অনেক ভালো, আর কোনো (কল্যাণময়) কিছু কামনা করতে গেলেও তা হচ্ছে উত্তম।

৪৭. যেদিন আমি পাহাড়সমুহকে চলমান করে (সরিয়ে) দেবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে, (তা) একটি শুন্য প্রান্তর, (সেদিন) আমি তাদের (মানবকুল)-কে এক জায়গায় জড়ো করবো, তাদের কোনো একজনকেও আমি বাদ দেবো না।

৪৮. তাদের (সবাই)-কে তোমার মালিকের সামনে সারিবদ্ধভাবে এনে হাযির করা হবে; (অতপর আমি বলবো, আজ তো) তোমরা সবাই আমার কাছে এসে গেছো (ঠিক) যেমনি করে আমি তোমাদের প্রথম বার পয়দা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা (অনেকেই) মনে করতে, আমি তোমাদের (দ্বিতীয় বার আমার কাছে হাযির করার) জন্যে কোনো সময় (- সুচী) নির্ধারণ করে রাখিনি!

৪৯. (অতপর তাদের সামনে) আমলনামা রাখা হবে, (তখন) নাফরমান ব্যক্তিদের তুমি দেখবে, সে আমলনামায় যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তারা (খুবই) আতংকগ্রস্ত থাকবে, তারা বলতে থাকবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, এ (আবার) কেমন গ্রন্থ! এ তো (দেখছি আমাদের জীবনের) ছোটো কিংবা বড়ো প্রত্যেক বিষয়েরই হিসাব রেখেছে, তারা যা কিছু করেছে তার প্রতিটি বস্তুই তারা (সে গ্রন্থে) মজুদ দেখবে, তোমার মালিক (সেদিন) কারো ওপর বিন্দুমাত্র যুলুমও করবেন না।

৫০. (স্মরণ করো), যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা সবাই আদমকে সাজদা করো, তখন তারা সবাই সাজদা করলো, কিন্তু ইবলীস ছাড়া, (সে সাজদা করলো না); সে ছিলো (আসলে) জ্বিনদেরই একজন, সে তার মালিকের আদেশের নাফরমানী করলো; (যে এতো বড়ো নাফরমানী করলো) তোমরা কি তাকে এবং তার বংশধরদের আমার বদলে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ (প্রথম দিন থেকেই) সে তোমাদের (প্রকাশ্য) দুশমন; (চেয়ে দেখো,) যালেমদের কি নিকৃষ্ট বিনিময় (দেয়া হয়েছে)।

৫১. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি তাদের কাউকে ডাকিনি, এমনকি স্বয়ং তাদের নিজেদের বানানোর সময়ও (তো আমি তাদের ডাকিনি, আসলে আমি তো অক্ষম ছিলাম না যে, তাদের পরামর্শ আমার দরকার), অন্যদের যারা গোমরাহ করে আমি তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি না।

৫২. যেদিন তিনি (এদের) বলবেন, তোমরা তাদের ডাকো যাদের তোমরা (আমার শরীক) মনে করতে, অতপর ওরা তাদের ডাকবে (কিন্তু) তারা তাদের এ ডাকে কোনোই সাড়া দেবে না, আমি এদের উভয়ের মাঝখানে এক (মরণ) ফাঁদ রেখে দেবো।

৫৩. (এ) নাফরমান লোকেরা যখন (জাহান্নামের) আগুন দেখতে পাবে তখন তারা বুঝে যাবে, তারা (এক্ষুণি) সেখানে গিয়ে পতিত হচ্ছে, (আর একবার সেখানে পতিত হলে) ওরা তা থেকে কখনোই মুক্তির পথ পাবে না।

৫৪. আমি মানুষের (বোঝার) জন্যে এই কোরআনে সব ধরনের উপমা (ও উদাহরণ) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষরা অধিকাংশ বিষয় নিয়েই তর্ক করে।

৫৫. হেদায়াত যখন মানুষের সামনে এসে গেলো তখন ঈমান আনা ও (গুনাহের জন্যে) তাদের মালিকের কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে তাদের কোন& জিনিস বিরত রাখছে, তারা (সম্ভবত) পূর্ববর্তী মানুষদের অবস্থা তাদের কাছে এসে পৌঁছানোর কিংবা (আমার) আযাব তাদের সামনে এসে হাযির হবার অপেক্ষা করছে।

৫৬. আমি তো রসুলদের পাঠাই যে, তারা (মানুষদের জন্যে জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী (হবে), কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা (ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে) ঝগড়া শুরু করে, যাতে তারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, (মুলত) তারা আমার আয়াতসমুহকে এবং যেসব বিষয় দিয়ে তাদের (জাহান্নাম থেকে) সতর্ক করা হয়েছিলো তাকে বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করে নিয়েছে।

৫৭. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যাকে তার মালিকের আয়াতসমুহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং সে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, (সর্বোপরি) যা কিছু (গুনাহের বোঝা) তার হাত দুটো অর্জন করেছে সে (তা) ভুলে যায়; আমি তাদের অন্তরের ওপর (জাহেলিয়াতের) আবরণ লাগিয়ে দিয়েছি, যেন তারা (সত্য দ্বীন) বুঝতে না পারে, (এমনিভাবে) তাদের কানেও (এক ধরনের) কঠিন বস্তু ঢেলে দিয়েছি (এ কারণে তারা সত্য কথা শুনতে পায় না, অতএব হে নবী); তুমি ওদের যতোই হেদায়াতের পথে ডাকো না কেন, তারা কখনো হেদায়াত পাবে না।

৫৮. (হে নবী,) তোমার মালিক বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়াবান; তিনি যদি তাদের সবাইকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দিতে চাইতেন, তাহলে তিনি (সহজেই) শাস্তি ত্বরান্বিত করতে পারতেন; বরং (এর পরিবর্তে) তাদের জন্যে (শাস্তির) একটি প্রতিশ্রুত ক্ষণ (নির্ধারিত) আছে, যা থেকে ওদের কারোই পরিত্রাণ নেই!

৫৯. এ জনপদ (ও তাদের অধিবাসীরা) যখন (আল্লাহ তায়ালার) সীমা লংঘন করেছিলো তখন আমি তাদের নির্মূল করে দিয়েছি, তাদের ধ্বংসের জন্যেও আমি একটি দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

৬০. (হে নবী, তুমি এদের মুসার ঘটনা শোনাও,) যখন মুসা তার খাদেমকে বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি দুটো সাগরের মিলনস্থলে না পৌঁছবো, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি (আমার পরিকল্পনা থেকে) ফিরে আসবো না, কিংবা (প্রয়োজনে এ জন্যে) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি চলা অব্যাহত রাখবো!

৬১. যখন তারা উভয়ে (সেই প্রত্যাশিত) দুটো সাগরের সংগমস্থলে এসে পৌঁছলো তখন তারা উভয়েই তাদের (খাবাবের জন্যে রাখা) মাছটির কথা ভুলে গেলো, অতপর সে মাছটি (ছুটে গিয়ে) সুড়ংয়ের মতো (একটি) পথ করে (সহজেই) সাগরে চলে গেলো।

৬২. যখন তারা আরো কিছু দুর এগিয়ে গেলো তখন সে তার খাদেমকে বললো, (এবার) আমাদের নাশতা নিয়ে এসো, আমরা আজকের এ সফরে সত্যিই ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

৬৩. সে বললো, তুমি কি দেখোনি, আমরা যখন শিলাখন্ডের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, সত্যিই আমি মাছের কথাটি ভুলেই গিয়েছিলাম, (আসলে) শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি তার কথাটা স্মরণ রাখবো, আর সে (মাছটি)ও কি আশ্চর্যজনক পদ্ধতিতে নিজের পথ ধরে সাগরের দিকে নেমে গেলো।

৬৪. সে বললো (হাঁ), এই তো হচ্ছে সে (জায়গা,) যার আমরা সন্ধান করছিলাম (মাছটি চলে যাওয়ার জায়গাই হচ্ছে সাগরের সেই মিলনস্থল), অতপর তারা নিজেদের পথের চিহ্ন ধরে ফিরে চললো।

৬৫. এরপর তারা (সেখানে পৌঁছলে) আমার বান্দাদের মাঝ থেকে একজন (পুণ্যবান) বান্দাকে (সেখানে) পেলো, যাকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছি, (উপরন্তু) তাকে আমি আমার কাছ থেকে (বিশেষ) জ্ঞান শিখিয়েছি।

৬৬. মুসা তাকে বললো, আমি কি তোমার অনুসরণ করতে পারি, যাতে করে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে জ্ঞান তোমাকে শেখানো হয়েছে তার কিছু অংশ তুমি আমাকে শেখাতে পারো।

৬৭. সে বললো (হাঁ পারো), তবে আমার সাথে থেকে (তো) তুমি কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।

৬৮. (অবশ্য এটাও ঠিক), যে বিষয় তুমি (জ্ঞান দিয়ে) আয়ত্ব করতে পারোনি তার ওপর তুমি ধৈর্য ধরবেই বা কি করে?

৬৯. সে বললো, আল্লাহ তায়ালা যদি চান তাহলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল (হিসেবেই) পাবে, আমি তোমার কোনো আদেশেরই বরখেলাফ করবো না।

৭০. সে বললো, আচ্ছা যদি তুমি আমাকে অনুসরণ করোই তাহলে (মনে রাখবে) কোনো বিষয় নিয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, যতোক্ষণ না সে কথা আমি (নিজেই) তোমাকে বলে দেবো!

৭১. অতপর তারা দু'জন পথ চলতে শুরু করলো। (নদীর পাড়ে এসে) উভয়েই একটি নৌকায় আরোহণ করলো, (নৌকায় ওঠেই) সে তাতে ছিদ্র করে দিলো; সে (মুসা) বললো, তুমি কি এজন্যে তাতে ছিদ্র করে দিলে যেন এর আরোহীদের তুমি ডুবিয়ে দিতে পারো, তুমি সত্যিই এক গুরুতর (অন্যায়) কাজ করেছো!

৭২. (মুসার কথা শুনে) সে বললো, আমি কি তোমাকে একথা বলিনি, আমার সাথে থেকে তুমি কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।

৭৩. সে বললো, আমি যে ভুল করেছি সে ব্যাপারে তুমি আমাকে পাকড়াও করো না এবং (এ ব্যাপারে) আমার ওপর বেশী কঠোরতাও আরোপ করো না।

৭৪. আবার তারা পথ চলতে শুরু করলো। (কিছু দুর গিয়ে) তারা উভয়ে একটি (কিশোর) বালক পেলো, (সাথে সাথে) সে তাকে হত্যা করে ফেললো, (এ কাজ দেখে) সে বললো, তুমি তো কোনোরকম হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিস্পাপ জীবনকে বিনাশ করলে! তুমি (সত্যিই) একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করে ফেলেছো!

পারা ১৬

৭৫. সে বললো, আমি কি তোমাকে একথা বলিনি যে, তুমি আমার সাথে (থেকে) কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না।

৭৬. সে বললো, যদি এরপর আর একটি কথাও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তাহলে তুমি আমাকে তোমার সাথে রেখো না, (অবশ্য এখন তো) তুমি আমার পক্ষ থেকে ওযর পেশ করার (প্রান্ত)-সীমায় পৌঁছে গেছো।

৭৭. আবার তারা চলতে শুরু করলো। (কিছুদুর এগিয়ে) তারা জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছলো, (সেখানে পৌঁছে) তারা (সেই জনপদের) অধিবাসীদের কাছে কিছু খাবার চাইলো, কিন্তু তারা তাদের উভয়ের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো, অতপর সেখানে তারা একটি পতনোন্মুখ (পুরনো) প্রাচীর (দেখতে) পেলো, সে প্রাচীরটা সোজা করে দিলো, সে (মুসা) বললো, তুমি চাইলে তো (এদের কাছ থেকে) এর ওপর কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতে!

৭৮. সে বললো (বেশ), এখানেই তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ (হয়ে গেলো কিন্তু তার আগে) যেসব কথার ব্যাপারে তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারোনি তার ব্যাখ্যা আমি তোমাকে বলে দিতে চাই।

৭৯. (প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে,) নৌকা সম্পর্কিত, (মুলত) তা ছিলো কয়েকজন গরীব মানুষের (মালিকানাধীন), তারা (এটা দিয়ে) সমুদ্রে (জীবিকা অন্বেষণের) কাজ করতো, কিন্তু আমি (নৌকাটিতে ছিদ্র করে) তাকে ত্রূটিযুক্ত করে

দিতে চাইলাম, (কারণ) তাদের পেছনেই ছিলো (এমন) এক বাদশাহ, যে (ত্রুটিবিহীন) যে নৌকাই পেতো, তা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিতো।

৮০. (আর হাঁ, সে) কিশোরটি (-র ঘটনা!) তার পিতামাতা উভয়েই ছিলো মোমেন, আমি আশংকা করলাম, (বড়ো হয়ে) সে এদের দু'জনকেই (আল্লাহর) নাফরমানী ও কুফুর দ্বারা বিভ্রান্ত করে দেবে,

৮১. আমি চাইলাম তাদের মালিক তার বদলে তাদের (এমন) একটি সন্তান দান করবেন, যে দ্বীনদারী ও রক্তের সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে তার চাইতে অনেক ভালো (প্রমাণিত) হবে।

৮২. (সর্বশেষ ওই যে) প্রাচীরটি (-র ব্যাপার! আসলে) তা ছিলো শহরের দুটি এতীম বালকের, এর নীচেই তাদের জন্যে (রক্ষিত) ছিলো গুপ্ত ধনভান্ডার, ওদের পিতা ছিলো একজন নেককার ব্যক্তি, (এ কারণেই) তোমার মালিক চাইলেন ওরা বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং তাদের (সে ভান্ডার থেকে তারা) সম্পদ বের করে আনুক (এ প্রাচীরটাকেই আমি তাদের বড়ো হওয়া পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম), এ ছিলো (মুলত) তোমার মালিকের অনুগ্রহ (দ্বারা সম্পাদিত কতিপয় কাজ), এর কোনোটাই (কিন্তু) আমি আমার নিজে থেকে করিনি; আর এ হচ্ছে সেসব কাজের ব্যাখ্যা, যে ব্যাপারে তুমি (আমার সাথে থেকে) ধৈর্য ধারণ করতে পারছিলে না!

৮৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জানতে চায়, তুমি (তাদের) বলো, (হাঁ) আমি (আল্লাহর কেতাবে যা আছে) তা থেকে (সে) বিবরণ তোমাদের কাছে এক্ষুণি (পড়ে) শোনাচ্ছি।

৮৪. (আল্লাহ তায়ালা বলছেন,) আমি যমীনের বুকে তাকে (বিপুল) ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং আমি তাকে (এর জন্যে প্রয়োজনীয়) সব উপায় উপকরণও দান করেছিলাম,

৮৫. (একবার) সে অভিযানে বেরোবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো,

৮৬. (চলতে চলতে) এমনিভাবে সে সুর্যের অস্তগমনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলো, সেখানে গিয়ে সে সুর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবতে দেখলো, তার পাশে সে একটি জাতিকেও (বাস করতে) দেখলো, আমি বললাম, হে যুলকারনায়ন (এরা তোমার অধীনস্থ), তুমি ইচ্ছা করলে (তাদের) শাস্তি দিতে পারো অথবা তাদের সাথে তুমি সদয় ভাবও গ্রহণ করতে পারো।

৮৭. সে বললো (হাঁ), এদের মাঝে যে (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ করবে তাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো, অতপর তাকে (যখন) তার মালিকের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে (তখন) তিনি তাকে (আরো) কঠিন শাস্তি দেবেন।

৮৮. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তার জন্যে (আখেরাতে) থাকবে উত্তম পুরস্কার, আর আমিও তার সাথে আমার কাজকর্ম সম্পাদনের সময় একান্ত বিনম্র ব্যবহার করবো;

৮৯. অতপর সে আরেক (অভিযানে) পথে বেরুলো।

৯০. এমনকি (চলতে চলতে) সে সুর্যোদয়ের স্থানে গিয়ে পৌঁছুলো, তখন সে সুর্যকে এমন একটি জাতির ওপর (দিয়ে) উদয় হতে দেখলো; যাদের জন্যে তার (প্রখর তাপ) থেকে (আত্মরক্ষার) কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করে রাখিনি।

৯১. (যুলকারনায়নের ঘটনা ছিলো) এ রকমই; আমার কাছে সে সম্পর্কিত পুরোপুরি খবরই (মজুদ) আছে।

৯২. অতপর সে আরেক (অভিযানে) পথে বেরুলো।

৯৩. এমনকি (পথ চলতে চলতে) সে দুটো প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে পৌঁছলো, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে (পৌঁছে) সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকদের পেলো, যারা (যুলকারনায়নের) কোনো কথাই (তেমন) বুঝতে পারছিলো বলে মনে হলো না।

৯৪. তারা (বিভিন্নভাবে তাকে) বললো, হে (বাদশাহ) যুলকারনায়ন, নিসন্দেহে ইয়াজুজ মা'জুজ হচ্ছে (নামক দুটো সম্প্রদায়) এ যমীনে (নানারকম) বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, (এমতাবস্থায় তাদের থেকে বাঁচার জন্যে) আমরা কি তোমাকে (এ শর্তে কোনোরকম) একটা কর' দেবো যে, তুমি আমাদের এবং তাদের মাঝে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেবে।

৯৫. সে বললো (কোনো কর নেয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা), আমার মালিক আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই (আমার জন্যে) উত্তম, হাঁ, (শারীরিক) শক্তি দ্বারা তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারো, আমি তোমাদের এবং তাদের মাঝে এক মযবুত প্রাচীর বানিয়ে দেবো।

৯৬. তোমরা আমার কাছে (এ কাজের জন্যে) লোহার পাতসমুহ নিয়ে এসো (অতপর সে অনুযায়ী তা আনা হলো এবং প্রাচীর তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেলো); যখন মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটি (পুর্ণ হয়ে লৌহ স্তুপগুলো দুটো পর্বতের) সমান হয়ে গেলো, তখন সে (তাদের) লক্ষ্য করে বললো, তোমরা (হাঁপরে) দম দিতে থাকো; অতপর যখন তা আগুনকে (উত্তপ্ত) করলো, (তখন) সে বললো, (এখন) তোমরা আমার কাছে (কিছু) গলানো তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর ওপর ঢেলে দেবো।

৯৭. (এভাবেই এমন একটি মযবুত প্রাচীর তৈরী হয়ে গেলো যে,) অতপর তারা তার ওপর উঠতে (আর) সক্ষম হলো না না তারা তা ভেদ করে (বাইরে) আসতে পারলো।

৯৮. (যুলকারনায়ন বললো,) এই যা কিছু হয়েছে তা সবই আমার মালিকের অনুগ্রহে (হয়েছে), কিন্তু যখন আমার মালিকের ওয়াদা (-মতো কেয়ামত) আসবে, তখন তিনি তা চুর্ণ বিচুর্ণ করে একাকার করে দেবেন, আর আমার মালিকের ওয়াদা হচ্ছে সত্য ওয়াদা;

৯৯. (কেয়ামতের আগে) আমি তাদের দলে দলে ছেড়ে দেবো, তারা (সমুদ্রের) ঢেউয়ের আকারে একদল আরেক দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে, যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তাদের সবাইকে আমি (হাশরের ময়দানে) একত্রিত করবো,

১০০. (সেদিন) আমি জাহান্নামকে (তার) অবিশ্বাসীদের জন্যে (সামনে) এনে হাযির করবো,

১০১. যাদের চোখের মধ্যে আমার স্মরণ থেকে আবরণ পড়েছিলো, তারা (হেদায়াতের কথা) শুনতেই পেতো না।

১০২. কাফেররা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে যে, তারা আমার বদলে আমারই (কতিপয়) গোলামকে অভিভাবক বানিয়ে নেবে; (আর আমি এ ব্যাপারে তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদই করবো না!) আমি তো জাহান্নামকে কাফেরদের মেহমানদারীর জন্যে সাজিয়ে রেখেছি।

১০৩. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এমন লোকদের কথা বলবো, যারা আমলের দিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত (হয়ে পড়েছে);

১০৪. (এরা হচ্ছে) সেসব লোক যাদের সমুদয় প্রচষ্টো এ দুনিয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে মনে ভাবছে, তারা (বুঝি) ভালো কাজই করে যাচ্ছে।

১০৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা তাদের মালিকের আয়াতসমুহকে অস্বীকার করে এবং (অস্বীকার করে) তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়টিও, ফলে ওদের সব কর্মই নিষ্ফল হয়ে যায়, তাই কেয়ামতের দিন আমি তাদের (নাজাতের জন্যে) জন্যে ওযনের কোনো মানদন্ডই স্থাপন করবো না।

১০৬. এটাই জাহান্নাম! (এটাই হলো) তাদের (যথার্থ) পাওনা, কেননা তারা (স্বয়ং স্রষ্টাকেই) অস্বীকার করেছে, (উপরন্তু) তারা আমার আয়াতসমুহ ও (তার বাহক) রসুলদের বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

১০৭. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল করেছে, তাদের মেহমানদারীর জন্যে জান্নাতুল ফেরদাউস' (সাজানো) রয়েছে।

১০৮. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, (সেদিন) তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।

১০৯. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আমার মালিকের (প্রশংসার) কথাগুলো (লিপিবদ্ধ করা)-এর জন্যে যদি সমুদ্র কালি হয়ে যায়, তাহলে আমার মালিকের কথা (লেখা) শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, এমনকি যদি আমি তার মতো (আরো) সমুদ্রকে (লেখার কালি করে) সাহায্য করার জন্যে নিয়ে আসি (তবুও)।

১১০. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন (রক্ত মাংসের) মানুষ, তবে আমার ওপর ওহী নাযিল হয় (আর সে ওহীর মুল কথা হচ্ছে), তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, অতএব তোমাদের মাঝে যদি কেউ তার মালিকের সাক্ষাত্ কামনা করে, সে যেন (হামেশা) নেক আমল করে, সে যেন কখনো তার মালিকের এবাদাতে অন্য কাউকে শরীক না করে।

সুরা মারইয়াম

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৯৮, রুকু ৬

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. কাফ-হা-ইয়া-আঈন-ছোয়াদ।

২. (হে নবী, এ হচ্ছে) তোমার মালিকের অনুগ্রহের (কথাগুলো) স্মরণ (করা), যা তিনি তাঁর এক অনুগত বান্দা যাকারিয়ার ওপর (প্রেরণ) করেছিলেন,

৩. যখন সে একান্ত নীরবে তার মালিককে ডাকছিলো।

৪. সে বলেছিলো, হে আমার মালিক, আমার (শরীরের) হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং (আমার) মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেছে (তুমি আমার দোয়া কবুল করো), হে আমার মালিক, আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি!

৫. আমার (মৃত্যুর পর) আমি আমার পেছনে পড়ে থাকা আমার ভাই বন্ধুদের (দ্বীনের ব্যাপারে) আশংকা করছি, (অপরদিকে) আমার স্ত্রীও হচ্ছে বন্ধ্যা, (সন্তান ধারণে সে সক্ষম নয়, তাই) তুমি একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো,

৬. যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে উত্তরাধিকত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের, হে (আমার) মালিক, তুমি তাকে একজন সন্তষভাজন ব্যক্তি বানাও।

৭. (আল্লাহ তায়ালা বললেন,) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে একটি ছেলে (হওয়া)-র সুখবর দিচ্ছি, তার নাম (হবে) ইয়াহইয়া, এর আগে এ নামে আমি কোনো মানুষের নামকরণ করিনি।

৮. সে বললো, হে আমার মালিক, আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা এবং আমি নিজেও (এখন) বার্ধক্যের শেষ সীমানায় এসে উপনীত হয়েছি।

৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), এটা এভাবেই (হবে), তোমার মালিক বলছেন, এটা আমার জন্যে নিতান্ত সহজ কাজ, আমি তো এর আগে তোমাকেও সৃষ্টি করেছিলাম (তখন) তুমিও তো কিছু ছিলে না!

১০. সে বললো, হে আমার মালিক, আমাকে (এ জন্যে কিছু) একটা নিদর্শন (বলে) দাও; তিনি বললেন (হাঁ), তোমার নিদর্শন হচ্ছে, (সুস্থ থেকেও) তুমি (ক্রমাগত) তিন রাত মানুষদের সাথে কোনোরকম কথাবার্তা বলবে না।

১১. অতপর সে কামরা থেকে বেরিয়ে তার জাতির লোকদের কাছে এলো এবং ইশারা ইংগিতে তাদের বুঝিয়ে দিলো, তারা যেন সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

১২. (এরপর এক সময় ইয়াহইয়ার জন্ম হলো, সে যখন বড়ো হলো, তখন আমি তাকে বললাম,)হে ইয়াহইয়া, (আমার) কেতাবকে তুমি শক্ত করে ধারণ করো; (আসলে) আমি তাকে ছেলে বেলায়ই বিচার বুদ্ধি দান করেছিলাম,

১৩. সে আমার একান্ত কাছ থেকেই হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা লাভ করলো; সে ছিলো (আসলেই) একজন পরহেযগার ব্যক্তি,

১৪. (তদুপরি) সে ছিলো পিতা মাতার একান্ত অনুগত কখনো সে অবাধ্য ও নাফরমান ছিলো না।

১৫. তার ওপর শান্তি (বর্ষিত হয়েছিলো), যেদিন তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে, (শান্তি বর্ষিত হবে সেদিন) যেদিন সে মৃত্যু বরণ করবে এবং যেদিন পুনরায় সে জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হবে।

১৬. (হে নবী,) এ কেতাবে মারইয়ামের কথা তুমি স্মরণ করো। (বিশেষ করে সে সময়ের কথা) যখন সে তার পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকের একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো।

১৭. অতপর লোকদের কাছ থেকে (নিজেকে আড়াল করার জন্যে) সে পর্দা করলো। আমি তার কাছে আমার রূহ (জিবরাঈল)-কে পাঠালাম, সে পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করলো।

১৮. সে বললো (হে আগত ব্যক্তি), তুমি যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তাহলে আমি তোমার (অনিষ্টি) থেকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাই।

১৯. সে বললো, আমি তোমার মালিকের পাঠানো দুত, (আমি তো এজন্যে এসেছি) যেন তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দিয়ে যেতে পারি।

২০. সে বললো (এ কি বলছো তুমি)! আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমাকে (তো আজ পর্যন্ত) কোনো পুরুষ স্পর্শও করেনি, আর না আমি কখনো অসতী ছিলাম!

২১. সে বললো (হাঁ), এভাবেই (হবে), তোমার মালিক বলছেন, তা আমার জন্যে খুবই সহজ কাজ এবং আমি তাকে মানুষদের জন্যে (কুদরতের) একটি নিদর্শন ও আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ (-সাদৃশ্য একটি মানুষ) বানাতে চাই, (মুলত) এটা ছিলো (আমার পক্ষ থেকে) এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

২২. অতপর সে তাকে (গর্ভে) ধারণ করলো এবং তাকে সহ দুরে (কোনো) এক জায়গায় চলে গেলো।

২৩. তারপর তার প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নীচে নিয়ে এলো, সে বললো, হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং আমি যদি (মানুষদের স্মৃতি থেকে) সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম!

২৪. তখন একজন (ফেরেশতা) তাকে তার নিচের দিক থেকে আহ্বান করে বললো (হে মারইয়াম), তুমি কোনো রকম দুঃখ করো না, তোমার মালিক (তোমার পিপাসা নিবারণের জন্যে) তোমার (পায়ের) নীচে একটি (পানির) ঝর্ণা বানিয়ে দিয়েছেন,

২৫. তুমি এ খেজুর গাছের কান্ড তোমার দিকে নাড়া দাও, (দেখবে) তা তোমার ওপর পাকা ও তাজা খেজুর ফেলছে,

২৬. অতপর (এ গাছের) খেজুর তুমি খাও এবং (এ ঝর্ণার) পানীয় পান করো এবং (সন্তানের দিকে তাকিয়ে তোমার) চোখ জুড়াও, (ইতিমধ্যে) যখনি তুমি মানুষদের কাউকে দেখো তাহলে বলবে, আমি আল্লাহ তায়ালার নামে রোযার মান্নত করেছি, (এ কারণে) আমি আজ কোনো মানুষের সাথে কথা বলবো না।

২৭. অতপর সে তাকে নিজের কোলে বহন করে নিজের জাতির কাছে (ফিরে) এলো; লোকেরা (তার কোলে সন্তান দেখে) বললো, হে মারইয়াম, তুমি তো সত্যিই এক অদ্ভুত কান্ড করে বসেছো।

২৮. হে হারূনের বোন (একি করলে তুমি)? তোমার পিতা তো কোনো অসত্ ব্যক্তি ছিলো না, তোমার মাতাও তো (চারিত্রিক দিক থেকে) কোনো খারাপ (মহিলা) ছিলো না!

২৯. সে (সবাইকে) তার (কোলের শিশুটির) দিকে ইশারা করলো (এবং বললো তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তাহলে একেই জিজ্ঞেস করো); তারা বললো, আমরা তার সাথে কিভাবে কথা বলবো, যে (এখনো) দোলনার শিশু!

৩০. (এ কথা শুনেই) সে (শিশু) বলে ওঠলো (হাঁ), আমি হচ্ছি আল্লাহ তায়ালার বান্দা। তিনি আমাকে কেতাব দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি নবী বানিয়েছেন,

৩১. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে (তাঁর) অনুগ্রহভাজন করবেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতোদিন আমি বেঁচে থাকি ততোদিন যেন আমি নামায প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত প্রদান করি।

৩২. আমি যেন মায়ের প্রতি অনুগত থাকি, (আল্লাহর শোকর,) তিনি আমাকে না-ফরমান বানাননি।

৩৩. আমার ওপর (আল্লাহ তায়ালার বিশেষ) প্রশান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, প্রশান্তি (থাকবে) সেদিন, যেদিন আমি (আবার) মৃত্যুবরণ করবো এবং (মৃত্যুর পরে) যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো।

৩৪. এ হচ্ছে মারইয়াম পুত্র ঈসা এবং (এ হচ্ছে তার) আসল ঘটনা, যা নিয়ে তারা অযথাই সন্দেহ করে।

৩৫. (তারা বলে, সে আল্লাহ তায়ালার সন্তান, কিন্তু) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তায়ালার কাজ নয়, তিনি (এ থেকে) অনেক পবিত্র; তিনি যখন কোনো কিছু করতে চান তখন শুধু বলেন হও' এবং সাথে সাথেই তা হয়ে যায়';

৩৬. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার মালিক এবং তোমাদেরও মালিক, অতএব তোমরা সবাই তাঁরই গোলামী করো; আর এটাই হচ্ছে (সহজ ও) সরল পথ।

৩৭. এরপর (তাদের) দলগুলো নিজেদের মাঝে (মারইয়াম পুত্রকে নিয়ে) নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, অতপর (যারা আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা) অস্বীকার করলো তাদের জন্যে রয়েছে (কেয়ামতের) কঠিন দিনের দুর্ভোগ।

৩৮. যেদিন এরা আমার সামনে এসে হাযির হবে, সেদিন তারা ভালো করেই শুনবে এবং ভালো করেই দেখতে পাবে, কিন্তু আজ এ যালেমরা (না শোনা ও না দেখার ভান করে) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

৩৯. (হে নবী,) সেই আক্ষেপের দিনটি সম্পর্কে তুমি এদের সাবধান করে দাও, যেদিন (জান্নাত জাহান্নামের ব্যাপারে চূড়ান্ত) সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। (এখন তো) এরা এ ব্যাপারে গাফলতে (ডুবে) রয়েছে, ওরা (আল্লাহর ওপরও) ঈমান আনছে না।

৪০. নিন্দেহে (এ) পৃথিবীর মালিক আমি এবং তার ওপর যা কিছু রয়েছে সেসবেরও, আর তাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

৪১. (হে নবী, এই) কেতাবে তুমি ইবরাহীম (-এর ঘটনা)-কে স্মরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো এক সত্যবাদী নবী।

৪২. (বিশেষ করে সে সময়ের কথা) যখন সে তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা, তুমি কেন এমন একটা জিনিসের পূজা করো, যা দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, যা তোমার কোনো কাজেও আসে না।

৪৩. হে আমার পিতা, আমার কাছে (আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) যে জ্ঞান এসেছে তা তোমার কাছে আসেনি, অতএব তুমি আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে সোজা পথ দেখাবো।

৪৪. হে আমার পিতা (সে জ্ঞানের মৌলিক কথা হচ্ছে), তুমি শয়তানের গোলামী করো না; কেননা শয়তান হচ্ছে পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার না-ফরমান।

৪৫. হে আমার পিতা, আমার ভয় হচ্ছে, (না-ফরমান শয়তানের গোলামী করলে) পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার কোনো আযাব এসে তোমাকে স্পর্শ করবে, আর (এর ফলে জাহান্নামে) তুমি শয়তানেরই সাথী হয়ে যাবে।

৪৬. সে বললো, হে ইবরাহীম, তুমি কি (আসলেই) আমার দেব দেবীগুলো থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছো, (তবে শোনো, এখনো) যদি তুমি এসব কিছু থেকে ফিরে না আসো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো, (আর যদি বেঁচে থাকতে চাও তাহলে) তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাও।

৪৭. সে বললো (আচ্ছা), তোমার প্রতি আমার সালাম, (আমি তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি; কিন্তু এ সত্ত্বেও) আমি আমার মালিকের কাছে তোমার জন্যে মাগফেরাত কামনা করতে থাকবো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি অতিশয় মেহেরবান।

৪৮. আমি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি এবং আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো তাদের সবার কাছ থেকেও (আলাদা হয়ে যাচ্ছি), আমি তো আমার মালিককেই ডাকতে থাকবো, আশা (করি) আমার মালিককে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হবো না।

৪৯. অতপর যখন সে সত্যিই তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলো এবং (পৃথক হয়ে গেলো তাদের থেকেও) যাদের ওরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকতো, তখন আমি তাকে ইসহাক ও (ইসহাক পুত্র) ইয়াকুব দান করলাম; এদের সবাইকেই আমি নবী বানিয়েছি।

৫০. আমি তাদের ওপর আমার (আরও বহু) অনুগ্রহ দান করেছি এবং তাদের আমি সুউচ্চ নাম যশ দান করেছি।

৫১. (হে নবী,) তুমি (এ) কেতাবে মুসার (ঘটনা) স্মরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো একনিষ্ঠ (বান্দা), সে ছিলো রসুল-নবী।

৫২. (আমার কথা শোনার জন্যে) আমি তাকে তূর' (পাহাড়ের) ডান দিক থেকে ডাক দিলাম এবং তাকে আমি গোপন তথ্য (-সমৃদ্ধ কথা) বলার জন্যে আমার নিকটবর্তী করলাম।

৫৩. আমি আমার নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারূনকে নবী বানিয়ে তাকে (তার সাহায্যকারী হিসেবে) দান করলাম।

৫৪. (হে নবী,) এ কেতাবে তুমি ইসমাঈলের (কথাও) স্মরণ করো, নিশ্চয়ই সে ছিলো যথার্থ প্রতিশ্রুতি পালনকারী, আর সে ছিলো রসুল (ও) নবী, ৫৫. সে তার পরিবার পরিজনদের নামায (প্রতিষ্ঠা করা) ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিতো, (উপরন্তু) সে ছিলো তার মালিকের একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি।

৫৬. (হে নবী,) তুমি এ কেতাবে ইদরীসের (কথাও) স্মরণ করো, সেও ছিলো একজন সত্যবাদী নবী।

৫৭. আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছিলাম।

৫৮. এরা হচ্ছে সে সব (নবী), যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন, (এরা সবাই ছিলো) আদমের বংশোদ্ভূত, যাদের তিনি (মহাপ্লাবনের সময়) নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছেন এরা তাদেরই বংশের লোক, (এদের কিছু লোক) ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত, (উপরন্তু) যাদের তিনি হেদায়াতের আলো দান করেছিলেন এবং যাদের তিনি মনোনীত করেছিলেন (এরা হচ্ছে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত); (এদের অবস্থা ছিলো এই,) যখনি এদের সামনে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমুহ তেলাওয়াত করা হতো তখন এরা আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করার জন্যে ক্রন্দনরত অবস্থায় যমীনে লুটিয়ে পড়তো।

৫৯. তাদের পর (তাদের অপদার্থ) বংশধররা এলো, তারা নামায বরবাদ করে দিলো এবং (নানা) পাশবিক লালসার অনুসরণ করলো, অতএব অচিরেই তারা (তাদের এ) গোমরাহীর (পরিণাম ফলের) সাক্ষাত পাবে,

৬০. কিন্তু যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে (তাদের কথা আলাদা), তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে, (সেদিন) তাদের ওপর কোনোরকম যুলুম করা হবে না।

৬১. স্থায়ী জান্নাত এমন এক বস্তু যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের কাছে অদৃশ্য করে রেখে দিয়েছেন; অবশ্যই তাঁর ওয়াদা পূরণ হয়েই থাকবে।

৬২. সেখানে তারা কোনো অর্থহীন কথা শুনতে পাবে না, (চারদিকে থাকবে) শুধু শান্তি (আর শান্তি); সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্যে (নিত্য নতুন) রেযেকের ব্যবস্থা থাকবে।

৬৩. এ হচ্ছে জান্নাত, আমার বান্দাদের মাঝে যারা পরহেযগার আমি শুধু তাদেরই এর অধিকারী বানাবো।

৬৪. (ফেরেশতারা বললো, হে নবী,) আমরা কখনো তোমার মালিকের আদেশ ছাড়া (যমীনে) অবতরণ করি না, আমাদের সামনে পেছনে যা কিছু আছে, যা কিছু আছে এর মধ্যবর্তী স্থানে, তা সবই তো তাঁর জন্যে, (মুলত) তোমার মালিক (কখনো কাউকে) ভুলে থাকেন না,

৬৫. তিনিই আসমানসমুহ ও যমীনের মালিক এবং (তিনি মালিক) এদের উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে (তারও), অতএব তোমরা একমাত্র তাঁরই গোলামী করো, তাঁর গোলামীর ওপরই কায়েম থাকো, তুমি তাঁর সম (-গুণসম্পন্ন এমন) কোনো নাম কি জানো (যে, তুমি তার গোলামী করবে!)

৬৬. (কিছু সংখ্যক মুর্খ) মানুষ বলে, (একবার) আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় (মাটির ভেতরে থেকে) পুনরুত্থিত হবো?

৬৭. (এ নির্বোধ) মানুষটি কি (একবারও) চিন্তা করে না, এর আগে তো আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি; অথচ সে তখন কিছুই ছিলো না।

৬৮. অতএব তোমার মালিকের শপথ, আমি অবশ্যই এদের একত্রিত করবো, (একত্রিত করবো) শয়তানদেরও, অতপর এদের (সবাইকে) হাঁটু গাড়া অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে এনে জড়ো করাবো।

৬৯. তারপর আমি অবশ্যই এদের প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার প্রতি যারা সবচাইতে বেশী বিদ্রোহী (ছিলো), তাদের (খুঁজে খুঁজে) বার করে আনবো।

৭০. ওদের মধ্যে যারা (জাহান্নামে) নিক্ষপ্তি হবার অধিকতর যোগ্য, আমি তাদের সবার চাইতে বেশী জানি।

৭১. (জাহান্নামে তোমাদের মধ্যে) এমন একজন ব্যক্তিও হবে না, যাকে এর ওপর দিয়ে পার হতে হবে না, এটা হচ্ছে তোমার মালিকের অমোঘ সিদ্ধান্ত।

৭২. (এ পার হওয়ার সময়) আমি শুধু ওসব মানুষদেরই পার করিয়ে নেবো যারা দুনিয়ার জীবনে (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করেছে, (অবশষ্টি) যালেমদের আমি নতজানু অবস্থায় সেখানে রেখে দেবো।

৭৩. তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমুহ তেলাওয়াত করা হয়েছে, তখন যারা (ঈমানের বদলে) কুফরী করেছে তারা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলে (বলো তো), আমাদের উভয় দলের মাঝে কোন দলটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও কোন দলের মাহফিল বেশী শানদার!

৭৪. অথচ ওদের পুর্বে কতো (শানদার মাহফিলের অধিকারী) মানবগোষ্ঠীকে আমি নিমর্ুল করে দিয়েছি, যারা (আজকের) এ (কাফেরদের) চাইতে সহায় সম্পদ ও প্রাচুর্যের বাহাদুরীতে ছিলো অনেক শ্রেষ্ঠ!

৭৫. (হে নবী, এদের) বলো, যে ব্যক্তি গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) থাকে, তাকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা অনেক ঢিল দিতে থাকেন যতোক্ষণ না তারা সে (বিষয়)-টি (স্বচক্ষে) প্রত্যক্ষ করবে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে হয় তা (হবে) আল্লাহ তায়ালার শাস্তি, নতুবা হবে কেয়ামত, (তেমন সময় উপস্থিত হলে) তারা অচিরেই একথা জানতে পারবে, কোন ব্যক্তিটি মর্যাদায় নিকৃষ্ট ছিলো এবং কার জনশক্তি ছিলো দুর্বল!

৭৬. (এর বিপরীত) যারা হেদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন; (হে নবী,) তোমার মালিকের কাছে তো স্থায়ী জিনিস হিসেবে (মানুষের) নেক আমলই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার পাবার দিক থেকে যেমন (তা ভালো), প্রতিদান হিসেবেও (তা তেমনি উত্তম)।

৭৭. তুমি সে ব্যক্তির অবস্থা লক্ষ্য করেছো কি যে আমার আয়াতসমুহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং (ঔদ্ধত্যের সাথে) বলে বেড়ায়, (কেয়ামতের হলে সেদিন) আমাকে অবশ্যই (আমার) মাল ও সন্তান দিয়ে দেয়া হবে।

৭৮. সে কি গায়বের) কোনো খবর পেয়েছে? না দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে (এ ব্যাপারে) সে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে!

৭৯. না (এর কোনোটাই নয়), যা কিছু সে বলে আমি তার (প্রতিটি কথাই) লিখে রাখবো এবং সে হিসেবেই (কেয়ামতের দিন) আমি তার শাস্তি বাড়াতে থাকবো,

৮০. সে (তার শক্তি সমর্থ সম্পর্কে আজ) যা কিছু বলছে আমিই হবো তার অধিকারী, আর সে একান্ত একাকী (অবস্থায়ই) আমার কাছে (ফিরে) আসবে।

৮১. এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যদের মাবুদ বানায়, যেন এরা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হতে পারে,

৮২. কিন্তু না; (কেয়ামতের দিন বরং) এরা তাদের এবাদাতের কথা (সম্পূর্ণত) অস্বীকার করবে, এরা (তখন) তাদের বিপক্ষ হয়ে যাবে।

৮৩. (হে নবী,) তুমি কি (এ বিষয়টির প্রতি) লক্ষ্য করোনি, আমি (কিভাবে) কাফেরদের ওপর শয়তানদের ছেড়ে দিয়ে রেখেছি, তারা (আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে) তাদের ক্রমাগত উৎসাহ দান করছে,

৮৪. অতএব, তুমি এদের (আযাবের) ব্যাপারে কোনো রকম তাড়াহুড়ো করো না; আমি তো এদের (চূড়ান্ত ধ্বংসের) দিনটিই গণনা করে যাচ্ছি,

৮৫. সেদিন আমি পরহেযগার বান্দাদের সম্মানিত মেহমান হিসেবে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছে একত্রিত করবো,

৮৬. আর না-ফরমানদের জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত (উটের ন্যায়) তাড়িয়ে নিয়ে যাবো,

৮৭. (সেদিন) কোনো মানুষই আল্লাহ তায়ালার দরবারে সুপারিশ পেশ করার ক্ষমতা রাখবে না, হাঁ, যদি কেউ আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে (তেমন কোনো) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে থাকে (তবে তা ভিন্ন কথা)।

৮৮. (এ মুর্খ) লোকেরা বলে, করুণাময় আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন;

৮৯. (তুমি এদের বলো,) এটি অত্যন্ত কঠিন একটি কথা, তোমরা যা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) নিয়ে এসেছো,

৯০. (এটা এতো কঠিন কথা) যার কারণে হয়তো আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হবে, যমীন বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পাহাড়সমুহ চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবে,

৯১. (এর কারণ,) এরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে সন্তান হওয়ার কথা বলেছে,

৯২. (অথচ) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তায়ালার জন্যে কোনো অবস্থায়ই শোভনীয় নয়।

৯৩. (কেননা) আসমানসমুহ ও যমীনে যা কিছু আছে, তাদের মাঝে কিছুই এমন নেই যা (কেয়ামতের দিন) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে তার অনুগত (বান্দা) হিসেবে উপস্থিত হবে না;

৯৪. তিনি (তাঁর সৃষ্টির) সব কিছুকেই (কড়ায় গন্ডায়) গুনে তার পুর্ণাংগ হিসাব রেখে দিয়েছেন;

৯৫. কেয়ামতের দিন এদের সবাই নিসংগ অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে।

৯৬. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।

৯৭. আমি তো এ কোরআনকে তোমার ভাষায় সহজ (করে নাযিল) করেছি, যাতে করে তুমি এর দ্বারা যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তাদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দিতে পারো এবং (দ্বীনের ব্যাপারে) যে জাতি (খামাখা) ঝগড়া করে, তুমি তাদেরও (এ দিয়ে) সাবধান করে দিতে পারো।

৯৮. তাদের আগেও আমি বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এদের কোনোরকম অস্তিত্ব কি তুমি এখন অনুভব করো, না শুনাতে পাও এদের কোনো ক্ষীণতম শব্দও?

সুরা ত্বাহা

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১৩৫, রুকু ৮

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. ত্বা-হা,

২. (হে নবী,) আমি (এ) কোরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি (এর দ্বারা) কষ্ট পাবে,

৩. এ (কোরআন) তো হচ্ছে বরং (কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার) একটি (উপায় ও) নসীহত মাত্র সে ব্যক্তির জন্যে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে,

৪. (এ কেতাব) তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি যমীন ও সমুচ্চ আকাশসমুহ সৃষ্টি করেছেন;

৫. দয়াময় আল্লাহ তায়ালা মহান আরশে সমাসীন হলেন।

৬. আসমানসমুহ ও যমীনে যা কিছু আছে, যা কিছু আছে এ দুয়ের মাঝখানে এবং যমীনের অনন্ত গভীরে, তা (সবই) তাঁর জন্যে।

৭. (হে মানুষ,) তুমি যদি জোরে কথা বলো তা (যেমন) তিনি শুনতে পান, (তেমনি) গোপন কথা (বরং তার চাইতেও গোপন যা) তাও তিনি জানেন।

৮. আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, যাবতীয় উত্তম নাম তাঁর জন্যেই (নিবেদিত)।

৯. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মুসার কাহিনী পৌঁছেছে?

১০. (বিশেষ করে সে ঘটনাটি) যখন সে (দুরে) আগুন দেখলো এবং তার পরিবারের লোকজনদের বললো, তোমরা (এখানে অপেক্ষায়) থাকো, আমি সত্যিই কিছু আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত তা থেকে কিছু আগুনের টুকরো আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারবো, কিংবা তা দ্বারা আমি (পথঘাট সংক্রান্ত) কোনো নির্দেশ পেয়ে যাবো!

১১. অতপর সে যখন সে স্থানে পৌঁছুলো তখন তাকে আহ্বান করে বলা হলো, হে মুসা;

১২. নিশ্চয়ই আমি, আমিই হচ্ছি তোমার মালিক, তুমি তোমার জুতো দুটো খুলো ফেলো, কেননা তুমি এখন পবিত্র তুয়া' উপত্যকায় (দাঁড়িয়ে) আছো;

১৩. আমি তোমাকে (নবুওতের জন্যে) বাছাই করেছি, অতএব যা কিছু তোমাকে এখন ওহীর মাধ্যমে বলা হচ্ছে তা মনোযোগের সাথে শোনো।

১৪. আমিই হচ্ছি আল্লাহ তায়ালা, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তুমি শুধু আমারই এবাদাত করো এবং আমার স্মরণের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠা করো।

১৫. কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি (এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) তা গোপন করে রাখতে চাই, যাতে করে প্রতিটি ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়।

১৬. যে ব্যক্তি কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস করে না এবং যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে ওতে বিশ্বাস স্থাপন থেকে কখনো বাধা দিতে না পারে, (এমনটি করলে) অতপর তুমি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে,

১৭. হে মুসা (বলো তো), তোমার ডান হাতে ওটা কি?

১৮. সে বললো, এটি হচ্ছে আমার (হাতের) লাঠি, আমি (কখনো কখনো) এর ওপর ভর দিই, আবার কখনো তা দিয়ে আমি আমার মেষের জন্যে (গাছের) পাতা পাড়ি, তা ছাড়াও এর মধ্যে আমার জন্যে আরো অনেক কাজ আছে।

১৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মুসা, তুমি তা (মাটিতে) নিক্ষেপ করো।

২০. অতপর সে তা (মাটিতে) নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথেই তা সাপ হয়ে (এদিক ওদিক) ছুটাছুটি করতে লাগলো।

২১. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হে মুসা), তুমি একে ধরো, ভয় পেয়ো না। (দেখবে) আমি এখনই তাকে তার আগের আকৃতিতে ফিরিয়ে আনছি।

২২. (হে মুসা, এবার) তুমি তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, অতপর (দেখবে) কোনো রকম (অসুখজনিত) দোষত্রূটি ছাড়াই তা নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে, এ হচ্ছে (আমার) পরবর্তী নিদর্শন।

২৩. (এগুলো এ জন্যে দেয়া হলো যেন) আমি তোমাকে আমার (কুদরতের আরো) বড়ো বড়ো নিদর্শন দেখাতে পারি।

২৪. (হাঁ, এবার এগুলো নিয়ে) তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, কেননা সে (নিজেকে মাবুদ দাবী করে মারাত্মক) সীমালংঘন করে ফেলেছে।

২৫. সে বললো, হে আমার মালিক, তুমি আমার জন্যে আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও ,

২৬. আমার কাজ আমার জন্যে সহজ করে দাও,

২৭. আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দুর করে দাও,

২৮. যাতে করে ওরা আমার কথা (ভালো করে) বুঝতে পারে,

২৯. আমার আপনজনদের মধ্য থেকে (একজনকে) আমার সাহায্যকারী বানাও,

৩০. হারূন হচ্ছে আমার ভাই (তাকেই বরং তুমি আমার সহযোগী বানিয়ে দাও),

৩১. তার দ্বারা তুমি আমার শক্তি বৃদ্ধি করো,

৩২. তাকে আমার কাজের অংশীদার বানিয়ে দাও,

৩৩. যাতে করে আমরা (উভয়ে মিলে) তোমার অনেক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি,

৩৪. তোমাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে পারি;

৩৫. নিশ্চয়ই তুমি আমাদের (কার্যক্রমের) সম্যক দ্রষ্টা।

৩৬. তিনি বললেন, হে মুসা, তুমি যা কিছু চেয়েছো তা (সবই) তোমাকে দেয়া হলো।

৩৭. আমি তো এর আগেও (অলৌকিকভাবে তোমার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে) তোমার ওপর আরেকবার অনুগ্রহ করেছিলাম,

৩৮. যখন আমি তোমার মায়ের কাছে একটি ইংগিত পাঠিয়েছিলাম, (আসলে) সে (বিষয়টি) ইংগিত করে বলে দেয়ার মতো (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ই ছিলো,

৩৯. (সে ইংগিত ছিলো,) তুমি তাকে (ফেরাউনের লোকদের কাছ থেকে বাঁচানোর জন্যে জন্মের পর একটি) সিন্দুকের ভেতরে রেখে দাও, অতপর তাকে (সিন্দুকসহ) নদীতে ভাসিয়ে দাও, যেন নদী তাকে (ভাসাতে ভাসাতে) তীরে ঠেলে দেয়, (আমি জানি,) একটু পরই তাকে উঠিয়ে নেবে (এমন এক ব্যক্তি, যে) আমার দুশমন এবং তারও দুশমন; (হে মুসা,) আমি আমার কাছ থেকে (ফেরাউন ও অন্য মানুষদের মনে) তোমার জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, যেন তুমি আমার চোখের সামনেই বড়ো হতে পারো।

৪০. যখন তোমার বোন চলতে থাকলো এবং (এখানে এসে ফেরাউনের লোকজনদের) বললো, আমি কি তোমাদের একথা বলে দেবো যে, কে এর লালন পালনের ভার নিতে পারবে (তারা রাযী হয়ে গেলো)। এভাবেই আমি তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের কাছে (তার কোলেই) ফিরিয়ে আনলাম, যাতে করে তার চোখ জুড়িয়ে যায় এবং (তোমাকে হারিয়ে) সে যেন চিন্তাক্লিষ্ট না হয়; স্মরণ করো, যখন তুমি একজন মানুষকে হত্যা করলে, তখন আমি (হত্যাজনিত সেই) মানসিক যন্ত্রণা থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম, (এ ছাড়াও) তোমাকে আমি আরো বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। অতপর তুমি বেশ কয়েকটি বছর মাদইয়ানবাসীদের মাঝে কাটিয়ে এলে! এরপর হে মুসা, একটা নির্ধারিত সময় পরেই তুমি (আজ) এখানে এসে উপস্থিত হলে।

৪১. আমি (এই দীর্ঘ পরীক্ষা দ্বারা) তোমাকে আমার নিজের (কাজের) জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।

৪২. আমার নিদর্শনসমুহ নিয়ে তুমি ও তোমার ভাই (এবার ফেরাউনের কাছে) যাও, (তবে) কখনো আমার যেকেরের মাঝে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না,

৪৩. তোমরা দু'জনে (অবিলম্বে) ফেরাউনের কাছে চলে যাও, কেননা সে মারাত্মকভাবে সীমালংঘন করেছে,

৪৪. (হেদায়াত পেশ করার সময়) তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হতে পারে সে তোমাদের উপদেশ কবুল করবে অথবা সে (আমায়) ভয় করবে।

৪৫. তারা বললো, হে আমাদের মালিক, আমরা ভয় করছি সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে, কিংবা সে (আরো বেশী) সীমালংঘন করে বসবে।

৪৬. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা (কোনোরকম) ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সংগেই আছি, আমি (সব কিছু) শুনি, (সব কিছু) দেখি।

৪৭. সুতরাং তোমরা উভয়ই তার কাছে যাও এবং বলো, আমরা তোমার মালিকের পাঠানো দুজন রসুল, অতএব (এ নিপীড়িত) বনী ইসরাঈলের লোকদের তুমি আমাদের সাথে যাবার (অনুমতি) দাও, তুমি তাদের (আর) কষ্ট দিয়ো না; আমরা তোমার কাছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (নবুওতের) নিদর্শন নিয়ে এসেছি; এবং যারা এই হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্যে (রয়েছে অনাবিল) শান্তি।

৪৮. আমাদের ওপর (এ মর্মে) ওহী নাযিল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করবে এবং যে ব্যক্তি (তার আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার ওপর আল্লাহর আযাব (পড়বে)।

৪৯. (এসব শোনার পর) ফেরাউন বললো, হে মুসা (বলো), কে (আবার) তোমাদের দু'জনের মালিক?

৫০. সে বললো, আমাদের মালিক তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার (যথাযোগ্য) আকৃতি দান করেছেন, অতপর (সবাইকে তাদের চলার পথ) বাতলে দিয়েছেন,

৫১. সে বললো, তাহলে আগের লোকদের অবস্থা কি হবে?

৫২. সে বললো, সে বিষয়ের জ্ঞান আমার মালিকের কাছে (সংরক্ষিত বিশেষ) গ্রন্থে মজুদ আছে, আমার মালিক কখনো ভুল পথে যান না তিনি (কারো) কোনো কথা ভুলেও যান না।

৫৩. তিনি এমন (এক সত্তা), যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, ওতে তোমাদের (চলার) জন্যে বহু ধরনের পথঘাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি প্রেরণ করেন; অতপর তা দিয়ে আমি (যমীন থেকে) বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বের করে আনি।

৫৪. তোমরা (তা) নিজেরা খাও এবং (তাতে) তোমাদের পশুদেরও চরাও; অবশ্যই এর (মাঝে) বিবেকসম্পন্ন মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) অনেক নিদর্শন রয়েছে।

৫৫. (এই যে যমীন) তা থেকেই আমি তোমাদের পয়দা করেছি, তাতেই আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং পরিশেষে তা থেকেই আমি তোমাদের দ্বিতীয় বার বের করে আনবো।

৫৬. (ফেরাউনের অবস্থা ছিলো,) আমি তাকে আমার যাবতীয় নিদর্শন দেখিয়েছি, কিন্তু (এ সত্ত্বেও) সে (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং অবিশ্বাস করেছে।

৫৭. (এক পর্যায়ে ফেরাউন বললো,) হে মুসা, (তুমি কি নবুওতের দাবী নিয়ে) এ জন্যে আমাদের কাছে এসেছো যে, তুমি তোমার যাদু (ও তেলেসমাতি) দিয়ে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবে।

৫৮. (হাঁ,) আমরাও তোমার সামনে অতপর অনুরূপ যাদু এনে হাযির করবো, অতএব এসো তোমার এবং আমাদের মাঝে একটি (মোকাবেলার) ওয়াদা ঠিক করে নিই, যার আমরাও খেলাপ করবো না, তুমিও করবে না, (এটা হবে) খোলা ময়দানে (যেন সবাই তা দেখতে পায়)।

৫৯. সে বললো, হাঁ তোমাদের সাথে (প্রতিযোগিতার) ওয়াদা হবে (তোমাদের) মেলা বসার দিন, সেদিন মধ্য দিনেই যেন লোকজন এসে জমা হয়ে যায়।

৬০. (অতপর) ফেরাউন উঠলো এবং (কথানুযায়ী) যাদুর (সামানপত্র) জমা করলো, তারপর (মোকাবেলা দেখার জন্যে) সে (ময়দানে) এসে হাযির হলো।

৬১. মুসা তাদের (লক্ষ্য করে) বললো, দুর্ভোগ হোক তোমাদের, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করো না, তাহলে তিনি তোমাদের আযাব দিয়ে সমুলে ধ্বংস করে দেবেন, (আর) যে ব্যক্তি মিথ্যা বানায় সে ব্যর্থ হয়ে যায়।

৬২. (মুসার কথা শুনে) তারা নিজেদের পরিকল্পনার ব্যাপারে একে অন্যের সাথে মতবিরোধ করলো, কিন্তু তারা গোপন সলাপরামর্শ গোপনই রাখলো।

৬৩. (ফেরাউনের) লোকজন বললো, অবশ্যই এ দুজন মানুষ হচ্ছে যাদুকর, তারা যাদুর (খেলা) দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে এবং তোমাদের এ উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব খতম করে দিতে চায়।

৬৪. অতএব (হে যাদুকররা), তোমরা তোমাদের সব যাদু একত্রিত করো, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে (যাদু দেখানোর জন্যে) উপস্থিত হয়ে যাও, আজ যে (এ মোকাবেলায়) জয়ী হবে সে-ই হবে সফলকাম।

৬৫. তারা বললো, হে মুসা (বলো, আগে) তুমি (তোমার লাঠি) নিক্ষেপ করবে না আমরা নিক্ষেপ করবো?

৬৬. সে বললো, তোমরাই বরং (আগে) নিক্ষেপ করো, যাদুর প্রভাবে তার কাছে মনে হলো তাদের (যাদুর) রশি ও লাঠিগুলো বুঝি এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে,

৬৭. (এতে) মুসা তার অন্তরে কিছুটা ভয় (ও শংকা) অনুভব করলো।

৬৮. আমি বললাম (হে মুসা), তুমি ভয় পেয়ো না, (শেষতক) অবশ্যই তুমি বিজয়ী হবে।

৬৯. (হে মুসা,) তোমার ডান হাতে যে (লাঠি) আছে তা (ময়দানে) নিক্ষেপ করো, (দেখবে এ যাবত) যা খেলা ওরা বানিয়েছে এটা সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে, (মুলত) ওরা যা কিছুই করেছে তা তো (ছিলো) নেহায়াত যাদুকরের কৌশল; আর যাদুকর কখনো কামিয়াব হয় না যে রাসত্মা দিয়েই সে আসুক না কেন!

৭০. (মুসার লাঠি বিশাল অজগর হয়ে যাদুকরদের সাপগুলোকে গিলে ফেললো, এটা দেখে) অতপর যাদুকররা সবাই সাজদাবনত হয়ে গেলো এবং তারা বললো, আমরা হারুন ও মুসার মালিকের ওপর ঈমান আনলাম।

৭১. সে (ফেরাউন) বললো, আমি তোমাদের (এ ধরনের) কোনো অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে! (আমি দেখতে পাচ্ছি) সে-ই হচ্ছে (আসলে) তোমাদের (প্রধান) গুরু, যে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে (দেখো এবার আমি কি করি), আমি তোমাদের হাত পা উল্টো দিক থেকে কেটে ফেলবো, তদুপরি আমি তোমাদের খেজুর গাছের কান্ডে শূলবদ্ধি করবো, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে আমাদের (উভয়ের) মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।

৭২. তারা বললো, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদের (এ দুনিয়ায়) পয়দা করেছেন, তাঁর ওপর আমরা কখনোই তোমাকে প্রাধান্য দেবো না, সুতরাং তুমি যা করতে চাও তাই করো; তুমি (বড়ো জোর) এ পার্থিব জীবন সম্পর্কেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

৭৩. আমরা তো আমাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছি, যাতে করে তিনি আমাদের গুনাহসমুহ(বিশেষ করে) তুমি যে আমাদের যাদু করতে বাধ্য করেছো তা যেন মাফ করে দেন; (আমরা বুঝতে পেরেছি,) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, তিনিই হচ্ছেন অধিকতরো স্থায়ী।

৭৪. যে ব্যক্তি কোনো অপরাধে অপরাধী হয়ে তার মালিকের দরবারে হাযির হবে, তার জন্যে থাকবে জাহান্নাম (আর জাহান্নাম এমন এক জায়গা); যেখানে (মানুষ মরতে চাইলেও) মরবে না, (আবার বাঁচার মতো করে) বাঁচবেও না!

৭৫. অপর দিকে যে ব্যক্তিই তার কাছে মোমেন হয়ে কোনো নেক কাজ নিয়ে হাযির হবে তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা,

৭৬. এমন এক স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল; এ হচ্ছে সে ব্যক্তির পুরস্কার যে (স্বীয় জীবনকে) পবিত্র রেখেছে।

৭৭. আমি মুসার কাছে এ মর্মে ওহী পাঠিয়েছি, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায়ই এ দেশ ছেড়ে চলে যাও এবং (আমার আদেশে) তুমি ওদের জন্যে সমুদ্রের মধ্যে একটি শুষ্ক সড়ক বানিয়ে নাও, পেছন থেকে কেউ তোমাকে ধাওয়া করবে এ আশংকা তুমি কখনোই করো না।

৭৮. (মুসা তার জাতিকে নিয়ে সাগর পানে বেরিয়ে গেলো,) অতপর ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো, তারপর সাগরের (অথৈ) পানি তাদের ডুবিয়ে দিলো, ঠিক যেমনটি তাদের ডুবিয়ে দেয়া উচিত ছিলো;

৭৯. (মুলত) ফেরাউন তার জাতিকে গোমরাহ করে দিয়েছে, সে কখনোই তাদের সঠিক পথ দেখায়নি।

৮০. হে বনী ইসরাঈল (চেয়ে দেখো), আমি (কিভাবে) তোমাদের (প্রধান) শত্রু(ফেরাউন) থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছি এবং আমি তোমাদের (নবীর) কাছে তূর (পাহাড়ের) ডান দিকের যে (স্থানে তাওরাত গ্রন্থ দানের) ওয়াদা করেছিলাম (তাও পুরণ করেছি,) তোমাদের জন্যে আমি (আরো) নাযিল করেছি মান' এবং সালওয়া'(নামের কিছু পবিত্র খাবার)।

৮১. তোমাদের আমি যা পবিত্র খাবার দান করেছি তা খাও এবং তাতে বাড়াবাড়ি করো না, বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের ওপর আমার গযব অবধারিত হয়ে যাবে, আর যার ওপর আমার গযব অবধারিত হবে সে তো ধ্বংসই হয়ে যাবে!

৮২. আমি অবশ্যই তার প্রতি ক্ষমাশীল যে ব্যক্তি তাওবা করলো, ঈমান আনলো, নেক কাজ করলো, অতপর হেদায়াতের পথে থাকলো।

৮৩. (মুসা এখানে আসার পর আমি তাকে বললাম,) হে মুসা, কোন জিনিস তোমার জাতির লোকদের কাছ থেকে (এখানে আসার জন্যে) তোমাকে তাড়াতাড়ি করালো!

৮৪. (সে বললো, না) তারা তো আমার পেছনেই রয়েছে, আমি তোমার কাছে আসতে তাড়াতাড়ি করলাম যাতে করে হে মালিক, তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হও,

৮৫. তিনি বললেন, তোমার (চলে আসার) পর আমি তোমার জাতিকে (আরেক) পরীক্ষায় ফেলেছি, সামেরী' (নামের এক ব্যক্তি) তাদের গোমরাহ করে দিয়েছিলো।

৮৬. অতপর মুসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে তার জাতির কাছে ফিরে এলো, (এসে তাদের) সে বললো, হে আমার জাতি (এ তোমরা কি করলে), তোমাদের মালিক কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি (যে, তোমাদের তিনি এ যমীনের কর্তৃত্ব সমর্পণ করবেন), তবে কি আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি(র সময়')টি তোমাদের কাছে খুব দীর্ঘ মনে হয়েছিলো (তোমরা আর অপেক্ষা করতে পারলে না), কিংবা তোমরা এটাই চেয়েছো, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের গযব অবধারিত হয়ে পড়ুক, অতপর তোমরা আমার ওয়াদা ভংগ করে ফেললে!

৮৭. তারা বললো (হে মুসা), আমরা তোমার প্রতিশ্রুতি নিজেদের ইচ্ছায় ভংগ করিনি (আসলে যা ঘটেছে তা ছিলো), জাতির (মানুষদের) অলংকারপত্রের বোঝা আমাদের ওপর চাপানো হয়েছিলো, আমরা তা (বইতে না পেরে আগুনে) নিক্ষেপ করে দেই (এ ছিলো আমাদের অপরাধ), এভাবেই সামেরী (আমাদের প্রতারণার জালে) নিক্ষেপ করলো;

৮৮. তারপর সে (অলংকার দিয়ে) তাদের জন্যে একটি বাছুর বের করে আনলো, (মুলত) তার (ছিলো) একটি (নিষপ্রাণ) অবয়ব, তাতে গরুর (মতো) শব্দ ছিলো (মাত্র), তারা (এটুকু দেখেই) বলতে লাগলো, এ হচ্ছে তোমাদের মাবুদ, (এটি) মুসারও মাবুদ, কিন্তু মুসা (এর কথা) ভুলে (আরেক মাবুদের সন্ধানে তূর' পাহাড়ে চলে) গেছে।

৮৯. (ধিক তাদের বুদ্ধির ওপর,) তারা কি দেখেনা, ওটা তাদের কথার কোনো উত্তর দেয় না, না ওটা তাদের কোনো রকম ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে!

৯০. (মুসা তার জাতির কাছে ফিরে আসার) আগেই হারুন তাদের বলেছিলো, হে আমার জাতি, এ (গো-বাছুর) দ্বারা তোমাদের (ঈমানেরই) পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, তোমাদের মালিক তো হচ্ছেন দয়াময় আল্লাহ তায়ালা, তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।

৯১. ওরা বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত মুসা আমাদের কাছে ফিরে না আসবে আমরা এর (পুজা) থেকে বিরত হবো না।
৯২. (মুসা এসে এসব না-ফরমানী কাজ দেখলো,) সে বললো, হে হারূন, তুমি যখন দেখলে ওরা গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কোন জিনিস বিরত রেখেছিলো

৯৩. যে, তুমি আমার কথার অনুসরণ করলে না! তুমি কি আমার আদেশ (তাহলে) অমান্যই করলে?

৯৪. সে বললো, হে আমার মায়ের ছেলে, তুমি আমার দাড়ি ও মাথার (চুল) ধরো না, আমি (এমনি একটি) আশংকা করেছিলাম, তুমি (ফিরে এসে হয়তো) বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং তুমি আমার কথা পালনে যত্ন নাওনি।'

৯৫. সে বললো হে সামেরী (বলো) তোমার ব্যাপারটা কি (হয়েছিলো?)

৯৬. সে বললো, আসলে আমি যা দেখেছিলাম তা ওরা দেখেনি (ঘটনাটা ছিলো), আমি আল্লাহর বাণীবাহকের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো (মাটি) নিয়ে নিলাম, অতপর তা ওতে নিক্ষেপ করলাম, আমার মন (কেন জানি) এভাবেই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলো।

৯৭. সে বললো, চলে যাও (আমার সম্মুখ থেকে), তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্যে এ (শাস্তিই নির্ধারিত) হলো, তুমি বলতে থাকবে- আমাকে কেউ স্পর্শ করো না', এ ছাড়া তোমার জন্যে আরো আছে (পরকালের আযাবের) ওয়াদা, যা কখনো তোমার কাছ থেকে সরে যাবে না, তাকিয়ে দেখো তোমার বানানো মাবুদের প্রতি, যার পুজায় তুমি (এতোদিন) রত ছিলে; আমি ওকে অবশ্যই জ্বালিয়ে দেবো, অতপর তার ছাই বিক্ষিপ্ত করে (সমুদ্রে) নিক্ষেপ করবো।

৯৮. (হে মানুষ,) তোমাদের মাবুদ তো কেবল আল্লাহ তায়ালাই, যিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই; তিনি তাঁর জ্ঞান দিয়ে সব কিছু পরিবষ্টেন করে আছেন।

৯৯. (হে নবী, মুসার) যেসব ঘটনা তোমার আগে ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবেই তোমাকে শুনিয়ে যাবো, (তা ছাড়া) আমি তোমাকে আমার কাছ থেকে একটি স্মরণিকাও দান করেছি।

১০০. যে কেউই এ (স্মরণিকা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কেয়ামতের দিন (নিজ কাঁধে) গুনাহের এক ভারী বোঝা বইবে,

১০১. তারা চিরদিন সেখানে থাকবে; কেয়ামতের (কঠিন) দিনে তাদের জন্যে এ বোঝা কতো মন্দ (প্রমাণিত) হবে!

১০২. যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের এমন অবস্থায় জমা করবো, (ভয়ে) তাদের চোখ নীল (ও দৃষ্টিহীন) থাকবে,

১০৩. তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকবে, তোমরা (দুনিয়ায় বড়ো জোর) দশ দিন অবস্থান করে এসেছো

১০৪. (আসলে) আমি জানি (সে অবস্থানের সঠিক পরিমাণ নিয়ে) যা কিছু বলছিলো, বিশেষ করে) যখন তাদের মধ্যকার সবচাইতে বিবেকবান ব্যক্তি (যে সৎপথে ছিলো) বলবে, তোমরা তো (দুনিয়ায়) মাত্র একদিন অবস্থান করে এসেছো!

১০৫. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে (কেয়ামতের সময়) পাহাড়গুলোর অবস্থা (কি হবে) জানতে চাইবে, তুমি তাদের বলো, (সে সময়) আমার মালিক এগুলোকে (টুকরো টুকরো করে) উড়িয়ে দেবেন,

১০৬. অতপর তাকে তিনি মসৃণ ও সমতল ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন,

১০৭. তুমি এতে কোনো রকম অসমতল ও উঁচু নীচু দেখবে না;

১০৮. সেদিন সব মানুষ একজন আহ্বানকারীর পেছনে চলতে থাকবে, তার জন্যে কোনো বাঁকা পথ থাকবে না (সে চাইলেও অন্য দিকে যেতে পারবে না), সেদিন দয়াময় আল্লাহ তায়ালার (প্রচন্ড ক্ষমতার) সামনে অন্য সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে, (এ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ভীতবিহ্বল মানুষের পায়ে চলার) মৃদু আওয়ায ছাড়া আর কিছুই তুমি শুনতে পাবে না।

১০৯. সেদিন পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার সামনে কারো কোনো রকম সুপারিশই কাজে আসবে না, অবশ্য যাকে করুণাময় আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তার কথা আলাদা।

১১০. তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন, তারা তা দিয়ে তাঁর বিশাল জ্ঞানকে কোনো দিনই পরিবষ্টেন করতে পারে না।

১১১. (সেদিন) মানুষের চেহারাগুলো (সেই) চিরঞ্জীব ও অনাদি সত্তার সামনে অবনত হয়ে যাবে, ব্যর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে সেদিন শুধু যুলুমের ভারই বহন করবে।

১১২. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে (দুনিয়ায়) নেক কাজ করেছে, (সেদিন) সে কোনো যুলুমের ভয় করবে না এবং কোনো ক্ষতির ভয়ও না।

১১৩. এভাবেই আমি কোরআনকে (পরিষ্কার) আরবী (ভাষায়) নযিল করেছি এবং তাতে (মানুষদের পরিণাম সম্পর্কে) সাবধানতা সংক্রান্ত কথাগুলো সবিসত্মার বর্ণনা করেছি, যেন তারা (গোমরাহী থেকে) বেঁচে থাকতে পারে, কিংবা (তাদের মনে) তা তাদের জন্যে কোনো চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে।

১১৪. আল্লাহ তায়ালা অতি মহান, তিনিই (সৃষ্টিকুলের) প্রকৃত বাদশাহ (তিনিই কোরআন নাযিল করেছেন, হে নবী), তোমার কাছে তার ওহী নাযিল পুর্ণ হওয়ার আগে কোরআনের ব্যাপারে কখনো তাড়াহুড়ো করো না, (তবে জ্ঞান বাড়াতে চাইলে) বলো, হে আমার মালিক, আমার জ্ঞান (-ভান্ডার) তুমি বৃদ্ধি করে দাও।

১১৫. আমি এর আগে আদম (সন্তানের) প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে (এসব কথা) ভুলে গেছে, (আসলে) আমি (কখনো) সে ব্যাপারে তাকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ পাইনি।

১১৬. আমি ফেরেশতাদের (যখন) বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সাজদা করো, তখন তারা (সাথে সাথেই) সাজদা করলো, কিন্তু ইবলীস, (সে) অস্বীকার করলো।

১১৭. আমি আদমকে বললাম, এ (শয়তান) হচ্ছে তোমার ও তোমার (জীবন) সাথীর দুশমন; সুতরাং (দেখো) এমন যেন না হয় যে, সে তোমাদের উভয়কেই জান্নাত থেকে বের করে দেবে এবং (এর ফলে) তুমি দারুণ দুঃখ কষ্টে পড়ে যাবে,

১১৮. (অথচ) এখানে তুমি কখনো ক্ষুধার্ত হও না, কখনো পোশাকবিহীনও হও না!

১১৯. তুমি (কখনো) এখানে পিপাসার্ত হও না, কখনো রোদেও কষ্ট পাও না!

১২০. (কিন্তু এতো সাবধান করা সত্ত্বেও) অতপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো; সে (তাকে) বললো, হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনদায়িনী একটি গাছের কথা বলবো (যার ফল খেলে তুমি এখানে চিরজীবন থাকতে পারবে) এবং বলবো এমন রাজত্বের কথা, যার কখনো পতন হবে না!

১২১. অতপর তারা উভয়ে ওই (নিষিদ্ধি গাছের) ফল খেলো, সাথে সাথেই তাদের শরীরের লজ্জাস্থানসমুহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা (লজ্জায় তাড়াতাড়ি করে) জান্নাতের (বিভিন্ন গাছের) পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে শুরু করলো, এভাবেই আদম তার মালিকের না-ফরমানী করলো এবং (এ কারণে) সে (সাময়িকভাবে) পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো।

১২২. কিন্তু (তার ক্ষমা প্রার্থনার পর) তার মালিক তাকে (তার বংশধরদের পথ প্রদর্শনের জন্যে) বাছাই করে নিলেন, তার ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন এবং তাকে সঠিক পথনির্দেশ দিলেন।

১২৩. তিনি বললেন, (শয়তান ও তোমরা এখন) উভয় দলই এখান থেকে নেমে পড়ো, (মনে রাখবে) তোমরা কিন্তু একজন আরেক জনের (জঘন্য) দুশমন, অতপর (তোমাদের জীবন পরিচালনার জন্যে) আমার কাছ থেকে হেদায়াত (পথনির্দেশ) আসবে, অতপর যে আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে সে না কখনো (দুনিয়ায়) বিপথগামী হবে, না (আখেরাতে সে) কোনো কষ্ট পাবে।

১২৪. (হাঁ,) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জন্যে (জীবনে) বাঁচার সামগ্রী সংকুচিত হয়ে যাবে, (সর্বোপরি) তাকে আমি কেয়ামতের দিন অন্ধ বানিয়ে হাযির করবো।

১২৫. সে (নিজেকে এভাবে দেখার পর) বলবে, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে কেন (আজ) অন্ধ বানিয়ে উঠালে? (দুনিয়াতে তো) আমি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই ছিলাম!

১২৬. তিনি বলবেন, (আসলে দুনিয়াতেও) তুমি এমনিই (অন্ধ) ছিলে! আমার আয়াতসমুহ তোমার কাছে এসেছিলো, কিন্তু তুমি তা ভুলে ছিলে, এভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে।

১২৭. (মুলত) আমি এভাবেই তাদের প্রতিফল দেই, যারা (আমার আয়াত নিয়ে) বাড়াবাড়ি করে, সে তার মালিকের আয়াতের ওপর কখনো ঈমান আনে না; (সত্যিকার অর্থে) পরকালের আযাবই হচ্ছে বেশী কঠিন এবং অধিক স্থায়ী।

১২৮. এদের আগে আমি কতো কতো জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, আর এ (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদসমুহের ওপর দিয়ে এরা তো (হামেশাই) চলাফেরা করে; অবশ্যই এতে বিবেকবান মানুষদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

১২৯. যদি তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (এদের অবকাশ দেয়ার এ) ঘোষণা না থাকতো এবং এদের ওপর আযাব আসার সুনির্দষ্টি কালক্ষণ আগেই ঠিক করা না থাকতো, তাহলে এদের ওপর (কবেই আযাব) অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তো;

১৩০. অতএব (হে নবী), এরা যা কিছুই বলে তুমি তার ওপর ধৈর্য ধারণ করো, তুমি (বরং) তোমার মালিকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সুর্যোদয়ের আগে ও তা অস্ত যাওয়ার আগে, রাতের বেলায় এবং দিনের দুই প্রান্তেও তুমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো, সম্ভবত (কেয়ামতের দিন) তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবে।

১৩১. (হে নবী,) পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ বিলাসের সেসব উপকরণ আমি তাদের অনেককেই দিয়ে রেখেছি, তার দিকে তুমি কখনো তোমার দুচোখ তুলে তাকাবে না, (আসলে আমি এসব কিছু এ কারণেই দিয়েছি) যেন আমি তাদের পরীক্ষা করতে পারি, (মুলত) তোমার মালিকের রেযেকই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

১৩২. (হে নবী,) তোমার পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকো, আমি তো তোমার কাছে কোনোরকম রেযেক (জীবনোপকরণ) চাই না, রেযেক তো তোমাকে আমিই দান করি; আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার জন্যেই রয়েছে উত্তম পরিণাম।

১৩৩. (এরপরও মুর্খ) লোকেরা বলে, এ ব্যক্তি তার মালিকের কাছ থেকে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন; (তুমি কি মনে করো,) তাদের কাছে সেসব দলীল প্রমাণ নেই যা আগের কেতাবসমুহে মজুদ রয়েছে!

১৩৪. আমি যদি এর আগেই তাদের কোনো আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে অবশ্যই এরা বলতো, হে আমাদের মালিক, তুমি (আযাব পাঠাবার আগে) আমাদের কাছে একজন রসুল পাঠালে না কেন? (রসুল) পাঠালে আমরা এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগেই তোমার আয়াতসমুহ মেনে চলতাম।

১৩৫. (হে নবী, এদের) বলো (হাঁ), প্রত্যেক ব্যক্তিই (তার কাজের প্রতিফল পাবার) অপেক্ষা করছে, অতএব তোমরাও অপেক্ষা করো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে সঠিক পথের অনুসারী কারা, আর কারাই বা সোজা সঠিক পথ পেয়েছে।

সূরা আল আম্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১১২, রুকু ৭

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. মানুষের জন্যে তাদের হিসাব নিকাশের মুহূর্তটি একা ন্ত কাছে এসে গেছে, অথচ তারা এখনো উদাসীনতার মাঝে (নিমজ্জিত হয়ে সত্য) বিমুখ হয়ে আছে,

২. যখন তাদের কাছে তাদের মালিকের কোনো নতুন উপদেশ আসে তখন (মনে হয়) তারা তা শোনছে, কিন্তু তারা (তখনও) নানারকম খেলা ধুলায় নিমগ্ন থাকে,

৩. ওদের মন থাকে সম্পূর্ণ অমনোযোগী; যারা যালেম তারা গোপনে বলাবলি করে, এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, তোমরা কি (তারপরও তার) যাদুর ফাঁদে ফেঁসে যাবে? অথচ তোমরা তো (সব কিছুই) দেখতে পাচ্ছো!

৪. সে বললো, আমার মালিক (প্রতিটি) কথা জানেন, তা আসমানে থাকুক কিংবা যমীনে, তিনি (সব) শোনেন, (সব) জানেন।

৫. তারা তো বরং (কোরআনের ব্যাপারে) বলে, এগুলো হচ্ছে অলীক স্বপ্নমাত্র, সে নিজেই এসব উদ্ভাবন করেছে, কিংবা সে হচ্ছে একজন কবি, সে (নবী হয়ে থাকলে আমাদের কাছে) এমন সব নিদর্শন নিয়ে আসুক, যা দিয়ে পূর্ববর্তীদের পাঠানো হয়েছিলো।

৬. এদের আগে এমন সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, তার অধিবাসীরা (এসব নিদর্শন দেখেও) ঈমান আনেনি। (তুমি কি মনে করো) এরা (এখন) ঈমান আনবে?

৭. তোমার পূর্বে আমি মানুষকেই (সব সময় নবী বানিয়ে) তাদের কাছে পাঠিয়েছি, তোমরা যদি না জানো তাহলে (আগের) কেতাবওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞেস করো।

৮. আমি তাদের এমন সব দেহাবয়ব দিয়ে পয়দা করিনি যে, তারা খেতে পারতো না, (তা ছাড়া মানুষ হওয়ার কারণে) তারা কেউ (এ দুনিয়ায়) চিরস্থায়ীও হয়নি!

৯. অতপর আমি (আযাবের) ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করে দেখালাম, (আযাব যখন এসে গেলো তখন) আমি যাদের চাইলাম শুধু তাদেরই উদ্ধার করলাম, আর সীমালংঘন কারীদের আমি সমূলে বিনাশ করে দিলাম।

১০. (হে মানুষ,) আমি তোমাদের কাছে (এমন একটি) কেতাব নাযিল করেছি, যাতে (একে একে) তোমাদের (সবার) কথাই রয়েছে, তোমরা কি বুঝতে পারো না!

১১. আমি এর আগে কতো জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যা ছিলো (আসলেই) যালেম, তাদের পরে তাদের জায়গায় আমি অন্য জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।

১২. এরা যখন আমার আযাব (একান্ত) সামনে দেখতে পেলো তখন সেখান থেকে পালাতে শুরু করলো।

১৩. (আমি বললাম,) তোমরা (আজ) পালিয়ো না, বরং ফিরে যাও তোমাদের সম্পদের কাছে ও তোমাদের বাড়ি ঘরের দিকে যেখানে তোমরা আরাম করছিলে, সম্ভবত তোমাদের (কিছু) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৪. তারা বললো, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা (সত্যিই) যালেম ছিলাম।

১৫. অতপর তারা এই আহাজারি করতেই থাকলো, যতো ক্ষণ না আমি তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি, আমি তাদের কাটা ফসল ও নির্বাপিত আলোকরশ্মি বানিয়ে দিলাম।

১৬. আসমান যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সব কিছু (-র কোনোটাই) আমি খেলতামাশার জন্যে পয়দা করিনি।

১৭. আমি যদি নেহায়াত কোনো খেলতামাশার বিষয়ই বানাতে চাইতাম তাহলে আমি আমার কাছে যা (নিষ্প্রাণ বস্তু) আছে তা দিয়েই (এসব কিছু) বানিয়ে দিতাম।

১৮. বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর ছুঁড়ে মারি, অতপর সে (সত্য) এ (মিথ্যা)-র মগয বের করে দেয়, (এর ফলে যা মিথ্যা) তা সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা যা কিছু উদ্ভাবন করছো (তা থেকে আল্লাহ তায়ালা অনেক পবিত্র)।

১৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তো তাঁর (মালিকানাধীন), তাঁর (একান্ত) সান্নিধ্যে যেসব (ফেরেশতা) আছে তারা কখনো তাঁর এবাদাত করতে অহংকার (বোধ) করে না, তারা কখনো ক্লান্তিও বোধ করে না,

২০. তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তারা কখনো কোনো অলসতা করে না।

২১. এরা কি (আল্লাহ তায়ালার বদলে) যমীনের কোনো কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিচ্ছে? (এরা যাদের মাবুদ বানাচ্ছে) তারা কি এদের পুনরুত্থান ঘটাবে?

২২. যদি আসমান যমীনে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আরো অনেক মাবুদ থাকতো, তাহলে (কবেই যমীন আসমানের) উভয়টাই ধ্বংস হয়ে যেতো, এরা যা কিছু বলে, আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালা সে সব কিছু থেকে পবিত্র ও মহান!

২৩. তিনি যা কিছু করেন সে ব্যাপারে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, বরং তাদেরই (তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হবে।

২৪. এরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া (অন্য কাউকে) মাবুদ বানিয়ে রেখেছে? (হে নবী, তুমি) বলো, তোমরা দলীল প্রমাণ উপস্থিত করো, (এটা) আমার সাথীদের কেতাব এবং (এটা) আমার পূর্ববর্তীদের কেতাব, (পারলে এখান থেকে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করো;) এদের অধিকাংশ (মানুষই প্রকৃত সত্য) জানে না, তাই (সত্য থেকে) এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২৫. আমি তোমার আগে এমন কোনো নবী পাঠাইনি যার কাছে ওহী পাঠিয়ে আমি একথা বলিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং তোমরা সবাই আমারই এবাদাত করো।

২৬. (এ মূর্খ) লোকেরা বলে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদের নিজের) সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন; তিনি (এসব কথাবার্তা থেকে) অনেক পবিত্র; বরং তারা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সম্মানিত বান্দা,

২৭. তারা (কখনো) তাঁর সামনে আগে বেড়ে কথা বলে না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে।

২৮. তাদের সামনে পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন, তারা আল্লাহ তায়ালার সমীপে সেসব লোক ছাড়া অন্য কারো জন্যেই সুপারিশ করে না যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট রয়েছেন, তারা (নিজেরাও সব সময়) তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত (থাকে)।

২৯. (যারা অহংকারী) তাদের মধ্যে যদি কেউ একথা বলে, আল্লাহ তায়ালার বদলে আমিই হচ্ছি মাবুদ, তাহলে তাকে আমি এ জন্যে জাহান্নামের (কঠিন) শাস্তি দেবো; (মূলত) আমি যালেমদের এভাবেই শাস্তি দেই।

৩০. এরা কি দেখে না, আসমানসমূহ ও পৃথিবী (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, অতপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি এবং আমি প্রাণবান সব কিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, (এসব জানার পরও) কি তারা ঈমান আনবে না?

৩১. আমি যমীনের ওপর সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ রেখে দিয়েছি যেন তা ওদের নিয়ে (এদিক সেদিক) নড়াচড়া করতে না পারে, এ ছাড়াও আমি ওতে প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করে দিয়েছি যাতে করে তারা (তা দিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে) পৌঁছুতে পারে।

৩২. আমি আকাশকে একটি সুরতি ছাদ হিসেবে তৈরী করেছি, এ (নির্বোধ) ব্যক্তিরা তার নিদর্শনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৩৩. আল্লাহ তায়ালাই রাত, দিন, সুরুজ ও চাঁদকে পয়দা করেছেন; (এদের) প্রত্যেকেই (মহাকাশের) কপথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে।

৩৪. (হে নবী,) আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানব সন্তানকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং আজ তুমি মরে গেলে (তুমি কি মনে করো) তারা এখানে চিরজীবী হয়ে থাকবে?

৩৫. প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; (হে মানুষ,) আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো (এ উভয়) অবস্থার মধ্যে ফেলেই পরীক্ষা করি; অতপর (তোমাদের তো) আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৬. কাফেররা যখন তোমাকে দেখে তখন (মনে হয়) তারা তোমাকে কেবল তাদের বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে; তারা (তোমার দিকে ইশারা করে) বলে, এ কি সে ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব দেবীদের (মন্দভাবে) স্মরণ করে, অথচ (এরা নিজেরাই) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার স্মরণকে অস্বীকার করে।

৩৭. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে তাড়াহুড়ো (করার প্রকৃতি) দিয়ে, অচিরেই আমি তোমাদের আমার (কুদরতের) নিদর্শনগুলো দেখিয়ে দেবো, সুতরাং তোমরা আমার কাছে তাড়াহুড়ো কামনা করো না।

৩৮. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো কেয়ামতের এই ওয়াদা কবে (পূর্ণ) হবে?

৩৯. কতো ভালো হতো যদি এ কাফেররা (সে ক্ষণটির কথা) জানতো! (বিশেষ করে) যখন তারা তাদের সামনে ও তাদের পেছন থেকে আসা আগুন কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না, (সে সময়ে) তাদের (কোনো রকম) সাহায্যও করা হবে না।

৪০. (মূলত কেয়ামত) তাদের ওপর আসবে হঠাৎ করে, এসেই তা তাদের হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তাকে তারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না, আর না তাদের (এ জন্যে) কোনো অবকাশ দেয়া হবে!

৪১. (হে নবী,) তোমার আগেও অনেক রসূলকে (এভাবে) ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, পরে (দেখা গেলো) তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলো তাই তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছে।

৪২. (হে নবী), তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের দয়াময় আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে রা করবে- তা রাতের বেলায় আসুক কিংবা দিনের বেলায় আসুক, কিন্তু (সে কথা না ভেবে) এরা নিজেদের মালিকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

৪৩. তবে কি তাদের আরো কোনো মাবুদ আছে যারা আমার (আযাব) থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে; তারা তো নিজেদেরই কোনো সাহায্য করতে পারবে না, না তারা আমার কাছ থেকে সেখানে কোনো সাহায্যকারী পাবে!

৪৪ (মূলত) আমি এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের যাবতীয় ভোগসম্ভার দান করে যাচ্ছিলাম এবং এভাবে এদের ওপর দিয়ে (সমৃদ্ধির) এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে; এখন কি তারা দেখতে পাচ্ছে না, আমি যমীনকে চারদিক থেকে তাদের ওপর সংকুচিত করে আনছি, তারপরও কি তারা বিজয়ী হবে (বলে আশা করে)?

৪৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো শুধু ওহী দিয়ে তোমাদের (জাহান্নামের) ভয় দেখাই, কিন্তু এই বধিররা ডাক শুনতে পায়না, (বার বার) তাদের সতর্ক করা হলেও (তারা সে সতর্কবাণীর কিছুই শুনতে পায় না)।

৪৬. (অথচ) তোমার মালিকের আযাবের সামান্য কিছু অংশও যদি এদের স্পর্শ করে তখন এরা বলে উঠবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সত্যিই যালেম ছিলাম!

৪৭. কেয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের জন্যে একটি মানদন্ড স্থাপন করবো, অতপর সেদিন কারো (কোনো মানব স নৎদানের) ওপরই কোনো রকম যুলুম হবে না; যদি একটি শস্য দানা পরিমাণ কোনো আমলও (তার কোথাও লুকিয়ে) থাকে, (হিসাবের পাল্লায়) তা আমি (যথার্থই) এনে হাযির করবো, হিসাব নেয়ার জন্যে আমিই যথেষ্ট।

৪৮. অবশ্য আমি মূসা ও হারুনকে (ন্যায় অন্যায়ের) ফয়সালাকারী একটি গ্রন্থ দিয়েছিলাম, পরহেযগার লোকদের জন্যে দিয়েছিলাম (আঁধারে চলার) আলো ও (জীবনে চলার) উপদেশ,

৪৯. (এটা তাদের জন্যে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে না দেখেও ভয় করে এবং তারা কেয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

৫০. আর এ হচ্ছে বরকতপূর্ণ উপদেশ, এটি আমিই নাযিল করেছি, তোমরা কি এর অস্বীকারকারী হতে চাও?

৫১. আমি আগে ইবরাহীমকে ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি সে সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম,

৫২. যখন সে তার পিতা ও তার জাতির (লোকদের) বললো, এ (নিষ্প্রাণ) মূর্তিগুলো আসলে কি- যার (এবাদাতের) জন্যে তোমরা শক্ত হয়ে বসে আছো।

৫৩. তারা বললো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এগুলোর এবাদাত করতে দেখেছি (এর চাইতে বেশী কিছু আমরা জানি না)।

৫৪. সে বললো, (এগুলোর পূজা করে) তোমরা নিজেরা (যেমন আজ) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হচ্ছো, (তেমনি) তোমাদের পূর্বপুরুষরাও (গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো)।

৫৫. তারা বললো, তুমি কি আসলেই আমাদের কাছে কোনো সত্য নিয়ে এসেছো, না অযথাই (আমাদের সাথে) তামাশা করছো।

৫৬. সে বললো (না, এটা কোনো তামাশার বিষয় নয়), বরং তোমাদের মালিক যিনি, তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক, তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন, আর আমি নিজেই হচ্ছি এ ব্যাপারে সাক্ষীদের একজন।

৫৭. আল্লাহ তায়ালার শপথ, তোমরা এখান থেকে সরে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কৌশল অবলম্বন করবো।

৫৮. অতপর (তারা চলে গেলে) ওদের বড়োটি ছাড়া অন্য মূর্তিগুলোকে সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো, যাতে করে তারা তার (ঘটনা জানার জন্যে এ বড়োটার) দিকেই ধাবিত হতে পারে।

৫৯. (যখন তারা ফিরে এসে মূর্তিদের এ দুরবস্থা দেখলো,) তখন তারা বললো, আমাদের দেবতাদের সাথে এ আচরণ করলো কে? যে-ই করেছে নিসন্দেহে সে যালেমদেরই একজন।

৬০. লোকেরা বললো, আমরা শুনেছি এক যুবক ওদের সমালোচনা করছিলো, (হ্যাঁ) সে যুবককে বলা হয় ইবরাহীম;

৬১. তারা বললো, (যাও) তাকে সব মানুষের চোখের সামনে এনে হাযির করো, যাতে করে তারা (তার বিরুদ্ধে) সা্য দিতে পারে।

৬২. (ইবরাহীমকে আনার পর) তারা (তাকে) জিজ্ঞেস করলো, হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের মাবুদগুলোর সাথে এ আচরণ করেছো;

৬৩. (সে বললো,) বরং ওদের বড়োটিই সম্ভবত (এসব কিছু) ঘটিয়েছে, তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস করো না, তারা যদি কথা বলতে পারে (তাহলে তারাই বলবে কে তাদের সাথে এ আচরণ করেছে)!

৬৪. (ইবরাহীমের এ অভিনব যুক্তি শুনে) তারা (নিজেরা চিন্তা করে) নিজেদের দিকেই ফিরে এলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলো (যালেম তো সে নয়, যে ওটা ভেংগেছে), যালেম তো হচ্ছো তোমরা (যারা এর পূজা করো),

৬৫. অতপর (লজ্জায়) ওদের মাথা অবনত হয়ে গেলো, ওরা বললো (হে ইবরাহীম), তুমি তো (ভালো করেই) জানো, এরা কথা বলতে পারে না।

৬৬. সে বললো, তাহলে তোমরা কেন আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর পূজা করো যারা তোমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, তোমাদের কোনো অপকারও করতে পারে না।

৬৭. ধিক তোমাদের জন্যে এবং আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের পূজা করো তাদের জন্যেও; তোমরা কি (এদের এ অক্ষমতাটুকু) বুঝতে পারছো না।

৬৮. (এ সময় রাজার) লোকেরা বললো, একে আগুনে পুড়িয়ে দাও, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে (আগে গিয়ে) তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতিশোধ গ্রহণ করো।

৬৯. (অপরদিকে) আমি (আগুনকে) বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্যে শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও,

৭০. ওরা তার বিরুদ্ধে একটা ফন্দি আঁটতে চাইলো, আর আমি (উল্টো) তাদের ক্ষতিগ্রস্ত (ও ব্যর্থ) করে দিলাম,

৭১. অতপর আমি তাকে এবং (আমার নবী) লূতকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি দুনিয়াবাসীর জন্যে অনেক কল্যাণ রেখেছি।

৭২. অতপর আমি ইবরাহীমকে (তার ছেলে হিসেবে) ইসহাক দান করলাম; তার ওপর অতিরিক্ত দান করলাম (পৌত্র হিসেবে) ইয়াকুব; এদের সবাইকেই আমি ভালো (মানুষ) বানিয়েছিলাম,

৭৩. আমি তাদের (দুনিয়ার মানুষদের) নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) সুপথ দেখাতো, নেক কাজ করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়ার জন্যে আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, তারা (সর্বত্রই) আমার আনুগত্য করতো।

৭৪. (ইবরাহীমের মতো) আমি লূতকেও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম, তাকেও আমি এমন একটি জনপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছি যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজ করতো; সত্যিই তারা ছিলো জঘন্য বদ ও গুনাহগার জাতি,

৭৫. আর আমি তাকে আমার (অপরিসীম) অনুগ্রহের ভেতর প্রবেশ করিয়েছি; নিসন্দেহে সে ছিলো একজন সৎকর্মশীল (নবী)।

৭৬. (হে নবী, তুমি নূহের কাহিনীও তাদের শোনাও,) নূহ যখন আমাকে ডেকেছিলো, (ডেকেছিলো ইবরাহীমেরও) আগে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম,

৭৭. আমি তাকে এমন এক জাতির মোকাবেলায় সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো; (আসলেই) তারা ছিলো বড়ো খারাপ জাতের লোক, অতপর আমি তাদের সবাইকে (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি।

৭৮. দাউদ ও সোলায়মানের ঘটনাও (তাদের শোনাও), যখন তারা একটি ক্ষেতের ফসলের (মোকদ্দমায়) রায় প্রদান করছিলো। (মোকদ্দমাটা ছিলো এমন), রাতের বেলায় (মানুষদের) কিছু মেষ (অন্য মানুষদের ক্ষেতে ঢুকে) তা তছনছ করে দিলো, এই বিচারপর্বটি আমি নিজেও তাদের সাথে পর্যবেণ করছিলাম,

৭৯. অতপর আমি (সঠিক রায় যা-) তা সোলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, (অবশ্য) আমি তাদের (উভয়কেই) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম, আমি পাহাড় পর্বত এবং পাখ-পাখালিকেও দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম যেন তারাও (তার সাথে) আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারে; আর আমিই (এ সব কিছু) ঘটাচ্ছিলাম।

৮০. আর আমি তাকে তোমাদের (যুদ্ধে ব্যবহারের) জন্যে বর্ম বানানো শিক্ষা দিয়েছি, যাতে তোমরা তোমাদের যুদ্ধের সময় (পরস্পরের আক্রমণ থেকে) নিজেদের বাঁচাতে পারো, তারপরও কি তোমরা (আমার) শোকরগোযার হবে না?

৮১. আমি প্রবল হাওয়াকে সোলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, তা তার আদেশে সে দেশের দিকে ধাবিত হতো যেখানে আমি প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছি; (মূলত) আমি প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারেই সম্যক অবগত আছি।

৮২ শয়তানদের মাঝে (তার) কিছু (জ্বিন অনুসারী) তার জন্যে (সমুদ্রে) ডুবুরীর কাজ করতো, তার জন্যে এ ছাড়াও এরা বহু কাজ আঞ্জাম দিতো, তাদের রব তো আমিই ছিলাম,

৮৩. (স্মরণ করো,) যখন আইয়ূব তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), আমাকে এক কঠিন অসুখে পেয়ে বসেছে, (আমায় তুমি) নিরাময় করো, (কেননা) তুমিই হচ্ছো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু,

৮৪. অতপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে কষ্ট ছিলো তা আমি দূর করে দিলাম, তাকে (যে শুধু) তার পরিবার পরিজনই ফিরিয়ে দিলাম (তা নয়); বরং তাদের (সবাইকে) আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো সমপরিমাণ (অনুগ্রহ) দান করলাম।

৮৫. (আরো স্মরণ করো,) ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুল কিফলের (কথা), এরা সবাই (আমার) ধৈর্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত,

৮৬. আমি তাদের আমার রহমতের মধ্যে দাখিল করলাম, কেননা তারা ছিলো নেককার মানুষদের দলভুক্ত।

৮৭. আর (স্মরণ করো) 'যুন্নুন' (-এর কথা), যখন সে রাগ করে নিজের লোকজনদের ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিলো, সে মনে করেছিলো আমি (বুঝি) তাকে ধরতে পারবো না (অতপর আমি যখন তাকে সত্যি সত্যিই ধরে ফেললাম), তখন সে (মাছের পেটের) অন্ধকারে বসে আমাকে (এই বলে) ডাকলো, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি,

৮৮. অতপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে (তার মানসিক) দুশ্চিন্তা থেকে আমি উদ্ধার করলাম; আর এভাবেই আমি আমার মোমেন বান্দাদের সব সময় উদ্ধার করি।

৮৯. আর (স্মরণ করো,) যাকারিয়া (-র কথা), যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে একা (নিসন্তান করে) রেখে দিয়ো না, তুমিই হচ্ছো উৎকৃষ্ট মালিকানার অধিকারী,

৯০. অতপর আমি তার জন্যেও সাড়া দিয়েছিলাম, তাকে দান করেছিলাম (নেক সন্তান) ইয়াহইয়া এবং তার (মনের আশা পূরণের) জন্যে আমি তার স্ত্রীকে (বন্ধ্যাত্বমুক্ত করে সমপূর্ণ) সুস্থ (সন্তান ধারণোপযোগী) করে দিয়েছিলাম; (আসলে) এ লোকগুলো (হামেশাই) সৎকাজে (একে অন্যের সাথে) প্রতিযোগিতা করতো, তারা আমাকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকতো; তারা সবাই ছিলো আমার অনুগত (বান্দা)।

৯১. (স্মরণ করো সেই পুণ্যবতী নারীকে,) যে নিজ সতীত্ব র ক্ষা করেছিলো, অতপর তার মধ্যে আমি আমার প ক্ষ থেকে এক (বিশেষ সম্মানী) আত্মা ফুঁকে দিলাম, এভাবে আমি তাকে এবং তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীর জন্যে এক নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছিলাম।

৯২. (যাদের কথা আমি বললাম,) এ হচ্ছে তোমাদেরই স্বজাতি, এরা সবাই একই জাতি, আর আমি (এদের) তোমাদের সবাইর মালিক, অতএব তোমরা আমারই গোলামী করো।

৯৩. (কিন্তু পরবর্তী সময়ে) তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করে নিজেদের (দ্বীনের) বিষয়কে টুকরো টুকরো করে ফেললো (অথচ) সর্বশেষে এদের সবাইকে (এক হয়ে) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

৯৪. কোনো ব্যক্তি যদি মোমেন অবস্থায় কোনো নেক কাজ করে তাহলে তার (সৎপথে চলার এ) প্রচেষ্টাকে কিছুতেই অস্বীকার করা হয় না, অবশ্যই আমি তার জন্যে (তার প্রতিটি কাজকে) লিখে রাখি।

৯৫. এটা কখনো সম্ভব নয় যে, যে জাতিকে আমি একবার ধ্বংস করে দিয়েছি তারা আবার (তাদের ধ্বংস পূর্ব অবস্থায়) ফিরে আসবে-

৯৬. এমনকি যখন (কেয়ামতের নির্দশন হিসেবে) ইয়াজুজ ও মা'জুজকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং ওরা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে (পতংগের মতো) নীচের দিকে বেরিয়ে আসতে থাকবে।

৯৭. এবং (কেয়ামতের ব্যাপারে আমার) অমোঘ প্রতিশ্রুতি আসন্ন হয়ে আসবে, (তখন) তা আসতে দেখে যারা (এতোদিন) একে অস্বীকার করেছিলো তাদের চু স্থির হয়ে যাবে; (তারা বলবে) হায়, কতোই না দুর্ভোগ আমাদের, আমরা এ (দিনটি) সম্পর্কেই উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা সত্যিই ছিলাম (বড়ো) যালেম!

৯৮. (তখন তাদের বলা হবে,) তোমরা এবং তোমাদের সে সব কিছু, যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে মাবুদ বানাতে, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে; (আজ) তোমাদের সবাইকেই সেখানে পৌঁছুতে হবে।

৯৯. তারা যদি সত্যিই মাবুদ হতো যাদের তোমরা গোলামী করতে, তাহলে আজ তারা কিছুতেই (জাহান্নামে) প্রবেশ করতো না; (উপাস্য উপাসক) সবাই তাতে চিরকাল ধরে অবস্থান করবে।

১০০. এদের জন্যে সেখানে শুধু শাস্তির ভয়াবহ চীৎকারই (শুধু অবশিষ্ট) থাকবে, (এ চীৎকার ছাড়া) তারা সেখানে (অন্য) কিছুই শুনতে পাবে না।

১০১. (অপরদিকে) যাদের জন্যে আমার কাছ থেকে (অন নৎদ) কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে আছে, অবশ্যই তাদের (জাহান্নাম ও) তার (আযাব) থেকে (অনেক) দ রে রাখা হবে,

১০২. তারা (তাদের সুখের ঘরে বসে ভয়াবহ চীৎকারের) ক্ষিণতম শব্দও শুনতে পাবে না, তাদের জন্যে তো (বরং সেখানে) তাদের মন যা চায় তাই (হাযির) থাকবে, (তাও থাকবে আবার) চিরকাল ধরে,

১০৩. (জাহান্নামের) বড়ো ভীতি তাদের (সেদিন মনে) কোনো রকম দুশ্চি নৎদার সৃষ্টি করতে পারবে না, (সেদিন) ফেরেশতারা তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলবে; তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিলো, এ হচ্ছে তোমাদের সে (ওয়াদা পূরণের) দিন।

১০৪. (এটা এমন একদিন) যেদিন আমি আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেবো, ঠিক যেভাবে কেতাবসমূহ গুটিয়ে ফেলা হয়; যেভাবে আমি একদিন এ সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই আমি আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবো, এটা (এমন এক) ওয়াদা, (যা) পালন করা আমার ওপর জরুরী; আর এ কাজ তো আমি করবোই।

১০৫. আমি যবুর কেতাবেও এ উপদেশ উল্লেখের পর (দুনিয়ার কর্তৃতের ব্যাপারে পরিষ্কার করে আমার) এ কথা লিখে দিয়েছি, (একমাত্র) আমার যোগ্য বান্দারাই (এ) যমীনের (নেতৃত্ব করার) অধিকারী হবে।

১০৬. এ (কথার) মধ্যে (আমার) এবাদাতগোযার বান্দাদের জন্যে সত্যিই এক (মহা) পয়গাম (নিহিত) আছে;

১০৭. (হে নবী,) আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্যে রহমত বানিয়েই পাঠিয়েছি।

১০৮. তুমি (এদের) বলো, আমার ওপর এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদ একজনই, তোমরা কি (তাঁর) অনুগত বান্দা হবে না?

১০৯. (হ্যাঁ,) তারা যদি তোমার কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো, আমি তোমাদের (জান্নাতের সুখবর দেয়ার পাশাপাশি আযাবের ব্যাপারেও) একই পরিমাণ সতর্ক করছি, আমি (নিজেও) একথা জানি না, যে (আযাবের) ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হচ্ছে তা (আসলেই) কি খুব কাছে, নাকি তা (অনেক) দূরে?

১১০. একমাত্র তিনিই জানেন যা কিছু উচ্চ স্বরে বলা হয় এবং তিনিই জানেন যা কিছু তোমরা (অন্তরে) গোপন করো।

১১১. আমি জানি না, (অবকাশের) এ (সময়টুকু) হতে পারে তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা (মাত্র, কিংবা হতে পারে) সুনির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে (তোমাদের) কিছু মাল সম্পদ (দান করা)।

১১২. (সর্বশেষে) সে বললো, হে আমার মালিক, তুমি (এদের ব্যাপারটা) ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দাও; (হে মানুষ,) তোমরা (আল্লাহ সম্পর্কে) যা কিছু কথা বানাচ্ছো, সেসব (কিছুর অনিষ্টের) ব্যাপারে একমাত্র আমাদের মালিক দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছেই আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে।

সূরা আল হাজ্জ

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ৭৮, রুকু ১০

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, অবশ্যই কেয়ামতের কম্পন হবে একটি ভয়ংকর ঘটনা।

২. সেদিন তোমরা তা নিজেরা দেখতে পাবে, (দেখবে) বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে এমন প্রতিটি নারী (ভয়াবহ আতংকে) তার দুগ্ধপোষ্যকে ভুলে যাবে, প্রতিটি গর্ভবতী (জন্তু) তার (গর্ভস্থিত বস্তুর) বোঝা ফেলে দেবে, মানুষকে যখন তুমি দেখবে তখন (তোমার) মনে হবে তারা বুঝি কিছু নেশাগ্রস্ত মাতাল, কিন্তু তারা আসলে কেউই নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (এটা হচ্ছে এক ধরনের আযাব,) আল্লাহ তায়ালার আযাব কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ।

৩. মানুষের মধ্যে কিছু (মূর্খ) লোক আছে, যারা না জেনে (না বুঝে) আল্লাহ তায়ালার (শক্তি মতা) সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক করে এবং (সে) প্রতিটি বিদ্রোহী শয়তানের আনুগত্য করে,

৪. অথচ তার ওপর (আল্লাহ তায়ালার এ) ফয়সালা তো হয়েই আছে যে, যে কেউই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে (নির্ঘাত) গোমরাহ হয়ে যাবে, আর (এ গোমরাহীই) তাকে (জাহান্নামের) প্রজ্বলিত (আগুনের) শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

৫. হে মানুষ, পুনরুত্থান (দিবস) সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে (তোমরা আমার সৃষ্টি প্রক্রিয়া ভেবে দেখো-) আমি তোমাদের (প্রথমত) মাটি থেকে, অতপর শুক্র থেকে, অতপর রক্তপিন্ড থেকে, তারপর মাংসপিন্ড থেকে পয়দা করেছি, যা আকৃতি বিশিষ্ট (হয়ে সন্তানে পরিণত হয়েছে) কিংবা আকৃতি বিশিষ্ট না হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে- যেন আমি তোমাদের কাছে (আমার সৃষ্টি কৌশল) প্রকাশ করে দিতে পারি; (অতপর আরো লক্ষ্য করো,) আমি (শুক্রবিন্দুসমূহের মাঝে) যাকে (পূর্ণ মানুষ বানাতে) চাই তাকে জরায়ুতে একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাই, অতপর আমি তোমাদের একটি শিশু হিসেবে (সেখান থেকে) বের করে আনি, অতপর তোমরা তোমাদের পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করো, তোমাদের মধ্যে কেউ (বয়োপ্রাপ্তির আগেই) মরে যায়, আবার তোমাদের অকর্মণ্য (বৃদ্ধ) বয়স পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়, যেন কিছু জানার পরও (তার অবস্থা এমন হয়,) সে কিছুই (বুঝি এখন আর) জানে না; (সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে) তুমি দেখতে পাচ্ছো শুষ্ক ভূমি, অতপর আমি যখন তার ওপর (আসমান থেকে) পানি বর্ষণ করি তখন তা সরস ফলে ফুলে তাজা হয়ে ওঠে, (অতপর) তা সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করে।

৬. এগুলো এ জন্যেই (ঘটে), আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন অমোঘ সত্য, তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং সব কিছুর ওপর তিনিই একক মতাবান,

৭. অবশ্যই কেয়ামত আসবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, যারা কবরে (শুয়ে) আছে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের পুনরুত্থিত করবেন।

৮. (তারপরও) মানুষদের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ব্যক্তি কোনো রকম জ্ঞান, পথনির্দেশ ও দীপ্তিমান কেতাব (প্রদত্ত তথ্য) ছাড়াই আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে (ধৃষ্টতাপূর্ণ) বিতন্ডা শুরু করে,

৯. যাতে মানুষদের সে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দিতে পারে; যে ব্যক্তি এমন করে তার জন্যে দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান, (শুধু তাই নয়,) কেয়ামতের দিন আমি তাকে (জাহান্নামের) আগুনের কঠিন শাস্তিও আস্বাদন করাবো।

১০. (আমি তাকে বলবো,) এ হচ্ছে তোমার সেই কর্মফল যা তোমার হাত দুটো (আগেই এখানে) পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের প্রতি কখনো (এতো) বড়ো যালেম নন।

১১. মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ঈমানের (একান্ত) প্রা ন্তসীমার ওপর (থেকে) আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করে, যদি (এতে) তার কোনো (পার্থিব) উপকার হয় তাহলে সে (ঈমানের ব্যাপারে) নিশ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু যদি কোনো দুঃখ কষ্ট তাকে পেয়ে বসে তাহলে তার মুখ পুনরায় (কুফরীর দিকেই) ফিরে যায়, (এভাবে) সে দুনিয়াও হারায় এবং আখেরাতও হারায়, আর এটা হচ্ছে আসলেই এক সুস্পষ্ট তি।

১২. এ (নির্বোধ) ব্যক্তিরা আল্লাহর বদলে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার কোনো অপকারও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটা হচ্ছে (এক) চরমতম গোমরাহী,

১৩. ওরা এমন কিছুকে ডাকে, যার তি তার উপকারের চেয়ে বেশী নিকটতর; কতো নিকৃষ্ট (এদের) অভিভাবক, কতো নিকৃষ্ট (সে অভিভাবকের) সহচর!

১৪. (পক্ষান্তরে) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই করেন।

১৫. যদি কেউ মনে করে, আল্লাহ তায়ালা (যাকে নবুওত দিয়েছেন) তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো সাহায্যই করবেন না, তাহলে (নিজের পরিতৃপ্তির জন্যে) সে যেন আসমান পর্যন্তএকটি রশি ঝুলিয়ে নেয়, অতপর (আসমানে গিয়ে) যেন (ওহী আগমনের ধারা) কেটে দিয়ে আসে, তারপর নিজেই যেন দেখে নেয়, যে জিনিসের প্রতি তার এতো আক্রোশ, (তার) এ কৌশল তা দূর করতে পারে কিনা!

১৬. এভাবেই সুস্পষ্ট নিদর্শনের মাধ্যমে আমি এ (কোরআন)-টি নাযিল করেছি, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান সঠিক পথের হেদায়াত দান করেন।

১৭. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যারা ছিলো 'সাবেয়ী', (যারা) খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক, (সর্বোপরি) যারা আল্লাহর সাথে শেরেক করেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এদের সবার (জান্নাত ও দোযখের) ফয়সালা করে দেবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর ওপর একক পর্যবেক।

১৮. তুমি কি এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করোনি, যতো (সৃষ্টি) আসমানসমূহে আছে, যতো আছে যমীনে- সবকিছুই আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করছে, সাজদা করছে সূর্য চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতসমূহ, বৃলতা, যমীনের ওপর বিচরণশীল সব জীবজ ন্তু, (সর্বোপরি) মানুষের মধ্যেও অনেকে; এ মানুষদের অনেকের ওপর (না-ফরমানীর

কারণে) আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে আছে; আসলে আল্লাহ তায়ালা যাকে অপমানিত করেন তাকে সম্মান দেয়ার কেউই নেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাই করেন যা তিনি এরাদা করেন।

১৯. এ হচ্ছে (বিপরীতমুখী) দুটো দল, যারা নিজেদের মালিকের ব্যাপারে (একে অন্যের সাথে) বিতর্ক করলো, অতপর এদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তাদের (পরিধান করানোর) জন্যে আগুনের পোশাক কেটে রাখা হয়েছে; শুধু তাই নয়, তাদের মাথার ওপর সেদিন প্রচন্ড গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে,

২০. তার ফলে যা কিছু তাদের পেটের ভেতর আছে তা সব এবং চামড়াগুলো গলে যাবে;

২১. তাদের (শাস্তির) জন্যে সেখানে আরো থাকবে (বড়ো বড়ো) লোহার গদা।

২২. যখনই তারা (দোযখের) তীব্র যন্ত্রণায় (অস্থির হয়ে) তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদের পুনরায় (ধাক্কা দিয়ে) তাতে ঠেলে দেয়া হবে (বলা হবে), জ্বলনের প্রচন্ড যন্ত্রণা আজ তোমরা আস্বাদন করো (এরা ছিলো বিতর্কের প্রথম দল, যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে)।

২৩. (বিতর্কের দ্বিতীয় দল) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে (অমীয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তাদের সোনার কাঁকন ও মুক্তা (দিয়ে বানানো মালা) দ্বারা অলংকৃত করা হবে; উপর ন্তু সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

২৪. (এসব পুরস্কার তাদের এ কারণেই দেয়া হবে যে, দুনিয়ায়) তাদের ভালো কথার দিকে হেদায়াত করা হয়েছিলো এবং মহাপ্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার পথ তাদের দেখানো হয়েছিলো (এবং তারা যথাযথ তা মেনেও নিয়েছিলো)।

২৫. অবশ্যই যারা (নিজেরা) কুফরী করে এবং (অন্যদেরও) আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়, (বাধা দেয়) মানুষদের মাসজিদুল হারাম (-এর তাওয়াফ ও যেয়ারত) থেকে- যাকে আমি স্থানীয় অস্থানীয় নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য একই রকম (মর্যাদার স্থান) বানিয়েছি (এমন লোকদের মনে রাখতে হবে); যারা তাতে (হারাম শরীফে) ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহবিরোধী কাজ করবে, আমি তাদের (সবাইকে) কঠিন আযাব আস্বাদন করাবো।

২৬. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন আমি ইববরাহীমকে এ (কাবা) ঘর নির্মাণের জন্যে স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম (তখন তাকে আদেশ দিয়েছিলাম), আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, আমার (এ) ঘর তাদের জন্যে পবিত্র রেখো যারা (এর) তাওয়াফ করবে, যারা (এখানে নামাযের জন্যে) দাঁড়াবে, রুকু করবে, সাজদা করবে।

২৭. (তাকে আরো আদেশ দিয়েছিলাম,) তুমি মানুষদের মাঝে হজ্জের ঘোষণা (প্রচার করে) দাও, যাতে করে তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার দুর্বল উটের পিঠে আরোহণ করে ছুটে আসে, (ছুটে আসে) দূরদূরা ন্তর পথ অতিক্রম করে,

২৮. যাতে করে তারা তাদের নিজেদেরই ফায়দার জন্যে (সময়মতো) এখানে এসে হাযির হয় এবং নির্দিষ্ট দিনসমূ হে (কোরবানী করার) সময় তার ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন, অতপর (কোরবানীর) এ গোশত থেকে (কিছু) তোমরা (নিজেরা) খাবে, দুস্থ এবং অভাবগ্রস্তদেরও তার কিছু অংশ দিয়ে আহার করাবে,

২৯. অতপর তারা যেন এখানে এসে তাদের (যাবতীয়) ময়লা কালিমা দূর করে, নিজেদের মানতসমূহ পুরা করে, (বিশেষ করে) এ প্রাচীন ঘরটির যেন তারা তাওয়াফ করে।

৩০. এ হচ্ছে (কাবা ঘর বানানোর) উদ্দেশ্য, যে কেউই আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত) পবিত্র অনুষ্ঠানমালার সম্মান করে, এটা তার জন্যে তার মালিকের কাছে (একটি) উত্তম কাজ (বলে বিবেচিত হবে, একথাও মনে রেখো), সেসব জ ন্তু ছাড়া- সেগুলোর কথা তোমাদের ওপর (কোরআনে) পাঠ করা হয়েছে, অন্য সব চতুষ্পদ জন্তুই তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, অতএব তোমরা (এখন) মূর্তি (পূজা)-র অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থেকো এবং বেঁচে থেকো (সব ধরনের) মিথ্যা কথা থেকে,

৩১. আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিষ্ঠাবান হও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করে, তার অবস্থা হচ্ছে, সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়লো, অতপর (মাঝপথেই) কোনো পাখী যেন তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা (আসমান থেকে যমীনে পড়ার আগেই) বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরের কোনো (অজ্ঞাতনামা) স্থানে ফেলে দিলো।

৩২. এ হলো (মোশরেকদের পরিণাম, অপর দিকে) কেউ আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহকে সম্মান করলে তা তার অন্তরের পরহেযগারীর মধ্যেই (শামিল) হবে।

৩৩. (হে মানুষ,) এসব (পশু) থেকে তোমাদের জন্যে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত নানাবিধ উপকার (গ্রহণ করার ব্যবস্থা) রয়েছে, অতপর (মনে রেখো,) তাদের (কোরবানীর) স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির সন্নিকটে!

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্যে আমি (পশু) কোরবানীর এ নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে করে (সেই জাতির) লোকেরা সেসব পশুর ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নিতে পারে, যা তিনি তাদের দান করেছেন; সুতরাং তোমাদের মাবুদ তো হচ্ছেন একজন, অতএব তোমরা তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথা নত করো; (হে নবী,) তুমি (আমার) বিনীত বান্দাদের (সাফল্যের) সুসংবাদ দাও,

৩৫. (এ বিনীত বান্দা হচ্ছে তারা,) যাদের সামনে আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করা হলে (ভয়ে) তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, যতো বিপদ (মসিবত তাদের ওপর) আসুক না কেন যারা তার ওপর ধৈর্য ধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, (সর্বোপরি) আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) ব্যয় করে।

৩৬. আমি তোমাদের জন্যে (কোরবানীর) উটগুলোকে আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত) নিদর্শনসমূ হের মধ্যে (শামিল) করেছি, এতেই তোমাদের জন্যে মংগল নিহিত রয়েছে, অতএব (কোরবানী করার সময়) তাদের (সারিবদ্ধভাবে) দাঁড় করিয়ে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নাও, অতপর (যবাই শেষে) তা যখন একদিকে পড়ে যায় তখন তোমরা তার (গোশত) থেকে নিজেরা খাও, যারা এমনিই (আল্লাহর রেযেকে) সন্তুষ্ট আছে তাদের এবং যারা (তোমার কাছে) সাহায্যপ্রার্থী হয়, এদের সবাইকে খাওয়াও; এভাবেই আমি এদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা (এ জন্যে) আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করতে পারো।

৩৭. আল্লাহ তায়ালার কাছে কখনো (কোরবানীর) গোশত ও রক্ত পৌঁছায় না। বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াটুকুই পৌঁছায়; এভাবে আল্লাহ তায়ালা এদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে যে (দ্বীনের) পথ তিনি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন তার (সে উপকারের) জন্যে তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারো; (হে নবী,) নিষ্ঠার সাথে যারা নেক কাজ করে তুমি তাদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।

৩৮. যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের (যালেমদের থেকে) রা করেন; এতে সন্দেহ নেই, আল্লাহ তায়ালা কখনো বিশ্বাসঘাতক ও না-শোকর বান্দাকে ভালোবাসেন না।

৩৯. যাদের বিরুদ্ধে (কাফেরদের প ক্ষ থেকে) যুদ্ধ চালানো হচ্ছিলো, তাদেরও (এখন যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া গেলো, কেননা তাদের ওপর সত্যিই যুলুম করা হচ্ছিলো; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এ (মাযলুম)-দের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সম,

৪০. (এরা হচ্ছে কতিপয় মাযলুম মানুষ,) যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে- শুধু এ কারণে যে, তারা বলেছিলো, আমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা; যদি আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির একদলকে আরেক দল দিয়ে শায়েসৎদা না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খৃস্টান সন্যাসীদের) উপাসনালয় ও গির্জাসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, (ধ্বংস হয়ে যেতো ইহুদীদের) এবাদাতের স্থান ও (মুসলমানদের) মাসজিদসমূহও, যেখানে বেশী বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহ তায়ালার (দ্বীনের) সাহায্য করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

৪১. আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা (প্রথমে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, আর (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, তবে সব কাজেরই চূড়া ন্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই এখতিয়ারভুক্ত।

৪২. (হে নবী,) এ লোকেরা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে (তাতে তোমার উদ্বেগের কিছুই নেই), এদের আগে নূহের জাতি, আদ ও সামুদের লোকেরাও (তাদের নবীদের) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো,

৪৩. ইবরাহীমের জাতি এবং লূতের জাতিও (তাই করেছিলো),

৪৪. (আরো করেছে) মাদইয়ানের অধিবাসীরা, মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, তারপরও আমি (এ) কাফেরদের ঢিল দিয়ে রেখেছিলাম, অতপর (সময় এসে গেলে) আমি তাদের (ভীষণভাবে) পাকড়াও করেছি, কি ভয়ংকর ছিলো আমার (সে) আযাব!

৪৫. আমি ধ্বংস করেছি (আরো) অনেক জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিলো যালেম, অতপর তা (বিধ্বস্ত হয়ে) মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো, (কতো) কূপ পরিত্যক্ত হয়ে পড়লো, (কতো) শখের সুন্দর প্রাসাদ বিরান হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেলো!

৪৬. এরা কি যমীনে ঘুরে ফিরে (এগুলো পর্যবেণ) করেনি? (পর্যবেণ করলে) এদের অন্তর এমন হবে যা দ্বারা এরা তা বুঝতে পারবে, তাদের কান এমন হবে যা দ্বারা তারা শুনতে পারবে, আসলে (অবোধ নির্বোধের) চোখ তো কখনো অন্ধ হয়ে যায় না, অন্ধ হয়ে যায় সে অন্তর, যা মনের ভেতর (লুকিয়ে) থাকে।

৪৭. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে (তুমি বলো), আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না; তোমার মালিকের কাছে যা একদিন, তা তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।

৪৮. আরো কতো জনপদ ছিলো, তাদেরও আমি (প্রথম দিকে) ঢিল দিয়ে রেখেছিলাম, অথচ তারা ছিলো যালেম, অতপর (এক সময়) আমি তাদের (কঠিনভাবে) পাকড়াও করেছিলাম, (পরিশেষে সবাইকে তো) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

৪৯. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষ, আমি (তো) তোমাদের জন্যে (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র,

৫০. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) মা ও সম্মানজনক জীবিকা।

৫১. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমূহ ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

৫২. (হে নবী,) আমি তোমার আগে এমন কোনো নবী কিংবা রসূলই পাঠাইনি (যারা এ ঘটনার সম্মুখীন হয়নি যে), যখন সে (নবী আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ার) আগ্রহ প্রকাশ করলো তখন শয়তান তার সে আগ্রহের কাজে (কাফেরদের মনে) সন্দেহ ঢেলে দেয়নি, অতপর আল্লাহ তায়ালা শয়তানের নিপ্তি (সন্দেহগুলো) মিটিয়ে দেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজের আয়াতসমূহকে (আরো) মযবুত করে দেন, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞ কুশলী,

৫৩. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে) যেন আল্লাহ তায়ালা (এর মাধ্যমে) শয়তানের প্রপ্তি (সন্দেহ)-গুলোকে সেসব মানুষের পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে দিতে পারেন, যাদের অ নৎদরে (আগে থেকেই মোনাফেকীর) ব্যাধি আছে, উপর ন্তু যারা একান্ত পাষাণ হৃদয়; অবশ্যই (এ) যালেমরা অনেক মতবিরোধ ও সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছে,

৫৪. (এটা এ কারণে,) যাদের (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে, এটাই তোমার মালিকের পক্ষ থেকে আসা সত্য, অতপর তারা যেন তাতে (পুরোপুরি) ঈমান আনে এবং তাদের মন যেন সে দিকে আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

৫৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, তারা এ (কোরআনের) ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা থেকে কখনো বিরত হবে না, যতো ক্ষণ না একদিন আকস্মিকভাবে তাদের ওপর কেয়ামত এসে পড়বে, অথবা তাদের ওপর একটি অবাঞ্ছিত ও ভয়ংকর দিনের আযাব এসে পড়বে।

৫৬. সেদিন চূড়ানৎদ বাদশাহী হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার; তিনি তাদের সবার মাঝে ফয়সালা করবেন; অতপর যারা (তাঁর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে মোতাবেক) নেক কাজ করেছে, তারা (সেদিন) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে।

৫৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের জন্যে অপমানজনক আযাবের ব্যবস্থা থাকবে।

৫৮. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে (তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে) নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে গেছে, পরে (আল্লাহর পথে) নিহত হয়েছে, কিংবা (এমনিই) মৃত্যু বরণ করেছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাদের উত্তম রেযেক দান করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

৫৯. তিনি অবশ্যই তাদের এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা (খুবই) পছন্দ করবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রজ্ঞাময় ও একান্ত সহনশীল।

৬০. এই (হচ্ছে তাদের প্রকৃত অবস্থা,) অপরদিকে কোনো ব্যক্তি (দুশমনকে) যদি ততোটুকুই কষ্ট দেয়, যতোটুকু কষ্ট তাকে দেয়া হয়েছিলো, (তার) সাথে যদি তার ওপর বাড়াবাড়িও করা হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এ (মযলুম) ব্যক্তির সাহায্য করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (মানুষের) পাপ মোচন করেন এবং (তাদের) ক্ষমা করে দেন।

৬১. এ হচ্ছে (আল্লাহর নিয়ম,) আল্লাহ তায়ালা রাতকে দিনের মধ্যে আবার দিনকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন সব কিছুই দেখেন।

৬২. এটা (হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম,) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (একমাত্র) সত্য, (প্রয়োজন পূরণের জন্যে) যাদের এরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকে, তা সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সমুচ্চ, তিনিই হচ্ছেন মহান।

৬৩. তুমি কি তাকিয়ে দেখোনি, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর (এ পানি পেয়ে কিভাবে) যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা স্নেহপরায়ণ, তিনি (তাদের যাবতীয়) সূক্ষ বিষয়েরও খবর রাখেন,

৬৪. আসমানসমূহ ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে সবই তাঁর জন্যে; আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (সব ধরনের) অভাবমুক্ত ও (যাবতীয়) প্রশংসার একমাত্র মালিক।

৬৫. তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) এ যমীনে যা কিছু আছে তাকে এবং সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানকে নিজের আদেশক্রমে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন; তিনিই আসমানকে ধরে রেখেছেন যাতে করে তা যমীনের ওপর পড়ে না যায়, কিন্তু তাঁর আদেশ হলে (সেটা ভিন্ন কথা); অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সাথে স্নেহপ্রবণ ও দয়াবান।

৬৬. তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন, অতপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পুনরায় তিনিই তোমাদের জীবন দান করবেন, মানুষ (আসলেই) অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ (তারা সব ভুলে যায়)।

৬৭. প্রত্যেক জাতির জন্যেই আমি (এবাদাতের কিছু আচার) অনুষ্ঠান ঠিক করে দিয়েছি যা তারা পালন করে, অতএব এ ব্যাপারে তারা যেন কখনো তোমার সাথে কোনো তর্ক না করে, (মানুষদের) তুমি তোমার মালিকের দিকে ডাকতে থাকো, অবশ্যই তুমি সঠিক পথের ওপর রয়েছো।

৬৮. (তারপরও) তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতন্ডা করে তাহলে তুমি বলে দাও, তোমরা (আমার সাথে) যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।

৬৯. তোমরা যে সব বিষয় নিয়ে (নিজেদের মধ্যে) মতবিরোধ করছো, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের চূড়ান্তফয়সালা করে দেবেন।

৭০. তুমি কি জানো না, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, এর সবকিছু একটি কেতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে, এ (সংরক্ষণ প্রক্রিয়া)-টা আল্লাহ তায়ালার কাছে (অত্যন্ত) সহজ একটি কাজ।

৭১. (তারপরও) তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন সব কিছুর গোলামী করে, যার সমর্থনে আল্লাহ তায়ালা কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি এবং যে ব্যাপারে তাদের নিজেদের (কাছেও) কোনো জ্ঞান নেই; বস্তুত সীমালংঘনকারীদের জন্যে (কেয়ামতের দিন) কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না।

৭২. (হে নবী,) যখন এদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তুমি কাফেরদের চেহারায় (তীব্র) অসন্তোষ দেখতে পাবে; অবস্থা দেখে মনে হয়, যারা তাদের সামনে আয়াত তেলাওয়াত করছে এরা বুঝি এখনি তাদের ওপর হামলা করবে; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আমি কি তোমাদের এর চাইতে মন্দ কিছুর সংবাদ দেবো? (তা হচ্ছে জাহান্নামের) আগুন; আল্লাহ তায়ালা যার ওয়াদা করেছেন- (ওয়াদা করেছেন) তাদের সাথে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, আবাসস্থল হিসেবে তা কতো নিকৃষ্ট!

৭৩. হে মানুষ, (তোমাদের জন্যে এখানে) একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, কান পেতে তা শোনো; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমরা যাদের ডাকো, তারা তো কখনো (ক্ষুদ্র) একটি মাছিও তৈরী করে দেখাতে পারবে না, যদি এ (কাজের) জন্যে তারা সবাই একত্রিতও হয়; (এমনকি) যদি সে (মাছি) তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তারা তার কাছে থেকে তাও ছাড়িয়ে নিতে পারবে না; (যাদের এতোটুকু মতা নেই) কতো দুর্বল (তারা), যারা (এদের কাছে সাহায্য) প্রার্থনা করে; কতো দুর্বল তারা যাদের কাছে (এ সাহায্য) চাওয়া হচ্ছে।

৭৪. এ (মূর্খ) ব্যক্তিরা আল্লাহ তায়ালাকে কোনো মূল্যায়নই করতে পারেনি, ঠিক যেভাবে (তাঁর মতার) মূল্যায়ন করা উচিত ছিলো; আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী।

৭৫. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর ওহী বহন করার জন্যে) ফেরেশতাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন, মানুষদের ভেতর থেকেও (তিনি এটা করেন); অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শোনেন ও সব কিছু দেখেন।

৭৬. তাদের সামনে যা আছে তা (যেমনি) তিনি জানেন, (তেমনি) জানেন তাদের পেছনে যা আছে তাও; (কেননা একদিন) তাঁর কাছেই সবকিছুকে ফিরে যেতে হবে।

৭৭. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে রুকু করো, সাজদা করো এবং তোমাদের মালিকের যথাযথ এবাদাত করো, নেক কাজ করতে থাকো, আশা করা যায় এতে করে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।

৭৮. আর আল্লাহ তায়ালার পথে তোমরা জেহাদ করো, যেমনি তাঁর জন্যে জেহাদ করা (তোমাদের) উচিত, তিনি (দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে) তোমাদেরই মনোনীত করেছেন এবং (এ) জীবন বিধানের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি, (তোমরা প্রতিষ্ঠিত থেকো) তোমাদের (আদি) পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর; সে আগেই তোমাদের 'মুসলিম' নাম রেখেছিলো, এর (কোরআনের) মধ্যেও (তোমাদের এ নামই দেয়া হয়েছে), যেন (তোমাদের) রসূল তোমাদের (মুসলিম হবার) ওপর সা্য প্রদান করতে পারে, আর তোমরাও (দুনিয়ার গোটা) মানব জাতির ওপর (আল্লাহর দ্বীনের) সা্য প্রদান করতে পারো, অতএব নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ তায়ালার রশি শক্তভাবে ধারণ করো, তিনিই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক (তিনি), কতো উত্তম সাহায্যকারী (তিনি)!

সূরা আল মোমেনুন

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১১৮, রুকু ৬

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. নিঃসন্দেহে (সেসব) ঈমানদার মানুষরা মুক্তি পেয়ে গেছে,

২. যারা নিজেদের নামাযে একা বিনয়াবনত (হয়),

৩. যারা অর্থহীন বিষয় থেকে বিমুখ থাকে,

৪. যারা (রীতিমতো) যাকাত প্রদান করে, ৫. যারা তাদের যৌন অংগসমুহের হেফাযত করে,

৬. তবে নিজেদের স্বামী-স্ত্রী কিংবা (পুরুষদের বেলায়) নিজেদের অধিকারভুক্ত (দাসী)-দের ওপর (এ বিধান প্রযোজ্য) নয়, (এখানে হেফাযত না করার জন্যে) তারা কিছুতেই তিরস্কৃত হবে না,

৭. অতপর এ (বিধিবদ্ধ উপায়) ছাড়া যদি কেউ অন্য কোনো (পন্থায় যৌন কামনা চরিতার্থ করতে) চায়, তাহলে তারা সীমালংঘনকারী (বলে বিবেচিত) হবে,

৮. যারা তাদের (কাছে রক্ষিত) আমানত ও (অন্যদের দেয়া) প্রতিশ্রুতিসমুহের হেফাযত করে,

৯. যারা নিজেদের নামাযসমুহের ব্যাপারে (সমধিক) যত্নবান হয়।

১০. এ লোকগুলোই হচ্ছে (মূলত যমীনে আমার যথার্থ) উত্তরাধিকারী,

১১. জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারও এরা পাবে, এরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

১২. (হে মানুষ, তোমার সৃষ্টি প্রক্রিয়াটা লক্ষ্য করো,) আমি মানুষকে মাটি (-র মূল উপাদান) থেকে পয়দা করেছি,

১৩. অতপর তাকে আমি শুক্রকীট হিসেবে একটি সংরক্ষিত জায়গায় (সুনির্দষ্টি সময়ের জন্যে) রেখে দিয়েছি,

১৪. এরপর এ শুক্রবিন্দুকে আমি এক ফোঁটা জমাট রক্তে পরিণত করি, অতপর এ জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করি, (কিছুদিন পর) এ পিন্ডকে অস্থি পাঁজরে পরিণত করি, তারপর (এক সময়) এ অস্থি পাঁজরকে আমি গোশতের পোশাক পরিয়ে দেই, অতপর (বানানোর প্রক্রিয়া শেষ করে) আমি তাকে (সম্পূর্ণ) ভিন্ন এক সৃষ্টি (তথা পুর্ণাঙ্গ মানুষ)-রূপে পয়দা করি, আল্লাহ তায়ালা কতো উত্তম সৃষ্টিকর্তা (কতো নিপুণ তাঁর সৃষ্টি),

১৫. (একটি সুনির্দষ্টি সময় দুনিয়ায় কাটিয়ে) এরপর আবার তোমরা মৃত হয়ে যাও,

১৬. তারপর কেয়ামতের দিন তোমরা (সবাই) পুনরুত্থিত হবে।

১৭. আমিই তোমাদের ওপর এ সাত আসমান বানিয়েছি এবং আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে (কিন্তু মোটেই) উদাসীন নই।

১৮. আমিই আসমান থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে যমীনে সংরক্ষণ করে রেখেছি, আবার (এক সময়ে) তা (উড়িয়ে) নিয়ে যাবার ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৯. তারপর (সংরক্ষিত সেই পানি) দিয়ে তোমাদের জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি। তোমাদের জন্যে তাতে প্রচুর ফল পাকড়াও (উৎপাদিত) হয়, আর তা থেকে তোমরা (পর্যাপ্ত পরিমাণ) আহারও (গ্রহণ) করো,

২০. আর (যমীনে সংরক্ষিত পানি থেকে) এক প্রকার গাছ সিনাই পাহাড়ে তেল (এর উপাদান) নিয়ে জন্ম লাভ করে, খাদ্য গ্রহণকারীদের জন্যে তা ব্যঞ্জন (হিসেবেও ব্যবহৃত) হয়।

২১. (হে মানুষ,) তোমাদের জন্যে অবশ্যই চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে (প্রচুর) শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তার পেটের ভেতরে যা কিছু আছে তা থেকে আমি তোমাদের (দুধ) পান করাই, (এ ছাড়াও) তোমাদের জন্যে তাতে আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে, তার (গোশত) থেকে তোমরা আহারও করো।

২২. (আবার কিছু আছে) তার ওপর তোমরা (বাহন হিসেবে) সওয়ার হও, অবশ্য নৌ-যানেও তোমাদের (কখনো কখনো) আরোহণ করানো হয়।

২৩. অবশ্যই আমি নুহকে তার জাতির কাছে (হেদায়াত নিয়ে) পাঠিয়েছিলাম, সে (তার জাতিকে) বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা ইবাদাত করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো মাবুদ নেই, তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করবে না?

২৪. তখন তার জাতির মোড়লরা, যারা (আগে থেকেই) কুফরী করছিলো (একথা শুনে অন্যদের) বললো, এ (ব্যক্তি) তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, (আসলে) এ ব্যক্তি তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চায়, আল্লাহ তায়ালা যদি (নবী পাঠাতেই) চাইতেন তাহলে ফেরেশতাদেরই (নবী করে) পাঠাতেন, আমরা তো এমন কোনো কথা আমাদের পুর্বপুরুষদের যমানায়ও (ঘটেছে বলে) শুনিনি।

২৫. (মূলত) এ (মানুষটি) এমন, যার মধ্যে (মনে হয় কিছু) পাগলামী এসে গেছে, অতএব তোমরা (তার কোনো কথায়ই কান দিয়ো না), বরং এর ব্যাপারে কয়টা নির্দষ্টি দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো (হয়তো তার পাগলামী এমনিই সেরে যাবে)।

২৬. (এ কথা শুনে) নুহ দোয়া করলো, হে আমার মালিক, এরা যেভাবে আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, তুমি (সেভাবেই তাদের মোকাবেলায়) আমাকে সাহায্য করো।

২৭. অতপর আমি তার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে আমারই ওহী অনুযায়ী একটি নৌকা প্রস্তুত করো, তারপর যখন আমার (আযাবের) আদেশ আসবে এবং (যমীনের) চুল্লি প্লাবিত হয়ে যাবে, তখন (সব কিছু থেকে) এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেবে, তোমার পরিবার পরিজনদেরও (ওঠিয়ে নেবে, তবে) তাদের মধ্যে

যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত এসে গেছে সে ছাড়া, (দেখো,) যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আরযী পেশ করো না, কেননা (মহাপ্লাবনে আজ) তারা নিমজ্জিত হবেই।

২৮. তারপর যখন তুমি এবং তোমার সাথীরা (নৌকায়) আরোহণ করবে তখন (শুধু) বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাদের (একটি) অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্ধার করেছেন।

২৯. তুমি (নৌকায় ওঠে) বলো, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে (যমীনের কোথাও) বরকতের সাথে নামিয়ে দাও, একমাত্র তুমিই আমাকে শান্তির সাথে (কোথাও) নামিয়ে দিতে পারো।

৩০. নিসন্দেহে এ (কাহিনীর) মধ্যে আমার (কুদরতের) নিদর্শন রয়েছে, (তা ছাড়া মানুষদের) পরীক্ষা তো আমি (সব সময়ই) নিয়ে থাকি।

৩১. এদের পরে আমি আরেক জাতিকে পয়দা করেছিলাম,

৩২. অতপর তাদেরই একজনকে তাদের কাছে নবী করে পাঠিয়েছি (যার দাওয়াত ছিলো, হে আমার জাতি), তোমরা এক আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই, তোমরা (নুহের জাতির ভয়াবহ আযাব দেখেও) কি সাবধান হবে না?

৩৩. (নবীর কথা শুনে) তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকজন, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে পরকালে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিকে, (সর্বোপরি) যাদের আমি দুনিয়ার জীবনে প্রচুর ভোগ সামগ্রী দিয়ে রেখেছিলাম তারা (অন্যদের) বললো, এ ব্যক্তিটি তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তোমরা যা খাও সেও তা খায়, তোমরা যা কিছু পান করো সেও তা পান করে,

৩৪. (এমতাবস্থায়) তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষকে (নবী মনে করে তার কথা) মেনে চলো, তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে,

৩৫. (এ) ব্যক্তিটি কি তোমাদের সাথে এই ওয়াদা করছে যে, তোমরা যখন মরে যাবে, যখন তোমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখন তোমাদের সবাইকে (কবর থেকে আবার) উঠিয়ে আনা হবে?

৩৬. (আসলে) এ যে বিষয়টি (যা) দিয়ে তোমাদের সাথে এ ওয়াদা করা হচ্ছে, এটা (মানুষের বৈষয়িক বুদ্ধি থেকে) অনেক দুরে (এবং ধরা ছোঁয়ার) ও অনেক বাইরে,

৩৭. (তারা বললো, কিসের আবার পুনরুত্থান?) দুনিয়ার জীবনই তো হচ্ছে আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা (এখানে) মরবো, (এখানেই) বাঁচবো, আমাদের কখনোই পুনরুত্থিত করা হবে না।

৩৮. (নবুওতের দাবীদার) এ ব্যক্তিটি হচ্ছে (এমন) এক মানুষ, যে (এসব কথা দ্বারা) আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আমরা তার ওপর ঈমান আনবো না।

৩৯. (এদের মিথ্যাচার দেখে সে নবী আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া চাইলো এবং) বললো, হে আমার মালিক, তুমি এদের মিথ্যার মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য করো।

৪০. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ (তুমি ভেবো না), অচিরেই এরা (নিজেদের কর্মকান্ডের জন্যে) অনুতপ্ত হবে।

৪১. অতপর (সত্যি সত্যিই একদিন) আমার এক মহা তান্ডব এসে তাদের ওপর (মরণ) আঘাত হানলো এবং আমি (মুহূর্তের মধ্যে) তাদের সবাইকে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার স্তুপ সদৃশ (বস্তুতে) পরিণত করে দিলাম, অতপর (সবাই বলে ওঠলো, আল্লাহর) গযব নাযিল হোক যালেম সমপ্রদায়ের ওপর।

৪২. আমি তাদের (ধ্বংসের) পর (আরো) অনেক জাতিকেই সৃষ্টি করেছি,

৪৩. কোনো জাতিই তার (দুনিয়ায় বাঁচার) নির্দষ্টি কাল (যেমন) ত্বরান্বিত করতে পারেনি, (তেমনি সময় এসে গেলে) তা কেউ বিলম্বিতও করতে পারেনি,

৪৪. অতপর (দুনিয়ার জাতিসমুহের কাছে) আমি একের পর এক রসুল পাঠিয়েছি, যখনি কোনো জাতির কাছে তার (প্রতি পাঠানো আমার) রসুল এসেছে, তখনই তাকে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে, অতপর আমিও ধ্বংস করার জন্যে তাদের এক এক জনকে একেক জনের পেছনে (ক্রমিক নম্বর) লাগিয়ে দিয়েছি, (এভাবেই) আমি তাদের (একদিন ইতিহাসের) কাহিনী বানিয়ে দিয়েছি, বিধ্বংস হোক সে জাতি, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনেনি।

৪৫. তারপর আমি (এক সময়ে) আমার আয়াতসমুহ ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ দিয়ে মুসা এবং তার ভাই হারুনকে পাঠিয়েছি,

৪৬. (তাদের আমি পাঠিয়েছি) ফেরাউন ও তার পরিষদের কাছে, কিন্তু তারা (তাদের মেনে নেয়ার বদলে) অহংকার করলো, তারা ছিলো (স্পষ্টত) একটি নাফরমান জাতি,

৪৭. তারা বলতে লাগলো, আমরা কি আমাদের মতোই দু'জন মানুষের ওপর ঈমান আনবো, (তাছাড়া) তাদের জাতিও হচ্ছে (বংশানুক্রমে) আমাদের সেবাদাস,

৪৮. তারা তাদের উভয়কেই মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষদের দলভুক্ত হয়ে গেলো।

৪৯. (অথচ) আমি মুসাকে (আমার) কেতাব দান করেছিলাম, যেন লোকেরা (তা থেকে) হেদায়াত লাভ করতে পারে।

৫০. (এভাবেই) আমি মারইয়াম পুত্র (ঈসা) ও তার মাকে (আমার কুদরতের) নিদর্শন বানিয়েছি এবং তাদের এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশষ্টি উচ্চ ভূমিতে আমি আশ্রয় দিয়েছি।

৫১. হে রসুলরা, তোমরা পাক পবিত্র জিনিসসমুহ খাও, (হামেশা) নেক আমল করো, (কেননা) তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবহিত আছি।

৫২. এই (যে) তোমাদের জাতি তা (কিন্তু দ্বীনের বন্ধনে) একই জাতি, আর আমি হচ্ছি তোমাদের একমাত্র মালিক, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।

৫৩. কিন্তু লোকেরা নিজেদের মাঝে (এ মৌলিক) বিষয়টাকে বহুধাবিভক্ত করে দিয়েছে, আর প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই তারা পরিতুষ্ট।

৫৪. অতএব (হে নবী), তুমি তাদের একটা সুনির্দষ্টি সময়ের জন্যে (নিজ নিজ) বিভ্রান্তিতে (পড়ে থাকার জন্যে) ছেড়ে দাও,

৫৫. তারা কি এটা ধরে নিয়েছে, আমি তাদের যে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে সাহায্য করছি

৫৬. এবং আমি সব সময়ই তাদের জন্যে সকল প্রকার কল্যাণ ত্বরান্বিত করে যাবো? (না, আসলে তা নয়) কিন্তু এরা (সে সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না।

৫৭. যারা নিজেদের মালিকের ভয়ে সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে,

৫৮. যারা তাদের মালিকের (নাযিল করা) আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে,

৫৯. যারা তাদের মালিকের (মালিকানার) সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না,

৬০. যারা (তাঁর পথে) যা কিছু দিতে পারে (মুক্তহস্তে) দান করে, (তারপরও) তাদের মন ভীত কম্পিত থাকে, তাদের একদিন তাদের মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে,

৬১. (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা নেকীর কাজে সদা তৎপর, (উপরন্তু) তারা (সবার চাইতে) অগ্রগামীও।

৬২. আমি কারো ওপরই তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপাই না, (প্রত্যেক মানুষের আমল সংক্রান্ত) একটি গ্রন্থ আমার কাছে (সংরক্ষিত) আছে, যা (তাদের অবস্থার কথা একদিন ঠিক) ঠিক বলে দেবে, তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হবে না।

৬৩. বরং তাদের অন্তর এ বিষয়ে আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এ ছাড়াও তাদের (জীবনে) আরো বহুতরো (খারাপ) কাজ আছে যা তারা সব সময়ই করে থাকে।

৬৪. (এরা এসব কাজ থেকে কখনো ফিরে আসে না,) যতোক্ষণ না আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদের শাস্তি দ্বারা আঘাত করি, তখন তারা সাথে সাথেই আর্তনাদ করে ওঠে,

৬৫. (তখন বলা হবে,) আজ আর আর্তনাদ করো না, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো সাহায্য করা হবে না।

৬৬. যখন আমার আয়াতসমুহ তোমাদের সামনে পড়ে পড়ে শোনানো হতো, তখন (তা শোনামাত্রই) তোমরা উল্টো দিকে সরে পড়তে,

৬৭. (সরে পড়তে) নেহায়াত দম্ভভরে, (পরে নিজেদের মজলিসে গিয়ে) অর্থহীন গল্প গুজব জুড়ে দিতে।

৬৮. এরা কি (কোরআন)-এর কথার ওপর চিন্তা ভাবনা করে না, কিংবা তাদের কাছে (নতুন কিছু একটা) এসেছে যা তাদের বাপ দাদাদের কাছে আসেনি,

৬৯. অথবা তারা কি তাদের রসুলকে চিনতে পারেনি যে জন্যে তারা তাকে অস্বীকার করছে?

৭০. কিংবা তারা কি একথা বলে, তার সাথে (কোনো রকম) পাগলামী রয়েছে, বরং (আসল কথা হচ্ছে,) রসুল তাদের কাছে সত্য নিয়ে হাযির হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ লোকই এ সত্যকে অপছন্দ করে।

৭১. যদি সত্য তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুগামী হয়ে যেতো, তাহলে আসমানসমূহ ও যমীন এবং আরো যা কিছু এ উভয়ের মাঝে আছে, অবশ্যই তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো, পক্ষান্তরে আমি তাদের কাছে তাদের (নিজেদের) কাহিনীই নিয়ে এসেছি, কিন্তু (আশ্চর্য), তারা (এখন) তাদের নিজেদের কথাবার্তা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

৭২. (হে নবী,) তবে কি (এরা মনে করে) তুমি এদের কাছে (দ্বীন পৌঁছানোর জন্যে) কোনো রকম পারিশ্রমিক দাবী করছো, (অথচ) তোমার মালিকের দেয়া পারিশ্রমিক (এদের পার্থিব পারিশ্রমিকের তুলনায়) অনেক উৎকৃষ্ট, আর তিনি তো হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

৭৩. তুমি তো তাদের সঠিক পথের দিকেই আহ্বান করছো।

৭৪. অবশ্য যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না তারা (হেদায়াতের) সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে।

৭৫. (আজ) যদি আমি এদের ওপর দয়া করি এবং যে বিপদ মসিবত তাদের ওপর আপতিত হয়েছে তা যদি দূর করে দেই, তাহলেও এরা নিজেদের নাফরমানীতে শক্তভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

৭৬. (এক পর্যায়ে) আমি এদের কঠোর আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, তারপরও এরা নিজেদের মালিকের প্রতি নত হলো না এবং কখনো এরা কাতর প্রার্থনাটুকু পর্যন্ত (আমার কাছে) পেশ করলো না।

৭৭. অতপর যখন (সত্যিই) আমি এদের ওপর কঠোর আযাবের দুয়ার খুলে দেবো তখন তুমি দেখবে, এরা (কতো) হতাশ হয়ে পড়ছে।

৭৮. (হে মানুষ,) তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের (শোনার জন্যে) কান. (দেখার জন্যে) চোখ (ও চিন্তা গবেষণার জন্যে) মন দিয়েছেন, কিন্তু তারা খুব অল্পই (এসব দানের) শোকর আদায় করে।

৭৯. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করে যমীনে (তোমাদের) বংশ বিস্তার করে (চারদিকে ছড়িয়ে) রেখেছেন, (একদিন) তোমাদের সবাইকে (আবার) তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে।

৮০. তিনিই তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান, রাতদিনের আবর্তনও তাঁর (ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, এতো সব কিছু দেখেও) তোমরা কি (সত্য) অনুধাবন করবে না?

৮১. (নবীদের সামনে) এরাও কিন্তু সে ধরনের অর্থহীন কথাই বলে, যেমনি করে তাদের আগের লোকেরা বলেছে।

৮২. তারা বলেছিলো, আমরা যখন মরে যাবো, আমরা যখন মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

৮৩. (তারা বলে, আসলে এভাবেই) আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (পুনরুত্থানের) ওয়াদা দিয়ে আসা হচ্ছে, (মৃত্যুর পর আবার জীবনলাভের) এ কথাগুলো অতীত দিনের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৮৪. (হে নবী, এদের) জিজ্ঞেস করো, এ যমীনে এবং এখানে যা (কিছু সৃষ্টি) আছে তা কার (মালিকানাধীন)?

৮৫. ওরা বলবে (হ্যাঁ), সব কিছুই আল্লাহর, (তুমি) বলো, এরপরও তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবে না?

৮৬. তুমি (এদের আরো) জিজ্ঞেস করো, এ সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে ?

৮৭. ওরা জবাব দেবে, (এসব কিছুই) আল্লাহর, তুমি বলো, তারপরও তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না?

৮৮. তুমি (আবারও) জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা (সত্যি সত্যিই) জানো তাহলে বলো, কার হাতে রয়েছে (আসমান যমীন) সবকিছুর একক কতৃত্ব? (হ্যাঁ,) তিনি (যাকে ইচ্ছা তাকেই) পানাহ দেন, কিন্তু তাঁর ওপর কাউকে পানাহ দেয়া যায়না।

৮৯. ওরা (আবারও) সাথে সাথে বলবে, (হ্যাঁ) মহান আল্লাহ তায়ালার, তুমি বলো, এ সত্ত্বেও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছো?

৯০. আমি তো বরং সত্য কথাই এদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম, কিন্তু এরাই মিথ্যাবাদী!

৯১. আল্লাহ তায়ালা (কাউকেই) সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি না তাঁর সাথে অন্য কোনো মাবুদ রয়েছে, যদি (তাঁর সাথে অন্য কোনো মাবুদ) থাকতো তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেতো এবং (এ মাবুদরা) একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইতো, এরা যা কিছু আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বলে তিনি তা থেকে অনেক পবিত্র ও মহান।

৯২. দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুর সম্যক ওয়াকেফহাল তিনি, সুতরাং এরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের যেভাবে শরীক করে তিনি তার চাইতে (অনেক) পবিত্র।

৯৩. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার মালিক, যে (আযাবের) ওয়াদা এ (কাফেরদের) সাথে করা হচ্ছে, তা যদি তুমি আমাকে দেখাতেই চাও,

৯৪. (তাহলে) হে আমার মালিক, তুমি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের মধ্যে শামিল (করে এ আযাব প্রত্যক্ষ) করায়ো না।

৯৫. (হে নবী,) আমি তাদের কাছে যে (আযাবের) ওয়াদা করেছি তা অবশ্যই তোমাকে দেখাতে সক্ষম।

৯৬. (হে নবী, তারা তোমার সাথে) কোনো খারাপ ব্যবহার করলে তুমি এমন পন্থায় তা দূর করার চেষ্টা করো, যা হবে নিতান্ত উত্তম (পন্থা), আমি তো ভালো করেই জানি ওরা তোমার ব্যাপারে কি বলে।

৯৭. (হে নবী) তুমি (বরং) বলো, হে আমার মালিক, শয়তানদের যাবতীয় ওয়াসওয়াসা থেকে আমি তোমার পানাহ চাই।

৯৮. (আরো বলো, হে আমার মালিক,) আমি এ থেকেও তোমার পানাহ চাই যে, শয়তান আমার (ধারে) কাছে ঘেঁষবে।

৯৯. এমনকি (এ অবস্থায় যখন) এদের কারো মৃত্যু এসে হাযির হবে, তখন সে বলবে, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে (আরেকবার পৃথিবীতে) ফেরত পাঠাও,

১০০. যাতে করে (সেখানে গিয়ে) এমন কিছু নেক কাজ আমি করে আসতে পারি, যা আমি (আগে) ছেড়ে এসেছি (তখন বলা হবে), না, তা আর কখনো হবার নয়, (মুলত) সেটা হচ্ছে এক (অসম্ভব) কথা, যা সে শুধু বলার জন্যেই বলবে, এ (মৃত) ব্যক্তিদের সামনে একটি যবনিকা (তাদের আড়াল করে রাখবে) সে দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা (কবর থেকে) পুনরুত্থিত হবে!

১০১. অতপর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন (মানুষ এমনি দিশেহারা হয়ে পড়বে যে,) তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন (বলতে কিছুই) অবশিষ্ট থাকবে না, না তারা একজন আরেকজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে!

১০২. অতএব (সেদিন) যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সেসব মানুষ যারা মুক্তিপ্রাপ্ত।

১০৩. আর যাদের (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে তারা হবে সেসব (ব্যর্থ) মানুষ যারা নিজেদের জীবন (মিথ্যার পেছনে) বিনষ্ট করে দিয়েছে, তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল।

১০৪. (জাহান্নামের) আগুন তাদের মুখমন্ডল জ্বালিয়ে দেবে, তাতে (তাদের) চেহারা (জ্বলে) বীভৎস হয়ে যাবে।

১০৫. (তাদের তখন জিজ্ঞেস করা হবে,) এমন অবস্থা কি হয়নি যে, আমার আয়াতসমুহ তোমাদের সামনে পড়ে শোনানো হয়েছিলো এবং তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে!

১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, আমাদের দুর্ভাগ্য (সেদিন চারদিক থেকে) আমাদের ঘিরে ধরেছিলো এবং নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম গোমরাহ সম্প্রদায়।

১০৭. হে আমাদের মালিক, তুমি আজ আমাদের এ (আগুন) থেকে বের করে নাও, আমরা যদি দ্বিতীয় বারও (দুনিয়ায়) ফিরে গিয়ে সীমালংঘন করি, তাহলে অবশ্যই আমরা যালেম হিসেবে পরিগণিত হবো।

১০৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমরা অপমানিত হয়ে সেখানে পড়ে থাকো, (আজ) কোনো কথাই আমাকে বলো না।

১০৯. অবশ্যই আমার বান্দাদের মধ্যে একদল এমনও আছে, যারা বলতো, হে আমাদের মালিক, আমরা তোমার ওপর ঈমান এনেছি, অতএব তুমি আমাদের (দোষ ত্রুটি সমুহ) মাফ করে দাও, তুমি আমাদের ওপর দয়া করো, তুমি হচ্ছো (দয়ালুদের মধ্যে) সর্বোৎকৃষ্ট দয়ালু।

১১০. অতপর তোমরা তাদের উপহাসের বস্তু বানিয়ে রেখেছিলে, এমনকি তা তোমাদের আমার স্মরণ পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে, আর তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি তামাশাই করতে।

১১১. তাদের সে ধৈর্যের কারণেই আজ আমি তাদের (এই) প্রতিফল দিলাম, (মুলত) তারাই হচ্ছে (সত্যিকার অর্থে) সফল মানুষ।

১১২. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (বলো তো), তোমরা পৃথিবীতে কতো বছর কাটিয়ে এসেছো?

১১৩. তারা বলবে, আমরা (সেখানে) অবস্থান করেছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি (না হয়) তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো যারা হিসাব রেখেছে।

১১৪. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আসলে) তোমরা পৃথিবীতে খুব সামান্য সময়ই কাটিয়ে এসেছো, কতো ভালো হতো যদি তোমরা (এ কথাটা) ভালো করে জানতে।

১১৫. তোমরা কি (সত্যি সত্যিই) এটা ধরে নিয়েছো, আমি তোমাদের এমনিই অনর্থক পয়দা করেছি এবং তোমাদের (কখনোই) আমার কাছে একত্রিত করা হবে না,

১১৬. (না, তা কখনো নয়,) মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা, তিনিই সব কিছুর যথার্থ মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সম্মানিত আরশের একক অধিপতিও তিনি।

১১৭. অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে, তার কাছে যার (জন্যে) কোনো রকম সনদ নেই, (সে যেন জেনে রাখে), তার হিসাব তার মালিকের কাছে (যথার্থই মজুদ) আছে, সেদিন তারা কোনো অবস্থায়ই সফলকাম হবে না যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে।

১১৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার মালিক, তুমি (আমায়) ক্ষমা করো, কেননা তুমি হচ্ছো দয়ালুদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

সুরা আন-নুর

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ৬৪, রুকু ৯

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. (এটি একটি) সুরা, আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই (এতে বর্ণিত বিধানসমূহ) ফরয করেছি, আমিই এতে (পরিষ্কার করে আমার) আয়াতসমুহ নাযিল করেছি, যাতে করে তোমরা (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।

২. (এ বিধানসমুহের একটি হচ্ছে,) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (সংক্রান্ত বিধানটি। এদের ব্যাপারে আদেশ হচ্ছে), তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশ'টি করে বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর দ্বীনের (আদেশ প্রয়োগের) ব্যাপারে ওদের প্রতি কোনো রকম দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো, (তাহলে) মোমেনদের একটি দল যেন তাদের এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করার জন্যে (সেখানে মজুদ) থাকে।

৩. (আল্লাহর হুকুম হচ্ছে,) একজন ব্যভিচারী পুরুষ কোনো ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা কোনো মোশরেক নারী ছাড়া অন্য কোনো ভালো নারীকে বিয়ে করবে না। অপরদিকে একজন ব্যভিচারিণী মহিলা কোনো ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা কোনো মোশরেক পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো ভালো পুরুষকে বিয়ে করবে না, সাধারণ মোমেনদের জন্যে এ (বিয়ে)-কে হারাম করা হয়েছে।

৪. (অপরদিকে) যারা (খামাখা) সতী সাধ্বী নারীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করবে এবং এর সপক্ষে চার জন সাক্ষী হাযির করতে পারবে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং (ভবিষ্যতে) আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, কেননা এরা হচ্ছে (নিকৃষ্ট) গুনাহগার,

৫. অবশ্য যেসব ব্যক্তি এ (অন্যায়ের) পর তাওবা করে এবং (নিজেদের) শুধরে নেয় (তাদের কথা আলাদা, আল্লাহ তায়ালা তাদের মাফ করে দেবেন), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও বড়ো দয়ালু।

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে (অপবাদের পক্ষে) অন্য কোনো সাক্ষীও মজুদ থাকে না, সে অবস্থায় এটাই হবে তাদের সাক্ষ্য যে, তারা আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে, অবশ্যই (এ অভিযোগের ব্যাপারে) সে সত্যবাদী।

৭. (এরপর) পঞ্চম বার (শপথ করার সময়) বলবে, মিথ্যাবাদীর ওপর যেন আল্লাহ তায়ালার লানত (নাযিল) হয়।

৮. কোনো স্ত্রীর ওপর থেকেও (এভাবে আনীত অভিযোগের) শাস্তি রহিত করা হবে যদি সেও চার বার আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, এ (পুরুষ) ব্যক্তিটি হচ্ছে আসলেই মিথ্যাবাদী,

৯. (অতপর সেও) পঞ্চম বার (শপথ করার সময়) বলবে, সে (অভিযোগকারী ব্যক্তিটি) সত্যবাদী হলে তার (অভিযুক্তের) ওপরও আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসুক!

১০. (হে মোমেনরা,) যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকতো (তাহলে তোমরা এসব কিছু থেকে মাহরুম থেকে যেতে), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহান তাওবা গ্রহণকারী এবং প্রবল প্রজ্ঞাময়!

১১. যারা এ (নবী পরিবার সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ নিয়ে এসেছে, তারা তো (ছিলো) তোমাদের একটি (ক্ষুদ্র) দল, এ বিষয়টি তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ ভেবো না, বরং (তা হচ্ছে) তোমাদের জন্যে (একান্ত) কল্যাণকর, এদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি যে যতোটুকু গুনাহ করেছে (সে ততোটুকুই তার ফল পাবে), আর তাদের মধ্যে যে সবচাইতে বেশী (এ কাজে) অংশ গ্রহণ করেছে, তার জন্যে আযাবও রয়েছে অনেক বড়ো।

১২. যদি এ (মিথ্যা ঘটনা)-টি শোনার পর মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা নিজেদের ব্যাপারে একটা ভালো ধারণা পোষণ করতো! কতো ভালো হতো যদি (তারা একথা) বলতো, এটা হচ্ছে এক নির্জলা অপবাদ মাত্র!

১৩. (যারা অপবাদ রটালো) তারাই বা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী হাযির করলো না, যেহেতু তারা (প্রয়োজনীয় চার জন) সাক্ষী হাযির করতে পারেনি, তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে তারাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী।

১৪. (হে মোমেনরা,) যদি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে (একজন নবী পত্নীর) যে বিষয়টির তোমরা চর্চা করছিলে, তার জন্যে এক বড়ো ধরনের আযাব এসে তোমাদের স্পর্শ করতো,

১৫. তোমরা এ (মিথ্যা)-কে নিজেদের মুখে মুখে প্রচার করছিলে, নিজেদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যে ব্যাপারে তোমাদের কোনো কিছুই জানা ছিলো না, তোমরা একে একটি তুচ্ছ বিষয় মনে করছিলে, কিন্তু তা ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি গুরুতর বিষয়।

১৬. তোমরা যখন ব্যাপারটা শুনলে তখন সাথে সাথেই কেন বললে না যে, আমাদের এটা মোটেই সাজে না যে, আমরা এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবো, আল্লাহ তায়ালা অনেক পবিত্র, অনেক মহান। সত্যিই (এ ছিলো) এক গুরুতর অপবাদ!

১৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি (সত্যিই) মোমেন হও তাহলে কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।

১৮. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর) আয়াতসমুহ স্পষ্ট করে তোমাদের সামনে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সবকিছু) জানেন, তিনি বিজ্ঞ, কুশলী।

১৯. যারা মোমেনদের মাঝে (মিছে অপবাদ রটনা করে) অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, আর তোমরা (কিছুই) জানো না।

২০. (হে মোমেনরা,) যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো (তাহলে একটা বড়ো ধরনের বিপর্যয় ঘটে যেতো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়োই দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ!

২১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, কখনো শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, তোমাদের মধ্যে যে কেউই শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে (সে যেন জেনে রাখে), সে (অভিশপ্ত শয়তান) তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ দেবে, যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পাক পবিত্র হতে পারতো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, তিনি (সব কিছু) জানেন।

২২. তোমাদের মধ্যে যারা (দ্বীনী) মর্যাদা ও (পার্থিব) ঐশ্বর্যের অধিকারী, তারা যেন (কখনো এ মর্মে) শপথ না করে যে, তারা (তাদের গরীব) আত্মীয় স্বজন, অভাবগ্রস্থ এবং যারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হিজরত করেছে তাদের কোনোরকম সাহায্য করবে না, বরং তাদের উচিত তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে, তোমরা কি এটা চাও না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিন, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

২৩. যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, যারা (এ অপবাদের ব্যাপারে) কোনো খবরই রাখে না, (সর্বোপরি) যারা ঈমানদার, (তাদের প্রতি অপবাদ আরোপকারী) এসব মানুষদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় স্থানেই অভিশাপ দেয়া হয়েছে, (উপরন্তু) তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব,

২৪. সেদিন তাদের ওপর (স্বয়ং) তাদের জিহ্বাসমুহ, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

২৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের যথার্থ প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করে দেবেন এবং তারা জেনে নেবে যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সুস্পষ্ট সত্য।

২৬. (জেনে রেখো,) নষ্ট নারীরা হচ্ছে নষ্ট পুরুষদের জন্যে, নষ্ট পুরুষরা হচ্ছে নষ্ট নারীদের জন্যে, (আবার) ভালো নারীরা হচ্ছে ভালো পুরুষদের জন্যে, ভালো পুরুষরা হচ্ছে ভালো নারীদের জন্যে, (মোনাফেক) লোকেরা (এদের সম্পর্কে) যা কিছু বলে তারা তা থেকে পাক পবিত্র, (আখেরাতে) এদের জন্যেই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক।

২৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে সে ঘরের লোকদের অনুমতি না নিয়ে ও তার বাসিন্দাদের প্রতি সালাম না করে কখনো প্রবেশ করো না, (নৈতিকতা ও শালীনতার দিক থেকে) এটা তোমাদের জন্যে উত্তম (পন্থা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এসব বলে দিচ্ছেন), যাতে করে তোমরা (কথাগুলো) মনে রাখতে পারো।

২৮. (ঘরের দরজায় গিয়ে) যদি তোমরা কাউকে সেখানে না পাও, তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না, যতোক্ষণ না তোমাদের (ঘরে ঢোকার) অনুমতি দেয়া হবে, যদি (কোনো অসুবিধার কথা জানিয়ে) তোমাদের বলা হয় তোমরা ফিরে যাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই (বিনা দ্বিধায়) ফিরে যাবে, এটা তোমাদের জন্যে উত্তম, তোমরা (যখন) যা কিছু করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকেন।

২৯. তবে যেসব ঘরে কেউ বসবাস করে না, যেখানে তোমাদের কোনো মাল সামানা রয়েছে, তেমন কোনো ঘরে প্রবেশে তোমাদের কোনো পাপ নেই, (কেননা) আল্লাহ তায়ালা জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো আবার যা কিছু তোমরা গোপন করো।

৩০. (হে নবী,) তুমি মোমেন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে (নিম্নগামী ও) সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাযত করে, এটাই (হচ্ছে) তাদের জন্যে উত্তম পন্থা, (কেননা) তারা (নিজেদের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে) যা করে, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পুর্ণাংগভাবে অবহিত রয়েছেন৷

৩১. (হে নবী, একইভাবে) তুমি মোমেন নারীদেরও বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ায়, তবে তার (শরীরের) যে অংশ (এমনিই) খোলা থাকে (তার কথা আলাদা), তারা যেন তাদের বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইর ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের (সচরাচর মেলামেশার) মহিলা, নিজেদের অধিকারভুক্ত সেবিকা দাসী, নিজেদের অধীনস্থ (এমন) পুরুষ যাদের (মহিলাদের কাছ থেকে) কোনো কিছুই কামনা করার নেই, কিংবা এমন শিশু যারা এখনো মহিলাদের গোপন অংগ সম্পর্কে কিছুই জানে না (এসব মানুষ ছাড়া তারা যেন) অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, (চলার সময়) যমীনের ওপর তারা যেন এমনভাবে নিজেদের পা না রাখে যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছিলো তা (পায়ের আওয়াযে) লোকদের কাছে জানাজানি হয়ে যায়, হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে৷

৩২. তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী নেই, তোমরা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো, (একইভাবে) তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা ভালো মানুষ তাদেরও (বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করো), যদি তারা অভাবী হয়, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা (অচিরেই) তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ,

৩৩. যাদের বিয়ে (করে ব্যয়ভার বহন) করার সামর্থ নেই, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের ভেতর যারা (মুক্তির কোনো অগ্রিম লিখিত) চুক্তি লিখিয়ে নিতে চায়, তোমরা তাদের তা লিখে দাও, যদি তোমরা তাদের (এ চুক্তির) মধ্যে কোনো ভালো (সম্ভাবনা) বুঝতে পারো, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তাদের মুক্তির সময় (মুক্তহস্তে) দান করবে, তোমাদের অধীনস্থ দাসীদের যারা সতী সাধ্বী থাকতে চায়, নিছক পার্থিব ধন সম্পদের আশায় কখনো তাদের ব্যভিচারের জন্যে বাধ্য করো না, যদি তোমাদের কেউ তাদের (এ ব্যাপারে) বাধ্য করে, (তাহলে তারা যেন আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কারণ) তাদের এ বাধ্য করার পরেও (তাওবাকারীদের প্রতি) আল্লাহ তায়ালা (হামেশাই) ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু৷

৩৪. (হে মোমেনরা,) আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমুহ নাযিল করেছি, আরো উদাহরণ (হিসেবে) পেশ করেছি তোমাদের আগে (দুনিয়া থেকে) চলে গেছে তাদের (ঘটনাগুলো), পরহেযগার লোকদের জন্যে (তা হচ্ছে শিক্ষণীয়) উপদেশ৷

৩৫. আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আসমানসমুহ ও যমীনের নূর, তাঁর এ নূরের উদাহরণ হচ্ছে তা যেমন একটি তাকের মতো, তাতে একটি প্রদীপ (রাখা) আছে, প্রদীপটি (আবার) স্থাপন করা হয়েছে (স্বচ্ছ একটি) কাচের আবরণের ভেতর, কাচের আবরণটি হচ্ছে উজ্জ্বল একটি তারার মতো তা প্রজ্বলিত করা হয় পবিত্র যয়তুন গাছ (নিসৃত তেল) দ্বারা, যা (শুধু) পুর্ব দিকের (সুর্যের আলো থেকেই আলোকপ্রাপ্ত) নয়, পশ্চিম দিকের (সুর্যের আলোকপ্রাপ্তও) নয়, (বরং এটি সব সময়ই প্রজ্বলিত থাকে), আবার এর তেল এতো পরিষ্কার, (দেখলে) মনে হয়, তা বুঝি নিজে নিজেই জ্বলে ওঠবে, যদি আগুন তাকে (ততোক্ষণে) স্পর্শও না করে থাকে, (আর যদি আগুন স্পর্শ করেই ফেলে তাহলে তা হবে) নূরের ওপর (আরো) নূর, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ নূরের দিকে যাকে চান তাকেই হেদায়াত দান করেন,

আল্লাহ তায়ালা (এভাবে) মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে নানা উপমা পেশ করে থাকেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন,

৩৬. (এসব ব্যক্তিদের পাওয়া যাবে) সে ঘরসমূহে, যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সম্মান মর্যাদা উন্নীত করা এবং (তাতে) তাঁর নিজের (পবিত্র) নাম স্মরণ করার জন্যে সবাইকে আদেশ দিয়েছেন, সেসব জায়গাসমুহে সকাল সন্ধ্যা (এরা) আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

৩৭. তারা এমন লোক ব্যবসা বাণিজ্য যাদের কখনো আল্লাহ তায়ালা থেকে গাফেল করে দেয় না-না বেচাকেনা তাদের আল্লাহ তায়ালার স্মরণ, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল রাখতে পারে, তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিন তদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে।

৩৮. যারা নেক কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের যথার্থ উত্তম পুরস্কার দেবেন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তাদের যা পাওনা তার চাইতেও বেশী দান করবেন, (মূলত) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অপরিমিত রেযেক দান করেন।

৩৯. (অপর দিকে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তাদের (দৈনন্দিন) কার্যকলাপ মরুভূমিতে মরীচিকার মতো (একটি প্রতারণা), পিপাসার্ত মানুষ (দূরে থেকে) তাকে পানি বলে মনে করলো, পরে যখন সে তার কাছে এলো তখন সেখানে পানির (মতো) কিছুই সে পেলো না, (এভাবে প্রতারণা ও মরীচিকার জীবন শেষ হয়ে গেলে) সে শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই তার পাশে পাবে, অতপর তিনি তার পাওনা পুর্ণমাত্রায় আদায় করে দেবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ত্বরিত হিসাব গ্রহণে সক্ষম।

৪০. কিংবা (তাদের কর্মকান্ডের উদাহরণ হচ্ছে) অতল সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ গভীর অন্ধকারের মতো, অতপর তাকে একটি বিশাল আকারের ঢেউ এসে ঢেকে (আরো অন্ধকার করে) দিলো, তার ওপর আরো একটি ঢেউ (এলো), তার ওপর (ছেয়ে গেলো কিছু) ঘন কালো মেঘ, এক অন্ধকারের ওপর (এলো) আরেক অন্ধকার, যদি কেউ (এ অবস্থায়) তার হাত বার করে, (আঁধারের কারণে) তার তা দেখার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে কোনো আলো বানাননি তার জন্যে তো (কোথাও থেকে) আলো থাকবে না।

৪১. (হে মানুষ,) তুমি কি (ভেবে) দেখোনি, যতো (সৃষ্টি) আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে আছে, তারা (সবাই) আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর পাখীকুল যারা পাখা বিস্তার করে (আকাশে ওড়ে চলেছে), তারা সবাইও (এ কাজ করে চলেছে,) তিনি তার সৃষ্টির প্রত্যেকের প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানেন, এরা যে যা করছে আল্লাহ তায়ালা তা সম্যক অবগত রয়েছেন।

৪২. (মুলত) আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্যে, (সব কিছুকে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

৪৩. তুমি কি দেখো না, আল্লাহ তায়ালাই (এ) মেঘমালা সঞ্চালিত করেন, অতপর তিনি তাকে (তার টুকরোগুলোর) সাথে জুড়ে দেন, তারপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে (পুঞ্জীভূত করে রাখেন), অতপর এক সময় তুমি মেঘের ভেতর থেকে বৃষ্টি (-র ফোঁটাসমুহ) বেরিয়ে আসতে দেখবে, (আরো দেখবে) আসমানের শিলাস্তর থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং যার ওপর চান তার ওপর তা বর্ষণ করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি তার (আঘাত) থেকে অব্যাহতিও দেন, মেঘের বিদ্যুত ঝলক (চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়), মনে হয় তা বুঝি দৃষ্টি (-শক্তিকে এক্ষুণি) নিষ্প্রভ করে দিয়ে যাবে,

৪৪. আল্লাহ তায়ালাই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান, অবশ্যই অন্তরদৃষ্টিস্মপন্ন মানুষদের জন্যে এর মাঝে (আল্লাহ তায়ালার কুদরতের) অনেক শিক্ষা রয়েছে।

৪৫. আল্লাহ তায়ালা বিচরণশীল প্রতিটি জীবকেই পানি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তাদের মধ্যে কিছু চলে তার বুকের ওপর ভর দিয়ে, কিছু চলে দু'পায়ের ওপর, (আবার) কিছু চলে চার (পা)-এর ওপর (ভর করে), আল্লাহ তায়ালা যখন যা চান তখন তাই পয়দা করেন, অবশ্যই তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

৪৬. আমি অবশ্যই (হেদায়াতের কথা) সুস্পষ্ট করার আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আর (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন।

৪৭. (যারা মোনাফেক) তারা বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর আনুগত্য করি। (অথচ) এর একটু পরেই তাদের একটি দল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (বস্তুত) ওরা আসলে মোমেন নয়।

৪৮. যখন ওদের (সত্যি সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে করে (আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের পারস্পরিক (বিরোধের) মীমাংসা করা যায়, তখন তাদের একটি দল পাশ কেটে সরে পড়ে।

৪৯. যদি এ (বিচার ফয়সালার) বিষয়টা তাদের সপক্ষে যায়, তাহলে তারা একান্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছে ছুটে আসে,

৫০. এদের অন্তরে কি (কুফুরের কোনো) ব্যাধি আছে, না এরা (রসূলের নবুওতের ব্যাপারে) সন্দেহ পোষণ করে, অথবা এরা কি ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল ওদের প্রতি কোনো রকম অবিচার করবেন? (আসলে তা নয়,) বরং তারা নিজেরাই হচ্ছে যালেম।

৫১. (অপর দিকে) ঈমানদার লোকদের যখন তাদের পারস্পরিক বিচার ফয়সালার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয়, তখন (খুশী মনেই) তারা বলে, হ্যাঁ, আমরা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ) শোনলাম এবং তা (যথাযথ) মেনেও নিলাম, বস্তুত এরাই হচ্ছে সফলকাম ব্যক্তি।

৫২. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী (করা) থেকে বেঁচে থাকে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।

৫৩. (হে নবী,) এ (মোনাফেক) লোকেরা আল্লাহ তায়ালার নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে (আমরা তোমার এতোই অনুগত যে), তুমি যদি আদেশ করো তাহলে আমরা (ঘরবাড়ী ছেড়ে) অবশ্যই তোমার সাথে বেরিয়ে যাবো। (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (বেশী) শপথ করো না, (তোমাদের) আনুগত্য (আমার তো) জানাই (আছে), তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।

৫৪. (হে নবী,) তুমি (এদের আরো) বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করো, আনুগত্য করো আল্লাহর রসূলের (হ্যাঁ), তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালার দ্বীন পৌছানোর যে দায়িত্ব তার ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে সে দায়ী, (অপরদিকে আনুগত্যের) যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর দেয়া হয়েছে

তার জন্যে তোমরা দায়ী, যদি তোমরা তার কথামতো চলো তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে, রসূলের কাজ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার কথাগুলো) ঠিক ঠিক মতো পৌঁছে দেয়া।

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, তিনি যমীনে তাদের অবশ্যই খেলাফত দান করবেন যেমনিভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের খেলাফত দান করেছিলেন, (সর্বোপরি) যে জীবন বিধান তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাও তাদের জন্যে (সমাজে ও রাষ্ট্রে) সুদৃঢ় করে দেবেন, তাদের ভীতিজনক অবস্থার পর তিনি তাদের অবস্থাকে (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে বদলে দেবেন, (তবে এ জন্যে শর্ত হচ্ছে) তারা শুধু আমারই গোলামী করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না, এরপরও যে (এবং যারা) তাঁর নেয়ামতের নাফরমানী করবে তারাই গুনাহগার (বলে পরিগণিত হবে)।

৫৬. (হে মুসলমানরা,) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও, রসূলের আনুগত্য করো, আশ করা যায় তোমাদের ওপর দয়া (ও অনুগ্রহ) করা হবে।

৫৭. কাফেরদের ব্যাপারে কখনো একথা ভেবো না যে, তারা যমীনে (আমাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, (আর) কতো নিকৃষ্ট এ ঠিকানা!

৫৮. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো (মনে রেখো), তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীরা এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা এখনো বয়োপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তিনটি সময়ে তোমাদের (কাছে আসার জন্যে) অনুমতি চেয়ে নেয় (সে সময়গুলো হচ্ছে), ফজর নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা (কিছুটা আরাম করার জন্যে) নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র (শিথিল করে) রাখো এবং এশার নামাযের পর। (মুলত) এ তিনটি (সময়) হচ্ছে তোমাদের পর্দা অবলম্বনের (সময়), এগুলো ছাড়া (অন্য সময়ে আসা যাওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই, না এতে তাদের জন্যে কোনো রকমের দোষ আছে, (কেননা) তোমরা তো প্রায়ই একে অপরের কাছে সব সময়ই যাতায়াত করে থাকো, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (নিজের) নির্দেশগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাবান।

৫৯. তোমাদের (নিজেদের) সন্তানরাও যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায় তখন তারা যেন (তোমাদের কামরায় প্রবেশের আগে) সেভাবেই অনুমতি নেয়, যেভাবে তাদের আগে (বড়োরা) অনুমতি নিতো, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহকে তোমাদের কাছে খুলে খুলে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তিনি পরম কুশলী বটে।

৬০. বৃদ্ধা নারী, যাদের এখন আর কারো বিয়ের (বন্ধনে আসার) আশা নেই, তাদের ওপর কোনো দোষ নেই, যদি তারা তাদের (শরীর থেকে অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখে, (তবে শর্ত হচ্ছে) তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী হবে না, (অবশ্য) এ (অতিরিক্ত কাপড় খোলা) থেকেও যদি তারা বিরত থাকতে পারে তা (তাদের জন্যে) ভালো, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন।

৬১. যে ব্যক্তি অন্ধ তার ওপর কোনো (বিধি নিষেধের) সংকীর্ণতা নেই, যে পঙ্গু তার ওপর কোনো (বিধি নিষেধের) সংকীর্ণতা নেই, যে ব্যক্তি অসুস্থ তার ওপরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং তোমাদের নিজেদের ওপরও কোনো দোষ নেই যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে কিছু খেয়ে নাও, একইভাবে এটাও তোমাদের জন্যে দূষণীয় হবে না, যদি তোমরা তোমাদের পিতা (পিতামহের) ঘরে, মায়েদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে,

চাচাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে, (আবার) এমন সব ঘরে যার চাবি তোমাদের অধিকারে রয়েছে, কিংবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে (কিছু খাও), অতপর এতেও কোনো দোষ নেই যে, (এসব জায়গায়) তোমরা সবাই একত্রে খাবে কিংবা আলাদা আলাদা খাবে, তবে যখনি (এসব) ঘরে প্রবেশ করবে তখন একে অপরের প্রতি সালাম করবে, এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে (তাঁরই নির্ধারিত) কল্যাণময় এক পবিত্র অভিবাদন, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো।

৬২. (খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি তো হচ্ছে তারা,) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে, কখনো যদি তারা কোনো সমষ্টিগত ব্যাপারে তার সাথে একত্রিত হয় তাহলে যতোক্ষণ তারা তার কাছ থেকে অনুমতি চাইবে না, ততোক্ষণ তারা (সেখান থেকে) কেউ সরে যাবে না, (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস করে, যদি তারা কখনো তাদের নিজেদের কোনো কাজে (বাইরে যাবার জন্যে) তোমার কাছে অনুমতি চায়, তাহলে তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিয়ো এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে এদের গুনাহ মাফের জন্যে দোয়া করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৬৩. (হে মুসলমানরা,) যখন নবী তোমাদের ডাকে, তখন তাঁর ডাককে পারস্পরিক ডাকের মতো মনে করো না, আল্লাহ তায়ালা সেসব লোকদের ভালো করেই জানেন যারা (নিজেদের) আড়াল করে (নবীর) সামনে থেকে (নানা অজুহাতে) সরে যায়, সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের এ ব্যাপারে ভয় করা উচিত, তাদের ওপর (এ বিরুদ্ধাচরণের জন্যে এ দুনিয়ায়) কোন বিপর্যয় এসে পড়বে কিংবা (পরকালে) কোনো কঠিন আযাব এসে তাদের গ্রাস করে নেবে।

৬৪. (হে মানুষ, তোমরা) জেনে রেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে (নিবেদিত), তোমরা যে (অবস্থার) ওপর আছো, আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন, যেদিন মানুষ সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদের সবকিছুই জানিয়ে দেবেন, যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) করতো। আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়েই ওয়াকেফহাল।

সুরা আল ফোরকান
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৭৭, রুকু ৬

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. কতো মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর (সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী এই) ফোরকান' নাযিল করেছেন, যাতে করে সে (ব্যক্তি এর দ্বারা) সৃষ্টিকুলের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে,

২. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা) তাঁর জন্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব, তিনি কখনো কাউকে (নিজের) সন্তান বলে গ্রহণ করেননি না (তাঁর এ) সার্বভৌমত্বে অন্য কারো কোনো শরীকানা আছে, তিনিই প্রতিটি বস্তু পয়দা করেছেন এবং তিনি তাঁর (সৃষ্টির) জন্যে (আলাদা আলাদা) পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।

৩. (এ সত্ত্বেও) এ (মোশরেক) লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়েছে, (সত্য কথা হচ্ছে), তারা (যেমন) নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করতে সক্ষম নয়, তেমনি নিজেরা নিজেদের কোনো উপকারও করতে সক্ষম নয়। তারা কাউকে মৃত্যু দিতে পারে না কাউকে জীবনও দিতে পারে না, (তেমনি) পারে না (কেউ একবার মরে গেলে তাকে) পুনরায় উঠিয়ে আনতে।

৪. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অবিশ্বাস করে, তারা (এ কোরআন সম্পর্কে) বলে, এ তো মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, যা এ ব্যক্তি নিজে থেকে বানিয়ে নিয়েছে এবং অন্য জাতির লোকেরা তার ওপর সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে, (মূলত এসব কথা বলে) এরা (এক জঘন্য) যুলুম ও (নির্জলা) মিথ্যা নিয়ে হাযির হয়েছে।

৫. তারা বলে, এ (কোরআন) হচ্ছে সেকালের উপকথা, যা এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে এবং সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে এগুলো পড়া হয়।

৬. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, এ (কোরআন) তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আকাশসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৭. ওরা বলে, এ আবার কেমন (ধরনের) রসূল যে (আমাদের মতো করেই) খাবার খায় এবং (আমাদের মতোই) হাটে বাজারে চলাফেরা করে। কেন তার কাছে কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না যে তার সাথে (আযাবের) সতর্ককারী হয়ে থাকতো,

৮. কিংবা (গায়ব থেকে) তার কাছে কোনো ধন ভান্ডার এসে পড়লো না কেন, অথবা (কমপক্ষে) তার কাছে একটি বাগানই না হয় থাকতো, যা থেকে সে (খাবার সংগ্রহ করে) খেতো, এ যালেম লোকেরা (মুসলমানদের আরো) বলে, তোমরা তো (আসলে) একজন যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো।

৯. (হে নবী,) চেয়ে দেখো, ওরা তোমার সম্পর্কে কি ধরনের কথা বানাচ্ছে, এরা (আসলে) গোমরাহ হয়ে গেছে, কখনো তারা আর সঠিক পথ পাবে না।

১০. (হে নবী, তুমি এদের বলো,) আল্লাহ তায়ালা (এমন) এক মহান সত্তা, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের (এ একটি বাগান কেন) এর চাইতে উৎকৃষ্ট বাগানসমূহও দান করতে পারেন, যার নিম্নদেশে (অমীয়) ঝর্ণধারা, প্রবাহিত হবে, (এ ছাড়াও) তিনি (তোমাদের) দিতে পারেন (সুরম্য) প্রাসাদসমূহ!

১১. বরং এরা কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে, আর যারাই কেয়ামত অস্বীকার করে তাদের জন্যে আমি (জাহান্নামের) জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

১২. তারা যখন দূর থেকে তাদের (মতো অন্যান্য জাহান্নামীদের) দেখবে, তখন তারা (স্পষ্টত) তার গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে।

১৩. অতপর হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায় যখন তাদের জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে ফেলে দেয়া হবে, তখন সেখানে তারা শুধু (মৃত্যুর) ধ্বংসকেই ডাকতে থাকবে,

১৪. (তাদের তখন বলা হবে,) আজ তোমরা ধ্বংস হওয়াকে একবারই শুধু ডেকো না, বরং বহুবার ধ্বংসকে ডাকো (কোনো কিছুই আজ তোমাদের কাজে আসবে না)।

১৫. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, এটা (জাহান্নামের) এ (কঠোর আযাব) শ্রেয় না সেই স্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা পরহেযগার লোকদের (আগেই) দিয়ে রাখা হয়েছে, এ (জান্নাতই) হচ্ছে তাদের যথাযথ পুরস্কার ও (চূড়ান্ত) প্রত্যাবর্তনের স্থান!

১৬. সেখানে তারা যা কিছু পেতে চাইবে তাই তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে, (তাও আবার) থাকবে স্থায়ীভাবে, এ প্রতিশ্রুতির যথাযথ পালন তোমার মালিকেরই দায়িত্ব।

১৭. যেদিন তিনি এ (মোশরেক) ব্যক্তিদের এবং তাদের ও তাদের (মাবুদদের), যাদের এরা আল্লাহর বদলে ইবাদত করতো, (সবাইকে) একত্রিত করবেন অতপর তিনি (সে মাবুদদের) জিজ্ঞেস করবেন, তোমরাই কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছো, না তারা নিজেরাই (সত্য থেকে) বিচ্যুত হয়ে গেছে,

১৮. ওরা (জবাবে) বলবে (হে আল্লাহ তায়ালা), তুমি পবিত্র, তুমি মহান, আমরা (তো ছিলাম তোমারই বান্দা,) তোমার বদলে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা আমাদের শোভনীয় ছিলো না, তুমি তো এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের (যথেষ্টে) ভোগের সামগ্রী দিয়েছিলে, (এগুলো পেয়ে) তারা এমনকি তোমার কথাই ভুলে বসেছে এবং (এভাবেই) তারা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়ে গেছে।

১৯. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) তোমাদের এ মাবুদরা তো তোমরা যা বলছো তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতএব (এখন) তোমরা (আর আমার আযাব) সরাতে পারবে না, না (তোমরা আজ) কারো সাহায্য পাবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (আমার আনুগত্যের) সীমালংঘন করে তাহলে তাকে আমি কঠোর আযাব আস্বাদন করাবো।

২০. (হে নবী,) তোমার আগে আমি আরো যতো রসূল পাঠিয়েছি, তারা (মানুষের মতোই) আহার করতো, (অন্য মানুষদের মতোই) তারা হাটে বাজারে যেতো। (আসল কথা হচ্ছে) মানুষদের মধ্য থেকে রসূল পাঠিয়ে আমি

তোমাদের একজনকে আরেকজনের জন্যে পরীক্ষা (-র উপকরণ) বানিয়েছি, (এ পরীক্ষায়) তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে না? তোমার মালিক (কিন্তু তোমাদের) সবকিছুই দেখছেন।

পারা ১৯

২১. যারা আমার সাথে (তাদের) সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে, কতো ভালো হতো যদি আমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হতো, অথবা আমরা যদি আমাদের মালিককে (নিজেদের চোখে) দেখতে পেতাম! তারা (এ সব বলে) নিজেদের বড়ো (অহংকারী) মনে করলো এবং (আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীতেও) তারা মাত্রাতিরিক্ত সীমালংঘন করে ফেললো।

২২. যেদিন (সত্যি সত্যিই) তারা সে ফেরেশতাদের দেখবে, তখন (কিন্তু) অপরাধীদের জন্যে সেদিন কোনো সুসংবাদ থাকবে না, (বরং) তারা বলবে, (হে আল্লাহ, এই ফেরেশতাদের থেকে) আমরা পানাহ চাই পানাহ চাই।

২৩. (এবার) আমি তাদের সে সব কর্মকান্ডের দিকে মনোনিবেশ করবো, যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে, তখন আমি তা উড়ন্ত ধুলিকণার মতোই (নিস্ফল) করে দেবো।

২৪. সেদিন জান্নাতীদের বাসস্থান ও তাদের বিশ্রামের জায়গা হবে অত্যন্ত মনোরম।

২৫. (হে মানুষ, তোমরা সেদিনকে ভয় করো,) যেদিন আসমান তার মেঘমালা নিয়ে ফেটে পড়বে, আর (তারই মাঝ দিয়ে) দলে দলে ফেরেশতারা (যমীনে) নেমে আসবে।

২৬. সেদিন চুড়ান্ত বাদশাহী হবে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে; যারা অস্বীকার করেছে তাদের ওপর সেদিনটি হবে (বড়োই) কঠিন!

২৭. সেদিন যালেম ব্যক্তি (ক্ষোভে দুঃখে) নিজের হাত দুটো দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি দুনিয়ায় রসুলের সাথে (দ্বীনের) পথ অবলম্বন করতাম!

২৮. দুর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুককে (নিজের) বন্ধু না বানাতাম!

২৯. আমার কাছে (দ্বীনের) উপদেশ আসার পর সে তা থেকে আমাকে বিচ্যুত করে দিয়েছিলো; আর শয়তান তো (হামেশাই) মানুষকে (বিপদের সময় একলা) ফেলে কেটে পড়ে।

৩০. সেদিন রসুল বলবে, হে মালিক, অবশ্যই আমার জাতি কোরআনকে (একটি) পরিত্যাজ্য (বিষয়) মনে করেছিলো।

৩১. (হে নবী,) এভাবেই আমি (প্রত্যেক যুগের) অপরাধীদের প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে থাকি; অতএব (তুমি মনোক্ষুন্ন হয়ো না), তোমার পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করার জন্যে তোমার মালিকই যথেষ্টে!

৩২. যারা (কোরআন) অস্বীকার করে তারা বলে, (আচ্ছা এই) পুরো কোরআনটা তার ওপর একবারে নাযিল হলো না কেন? (আসলে কোরআন তো) এভাবেই (নাযিল) হওয়া উচিত ছিলো, যাতে করে এ (ওহী) দ্বারা আমি তোমার অন্তরকে মযবুত করে দিতে পারি, (এ কারণেই) আমি একে থেমে থেমে নাযিল করেছি|

৩৩. (তা ছাড়া) ওরা তোমার কাছে যে কোনো ধরনের বিষয় (ও সমস্যা) নিয়েই আসুক না কেন, আমি (সাথে সাথেই) তোমার কাছে (এর একটা) যথার্থ সত্য (সমাধান) এনে হাযির করতে পারি এবং (প্রয়োজনে তার) একটা সুন্দর ব্যাখ্যাও বলে দিতে পারি;

৩৪. এরা হচ্ছে সে সব লোক যাদের (কেয়ামতের দিন) মুখের ওপর ভর দিয়ে জাহান্নামের সামনে জড়ো করা হবে, ওদের সে স্থানটি হবে অতি নিকৃষ্ট, আর ওরা নিজেরাও হবে অতিশয় পথভ্রষ্ট|

৩৫. অবশ্যই আমি মুসাকে (তাওরাত) গ্রন্থ দান করেছিলাম এবং তার ভাই হারূনকে তার সাথে তার সাহায্যকারী করেছিলাম,

৩৬. অতপর আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা উভয়েই (আমার হেদায়াত নিয়ে) এমন এক জাতির কাছে যাও, যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে; অতপর (আমাকে অস্বীকার করায়) আমি তাদের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দিয়েছি;

৩৭. (একইভাবে) যখন নুহের সম্প্রদায়ও আমার রসুলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, তখন আমি তাদের সবাইকে (প্লাবনের পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি এবং আমি ওদের (পরবর্তী) মানুষদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় করে রেখেছি; আমি যালেমদের জন্যে মর্মন্তুদ আযাব ঠিক করে রেখেছি,

৩৮. (একই নিয়মে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি আদ, সামুদ ও 'রাস'এর অধিবাসীদের এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালীন আরো বহু সম্প্রদায়কেও,

৩৯. (তাদের) প্রত্যেকের কাছেই আমি (আগের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমুহের) নিদর্শনসমুহ উপস্থাপন করেছি, (কিন্তু কেউই যখন সতর্কবাণী শোনলো না তখন) আমি তাদের সবাইকে চুড়ান্তভাবে নির্মুল করে দিয়েছি|

৪০. এরা তো সে জনপদ দিয়ে প্রতি নিয়ত আসা যাওয়া করে, যার ওপর আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিলো; ওরা কি তা দেখছে না? (আসল কথা হচ্ছে,) এরা (পুনরায়) জীবিত হওয়ার কোনো আশাই পোষণ করে না| ৪১. (হে নবী,) এরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গণ্য করে (বলে); এ কি সে লোক, যাকে আল্লাহ তায়ালা রসুল করে পাঠিয়েছেন!

৪২. এ ব্যক্তিই তো আমাদের দেবতাদের (এবাদাত) থেকে আমাদের সম্পূর্ণ বিচ্যুতই করে দিতো যদি আমরা তাদের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না থাকতাম; (হ্যাঁ,) তারা যখন (আল্লাহ তায়ালার) আযাব (স্বচক্ষে) দেখতে পাবে তখন ভালো করেই জানতে পারবে, কে তোমাদের মাঝে বেশী পথভ্রষ্ট ছিলো|

৪৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তির (অবস্থা) দেখোনি যে তার কামনা বাসনাকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে; তুমি কি তার (মতো ব্যক্তির) ওপর (অভিভাবক হতে পারো?

৪৪. (হে নবী,) তুমি কি সত্যিই মনে করো, তাদের অধিকাংশ লোক (তোমার কথা) শুনে কিংবা (এর মর্ম) বুঝে; (আসলে) ওরা হচ্ছে পশুর মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তারা (আরো) বেশী বিভ্রান্ত।

৪৫. (হে নবী,) তুমি কি তোমার মালিকের (কুদরতের) দিকে তাকিয়ে দেখো না? কি ভাবে তিনি ছায়াকে (সর্বত্র) বিস্তার করে রেখেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তা তো (একই স্থানে) স্থায়ী করে রাখতে পারতেন, অতপর আমি (কিন্তু) সুর্যকে তার ওপর একটি স্থায়ী নির্ঘন্ট বানিয়ে রেখেছি,

৪৬. পরে আমি ধীরে ধীরে তাকে আমার দিকে গুটিয়ে আনবো।

৪৭. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে রাতকে আবরণ, ঘুমকে আরাম ও দিনকে জেগে ওঠার সময় করে দিয়েছেন।

৪৮. তিনি তাঁর (বৃষ্টিরূপী) রহমতের আগে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর আসমান থেকে (তার মাধ্যমে) বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন, ৪৯. যেন তা দিয়ে তিনি মৃত ভূখন্ডে জীবনের সঞ্চার করতে পারেন এবং তা দিয়ে তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের পিপাসা নিবারণ করতে পারেন।

৫০. আমি বার বার এ (ঘটনা)টি তাদের মাঝে সংঘটিত করি, যাতে করে তারা (এ বিষয়টি থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আমার অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু করতে অস্বীকার করলো।

৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে এক একজন সতর্ককারী (নবী) পাঠাতে পারতাম,

৫২. অতএব, তুমি কাফেরদের (এ অভিযোগের) পেছনে পড়ো না, তুমি (বরং) এ (কোরআন) দিয়ে তাদের প্রচন্ড মোকাবেলা করো।

৫৩. তিনি (একই জায়গায়) দুটো সাগর এক সাথে প্রবাহিত করে রেখেছেন, একটি হচ্ছে মিষ্টি ও সুপেয়, আরেকটি লোনা ও ক্ষারবিশিষ্টি, উভয়ের মাঝখানে তিনি একটি সীমারেখা বানিয়ে রেখেছেন, (সত্যিই) এটি একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান।

৫৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি মানুষকে (এক বিন্দু) পানি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি তাকে (রক্ত সম্পর্ক দ্বারা) পরিবার (বন্ধন) ও (বৈবাহিক বন্ধন দ্বারা) জামাইয়ে (শ্বশুরে) পরিণত করেছেন; তোমার মালিক প্রভূত ক্ষমতাবান,

৫৫. (এসব কিছু সত্ত্বেও) তারা আল্লাহর বদলে এমন সবকিছুর এবাদাত করে যা না তাদের কোনো উপকার করতে পারে, না তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে; (আসলে প্রতিটি) কাফের ব্যক্তি নিজের মালিকের মোকাবেলায় (বিদ্রোহীরই বেশী) সাহায্যকারী (হয়)।

৫৬. (হে নবী,) আমি তো তোমাকে কেবল (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি।

৫৭. তুমি (এদের) বলো, আমি তো তোমাদের কাছ থেকে এ জন্যে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না, (হ্যাঁ, আমি চাই তোমাদের) প্রতিটি ব্যক্তিই যেন তার মালিক পর্যন্ত পৌঁছার (সঠিক) রাস্তাটি অবলম্বন করে।

৫৮. (হে নবী,) তুমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর নির্ভর করো, যাঁর মৃত্যু নেই। তুমি তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো; তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহখাতা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল,

৫৯. তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (তাঁর) আরশে সমাসীন হন, (তিনি) অতি দয়াবান আল্লাহ, তাঁর (মর্যাদা) সম্পর্কে সে লোককে তুমি জিজ্ঞেস করো যে (এ সম্পর্কে) অবগত আছে।

৬০. যখন ওদের বলা হয়, তোমরা দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)-এর প্রতি সাজদাবনত হও, তখন তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ আবার) কে? যাকেই তুমি সাজদা করতে বলবে তাকেই কি আমরা সাজদা করবো? (বস্তুত তোমার এ আহ্বান) তাদের বিদ্বেষকে বরং আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

৬১. কতো মহান সেই সত্তা, যিনি আসমানে অসংখ্য গম্বুজ বানিয়েছেন, এরই মাঝে তিনি (আবার) পয়দা করেছেন প্রদীপ (-সম একটি সুর্য) এবং একটি জ্যোতির্ময় চাঁদ।

৬২. তিনি রাত ও দিনকে (পরস্পরের) অনুগামী করেছেন (তাদের জন্যে), যারা এসব কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কিংবা (সে জন্যে) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

৬৩. দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)-এর বান্দা তো হচ্ছে তারা, যারা যমীনে নেহায়াত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা (অশালীন ভাষায়) তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা নেহায়াত প্রশান্তভাবে জবাব দেয়।

৬৪. যারা তাদের মালিকের উদ্দেশে সাজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে (তাদের) রাতগুলো কাটিয়ে দেয়।

৬৫. যারা বলে, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব দূরে রেখো, কেননা তার আযাব হচ্ছে নিশ্চিত বিনাশ,

৬৬. (তদুপরি) আশ্রয় ও থাকার জন্যে তা হবে একটি নিকৃষ্ট জায়গা!

৬৭. তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় (যেমন) করে না, (তেমনি কোনো প্রকার) কার্পণ্যও তারা করে না; বরং তাদের ব্যয় (সব সময় এ দুয়ের) মধ্যবর্তী (একটি ভারসাম্যমুলক) অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে।

৬৮. যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে না, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে যাকে হত্যা করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন তাকে যারা হত্যা করে না, (উপরন্তু) যারা ব্যভিচার করে না, যে ব্যক্তিই এসব (অপরাধ) করবে সে (তার গুনাহের) শাস্তি ভোগ করবে,

৬৯. কেয়ামতের দিন তার জন্যে এ শাস্তি আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে, সেখানে সে অপমানিত হয়ে চিরকাল পড়ে থাকবে,

৭০. কিন্তু যারা (এসব থেকে) তাওবা করেছে, আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের (পেছনের) গুনাহসমুহ তাদের নেক আমল দ্বারা বদলে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৭১. যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং নেক আমল করে, সে (এর দ্বারা সম্পূর্ণত) আল্লাহ অভিমুখীই হয়ে পড়ে।

৭২. (দয়াময় আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দা তারাও,) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, (ঘটনাচক্রে) যদি কোনো অযথা বিষয়ের তারা সম্মুখীন হয়ে যায় তাহলে একান্ত ভদ্রতার সাথে তারা (সেখান থেকে) সরে পড়ে।

৭৩. (এরা হচ্ছে এমন কিছু লোক,) তাদের কাছে যখন তাদের মালিকের কোনো আয়াত পড়ে (কোনো কিছু) স্মরণ করানো হয়, তখন তারা তার ওপর অন্ধ ও বধির হয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকে না।

৭৪. (নেক বান্দা তারাও) যারা বলে, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের (স্বামী) স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করো, (উপরন্তু) তুমি আমাদের পরহেযগার লোকদের ইমাম বানিয়ে দাও।

৭৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, তাদের কঠোর ধৈর্যের বিনিময় স্বরূপ যাদের (সুরম্য) বালাখানা দেয়া হবে, (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) তাদের (সম্মানজনক) অভিবাদন ও সালামসহ অভ্যর্থনা জানানো হবে,

৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; কতো উৎকৃষ্ট সে জায়গা আশ্রয় নেয়ার জন্যে, (কতো সুন্দর সে জায়গা) থাকার জন্যে!

৭৭. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমরা যদি (তাঁকে) না ডাকো তবু আমার মালিক তোমাদের মোটেই পরোয়া করবেন না, যদি তোমরা তাঁকে ডাকো তবে তা তোমাদেরই কল্যাণ বয়ে আনবে, কিন্তু তোমরা তো (তাঁকে) অস্বীকার করেছো, (তাই) অচিরেই (এটা) তোমাদের জন্যে কাল হয়ে দেখা দেবে।

সুরা আশ শোয়ারা

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২২৭, রুকু ১১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. ত্বা-সীম, মীম।

২. এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট গ্রন্থের (কতিপয়) আয়াত।

৩. (হে নবী,) কেন তারা ঈমান আনছে না (সে দুঃখে) মনে হচ্ছে তুমি তোমার জীবনটাই ধ্বংস করে দেবে।

৪. (অথচ) আমি চাইলে এদের ওপর আসমান থেকে (এমন) একটি নিদর্শন নাযিল করতে পারি, (যা দেখে) তাদের গর্দান তার দিকে ঝুঁকে পড়বে।

৫. যখনি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এদের কাছে কোনো (নতুন) উপদেশ আসে তখনি তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৬. এরা যেহেতু (আল্লাহর আযাব) অস্বীকার করেছে, (তাই) অচিরেই তাদের কাছে সে (আযাবের) প্রত্যক্ষ বিবরণ এসে হাযির হবে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো!

৭. এরা কি যমীনের দিকে নযর করে দেখে না! আমি কতো কতো ধরনের উৎকৃষ্ট জিনিসপত্র তাতে উৎপাদন করাই।

৮. নিশ্চয়ই এর মাঝে (ছড়িয়ে) আছে (আমার সৃষ্টি কৌশলের নানা) নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাসই করে না।

৯. তোমার মালিক অবশ্যই পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

১০. (হে নবী, তুমি তাদের সে সময়কার কাহিনী শোনাও,) যখন তোমার মালিক মুসাকে ডাকলেন (ইসলামের দাওয়াত নিয়ে) সে যেন যালেম জাতির কাছে যায়

১১. ফেরাউনের জাতির কাছে; তারা কি (আমার ক্রোধকে) ভয় করে না?

১২. সে বললো, হে আমার মালিক, আমি আশংকা করছি তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে;

১৩. (তা ছাড়া) আমার হৃদয়ও সংকীর্ণ হয়ে আসছে, আমার জিহবাও (ভালো করে) কথা বলতে পারে না, এমতাবস্থায় (আমার সাহায্যের জন্যে) তুমি হারূনের কাছেও নবুওত পাঠাও।

১৪. (তা ছাড়া) আমার ওপর তাদের (আগে থেকেই একটা) অপরাধ (জনিত অভিযোগ) আছে, তাই আমি ভয় করছি, এখন তারা (সে অভিযোগে) আমাকে মেরেই ফেলবে,

১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, না, (তা) কখনো হবে না, আমার আয়াত নিয়ে তোমরা উভয়েই (তার কাছে) যাও, আমি তো তোমাদের সাথেই আছি, আমি সবকিছুই শুনতে পাই।

১৬. তোমরা দু'জন যাও ফেরাউনের কাছে, অতপর তোমরা তাকে বলো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রসুল,

১৭. তুমি বনী ইসরাঈলদের আমাদের সাথে যেতে দাও!

১৮. (ফেরাউন এসব শুনে) বললো, হে মুসা, আমরা কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখে লালন পালন করিনি? তুমি কি তোমার জীবনের বেশ কয়টি বছর আমাদের মধ্যে অতিবাহিত করোনি?

১৯. (তখন) তোমার যা কিছু করার ছিলো তা তুমি (ঠিকমতোই) করেছো, তুমি তো (দেখছি ভারী) অকৃতজ্ঞ মানুষ!

২০. সে বললো (হ্যাঁ), আমি তখন সে কাজটি একান্ত না জানা অবস্থায় করে ফেলেছি;

২১. অতপর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে (প্রতিশোধের ব্যাপারে) ভয় পেয়ে গেলাম তখন আমি তোমাদের এখান থেকে পালিয়ে গেলাম, তারপর আমার মালিক আমাকে (বিশেষ) জ্ঞান দান করলেন এবং আমাকে রসুলদের দলে শামিল করলেন।

২২. আর তুমি তোমার (রাজপরিবারের) সে অনুগ্রহ, যা তুমি (আজ) আমার ওপর রাখার প্রয়াস পেলে, (তার মুল কারণ এটাই ছিলো) যে, তুমি বনী ইসরাঈলদের নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছিলে;

২৩. ফেরাউন বললো, সৃষ্টিকুলের মালিক (আবার) কে?

২৪. সে বললো, তিনি হচ্ছেন আসমানসমুহ ও যমীনের এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তার সব কিছুর মালিক; (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা (এ কথাটা) বিশ্বাস করতে!

২৫. ফেরাউন তার আশেপাশে যারা (বসা) ছিলো তাদের বললো, তোমরা কি শোনছো (মুসা কি বলছে)?

২৬. সে বললো, তিনি তোমাদের মালিক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও মালিক।

২৭. ফেরাউন (তার দলবলকে) বললো, তোমাদের কাছে পাঠানো তোমাদের এ রসুল হচ্ছে (আসলেই) এক বদ্ধ পাগল।

২৮. সে বললো, তিনি পূর্ব পশ্চিম উভয় দিকের মালিক, আরো (মালিক) এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সেসব কিছুরও; (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা (তা) অনুধাবন করতে!

২৯. সে বললো (হে মুসা), যদি তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে জেলে ভরবো।

৩০. সে বললো, আমি যদি তোমার সামনে (নবুওতের) সুস্পষ্ট কোনো দলীল প্রমাণ হাযির করি তবুও কি (তুমি এমনটি করবে)?

৩১. সে বললো, (যাও) নিয়ে এসো সে দলীল প্রমাণ, যদি তুমি (তোমার দাবীতে) সত্যবাদী হও!

৩২. অতপর সে তার লাঠি (যমীনে) নিক্ষেপ করলো, তৎক্ষণাৎ তা একটি দৃশ্যমান অজগর হয়ে গেলো।

৩৩. (দ্বিতীয় নিদর্শন হিসেবে) সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, (সাথে সাথেই) তা দর্শকদের সামনে চমকাতে লাগলো।

৩৪. ফেরাউন তার আশেপাশে উপবিষ্ট দরবারের বড়ো আমলাদের বললো, এ তো (দেখছি) আসলেই একজন সুদক্ষ যাদুকর!

৩৫. সে তার যাদু (-র শক্তি) দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরই বের করে দিতে চায়, বলো, এখন তোমরা আমাকে (এ ব্যাপারে) কি পরামর্শ দেবে?

৩৬. তারা বললো, (আমাদের মতে) তুমি তাকে ও তার ভাইকে (কিছু দিনের) অবকাশ দাও এবং (এ সুযোগে) তুমি শহরে বন্দরে (যাদুকরদের নিয়ে আসার ফরমান দিয়ে) সংগ্রাহকদের পাঠিয়ে দাও।

৩৭. (তাদের বলে দাও, তারা) যেন প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকরকে তোমার সামনে এনে হাযির করে।

৩৮. অতপর একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সত্যি সত্যিই দেশের) সব যাদুকরদের একত্রিত করা হলো,

৩৯. সাধারণ মানুষদের জন্যেও বলা হলো, তারাও যেন (সেখানে তখন) একত্রিত হয়,

৪০. এ আশা (নিয়েই সবাই আসবে) যে, যদি যাদুকররা (আজ) বিজয়ী হয় তাহলে আমরা (মুসাকে বাদ দিয়ে) তাদের অনুসরণ করতে পারবো।

৪১. তারা ফেরাউনের সামনে (এসে) বললো, আমরা যদি (আজ) জয় লাভ করি তাহলে আমাদের জন্যে (পর্যাপ্ত) পুরস্কার থাকবে তো?

৪২. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই), তেমন অবস্থায় তোমরাই তো (হবে) আমার ঘনিষ্ঠ জন!

৪৩. (মোকাবেলা শুরু হয়ে গেলে) মুসা তাদের বললো (হাঁ), তোমরাই (আগে) নিক্ষেপ করো যা কিছু তোমাদের (কাছে) নিক্ষেপ করার আছে!

৪৪. অতপর তারা তাদের রশি ও লাঠি (মাটিতে) ফেললো এবং তারা বললো, ফেরাউনের ইযযতের কসম, আজ অবশ্যই আমরা বিজয়ী হবো।

৪৫. তারপর মুসা তার (হাতের) লাঠি (যমীনে) নিক্ষেপ করলো, সহসা তা (এক বিশাল অজগর হয়ে) তাদের (যাদুর) অলীক সৃষ্টিগুলো গ্রাস করতে লাগলো,

৪৬. অতপর (ঘটনার আকস্মিকতা) যাদুকরদের সাজদাবনত করে দিলো,

৪৭. তারা বললো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম,

৪৮. (ঈমান আনলাম) মুসা ও হারূনের মালিকের ওপর।

৪৯. (এতে ক্রোধান্বিত হয়ে) সে (ফেরাউন) বললো, (একি!) আমি তোমাদের (কোনো রকম) অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার (মালিকের) ওপর ঈমান এনে ফেললে! (আমি বুঝতে পারছি, আসলে) এই হচ্ছে তোমাদের সবচাইতে বড়ো (গুরু), এ-ই তোমাদের সবাইকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে, অতিসত্বর তোমরা (তোমাদের অবস্থা) জানতে পারবে; আমি তোমাদের হাত ও পা-বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো, অতপর আমি তোমাদের সবাইকে (একে একে) শূলে চড়াবো,

৫০. তারা বললো, (এতে) আমাদের কোনোই ক্ষতি নেই, (তুমি যাই করো) আমরা তো একদিন আমাদের মালিকের কাছেই ফিরে যাবো,

৫১. আমরা আশা করবো (সেদিন) আমাদের মালিক আমাদের (যাদু সংক্রান্ত) সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন, কেননা আমরাই (এ দলের মাঝে) সবার আগে ঈমান এনেছি।

৫২. অতপর আমি মুসার কাছে ওহী পাঠিয়ে বললাম, রাত থাকতে থাকতেই তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে যাও, (সাবধান থেকো, ফেরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের অবশ্যই অনুসরণ করা হবে।

৫৩. ইতিমধ্যে ফেরাউন (সৈন্য জড়ো করার জন্যে) শহরে বন্দরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিলো,

৫৪. (সে বললো,) এরা তো হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র দল মাত্র,

৫৫. এরা আমাদের (অনেক) ক্রোধের উদ্রেক ঘটিয়েছে,

৫৬. (এদের মোকাবেলায়) আমরা হচ্ছি একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী;

৫৭. আমি (ধীরে ধীরে এবার) তাদের উদ্যানমালা ও ঝর্ণাধারাসমুহ থেকে বের করে আনলাম,

৫৮. (বের করে আনলাম) তাদের (সঞ্চিত) ধনভান্ডারসমুহ ও সুরম্য প্রাসাদ থেকে,

৫৯. এভাবেই আমি বনী ইসরাঈলদের (ফেরাউন ও তাদের) লোকজনদের (ফেলে আসা) সে সবের মালিক বানিয়ে দিলাম;

৬০. তারা সুর্যোদয়ের প্রাক্কালেই তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো।

৬১. (এক পর্যায়ে) যখন একদল আরেক দলকে দেখে ফেললো, তখন মুসার সাথীরা বলে ওঠলো, আমরা (বুঝি এখনি) ধরা পড়ে যাবো,

৬২. সে বললো, না কিছুতেই নয়, আমার সাথে অবশ্যই আমার মালিক রয়েছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে (এ সংকট থেকে বেরিয়ে যাবার একটা) পথ বাতলে দেবেন।

৬৩. অতপর আমি (এই বলে) মুসার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত হানো, (আঘাতের পর) তা ফেটে (দু'ভাগ হয়ে) গেলো এবং এর প্রতিটি ভাগ (এতো বড়ো) ছিলো, যেমন উঁচু উঁচু (একটা) পাহাড়,

৬৪. (এবার) আমি অপর দলটিকে (এ জায়গার) কাছে নিয়ে এলাম,

৬৫. (ঘটনার সমাপ্তি এভাবে হলো,) আমি মুসা ও তার সকল সাথীকে (ফেরাউন থেকে) উদ্ধার করলাম, ৬৬. অতপর আমি অপর দলটিকে (সাগরে) ডুবিয়ে দিলাম;

৬৭. অবশ্যই এ ঘটনার মাঝে (শিক্ষার) নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ তো আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমানই আনে না।

৬৮. তোমার মালিক অবশ্যই পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

৬৯. (হে নবী,) তুমি ওদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনাও বর্ণনা করো।

৭০. যখন সে তার পিতা ও তার জাতির লোকদের (এ মর্মে) জিজ্ঞেস করেছিলো, তোমরা সবাই কার এবাদাত করো?

৭১. তারা বললো, (হাঁ), আমরা মূর্তির এবাদাত করি, নিষ্ঠার সাথেই আমরা তাদের এবাদাতে মগ্ন থাকি।

৭২. সে বললো (বলো তো), তোমরা যখন তাদের ডাকো তারা কি তোমাদের কোনো কথা শুনতে পায়,

৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে; কিংবা (পারে কি) তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে?

৭৪. তারা বললো, (না তা পারে না, তবে) আমরা আমাদের বাপদাদাদের এরূপে এদের এবাদাত করতে দেখেছি,

৭৫. সে বললো, তোমরা কি কখনো তাদের ব্যাপারটা (একটু) চিন্তা ভাবনা করে দেখেছো যাদের তোমরা এবাদাত করো,

৭৬. তোমরা নিজেরা (যেমনি করছো) তোমাদের আগের লোকেরাও (তেমনি করেছে),

৭৭. (এভাবে যাদের এবাদাত করা হচ্ছে,) তারা সবাই হচ্ছে আমার দুশমন। একমাত্র সৃষ্টিকুলের মালিক ছাড়া (তিনিই আমার বন্ধু),

৭৮. তিনি আমাকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনিই আমাকে (অন্ধকারে) চলার পথ দেখিয়েছেন,

৭৯. তিনিই আমাকে আহার্য দেন, তিনিই (আমার) পানীয় যোগান,

৮০. আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন,

৮১. তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনিই আমাকে আবার (নতুন) জীবন দেবেন,

৮২. শেষ বিচারের দিন তাঁর কাছ থেকে আমি এ আশা করবো, তিনি আমার গুনাহসমুহ মাফ করে দেবেন;

৮৩. (অতপর ইবরাহীম দোয়া করলো,) হে আমার মালিক, তুমি আমাকে জ্ঞান দান করো এবং আমাকে নেককার মানুষদের সাথে মিলিয়ে রেখো।

৮৪. এবং পরবর্তীদের মাঝে তুমি আমার স্মরণ অব্যাহত রেখো,

৮৫. আমাকে তুমি (তোমার) নেয়ামতে ভরা জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে শামিল করে নিয়ো,

৮৬. আমার পিতাকে (হেদায়াতের তাওফীক দিয়ে) তুমি মাফ করে দাও, কেননা সে গোমরাহদের একজন,

৮৭. আমাকে তুমি সেদিন অপমানিত করো না (যেদিন সব মানুষদের) পুনরায় জীবন দেয়া হবে।

৮৮. সেদিন তো (কারো) ধন সম্পদ কাজে লাগবে না না সন্তান সন্ততি (কারো কাজে আসবে),

৮৯. অবশ্য যে আল্লাহর কাছে একটি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাযির হবে (তার কথা আলাদা);

৯০. (সেদিন) জান্নাতকে পরহেযগার লোকদের একান্ত কাছে নিয়ে আসা হবে,

৯১. এবং জাহান্নামকে গুনাহগারদের জন্যে উন্মোচিত করে দেয়া হবে,

৯২. (তখন) তাদের বলা হবে, (বলো) এখন কোথায় তারা, (দুনিয়ার জীবনে) যাদের তোমরা এবাদাত করতে,

৯৩. যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (এবাদাতের জন্যে) ডাকতে, আজ তারা তোমাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে কি? না তারা নিজেদের (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচাতে পারবে?

৯৪. অতপর (যাদের তারা মাবুদ বানাতো) তারা এবং গোমরাহ মানুষ (যারা তাদের এবাদাত করতো), সবাইকে সেখানে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে,

৯৫. (নিক্ষেপ করা হবে) ইবলীসের সমুদয় বাহিনীকেও;

৯৬. সেখানে (গিয়ে) তারা নিজেরা এক (মহা) বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং (প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাবুদদের) বলবে,

৯৭. আল্লাহ তায়ালার কসম, আমরা (দুনিয়াতে) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম,

৯৮. (বিশেষ করে) যখন আমরা সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার সাথে তোমাদেরও (তাঁর) সমকক্ষ মনে করতাম।

৯৯. (আসলে) এ সব বড়ো বড়ো গুনাহগার ব্যক্তিরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

১০০. (হায়! আজ) আমাদের (পক্ষে কথা বলার) জন্যে কেউই রইলো না,

১০১. না আছে (এমন) কোনো সুহৃদ বন্ধু (যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ পেশ করতে পারে?)

১০২. কতো ভালো হতো যদি আমাদের আরেকবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম!

১০৩. নিসন্দেহে এ (ঘটনার) মাঝেও (শিক্ষার) নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তো ঈমানই আনে না।

১০৪. নিশ্চয়ই তোমার মালিক পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

১০৫. নুহের জাতির লোকেরাও (আমার) রসুলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো,

১০৬. যখন তাদেরই ভাই নুহ (এসে) তাদের বললো (হে আমার জাতি), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করো না?

১০৭. নিসন্দেহে আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসুল,

১০৮. অতএব, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

১০৯. আমি এ (দাওয়াত পৌঁছানোর) জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করি না, আমার যা পারিশ্রমিক তা তো রাব্বুল আলামীনের কাছেই (মজুদ) রয়েছে,

১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো;

১১১. তারা বললো, আমরা কিভাবে তোমার ওপর ঈমান আনবো যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কতিপয় নীচু লোক তোমার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে;

১১২. সে বললো, ওরা (কে) কি কাজ করে তা আমার জানার (বিষয়) নয়।

১১৩. তাদের (কাজের) হিসাব গ্রহণ করা (আমার দায়িত্ব নয়, এটা) তো সম্পূর্ণ আমার মালিকের ব্যাপার, (কতো ভালো হতো এ কথাটা) যদি তোমরাও বুঝতে পারতে,

১১৪. এটা আমার কাজ নয় যে, যারা ঈমান আনবে (নিম্নমানের মানুষ হওয়ার কারণে) আমি তাদের আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেবো,

১১৫. আমি তো একজন সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই;

১১৬. তারা বললো, হে নুহ, যদি তুমি (এ কাজ থেকে) ফিরে না আসো, তাহলে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

১১৭. সে বললো, হে আমার মালিক, (তুমি দেখতে পাচ্ছো কিভাবে) আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো!

১১৮. তুমি আমার এবং তাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দাও, তুমি আমাকে এবং আমার সাথে যেসব ঈমানদার মানুষরা আছে তাদের (সবাইকে) এদের (ফেতনা) থেকে উদ্ধার করো।

১১৯. (আমি তার এ দোয়া কবুল করলাম,) তাকে এবং তার সংগী সাথী যারা ভরা নৌকায় (তার সাথে) আরোহী ছিলো, তাদের (মহাপ্লাবন থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম,

১২০. অতপর অবশিষ্ট লোকদের আমি ডুবিয়ে দিলাম;

১২১. এ ঘটনার মাঝেও (শিক্ষণীয়) নিদর্শন আছে; কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তো ঈমানই আনে না।

১২২. অবশ্যই তোমার মালিক, মহাপরাক্রমশালী এবং পরম দয়ালু।

১২৩. আ'দ সম্প্রদায়ের লোকেরাও (তাদের) রসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

১২৪. যখন তাদেরই এক (-জন শুভাকাংখী) ভাই (এসে) তাদের বললো (হে আমার জাতির লোকেরা), এ কি হলো তোমাদের, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

১২৫. আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসুল,

১২৬. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

১২৭. আমি তো এ (কাজের) জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো রব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালার কাছেই (মজুদ) রয়েছে;

১২৮. তোমরা প্রতিটি উঁচুস্থানে স্মৃতি (-সৌধ হিসেবে বড়ো বড়ো ঘর) বানিয়ে নিচ্ছো, যা তোমরা (একান্ত) অপচয় (হিসেবেই) করছো,

১২৯. এমন (নিপুণ শিল্পকর্ম দিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছো, (যা দেখে) মনে হয় তোমরা বুঝি এ পৃথিবীতে চিরদিন থাকবে,

১৩০. (অপরদিকে) তোমরা যখন কারও ওপর আঘাত হানো, সে আঘাত হানো অত্যন্ত নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী হিসেবে,

১৩১. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

১৩২. তোমরা ভয় করো তাঁকে যিনি তোমাদের এমন সবকিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা ভালো করেই জানো,

১৩৩. তিনি চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার, সন্তান সন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন,

১৩৪. (সাহায্য করেছেন সুরম্য) উদ্যানমালা ও ঝর্ণাধারা দিয়ে,

১৩৫. সত্যিই আমি (এসব অকৃতজ্ঞ আচরণের কারণে) তোমাদের জন্যে একটি কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করছি,

১৩৬. তারা বললো (হে নবী), তুমি আমাদের কোনো উপদেশ দাও কিংবা না দাও; উভয়টাই আমাদের জন্যে সমান,

১৩৭. (তোমার) এ সব কথা আগের লোকদের নিয়ম নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়, ১৩৮. (আসলে) আমরা কখনো আযাব প্রাপ্ত হবো না,

১৩৯. অতপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, আমিও তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম, (মুলত) এ (ঘটনা)-র মাঝেও রয়েছে (শিক্ষণীয়) নির্দশন, (তা সত্ত্বেও) তাদের অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না|

১৪০. নিশ্চয় তোমার মালিক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু|

১৪১. (এভাবে) সামুদ জাতিও (তাদের) রসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো,

১৪২. যখন তাদেরই (এক) ভাই সালেহ তাদের বলেছিলো (তোমাদের এ কি হলো), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

১৪৩. নিসন্দেহে আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসুল,

১৪৪. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো|

১৪৫. আমি তো তোমাদের কাছে (এ কাজের জন্যে) কোনো রকম পারিশ্রমিক দাবী করছি না, আমার (যা কিছু) পারিশ্রমিক তা তো সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহর কাছেই (মজুদ) রয়েছে;

১৪৬. তোমরা কি (ধরেই নিয়েছো,) এ (দুনিয়া)-র মাঝে যা কিছু রয়েছে, তার মধ্যে নিরাপদে (বাস করার জন্যে) তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে,

১৪৭. নিরাপদ থাকবে (তোমরা) এ উদ্যনামালা ও এ ঝর্ণাধারার মধ্যে?

১৪৮. শস্যক্ষেত্র, (এ) নাযুক ও ঘন গোছাবিশিষ্টি খেজুর বাগিচার মধ্যেও (কি তোমরা নিরাপদ থাকতে পারবে),

১৪৯. তোমরা যে নিপুণ শিল্প দ্বারা পাহাড় কেটে রংচং করে বাড়ী বানাও (তাতে কি তোমরা চিরদিন থাকতে পারবে?)

১৫০. (ওর কোনোটাতেই যখন তোমরা নিরাপদ নও তখন) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

১৫১. (সে সব) সীমালংঘনকারী মানুষদের কথা শুনো না,

১৫২. যারা (আল্লাহর) যমীনে শুধু বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে এবং কখনো (সমাজের) সংশোধন করে না।

১৫৩. (এসব শুনে) তারা বললো (হে সালেহ), আসলেই তুমি হচ্ছো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি,

১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, যদি তুমি (তোমার দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে (ভিন্ন কোনো) প্রমাণ নিয়ে এসো!

১৫৫. সে বললো এ উষ্ট্রী (হচ্ছে আমার নবুওতের প্রমাণ), এর জন্যে (কুয়ার) পানি পান করার (একটি নির্দিষ্ট) পালা থাকবে, আর একটি নির্দিষ্ট দিনের পালা থাকবে তোমাদের (পশুদের পানি) পান করার জন্যে,

১৫৬. কখনো একে কোনো রকম দুঃখ ক্লেশ দেয়ার উদ্দেশে স্পর্শও করো না, নতুবা বড়ো (কঠিন) দিনের আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

১৫৭. অতপর (পায়ের নলি কেটে) তারা সেটিকে হত্যা করলো, তখন (কঠিন শাস্তি দেখে) তারা ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলো,

১৫৮. অতপর (আল্লাহ তায়ালার) শাস্তি এসে তাদের গ্রাস করলো, এ (ঘটনা)-র মাঝেও রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার বিশেষ) নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ তো ঈমানই আনে না।

১৫৯. নিসন্দেহে তোমার মালিক মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১৬০. (একইভাবে) লুতের জাতিও (আল্লাহর) রসুলদের অস্বীকার করেছে,

১৬১. যখন তাদের ভাই লুত এসে তাদের বললো (এ কি হলো তোমাদের), তোমরা কি (আল্লাহর আযাবকে) ভয় করবে না?

১৬২. নিসন্দেহে আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসুল,

১৬৩. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

১৬৪. আমি তো এ (কাজের) জন্যে তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার বিনিময় তো সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহর দরবারেই (মজুদ) রয়েছে;

১৬৫. (এ কি হলো তোমাদের! জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে) তোমরা দুনিয়ার পুরুষগুলোর কাছেই যাও,

১৬৬. অথচ তোমাদের মালিক তোমাদের (এ প্রয়োজনের) জন্যে তোমাদের স্ত্রী সাথীদের পয়দা করে রেখেছেন, তাদের তোমরা পরিহার করে (এ নোংরা কাজে লিপ্ত) থাকো; তোমরা (আসলেই) এক মারাত্মক সীমালংঘনকারী জাতি।

১৬৭. তারা বললো, হে লুত, যদি তুমি তোমার এসব (ওয়ায নসীহত) থেকে নিবৃত্ত না হও, তাহলে তুমি হবে বহিষ্কৃতদের একজন।

১৬৮. সে বললো (দেখো), আমি তোমাদের এ নোংরা কাজকে অত্যন্ত ঘৃণা করি;

১৬৯. (এবার লুত আল্লাহ তায়ালাকে বললো,) হে আমার মালিক, তারা যা কিছু করে তুমি আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে সে সব (ঘৃণিত কাজ) থেকে বাঁচাও।

১৭০. অতপর আমি লুত ও তার পরিবার পরিজনদের সকলকে উদ্ধার করলাম।

১৭১. (তার পরিবারের) এক (পাপী) বৃদ্ধাকে বাদ দিয়ে, সে (উদ্ধারের সময়) পেছনেই থেকে গেলো (এবং আযাবে নিমজ্জিত হয়ে গেলো),

১৭২. অতপর অবশিষ্ট সবাইকেই আমি সমপুর্ণ ধ্বংস করে দিলাম,

১৭৩. তাদের ওপর আমি (আযাবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, (যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো) তাদের জন্যে কতো নিকৃষ্ট ছিলো সেই (আযাবের) বৃষ্টি!

১৭৪. এ (ঘটনা)-র মাঝেও (রয়েছে শিক্ষণীয়) নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

১৭৫. নিসন্দেহে তোমার মালিক মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১৭৬. আইকা'র অধিবাসীরাও রসুলদের অস্বীকার করেছিলো,

১৭৭. যখন শোয়ায়ব তাদের বলেছিলো (হে আমার জাতি), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

১৭৮. নিসন্দেহে আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসুল,

১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

১৮০. (আমি যে তোমাদের ডাকছি) এ জন্যে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না, (কারণ) আমার পারিশ্রমিক যা, তা তো সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছেই মজুদ রয়েছে;

১৮১. (হে মানুষ, মাপের সময়) তোমরা পুরোপুরি মেপে দেবে, (মাপে কম দিয়ে) তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দলভুক্ত হয়ো না।

১৮২. (ওযন করার সময়) পাল্লা ঠিক রেখে ওযন করবে,

১৮৩. মানুষদের পাওনা কখনো কম দেবে না এবং দুনিয়ায় (খামাখা) ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করো না,

১৮৪. ভয় করবে তাঁকে যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা গত হয়ে গেছে তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন;

১৮৫. তারা বললো (হে শোয়ায়ব), তুমি (তো) দেখছি যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই অন্তর্ভুক্ত,

১৮৬. (তুমি কিভাবে নবী হলে?) তুমি তো আমাদেরই মতো মানুষ, আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই অন্তর্ভুক্ত,

১৮৭. (হ্যাঁ,) তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে যাও, আসমান (ভেংগে) এর একটি টুকরো আমাদের ওপর ফেলে দাও।

১৮৮. সে বললো, যা কিছু (উদ্ভট দাবী) তোমরা করছো আমার মালিক তা ভালো করেই জানেন,

১৮৯. অতপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের এক ভীষণ আযাব তাদের পাকড়াও করলো, এ ছিলো সত্যিই এক কঠিন দিনের আযাব।

১৯০. এ (ঘটনা)-র মাঝেও (শিক্ষার) নিদর্শন আছে; (কিন্তু) তাদের অনেকেই (এর ওপর) ঈমান আনে না।

১৯১. নিসন্দেহে তোমার মালিক মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

১৯২. (হে নবী,) অবশ্যই এ (কোরআন)-টি রব্বুল আলামীনের নাযিল করা (একটি গ্রন্থ);

১৯৩. একজন বিশ্বস্ত ফেরেশতা (আমারই আদেশে) এটা নাযিল করেছে,

১৯৪. (নাযিল করেছে) তোমারই মনের ওপর যাতে করে তুমিও সতর্ককারী (নবী)-দের একজন হতে পারো,

১৯৫. (একে নাযিল করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়;

১৯৬. আগের (উম্মতদের কাছে) নাযিল করা কেতাবসমুহে অবশ্যই এটি (উল্লিখিত) আছে।

১৯৭. এটা কি এদের জন্যে দলিল নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমরাও এর সম্পর্কে পুর্ণ অবগত আছে;

১৯৮. যদি আমি এ (কোরআন)কে (আরবীর বদলে অন্য) কোনো অনারবের ওপর (তার ভাষায়) নাযিল করতাম,

১৯৯. তারপর সে (অনারব) ব্যক্তি তাদের কাছে এসে এটা (কেতাব) পাঠ করতো, অতপর (ভাষার অজুহাত তুলে) এর ওপর তারা (মোটেই) ঈমান আনতো না;

২০০. এভাবেই আমি এ বিষয়টি নাফরমান অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি;

২০১. তারা (আসলে) কখনো এর ওপর ঈমান আনবে না, যতোক্ষণ না তারা কোনো কঠিন আযাব (নিজেদের চোখে) দেখতে পাবে,

২০২. আর সে (আযাব কিন্তু) তাদের কাছে আসবে একান্ত আকস্মিকভাবেই, তারা কিছুই টের পাবে না,

২০৩. তখন তারা বলবে, আমাদের কি (কিছু সময়ের জন্যেও) অবকাশ দেয়া হবে না?

২০৪. (অথচ) সে লোকগুলোই (এক সময়) আযাবকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলো!

২০৫. তুমি (এ বিষয়টা) চিন্তা করে দেখেছো কি, যদি আমি তাদের অনেক দিন ধরে (পার্থিব) ভোগবিলাস ভোগ করতেও দিই,

২০৬. তারপর যে (আযাব) সম্পর্কে তাদের ওয়াদা করা হয়েছিলো তা যদি (সত্যিই) তাদের কাছে এসে পড়ে,

২০৭. তাহলে (এই) যে বৈষয়িক বিলাস তারা ভোগ করছিলো, তা সব কি কোনো কাজে লাগবে?

২০৮. আমি (কাফেরদের) কোনো জনপদই ধ্বংস করিনি যার জন্যে (কোনো) সতর্ককারী (নবী) ছিলোনা,

২০৯. (এ হচ্ছে মুলত সুস্পষ্ট) উপদেশ, আর আমি তো যালেম নই (যে, সতর্ক না করেই তাদের ধ্বংস করে দেবো)।

২১০. এ (কোরআন)টি কোনো শয়তান নাযিল করেনি।

২১১. ওরা এ কাজের যোগ্যও নয়, না তারা তেমন কোনো ক্ষমতা রাখে;

২১২. তাদের তো (ওহী) শোনা থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে;

২১৩. অতএব তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডেকো না, নতুবা তুমিও শাস্তিযোগ্য লোকদের ভুলভুক্ত হয়ে যাবে।

২১৪. (হে নবী,) তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয় স্বজনদের (আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে) ভয় দেখাও,

২১৫. যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে তোমার অনুবর্তন করবে তুমি তার প্রতি স্নেহের আচরণ করো,

২১৬. যদি কেউ তোমার সাথে নাফরমানী করে তাহলে তুমি তাকে বলে দাও, তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) যে আচরণ করছো তার (পরিণামের) জন্যে আমি কিন্তু (মোটেই) দায়ী নই,

২১৭. (তাদের অবাধ্য আচরণে তুমি মনোক্ষুন্ন হয়ো না, তুমি বরং) সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করো,

২১৮. যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন, যখন তুমি (নামাযে) দাঁড়াও,

২১৯. এবং সাজদাকারীদের মাঝে তোমার ওঠা বসাও (তিনি প্রত্যক্ষ করেন)।

২২০. অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছুই) জানেন।

২২১. (হে নবী,) আমি কি তোমাকে বলে দেবো, শয়তান কার ওপর (বেশী) সওয়ার হয়?

২২২. (শয়তান সওয়ার হয়) প্রতিটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপী মানুষের ওপর,

২২৩. ওরা (শয়তানের কথা) শোনার জন্যে কান পেতে থাকে, আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে (নিরেট) মিথ্যাবাদী;

২২৪. (আর কবিদের কথা!) কবিরা (তো অধিকাংশই হয় পথভ্রষ্ট,) তাদের অনুসরণ করে (আরো) কতিপয় গোমরাহ ব্যক্তি;

২২৫. তুমি কি দেখতে পাও না, ওরা (কল্পনার হাওয়ায় চড়ে) প্রতিটি ময়দানে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়,

২২৬. এরা এমন কথা (অন্যদের) বলে যা তারা নিজেরা করে না,

২২৭. তবে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে ও (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে এবং বেশী করে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে, তাদের কথা আলাদা। তাদের ওপর যুলুম করার পরই কেবল তারা (আত্মরক্ষামুলক) প্রতিশোধ গ্রহণ করে; আর যুলুম যারা করে তারা অচিরেই জানতে পারবে তাদের (একদিন) কোথায় ফিরে যেতে হবে।

সূরা আন নামল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৯৩, রুকু ৭

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. ত্বা-সীন। এগুলো হচ্ছে কোরআনেরই আয়াত এবং সুস্পষ্ট কেতাব (-এর কতিপয় অংশ),

২. ঈমানদারদের জন্যে (এটা হচ্ছে) হেদায়াত ও সুসংবাদবাহী (গ্রন্থ),

৩. (তাদের জন্যে,) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কেয়ামত দিবসের ওপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে।

৪. যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড আমি (সুন্দর) শোভন করে রেখেছি, ফলে তারা উদ্ভ্রান্তের মতো (আপন কর্মকান্ডের চারপাশে) ঘুরে বেড়ায়;

৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের জন্যে রয়েছে (জাহান্নামের) কঠিন আযাব, আর পরকালেও এ লোকেরা ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৬. (হে নবী,) নিশ্চয়ই প্রবল প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাকে (এ) কোরআন দেয়া হয়েছে।

৭. (স্মরণ করো,) যখন মুসা তার পরিবারের লোকজনদের বলেছিলো, অবশ্যই আমি আগুন (সদৃশ কিছু) দেখতে পেয়েছি; সেখান থেকে আমি এক্ষুণি তোমাদের কাছে হয় (পথঘাটের ব্যাপারে) কোনো খোঁজ খবর কিংবা (তোমাদের জন্যে) একটি অংগার নিয়ে আসবো, যাতে করে তোমরা (এ ঠান্ডার সময়) আগুন পোহাতে পারো।

৮. অতপর সে যখন (আগুনের) কাছে পৌঁছুলো, তখন তাকে (অদৃশ্য থেকে) আওয়ায দেয়া হলো, বরকতময় হোক সে (নুর), যা এ আগুনের ভেতর (আলোকিত হয়ে) আছে, বরকতময় হোক সে (মানুষ) যে এর আশেপাশে রয়েছে; সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা কতো পবিত্র প্রশংসিত।

৯. (আওয়ায এলো,) হে মুসা, আমিই হচ্ছি আল্লাহ তায়ালা, মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

১০. হে মুসা, তুমি তোমার (হাতের) লাঠিটা (যমীনে) নিক্ষেপ করো; অতপর সে যখন তাকে দেখলো, তা যমীনে (জীবিত) সাপের মতো ছুটাছুটি করছে, তখন সে (কিছুটা ভীত হয়ে) উল্টো দিকে দৌড়াতে লাগলো, পেছনের দিকে ফিরেও তাকালো না (তখন আমি বললাম); হে মুসা (ভয় পেয়ো না), আমার সামনে (নবী) রসুলরা কখনো ভয় পায় না,

১১. হ্যাঁ, (যদি) কেউ কখনো কোনো অন্যায় করে (তাহলে তা ভিন্ন কথা), অতপর সে যদি অন্যায়ের পর তার বদলে (পুনরায়) নেক আমল করে, তাহলে (সে যেন জেনে রাখে), আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১২. (হে মুসা, এবার) তুমি তোমার হাত দুটো তোমার জামার (বুক) পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে দাও, (বের করে আনলে দেখবে) কোনো রকম দোষত্রুটি ব্যতিরেকেই তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে এসেছে। (এ মোজেযাগুলো সে) নয়টি নিদর্শনেরই অন্তর্গত, যা ফেরাউন ও তার জাতির জন্যে আমি (মুসার সাথে) পাঠিয়েছিলাম; ওরা অবশ্যই ছিলো একটি গুনাহগার জাতি।

১৩. অতপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমুহ হাযির হলো তখন তারা বললো, এ তো হচ্ছে স্পষ্ট যাদু,

১৪. তারা যুলুম ও ঔদ্ধত্যের কারণে তার সবকিছু প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অন্তর এসব (নিদর্শন) সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলো; অতপর (হে নবী), তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কি পরিণাম হয়েছিলো!

১৫. আমি অবশ্যই দাউদ এবং সোলায়মানকে (দ্বীন দুনিয়ার) জ্ঞান দান করেছিলাম; তারা উভয়েই বললো, যাবতীয় তারীফ আল্লাহ তায়ালার, যিনি তাঁর বহু ঈমানদার বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

১৬. (দাউদের মৃত্যুর পর) সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলো, (উত্তরাধিকার পেয়ে) সে (তার জনগণকে) বললো, হে মানুষরা, আমাদেরকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) পাখীদের বুলি (পর্যন্ত) শেখানো হয়েছে, (এ ছাড়াও) আমাদেরকে (দুনিয়ার) প্রতিটি জিনিসই দেয়া হয়েছে; এ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার এক) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

১৭. সোলায়মানের (সেবার) জন্যে মানুষ, জ্বিন ও পাখীদের মধ্য থেকে এক (বিশাল) বাহিনী সমবেত করা হয়েছিলো, এরা আবার বিভিন্ন বুযহে সুবিন্যস্ত ছিলো।

১৮. (সোলায়মান একবার অভিযানে বের হলো,) তারা যখন পিপীলিকা (অধুষিত) উপত্যকায় পৌঁছালো, তখন একটি স্ত্রী পিপীলিকা (তার স্বজনদের) বললো, হে পিপীলিকার দল, তোমরা (দ্রুত) নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ো, (দেখো) এমন যেন না হয়, সোলায়মান ও তার বাহিনী নিজেদের অজান্তে তোমাদের পায়ের নীচে পিষে ফেলবে।

১৯. তার কথা শুনে সোলায়মান একটু মৃদু হাসি হাসলো এবং বললো, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে তাওফীক দাও যাতে করে (এ পিপীলিকাটির ব্যাপারেও আমি অমনোযোগী না হই এবং) আমাকে ও আমার পিতামাতাকে তুমি যেসব নেয়ামত দান করেছো, আমি যেন (বিনয়ের সাথে) তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, আমি যেন এমন সব নেক কাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো, (অতপর) তুমি তোমার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে তোমার নেককার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

২০. (একবার) সে তার পাখী (বাহিনী) পর্যবেক্ষণ (করতে শুরু) করলো এবং (এক পর্যায়ে) বললো (কি ব্যাপার), 'হুদহুদ' (নামক পাখীটা) দেখছি না যে! অথবা সে কি (আজ সত্যিই) অনুপস্থিত?

২১. হয় সে (এই অনুপস্থিতির) কোনো পরিষ্কার ও সংঘত কারণ নিয়ে আমার কাছে হাযির হবে, না হয় তাকে আমি (অবহেলার জন্যে) কঠিন শাস্তি দেবো, অথবা (বিদ্রোহ প্রমাণিত হলে) তাকে আমি হত্যাই করে ফেলবো।

২২. (এ খোঁজাখুঁজির পর) বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, সে (পাখীটি ছুটে এসে) বললো (হে বাদশাহ), আমি এমন এক খবর জেনেছি, যা তুমি এখনো অবগত হওনি, আমি তোমার কাছে 'সাবা' (জাতি)-র একটি নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি (আমার অনুপস্থিতির এ হচ্ছে কারণ)।

২৩. আমি সেখানে এক রমণীকে দেখেছি, তাদের ওপর সে রাজত্ব করছে (দেখে মনে হলো), তাকে (দুনিয়ার) সব কয়টি জিনিসই (বুঝি) দেয়া হয়েছে, (তদুপরি) তার কাছে আছে বিরাট এক সিংহাসন।

২৪. আমি তাকে এবং তার জাতিকে (এমন অবস্থায়) পেলাম যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে সুর্যকে সাজদা করছে, (মুলত) শয়তান তাদের (এসব পার্থিব) কর্মকান্ড তাদের জন্যে শোভন করে রেখেছে এবং সে তাদের (সৎ) পথ থেকেও নিবৃত্ত করেছে, ফলে ওরা হেদায়াত লাভ করতে পারছে না,

২৫. (শয়তান তাদের বাধা দিয়েছে,) যেন তারা আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করতে না পারে, যিনি আসমানসমুহ ও যমীনের (উদ্ভিদসহ সব) গোপন জিনিস বের করে আনেন, (তিনি জানেন) তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো।

২৬. আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের অধিপতি।

২৭. (এটা শুনে) সে বললো, হ্যাঁ, আমি এক্ষুণি দেখছি, তুমি কি সত্য কথা বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন!

২৮. তুমি আমার এ চিঠি নিয়ে যাও, এটা তাদের কাছে ফেলে আসো, তারপর তাদের কাছ থেকে (কিছুক্ষণের জন্যে) সরে থেকো, অতপর তুমি দেখো তারা কি উত্তর দেয়?

২৯. (সোলায়মানের চিঠি পেয়ে সাবা জাতির) মহিলা (সম্রাজ্ঞী পারিষদদের ডেকে) বললো, হে আমার পারিষদরা, আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠানো হয়েছে,

৩০. তা (এসেছে) সোলায়মানের কাছ থেকে এবং তা (লেখা হয়েছে) রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে,

৩১. (চিঠির বক্তব্য হচ্ছে,) তোমরা আমার অবাধ্যতা করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে তোমরা আমার কাছে হাযির হও।

৩২. (চিঠি পড়ে) সে (রাণী) বললো, হে আমার পারিষদরা, আমার (এ) বিষয়ে তোমরা আমাকে একটা অভিমত দাও, আমি তো কোনো ব্যাপারেই চুড়ান্ত কোনো আদেশ দেই না, যতোক্ষণ না তোমরা (সে সিদ্ধান্তের পক্ষে) সাক্ষ্য প্রদান না করো।

৩৩. তারা বললো (একথা ঠিক), আমরা অনেক শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু (তারপরও সোলায়মানের সাথে বিদ্রোহের ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত গ্রহণের (চুড়ান্ত) ক্ষমতা তো তোমারই হাতে, অতএব চিন্তা করে দেখো, (এ পরিস্থিতিতে) তুমি আমাদের কি আদেশ দেবে ?

৩৪. সে (রাণী) বললো, রাজা বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে (বিজয়ীর বেশে) প্রবেশ করে তখন তা তছনছ করে দেয়, সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে ছাড়ে, আর এরাও (হয়তো) তাই করবে।

৩৫. আমি বরং (সরাসরি হ্যাঁ কিংবা না কোনোটাই না বলে) তার কাছে কিছু তোহফা পাঠিয়ে দেখি দূতেরা কি (জবাব) নিয়ে আসে!

৩৬. সে (দূত হাদিয়া নিয়ে) যখন সোলায়মানের কাছে এলো তখন সে বললো, তোমরা কি এ ধন সম্পদ (পাঠিয়ে তা) দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? (অথচ) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু আমাকে দিয়েছেন তা (তিনি) তোমাদের যা দিয়েছেন তার তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট, তোমরা তোমাদের এ উপঢৌকন নিয়ে এতোই উৎফুল্লবোধ করছো!

৩৭. তোমরা (বরং এগুলো নিয়ে) তাদের কাছেই ফিরে যাও (যারা তোমাদের পাঠিয়েছে এবং গিয়ে তাদের বলো), আমি অবশ্যই ওদের মোকাবেলায় এমন এক বাহিনী নিয়ে হাযির হবো, (তাদের যা আছে) তা দিয়ে যার প্রতিরোধ করার শক্তি ওদের নেই এবং আমি অবশ্যই তাদের সে জনপদ থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেবো, (পরিণামে) ওরা সবাই অপমানিত হবে।

৩৮. সে (নিজের মন্ত্রণা) পরিষদকে বললো, হে আমার পারিষদরা, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসার আগেই তার (গোটা) সিংহাসন আমার কাছে (তুলে) নিয়ে আসতে পারে এমন কে (এখানে) আছে ?

৩৯. বিশাল (বপুবিশিষ্ট) এক জ্বিন দাঁড়িয়ে বললো, তোমরা বর্তমান স্থান থেকে উঠবার আগেই আমি তা তোমার কাছে নিয়ে আসবো, এ বিষয়ের ওপর আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত ক্ষমতাবান।

৪০. আরেক জ্বিন যার কাছে আল্লাহ তায়ালার কেতাবের (কিছু বিশেষ) জ্ঞান ছিলো, (দাঁড়িয়ে) বললো (হে বাদশাহ), তোমার চোখের (পরবর্তি) পলক তোমার দিকে ফেলার আগেই আমি তা তোমার কাছে নিয়ে আসবো; (কথা শেষ না হতেই) সে যখন দেখলো তা (সিংহাসন সব কিছুসহ) তার সামনেই দাঁড়ানো, তখন সে বললো, এ তো হচ্ছে (আসলেই) আমার মালিকের অনুগ্রহ; এর মাধ্যমে তিনি আমার পরীক্ষা নিতে চান (এর মাধ্যমে তিনি দেখতে চান), আমি কি শোকর আদায় করি, না না-শোকরী করি; (মুলত) যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার) কৃতজ্ঞতা আদায় করে সে (তো) করে তার নিজের কল্যাণের জন্যেই, আর যে ব্যক্তি (তা) প্রত্যাখ্যান করে (সে যেন জেনে রাখে), তোমার মালিক সব ধরনের অভাব থেকে মুক্ত ও একান্ত মহানুভব।

৪১. সে বললো, তোমরা (এবার) তার সিংহাসনের আকৃতিটা একটু বদলে দাও, আমরা দেখি সে সত্যিই তা টের পায় কিনা, না সেও তাদের দলে শামিল হয়ে যায়, যারা পথের দিশা পায় না।

৪২. অতপর (যখন) সে (রাণী) এলো (তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো), তোমার সিংহাসন কি (দেখতে) এমন ধরনের (ছিলো)? সে বললো হ্যাঁ, (মনে হয়) এ ধরনেরই (ছিলো, আসলে) এ ঘটনার আগেই আমাদের কাছে সঠিক জ্ঞান এসে গেছে এবং আমরা (সে মর্মে) আত্মসমর্পণও করেছি।

৪৩. তাকে যে জিনিসটি (ঈমান আনতে এ যাবত) বাধা দিয়ে রেখেছিলো; তা ছিলো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যের গোলামী করা; তাই (এতো দিন পর্যন্ত) সে ছিলো কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪৪. (অতপর) তাকে বলা হলো, যাও, এবার প্রাসাদে প্রবেশ করো, সে যখন (প্রাসাদের আয়নাসম বারান্দা) দেখলো তখন তার মনে হলো, এ যেন (স্বচ্ছ জলাশয়) এবং (এটা মনে করেই) সে তার উভয় হাঁটু পর্যন্ত কাপড় টেনে তুলে ধরলো; (তার এ আচরণ দেখে) সে (সোলায়মান) বললো, এটি হচ্ছে স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ; সে (মহিলা) বললো, হে আমার মালিক, আমি (এতোদিন) আমার নিজের ওপর যুলুম করে এসেছি, আজ আমি (আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়ে) সোলায়মানের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান আনলাম।

৪৫. আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম (সে বলেছিলো), তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, (এ আহ্বানের সাথে সাথে) তার (জাতির) লোকেরা (মোমেন ও কাফের এই) দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিতর্কে লপ্তি হয়ে গেলো।

৪৬. (সে বললো, একি হলো তোমাদের!) তোমরা কেন (ঈমানের) কল্যাণের পরিবর্তে (আযাবের) অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাইছো, কেন তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছো না, (এতে করে) তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হতে পারে।

৪৭. তারা বললো, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের সবাইকে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবেই (দেখতে) পেয়েছি; (এ কথা শুনে) সে বললো, (আসলে) তোমাদের শুভাশুভ সবই তো আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ারে; (মুলত) তোমরা এমন এক দলের লোক যাদের (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) পরীক্ষা করা হচ্ছে।

৪৮. সে শহরে ছিলো (নেতা গোছের) এমন নয় জন লোক, যারা আমার যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াতো, সংশোধনমুলক কোনো কাজই তারা করতো না।

৪৯. (একদিন) তারা (একজন আরেকজনকে) বললো তোমরা আল্লাহর নামে সবাই কসম করো যে, আমরা রাতের বেলায় তাকে ও তার (ঈমানদার) সাথীদের মেরে ফেলবো, অতপর (তদন্ত এলে) আমরা তার উত্তরাধিকারীকে বলবো, তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার সময় আমরা তো (সেখানে) উপস্থিত ছিলামই না, আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি।

৫০. তারা (যখন সালেহকে মারার জন্যে এ) চক্রান্ত করছিলো, (তখন) আমিও (তাকে রক্ষা করার জন্যে এমন এক) কৌশল (বের) করলাম, যা তারা (বিন্দুমাত্রও) বুঝতে পারেনি।

৫১. (হে নবী, আজ) তুমি দেখো, তাদের চক্রান্তের কী পরিণাম হয়েছে, আমি তাদের এবং তাদের জাতির সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

৫২. (চেয়ে দেখো,) এ হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ি, তাদেরই যুলুমের কারণে তা (আজ) মুখ থুবড়ে পড়ে আছে; অবশ্য এ (ঘটনার) মাঝে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে (শিক্ষার অনেক) নিদর্শন রয়েছে।

৫৩. যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করেছে, আমি তাদের (আমার আযাব থেকে) মুক্তি দিয়েছি।

৫৪. আর (এক নবী ছিলো) লুত, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ নিয়ে আসো, অথচ তোমরা (এর পরিণাম) ভালো করেই দেখতে পাচ্ছো!

৫৫. তোমরা কি (তোমাদের) যৌনতৃপ্তির জন্যে নারী বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছেই আসবে? (মুলত) তোমরা হচ্ছো একটি মুর্খ জাতি।

৫৬. তার জাতির লোকদের কাছে এছাড়া আর কোনো উত্তরই ছিলো না যে, লুত পরিবারকে তোমাদের এ জনপদ থেকে বের করে দাও, কেননা এরা কয়েকজন (আসলেই) বেশী ভালো মানুষ।

৫৭. (পরিশেষে) আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে (আযাব থেকে) উদ্ধার করলাম, তবে তার স¿ীকে নয়, তাকে আমি পেছনে পড়ে থাকা (আযাবে নিমজ্জিত) মানুষদের সাথে শামিল করে দিয়েছিলাম।

৫৮. অতপর (যারা পেছনে রয়ে গেছে) তাদের ওপর আমি (গযবের) বৃষ্টি নাযিল করলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো তাদের জন্য এ বৃষ্টি, (যা সেদিন) ভীত সন্ত্রস্ত এ জাতির (ওপর) পাঠানো হয়েছিলো কতোই না নিকৃষ্ট ছিলো!

৫৯. (হে নবী,) তুমি বলো, সমস্ত তারীফ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই এবং (যাবতীয়) শান্তি তাঁর সেসব নেক বান্দার জন্যে, যাদের তিনি বাছাই করে নিয়েছেন; (আসলে) কে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ তায়ালা? না এরা (তাঁর সাথে) যাদের শরীক করে?

পারা ২০

৬০. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি আসমানসমুহ ও যমীন পয়দা করেছেন এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেছেন, (আবার) তা দিয়ে (যমীনে) মনোরম উদ্যান তৈরী করেছেন, অথচ তার (একটি ক্ষুদ্র) বৃক্ষ পয়দা করারও তোমাদের ক্ষমতা নেই; (বলো, এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কেউ মাবুদ আছে কি? বরং তারা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা অন্যকে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ সাব্যস্ত করছে!

৬১. কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি যমীনকে (সৃষ্টিকুলের) বসবাসের উপযোগী করেছেন, (আবার) তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন অসংখ্য নদীনালা, (যমীনকে সুদৃঢ় করার জন্যে) তার মধ্যে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, দুই সাগরের মাঝে (মিষ্টি ও লোনা পানির) সীমারেখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; (বলো, এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কোনো মাবুদ আছে কি? কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (এ সত্যটুকুও) জানে না;

৬২. অথবা তিনিই (শ্রেষ্ঠ)- যিনি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন, যখন (নিরুপায় হয়ে) সে তাঁকেই ডাকতে থাকে, তখন (তার) বিপদ আপদ তিনি দুরীভূত করে দেন এবং তিনি তোমাদের এ যমীনে তাঁর প্রতিনিধি বানান; (এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কোনো মাবুদ কি আছে? (আসলে) তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো;

৬৩. কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি তোমাদের জলে স্থলের (গহীন) অন্ধকারে পথ দেখান, যিনি তাঁর অনুগ্রহ (-সম বৃষ্টি) বর্ষণের আগে তার সুসংবাদ বহন করার জন্যে বাতাস প্রেরণ করেন; (এ সব কাজে) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ কি আছে? আল্লাহ তায়ালা অনেক মহান, ওরা যা কিছু তাঁর সাথে শরীক করে তিনি তার চাইতে অনেক ঊর্ধ্বে;

৬৪. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি (গোটা) সৃষ্টিকে (প্রথম বার) অস্তিত্বে আনয়ন করে (মৃত্যুর পর) তা আবার সৃষ্টি করবেন, কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করছেন? আছে কি কোনো মাবুদ আল্লাহর সাথে

(এসব কাজে)? তাদের তুমি বলো (হে নবী), যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে (তার সপক্ষে) তোমাদের কোনো প্রমাণ নিয়ে এসো।

৬৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আসমানসমুহ ও যমীনে যা কিছু আছে, এদের কেউই অদৃশ্য জগতের কিছু জানে না; তারা এও জানে না, কবে তাদের আবার (কবর থেকে) উঠানো হবে!

৬৬. (মনে হচ্ছে,) আখেরাত সম্পর্কে এদের জ্ঞান নিশেষ হয়ে গেছে। (না, আসলে তা নয়,) বরং তারা (এ ব্যাপারে) সন্দেহে (নিমজ্জিত হয়ে) আছে, কিন্তু তারা সে সম্পর্কে (জেনে বুঝেই) অন্ধ হয়ে আছে।

৬৭. যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা ও আমাদের বাপদাদারা (মৃত্যুর পর) যখন মাটি হয়ে যাবো, তখনও কি আবার আমরা (কবর থেকে) উথিত হবো!

৬৮. এমন (ধরনের) ওয়াদা তো আমাদের সাথে এবং এর আগে আমাদের বাপ-দাদাদের সাথেও করা হয়েছিলো, (আসলে) এগুলো ভিত্তিহীন কথা ছাড়া আর কিছুই নয়! যা পুর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে।

৬৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে সফর করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কি (ভয়াবহ) হয়েছে?

৭০. তুমি ওদের (কোনো) কাজের ওপর দুঃখ করো না, যা কিছু ষড়যন্ত্র ওরা তোমার বিরুদ্ধে করুক না কেন (তাতেও) মনোক্ষুন্ন হয়ো না!

৭১. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো, (আযাবের) ওয়াদা কখন আসবে!

৭২. (হে নবী,) তুমি বলো, (আযাবের) যে বিষয়টি তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো তার কিছু অংশ সম্ভবত তোমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে!

৭৩. অবশ্যই তোমার মালিক মানুষদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের) শোকর আদায় করে না।

৭৪. যা কিছু তাদের মন গোপন করে, আর যা কিছু তা বাইরে প্রকাশ করে, তোমার মালিক তা ভালো করেই জনেন।

৭৫. আসমান ও যমীনে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা (আমার) সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) নেই।

৭৬. অবশ্যই এ কোরআন বনী ইসরাঈলদের ওপর তাদের এমন অনেক কথা প্রকাশ করে দেয়, যার ব্যাপারে তারা (একে অপরের সাথে) মতভেদ করে থাকে।

৭৭. নিসন্দেহে এ (কোরআন) হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) হেদায়াত ও রহমত।

৭৮. (হে নবী,) তোমার মালিক নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ীই এদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বজ্ঞ,

৭৯. অতএব (হে নবী, সর্বাবস্থায়ই) তুমি আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করো; নিসন্দেহে তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো।

৮০. তুমি মৃত লোকদের কখনো (কিছু) শোনাতে পারবে না, বধিরকেও তোমার আওয়ায শোনাতে পারবে না, (বিশেষ করে) যখন তারা (তোমাকে দেখে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৮১. (একইভাবে) তুমি অন্ধদেরও (তাদের) গোমরাহী থেকে সঠিক পথের ওপর আনতে পারবে না; তুমি তো শুধু তাদেরই (তোমার কথা) শোনাতে পারবে, যারা আমার আয়াতসমুহের ওপর ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী (আল্লাহ তায়ালার কাছে) আত্মসমর্পণ করে।

৮২. (শুনে রাখো,) যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় তাদের ওপর এসে পড়বে, তখন আমি মাটির ভেতর থেকে তাদের জন্যে এক (অদ্ভুত) জীব বের করে আনবো, যা (অলৌকিকভাবে) তাদের সাথে কথা বলবে, মানুষরা (অনেকেই) আমার আয়াতসমুহে বিশ্বাস করে না।

৮৩. (সেদিনের কথা ভাবো,) যেদিন আমি প্রতিটি উম্মত থেকে এক একটি দলকে এনে জড়ো করবো, যারা আমার আয়াতসমুহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতপর তাদের বিভিন্ন দলে উপদলে ভাগ করে দেয়া হবে।

৮৪. এমনি করে ওরা যখন (আল্লাহ তায়ালার সামনে) হাযির হবে, তখন (আল্লাহ তায়ালা তাদের) জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমুহকে (শুধু এ কারণেই) অস্বীকার করেছিলে এবং তোমাদের (সীমিত) জ্ঞান দিয়ে তোমরা সে (আয়াতের মর্ম) পর্যন্ত পঁেৌছুতে পারোনি, (বলো, তার সাথে) তোমরা (আর কি) কি আচরণ করতে ?

৮৫. যেহেতু এরা (দুনিয়ার জীবনে নানা ধরনের) যুলুম করেছে, (তাই আজ) এদের ওপর (আযাবের) প্রতিশ্রুতি পুরো হয়ে যাবে, অতপর এরা (আর) কোনো রকম উচ্চবাচ্যও করতে পারবে না।

৮৬. এরা কি দেখেনি, আমি রাতকে এ জন্যেই তৈরী করেছি যেন তারা তাতে বিশ্রাম করতে পারে, (অপরদিকে জীবিকার প্রয়োজনে) দিনকে বানিয়েছি আলোকোজ্জ্বল; অবশ্যই এর (দিবারাত্রির পার্থক্যের) মাঝে তাদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে।

৮৭. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, যারা আসমানসমুহে আছে এবং যারা যমীনে আছে, তারা সবাই সেদিন ভীত সন¿স্ত হয়ে পড়বে, তবে (তাদের কথা) আলাদা যাদের আল্লাহ তায়ালা (এ থেকে বঁাচাতে) চাইবেন; সবাই সেদিন তাঁর সামনে অবনমিত অবস্থায় হাযির হবে।

৮৮. (হে মানুষ, আজ) তুমি পাহাড়কে দেখতে পাচ্ছো, তুমি মনে করে নিয়েছো তা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; (কিন্তু কেয়ামতের দিন) এ পাহাড়গুলোই মেঘের মতো উড়তে থাকবে, এটা আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টির শৈল্পিক নিপুণতা, যিনি প্রতিটি জিনিস মযবুত করে বানিয়ে রেখেছেন; তোমরা যা কিছু করছো অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সেসব ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

৮৯. (সেদিন) যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ নিয়ে (আমার সামনে) হাযির হবে তাকে উৎকৃষ্ট (প্রতিফল) দেয়া হবে, এমন ধরনের লোকেরা (সেদিনের) ভীতিকর অবস্থা থেকেও নিরাপদ থাকবে।

৯০. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি কোনোরকম মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদের (সেদিন) উল্টো করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, (জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের বলবে); তোমরা যা কিছু করতে তার বিনিময় এ ছাড়া আর কি তোমাদের দেয়া যাবে ?

৯১. (হে নবী, তুমি বলো,) আমাকে তো শুধু এটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি এ (মক্কা) নগরীর (আসল) মালিকের এবাদাত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, সব কিছ তার জন্যে (নিবেদিত), আমাকে (এও) হুকুম দেয়া হয়েছে যেন আমি (তাঁরই আদেশের সামনে) আত্মসমর্পণ করি,

৯২. আমি যেন কোরআন তেলাওয়াত করি, অতপর যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ অনুসরণ করবে সে তো তা করবে তার নিজের (মুক্তির) জন্যেই, আর যে ব্যক্তি (এরপরও) গোমরাহ থেকে যাবে, (তাকে শুধু) তুমি (এটুকু) বলো, আমি তো কেবল (তোমার জন্যে জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী মাত্র!

৯৩. তুমি আরো বলো, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, অচিরেই তিনি তোমাদের এমন কিছু নিদর্শন দেখাবেন, যা (দেখলে) তোমরা তা সহজেই চিনে নেবে; তোমরা যা কিছু আচরণ করছো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে মোটেই বেখবর নন।

সুরা আল কাছাছ

মক্কায় অবতীর্ণ - আয়াত ৮৮ রুকু ৯

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. ত্বা-সীম-মীম।

২. এ হচ্ছে সুস্পষ্ট কেতাবের আয়াত।

৩. (হে নবী, এ আয়াতসমুহের মাধ্যমে) আমি তোমাকে মুসা ও ফেরাউনের কিছু ঘটনা ঠিক ঠিক করে বলে দিতে চাই, (এটা) তাদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে।

৪. (ঘটনাটা ছিলো এই,) ফেরাউন (আল্লাহর) যমীনে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো, সে তার (দেশের) অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিলো, সে তাদের একটি দলকে হীনবল করে রেখেছিলো, সে তাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং নারীদের জীবিত রেখে দিতো; অবশ্যই সে ছিলো (যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের একজন।

৫. (ফেরাউনের এসব নিপীড়নের মোকাবেলায়) আমি সে যমীনে যাদের হীনবল করে রাখা হয়েছিল তাদের ওপর (কিছুটা) অনুগ্রহ করতে এবং আমি তাদের (ফেরাউনের সেবাদাস থেকে উঠিয়ে দেশের) নেতা বানিয়ে দিতে এবং তাদেরকে (এ যমীনের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়ার এরাদা করলাম;

৬. আমি (ইচ্ছা করলাম) সে দেশে তাদের ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেবো এবং তাদের মাধ্যমে ফেরাউন, হামান ও তার লয় লশকরদের সে ব্যাপারটা দেখিয়ে দেবো, যে ব্যাপারে তারা আশংকা করতো।

৭. (এমনি এক সময় মুসার জন্ম হলো, যখন) আমি মুসার মায়ের কাছে এ আদেশ পাঠালাম, তুমি তাকে বুকের দুধ খাওয়াও, যদি কখনো তার (নিরাপত্তার) ব্যাপারে তোমার ভয় হয় তাহলে (বাক্সে ভরে) তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ো, কোনো রকম ভয় করো না, দুশ্চিন্তাও করো না, অবশ্যই আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো, আমি তাকে রসুলদের মধ্যে শামিল করবো।

৮. (আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী মুসার মা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিলো,) অতপর ফেরাউনের লোকজন তাকে (সমুদ্র থেকে) উঠিয়ে নিলো, যেন সে তাদের জন্যে দুশমনী ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়তে পারে; এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিলো ভয়ানক অপরাধী।

৯. ফেরাউনের স্ত্রী(এ শিশুটিকে দেখে তার স্বামীকে) বললো, এ শিশুটি আমার এবং তোমার জন্যে চক্ষু শীতলকারী (হবে), একে হত্যা করো না, হয়তো একদিন এ আমাদের কোনো উপকারও করতে পারে, অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও (তো) গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তারা (তখন আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই) বুঝতে পারেনি।

১০. (ওদিকে) মুসার মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়েছিলো, (আমার প্রতি) আস্থাশীল থাকার জন্যে যদি আমি তার মনকে দৃঢ় না করে দিতাম, তাহলে সে তো (দুশমনদের কাছে) তার খবর প্রকাশ করেই দিচ্ছিলো!

১১. সে মুসার বোনকে বললো, তুমি (সাগরের পাড় ধরে) এর পেছনে পেছনে যাও, (কথানুযায়ী) সে তাকে দুর থেকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলো যে, ফেরাউনের লোকেরা টেরও করতে পারলো না।

১২. (ওদিকে) আগে থেকেই আমি তার ওপর (ধাত্রীদের) সন্তানের দুধ খাওয়ানো নিষদ্ধি করে রেখেছিলাম, (এ অবস্থা দেখে) সে (বোনটি) বললো, আমি কি তোমাদের এমন একটি পরিবারের নাম (ঠিকানা) বলে দেবো, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন পালন করবে, সাথে সাথে তারা এর শুভানুধ্যায়ীও হবে।

১৩. আমি তাকে (আবার) তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে করে (নিজের সন্তানকে দেখে) তার চোখ ঠান্ডা হয়ে যায় এবং সে কোনো রকম দুঃখ না পায়, সে (একথাটাও ভালো করে) জেনে নিতে পারে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, যদিও অধিকাংশ লোক এটা জানে না।

১৪. যখন সে (পুর্ণ) যৌবনে উপনীত হলো এবং (শারীরিক শক্তিতে) পুর্ণতা প্রাপ্ত হলো, (তখন আমি তাকে) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলাম; আমি নেককার লোকদের এভাবেই প্রতিফল দান করি।

১৫. (একদিন) সে নগরীতে প্রবেশ করলো, যখন (সেখানে) নগরবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় (আরাম কর) ছিলো, অতপর সে সেখানে দু'জন মানুষকে মারামারি করতে দেখলো, এদের একজন ছিলো তার নিজ জাতি (বনী ইসরাঈলের) আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো তার শত্রু দলের (লোক), যে ব্যক্তি ছিলো তার দলের, সে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির মোকাবেলায় তার সাহায্য চাইলো, যে ছিলো তার শত্রু দলের, তখন মুসা তাকে একটি ঘুষি মারলো, এভাবে সে তাকে হত্যাই করে ফেললো, (সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে) সে বললো, এ তো একটা শয়তানী কাজ; অবশ্যই সে (হচ্ছে মানুষের) দুশমন এবং প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী।

১৬. সে (আরো) বললো, হে আমার মালিক, (অনিচ্ছাকৃত এ কাজ করে) আমি তো আমার নিজের ওপর (বড়ো) যুলুম করে ফেলেছি (হে আল্লাহ তায়ালা), তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন, কেননা তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৭. সে (আরো) বললো, হে আমার মালিক, তুমি যেভাবে আমার ওপর মেহেরবানী করেছো, (সে অনুযায়ী) আমিও (তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,) আমি আর কখনো কোনো অপরাধী ব্যক্তির জন্যে সাহায্যকারী হবো না।

১৮. অতপর ভীত শংকিত অবস্থায় সে নগরীতে তার ভোর হলো, হঠাৎ সে দেখতে পেলো, আগের দিন যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, সে (আবার) তাকে সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে; মুসা (এবার) তাকে বললো, তুমি তো দেখছি ভারী ভেজালে লোক !

১৯. (তারপরও) যখন সে (ও ফরিয়াদী ব্যক্তিটি) তাদের উভয়ের শত্রুর ওপর হাত উঠাতে চাইলো (তখন এ ফরিয়াদী ব্যক্তিটি মনে করলো, মুসা বুঝি তাকে মেরেই ফেলবে), তাই সে বললো, তুমি কি আজ আমাকে সেভাবেই হত্যা করতে চাও, যেভাবে কাল তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, তুমি তো যমীনে দারুণ স্বেচ্ছাচারী হতে চলেছো, তুমি কি মোটেই শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না!

২০. (এর কিছুক্ষণ পরই) এক ব্যক্তি নগরীর (আরেক) প্রান্তর থেকে দৌড়ে এসে বললো, হে মুসা (আমি এমাত্র শুনে এলাম), ফেরাউনের দরবারীরা তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে পরামর্শ করছে, অতএব তুমি এক্ষুণি (শহর থেকে) বের হয়ে যাও, আমি হচ্ছি তোমার একজন শুভাকাংখী (বন্ধু)!

২১. অতপর সে ভীত আতংকিত অবস্থায় নগরী থেকে বের হয়ে গেলো এবং (যেতে যেতে) বললো, হে মালিক, তুমি আমাকে যালেম জাতি (-র হাত) থেকে রক্ষা করো।

২২. (মিসর ছেড়ে) যখন সে মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলো তখন বললো, আমি আশা করি আমার মালিক আমাকে সঠিক পথই দেখাবেন।

২৩. অবশেষে যখন সে মাদইয়ানের (একটি) পানির (কূপের) কাছে পৌঁছলো, তখন দেখলো তার পাশে অনেক মানুষ, তারা (পশুদের) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের অদুরে সে দু'জন রমণীকে (দেখতে) পেলো, যারা (নিজ নিজ পশুদের) আগলে রাখছে, সে (তাদের) জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কি হলো (তোমরা পশুদের পানি খাওয়াচ্ছো না)? তারা বললো, আমরা (পশুদের) পানি খাওয়াতে পারবো না, যতোক্ষণ না এ রাখালরা (তাদের পশুদের) সরিয়ে না নিয়ে যায় এবং আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ বলে আমরা পশুদের পানি খাওয়াতে নিয়ে এসেছি)।

২৪. (একথা শোনার পর) সে এদের (পশুগুলোকে) পানি খাইয়ে দিলো, তারপর (সরে) একটি (গাছের) ছায়ার দিকে গেলো এবং (আল্লাহকে) বললো, হে আমার মালিক, (এ মুহূর্তে) তুমি (নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে) যে নেয়ামতই আমার ওপর নাযিল করবে, আমি একান্তভাবে তারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবো।

২৫. (আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত আসতে দেরী হলো না, মুসা দেখতে পেলো) সে দুই রমণীর একজন লজ্জা জড়ানো অবস্থায় তার কাছে এলো এবং বললো, আমার পিতা তোমাকে তার কাছে ডেকেছেন, তুমি যে আমাদের (পশুগুলোকে) পানি খাইয়ে দিয়েছিলে তার জন্যে তিনি তোমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চান; অতপর সে তার কথামতো তার (পিতার) কাছে এলো এবং (নিজের) কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করলো, (সব শুনে) সে (মুসাকে) বললো, তুমি কোনো ভয় করো না। (এখন) তুমি যালেমদের কাছ থেকে বেঁচে গেছো।

২৬. সে দু'জন (রমণীর) একজন তার (পিতাকে) বললো, হে (আমার) পিতা, একে বরং তুমি (তোমার) কাজে নিয়োগ করো, কেননা তোমার মজুর হিসেবে সে (ব্যক্তিই) উত্তম (বলে প্রমাণিত) হবে, যে হবে (শারীরিক দিক থেকে) শক্তিশালী এবং (চরিত্রের দিক থেকে) বিশ্বস্ত।

২৭. (এরপর রমণীদের) পিতা (তাকে) বললো, আমি আমার এ দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, (তবে তা হবে) এ কথার ওপর, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি (আট বছরের জায়গায়) দশ বছর পুরো করতে চাও, তবে তা হবে একান্ত তোমার ব্যাপার, আমি তোমার ওপর কোনো কষ্ট (-কর শর্ত) আরোপ করতে চাই না; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাবে।

২৮. সে (এতেই রাযি হলো এবং) বললো (ঠিক আছে), আমার এবং আপনার মাঝে এ চুক্তিই (পাকা হয়ে) থাকলো; আপনার দেয়া দু'টো মেয়াদের যে কোনো একটি যদি আমি পুরণ করি, তাহলে (আপনার পক্ষ থেকে) আমার ওপর কোনো বাড়াবাড়ি করা হবে না (এ নিশ্চয়তাটুকু আমি চাই); আমাদের এ কথার ওপর আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী (হয়ে থাকলেন)।

২৯. অতপর মুসা যখন (তার চুক্তিবদ্ধ) মেয়াদ পুর্ণ করে নিলো, তখন সপরিবারে (নিজ দেশের দিকে) রওনা করলো, যখন সে তূর পাহাড়ের পাশে আগুন দেখতে পেলো, তখন সে তার পরিবারের লোকদের বললো, তোমরা (এখানেই) অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে (রাস্তারঘাট সম্পর্কিত) কোনো খোঁজ খবর নিয়ে আসতে পারবো, আর তা না হলে (কমপক্ষে) জ্বলন্ত আগুনের কিছু টুকরো তো নিয়ে আসতেই পারবো, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারবে।

৩০. যখন সে আগুনের কাছে পৌঁছালো, তখন উপত্যকার ডান পাশের পবিত্র ভূমিস্থিত একটি গাছ থেকে (গায়বী) আওয়ায এলো, হে মুসা, আমিই আল্লাহ- সৃষ্টিকুলের একমাত্র মালিক,

৩১. (তাকে আরো বলা হলো,) তুমি তোমার হাতের লাঠিটি যমীনে নিক্ষেপ করো; যখন সে তাকে দেখলো, তা (জীবন্ত) সাপের মতোই ছুটাছুটি করছে, তখন সে উল্টো দিকে ছুটতে লাগলো, পেছনের দিকে তাকিয়েও দেখলো না; (তার প্রতি তখন আদেশ করা হলো,) হে মুসা, তুমি এগিয়ে এসো, ভয় পেয়ো না। তুমি হচ্ছো নিরাপদ মানুষদেরই একজন।

৩২. তুমি তোমার হাত তোমার (বুক) পকেটের ভেতরে রাখো (দেখবে), কোনো রকম অসুস্থতা ছাড়াই তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসছে, (মন থেকে) ভয় (দুরীভূত) করার জন্যে তোমার হাতের বাজু তোমার (বুকের) সাথে মিলিয়ে রাখো, এ হচ্ছে ফেরাউন ও তার দলীয় প্রধানদের কাছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (নবুওতের) দুটো প্রমাণ; সত্যিই তারা এক গুনাহগার জাতি।

৩৩. সে বললো, হে আমার মালিক, আমি (নিতান্ত ভুলবশত) তাদের একজন মানুষকে হত্যা করেছি, তাই আমার ভয় হচ্ছে তারা (সে হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে) আমাকে মেরে ফেলবে!

৩৪. আমার ভাই হারূন, সে আমার চাইতে ভালো করে কথা বলতে পারে, অতএব তুমি তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও, যাতে করে সে আমাকে সমর্থন করতে পারে, আমার ভয় হচ্ছে, (আমি একা গেলে) তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

৩৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন (তুমি চিন্তা করো না), আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার হাত শক্তিশালী করবো এবং আমার আয়াতসমুহ দিয়ে আমি তোমাদের (এমন) শক্তি যোগাবো যে, অতপর তারা (আর) কখনো তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না, (পরিশেষে) তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই তাদের ওপর বিজয়ী হবে।

৩৬. অতপর যখন মুসা আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমুহ নিয়ে ওদের কাছে হাযির হলো, তখন তারা বললো, এ তো কতিপয় অলীক ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয়, আমরা আমাদের বাবা-দাদাদের যমানায়ও তো এমন কিছু (ঘটতে) শুনিনি!

৩৭. মুসা বললো, আমার মালিক ভালো করেই জানেন কে তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং (সেদিনের মতো আজ) কার পরিণাম কি হবে? (তবে একথা ঠিক,) যালেমরা কখনোই সফল হয় না।

৩৮. ফেরাউন বললো, হে আমার পারিষদরা, আমি তো জানি না, আমি ছাড়া তোমাদের আরও কোনো মাবুদ আছে (অতপর সে হামানকে বললো), হে হামান (যাও), আমার জন্যে (ইট তৈরীর জন্যে) মাটি আগুনে পোড়াও, অতপর (তা দিয়ে) আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যেন আমি (তাতে ওঠে) মুসার মাবুদকে দেখে নিতে পারি, আমি অবশ্য তাকে মিথ্যাই মনে করি!

৩৯. সে এবং তার বাহিনীর লোকেরা অন্যায়ভাবেই (আল্লাহর) যমীনে অহংকার করলো, ওরা ধরে নিয়েছিলো, ওদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না!

৪০. অতপর আমি তাকে এবং তার গোটা বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, অতএব (হে নবী), তুমি দেখো, (বিদ্রোহ করলে) যালেমদের পরিণাম কি ভয়াবহ হয়ে থাকে!

৪১. আমি ওদের এমন সব লোকদের নেতা বানিয়েছি যারা (জাহান্নামের) আগুনের দিকেই ডাকবে, (এ কারণেই) কেয়ামতের দিন তাদের (কোনো রকম) সাহায্য করা হবে না।

৪২. দুনিয়ায় (যেমন) আমি তাদের পেছনে আমার লানত লাগিয়ে রেখেছি, (তেমনি) কেয়ামতের দিনও তারা নিতান্ত ঘৃণিত লোকদের মধ্যে শামিল হবে।

৪৩. অতীতের বহু মানবগোষ্ঠীকে আমার সাথে বিদ্রোহের আচরণের জন্যে ধ্বংস করার পর আমি মুসাকে (তাওরাত) কেতাব দান করেছি, এ কেতাব ছিলো মানুষদের জন্যে জ্ঞান ও তত্ত্বকথার সমাহার, (সর্বোপরি) এ (কেতাব ছিলো) তাদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত, যাতে করে তারা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৪৪. (হে নবী,) মুসাকে যখন আমি (নওবুওতের) বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি (তূর পাহাড়ের) পশ্চিম পাশে (সে বিশেষ স্থানটিতে উপস্থিত) ছিলে না, না তুমি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের দলে শামিল ছিলে,

৪৫. বরং তারপর আমি আরো অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, অতপর তাদের ওপরও বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে (তারাও আজ কেউ অবশিষ্ট নেই), আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মাঝেও উপস্থিত ছিলে না যে, তুমি তাদের কাছে আমার আয়াতসমুহ পড়ে পড়ে শুনিয়েছো, কিন্তু (সে সময়ের খবরাখবর তোমার কাছে) পৌঁছানোর জন্যে আমিই (সেখানে মজুদ) ছিলাম।

৪৬. মুসাকে যখন আমি (প্রথম বার) আওয়ায দিয়েছিলাম, তখনও তুমি তূর পাহাড়ের (কোনো) দিকেই মজুদ ছিলে না, কিন্তু এটা হচ্ছে (তোমার প্রতি) তোমার মালিকের রহমত (যে, তিনি তোমাকে এ সব অবহিত করেছেন), যাতে করে (এর মাধ্যমে) তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি যে, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

৪৭. এমন যেন না হয়, ওদের কৃতকর্মের জন্যে ওদের ওপর কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে এবং (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের কাছে কোনো রসূল পাঠালে না কেন? তাহলে আমরা তোমার আয়াতসমুহের অনুবর্তন করতাম এবং আমরা (সবাই) ঈমানদারদের দলে শামিল হয়ে যেতাম।

৪৮. অতপর যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) এলো, তখন তারা বলতে লাগলো, এ (নবী)-কে সে ধরনের কিছু (কেতাব) দেয়া হলো না কেন, যা মুসাকে দেয়া হয়েছিলো, (কিন্তু তুমি বলো,) মুসাকে যা দেয়া হয়েছিলো তা কি ইতিপুর্বে এরা অস্বীকার করেনি? তারা তো (এও) বলেছে, এ উভয়টিই হচ্ছে যাদু, এর একটি আরেকটির সমর্থক এবং তারা বলেছে, আমরা (এর) কোনোটাই মানি না।

৪৯. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, যদি (উভয়টাই মিথ্যা হয় এবং) তোমরা (তোমাদের এ দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে অন্য কোনো কেতাব নিয়ে এসো, যা এ দু'টোর তুলনায় ভালো হবে, (তাহলে) আমিও তার অনুসরণ করবো।

৫০. যদি এরা তোমার এ কথার কোনো জবাব না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এরা (আসলে) নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেই (এসব বলে); তার চাইতে বেশী গোমরাহ ব্যক্তি আর কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়াত (পাওয়া) ছাড়াই কেবল নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম জাতিকে পথ দেখান না।

৫১. আমি (আমার) বাণী (কোরআনের এ কথাকে) তাদের জন্যে ধীরে ধীরে পাঠিয়েছি, যাতে করে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৫২. (কোরআন নাযিলের) আগে আমি যাদের আমার কেতাব দান করেছিলাম (তাদের মধ্যে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলো), তারা এর ওপর ঈমান এনেছে।

৫৩. যখন তাদের সামনে এ কেতাব তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি, (কেননা) আমরা জানি, এটাই সত্য, এটা আমাদের মালিকের কাছ থেকেই এসেছে, আমরা আগেও (আল্লাহর কেতাব) মানতাম।

৫৪. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের তাদের (দ্বীনের পথে) ধৈর্য ধারণের জন্যে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, তারা তাদের ভালো (আমল) দ্বারা মন্দ (আমল) দুর করে, আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তারা তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

৫৫. এরা যখন কোনো বাজে কথা শুনে তখন তা পরিহার করে চলে এবং (এদের) বলে, আমাদের কাজের (দায়িত্ব) আমাদের (ওপর), আর তোমাদের (কাজের) দায়িত্ব তোমাদের (ওপর), তোমাদের জন্যে সালাম, তা ছাড়া আমরা জাহেলদের সাথে তর্ক করতে চাই না!

৫৬. যাকে তুমি ভালোবাসো (তবে এ ভালোবাসার কারণেই) তুমি তাকে হেদায়াত দান করতে পারবে না, তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অবশ্যই তিনি হেদায়াত দান করেন, তিনি ভালো করেই জানেন কারা এ হেদায়াতের অনুসারী (হবে)।

৫৭. (হে নবী,) এরা বলে, যদি আমরা তোমার সাথে মিলে হেদায়াতের পথ ধরি তাহলে (অবিলম্বে) আমাদের এ যমীন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে; (তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো,) আমি কি তাদের (বসবাসের) জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার শহরে জায়গা করে দেইনি? যেখানে তাদের রেযেকের জন্যে আমার কাছ থেকে সব ধরনের ফলমুল আসে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (শোকর আদায় করতে) জানে না।

৫৮. আমি এমন অসংখ্য জনপদ নির্মুল করে দিয়েছি, যার অধিবাসীদের তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মদমত্ত করে রেখেছিলো, (অথচ) এ হচ্ছে তাদের ঘরবাড়িগুলো (আর এ হচ্ছে তার ধ্বংসাবশেষ), এদের (ধ্বংসের) পর (এসব জায়গায়) সামান্যই কোনো মানুষের বসতি ছিলো; (শেষ পর্যন্ত) আমিই (সব কিছুর) মালিক হয়ে থাকলাম।

৫৯. (হে নবী,) তোমার মালিক কোনো জনপদকেই ধ্বংস করেন না, যতোক্ষণ না সে (জনপদের) কেন্দ্রস্থলে কোনো নবী না পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমুহ তেলাওয়াত করবে, আমি জনপদসমুহ কখনো বরবাদ করি না, যতোক্ষণ না সেখানকার অধিবাসীরা যালেম (হিসেবে পরিগণিত) হয়ে যায়।

৬০. তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে কেবল এ (অস্থায়ী) পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস ও তার শোভা সামগ্রী মাত্র, (মনে রাখবে) যা কিছু আল্লাহ তায়ালার কাছে আছে তা (এর চাইতে) অনেক উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী, তোমরা কি বুঝতে পারো না?

৬১. যাকে আমি (জান্নাতের) উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি এবং যে ব্যক্তি (কেয়ামতের দিন) তা পেয়েও যাবে, সে ব্যক্তি কি করে তার মতো হবে যাকে আমি পার্থিব জীবনের কিছু ভোগসম্ভার দিয়ে রেখেছি অতপর যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে গন্য হবে যাদের কেয়ামতের দিন আমার সম্মুখে তলব করা হবে।

৬২. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, আজ কোথায় আমার (সেসব) শরীক, যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে) অংশীদার মনে করতে!

৬৩. (আযাবের) এ বিধান যাদের ওপর কার্যকর হবে তারা (তখন) বলবে, হে আমাদের মালিক, এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের আমরা গোমরাহ করেছিলাম, আমরা যেমনি এদের গোমরাহ করেছিলাম, তেমনি আমরা নিজেরাও গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলাম, (আজ) আমরা তোমার দরবারে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাচ্ছি, এরা কেবল আমাদেরই গোলামী করতো না (এরা নিজেদের প্রবৃত্তির গোলামীও করতো)।

৬৪. অতপর (মোশরেকদের) বলা হবে, ডাকো আজ তোমাদের শরীকদের, তারপর তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের কোনোই জবাব দিতে পারবে না, (ইতিমধ্যে) মোশরকেরা নিজের চোখেই আযাব দেখতে পাবে, কতো ভালো হতো যদি এরা সঠিক পথের সন্ধান পেতো!

৬৫. সেদিন (আল্লাহ তায়ালা পুনরায়) তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, নবীদের তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে?

৬৬. সেদিন তাদের (মনের) ওপর (থেকে) সব বিষয়ই হারিয়ে যাবে, তারা একে অপরের কাছে কোনো কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাবে না।

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে (তার কথা আলাদা), আশা করা যায় সে মুক্তিপ্রাপ্তদের দলে শামিল হবে!

৬৮. (হে নবী, তুমি তাদের বলো,) তোমার মালিক যা চান তাই তিনি পয়দা করেন এবং (তাদের জন্যে) যে বিধান তিনি পছন্দ করেন তাই তিনি জারি করেন, (এ ব্যাপারে) তাদের কারোই কোনো ক্ষমতা নেই, আল্লাহ তায়ালা মহান, ওদের শেরেক থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

৬৯. তোমার মালিক আরো জানেন, যা কিছু এদের অন্তর গোপন করে এবং যা কিছু এরা প্রকাশ করে।

৭০. আর তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি) ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; সমস্ত তারীফ তাঁর জন্যে দুনিয়াতে (যেমন) এবং আখেরাতেও (তেমনি), আইন ও বিধান তাঁরই, তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

৭১. (হে নবী,) এদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা রাতকে তোমাদের ওপর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের একটুখানি আলো এনে দিতে পারবে; (তারপরও) তোমরা কর্ণপাত করবে না?

৭২. তুমি (আরো) বলো, তোমরা কখনো একথা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি দিনকেও (রোয) কেয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী করে) তোমাদের ওপর বসিয়ে দেন, তাহলে (বলো) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের (জন্যে) রাত এনে দিতে পারবে, যেখানে তোমরা এতোটুকু বিশ্রাম নেবে, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালার এ নেয়ামত) দেখতে পাও না?

৭৩. এটা তো তাঁরই রহমত যে, তিনি তোমাদের জন্যে রাত ও দিন বানিয়েছেন। যাতে করে তোমরা (রাতে) আরাম করতে পারো এবং (দিনের বেলায়) তাঁর (জীবিকার) অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, যেন তোমরা তাঁর শোকর আদায় করতে পারো!

৭৪. সেদিন (আবার) আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, কোথায় (আজ) আমার সেসব শরীক যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে) অংশীদার মনে করতে!

৭৫. সেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মাঝ থেকে এক একজন সাক্ষী বের করে আনবো, অতপর (তাদের) বলবো, তোমরা (সবাই তোমাদের পক্ষে) দলীল প্রমাণ হাযির করো, (সেদিন) ওরা সবাই বুঝতে পারবে, (যাবতীয় সত্য) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্ধারিত, তারা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব কথা উদ্ভাবন করতো তা নিমিষেই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

৭৬. নিসন্দেহে কারূন ছিলো মুসার জাতির লোক, (কিন্তু তা সত্ত্বেও) সে তাদের ওপর ভারী যুলুম করেছিলো, (অথচ) আমি তাকে (এতো) বিশাল পরিমাণ ধনভান্ডার দান করেছিলাম যে, তার (ভান্ডারের) চাবিগুলো (বহন করা) একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও ছিলো (একটা) কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তার জাতির লোকেরা তাকে বললো, (ধন সম্পদ নিয়ে) দম্ভ করো না, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।

৭৭. (এবং এই যে সম্পদ) যা আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে পরকালের কল্যাণ তালাশ করো এবং দুনিয়া থেকে সম্পদের যে (আসল) অংশ (পরকালে নিয়ে যেতে হবে) তা ভুলে যেয়ো না এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে (ধন সম্পদ দিয়ে) তোমার ওপর মেহেরবানী করেছেন, তুমিও তেমনি (তাঁর পথে তা ব্যয় করে তাঁর বান্দাদের ওপর) দয়া করো, (সম্পদের বাহাদুরী দিয়ে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে যেয়ো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ফাসাদী লোকদের ভালোবাসেন না।

৭৮. কারূন (একথা শুনে) বললো, এ (বিশাল) ধন সম্পদ আমার জ্ঞান (ও যোগ্যতা)-বলেই আমাকে দেয়া হয়েছে; কিন্তু এ (মুর্খ) লোকটা কি জানতো না, আল্লাহ তায়ালা তার আগে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তি সামর্থে তার চাইতে ছিলো অনেক প্রবল এবং তাদের জমা মুলধনও (তার তুলনায়) ছিলো অনেক বেশী; অপরাধীদের তাদের অপরাধ (-জনিত অজুহাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

৭৯. অতপর (একদিন) সে তার লোকদের সামনে (নিজের শান শওকতের প্রদর্শনী করার জন্যে) জাঁকজমকের সাথে বের হলো; (মানুষদের মাঝে) যারা পার্থিব জীবনের (ভোগবিলাস) কামনা করতো তখন তারা বললো, আহা! (কতো ভালো হতো) কারূনকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরও থাকতো, আসলেই সে মহাভাগ্যবান ব্যক্তি।

৮০. (অপরদিকে) যাদের (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা বললো, ধিক তোমাদের (সম্পদের) ওপর, (বস্তুত) যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে তো আল্লাহ তায়ালার দেয়া পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ, আর তা শুধু ধৈর্যশীলরাই পেতে পারে।

৮১. পরিশেষে আমি তাকে এবং তার (ঐশ্বর্যে ভরা) প্রাসাদকে যমীনে গেড়ে দিলাম। তখন (যারা তার এ সম্পদের জন্যে একটু আগেই আক্ষেপ করছিলো তাদের) এমন কোনো দলই (সেখানে মজুদ) ছিলো না, যারা আল্লাহ তায়ালার (গযবের) মোকাবেলায় তাকে (একটু) সাহায্য করতে পারলো, না সে নিজে নিজেকে (গযব থেকে) রক্ষা করতে পারলো!

৮২. মাত্র গতকাল (সন্ধ্যা) পর্যন্ত যারা তার জায়গায় পৌঁছার কামনা করছিলো, তারা আজ সকাল বেলায়ই বলতে লাগলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান (তার জন্যে) রেযেক বাড়িয়ে দেন, আর যাকে চান (তার জন্যে) তা সংকীর্ণ করে দেন, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরও তিনি (কারূনের মতোই আজ) যমীনের ভেতর পুঁতে দিতেন; (আসলেই) কাফেররা কখনোই সফলকাম হয় না।

৮৩. এটা হচ্ছে আখেরাতের (চির শান্তির) ঘর, আমি এটা তাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছি যারা দুনিয়ায় (কোনো রকম) প্রাধান্য বিস্তার করতে চায় না- না তারা (যমীনে) কোনো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়, শুভ পরিণাম তো (এই) পরহেযগার মানুষদের জন্যেই রয়েছে।

৮৪. যে ব্যক্তিই (কেয়ামতের দিন কোনো) নেকী নিয়ে হাযির হবে, তাকে তার (পাওনার) চাইতে বেশী পুরস্কার দেয়া হবে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (সে যেন জেনে রাখে), যারাই মন্দ কাজ করেছে তাদের কেবল সেটুকু পরিমাণ শাস্তিই দেয়া হবে, যে পরিমাণ (মন্দ তারা নিয়ে এখানে) হাযির হবে।

৮৫. (হে নবী,) যে আল্লাহ তায়ালা এ কোরআন তোমার ওপর অবশ্য পালনীয় করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে তোমার (কাংখিত পুণ্য) ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন; তুমি (তাদের) বলো, আমার মালিক এটা ভালো করেই জানেন, কে তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে আর কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) রয়েছে।

৮৬. (হে নবী,) তুমি (তো কখনো) এ আশা করোনি, তোমার ওপর কোনো কেতাব নাযিল হবে, (হ্যাঁ, এটা ছিলো) তোমার মালিকের একান্ত মেহেরবানী (যে, তিনি তোমাকে কেতাব দান করেছেন), সুতরাং তুমি কখনো (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) যালেমদের পক্ষ নেবে না।

৮৭. (দেখো,) এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নাযিল হবার পর তারা তোমাকে (এর অনুসরণ থেকে) বিরত রাখবে, (তোমার কাজ হবে) তুমি মানুষদের তোমার মালিকের দিকে আহ্বান করবে এবং নিজে তুমি কখনো মোশরেকদের অন্তরভুক্ত হবে না।

৮৮. কখনো আল্লাহ তায়ালার সাথে তুমি অন্য কোনো মাবুদকে ডেকো না। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেইও। তাঁর মহান সত্তা ছাড়া প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল; যাবতীয় সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

সুরা আল আনকাবুত

মক্কায় অবতীর্ণ- আয়াত ৬৯, রুকু ৭

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. আলিফ-লা-ম-মী-ম,

২. মানুষরা কি (এটা) মনে করে নিয়েছে, তাদের (শুধু) এটুকু বলার কারণেই ছেড়ে দেয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদের (কোনো রকম) পরীক্ষা করা হবে না।

৩. আমি তো সেসব লোকদেরও পরীক্ষা করেছি যারা এদের আগে (এভাবেই ঈমানের দাবী করে) ছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী, (আবার ঈমানের) মিথ্যা দাবীদারদেরও তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন।

৪. যারা সব সময় গুনাহের কাজ করে বেড়ায় তারা এটা ধরে নিয়েছে, তারা (বৈষয়িক প্রতিযোগিতায়) আমার থেকে আগে চলে যাবে, (এটা তাদের) একটা মন্দ সিদ্ধান্ত, যা (আমার সম্পর্কে) তারা করতে পারলো।

৫. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ আশা করে, সে আল্লাহ তায়ালার সামনাসামনি হবে (তবে সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত (এ) সময়টা অবশ্যই আসবে; আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।

৬. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার পথে) সংগ্রাম সাধনা করে, সে তো (আসলে) তা করে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত।

৭. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদের সেসব দোষত্রুটিগুলো দুর করে দেবো এবং তারা যেসব নেক আমল করে আমি তাদের সেসব কর্মের উত্তম ফল দেবো।

৮. আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছি; (কিন্তু) যদি কখনো তারা তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্যে জবরদস্তি করে, (যেহেতু এ) ব্যাপারে তোমার কাছে (কোনো রকম) দলীল প্রমাণ নেই, তাই তুমি তাদের কোনো আনুগত্য করো না; কেননা তোমাদের তো ফিরে যাবার জায়গা আমার কাছেই, আর তখন আমি অবশ্যই তোমাদের সবকিছু বলে দেবো, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে কে কোথায়) কি করতে!

৯. যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি অবশ্যই তাদের নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবো।

১০. মানুষদের মাঝে কিছু এমনও আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তাদের আল্লাহর পথে (চলার জন্যে) কষ্ট দেয়া হয় তখন তারা মানুষের এ পীড়নকে আল্লাহ তায়ালার

আযাবের মতোই মনে করে; আবার যখন তোমার মালিকের কোনো সাহায্য আসে তখন তারা (মুসলমানদের) বলতে থাকে, অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম; (এরা মনে করে,) আল্লাহ তায়ালা কি সৃষ্টিকুলের (মানুষদের) অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে মোটেই অবগত নন?

১১. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা ঈমান এনেছে, আবার তিনি মোনাফেকদেরও ভালো করে জেনে নেবেন।

১২. কাফেররা ঈমানদারদের বলে, তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ করো, আমরা (কেয়ামতের দিন) তোমাদের গুনাহসমুহের বোঝা তুলে নেবো; (অথচ) তারা (সেদিন) তাদের নিজেদের গুনাহসমুহের সামান্য পরিমাণ বোঝাও উঠাতে পারবে না; এরা (আসলেই) হচ্ছে মিথ্যাবাদী।

১৩. (কেয়ামতের দিন) এরা অবশ্যই তাদের নিজেদের গুনাহের বোঝা উঠাবে, (তারপর) তাদের এ বোঝার সাথে (থাকবে তোমাদের) বোঝাও, (দুনিয়ার জীবনে) যতো মিথ্যা কথা তারা উদ্ভাবন করেছে, তাদের অবশ্যই সে ব্যাপারে সেদিন প্রশ্ন করা হবে।

১৪. আমি নূহকে অবশ্যই তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে ওদের মাঝে অবস্থান করলো পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর; (তারা তার কথা শুনলো না) অতপর মহাপ্লাবন এসে তাদের পাকড়াও করলো, (মুলত) তারা ছিলো (বড়োই) যালেম।

১৫. (এ মহাপ্লাবন থেকে) আমি তাকে এবং তার সাথে নৌকার আরোহীদের রক্ষা করেছি, আর আমি এ (ঘটনা)-কে সৃষ্টিকুলের (মানুষদের) জন্যে একটি নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি।

১৬. আর যখন ইবরাহীম তার জাতিকে বললো, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এ বং তাঁকেই ভয় করো; এটাই তোমাদের জন্যে ভালো যদি তোমরা বুঝতে পারো।

১৭. তোমরা তো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে কেবল মুর্তিসমুহের পুজা করো এবং (স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করো; আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যেসব মুর্তির তোমরা পুজা করো, তারা তোমাদের কোনোরকম রেযেকের মালিক নয়, অতএব তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রেযেক চাও, শুধু তাঁরই এবাদাত করো এবং তাঁর (নেয়ামতের) শোকর আদায় করো; (কেননা) তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

১৮. আর যদি তোমরা (আমার নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করো (তাহলে জেনে রেখো), তোমাদের আগের জাতির লোকেরাও (তাদের যমানার নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; (মুলত) সুস্পষ্টরূপে (মানুষদের কাছে আল্লাহর কথা) পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে রসুলের কাজ।

১৯. এ লোকেরা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রথমবার তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করলেন, কিভাবে তাকে আবার (তার আগের অবস্থায়) ফিরিয়ে আনবেন; এ কাজটা আল্লাহ তায়ালার কাছে নিতান্ত সহজ।

২০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা আল্লাহর যমীনে পরিভ্রমণ করো এবং (এর সর্বত্র) দেখো, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে প্রথম বার অস্তিত্বে আনেন এবং (একবার ধ্বংস হয়ে গেলে) কিভাবে আবার তিনি তা পুনর্বার পয়দা করেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর প্রবল ক্ষমতাবান।

২১. তিনি যাকে চান তাকে শাস্তি দেন আবার যাকে চান তাকে (ক্ষমা করে তার ওপর) অনুগ্রহ করেন; (সর্বাবস্থায়) তোমাদের তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

২২. তোমরা যমীনে (যেমন) আল্লাহ তায়ালাকে (তাঁর পরিকল্পনায়) অক্ষম করে দিতে পারবে না, (তেমনি পারবে না) আসমানে (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও!

২৩. যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমুহ ও তাঁর সামনাসামনি হওয়াকে অস্বীকার করে, (মুলত) সেসব লোক আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, আর এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের জন্যে রয়েছে মর্মনত্মুদ শাস্তি।

২৪. অতপর তাদের (ইবরাহীমের জাতির) কাছে এ ছাড়া (আর কোনো) জবাব থাকলো না যে, তারা বলতে লাগলো, একে মেরেই ফেলো কিংবা তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও, অতপর (তারা যখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করলো তখন) আল্লাহ তায়ালা তাকে (জ্বলন্ত) আগুন থেকে উদ্ধার করলেন; অবশ্যই মোমেনদের জন্যে এ (ঘটনা)-র মাঝে (আল্লাহ তায়ালার কুদরতের) অনেক নিদর্শন মজুদ রয়েছে।

২৫. (ইবরাহীম) বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা (বৃদ্ধি)-র খাতিরে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে নিজেদের হাতে গড়া মুর্তিগুলোকে (নিজেদের মাবুদ) ধরে নিয়েছো, অথচ কেয়ামতের দিন তোমাদের (এ ভালোবাসার) একজন ব্যক্তি আরেকজনকে (চিনতেও) অস্বীকার করবে, তারা তখন একজন আরেকজনকে অভিশাপ দিতে থাকবে, (পরিশেষে) তোমাদের সবার (চুড়ান্ত) ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর সেদিন কেউই তোমাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

২৬. অতপর লুত তার ওপর ঈমান আনলো। (ইবরাহীম) বললো, আমি (এবার) আমার মালিকের (বলে দেয়া স্থানের) দিকে হিজরত করছি; অবশ্যই তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ কুশলী।

২৭. অতপর আমি তাকে (ছেলে হিসেবে) ইসহাক ও (নাতি হিসেবে) ইয়াকুব দান করলাম, তার বংশধারায় আমি নবুওত ও কেতাব (নাযিলের ধারা অব্যাহত) রাখলাম, (নবুওত দ্বারা) আমি দুনিয়াতেও তাকে পুরস্কৃত করলাম, আর আখেরাতে সে অবশ্যই আমার নেক বান্দাদের দলে শামিল হবে।

২৮. আর (আমি) লুতকে (তার লোকদের কাছে) পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ নিয়ে এসেছো, যা ইতিপুর্বে সৃষ্টিকুলের কোনো মানুষই করেনি।

২৯. (তোমাদের এ কি হলো!) তোমরা কি (তোমাদের কামনা-বাসনার জন্যে মহিলাদের বাদ দিয়ে) পুরুষদের কাছে হাযির হচ্ছো এবং (এ উদ্দেশে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত) পথকে তোমরা (প্রকারান্তরে) কেটে দিচ্ছো এবং তোমরা তোমাদের ভরা মজলিসে এ অশ্লীল কাজে লপ্তি হচ্ছো; তাদের (লুতের জাতির মানুষের) কাছেও এ ছাড়া আর কোনো জবাব ছিলো না যে, তারা বলল (হ্যাঁ, যাও), নিয়ে এসো আমাদের ওপর আল্লাহর আযাব, যদি তুমি (তোমার আযাবের ওয়াদায়) সত্যবাদী হও।

৩০. (এ কথা শুনে) সে (আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে) বললো, হে আমার মালিক, (এই) ফাসাদী জাতির মোকাবেলায় তুমি আমায় সাহায্য করো।

৩১. অতপর যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা একটা সুখবর নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো, তখন তারা বললো, আমরা (লুতের) এ জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করবো, কেননা তার অধিবাসীরা বড়ো যালেম।

৩২. (একথা শুনে) সে বললো, (তা কি করে সম্ভব?) সেখানে তো (নবী) লুতও রয়েছে; তারা বললো, আমরা (ভালো করেই) জানি সেখানে কে (কে) আছে। আমরা লুত এবং তার পরিবারের লোকজনদের অবশ্যই রক্ষা করবো, তবে তার স্ত্রীকে নয়, সে আযাবে পড়ে থাকা লোকদের দলে শামিল হবে।

৩৩. তারপর যখন (সত্যই) আমার পাঠানো ফেরেশতারা লুতের কাছে এলো, তখন (তাদের আগমন) লুতের কাছে খারাপ লাগলো, এদের (সম্মান রক্ষা করতে পারবে না) কারণে তার মন ভেংগে গেলো, ওরা (এটা দেখে) বললো (হে লুত), তুমি ভয় পেয়ো না, (তুমি) দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়ো না। আমরা তুমি এবং তোমার পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করবো, তবে তোমার স্ত্রীকে নয়, সে তো আযাবে পড়ে থাকা ব্যক্তিদেরই একজন।

৩৪. আমরা (অচিরে) এ জনপদের (বাকী) অধিবাসীদের ওপর আসমান থেকে এক (ভীতিকর) আযাব নাযিল করবো, কেননা এরা ছিলো (ভীষণ) গুনাহগার জাতি।

৩৫. (একদিন সত্যি সত্যিই আমি এ জনপদকে উল্টে দিয়েছি এবং) তখন থেকে আমি তার জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্যে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন করে রেখে দিয়েছি।

৩৬. আমি মাদইয়ান (বাসী)-এর কাছে তাদের ভাই শোয়ায়বকে পাঠিয়েছি, তখন সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এবং পরকাল দিবসের (পুরস্কারের) আশা করো, (আল্লাহর) যমীনে তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

৩৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, অতপর প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করলো, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো।

৩৮. আ'দ এবং সামুদকেও (আমি ধ্বংস করে দিয়েছি), তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বসতি থেকেই তো তোমাদের কাছে (আযাবের সত্যতা) প্রমাণিত হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কাজ তাদের সামনে শোভন করে রেখেছিলো এবং (এ কৌশলে) সে তাদের (সঠিক) রাস্তার থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলো, অথচ তারা (তাদের অন্য সব ব্যাপারে) ছিলো দারুণ বিচক্ষণ!

৩৯. কারূন, ফেরাউন এবং হামানকেও (আমি ধ্বংস করেছি)। মুসা তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু তারা (তাকে মানার বদলে) যমীনে বড়ো বেশী অহংকার করেছিলো এবং তারা কোনো অবস্থায় (আমার আযাব থেকে) পালিয়ে আগে চলে যেতে পারতো না।

৪০. অতপর এদের সবাইকেই আমি (তাদের) নিজ নিজ গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছি, এদের কারো ওপর প্রচন্ড ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে মহাগর্জন এসে আঘাত হেনেছে, কাউকে আমি যমীনের নীচে গেড়ে দিয়েছি, আবার কাউকে আমি (পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি, (মুলত) আল্লাহ তায়ালা এমন ছিলেন না যে, তিনি এদের ওপর কোনো যুলুম করেছেন, যুলুম তো বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে।

৪১. যেসব লোক আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যকে (নিজেদের) অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সার মতো, তারা (নিজেরাও এক ধরনের) ঘর বানায়; আর (দুনিয়ার) দুর্বলতম ঘর হচ্ছে (এ) মাকড়সার ঘর। কতো ভালো হতো যদি তারা (এ সত্যটুকু) বুঝতে পারতো।

৪২. এরা আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে যেসব কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৪৩. এ হচ্ছে (সেই) উদাহরণ, যা আমি মানুষদের জন্যেই পেশ করি, কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝতে পারে।

৪৪. আল্লাহ তায়ালা আসমানসমুহ ও যমীন যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন; (বস্তুত) এতে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের পক্ষে বড়ো) প্রমাণ রয়েছে।

পারা ২১

৪৫. (হে নবী,) যে কেতাব তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, তুমি তা তেলাওয়াত করো এবং নামায প্রতিষ্ঠা করো; নিঃসন্দেহে নামায (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে; পরন্তু আল্লাহ তায়ালাকে (হামেশা) স্মরণ করাও একটি মহান কাজ; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা সম্যক অবগত আছেন।

৪৬. (হে মুসলমানরা,) তোমরা কেতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করো না, আবার তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের কথা আলাদা, আর (তোমরা) বলো, আমরা ঈমান এনেছি (কেতাবের) যা কিছু আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (তার ওপর), আরো ঈমান এনেছি যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (তার ওপরও, আসলে) আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন এবং আমরা সবাই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করি।

৪৭. এভাবে আমি তোমার ওপর (এ) কেতাব নাযিল করেছি, আমি (আগে) যাদের কেতাব দান করেছিলাম (যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলো) তারা এর ওপর ঈমান এনেছে, (পরবর্তী) লোকদের মাঝেও (কিছু ভালো মানুষ আছে) যারা এর ওপর ঈমান এনেছে; (আসলে) অস্বীকারকারীরা ছাড়া কেউই আমার আয়াতের প্রতি বিদ্রোহ করে না।

৪৮. (হে নবী,) তুমি তো (এ কোরআন নাযিল হওয়ার আগে) কোনো বই পুস্তক পাঠ করোনি, না তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে কোনো কিছু লিখে রেখেছো যে, (তা দেখে) অসত্যের পুজারীরা (আজ) সন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ছে!

৪৯. বরং এগুলো হচ্ছে যাদের আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে; তাদের অন্তরে সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন, কতিপয় যালেম ব্যক্তি ছাড়া আমার (এ সুস্পষ্ট) আয়াতের সাথে কেউই গোঁড়ামি করতে পারে না।

৫০. তারা (তোমার সম্পর্কে) বলে, এ ব্যক্তির কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (নবুওতের) কোনো প্রমাণ নাযিল হয় না কেন? (হে নবী,) তুমি বলো, যাবতীয় নিদর্শন তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; আমি তো হচ্ছি (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র!

৫১. (হে নবী,) এদের জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, স্বয়ং আমিই তোমার ওপর কেতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে তেলাওয়াত করা হচ্ছে; অবশ্যই ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে এতে (আল্লাহ তায়ালার) অনুগ্রহ ও নসীহত রয়েছে।

৫২. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট, (কেননা) আসমানসমুহ ও যমীনে যা আছে (তার) সবকিছু তিনি জানেন; যারা বাতিলের ওপর ঈমান আনে এবং আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে, তারাই হচ্ছে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ।

৫৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলে; যদি (আল্লাহ তায়ালার কাছে) এদের (শাস্তি দেয়ার) জন্যে একটি দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট না থাকতো, তাহলে কবেই না তাদের ওপর আযাব এসে যেতো; অবশ্যই এদের ওপর আকস্মিকভাবে আযাব আসবে এবং তারা জানতেও পারবে না।

৫৪. তোমার কাছে এরা আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলে; (অথচ) জাহান্নাম তো কাফেরদের পরিবেষ্টন করেই নেবে।

৫৫. যেদিন আযাব তাদের গ্রাস করবে তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে, আল্লাহ তায়ালা (তখন) বলবেন, (দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করতে (এখন তার) মজা উপভোগ করো।

৫৬. হে আমার বান্দারা, যারা আমার ওপর ঈমান এনেছো, আমার যমীন অনেক প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা অতঃপর একমাত্র আমারই এবাদাত করো।

৫৭. প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এর পর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।

৫৮. যারা আমার ওপর ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, আমি তাদের জন্যে অবশ্যই জান্নাতে (সুরম্য) কোঠা তৈরী করবো, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; কতো উত্তম পুরস্কার এ নেককার মানুষগুলোর জন্যে!

৫৯. (নেককার মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (এবং সর্বাবস্থায়) নিজেদের মালিকের ওপরই নির্ভর করেছে।

৬০. কতো (ধরনের) বিচরণশীল জীব (এ দুনিয়ায়) রয়েছে, যারা কেউই নিজেদের রেযেক (নিজেরা কাঁধে) বহন করে বেড়ায় না, আল্লাহ তায়ালাই তাদের এবং তোমাদের (নিত্যদিনের) রেযেক সরবরাহ করেন, তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।

৬১. (হে নবী,) তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে পয়দা করেছেন, সুর্য ও চন্দ্রকে কে বশিভূত করে রেখেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালা, (কিন্তু তারপরও) এরা কোথায় কোথায় ঠোকর খাচ্ছে ?

৬২. (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার রেযেক প্রশস্ত করে দেন, (আবার যাকে চান) তার জন্যে তা কমিয়ে দেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

৬৩. (হে নবী,) যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমান থেকে কে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর কে যমীন একবার মরে যাওয়ার পর সে (পানি) দ্বারা তাতে জীবন সঞ্চার করেছেন, অবশ্যই এরা বলবে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই; তুমি বলো, যাবতীয় তারীফ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু ওদের অধিকাংশ মানুষই (তা) অনুধাবন করে না।

৬৪. এ পার্থিব জীবন তো অর্থহীন কতিপয় খেল তামাশা ছাড়া (আসলেই) আর কিছু নয়; নিশ্চয় আখেরাতের জীবন হচ্ছে সত্যিকারের জীবন। কতো ভালো হতো যদি তারা (এ বিষয়টা) জানতো!

৬৫. যখন এরা জলযানে আরোহণ করে (নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়), তখন তারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তায়ালাকেই ডাকে, জীবন বিধানকে একমাত্র তার জন্যে (নিবেদন করে), কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের মুক্তি দিয়ে স্থলে নামিয়ে নিরাপদ করে দেন, (তখন) সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার সাথেই এরা শরীক করতে শুরু করে,

৬৬. যেন আমি তাদের (ওপর) যা কিছু অনুগ্রহ করেছি তা তারা অস্বীকার করতে পারে এবং (এভাবেই এরা) কয়টা দিন (দুনিয়ায়) ভোগবিলাস করে কাটিয়ে দিতে পারে। অচিরেই এরা (আসল ঘটনা) জানতে পারবে।

৬৭. এরা কি দেখতে পাচ্ছে না, (কিভাবে) আমি (এ মক্কাকে) শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে রেখেছি, অথচ তার চারপাশে মানুষদের (প্রতিনিয়ত জোর করে) ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে; এরপরও কি তারা বাতিলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত অস্বীকার করবে ?

৬৮. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালার ওপরই মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথবা তার কাছে যখন সত্য এসে যায় তখন তাকেই অস্বীকার করে; (হে

নবী,) এমন ধরনের অস্বীকারকারীদের জন্যে জাহান্নামই কি (একমাত্র) আশ্রয়স্থল (হওয়া উচিত) নয়?

৬৯. (অপরদিকে) যারা আমারই পথে জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা নেককার বান্দাদের সাথে রয়েছেন।

সুরা আর রোম

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৬০ রুকু ৬

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. আলিফ লা-ম-মী-ম,

২. রোম (জাতি) পরাজিত হয়ে গেছে,

৩. (পরাজিত হয়েছে) ভূমন্ডলের সবচাইতে নিচু অঞ্চলে, তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই তারা (আবার) বিজয় লাভ করবে,

৪. (তিন থেকে নয়; এ) বিজোড় বছরের মাঝেই (এ ঘটনা ঘটবে), এর আগেও (চূড়ান্ত) ক্ষমতা ছিলো আল্লাহ তায়ালার হাতে এবং (এ ঘটনার) পরেও (সে চাবিকাঠি থাকবে) তাঁরই হাতে; (রোমকদের বিজয়ে) সেদিন ঈমানদার ব্যক্তিরা ভীষণ খুশী হবে,

৫. আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই (এটা ঘটবে), তিনি (যখন) যাকে চান তাকেই (বিজয়ে) সাহায্য দান করেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু,

৬. (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালারই ওয়াদা; আল্লাহ তায়ালা (কখনো) তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।

৭. তারা তো পার্থিব জীবনের (শুধু) বাইরের দিকটি (সম্পর্কেই) জানে, কিন্তু আখেরাতের জীবন সম্পর্কে তারা (সম্পূর্ণই) গাফেল।

৮. এ মানুষগুলো কি নিজেদের মনে এ কথা চিন্তা করে না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমানসমুহ, যমীন ও অন্য সব কিছু যথাযথভাবে এবং একটি সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে পয়দা করেছেন; কিন্তু মানুষদের মাঝে অধিকাংশই (এসব কিছুর শেষে) তাদের মালিকের সামনে হাযির হওয়াকে অস্বীকার করে।

৯. এরা কি (আমার) যমীনে ভ্রমণ করে না এবং তাদের আগের লোকদের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? অথচ তারা শক্তিতে এদের চাইতে ছিলো অনেক প্রবল, তারা এ যমীনে অনেক চাষবাস করেছে, (আজ) এরা যেমন একে আবাদ করছে, তাদের চাইতে (বরং) তারা বেশী পরিমাণেই একে আবাদ করেছিলো, (অতঃপর) তাদের কাছে তাদের রসুলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে হাযির হয়েছিলো (কিন্তু তারা রসুলদের মানতে অস্বীকার করায় আমার গযব আবাদ করা সেই শখের যমীন থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিলো); আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর (গযব পাঠিয়ে) কোনো যুলুম করেননি, বরং (কুফরী করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

১০. অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের পরিণাম মন্দই হয়েছে, কেননা তারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপও করেছে!

১১. আল্লাহ তায়ালা (নিজেই তাঁর) সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, আবার তিনিই তাকে তার (মুলের) দিকে ফিরিয়ে নেন, অতঃপর তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

১২. যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন (এর ভয়াবহতা দেখে) অপরাধী ব্যক্তিরা ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে।

১৩. (সেদিন) তাদের শরীকদের কেউই তাদের জন্যে সুপারিশ করার মতো থাকবে না, বরং তারা তাদের এ শরীক করার ঘটনাই (তখন) অস্বীকার করবে।

১৪. যেদিন কেয়ামত হবে সেদিন মানুষরা (ঈমান ও কুফুরের ভিত্তিতে) আলাদা হয়ে পড়বে।

১৫. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং (সাথে সাথে) নেক কাজ করেছে, তারা (জান্নাতের) বাগিচায় থাকবে, তাদের (সেখানে প্রাচুর্যপুর্ণ) মেহমানদারী করা হবে।

১৬. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, (অস্বীকার করেছে) শেষ (বিচারের দিনে আমার) সামনাসামনি হওয়ার ঘটনাকে, তাদের (ভয়াবহ) আযাবের সম্মুখীন করা হবে।

১৭. অতএব (দিবাশেষে) যখন তোমরা সন্ধ্যা করো তখন আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ঘোষণা করো, (ঘোষণা করো) যখন সকাল (বেলার মাধ্যমে দিনের শুরু) করো তখনও।

১৮. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই জন্যে, (তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো) যখন তোমরা (দিনের) দ্বিতীয় প্রহর (শুরু) করো, আবার যখন (দিনের) তৃতীয় প্রহর (শুরু) করো (তখনো তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করো)।

১৯. তিনিই মৃত থেকে জীবন্ত কিছুর আবির্ভাব ঘটান, একইভাবে জীবন্ত কিছু থেকে মৃতকে বের করে আনেন, তিনিই (সেই সত্তা, যিনি এ) যমীনকে তার নির্জীব অবস্থার পর পুনরায় জীবন দান করেন; (ঠিক) এভাবেই তোমাদেরও (আবার) পুনরুত্থিত করা হবে।

২০. আল্লাহ তায়ালার (কুদরতের) নিদর্শনসমুহের মধ্যে (একটি নিদর্শন) এই যে, (শুরুতে) তিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতঃপর তোমরা মানুষ হিসেবে যমীনে (সর্বত্র) ছড়িয়ে পড়লে।

২১. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমুহের (মাঝে) এও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে (তোমাদের) সংগী সংগিনীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পারো, (উপরন্তু) তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও (পারস্পরিক) সৌহার্দয সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

২২. আকাশমালা ও যমীনের সৃষ্টি, তোমাদের পারস্পরিক ভাষা ও বর্ণ বৈচিত্র (নিঃসন্দেহে) তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমুহের মাঝে (এক একটি বড়ো নিদর্শন); অবশ্যই জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

২৩. তোমাদের রাত ও দিনের ঘুম, তোমাদের তাঁর দেয়া রেযেক তালাশ করাও তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমুহের অন্তর্ভুক্ত (একটি); অবশ্য এসব কিছুর মাঝে যে জাতি (আল্লাহর কথা) শোনে তাদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

২৪. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমুহের মাঝে এও একটি যে, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ (ও তার আলো) দেখান ভয় এবং আশা সঞ্চারের মাঝ দিয়ে (তা প্রতিভাত হয়), তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে যমীন একবার নির্জীব হয়ে যাওয়ার পর তাকে পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্য এতেও বোধশক্তিসম্পন্ন জাতির জন্যে (আল্লাহকে চেনার) অনেক নিদর্শন রয়েছে।

২৫. তাঁর নিদর্শনসমুহের মাঝে এও (একটি) যে, তাঁর আদেশেই আসমান যমীন (নিজ নিজ অবস্থানের ওপর) দাঁড়িয়ে আছে; (তোমরা এক সময় মাটির ভেতরে চলে যাবে) অতঃপর যখন তিনি তোমাদের (সে) মাটির (ভেতর) থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ডাক দেবেন, তখন (সে ডাক শোনামাত্রই) তোমরা বেরিয়ে আসবে।

২৬. (এ) আকাশমালা ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে তা তো (একান্তভাবে) তাঁর জন্যেই; সবকিছু তাঁর (আদেশেরই) অনুগত।

২৭. (তিনিই সেই মহান সত্তা) যিনি (গোটা) সৃষ্টি (জগত)-কে প্রথমবার পয়দা করেছেন, অতঃপর (কেয়ামতের দিন) তাকে আবার আবর্তিত করবেন, সৃষ্টির (প্রক্রিয়ায়) সে (কাজ)-টি তাঁর জন্যে খুবই সহজ; (কেননা) আসমানসমুহ ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তো তাঁর জন্যেই নির্ধারিত এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৮. (হে মানুষরা,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (বুঝার) জন্যে তোমাদের (নিত্যদিনের ঘটনা) থেকে উদাহরণ পেশ করছেন; (সে উদাহরণটির জিজ্ঞাস্য হচ্ছে,) আমি তোমাদের যে রেযেক দান করেছি তাতে কি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা সমভাবে অংশীদার? (এমন অংশীদার) যাতে করে তোমরা (এবং তারা) সমান হয়ে যেতে পারো (বলতে পারো), তোমরা কি তাদের (ব্যাপারে) ততোটুকু ভয় করো, যতোটুকু ভয় নিজেদের ব্যাপারে করো; (বস্তুত) এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে (আমার কথাগুলো) খুলে খুলে বর্ণনা করি।

২৯. কিন্তু যারা সীমালংঘনকারী, তারা অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে রেখেছে, সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন তাকে কে হেদায়াতের পথ দেখাতে পারে? এমন সব লোকদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।

৩০. অতএব (হে নবী), তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে (সঠিক) দ্বীনের ওপর কায়েম রাখো; আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতির ওপর (নিজেকে দাঁড় করাও), যার ওপর তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন (মনে রেখো); আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো রদবদল নেই; এ হচ্ছে সহজ (সরল) জীবন বিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না,

৩১. তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই অভিমুখী হও এবং শুধু তাঁকেই ভয় করো, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত হয়ো না,

৩২. (তাদের মাঝে এমনও আছে) যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং তারা নানা ফের্কায়ও পরিণত হয়ে গেছে; প্রত্যেক দলই নিজেদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা নিয়ে মত্ত আছে।

৩৩. মানুষদের যখন কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা (আল্লাহর) দিকে বিনয়ের সাথে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়ে তাদের মালিককে ডাকতে থাকে, অতঃপর যখন তিনি তাদের তাঁর দয়া (নেয়ামতের স্বাদ) উপভোগ করান, তখন সাথে সাথে তাদের একদল লোক তাদের মালিকের সাথে (অন্যদের) শরীক করতে শুরু করে,

৩৪. উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা কিছু (অনুগ্রহ) আমি তাদের দান করেছি তার (প্রতি) যেন অকৃতজ্ঞতা (-জনিত আচরণ) করতে পারে, সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও, অতঃপর অচিরেই তোমরা (তোমাদের কুফরীর ফলাফল) জানতে পারবে।

৩৫. কিংবা আমি কি তাদের ওপর এমন কোনো দলীল প্রমাণ পাঠিয়েছি যে, যে শেরেক এরা করে চলেছে তা (তাদের) এমন কথা বলে।

৩৬. আমি যখন মানুষদের অনুগ্রহ (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে (ভীষণ) খুশী হয়; আবার যখন তাদেরই (মন্দ) কাজের কারণে তাদের ওপর কোনো মসিবত পতিত হয় তখন তারা সাথে সাথেই নিরাশ হয়ে পড়ে।

৩৭. এরা কি এ বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখেনি, আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে চান তার রেযেক প্রসারিত করে দেন, আবার (যাকে চান তাকে) কম করে দেন; নিঃসন্দেহে যারা ঈমানদার, এতে (তাদের জন্যে) অনেক নিদর্শন রয়েছে।

৩৮. অতএব (হে ঈমানদার ব্যক্তি), তুমি আত্মীয় স্বজনকে তার অধিকার আদায় করে দাও, অভাবগ্রস্থ মোসাফেরদেরও (নিজ নিজ পাওনা বুঝিয়ে দাও), এ (বিষয়টি) তাদের জন্যে ভালো যারা (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনা করে, (আর সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সফলকাম।

৩৯. যা (কিছু ধন সম্পদ) তোমরা সুদের ওপর দাও, (তা তো এ জন্যেই দাও) যেন তা অন্য মানুষদের মালের সাথে (শামিল হয়ে) বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তা (কিন্তু মোটেই) বাড়ে না, অপরদিকে যে যাকাত তোমরা দান করো তা (যেহেতু একান্তভাবে) আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দান করো, তাই বরং বৃদ্ধি পায়, জেনে রেখো, এরাই হচ্ছে (সেসব লোক) যারা (যাকাতের মাধ্যমে) আল্লাহর দরবারে নিজেদের সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে নেয়।

৪০. আল্লাহ তায়ালা (সেই পরাক্রমশালী সত্তা) যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রেযেক দান করেছেন, তিনিই আবার তোমাদের মৃত্যু দেবেন, অতঃপর (কেয়ামতের দিন) তিনি তোমাদের (আবার) জীবন দেবেন; তোমরা যাদের (আল্লাহর সাথে) শরীক করে নিয়েছো তাদের কেউ কি এমন আছে, যে এর কোনো একটি কাজও করতে পারবে? (মুলত) তারা (আল্লাহর সাথে) যাদের শরীক বানায়, আল্লাহ তায়ালা তা থেকে অনেক পবিত্র, অনেক মহান।

৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে স্থলে (সর্বত্র আজ) বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, (মুলত) আল্লাহ তায়ালা তাদের কতিপয় কাজকর্মের জন্যে তাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে চান, সম্ভবত তারা (সেসব কাজ থেকে) ফিরে আসবে।

৪২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে ভ্রমণ করো এবং যারা আগে (এখানে মজুদ) ছিলো, (আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করায়) তাদের কি (পরিণতি) হয়েছিলো তা অবলোকন করো; (মুলত) তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো মোশরেক।

৪৩. অতএব (হে নবী), তুমি তোমার নিজেকে সত্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রাখো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (ভয়াবহ) দিনটি আসার আগে (পর্যন্ত), যা কেউই ফিরিয়ে রাখতে পারবে না, আর সেদিন যখন আসবে তখন (মোমেন ও কাফের) সবাই আলাদা হয়ে যাবে।

৪৪. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করলো, তার (এ) কুফরী (আযাব হিসেবে) তার ওপরই (এসে পড়বে, অপর দিকে) যে ব্যক্তি নেক আমল করলো, তারা (যেন এর মাধ্যমে) নিজেদের জন্যে (সুখ) শয্যা রচনা করলো,

৪৫. (মুলত) যারাই (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনবে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল করবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাদের (যথোপযুক্ত) বিনিময় দান করবেন; আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কখনো পছন্দ করেন না।

৪৬. তাঁর (মহান কুদরতের) নিদর্শনসমুহের মাঝে এও (একটি) যে, তিনি (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন, যাতে করে তিনি তোমাদের তাঁর অনুগ্রহের (স্বাদ) আস্বাদন করাতে পারেন, (উপরন্তু) তাঁর আদেশে (সমুদ্রে) জলযানগুলো যেন চলতে পারে এবং তোমরাও (এর মাধ্যমে) তাঁর (কাছ থেকে) রেযেক তালাশ করতে পারো এবং আশা করা যায়, তোমরা (এসব কিছুর জন্যে) তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

৪৭. (হে রসুল,) আমি তোমার আগে আরো রসুল তাদের জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (নবুওতের) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমুহ নিয়েও এসেছিলো (কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছে), অতঃপর যারা অপরাধ করেছে আমি তাদের কাছ থেকে (মর্মান্তিক) প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি; (কেননা, তাদের মোকাবেলায়) ঈমানদারদের সাহায্য করা ছিলো আমার ওপর কর্তব্য।

৪৮. আল্লাহ তায়ালা (সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা (এক সময়) মেঘমালা সঞ্চালিত করে, তারপর তিনি যেভাবে চান তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন, তাকে টুকরো টুকরো করেন, (এক পর্যায়ে) তুমি দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি (কণা) বেরিয়ে আসছে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকেই চান তার ওপরই তা পৌঁছে দেন, তখন তারা (এটা দেখে) ভীষণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যায়,

৪৯. অথচ এরাই (একটু আগে) তাদের ওপর (বৃষ্টি) নাযিলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ ছিলো!

৫০. তাকিয়ে দেখো আল্লাহ তায়ালার (অফুরন্ত) রহমতের প্রভাবের দিকে, কিভাবে তিনি যমীনকে একবার মরে যাওয়ার পর পুনরায় (শ্যামল ও) জীবন্ত করে তোলেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (এভাবে কেয়ামতের দিন) সব মৃতকে জীবন দান করবেন, কেননা তিনি সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

৫১. যদি আমি কখনো এমন বায়ু পাঠাতে শুরু করি, (যার ফলে) মানুষ ফসলকে হলুদ রঙের দেখতে পায়, তখন তারা আমার অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে শুরু করে।

৫২. (হে নবী,) মৃতকে তো তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবে না, না পারবে বধিরকে তোমার ডাক শোনাতে, (বিশেষ করে) যখন ওরা (তোমাকে দেখেই) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৫৩. তুমি অন্ধদের তাদের গোমরাহী থেকে (বের করে) সঠিক পথ দেখাতে পারবে না, তুমি তো কেবল এমন লোকদেরই (আমার কথা) শোনাতে পারবে যে আমার আয়াতসমুহের ওপর ঈমান আনে, কেননা এরাই হচ্ছে (নিবেদিত) মুসলমান।

৫৪. আল্লাহ তায়ালাই (হচ্ছেন সেই মহান সত্তা) যিনি তোমাদের দুর্বল করে পয়দা করেছেন, অতঃপর তিনি (এ) দুর্বলতার পর (দেহে) শক্তি সৃষ্টি করেছেন, আবার (তিনি এ) শক্তির পর (পুনরায়) দুর্বলতা ও বার্ধক্য সৃষ্টি করেছেন; (বস্তুত) তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ও সর্বজ্ঞ।

৫৫. যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন অপরাধী ব্যক্তিরা কসম খেয়ে বলবে, তারা তো (কবরে) মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি; (আসলে) এরা এভাবেই সত্যবিমুখ থেকেছে (এবং দ্বারে দ্বারে ঠোকর খেয়েছে)।

৫৬. কিন্তু সেসব লোক, যাদের যথার্থ জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে (না), তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার হিসাবমতো (কবরে) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্তই অবস্থান করে এসেছো, আর আজকের দিনই হচ্ছে (সেই প্রতিশ্রুত) পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা (এ দিনটাকে সঠিক বলে) জানতে না।

৫৭. সেদিন যালেমদের ওযর আপত্তি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, না তাদের আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে।

৫৮. (হে নবী,) আমি মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে এ কোরআনে সব ধরনের উদাহরণই পেশ করেছি; (তারপরও) যদি তুমি এদের কাছে কোনো আয়াত নিয়ে হাযির হও, তবুও এ কাফেররা বলবে, তোমরা (তো কতিপয়) বাতিলপন্থী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নও।

৫৯. এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, যারা (সত্য সম্পর্কে কিছুই) জানে না।

৬০. অতএব (হে নবী), তুমি ধৈর্য ধারণ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, যাদের (শেষ বিচার দিনের ওপর) আস্থা নেই, তারা যেন তোমাকে কখনোই (সত্য দ্বীন থেকে) বিচলিত করতে না পারে।

সুরা লোকমান

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৩৪ রুকু ৪

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. আলিফ-লা-ম-মী-ম,

২. এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ভ কেতাবের আয়াত,

৩. নেককার মানুষদের জন্যে (এ হচ্ছে) হেদায়াত ও রহমত,

৪. যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা শেষ বিচার দিনের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে;

৫. এ লোকগুলোই তাদের মালিকের পক্ষ থেকে (যথার্থ) হেদায়াতের ওপর রয়েছে, (মুলত) এরাই হচ্ছে সফলকাম।

৬. মানুষদের মাঝে এমন ব্যক্তিও আছে যে অর্থহীন ও বেহুদা গল্প কাহিনী খরিদ করে, যাতে করে সে (মানুষদের নিতান্ত) অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, সে একে হাসি, বিদ্রূপ, তামাশা হিসেবেই গ্রহণ করে; তাদের জন্যে অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

৭. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমুহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে আদৌ তা শুনতেই পায়নি, তার কান দুটি যেন বধির, তাকে তুমি কঠোর আযাবের সুসংবাদ দাও!

৮. নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতের (সমাহার) জান্নাতসমুহ।

৯. সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অতীব সত্য; তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১০. তিনি আসমানসমুহকে কোনো স্তম্ভ ছাড়াই পয়দা করেছেন, তোমরা তো তা দেখতেই পাচ্ছো তিনি যমীনে পাহাড়সমুহ স্থাপন করে রেখেছেন যাতে করে তা তোমাদের নিয়ে কখনো (একদিকে) ঢলে না পড়ে, (আবার) তাতে প্রত্যেক প্রকারের বিচরণশীল জন্তু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন; (হাঁ,) আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর (সে পানি দিয়ে) সেখানে আমি সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র উৎপাদন করিয়েছি।

১১. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি, অতঃপর তোমরা আমাকে দেখাও তো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে (যাদের তারা উপাসনা করে) তারা কি সৃষ্টি করেছে? (আসলেই) যালেমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

১২. আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার (নেয়ামতের) শোকর আদায় করো; (কেননা) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে সে তো তা করে তার নিজের (ভালোর) জন্যেই, (আর) যদি কেউ অকৃতজ্ঞতা (-জনক আচরণ) করে (তার জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী।

১৩. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন লোকমান তার ছেলেকে নসীহত করতে গিয়ে বললো, হে বৎস, আল্লাহ তায়ালার সাথে শেরেক করো না; (অবশ্যই) শেরেক হচ্ছে সবচাইতে বড়ো যুলুম।

১৪. আমি মানুষকে (তাদের) পিতা-মাতার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি (যেন তারা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, কেননা), তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর পরই সে (সন্তান) বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছে, তুমি (তোমার নিজের সৃষ্টির জন্যে) আমার শোকর আদায় করো এবং তোমার (লালন পালনের জন্যে) পিতা-মাতারও কৃতজ্ঞতা আদায় করো; (অবশ্য তোমাদের সবাইকে) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

১৫. যদি তারা উভয়ে তোমাকে এ বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে, তুমি আমার সাথে শেরেক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই, তাহলে তুমি তাদের দু'জনের (কারোই) কথা মানবে না, তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি অবশ্যই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তুমি কথা তো শুধু তারই শোনবে যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়ে আছে, অতঃপর তোমাদের আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের বলে দেবো তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কি কাজ করতে।

১৬. (লোকমান আরো বললো,) হে বৎস, যদি (তোমার) কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণ (ছোটোও) হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখন্ডের ভেতর কিংবা আসমানসমুহেও (লুকিয়ে) থাকে, অথবা (যদি তা থাকে) যমীনের ভেতরে, তাও আল্লাহ তায়ালা (সেদিন সামনে) এনে হাযির করবেন; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সুক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।

১৭. (লোকমান আরো বললো,) হে বৎস, তুমি নামায প্রতিষ্ঠা করো, মানুষদের ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো, তোমার ওপর কোনো বিপদ মসিবত এসে পড়লে তার ওপর ধৈর্য ধারণ করো; (বিপদে ধৈর্য ধারণ করার) এ কাজটি নিঃসন্দেহে একটি বড়ো সাহসিকতাপুর্ণ কাজ,

১৮. (হে বৎস,) কখনো অহংকারবশে তুমি মানুষদের জন্যে তোমার গাল ফুলিয়ে রেখে তাদের অবজ্ঞা করো না এবং (আল্লাহর) যমীনে কখনো ঔদ্ধত্যপুর্ণভাবে বিচরণ করো না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উদ্ধত অহংকারীকেই অপছন্দ করেন।

১৯. (হে বৎস, যমীনে চলার সময়) তুমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো, কেননা আওয়াযসমুহের মধ্যে সবচাইতে অপ্রীতিকর আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায।

২০. তোমরা কি (একথা কখনো) চিন্তা করে দেখোনি, যা কিছু আসমানসমুহে রয়েছে, যা কিছু রয়েছে যমীনের মধ্যে, আল্লাহ তায়ালা তা তোমাদের অধীন করে রেখেছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি তাঁর দেখা অদেখা যাবতীয় নেয়ামত পুর্ণ করে দিয়েছেন; (কিন্তু এ সত্ত্বেও) মানুষের মাঝে কিছু এমন আছে যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে (অর্থহীন) তর্ক করে, (তাদের কাছে) না আছে (তর্ক করার মতো) কোনো জ্ঞান, না আছে কোনো দীপ্তিমান গ্রন্থ!

২১. আর যখন তাদের বলা হয়, (আল্লাহ তায়ালা) যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো, (তখন) তারা বলে, আমরা কেবল সে বস্তুরই অনুসরণ করবো যার ওপর আমরা আমাদের বাপদাদাদের পেয়েছি; (কিন্তু) শয়তান যদি তাদের (বাপদাদাদের) জাহান্নামের আযাবের দিকে ডাকতে থাকে (তাহলেও কি এরা তাদের অনুসরণ করবে)?

২২. যদি কোনো ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজেকে (সম্পূর্ণ) সঁপে দেয়, (তাহলে) সে (যেন মনে করে এর দ্বারা) একটা মযবুত হাতল ধরেছে; (কেননা) যাবতীয় কাজকর্মের চূড়ান্ত পরিণাম আল্লাহ তায়ালার কাছে।

২৩. যদি কেউ কুফরী করে তবে তার কুফরী যেন (হে নবী,) তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ না করে; (কারণ) তাদের তো আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তাদের বলে দেবো, (দুনিয়ায়) তারা কি আমল করে এসেছে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে যা কিছু লুকায়িত আছে সে ব্যাপারে সম্যক অবগত রয়েছেন।

২৪. আমি তাদের স্বল্প সময়ের জন্যে কিছু জীবনোপকরণ দিয়ে রাখবো, অতঃপর আমি তাদের কঠিন আযাবের দিকে টেনে নিয়ে যাবো।

২৫. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে পয়দা করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে (হাঁ), আল্লাহ তায়ালাই (সৃষ্টি করেছেন); তুমি বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই বুঝে না।

২৬. আকাশমালা ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা (সবই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) অভাবমুক্ত এবং তিনি সমস্ত প্রশংসার মালিক।

২৭. যমীনের সমস্ত গাছ যদি কলম হয় এবং মহাসমুদ্রগুলোর সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে তা কালি হয়, তবুও আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কিত কথাগুলো লিখে শেষ করা যাবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের সৃষ্টি করা, তোমাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করা (মুলত আল্লাহ তায়ালার কাছে) একজন মানুষের সৃষ্টি ও তার পুনরুত্থানের মতোই; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং দেখেন।

২৯. তুমি কি চিন্তা করে দেখোনি, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান, আবার দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, (কিভাবে) তিনি সুর্য ও চন্দ্রকে (তাঁর হুকুমের) অধীন করে রাখেন, প্রত্যেক (গ্রহ উপগ্রহই আপন কক্ষপথে) এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে, নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

৩০. এটাই (চূড়ান্ত), যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সত্য, (তাই) তাঁকে ছাড়া এরা অন্য যা কিছুকেই ডাকুক না কেন তা বাতিল (বলে গণ্য হবে), মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি সুউচ্চ ও অতি মহান।

৩১. তুমি কি (এটা) লক্ষ্য করোনি, (উত্তাল) সাগরে (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেই জলযান ভেসে চলেছে, যাতে করে তিনি (এর মাধ্যমে) তোমাদের তাঁর (সৃষ্টি বৈচিত্রের) নিদর্শনসমূহ দেখাতে পারেন; অবশ্যই প্রতিটি ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

৩২. যখন (সমুদ্রের) তরঙ্গমালা চাঁদোয়ার মতো হয়ে তাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে; দ্বীন একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যেই নিবেদন করে, অতঃপর যখন আমি তাদের ভূখন্ডে এনে উদ্ধার করি তখন তাদের কিছু লোক বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝামাঝি অবস্থান করে; অবশ্য যখন স্থলভাগে পৌঁছে দেই (মুলত) বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউই আমার নিদর্শনসমুহ অস্বীকার করে না!

৩৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো এবং এমন একটি দিনকে ভয় করো, যেদিন কোনো পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করবে না, না কোনো সন্তান তার পিতার পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করতে পারবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, সুতরাং (হে মানুষ), এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কোনোরকম প্রতারিত করতে না পারে এবং প্রতারক (শয়তানও) যেন কখনো তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো ধোকা দিতে না পারে।

৩৪. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে কেয়ামতের (সময়) জ্ঞান আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, (সন্তানের) শুক্রকীটের মাঝে (তার বুদ্ধি, জ্ঞান, মেধা ও জীবনের ভাগ্যলিপি সক্রান্ত) যা কিছু (মজুদ) রয়েছে তা তিনি জানেন, কোনো মানুষই বলতে পারে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে; না কেউ এ কথা বলতে পারে যে, কোন যমীনে সে মৃত্যুবরণ করবে; নিঃসন্দেহে (এ তথ্যগুলো একমাত্র) আল্লাহ তায়ালাই জানেন, (তিনি) সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

সুরা আস সাজদা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৩০ রুকু ৩

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. আলিফ-লা-ম-মী-ম,

২. সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কেতাবের অবতরণ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই;

৩. তারা কি একথা বলতে চায় যে, এ (কেতাব)-টা সে (ব্যক্তি) রচনা করে নিয়েছে? (না)বরং এ হচ্ছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (নাযিল করা) একটি সত্য (কেতাব, আমি এটা এজন্যে নাযিল করেছি), যাতে করে এর দ্বারা তুমি এমন এক জাতিকে (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করে দিতে পারো, যাদের কাছে (নিকট অতীতে) তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি, সম্ভবত তারা হেদায়াত লাভ করতে পারে।

৪. আল্লাহ তায়ালা; যিনি আকাশমালা, যমীন ও উভয়ের মাঝে অবস্থিত (সবকিছু) ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন; (তিনি ছাড়া) তোমাদের কোনো অভিভাবক কিংবা সুপারিশকারী নেই; এর পরও কি তোমরা বুঝতে পাচ্ছো না!

৫. আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সবকিছু তিনিই পরিচালনা করেন, তারপর (সবকিছুকে) তিনি ওপরের দিকে নিয়ে যাবেন (এমন) এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর।

৬. তিনিই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু,

৭. যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সুন্দর (ও নিখুঁত) করেই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির সুচনা করেছেন মাটি থেকে,

৮. অতঃপর তিনি তার বংশধরদের তুচ্ছ তরল একটি পদার্থের নির্যাস থেকে বানিয়েছেন,

৯. পরে তিনি তাকে ঠিকঠাক করলেন এবং তার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের কাছ থেকে 'রূহ' ফুঁকে দিলেন এবং তোমাদের জন্যে (তাতে) কান, চোখ ও অন্তকরণ দান করলেন; তোমাদের খুব কম লোকই (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) শোকর কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

১০. (আল্লাহ তায়ালাকে যারা অস্বীকার করে) তারা বলে, আমরা (মৃত্যুর পর) যখন মাটিতে মিশে যাবো তারপরও আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করা হবে? (মুলত) এরা তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাৎকারের বিষয়টিকেই অস্বীকার করে।

১১. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, জীবন হরণের ফেরেশতা, যাকে তোমাদের (মৃত্যুর) ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, (অচিরেই) তোমাদের জান কবয করে নেবে, অতঃপর তোমাদের সবাইকেই মালিকের দরবারে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

১২. (হে নবী,) যদি তুমি (সে দৃশ্য) দেখতে, যখন অপরাধীরা নিজেদের মালিকের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে (এবং বলতে থাকবে), হে আমাদের মালিক, আমরা (তো আজ সবকিছুই) দেখলাম এবং (তোমার সিদ্ধান্তের কথাও) শোনলাম, অতএব তুমি আমাদের আরেকবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, নিশ্চয়ই আমরা (এখন) পুর্ণ বিশ্বাসী।

১৩. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) আমি চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়াত দিয়ে দিতাম, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে সে ঘোষণা আজ সত্য প্রমাণিত হলো যে, আমি মানুষ ও জ্বিনদের মধ্য থেকে (এদের) সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পুর্ণ করবো।

১৪. অতঃপর (ওদের বলা হবে,) যাও, তোমরা জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করো, যেভাবে তোমরা আজকের এ সাক্ষাৎকারের কথা ভুলে গিয়েছিলে, আমিও (তেমনি আজ) তোমাদের ভুলে গেলাম, যাও, তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসেবে (জাহান্নামের) চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করো।

১৫. আমার আয়াতসমুহের ওপর তারাই ঈমান আনে, যখন তাদের (আয়াত দ্বারা) উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সাথে সাথেই সাজদাবনত হয়ে পড়ে, উপরন্তু তারা তাদের মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং নিজেরা অহংকার করে না।

১৬. তাদের পার্শ্বদেশ (রাতের বেলায়) বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা (নিশুতি রাতে আযাবের) ভয়ে এবং (জান্নাতের) আশায় তাদের মালিককে ডাকে, তদুপরি আমি তাদের যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

১৭. কোনো মানুষই জানে না, কি ধরনের নয়ন প্রীতিকর (বিনিময়) তাদের জন্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, (মুলত) তা হবে তাদের কাজের (যথার্থ) পুরস্কার।

১৮. যে ব্যক্তি মোমেন, সে নাফরমান ব্যক্তির মতো হয়ে যাবে? (না,) এরা কখনো এক সমান হতে পারে না।

১৯. অতএব, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে (সুরম্য) জান্নাতে বাসস্থান হবে, এ মেহমানদারী হবে তাদের (নেক) কাজের পুরস্কার, যা তারা করে এসেছে।

২০. যারা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করবে তাদের বাসস্থান হবে (জাহান্নামের) আগুন; যখনি তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চষ্টো করবে, তখনি তাদের (ধাক্কা দিয়ে) তার ভেতরে ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, যাও, আগুনের সে আযাব ভোগ করে নাও, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে!

২১. (জাহান্নামের) বড়ো আযাবের আগে আমি অবশ্যই তাদের (দুনিয়ার) ছোটোখাটো আযাবও আস্বাদন করাবো (এ আশায়), হয়তো বা এতে করে তারা আমার দিকে ফিরে আসবে।

২২. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে ব্যক্তিকে তার মালিকের আয়াতসমুহ দ্বারা নসীহত করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; অবশ্যই আমি নাফরমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবো।

২৩. (হে নবী, তোমার আগে) আমি মুসাকেও কেতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার (আল্লাহর) সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিতে কোনোরকম সন্দেহ করো না, (আমি যে কেতাব তাকে দিয়েছি) তা আমি বনী ইসরাঈলদের জন্যে পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিয়েছিলাম,

২৪. আমি তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমারই আদেশে মানুষদের হেদায়াত করতো, যখন তারা (অত্যাচারের সামনে কঠোর) ধৈর্য ধারণ করেছে, (সর্বোপরি) তারা ছিলো আমার আয়াতের ওপর একান্ত বিশ্বাসী।

২৫. অবশ্যই (হে নবী), তোমার মালিক কেয়ামতের দিন সেসব কিছুর ফয়সালা করে দেবেন যে সব বিষয়ে তারা দুনিয়ায় মতবিরোধ করে বেড়াতো।

২৬. (হে নবী,) তোমার জাতির লোকদের কি এ থেকেও হেদায়াত আসেনি যে, আমি তাদের আগে কতো জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসস্থানসমুহের মাঝ দিয়েই তারা (সব সময়) চলাফেরা করে; অবশ্যই এতে তাদের (আল্লাহ তায়ালাকে জানা ও চেনার) জন্যে অনেকগুলো নিদর্শন রয়েছে; এরপরও কি এরা শোনবে না!

২৭. ওরা কি লক্ষ্য করে দেখে না, আমি (কিভাবে) উর্বর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করি এবং (পরে) তারই সাহায্যে আমি সে ভূমি থেকে ফসল বের করে আনি, যা থেকে তাদের গৃহপালিত জন্তুগুলো যেমনি খাবার গ্রহণ করে, তেমনি খায় তারা নিজেরাও, এ সত্ত্বেও কি এরা (আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের চিহ্ন) দেখতে পায় না?

২৮. তারা বলে, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে সে বিজয়ের ক্ষণটি কখন আসবে (যার কথা বলে তোমরা আমাদের ভয় দেখাচ্ছো)।

২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, যারা কুফরী করেছে, বিচারের দিন তাদের ঈমান কোনোই কাজে আসবে না, না তাদের কোনো রকম অবকাশ দেয়া হবে!

৩০. অতএব (হে নবী,) তুমি এদের (এসব কথাবার্তা) থেকে বিমুখ থাকো এবং তুমি (শেষ দিনের) অপেক্ষা করো, নিঃসন্দেহে তারাও (সেদিনের) অপেক্ষা করছে।

সুরা আল আহযাব
মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ৭৩ রুকু ৯

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হে নবী, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ কুশলী,

২. তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু ওহী নাযিল হয় তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন,

৩. তুমি (শুধু) আল্লাহ তায়ালার ওপরই নির্ভর করো; চূড়ান্ত কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই (তোমার জন্যে) যথেষ্ট।

৪. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের জন্যে তার বুকে দুটো অন্তর পয়দা করেননি, না তিনি তোমাদের সঙ্গীদের, যাদের সাথে তোমরা (তোমাদের মায়েদের তুলনা করে) 'যেহার' করো, তাদের সত্যি সত্যি তোমাদের মা বানিয়েছেন, (একইভাবে) তিনি তোমাদের পালক পুত্রকেও তোমাদের পুত্র বানাননি; (আসলে) এগুলো হচ্ছে (নিছক) তোমাদের মুখেরই কথা; সত্য কথা তো আল্লাহ তায়ালাই বলেন এবং তিনিই তোমাদের পথ প্রদর্শন করেন।

৫. (হে ঈমানদাররা,) তোমরা (যাদের পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছো) তাদের পিতার পরিচয়েই ডাকো, এটাই আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সংগত, যদি তোমরা তাদের পিতা কারা সে পরিচয় না জানো, তাহলে (মনে করবে) তারা তোমাদেরই দ্বীনী ভাই ও তোমাদেরই দ্বীনী বন্ধু; এ ব্যাপারে (আগে) যদি তোমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাতে তোমাদের জন্যে কোনো গুনাহ নেই, তবে যদি তোমাদের মন ইচ্ছা করে এমন কিছু করে (তাহলে তোমরা গুনাহগার হবে); নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৬. আল্লাহর নবী মোমেনদের কাছে তাদের নিজেদের চাইতেও বেশী প্রিয় এবং নবীর সঙ্গীরা হচ্ছে তাদের মা (সমান, কিন্তু); আল্লাহর কেতাব অনুযায়ী (যারা) আত্মীয় স্বজন (তারা) সব মোমেন মোহাজের ব্যক্তির চাইতে একজন আরেকজনের বেশী নিকটতর, অবশ্য তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে কিছু সদাচরণ করতে চাও; এ সব কথা আল্লাহ তায়ালার কেতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৭. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন আমি নবী রসুলদের কাছ থেকে (আমার বিধান পৌঁছে দেয়ার) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, (প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম) তোমার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মুসা এবং মারইয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও, এদের কাছ থেকে আমি (দ্বীন পৌঁছানোর) পাকাপোক্ত ওয়াদা নিয়েছিলাম,

৮. যাতে করে (তাদের মালিক কেয়ামতের দিন) এসব সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৯. হে (মানুষ), তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদের ওপর আল্লাহ তায়ালার (সে) অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুসৈন্য তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো, অতঃপর আমি তাদের ওপর এক প্রচন্ড বায়ু প্রেরণ করেছি এবং (তাদের কাছে) পাঠিয়েছি এমন সব সৈন্য, যাদের তোমরা কখনো দেখতে পাওনি; তোমরা তখন যা কিছু করছিলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা দেখছিলেন,

১০. যখন তারা তোমাদের ওপর থেকে, তোমাদের নীচ থেকে তোমাদের ওপর (হামলা করার জন্যে) আসছিলো, যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু বিস্ফরিত হয়ে পড়েছিলো, প্রাণ হয়ে পড়েছিলো কণ্ঠাগত এবং (আল্লাহর সাহায্যে বিলম্ব দেখে) তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানা রকমের ধারণা করতে লাগলে!

১১. সে (বিশেষ) সময়ে ঈমানদাররা চরমভাবে পরীক্ষিত এবং তারা মারাত্মকভাবে কম্পিত হয়ে পড়েছিলো।

১২. সে সময় মোনাফেক এবং যাদের মনে (সন্দেহের) ব্যাধি ছিলো তারা বলতে লাগলো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা (মুলত) প্রতারণা বৈ কিছুই ছিলো না।

১৩. (বিশেষ করে,) যখন তাদের একটি দল (এসে) বললো, হে ইয়াসরেবের অধিবাসীরা, (আজ শত্রুবাহিনীর সামনে) তোমাদের দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা নেই, অতএব তোমরা ফিরে যাও, (এমনকি) তাদের একাংশ (তোমার কাছে এই বলে) অনুমতিও চাইছিলো যে, আমাদের বাড়ীঘরগুলো সবই অরক্ষিত রয়েছে (তাই আমরা ফিরে যেতে চাই), অথচ (আল্লাহ তায়ালা জানেন) তা অরক্ষিত ছিলো না; (আসলে ময়দান থেকে) এরা শুধু পালাতে চেয়েছিলো।

১৪. যদি শত্রুদল নগরীর চারপাশ থেকে ওদের ভেতর প্রবেশ করতো এবং (যারা মোনাফেক) তাদের যদি (বিদ্রোহের) ফেতনা খাড়া করার জন্যে বলতো, তবে তারা নির্দ্বিধায় তাও মেনে নিতো, এ ব্যাপারে তারা মোটেই বিলম্ব করতো না।

১৫. অথচ এ লোকেরাই ইতিপুর্বে আল্লাহ তায়ালার সাথে ওয়াদা করেছিলো, তারা (কখনো ময়দান থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না (তাদের জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালার (সাথে সম্পাদন করা) ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৬. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, যদি তোমরা মৃত্যু থেকে পালাতে চাও অথবা (কেউ তোমাদের) হত্যা (করবে এ কারণে পালাতে চাও), তাহলে এই পালানো তোমাদের কোনোই উপকার দেবে না, (আর যদি কোনোরকম পালিয়ে যেতে সক্ষমও হও) তাহলেও তো সামান্য কয়দিনের উপকারই ভোগ করতে দেয়া হবে মাত্র।

১৭. (হে নবী,) যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কোনো অমঙ্গল করতে চান অথবা চান তোমাদের কোনো মঙ্গল করতে তাহলে (এ উভয় অবস্থায়) তুমি বলো, এমন কে আছে যে তোমাদের আল্লাহ তায়ালা (-র সিদ্ধান্ত) থেকে বাঁচাতে পারবে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতিরেকে এরা (সেদিন) না পাবে কোনো অভিভাবক, না পাবে কোনো সাহায্যকারী;

১৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব (মোনাফেক) লোকদের চেনেন, যারা (অন্যদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে) বাধা দেয় এবং তাদের ভাই বন্ধুদের বলে, তোমরা আমাদের কাছে এসে যাও, (আসলে) ওদের অল্প সংখ্যক লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে!

১৯. (যে কয়জন এসেছে তারাও) তোমাদের (বিজয়ের) ওপর কুণ্ঠিত থাকে, অতঃপর যখন (তোমাদের ওপর) কোনো বিপদ আসে, তখন তুমি তাদের দেখবে তারা চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোনো ব্যক্তির ওপর মৃত্যু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু (যখন তোমরা বিজয় লাভ করো) তখন এরাই (গনীমতের) সম্পদের ওপর লোভী হয়ে তোমাদের সাথে বাকচাতুরী শুরু করে; (আসলে) এ লোকগুলো কিন্তু কখনো ঈমান আনেনি, আল্লাহ তায়ালা (তাই) ওদের সব কাজই বিনষ্ট করে দিয়েছেন; আর এ কাজটা তো আল্লাহ তায়ালার জন্যে অত্যন্ত সহজ।

২০. (অবরোধ প্রত্যাহার সত্ত্বেও) এরা মনে করে (এখনো) শত্রু বাহিনী চলে যায়নি এবং শত্রুপক্ষ যদি (আবার) এসে চড়াও হয়, তখন এরা মনে করবে, কতো ভালো হতো যদি তারা (মরুভূমির) বেদুঈনদের সাথে (ওখানেই) থেকে যেতে পারতো এবং (সেখানে বসেই ফিরে আসা নিরাপদ কিনা) তোমাদের এ খবর নিতে পারতো, যদিও এরা (এখনও) তোমাদের মাঝে আছে, (কিন্তু) এরা খুব কম লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।

২১. (হে মুসলমানরা,) তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রসুলের (জীবনের) মাঝে (অনুকরণযোগ্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের (মুক্তির) আশা করে, (সর্বোপরি) সে বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে;

২২. (খাঁটি) ঈমানদাররা যখন (শত্রু) বাহিনীকে দেখলো, তখন তারা বলে উঠলো, এ তো হচ্ছে তাই, যার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল আমাদের কাছে আগেই করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল অবশ্যই সত্য কথা বলেছেন, (এ ঘটনার ফলে) তাদের ঈমান ও আনুগত্যের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেলো;

২৩. ঈমানদারদের মাঝে কিছু লোক তো এমন রয়েছে যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে (জীবনবাজির) যে ওয়াদা করেছিলো তা সত্য প্রমাণ করলো, তাদের কিছু সংখ্যক (মানুষ) তো নিজের কোরবানী পুর্ণ (করে শাহাদাত লাভ) করলো, আর কেউ এখনো (শাহাদাতের) অপেক্ষা করছে, তারা তাদের (আসল) লক্ষ্য কখনো পরিবর্তন করেনি,

২৪. (যুদ্ধ তো এ জন্যেই যে,) এতে করে সত্যবাদীদের আল্লাহ তায়ালা তাদের সত্যবাদিতার পুরস্কার দেবেন, আর মোনাফেকদের তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন কিংবা তিনি তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু,

২৫. আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের তাদের (যাবতীয়) ক্রোধসহ (এমনিই মদীনা থেকে) ফিরিয়ে দিলেন, (এ অভিযানে) তারা কোনো কল্যাণই লাভ করতে পারেনি; আল্লাহ তায়ালাই (এ) যুদ্ধে মোমেনদের জন্যে যথেষ্ট প্রমাণিত হলেন; (মুলত) আল্লাহ তায়ালা প্রবল শক্তিমান ও পরাক্রমশালী,

২৬. আহলে কেতাবদের মধ্যে যারা (এ যুদ্ধে) তাদের সাহায্য করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরও দুর্গ থেকে অবতরণ করালেন এবং তাদের অন্তরে (মুসলমানদের সম্পর্কে এমন) ভীতির সঞ্চার করালেন যে, (আজ) তোমরা (তাদের) এক দলকে হত্যা করছো, আরেক দলকে বন্দী করছো,

২৭. তিনি তোমাদের তাদের যমীন, বাড়ীঘর ও সহায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন, (আল্লাহ তায়ালা এর ফলে তোমাদের) এমন সব ভূখন্ডেরও (অধিকারী বানিয়ে দিলেন) যেখানে তোমরা এখনো কোনো (সামরিক) অভিযান পরিচালনাই করোনি; (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপর (একক) ক্ষমতাবান।

২৮. হে নবী, তুমি তোমার সঙ্গীদের বলো, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভোগবিলাস কামনা করো তাহলে এসো, আমি তোমাদের (তার কিছু অংশ) দিয়ে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই।

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসুল ও পরকাল কামনা করো তাহলে (জেনে রেখো), তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৩০. হে নবীপত্নীরা, তোমাদের মধ্যে যারা খোলাখুলি কোনো অশ্লীল কাজ করবে, তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেয়া হবে; আর এ কাজ আল্লাহ তায়ালার জন্যে অত্যন্ত সহজ।

পারা ২২

৩১. তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, এর সাথে সে নেক কাজও করবে, আমি তাকে দু'বার তার কাজের পুরস্কার দান করবো, আমি (পরকালে) তার জন্যে সম্মানজনক রেযেক প্রস্তুত করে রেখেছি।

৩২. হে নবীপত্নীরা, তোমরা অন্যান্য নারীদের মতো (সাধারণ নারী) নও, যদি তোমরা (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তাহলে (অন্য পুরুষদের সাথে) কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন করো না, (যদি এমন করো) তাহলে যার অন্তরে কোনো ব্যাধি আছে সে তোমার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে, (তবে) তোমরা (সর্বদাই) নিয়মমাফিক কথাবার্তা বলবে,

৩৩. তোমরা ঘরে অবস্থান করবে, পুর্বেকার জাহেলিয়াতের যমানার (নারীদের) মতো নিজেদের প্রদর্শনী করে বেড়াবে না, তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে; আল্লাহ তায়ালা (মুলত) এসব কিছুর মাধ্যমে নবী পরিবার (তথা) তোমাদের মাঝ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দুর করে (তোমাদের) পাক সাফ করে দিতে চান,

৩৪. তোমাদের ঘরে আল্লাহ তায়ালার কেতাবের আয়াত ও তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের যেসব কথা তেলাওয়াত করা হয় তা স্মরণ রেখো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সুক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সম্যক অবগত।

৩৫. মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারী, মোমেন পুরুষ মোমেন নারী, ফরমাঁবর্দার পুরুষ ফরমাঁবর্দার নারী, সত্যবাদী পুরুষ সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ রোযাদার নারী, যৌন অংগসমুহের হেফাযতকারী পুরুষ (এ অংগসমুহের) হেফাযতকারী নারী, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ স্মরণকারী নারী (নিঃসন্দেহে) এদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন।

৩৬. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল যখন কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোনো মোমেন পুরুষ ও কোনো মোমেন নারীর তাদের সে ব্যাপারে নিজেদের কোনো রকম এখতিয়ার থাকবে না (যে তারা তাতে

কোনো রদবদল করবে); যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের নাফরমানী করবে, সে নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে;

৩৭. (হে নবী, তুমি স্মরণ করো), যখন তুমি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলছিলে, যার ওপর আল্লাহ তায়ালা বিরাট অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও (নিজের পুত্র বানিয়ে) যার ওপর অনুগ্রহ করেছো (তুমি তাকে বলেছিলে), তুমি তোমার সঙ্গীকে (বিয়ের বন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, (কিন্তু এ পর্যায়ে) তোমার মনের ভেতরে যে কথা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে আল্লাহ তায়ালা পরে তা প্রকাশ করে দিলেন, (আসলে তোমার পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা সঙ্গীকে বিয়ে করার ব্যাপারে) তুমি মানুষদের (কথাকেই) ভয় করছিলে, অথচ (তুমি জানো) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার বেশী হকদার; অতঃপর (এক সময়) যখন যায়দ তার (সঙ্গীর) কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন শেষ করে (তাকে তালাক দিয়ে) দিলো, তখন আমি তোমার সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন করে দিলাম, যাতে করে (ভবিষ্যতে) মোমেনদের ওপর তাদের পালক পুত্রদের সঙ্গীদের বিয়ের মাঝে (আর) কোনো সংকীর্ণতা (অবশিষ্ট) না থাকে, (বিশেষ করে) তারা যখন তাদের সঙ্গীদের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজন শেষ করে (তাদের তালাক দিয়ে) দেয়, (আর সর্বশেষে) আল্লাহ তায়ালার আদেশই কার্যকর হবে।

৩৮. আল্লাহ তায়ালা নবীর জন্যে যে ফয়সালা করে দিয়েছেন, সে (ব্যাপারে) নবীর ওপর কোনো বিধি নিষেধ নেই; আগের (নবীদের) ক্ষেত্রেও এ ছিলো আল্লাহ তায়ালার বিধান; আর আল্লাহ তায়ালার বিধান তো (আগে থেকেই) নির্ধারিত হয়ে আছে,

৩৯. যারা (মানুষদের কাছে) আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌঁছে দিতো, তারা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করতো, তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকেই ভয় করতো না; (কেননা মানুষের) হিসাব নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

৪০. হে মানুষ (তোমরা জেনে রেখো), মোহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে তো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার রসুল এবং নবীদের সিলমোহর (শেষনবী), আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে অবগত রয়েছেন।

৪১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করো,

৪২. এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমরা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।

৪৩. তিনিই (মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি) তোমাদের ওপর অনুগ্রহ (বর্ষণ) করেন, তাঁর ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা চেয়ে তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন), যাতে করে (আল্লাহ) তোমাদের অন্ধকার থেকে (ইসলামের) আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মোমেনদের জন্যে পরম দয়ালু।

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন মহান আল্লাহর দরবারে তাদের সালাম দ্বারা অভিবাদন করা হবে, তিনি তাদের জন্যে (এক) সম্মানজনক পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৪৫. হে নবী, আমি তোমাকে (হেদায়াতের) সাক্ষী (বানিয়ে) পাঠিয়েছি, (তোমাকে) বানিয়েছি (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী, ৪৬. আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে তুমি হচ্ছো আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও (হেদায়াতের) এক সুস্পষ্ট প্রদীপ।

৪৭. (অতএব) তুমি মোমেনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক মহাঅনুগ্রহ রয়েছে।

৪৮. কখনো কাফের ও মোনাফেকদের কথা শোনো না, তাদের যাবতীয় নির্যাতন উপেক্ষা করে চলো, আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করো; (কেননা) কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

৪৯. হে মোমেনরা, যখন তোমরা মোমেন রমণীদের বিয়ে করো, অতঃপর (কোনো রকম) স্পর্শ করার আগেই তাদের তালাক দাও, তাহলে (এমতাবস্থায়) তাদের ওপর কোনো ইদ্দত (বাধ্যতামুলক) নয় যে, তোমরা তা গুনতে শুরু করবে, তবু তোমরা তাদের কিছু দিয়ে দেবে এবং (সৌজন্যের সাথেই) তাদের বিদায় করে দেবে।

৫০. হে নবী, আমি তোমার জন্যে সেসব সঙ্গীদের হালাল করেছি, যাদের তুমি (যথার্থ) মোহর আদায় করে দিয়েছো (সেসব মহিলাও তোমার জন্যে আমি হালাল করেছি), যারা তোমার অধিকারভুক্ত, যাদের আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দান করেছেন এবং তোমার চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে, (তা ছাড়া রয়েছে) সে মোমেন নারী, যে (কোনো কিছু ছাড়াই) নিজেকে নবীর জন্যে নিবেদন করবে এবং নবী চাইলে তাকে বিয়ে করবে, এ বিশেষ (অনুমতি শুধু) তোমার জন্যে, অন্য মোমেনদের জন্যে নয়; (সাধারণ) মোমেনদের সঙ্গী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে আমি তাদের ওপর যে বিধি বিধান নির্ধারণ করেছি, তা অবশ্য আমি (ভালো করেই) জানি, (তোমার ব্যাপারে এ সুবিধা আমি এ জন্যেই দিয়েছি) যেন তোমার ওপর কোনো ধরনের সংকীর্ণতা না থাকে; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৫১. (তোমার জন্যে আরেকটি অতিরিক্ত সুবিধা হচ্ছে,) তুমি ইচ্ছা করলে তাদের মধ্য থেকে কাউকে (নিজের কাছ থেকে) দুরে রাখতে পারো, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের কাছেও রাখতে পারো; যাকে তুমি দুরে রেখেছো তাকে যদি (পুনরায়) তুমি (নিজের কাছে) রাখতে চাও, তাতেও তোমার ওপর কোনো গুনাহ নেই; এ (বিশেষ সুযোগ তোমাকে) এ জন্যেই দেয়া হয়েছে যেন এতে করে ওদের চক্ষু শীতল থাকে, তারা (অযথা) দুঃখ না পায় এবং তুমি ওদের যা দেবে তাতেই যেন ওরা সবাই সন্তুষ্ট থাকতে পারে; তোমাদের মনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা (ভালো করেই) জানেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও পরম সহনশীল।

৫২. (হে নবী, এর বাইরে) তোমার জন্যে বৈধ নয় যে, তুমি তোমার (বর্তমান) সঙ্গীদের বদলে (অন্য নারীদের সঙ্গীরূপে) নেবে, যদিও সেসব নারীর সৌন্দর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে, অবশ্য তোমার অধিকারভুক্ত দাসীরা (এ বিধি নিষেধের) ব্যতিক্রম, স্মরণ রাখবে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

৫৩. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না, অবশ্য যখন তোমাদের খাওয়ার জন্যে (আসার) অনুমতি দেয়া হয় (তাহলে) সে অবস্থায় এমন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রবেশ করো, যাতে তোমাদের (খাওয়ার জন্যে) অপেক্ষা করতে না হয়, কিন্তু কখনো যদি তোমাদের ডাকা হয় তাহলে (সময়মতোই) প্রবেশ করো, অতঃপর যখন খাবার (গ্রহণ) শেষ করে ফেলবে তখন সাথে সাথে (সেখান থেকে) চলে যেয়ো এবং (সেখানে কোনো অর্থহীন) কথাবার্তায় নিমগ্ন হয়ো না; তোমাদের এ বিষয়টি নবীকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের (এ কথা বলতে) লজ্জাবোধ করে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সত্য বলতে মোটেই লজ্জাবোধ করেন না; (হ্যাঁ,) তোমাদের যদি নবীপত্নীদের কাছ থেকে কোনো জিনিসপত্র চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিয়ো, এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরকে পাক সাফ রাখার জন্যে অধিকতর উপযোগী; তোমাদের কারো জন্যেই এটা বৈধ নয় যে, তোমরা আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেবে (না এটা তোমাদের জন্যে বৈধ যে), তোমরা তাঁর পরে কখনো তাঁর

সঙ্গীদের বিয়ে করবে, এটা আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি বড়ো (অপরাধের) বিষয়। ৫৪. তোমরা কোনো জিনিস প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো, আল্লাহ তায়ালা (তা) সবই জানেন, তিনি অবশ্যই সর্বজ্ঞ।

৫৫. (যারা নবীপত্নী), তাদের ওপর তাদের পিতা, ছেলে, ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে, (সব সময়ে আসা যাওয়া করা) মহিলারা এবং নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসীদের (সামনে আসা ও তাদের কাছ থেকে পর্দা না করার) ব্যাপারে কোনো অপরাধ নেই, (হে নবীপত্নীরা), তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

৫৬. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরূদ পাঠান; (অতএব) হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরাও নবীর ওপর দরূদ পাঠাতে থাকো এবং (তাঁকে) উত্তম অভিবাদন (পেশ) করো।

৫৭. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয় তাদের ওপর দুনিয়া আখেরাত (উভয় জায়গায়ই) আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেন, (কেয়ামতের দিন) তিনি তাদের জন্যে অপমানজনক আযাব ঠিক করে রেখেছেন।

৫৮. যারা মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের কষ্ট দেয় তেমন ধরনের কিছু (দোষ) তারা না করা সত্ত্বেও, (যারা এমনটি করে) তারা তো (মুলত) মিথ্যা ও স্পষ্ট অপবাদের বোঝাই বহন করে চলে।

৫৯. হে নবী, তুমি তোমার সঙ্গী, মেয়ে ও সাধারণ মোমেন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের চাদর (থেকে কিয়দংশ) নিজেদের ওপর টেনে দেয়, এতে করে তাদের চেনা (অনেকটা) সহজ হবে এবং তাদের কোনোরকম উত্ত্যক্ত করা হবে না, (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৬০. মোনাফেক দল, (তাদের সাথে) যাদের অন্তরে কুফরীর ব্যাধি রয়েছে ও যারা মদীনায় (তোমার বিরুদ্ধে) গুজব রটনা করে বেড়ায়, তারা যদি (তাদের নোংরা কার্যকলাপ থেকে) বিরত না হয়, তাহলে (হে নবী), আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাদের ওপর প্রবল করে (বসিয়ে) দেবো, অতঃপর এরা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হিসেবে সামান্য কিছু দিনই থাকতে পারবে,

৬১. (এরপরও এখানে যারা থেকে যাবে তারা) থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, অতঃপর তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং (বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে) তাদের মৃতু দন্ডে দন্ডিত করা হবে।

৬২. (তোমার) আগে (বিদ্রোহী হিসেবে) যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারেও এ ছিলো আল্লাহ তায়ালার নীতি, আল্লাহ তায়ালার এ নিয়মে তুমি কখনো কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না।

৬৩. মানুষরা তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি (তাদের) বলো, তার জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে; (হে নবী,) তুমি এ বিষয়টি কি করে জানবে? সম্ভবত কেয়ামত খুব নিকটেই (এসে গেছে)!

৬৪. তবে (কেয়ামত যখনই আসুক) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের ওপর (আগেই) অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের শাস্তির জন্যে প্রজ্বলিত আগুনের শিখাও প্রস্তুত করে রেখেছেন,

৬৫. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, (সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে) তারা কোনো রকম অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না,

৬৬. সেদিন তাদের (চেহারাসমুহ) ওলট পালট করে (প্রজ্বলিত) আগুনে রাখা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়, (কতো ভালো হতো) যদি আমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসুলের আনুগত্য করে আসতাম।

৬৭. তারা (সেদিন আরো) বলবে, হে আমাদের মালিক, (দুনিয়ার জীবনে) আমরা আমাদের নেতা ও বড়োদের কথাই মেনে চলেছি, তারাই আমাদের তোমার পথ থেকে গোমরাহ করেছে।

৬৮. হে আমাদের মালিক, ওদের তুমি (আজ) দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর বড়ো রকমের অভিশাপ পাঠাও।

৬৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (অর্থহীন অপবাদ দিয়ে) মুসাকে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সেসব কিছু থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন, যা তারা (তার বিরুদ্ধে) রটনা করেছে, সে ছিলো আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে বড়ো মর্যাদাবান ব্যক্তি;

৭০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (সর্বদা) সত্য কথা বলো,

৭১. (তাহলে) তিনি তোমাদের জীবনের কর্মকান্ড শুধরে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য লাভ করবে।

৭২. অবশ্যই আমি (কোরআনের এ) আমানত (এক সময়) আসমানসমুহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম, তারা একে বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, সবাই এতে ভীত হয়ে গেলো, অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিলো; নিঃসন্দেহে সে (মানুষ) একান্ত যালেম ও (এ আমানত বহন করার পরিণাম সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ।

৭৩. আল্লাহ তায়ালা মোনাফেক পুরুষ, মোনাফেক নারী, মোশরেক পুরুষ, মোশরেক নারীদের (এ আমানতের দায়িত্বে অবহেলার জন্যে) কঠোর শাস্তি দেবেন এবং মোমেন পুরুষ মোমেন নারীদের ওপর (আমানতের দায়িত্ব পালনে ভুল ত্রুটির জন্যে) ক্ষমাপরবশ হবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

সুরা সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৫৪ রুকু ৬

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, (এ) আকাশমন্ডলী ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে সবই তাঁর একক মালিকানাধীন এবং পরকালেও সমস্ত প্রশংসা হবে একমাত্র তাঁর জন্যে; তিনি সর্ববিষয়ে প্রজ্ঞাময়।

২. তিনি জানেন যা কিছু যমীনের ভেতরে প্রবেশ করে, (আবার) যা কিছু তা থেকে উদগত হয়, যা কিছু আসমান থেকে বর্ষিত হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয় (এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই তিনি পরিজ্ঞাত আছেন); তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

৩. যারা (আল্লাহ তায়ালার এসব কুদরত) অস্বীকার করে তারা বলে, আমাদের ওপর কখনোই কেয়ামত আসবে না; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আমার মালিকের কসম, হ্যাঁ, অবশ্যই তা তোমাদের ওপর আপতিত হবে, (আমার মালিক) অদৃশ্য (জগত) সম্পর্কে অবহিত, এ আকাশমন্ডলী ও যমীনের অণু পরমাণু, তার চাইতেও ক্ষুদ্র কিংবা বড়ো, এর কোনো কিছুই তাঁর (জ্ঞানসীমার) অগোচরে নয়, এমন কিছু নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) নেই!

৪. যেন (এর ভিত্তিতে) তিনি তাদের পুরস্কার দিতে পারেন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; (বস্তুত) তারাই হচ্ছে সে (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার (প্রশস্ত) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

৫. যারা (এ যমীনে) প্রাধান্য পাবার জন্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তাদের জন্যে (পরকালে) ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

৬. (হে নবী,) যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এ (কেতাব) একান্ত সত্য, এটি তাদের পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার (দিকেই) পথনির্দেশ করে।

৭. যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তারা বলে (হে আমাদের সাথীরা), আমরা কি তোমাদের এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেবো যে তোমাদের কাছে বলবে, তোমরা (মৃত্যুর পর) যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন (পুনরায়) তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে,

৮. (আমরা জানি না) এ ব্যক্তি কি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, না তার সাথে কোনো উন্মাদনা রয়েছে; না, আসল ব্যাপার হচ্ছে, যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তারাই (সেখানকার) আযাব ও (দুনিয়ার) ঘোর গোমরাহীতে নিমজ্জিত আছে।

৯. তারা কি তাদের সামনে পেছনে যে আকাশ ও পৃথিবী রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে (তাদের স্রষ্টাকে খুঁজে) দেখে না? আমি চাইলে ভূমিকে তাদের সহ ধসিয়ে দিতে পারি, কিংবা পারি তাদের ওপর কোনো আকাশ খন্ডের পতন

ঘটাতে; তাতে অবশ্যই এমন প্রতিটি বান্দার জন্যে কিছু নিদর্শন রয়েছে যারা একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার অভিমুখী।

১০. আমি (নবী) দাউদকে আমার কাছ থেকে (অনেকগুলো) অনুগ্রহ দান করেছিলাম; (এমনকি আমি পাহাড়কেও এই বলে আদেশ দিয়েছিলাম,) হে পর্বতমালা, তোমরাও তার সাথে আমার তাসবীহ পাঠ করো, (একই আদেশ আমি) পাখীকুলকেও দিয়েছিলাম, আমি তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম,

১১. (তাকে আমি বলেছিলাম, সে বিগলিত লোহা দ্বারা) তুমি পুর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করো এবং সেগুলোর কড়াসমুহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করো, (কিন্তু এ শিল্পগত কলাকৌশলের পাশাপাশি) তোমরা তোমাদের নেক কাজও অব্যাহত রাখো; তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আমি তার সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করি।

১২. এমনিভাবে আমি সোলায়মানের জন্যে বাতাসকে (তার) অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম, তার প্রাতকালীন ভ্রমণ ছিলো এক মাসের পথ, আবার সান্ধ্যকালীন ভ্রমণও ছিলো এক মাসের পথ, আমি তার জন্যে (গলিত) তামার একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম; তার মালিকের অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কিছুসংখ্যক (কর্মী) তার সামনে থেকে (তার জন্যে) কাজ করতো (আমি বলেছিলাম), তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমার (ও আমার নবীর) আদেশ অমান্য করে, তাহলে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাবো।

১৩. সে (সোলায়মান) যা কিছু চাইতো তারা (জ্বিনরা) তার জন্যে তাই তৈরী করে দিতো, (যেমন সুরম্য) প্রাসাদ, (নানা ধরনের) ছবি, (বড়ো বড়ো) পুকুরের ন্যায় থালা ও চুলার ওপর স্থাপন করার (জন্তু-জানোয়ারসহ সবার আতিথেয়তার উপযোগী) বৃহদাকারের ডেগ; আমি বলেছি, হে দাউদ পরিবারের লোকেরা, তোমরা (আমার) শোকরস্বরূপ নেক কাজ করো; (আসলে) আমার বান্দাদের মাঝে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই (তাদের মালিকের) শোকর আদায় করে।

১৪. যখন আমি তার ওপর মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম, তখন তাদের (জ্বিন ও মানুষ কর্মীবাহিনীর) কেউই বাইরের লোকদের তার মৃত্যুর খবর দেখায়নি, (দেখিয়েছে) কেবল একটি (ক্ষুদ্র) মাটির পোকা, যা (তখনো) তার লাঠিটি খেয়ে যাচ্ছিলো, (সোলায়মানের লাঠি পোকায়) খাওয়ায় যখন সে (মাটিতে) পড়ে গেলো, তখন (মাত্র) জ্বিনেরা বুঝতে পারলো (সোলায়মান আগেই মারা গেছে), তারা যদি (তখন) গায়বের বিষয় জানতো, তাহলে তাদের (এতোকাল) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে থাকতে হতো না;

১৫. 'সাবা' (নগরের) অধিবাসীদের জন্যে তাদের (স্বীয়) বাসভূমিতে আল্লাহর একটি কুদরতের নিদর্শন (মজুদ) ছিলো, দুই (সারি) উদ্যান, একটি ডান দিকে আরেকটি বাঁ দিকে, (আমি তাদের বলেছিলাম, এ থেকে পাওয়া) তোমাদের মালিকের দেয়া রেযেক খাও এবং (এ জন্যে) তোমরা তাঁর শোকর আদায় করো; (কতো) সুন্দর নগরী এটা! কতো ক্ষমাশীল (এ নগরীর) মালিক আল্লাহ তায়ালা।

১৬. (কিন্তু) পরে ওরা (আমার আদেশ) অমান্য করলো, ফলে আমি তাদের ওপর এক বাঁধভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত করে দিলাম, তাদের সে (সুফলা) উদ্যান দু'টোও এমন দুটো উদ্যান দ্বারা বদলে দিলাম, যাতে থেকে গেলো বিস্বাদ ফল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল (বৃক্ষ)।

১৭. এভাবে আমি তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম, কেননা তারা (আমার নেয়ামত) অস্বীকার করেছে; আর আমি অকৃতজ্ঞ বান্দা ছাড়া কাউকেই শাস্তি দেই না।

১৮. আমি তাদের (সাবা নগরীর অধিবাসীদের) সাথে সেসব জনপদের ওপরও বরকত দান করেছিলাম, উভয়ের মাঝে আরো কিছু দৃশ্যমান জনবসতি আমি স্থাপন করেছিলাম এবং তাতে আমি (সফরের) মনযিলও নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম (তাদের আমি বলেছিলাম), তোমরা সেখানে (এবার) দিনে কিংবা রাতে নিরাপদে ভ্রমণ করো।

১৯. কিন্তু তারা বললো, হে আমাদের মালিক, আমাদের সফরের মনযিলসমূহ তুমি দুরে দুরে স্থাপন করো, তারা নিজেদের ওপর যুলুম করলো, ফলে আমিও তাদের (শাস্তি দিয়ে মানুষদের জন্যে) একটি কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করে দিলাম, ওদের আমি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে (তছনছ করে) দিলাম, এতে প্রত্যেকটি ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দার জন্যেই (শিক্ষণীয়) নিদর্শন রয়েছে।

২০. ইবলীস তাদের (মোমেনদের) ব্যাপারে নিজের ধারণা সত্য পেয়েছে, কেননা তারা তাঁরই আনুগত্য করেছে, অবশ্য ঈমানদারদের একটি দল ছাড়া।

২১. (অথচ) তাদের ওপর শয়তানের তো কোনো রকম আধিপত্য ছিলো না (আসলে ঘটনাটি ছিলো), আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমাদের মাঝে কে আখেরাতের ওপর ঈমান আনে, আর কে সে ব্যাপারে সন্দিহান; তোমার মালিক তো সবকিছুর ওপরই নেগাহবান!

২২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে শরীক মনে করো তাদের ডাকো, তারা (আসমানসমুহ ও যমীনের) এক অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, এ দুটো বানানোর ব্যাপারেও তাদের কোনো অংশ নেই, না তাঁর কোনো সাহায্যকারী রয়েছে।

২৩. (কেয়ামতের দিন) তাঁর সামনে কারো সুপারিশ কাজে আসবে না, অবশ্য তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যক্তি বাদে, এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দুরীভূত করে দেয়া হবে, তখন ফেরেশতারা (একে অপরকে) বলবে, কি ব্যাপার, সে বলবে, তোমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। তারা বলবে (হাঁ তাই) সত্য, তিনি সমুচ্চ, তিনি মহান।

২৪. (হে নবী,) তুমি জিজ্ঞেস করো, (তোমরাই) বলো, কে আছে তোমাদের আসমানসমুহ ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করে; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা; (এখানে) আমরা কিংবা তোমরা, হয় আমরা উভয়ে হেদায়াতের উপর আছি না হয় উভয়ে সুস্পষ্ট গোমরাহীর (মধ্যে) আছি।

২৫. তুমি (এদের আরো) বলো, আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না, আবার তোমরা যা করে বেড়াচ্ছো সে ব্যাপারেও আমাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।

২৬. (এদের আরো) বলো, (কেয়ামতের দিন) আমাদের মালিক আমাদের (ও তোমাদের) সবাইকে (এক জায়গায়) জড়ো করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে (হেদায়াত ও গোমরাহীর) যথার্থ ফয়সালা করে দেবেন; কেননা তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বিচারক, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

২৭. (হে নবী,) তুমি (আরো) বলো, তোমরা আমাকে সেসব কিছু দেখাও, যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক বানিয়ে তাঁর সাথে মিলিয়ে রেখেছো, জেনে রেখো; তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি কুশলী।

২৮. (হে নবী,) আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।

২৯. তারা বলে (হে মুসলমানরা), যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো, তোমাদের এ ওয়াদা কবে (বাস্তবায়িত) হবে।

৩০. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমাদের জন্যে যে দিনের ওয়াদা করা হয়েছে তোমরা তার থেকে এক মুহূর্ত (যেমনি) পিছিয়ে থাকতে পারবে না, (তেমনি) তোমরা এক মুহূর্ত এগিয়েও আসতে পারবে না।

৩১. কাফেররা বলে, আমরা কোনোদিনই এ কোরআনের ওপর ঈমান আনবো না এবং আগের কেতাবগুলোর ওপরও (ঈমান আনবো না, হে নবী, সেই ভয়াবহ দৃশ্য) যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালেমদের তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা একজন আরেকজনের ওপর (কথা) চাপাতে থাকবে, যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিলো তারা (এ) প্রাধান্য বিস্তারকারীদের বলবে, যদি তোমরা (সেদিন) না থাকতে তাহলে অবশ্যই আমরা মোমেন থাকতাম!

৩২. (এ কথার জবাবে) এ অহংকারী লোকেরা, যাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছিলো তাদের বলবে, আমরা কি তোমাদের হেদায়াতের পথে না চলার জন্যে বাধ্য করেছিলাম? (বিশেষ করে) যখন হেদায়াত তোমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো, (আসলে) তোমরা নিজেরাই ছিলে না-ফরমান।

৩৩. যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিলো, এবার তারা অহংকারী নেতাদের বলবে, (জবরদস্তি না হলেও তোমাদের) রাত দিনের চক্রান্ত (নাফরমানী করতে) আমাদের বাধ্য করেছিলো, (বিশেষ করে) যখন তোমরা আমাদের আদেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং অন্যদের তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাই; (এভাবে একে অপরকে অভিযুক্ত করতে করতে) যখন তারা (তাদের চোখের সামনেই) আযাব দেখতে পাবে; তখন তারা মনে মনে ভীষণ অনুতাপ করতে থাকবে; সেদিন যারা (আমাকে) অস্বীকার করেছে আমি তাদের গলদেশে শেকল পরিয়ে দেবো; (তুমিই বলো,) স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে এদের এর চাইতে ভালো কোনো বিনিময় কি দেয়া যেতো?

৩৪. (কখনো এমন হয়নি,) আমি কোনো জনপদে (জাহান্নামের) সতর্ককারী (-রূপে কোনো নবী) পাঠিয়েছি, অথচ তাদের বিত্তশালী লোকেরা একথা বলেনি, তোমাদের যে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা অস্বীকার করি।

৩৫. তারা আরো বলেছে, আমরা (এ দুনিয়ায়) ধনে জনে (তোমাদের চাইতে) সমৃদ্ধশালী এবং (পরকালে) আমাদের কখনোই আযাব দেয়া হবে না।

৩৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার মালিক যাকে ইচ্ছা করেন তার রেযেক প্রশস্ত করে দেন, (যাকে ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এটা) বুঝে না।

৩৭. (হে মানুষ,) তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন (কোনো বিষয়) নয় যে, এগুলো তোমাদের আমার নৈকট্য লাভ করতে সহায়ক হবে, তবে যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে (সেই এ নৈকট্য লাভ করতে পারবে), এ ধরনের লোকদের জন্যেই (কেয়ামতে) দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে, তারা জান্নাতের (সুরম্য) বালাখানায় নিরাপদে অবস্থান করবে, কেননা তারা নেক আমল করেছে।

৩৮. যারা আমার আয়াতকে (নানা কৌশলে) ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছে, তারা হামেশাই আযাবে পড়ে থাকবে।

৩৯. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার মালিক তাঁর বান্দাদের মাঝে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার রেযেক বাড়িয়ে দেন, (আবার যার প্রতি ইচ্ছা) তার জন্যে (তা) সংকুচিত করে দেন; তোমরা যা কিছু (আল্লাহর পথে) খরচ করবে, তিনি (তোমাদের অবশ্যই) তার প্রতিদান দেবেন, (কেননা) তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

৪০. যেদিন তিনি এদের সকলকে (হাশরের ময়দানে) একত্রিত করবেন, অতঃপর ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলবেন, এ (মানুষ)-রা কি (দুনিয়াতে) শুধু তোমাদেরই এবাদাত করতো?

৪১. ফেরেশতারা বলবে (হে আমাদের মালিক), তুমি মহান, তাদের বদলে তুমিই আমাদের অভিভাবক, ওরা তো বরং জ্বিনদের এবাদাত করতো এবং এদের অধিকাংশ তাদের ওপর বিশ্বাসও করতো।

৪২. আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই; যালেমদের আমি (আরো) বলবো, যে আগুনের আযাব তোমরা অস্বীকার করতে, আজ তারই মজা উপভোগ করো।

৪৩. যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমুহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, এ ব্যক্তি (আমাদের মতো) একজন মানুষ বৈ কিছু নয়, তোমাদের পুর্বপুরুষরা যাদের এবাদাত করতো, তা থেকে সে তোমাদের ফিরিয়ে রাখতে চায় এবং (কোরআন সম্পর্কে) তারা বলতো, এটা তো মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এ কাফেরদের কাছে যখনই কোনো সত্য এসে হাযির হয় তখনই তারা বলে, এ হচ্ছে এক সুস্পষ্ট যাদু।

৪৪. অথচ আমি এদের কখনো কোনো (আসমানী) কেতাব দেইনি যা তারা পড়তে (পড়াতে) পারে, না আমি তোমার আগে এদের কাছে অন্য কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি;

৪৫. এদের আগের লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, (অথচ) আমি তাদের যা কিছু দান করেছিলাম তার এক দশমাংশ পর্যন্তও এরা পৌঁছুতে পারেনি, অতঃপর (যখন) তারা আমার নবীদের অস্বীকার করেছে, (তখন তুমিও দেখেছো) আমার আযাব কতো ভয়ংকর ছিলো!

৪৬. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো (এসো), আমি তোমাদের শুধু একটি কথাই উপদেশ দিচ্ছি, তা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (সত্যের ওপর) দাঁড়িয়ে যাও, দু'দুজন করে, (দুজন না হলে) একা একা, অতঃপর ভালো করে চিন্তা করে দেখো, তোমাদের সাথী (মোহাম্মদ) কোনো রকম পাগল নয়; সে তো হচ্ছে তোমাদের জন্যে আসন্ন ভয়াবহ আযাবের একজন সতর্ককারী মাত্র।

৪৭. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের কাছে (হেদায়াত পৌঁছাবার জন্য) কোনো পারিশ্রমিক দাবী করিনি, বরং এ কাজের যা কল্যাণ তাতো তোমদেরই জন্য, আমার পাওনা তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই, তিনি (মানুষের) প্রতিটি বিষয়ের ওপরই সাক্ষী।

৪৮. তুমি (আরো) বলো, আমার মালিক সত্য দিয়ে বাতিলকে চুর্ণ বিচুর্ণ করেন, যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে তিনি পরিজ্ঞাত।

৪৯. তুমি বলো, সত্য এসে গেছে (বাতিল নির্মূল হয়ে গেছে), এর না (আর কখনো) সুচনা হবে আর না হবে পুনরাবৃত্তি।

৫০. (হে নবী,) এদের বলে দাও, আমি যদি (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত হয়ে যাই, তাহলে আমার এ বিচ্যুতির পরিণাম আমার ওপরই বর্তাবে, আর যদি আমি হেদায়াতের ওপর থাকি তবে তা শুধু এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং (সবার) একান্ত নিকটে অবস্থান করছেন।

৫১. হে নবী, যদি তুমি (সেদিনটি) দেখতে পেতে, যখন এরা ভীতবিহ্বল হয়ে ঘুরতে থাকবে এবং তাদের জন্যে পালানোর পথ থাকবে না এবং একান্ত কাছ থেকেই তাদের পাকড়াও করা হবে,

৫২. (এ সময়) তারা বলতে থাকবে (হ্যাঁ), আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনলাম, কিন্তু এখন (এতো) দুর থেকে (ঈমানের) নাগাল তারা (কিভাবে) পাবে?

৫৩. অথচ এরাই ইতিপুর্বে তাঁকে অস্বীকার করেছে, দুর থেকে (ভালো করে) না দেখে (অনুমানের ভিত্তিতেই) কথা বলছে।

৫৪. (আজ) তাদের মাঝে ও (জান্নাত সম্পর্কিত) তাদের কামনা-বাসনার মাঝে একটি (অপ্রতিরোধ্য) দেয়াল (দাঁড় করিয়ে) দেয়া হবে, যেমনি করা হয়েছিলো তাদের পুর্ববর্তী (মোশরেক) সাথীদের বেলায়, (মুলত) ওরা সবাই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সন্দিহান ছিলো।

সুরা ফাতের

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৪৫ রুকু ৫

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. সব তারীফ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আসমানসমুহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, যিনি (স্বীয়) বাণীবাহক (ফেরেশতা)-দের সৃষ্টিকর্তা, (যারা) দু'দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট (শক্তির প্রতীক); তিনি চাইলে (এ) সৃষ্টির মাঝে (তাদের ক্ষমতা) আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ের ওপর সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

২. তিনি মানুষের জন্যে কোনো অনুগ্রহের পথ খুলতে চাইলে কেউই তার (সে) পথরোধকারী নেই, (আবার) তিনি যা কিছু বন্ধ করে রাখেন তারপর তা কেউই তার জন্যে (পুনরায়) পাঠাতে পারে না, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমুহের কথা স্মরণ করো; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কি তোমাদের আর কোনো স্রষ্টা আছে যে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করে; তিনি ছাড়া (তোমাদের) আর কোনোই মাবুদ নেই, তারপরও তোমরা কোথায় কোথায় ঠোকর খাচ্ছো?

৪. (হে নবী,) যদি এরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তাহলে উদ্বিগ্ন হয়ো না, কেননা), তোমার আগেও নবীদের (এভাবে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিলো; আর সব কিছু তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫. হে মানুষ, (আখেরাত সম্পর্কিত) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, সুতরাং দুনিয়ার এ জীবন যেন তোমাদের কোনোদিনই প্রতারিত করতে না পারে। কোনো প্রতারক যেন তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কখনো ধোকায় ফেলতে না পারে (সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকবে)।

৬. শয়তান হচ্ছে তোমাদের শত্রু; অতএব তোমরা তাকে শত্রুহিসেবেই গ্রহণ করো; সে তার দলবলদের এ জন্যেই আহ্ববান করে যেন তারা (তার আনুগত্য করে) জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে যেতে পারে;

৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে এক কঠিন শাস্তি রয়েছে, (অপরদিকে) যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে (তোমার মালিকের) ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।

৮. অতঃপর সে ব্যক্তি, যার খারাপ কর্মকান্ড (তার চোখের সামনে) শোভন করে রাখা হয়েছে, সে অবশ্য তাকে উত্তম (কাজ) হিসেবেই দেখতে পায়; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (তাকে) গোমরাহ করেন, আবার যাকে চান (তাকে) তিনি হেদায়াত দান করেন, তাই (হে নবী,) তাদের ওপর আক্ষেপ করতে গিয়ে (দেখো,) তোমার জীবন যেন বিনষ্ট হয়ে না যায় (তুমি ধৈর্য ধারণ করো, কেননা); ওরা যা কিছু করছে আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।

৯. আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা, যিনি (তোমাদের জন্যে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, পরে তা আমি (এক) নির্জীব ভূখন্ডের দিকে নিয়ে যাই, এরপর (এক পর্যায়ে) তা দিয়ে যমীনকে তার নির্জীব হওয়ার পর পুনরায় আমি জীবন্ত করে তুলি; ঠিক এভাবেই (একদিন মানুষেরও) পুনরুত্থান (হবে)।

১০. (অতএব) যদি কেউ মান মর্যাদা কামনা করে (তার জানা উচিত), যাবতীয় মান মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তাঁর দিকে শুধু পবিত্র বাক্যই উঠে আসতে পারে, আর নেক কাজই তা (উচ্চাসনে) ওঠায়; যারা (সত্যের বিরুদ্ধে) নানা ধরনের মন্দ কাজের ফন্দি আঁটে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব; তাদের সব চক্রান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হবে।

১১. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতঃপর একবিন্দু শুক্র থেকে (তিনি জীবনের সুত্রপাত ঘটিয়েছেন), এরপর তোমাদের তিনি (নর নারীর) জোড় বানিয়েছেন; (এখানে) কোনো নারীই গর্ভবতী হয় না এবং সে কোনো সন্তানও প্রসব করে না, যার জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছে (পুর্বাহ্নেই মজুদ) থাকে না; (আবার) কারো বয়স একটু বাড়ানো হয় না এবং একটু কমানোও হয় না, যা কোনো গ্রন্থে (সংরক্ষিত) নেই; নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ তায়ালার জন্যে নিতান্ত সহজ ব্যাপার।

১২. দুটো (পানির) সমুদ্র এক সমান নয়, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অন্যটি হচ্ছে লোনা ও বিস্বাদ; তোমরা (এর) প্রত্যেকটি থেকেই (মাছ শিকার করে তার) তাজা গোশত আহার করো এবং (মুক্তার) অলংকার বের করে আনো এবং তোমরা আরও দেখতে পাও কিভাবে সেখানে জলযানসমুহ পানি চিরে চলাচল করে, যাতে করে তোমরা আল্লাহ তায়ালার দেয়া রেযেক অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে করে (তাঁর প্রতি) তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।

১৩. তিনিই রাতকে দিনের ভেতর এবং দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, তিনি সুর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এরা সবাই এক সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করবে; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের সবার মালিক, সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা অন্য যেসব (মাবুদ)-কে ডাকো তারা তো তুচ্ছ একটি (খেজুরের) আঁটির বাইরের ঝিল্লিটির মালিকও নয়।

১৪. যদি তোমরা তাদের ডাকো (প্রথমত) তারা তো শুনবেই না, যদি তারা তা শোনেও তবে তারা তোমাদের ডাকের কোনো উত্তর দেবে না; (উপরন্তু) কেয়ামতের দিন তারা (নিজেরাই) তোমাদের এ শেরেক (-এর ঘটনা) অস্বীকার করবে; (এ সম্পর্কে) একমাত্র সুবিজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউই তোমাকে কিছু অবহিত করতে পারবে না।

১৫. হে মানুষ, তোমরা সবাই আল্লাহ তায়ালার সামনে অভাবগ্রস্থ, আর আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, (যাবতীয়) প্রশংসার মালিক।

১৬. তিনি যদি চান তাহলে (দুনিয়ার বুক থেকে) তোমাদের (ওঠিয়ে) নিয়ে যেতে পারেন এবং তোমাদের জায়গায় নতুন এক সৃষ্টিকেও তিনি নিয়ে আসতে পারেন,

১৭. আর এ (কাজ)-টি আল্লাহ তায়ালার জন্যে মোটেই কঠিন নয়।

১৮. (কেয়ামতের দিন) কেউ কারো (গুনাহের) বোঝা বইবে না, কোনো ব্যক্তির ওপর (গুনাহের) বোঝা ভারী হলে সে যদি (অন্য কাউকে) তা বইবার জন্যে ডাকে, তাহলে তার কাছ থেকে বিন্দুমাত্রও তা সরানো হবে না, (যাকে সে

ডাকলো) সে (তার) নিকটাত্মীয় হলেও নয়; (হে নবী,) তুমি তো কেবল সে লোকদেরই (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করতে পারো যারা না দেখেই তাদের মালিককে ভয় করে, (উপরন্তু) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে; কেউ নিজের পরিশুদ্ধি সাধন করতে চাইলে সে তা করবে সম্পুর্ন তার (নিজস্ব কল্যাণের) জন্যে; চুড়ান্ত প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ তায়ালার দিকেই হবে।

১৯. একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ও একজন অন্ধ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না

২০. না (কখনো) আঁধার ও আলো (সমান হতে পারে),

২১. ছায়া এবং রোদও (তো সমান) নয়,

২২. (একইভাবে) একজন জীবিত মানুষ এবং একজন মৃত মানুষও সমান নয়; আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে (ভালো কথা) শোনান, তুমি কখনো এমন মানুষদের কিছু শোনাতে পারবে না যারা কবরের অধিবাসী (হওয়ার মতো ভান করে)।

২৩. (আসলে) তুমি তো (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী বৈ আর কিছুই নও।

২৪. অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য (দ্বীন)-সহ একজন সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি; কখনো কোনো উম্মত এমন ছিলো না, যার জন্যে কোনো (না কোনো একজন) সতর্ককারী অতিবাহিত হয়নি!

২৫. এরা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে (এর জন্যে তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ো না,) এদের আগের লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, যদিও তাদের নবীরা তাদের কাছে (নবুওতের) দীপ্তিমান গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলো!

২৬. অতঃপর যারা (নবীদের) অস্বীকার করেছে, আমি তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি, কতো ভয়ংকর ছিলো আমার আযাব!

২৭. হে (মানুষ,) তুমি কি (এ বিষয়টি কখনো) চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর এ (পানি) দ্বারা আমি (যমীনের বুকে) রং-বেরংয়ের ফলমুল উদগত করি, (এখানে) পাহাড়সমুহও রয়েছে (নানা রংয়ের, কোনোটা) সাদা (আবার কোনোটা) লাল, এর রংও (আবার) বিচিত্র রকমের, কোনোটা (সাদাও নয়, লালও নয়; বরং) নিকষ কালো।

২৮. একইভাবে মানুষ, (যমীনের ওপর) বিচরণশীল জীবজন্তু এবং পশুসমুহও রয়েছে নানা রংয়ের; আল্লাহ তায়ালাকে তার বান্দাদের মঝে সেসব লোকেরাই বেশী ভয় করে যারা (এ সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে ভালো করে) জানে, আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

২৯. যারা আল্লাহ তায়ালার কেতাব পাঠ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে যারা (আমারই উদ্দেশ্যে) গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে দান করে, (মুলত) তারা এমন এক ব্যবসায় (নিয়োজিত) আছে যা কোনোদিন (তাদের জন্যে) লোকসান বয়ে আনবে না;

৩০. কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজের পুরোপুরি বিনিময় দান করবেন, নিজ অনুগ্রহে তিনি তাদের (পাওনা) আরো বাড়িয়ে দেবেন; অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

৩১. (হে নবী,) যে কেতাব আমি তোমার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি তাই একমাত্র সত্য, এর আগের যেসব (কেতাব) রয়েছে (এ কেতাব) তার সমর্থনকারী; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভালো করেই জানেন (এবং তাদের ভালো করেই) তিনি দেখেন।

৩২. অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মাঝে তাদের সে কেতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, আমি যাদের এ কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছি, তারপর তাদের কিছু লোক নিজেই নিজের ওপর যালেম হয়ে বসলো, তাদের মধ্যে কিছু মধ্যপন্থীও ছিলো, তাদের মাঝে আবার এমন কিছু লোক (ছিলো) যারা আল্লাহর মেহেরবানীতে নেক কাজে ছিলো অগ্রগামী; (আসলে) এটাই হচ্ছে (আল্লাহর) সবচেয়ে বড়ো অনুগ্রহ।

৩৩. (সেদিন) তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায় বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন পরানো হবে, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

৩৪. (সেদিন) তারা বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের কাছ থেকে (যাবতীয় দুঃখ) কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন; অবশ্যই আমাদের মালিক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী,

৩৫. যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের (এতো সুন্দর) নিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেখানে আমাদের কোনো রকম কষ্ট স্পর্শ করবে না, স্পর্শ করবে না আমাদের কোনো রকম ক্লান্তি (ও অবসাদ)!

৩৬. (অপরদিকে) যারা (দুনিয়ায়) আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, (তখন) তারা মরে যাবে তাদের প্রতি এমন আদেশও কার্যকর হবে না, তাছাড়া তাদের আযাবও কোনো রকম লঘু করা হবে না; আমি প্রতিটি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি,

৩৭. (আযাবের কষ্টে) তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের মালিক, তুমি (আজ) আমাদের এ (আযাব থেকে) বের করে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, (আগে) যা কিছু করতাম তা আর করবো না; (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) আমি কি তোমাদের দুনিয়ায় এক দীর্ঘ জীবন দান করিনি? সাবধান হতে চাইলে কেউ কি সাবধান হতে পারতো না? (তাছাড়া) তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী (নবী)-ও এসেছিলো; সুতরাং (এখন) তোমরা আযাবের মজা উপভোগ করো, (মুলত) যালেমদের (সেখানে) কোনোই সাহায্যকারী নেই।

৩৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আসমানসমুহ ও যমীনের (যাবতীয় দেখা) অদেখা বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, (এমনকি মানুষের) মনের ভেতরে যা কিছু লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কেও তিনি ভালো করে জানেন।

৩৯. তিনিই (এ) যমীনে তোমাদের (তাঁর) প্রতিনিধি বানিয়েছেন; (এখন) যে কোনো ব্যক্তিই কুফরী করবে, তার কুফরী (ও কুফরীর ফলাফল) তার নিজের ওপরই (পড়বে); কাফেরদের জন্যে (এ) কুফরী কেবল (তাদের প্রতি) তাদের মালিকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে, (তদুপরি) কাফেরদের এ কুফরী (তাদের নিজেদের) বিনাশ ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

৪০. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমরা (সেসব) শরীকদের কথা ভেবে দেখেছো কি? যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে ডাকো, আমাকে দেখাও তো তারা এ যমীনের কিছু সৃষ্টি করেছে কিনা কিংবা আকাশমন্ডল সৃষ্টির

(পরিকল্পনার) মাঝে তাদের কোনো অংশ আছে কিনা না আমি তাদের কোনো কেতাব দান করেছি যে, (এ জন্যে) তার থেকে কোনো দলীল প্রমাণের ওপর তারা নির্ভর করতে পারে, বরং এরা হচ্ছে যালেম, এরা একে অপরকে প্রতারণামুলক প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে।

৪১. (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই আসমানসমুহ ও যমীনকে স্থির করে (ধরে) রেখেছেন, যাতে করে ওরা (স্বীয় কক্ষপথ থেকে) বিচ্যুত না হতে পারে, যদি (কখনো) ওরা কক্ষচ্যুত হয়েই পড়ে তাহলে (তুমিই বলো), আল্লাহ তায়ালার পর এমন কে আছে যে এদের উভয়কে (পুনঃ) স্থির করতে পারবে, অবশ্যই তিনি মহা সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

৪২. এরাই (এক সময়) সুদৃঢ় কসম করে বলতো, যদি তাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) কোনো সতর্ককারী (নবী) আসে, তাহলে তারা অন্য সকল জাতি অপেক্ষা (তার প্রতি) অধিকতর আনুগত্যশীল হবে, অতঃপর (সত্যিই) যখন তাদের কাছে সতর্ককারী (নবী) এলো, তখন (দেখা গেলো, তার আগমন) এদের (সত্য-) বিমুখতাই শুধু বাড়িয়ে দিলো,

৪৩. বৃদ্ধি পেলো (আল্লাহর) যমীনে এদের অহংকার প্রকাশ ও (তাতে) কুটিল ষড়যন্ত্র, কুটিল ষড়যন্ত্র (জাল অবশ্য) ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া অন্য কাউকে স্পর্শ করে না, তবে কি তারা অতীতে (ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে) যা কিছু ঘটেছে (এখনও) তেমন ধরনের কিছুর প্রতীক্ষা করছে? (যদি তাই হয়, তবে শুনে রাখো,) তুমি (এদের বেলায়ও) আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন দেখবে না, না কখনো তুমি (এ ব্যাপারে) আল্লাহর বিধান নড়াচড়া অবস্থায় (দেখতে) পাবে।

৪৪. তারা কি যমীনে পরিভ্রমণ করেনি, তারা কি তাদের আগের (বিদ্রোহী) লোকদের পরিণাম দেখেনি, তা কেমন (ভয়াবহ) ছিলো! অথচ তারা এদের তুলনায় ছিলো অনেক বলশালী; (কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত যখন এলো, তখন) আসমানসমুহ ও যমীনের কোনো কিছুই তাঁকে ব্যর্থ করে দিতে পারলো না; অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৪৫. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার (বিদ্রোহমুলক) আচরণের জন্যে পাকড়াও করতে চাইলে ভূপৃষ্ঠের কোনো একটি জীব জন্তুকেও তিনি রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর একদিন যখন তাদের (নির্দিষ্ট) সময় আসবে (তখন তিনি তাদের পাকড়াও করবেন), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর বান্দাদের যাবতীয় কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।

সুরা ইয়াসীন

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৮৩ রুকু ৫

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. ইয়াসীন,

২. (এ) জ্ঞানগর্ভ কোরআনের শপথ,

৩. তুমি অবশ্যই রসুলদের একজন,

৪. নিঃসন্দেহে তুমি সরল পথের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো,

৫. পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এ (কোরআনের) অবতরণ;

৬. যাতে করে (এর মাধ্যমে) তুমি এমন একটি জাতির (লোকদের) সতর্ক করে দিতে পারো, যাদের বাপদাদাদের (ঠিক এভাবে) সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফেল (হয়ে রয়েছে)।

৭. তাদের অধিকাংশ লোকের ওপরই (আল্লাহ তায়ালার শাস্তি) বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, তাই তারা (কখনো) ঈমান আনবে না।

৮. আমি ওদের গলদেশসমুহে (মোটা মোটা) বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যা ওদের চিবুক পর্যন্ত (ঢেকে দিয়েছে), ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখীই হয়ে আছে।

৯. আমি তাদের সামনে পেছনে (জাহেলিয়াতের) প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি এবং তাদের (দৃষ্টি) ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা (কিছুই) দেখতে পায় না।

১০. (এ অবস্থায়) তুমি তাদের (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) সাবধান করো বা না করো, উভয়টাই তাদের জন্যে সমান কথা, তারা (কখনোই) ঈমান আনবে না।

১১. তুমি তো কেবল এমন লোককেই সতর্ক করতে পারো যে (আমার) উপদেশ মেনে চলে এবং (সে অনুযায়ী) দয়াময় আল্লাহ তায়ালাকে না দেখে ভয় করে, (হ্যাঁ, যে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে) তাকে তুমি ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের সুসংবাদ দান করো।

১২. আমিই মৃতকে জীবিত করি, যা কিছু তারা নিজেদের (কর্মকান্ডের) চিহ্ন (হিসেবে এ পৃথিবীতে) ফেলে আসে, সেগুলো সবই আমি (যথাযথভাবে) লিখে রাখি; প্রতিটি জিনিস আমি একটি সুস্পষ্ট কেতাবে গুনে গুনে (সংরক্ষিত করে) রেখেছি।

১৩. (হে নবী,) এদের কাছে তুমি একটি জনপদের দৃষ্টান্ত পেশ করো, যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কয়েকজন রসুল এসেছিলো

১৪. যখন আমি তাদের কাছে দু'জন রসুল পাঠিয়েছি তখন তারা এদের উভয়কেই অস্বীকার করেছে, এরপর আমি তৃতীয় একজন (নবী) দিয়ে তাদের সাহায্য করেছিলাম, অতঃপর তারা (সবাই তাদের কাছে এসে) বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে রসুল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি।

১৫. (এ কথা শুনে) তারা বললো, তোমরা তো দেখছি আমাদের মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও, (আসলে) দয়াময় আল্লাহ তায়ালা (আমাদের জন্যে) কিছুই পাঠাননি, তোমরা (অযথাই) মিথ্যা কথা বলছো!

১৬. তারা বললো, আমাদের মালিক এ কথা ভালো করেই জানেন, আমরা হচ্ছি অবশ্যই তোমাদের কাছে (তাঁর পাঠানো) কয়েকজন রসুল।

১৭. তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

১৮. তারা বললো, (কিন্তু) আমরা তো তোমাদেরই (আমাদের সব) অমংগলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা (এখনো এসব কাজ থেকে) ফিরে না আসো তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের পাথর মারবো, (উপরন্তু) তোমাদের অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে (আরো) কঠিন শাস্তি স্পর্শ করবে।

১৯. তারা বললো, তোমাদের দুর্ভাগ্য (অকল্যাণ) তো তোমাদের সাথেই লেগে আছে; এটা কি তোমাদের (কোনো অমংগলের কাজ) যে, তোমাদের (ভালো কাজের কথা) স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, (আসলে) তোমরা হচ্ছো একটি সীমালংঘনকারী জাতি।

২০. (এমন সময়) নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি (এদের কাছে) ছুটে এলো এবং (সবাইকে) বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা (আল্লাহর) এ রসুলদের অনুসরণ করো,

২১. অনুসরণ করো এমন এক রসুলের, যে তোমাদের কাছে (হেদায়াতের বিনিময়ে) কোনো প্রকার প্রতিদান চায় না, আসলে (যারাই তার অনুসরণ করবে) তারাই হবে হেদায়াতপ্রাপ্ত।

পারা ২৩

২২. আমার জন্যে এমন কি (অজুহাত) থাকতে পারে যে, যিনি স্বয়ং আমাকে পয়দা করেছেন এবং যাঁর দিকে তোমাদের সবাইকে (একদিন) ফিরে যেতে হবে, আমি তাঁর এবাদাত করবো না!

২৩. আমি কি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদ গ্রহণ করতে যাবো? (অথচ) দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যদি (আমার) কোনো ক্ষতি করতে চান তাহলে ওদের কোনো সুপারিশই তো আমার কোনো কাজে আসবে না, না তারা কেউ আমাকে (ক্ষতি থেকে) উদ্ধার করতে পারবে!

২৪. (এ সত্ত্বেও) যদি আমি এমন কিছু করি তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবো।

২৫. আমি তো (এ গোমরাহীর বদলে) তোমাদের মালিকের ওপরই ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো;

২৬. (এ ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হওয়ার পর) তাকে বলা হলো, যাও, তুমি গিয়ে (এবার) জান্নাতে প্রবেশ করো; (সেখানে গিয়ে জান্নাতের নেয়ামত দেখে) সে বললো, আফসোস, যদি আমার জাতি (এ কথাটা) জানতে পারতো,

২৭. আমার মালিক আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি সম্মানিত (মানুষ)-দের দলে শামিল করে নিয়েছেন।

২৮. তার (হত্যাকান্ডের) পর (তাদের শায়েস্তা করার জন্যে) আমি তার জাতির ওপর আসমান থেকে কোনো বাহিনী পাঠাইনি, না (এ ক্ষুদ্র কীটদের শাস্তি দেয়ার জন্যে) আমার (তেমন) কোনো বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন ছিলো!

২৯. (আমি যা করেছি) তা ছিলো একটিমাত্র বিকট গর্জন, (তাতেই) ওরা সবাই নিথর নিঃস্তব্ধ হয়ে গেলো!

৩০. বড়োই আফসোস (এমন সব) বান্দাদের ওপর, তাদের কাছে এমন একজন রসুলও আসেনি, যাদের তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি!

৩১. তারা কি (এ বিষয়টি) লক্ষ্য করেনি যে, তাদের আগে আমি কতো জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি, যারা (কোনোদিনই আর) তাদের দিকে ফিরে আসবে না;

৩২. বরং তাদের সবাইকে (একদিন) আমার সামনে এনে হাযির করা হবে।

৩৩. তাদের (শিক্ষার) জন্যে আমার (কুদরতের) একটি নিদর্শন হচ্ছে (এই) মৃত যমীন, যাকে আমি (আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে) জীবন দান করি এবং তা থেকে শস্যদানা বের করে আনি, তা থেকেই তারা (নিজ নিজ অংশ) ভক্ষণ করে।

৩৪. আমি তাতে (আরো) সৃষ্টি করি (নানা প্রকার) খেজুর ও আংগুরের বাগান, উদ্ভাবন করি অসংখ্য (নদীনালার) প্রস্রবণ,

৩৫. যাতে করে তারা এর ফলমুল উপভোগ করতে পারে, (আসলে) এগুলোর কোনোটাই তো তাদের হাতের সৃষ্টি নয়, (এতদসত্ত্বেও) কি তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে না?

৩৬. পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন, (চাই তা) যমীনের উৎপন্ন উদ্ভিদ থেকে হোক, কিংবা (হোক) স্বয়ং তাদের নিজেদের থেকে, অথবা এমন সব সৃষ্টি থেকে হোক, যাদের (সম্পর্কে) মানুষ (এখনো) আদৌ (কিছু) জানেই না।

৩৭. তাদের জন্যে (আমার আরেকটি) নিদর্শন হচ্ছে (এই) রাত, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, ফলে এরা সবাই (এক সময়) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে,

৩৮. সুর্য তার জন্যে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট গন্ডির মাঝে আবর্তন করে; এটা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই সুনির্ধারিত (নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা);

৩৯. (আরো রয়েছে) চাঁদ, তার জন্যে আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্ধারণ করেছি, (কক্ষ পরিক্রমণের সময় ছোট হতে হতে তা এক সময়) এমন (ক্ষীণ) হয়ে পড়ে, যেন তা পুরনো খেজুরের একটি (পাতলা) ডাল।

৪০. সুর্যের এ ক্ষমতা নেই যে, সে চাঁদকে নাগালের মাঝে পাবে, না রাত দিনকে ডিঙিয়ে আগে চলে যেতে পারবে; (মুলত চাঁদ সুরুজসহ) এরা প্রত্যেকেই শূন্যলোকে সাঁতার কেটে চলেছে।

৪১. তাদের জন্যে (আরেকটি) নিদর্শন হচ্ছে, আমি তাদের বংশধরদের (এক সময় একটি) ভরা নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম;

৪২. তাদের (নিজেদের) জন্যে সে নৌকার মতো যানবাহন আমি সৃষ্টি করেছি, যাতে (মাল সম্পদসহ) তারা আরোহণ করছে।

৪৩. অথচ আমি চাইলে (মাল সামানাসহ) এদের সবাইকে ডুবিয়ে দিতে পারি, সে অবস্থায় তাদের ফরিয়াদ শোনার মতো কেউই থাকবে না, না এদের (তখন) উদ্ধার করা হবে।

৪৪. (হ্যাঁ, একমাত্র) আমার অনুগ্রহই ছিলো, (যা তাদের নিজ নিজ মনযিলে পৌঁছে দিয়েছিলো) এবং এটা ছিলো এক সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (এ বৈষয়িক) সম্পদ (উপভোগ করার সুযোগ)।

৪৫. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা তোমাদের সামনে যে (আযাব) রয়েছে তাকে ভয় করো, (ভয় করো) যা (কিছু) পেছনে আছে (তাকেও), আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

৪৬. তাদের মালিকের নিদর্শনসমুহ থেকে তাদের কাছে এমন কোনো নিদর্শন আসেনি যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি!

৪৭. (এমনিভাবে) যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে (কিছু অংশ অন্যদের জন্যে) ব্যয় করো, তখন (এ) কাফেররা ঈমানদারদের বলে, আমরা কেন তাদের খাওয়াতে যাবো যাদের আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে নিজেই খাবার দিতে পারতেন, (হে নবী, তুমি বলো), আসলেই তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) আছো!

৪৮. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে (বলো, কেয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি কবে (পুর্ণ) হবে?

৪৯. (এসব প্রশ্নের মাধ্যমে) এরা (আসলে) যে বিষয়টির জন্যে অপেক্ষা করছে, তা তো হবে একটি মহাগর্জন, তা এদের (হঠাৎ করে) পাকড়াও করবে এবং (তখনো দেখা যাবে) তারা (এ ব্যাপারে) বাকবিতন্ডা করেই চলেছে।

৫০. (এ সময়) তারা (শেষ) অসিয়তটুকু পর্যন্ত করে যেতে সক্ষম হবে না, না তাদের আপন পরিবার পরিজনদের কাছে (আর) কোনোদিন ফিরিয়ে আনা হবে।

৫১. যখন (দ্বিতীয় বার) শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন মানুষগুলো সব নিজেদের কবর থেকে বেরিয়ে নিজেদের মালিকের দিকে ছুটতে থাকবে।

৫২. তারা (হতভম্ব হয়ে একে অপরকে) বলবে, হায় (কপাল আমাদের)! কে আমাদের ঘুম থেকে (এমনি করে) জাগিয়ে তুললো (এ সময় ফেরেশতারা বলবে), এ হচ্ছে তাই (কেয়ামত), দয়াময় আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের কাছে) যার ওয়াদা করেছিলেন, নবী রসুলরাও (এ ব্যাপারে) সত্য কথা বলেছিলেন।

৫৩. (মুলত) এ (কেয়ামত অনুষ্ঠান)-টি (শিঙ্গার) এক মহাগর্জন ছাড়া আর কিছুই নয়, এ গর্জনের পর সাথে সাথে সবাইকে (হাশরের ময়দানে) আমার সামনে এনে হাযির করা হবে।

৫৪. অতঃপর (ঘোষণা হবে), আজ কারও প্রতি (বিন্দুমাত্রও) যুলুম করা হবে না, (আজ) তোমাদের শুধু সেটুকুই প্রতিদান দেয়া হবে যা তোমরা (দুনিয়ায়) করে এসেছো।

৫৫. (সেদিন) অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসীরা মহা আনন্দে বিভোর থাকবে,

৫৬. তারা এবং তাদের সংগী-সংগিনীরা (আরশের) সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনের ওপর হেলান দিয়ে (বসে) থাকবে।

৫৭. সেখানে তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে (নানা প্রকারের) ফলমুল, (আরো থাকবে) তাদের জন্যে তাদের কাঙ্ক্ষিত (ও বাঞ্ছিত) সব কিছু,

৫৮. পরম দয়ালু মালিকের পক্ষ থেকে তাদের (স্বাগত জানিয়ে) বলা হবে, (তোমাদের ওপর) সালাম (বর্ষিত হোক)।

৫৯. (অপরদিকে পাপীদের বলা হবে,) হে অপরাধীরা, তোমরা (আজ আমার ঈমানদার বান্দাদের কাছ থেকে) আলাদা হয়ে যাও।

৬০. হে বনী আদম, আমি কি তোমাদের (এ মর্মে) নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের গোলামী করো না, কেননা সে হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন,

৬১. (আমি কি তোমাদের একথা বলিনি,) তোমরা শুধু আমারই এ বাদাত করো, (কেননা) এটিই হচ্ছে সহজ সরল পথ।

৬২. (আর শয়তান) সে তো (তোমাদের আগেও) অনেক লোককে (এভাবে) পথভ্রষ্ট করে দিয়েছিলো; (তা দেখেও) তোমরা কি বুঝতে পারলে না?

৬৩. (হ্যাঁ,) এ (হচ্ছে) সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে (বার বার) করা হয়েছিলো।

৬৪. আজ (সবাই মিলে) তাতে গিয়ে প্রবেশ করো, যা (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা অস্বীকার করছিলে!

৬৫. আজ আমি তাদের মুখের ওপর সীলমোহর দেবো, (আজ) তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা-গুলো (আমার কাছে) সাক্ষ্য দেবে, এরা কি কাজ করে এসেছে।

৬৬. (অথচ) আমি যদি চাইতাম, (দুনিয়ায়) আমি এদের (চোখ থেকে) দৃষ্টিশক্তি বিলোপই করে দিতাম, তেমনটি করলে (তুমিই বলো) এরা কিভাবে (তখন চলার পথ) দেখে নিতো!

৬৭. (তাছাড়া) যদি আমি চাইতাম তাহলে (কুফরীর কারণে) তাদের নিজ নিজ জায়গায়ই তাদের আকৃতি বিনষ্ট করে দিতে পারতাম, সে অবস্থায় এরা সামনের দিকেও যেতে পারতো না, আবার পেছনেও ফিরে আসতে পারতো না!

৬৮. যাকেই আমি দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকেই আমি সৃষ্টিগত (দিক থেকে) তার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই; (এটা দেখেও) কি তারা বুঝতে পারে না (কে তাদের দেহে এ পরিবর্তনগুলো ঘটাচ্ছে)?

৬৯. (তোমরা এও জেনে রেখো,) আমি এ (রসুল)-কে কাব্য (রচনা) শেখাইনি এবং এটা তাঁর (নবী মর্যাদার) পক্ষে শোভনীয়ও নয়; (আর তাঁর আনীত গ্রন্থ) তা তো হচ্ছে একটি উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরআন,

৭০. যাতে করে সে তা দ্বারা যে (অন্তর) জীবিত তাকে (জাহান্নামের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং (যা দ্বারা) কাফেরদের ওপর শাস্তির ঘোষণা সাব্যস্ত হয়ে যায়।

৭১. এরা কি লক্ষ্য করে না, আমার নিজের হাত দিয়ে বানানো জিনিসপত্রের মধ্য থেকে আমি তাদের (কল্যাণের) জন্যে পশু পয়দা করেছি, আর (এখন) তারা (নাকি) এগুলোর মালিক হয়ে বসেছে!

৭২. (অথচ) আমি এগুলো তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, এর কিছু হচ্ছে তাদের বাহন আর কিছু এমন যার (গোশত) থেকে তারা খাদ্য গ্রহণ করে।

৭৩. তাদের জন্যে তার মধ্যে (আরো) উপকারিতা রয়েছে. রয়েছে পানীয় বস্তুও; তবুও কি তারা (তার) শোকর আদায় করে না (যিনি তাদের এগুলো দান করেছেন)!

৭৪. (এ সত্ত্বেও) তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যদের মাবুদ বানায়, (তাও) এ আশায়, (তাদের পক্ষ থেকে) এদের সাহায্য করা হবে!

৭৫. (অথচ) তারা তাদের কোনো রকম সাহায্য করার ক্ষমতাই রাখে না, বরং (কেয়ামতের দিন তাদের) সবাই দলবদ্ধভাবে (জাহান্নামে এসে) জড়ো হবে।

৭৬. (অতএব, হে নবী,) এদের (এসব জাহেলী) কথাবার্তা যেন তোমাকে উদ্বিগ্ন না করে। অবশ্যই আমি জানি যা কিছু এরা গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়।

৭৭. এ মানুষগুলো কি দেখে না, আমি তাদের একটি (ক্ষুদ্র) শুক্রকীট থেকে পয়দা করেছি, অথচ (সৃষ্টি হতে না হতেই ক্ষুদ্র কীটের) সে (মানুষটিই আমার সৃষ্টির ব্যাপারে) খোলাখুলি বিতন্ডাকারী হয়ে পড়লো!

৭৮. সে আমার (সৃষ্টি ক্ষমতা) সম্পর্কে (নানা) কথা রচনা (করতে শুরু) করলো (এবং এক সময়) সে (লোকটি) তার নিজ সৃষ্টি (কৌশলই) ভুলে গেলো; সে বললো, কে (মানুষের এ) হাড় পুনরায় জীবিত করবে যখন তা পচে গলে যাবে!

৭৯. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, হ্যাঁ, তাতে প্রাণ সঞ্চার তিনিই করবেন যিনি প্রথম বার এতে জীবন দিয়েছিলেন; এবং তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি (কৌশল) সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন,

৮০. তিনি তোমাদের জন্যে সবুজ (সতেজ) বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপাদন (প্রক্রিয়া সম্পন্ন) করেছেন এবং তা দ্বারাই তোমরা (আজ) আগুন জ্বালাচ্ছো।

৮১. যিনি নিজের ক্ষমতাবলে (একবার) আকাশমন্ডল ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি (পুনরায়) তাদেরই মতো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? (হ্যাঁ) নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।

৮২. তিনি যখন কিছু একটা (সৃষ্টি) করতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল এটুকুই বলেন 'হও' অতঃপর তা সাথে সাথে (তৈরী) হয়ে যায়।

৮৩. অতএব, পবিত্র ও মহান সে আল্লাহ তায়ালা, যিনি প্রত্যেক বিষয়ের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক এবং তাঁর কাছেই (একদিন) তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

সুরা আস ছাফফাত

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১৮২, রুকু ৫

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. শপথ (সে ফেরেশতাদের) যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

২. শপথ (সেসব ফেরেশতার) যারা সজোরে ধমক দেয়,

৩. শপথ (সেসব ফেরেশতার) যারা (সদা আল্লাহর) যেকের তেলাওয়াত করে,

৪. অবশ্যই তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন;

৫. তিনি আসমান যমীন ও এ দু'য়ের মাঝখানে অবস্থিত সবকিছুরও মালিক, (তিনি আরো) মালিক (সুর্যোদয়ের স্থান) পুর্বাচলের;

৬. আমি (তোমাদের) নিকটবর্তী আসমানকে (নয়নাভিরাম) নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি;

৭. (তাকে) আমি হেফাযত করেছি প্রত্যেক না-ফরমান শয়তান থেকে,

৮. ফলে তারা ঊর্ধ্বজগতের (কথাবার্তার) কিছুই শুনতে পায় না, (কিছু শুনতে চাইলেই) প্রত্যেক দিক থেকে তাদের ওপর উল্কা নিক্ষিপ্ত হয়,

৯. এই তাড়িয়ে দেয়াই (শেষ) নয়, তাদের জন্যে অবিরাম শাস্তিও রয়েছে,

১০. (তা সত্ত্বেও) যদি কোনো (শয়তান) গোপনে হঠাৎ করে কিছু শুনে ফেলতে চায়, তখন জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড সাথে সাথেই তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

১১. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, না (আসমান যমীনসহ) অন্য সব কিছু, যা আমি পয়দা করেছি (তার সৃষ্টি বেশী কঠিন); এ (মানুষ)-দের তো আমি (সামান্য কতোটুকু) আঠাল মাটি দিয়ে পয়দা করেছি।

১২. (হে নবী,) তুমি (এদের কথায়) বিস্ময়বোধ করছো, অথচ (তোমার কথা নিয়েই) ওরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে,

১৩. এদের যখন উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা (তা) স্মরণ করে না,

১৪. (আবার) কোনো নিদর্শন দেখলে (তা নিয়ে) উপহাস করে,

১৫. তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়,

১৬. (তারা প্রশ্ন তোলে, এ আবার কেমন কথা,) আমরা মরে গিয়ে হাড় ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের (পুনরায়) জীবিত করা হবে?

১৭. আমাদের পিতৃপুরুষদেরও (এভাবে ওঠানো হবে)?

১৮. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, হ্যাঁ (অবশ্যই, সেদিন) তোমরা লাঞ্ছিত হবে,

১৯. যখন (কেয়ামত) হবে, (তখন) একটি মাত্র প্রচন্ড গর্জন হবে, সাথে সাথেই এরা (সবকিছু) দেখতে পাবে।

২০. (যারা অস্বীকার করেছিলো) তারা (সেদিন এটা দেখে) বলবে, পোড়া কপাল আমাদের, এটাই তো হচ্ছে (সেই) প্রতিদান পাওয়ার দিন!

২১. (তাদের বলা হবে) হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা (নিরন্তর) মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে।

২২. (ফেরেশতাদের আদেশ দেয়া হবে যাও,) তোমরা যালেমদের এবং তাদের সংগী-সংগিনীদের (ধরে ধরে) জমা করো, তাদের (দোসরদের)-ও, যারা তাদের গোলামী করতো (এদের সবাইকে এক জায়গায় একত্র করো),

২৩. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (যাদের এরা মাবুদ বানাতো) তাদেরও (এক সাথে) জাহান্নামের রাস্তা দেখিয়ে দাও।

২৪. হ্যাঁ, (সেখানে পাঠাবার আগে) তাদের (এখানে) একটুখানি দাঁড় করাও, তারা অবশ্যই (আজ) জিজ্ঞাসিত হবে,

২৫. তোমাদের এ কী হলো, (জবাব দেয়ার সময়) তোমরা আজ একে অপরকে সাহায্য করছো না যে!

২৬. (না,) আজ তো (দেখছি) এরা সবাই সত্যি সত্যিই আত্মসমর্পণকারী (বনে গেছে)!

২৭. (এ সময়) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে।

২৮. (দুর্বল দলটি শক্তিশালী দলকে) বলবে, তোমরাই তো তোমাদের ক্ষমতা নিয়ে আমাদের কাছে আসতে,

২৯. তারা বলবে (আমাদের দোষারোপ করছো কেন), তোমরা তো আদৌ (আল্লাহতে) বিশ্বাসীই ছিলে না,

৩০. তোমাদের ওপর আমাদের কোনো (জবরদস্তিমুলক) কর্তিত্বও তো ছিলো না, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে মারাত্মক সীমালংঘনকারী।

৩১. (এ সময় তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে,) আজ আমাদের (উভয়ের) ওপর আমাদের মালিকের ঘোষণাই সত্য হয়েছে, (আজ) আমরা (উভয়েই জাহান্নামের) শাস্তি আস্বাদনকারী।

৩২. আমরা (আসলেই) তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত!

৩৩. সেদিন তারা (সবাই) এই আযাবে সমভাগী হবে।

৩৪. আমি না-ফরমান লোকদের সাথে এ ধরনের আচরণই করে থাকি।

৩৫. এরা এমন (বিদ্রোহী) ছিলো, যখন এদের বলা হতো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো,

৩৬. এরা বলতো, আমরা কি একজন পাগল কবিয়ালের কথায় আমাদের মাবুদদের (আনুগত্য) ছেড়ে দেবো?

৩৭. (অথচ আমার নবী কোনো কাব্য নিয়ে আসেনি,) বরং সে এসেছে সত্য (দ্বীন) নিয়ে এবং সে (আগের) নবীদের সত্যতাও স্বীকার করছে।

৩৮. (হে অপরাধীরা,) তোমাদের (আজ) অবশ্যই (জাহান্নামের) ভয়াবহ আযাব ভোগ করতে হবে,

৩৯. তোমরা যা কিছু (দুনিয়ায়) করতে (আজ) তোমাদের কেবল তারই প্রতিফল দান করা হবে,

৪০. তবে আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা,

৪১. তাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) সুনির্দিষ্ট (উত্তম) রেযেকের ব্যবস্থা থাকবে,

৪২. থাকবে রকমারি ফলমুল, (তদুপরি) তারা হবে মহাসম্মানে সম্মানিত,

৪৩. নেয়ামতে ভরপুর জান্নাতে (তারা অবস্থান করবে),

৪৪. তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে (মর্যাদার) আসনে সমাসীন থাকবে।

৪৫. ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সুরা তাদের পরিবেশন করা হবে,

৪৬. শুভ্র ও সমুজ্জ্বল, যা (হবে) পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু,

৪৭. তাতে কোনো রকম মাথা ঘুরানির মতো ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তার কারণে তারা মাতালও হবে না।

৪৮. তাদের সাথে (আরো) থাকবে সলজ্জ, নম্র ও আয়তলোচনা তরুণীরা,

৪৯. তারা যেন (সযত্নে) লুকিয়ে রাখা ডিমের মতো উজ্জ্বল গৌর বর্ণ (সুন্দরী)।

৫০. অতঃপর এর (জান্নাতের) অধিবাসীরা একজন আরেক জনের দিকে ফিরে (নিজেদের হাল অবস্থা) জিজ্ঞেস করবে।

৫১. (এ সময়) তাদের মাঝ থেকে একজন বলে ওঠবে, (হ্যাঁ, দুনিয়ার জীবনে) আমার একজন সাথী ছিলো,

৫২ যে (আশ্চর্য হয়েই আমাকে) বলতো, তুমিও কি (কেয়ামত) বিশ্বাসীদের একজন?

৫৩. (তুমিও কি বিশ্বাস করো,) আমরা যখন মরে যাবো এবং যখন হাড্ডি ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখন (আমরা পুনরুত্থিত হবো এবং) আমাদের সবাইকে (আমাদের কাজকর্মের) প্রতিফল দেয়া হবে?

৫৪. (এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক আসবে, আচ্ছা) তোমরা কি একটু উঁকি দিয়ে (তোমাদের সে সাথীকে এক নযর) দেখতে চাও?

৫৫. অতঃপর সে (একটু ঝুঁকে) তাকে দেখতে পাবে, (সে রয়েছে) জাহান্নামের (ঠিক) মাঝখানে।

৫৬. (তাকে আযাবে জ্বলতে দেখে) সে বলবে, আল্লাহ তায়ালার কসম, (দুনিয়াতে) তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিলে,

৫৭. (আমার ওপর) আমার মালিকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও আজ (তোমার মতো আযাবে) গ্রেফতার করা এ (লোকদের) দলে শামিল থাকতাম।

৫৮. (হ্যাঁ, এখন তো) আমাদের আর মৃত্যু হবে না!

৫৯. অবশ্য আমাদের প্রথম মৃত্যুর কথা আলাদা, (এখন তো) আমাদের (আর কোনো রকম) আযাবও দেয়া হবে না।

৬০. (সমস্বরে তারা সবাই বলবে,) অবশ্যই এটা হচ্ছে এক বড়ো ধরনের সাফল্য।

৬১. এ ধরনের (মহা সাফল্যের) জন্যে কর্ম সম্পাদনকারীদের অবশ্যই কাজ করে যাওয়া উচিত।

৬২. (বলো তো! আল্লাহর বান্দাদের জন্যে) এ মেহমানদারী ভালো না (আযাবের) যাক্কুমম বৃক্ষ (ভালো)?

৬৩. যালেমদের জন্যে আমি তা বিপদস্বরূপ বানিয়ে রেখেছি।

৬৪. (মুলত) তা হচ্ছে এমন একটি গাছ, যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদগত হয়,

৬৫. তার ফলগুলো এমন (বিশ্রী), মনে হবে তা বুঝি (একেকটা) শয়তানের মাথা;

৬৬. (যারা জাহান্নামের অধিবাসী) তারা এ থেকেই ভক্ষণ করবে এবং এ দিয়েই তাদের পেট ভর্তি করবে;

৬৭. অতঃপর তার ওপর ফুটন্তপানি (ও পুঁজ) মিলিয়ে তাদের (পান করার জন্যে) দেয়া হবে,

৬৮. তারপর নিঃসন্দেহে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে (অতলান্ত) জাহান্নামের দিকে।

৬৯. নিঃসন্দেহে তারা তাদের মাতাপিতাকে গোমরাহ হিসেবে পেয়েছে,

৭০. তারপরেও (নির্বিচারে) তারা তাদের (গোমরাহ পিতা মাতাদের) পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে।

৭১. তাদের আগে (তাদের) পুর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোকও (এভাবে) গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলো,

৭২. তাদের মধ্যেও আমি সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছিলাম।

৭৩. অতএব (হে নবী,) তুমি একবার (চেয়ে) দেখো, যাদের (এভাবে) সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে,

৭৪. অবশ্য আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা (তারা আযাব থেকে একান্ত নিরাপদ)।

৭৫. (এক সময়) নুহও (সাহায্য চেয়ে) আমাকে ডেকেছিলো, (তার জন্যে) কতো উত্তম সাড়াদানকারী (ছিলাম) আমি,

৭৬. তাকে এবং তার পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছি,

৭৭. তারই বংশধরদের আমি (দুনিয়ার বুকে) অবশিষ্ট রেখে দিয়েছি,

৭৮. অনাগত মানুষদের মাঝে আমি তার (উত্তম) স্মরণ অব্যাহত রেখেছি,

৭৯. সৃষ্টিকুলের মাঝে নুহের ওপর সালাম বর্ষিত হোক।

৮০. অবশ্যই আমি এভাবে সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।

৮১. নিঃসন্দেহে সে ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের অন্যতম।

৮২. অতঃপর (তার জাতির) অবশিষ্ট (কাফের) সকলকে আমি (বন্যার পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি।

৮৩. নুহের (পথ অনুসারী) দলের মাঝে ইবরাহীমও ছিলো একজন।

৮৪. যখন সে বিশুদ্ধ মনে তার মালিকের কাছে হাযির হয়েছিলো।

৮৫. যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে জিজ্ঞেস করেছিলো (হায়)! তোমরা (সবাই এসব) কিসের পূজা করছো?

৮৬. তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মনগড়া মাবুদদেরই (পেতে) চাও?

৮৭. (বলো,) এ সৃষ্টিকুলের মালিক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?

৮৮. অতঃপর সে একবার (সত্যের সন্ধানে) তারকারাজির দিকে তাকালো

৮৯. অতঃপর বললো, সত্যিই আমি অসুস্থ।

৯০. (অতঃপর) লোকেরা (তার থেকে নিরাশ হয়ে) সবাই চলে গেলো।

৯১. পরে সে (চুপি চুপি) তাদের দেবতাদের (মন্দিরের) কাছে গেলো এবং (দেবতাদের প্রতি তামাশাচ্ছলে) বললো, কি ব্যাপার (এতো প্রসাদ এখানে পড়ে আছে), তোমরা খাচ্ছো না যে!

৯২. এ কি হলো তোমাদের, তোমরা কি কথাও বলো না?

৯৩. অতঃপর সে ওদের ওপর সবলে আঘাত হানলো।

৯৪. (লোকেরা যখন এটা শুনলো) তখন তারা দৌড়াতে দৌড়াতে তার দিকে ছুটে এলো।

৯৫. (তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে) সে বললো, তোমরা কি এমন কিছুর পূজা করো, যাদের তোমরা নিজেরাই (পাথর) খোদাই করে নির্মাণ করো,

৯৬. অথচ আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং (সৃষ্টি করেছেন) তোমরা যা কিছু (মাবুদ) বানাও তাদেরও।

৯৭. (এ কথা শুনে) তারা (একজন আরেকজনকে) বললো, তার জন্যে একটি অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করো (এবং তাতে আগুন জ্বালাও), অতঃপর (সে) জ্বলন্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করো।

৯৮. তারা (এর মাধ্যমে আসলে) তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র আঁটতে চেয়েছিলো, কিন্তু আমি তাদের (চক্রান্ত ব্যর্থ ও) হীন করে দিলাম।

৯৯. এবার সে বললো, আমি এবার আমার মালিকের (রাস্তার) দিকে বেরিয়ে পড়লাম, (আমি বিশ্বাস করি) অবশ্যই তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

১০০. (অতঃপর সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করলো,) হে আমার মালিক, আমাকে তুমি একজন নেক সন্তান দান করো।

১০১. এরপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

১০২. সে যখন তার (পিতার) সাথে দৌড়াদৌড়ি করার মতো (বয়সের) অবস্থায় উপনীত হলো, তখন সে (ছেলেকে) বললো, হে বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি (যেন) তোমাকে যবাই করছি, (বলো এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কি? (স্বপ্নের কথা শুনে) সে বললো, হে আমার (স্নেহপরায়ণ) আব্বাজান, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি (অবিলম্বে) তা পালন করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে (এ সময়েও) ধৈর্যশীলদের মাঝে পাবেন।

১০৩. অতঃপর যখন তারা (পিতাপুত্র) দুজনই (আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাকে (যবাই করার উদ্দেশ্যে) কাত করে শুইয়ে দিলো,

১০৪. তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম,

১০৫. তুমি (আমার দেখানো) স্বপ্ন সত্য প্রমাণ করেছো, (আমি তোমাদের উভয়কেই মর্যাদাবান করবো, মুলত) আমি এভাবেই সৎকর্মশীল মানুষদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!

১০৬. এটা ছিলো (তাদের উভয়ের জন্যে) একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা মাত্র!

১০৭. (এ কারণেই) আমি তার (ছেলের) পরিবর্তে (আমার নিজের পক্ষ থেকে) একটা বড়ো কোরবানী (-র জন্তু সেখানে) দান করলাম।

১০৮. (অনাগত মানুষদের জন্যে এ বিধান চালু রেখে) তার স্মরণ আমি অব্যাহত রেখে দিলাম।

১০৯. শান্তি বর্ষিত হোক ইবরাহীমের ওপর।

১১০. এভাবেই আমি (আমার) নেক বান্দাদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!

১১১. অবশ্যই সে ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের একজন।

১১২. (কিছুদিন পর) আমি তাকে (এ মর্মে) ইসহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দান করলাম যে, সে (হবে) নবী ও আমার নেক বান্দাদের একজন।

১১৩. আমি তার ওপর (ও তার সন্তান) ইসহাকের ওপর আমার (অগণিত) বরকত নাযিল করেছি; তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে কিছু সৎকর্মশীল মানুষ (যেমন) আছে, (তেমনি) আছে কিছু না-ফরমান, যারা নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে স্পষ্ট অত্যাচারী (হয়ে বসে আছে)!

১১৪. আমি মুসা ও হারূনের ওপর (অনেক) অনুগ্রহ করেছি,

১১৫. আমি তাদের দুজনকে ও তাদের জাতিকে বড়ো (রকমের এক) সংকট থেকে উদ্ধার করেছি,

১১৬. আমি (ফেরাউনের মোকাবেলায়) তাদের (প্রভূত) সাহায্য করেছি, ফলে (এক পর্যায়ে) তারা বিজয়ীও হয়েছে,

১১৭. আমি তাদের উভয়কে বিশদ গ্রন্থ (তাওরাত) দান করেছি,

১১৮. (এর মাধ্যমে) তাদের উভয়কে আমি (দ্বীনের) সহজ পথ বাতলে দিয়েছি,

১১৯. আমি অনাগত মানুষদের মাঝে তাদের উত্তম স্মরণ অব্যাহত রেখেছি,

১২০. সালাম বর্ষিত হোক মুসা ও হারূনের ওপর।

১২১. অবশ্যই আমি নেককার লোকদের এভাবে পুরস্কার দিয়ে থাকি!

১২২. (মুলত) এরা দুজনই ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৩. (আমার বান্দা) ইলিয়াসও ছিলো রসুলদের একজন;

১২৪. যখন সে তার জাতিকে (ডেকে) বলেছিলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে না?

১২৫. তোমরা কি 'বা'ল' দেবতাকেই ডাকতে থাকবে, (আল্লাহ তায়ালা-) যিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, তাঁকে (এভাবেই) পরিত্যাগ করবে?

১২৬. আল্লাহ তায়ালা যিনি তোমাদের মালিক, মালিক তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ দাদাদেরও।

১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো, কাজেই অতঃপর তাদের অবশ্যই (দন্ড ভোগ করার জন্যে) হাযির করা হবে,

১২৮. তবে আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা।

১২৯. আমি অনাগত মানুষদের মধ্যে তার উত্তম স্মরণ বাকী রেখে দিয়েছি,

১৩০. সালাম বর্ষিত হোক ইলিয়াস (-পন্থী নেক বান্দা)-দের ওপর।

১৩১. (তাদের স্মরণ অব্যাহত রেখে) আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণ মানুষদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!

১৩২. অবশ্যই সে ছিলো আমার নেক বান্দাদের মধ্যে একজন।

১৩৩. নিঃসন্দেহে লূতও ছিলো রসুলদের একজন;

১৩৪. যখন আমি তাকে এবং তার সকল পরিবার পরিজনকে (একটি পাপী সম্প্রদায়ের ওপর আগত আযাব থেকে) উদ্ধার করেছি,

১৩৫. একজন বৃদ্ধা মহিলা বাদে, (কেননা) সে ছিলো পেছনে পড়ে থাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত।

১৩৬. অতঃপর অবশিষ্ট সবাইকে আমি বিনাশ করে দিয়েছি।

১৩৭. তোমরা তো (ভ্রমণের সময়) তাদের সে (ধ্বংসাবশেষ)-গুলোর ওপর দিয়েই ভোর বেলায় (পথ) অতিক্রম করে থাকো,

১৩৮. (অতিক্রম করো) প্রতি (সন্ধ্যা ও) রাতের বেলায়; তবুও কি তোমরা (এ ঘটনা থেকে) কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

১৩৯. ইউনুসও ছিলো রসুলদের একজন;

১৪০. (এটা সে সময়ের কথা) যখন সে পালিয়ে গিয়ে একটি (মাল)-ভর্তি নৌযানে পৌঁছুলো,

১৪১. (নৌকাটি অচল হয়ে যাওয়ায়) আরোহীদের মাঝে এ অলক্ষুণে ব্যক্তি কে, (অতঃপর) লটারির মাধ্যমে তা পরীক্ষা করা হলো এবং (ফলাফল অনুযায়ী) সে (ইউনুসই অলক্ষুণে) অপরাধী সাব্যস্ত হলো,

১৪২. অতঃপর একটি (বড়ো আকারের) মাছ এসে তাকে গিলে ফেললো, এ অবস্থায় সে (মাছের পেটে বসে) নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

১৪৩. যদি সে (তখন) আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা না করতো,

১৪৪. তাহলে তাকে তার পেটে কেয়ামত পর্যন্ত কাটাতে হতো!

১৪৫. অতঃপর আমি তাকে (মাছের পেট থেকে বের করে) একটি গাছপালাহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, (এ সময়) সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো,

১৪৬. (সেখানে) তার ওপর (ছায়া দান করার জন্যে) আমি একটি (লতাবিশিষ্ট) লাউ গাছ উদগত করলাম,

১৪৭. অতঃপর তাকে আমি এক লক্ষ লোকের (জনবসতির) কাছে (নবী বানিয়ে) পাঠালাম; বরং এ সংখ্যা (অন্য হিসেবে ছিলো) আরো বেশী,

১৪৮. এরপর তারা (তার ওপর) ঈমান আনলো, ফলে আমিও তাদের একটি (সুনির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম;

১৪৯. (হে নবী,) এদের তুমি জিজ্ঞেস করো, তারা কি মনে করে, তোমাদের মালিকের জন্যে রয়েছে কন্যা সন্তান আর তাদের জন্য রয়েছে (সব) পুত্র সন্তান?

১৫০. আমি কি ফেরেশতাদের মহিলা করেই বানিয়েছিলাম এবং (বানাবার সময়) তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিলো?

১৫১. সাবধান, তারা কিন্তু এসব কথা নিজেরা নিজেদের মন থেকেই বানিয়ে বলে,

১৫২. আল্লাহ তায়ালা সন্তান জন্ম দিয়েছেন, (আসলে) ওরা হচ্ছে (সুস্পষ্ট) মিথ্যাবাদী।

১৫৩. আল্লাহ তায়ালা কি (ছেলেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের জন্যে) কন্যা সন্তানদের পছন্দ করেছেন?

১৫৪. এ কি (হলো) তোমাদের? কেমন (অর্থহীন) সিদ্ধান্ত করছো তোমরা?

১৫৫. তোমরা কি (কখনোই কোনো) সদুপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৫৬. অথবা আছে কি (এর পক্ষে) তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ?

১৫৭. (থাকলে) তোমরা তোমাদের (সে) কেতাব নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

১৫৮. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালা ও জ্বিন জাতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থির করে রেখেছে; অথচ জ্বিনেরা জানে, অন্য বান্দাদের মতোই তারা আল্লাহ তায়ালার আদেশের অধীন এবং তাদের মধ্যে যারা বদকার তাদের অবশ্যই (শাস্তির জন্যে) একদিন উপস্থিত করা হবে।

১৫৯. এরা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব (বেহুদা) কথাবার্তা বলে, আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র ও মহান,

১৬০. তবে (হ্যাঁ), যারা আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা তারা আলাদা।

১৬১. অতএব (হে কাফেররা), তোমরা এবং তোমরা যাদের গোলামী করো,

১৬২. (সবাই মিলেও) তাদের (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) বিভ্রান্ত করতে পারবে না,

১৬৩. তোমরা কেবল তাদেরই গোমরাহ করতে পারবে, যারা জাহান্নামের অধিবাসী।

১৬৪. (ফেরেশতাদের কথা স্বতন্ত্র, কেননা তারা বলেছিলো,) আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে একটি নির্ধারিত (পবিত্র) স্থান রয়েছে,

১৬৫. আমরা তো (আল্লাহ তায়ালার সামনে) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান থাকি,

১৬৬. এবং (সদা সর্বদা) আমরা তাঁর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করি।

১৬৭. এসব লোকেরাই (কোরআন নাযিলের আগে) বলতো,

১৬৮. পুর্ববর্তী লোকদের কেতাবের মতো যদি আমাদের (কাছেও কোনো) উপদেশ (গ্রন্থ) থাকতো,

১৬৯. তাহলে (তার বদৌলতে) আমরাও আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে যেতাম।

১৭০. অতঃপর (যখন তাদের কাছে আল্লাহর কেতাব এলো), তখন তারা তা অস্বীকার করলো, অচিরেই তারা (এ আচরণের পরিণাম) জানতে পারবে।

১৭১. আমার (খাস) বান্দা রসুলদের ব্যাপারে আমার এ কথা সত্য হয়েছে,

১৭২. তারা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,

১৭৩. এবং আমার বাহিনীই (সর্বশেষে) বিজয়ী হবে।

১৭৪. অতএব (হে নবী), কিছু কালের জন্যে তুমি এদের উপেক্ষা করো,

১৭৫. তুমি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকো, অচিরেই তারা (বিদ্রোহের পরিণাম) দেখতে পাবে।

১৭৬. এরা কি (তাহলে) সত্যিই আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়?

১৭৭. (এর আগে) যাদের (এভাবে) সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে এলো, তখন (গযব নাযিলের সে) সকালটা তাদের জন্যে কতো মন্দ ছিলো!

১৭৮. অতএব (হে নবী), কিছুকালের জন্যে তুমি এদের উপেক্ষা করো,

১৭৯. তুমি (শুধু) ওদের পর্যবেক্ষণই করে যাও, শীঘ্রই ওরা (সত্য প্রত্যাখ্যানের) পরিণাম (নিজেরাই) প্রত্যক্ষ করবে।

১৮০. পবিত্র তোমার মালিকের মহান সত্তা, তারা (তাঁর সম্পর্কে) যা কিছু (অর্থহীন) কথাবার্তা বলে, তিনি তা থেকে পবিত্র (অনেক বড়ো, সকল ক্ষমতার একক অধিকারী),

১৮১. (অনাবিল) শান্তি বর্ষিত হোক রসুলদের ওপর,

১৮২. সমস্ত প্রশংসা (নিবেদিত) সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

সুরা সোয়াদ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৮৮, রুকু ৫

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. সোয়াদ, উপদেশভরা (এ) কোরআনের শপথ (তুমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার একজন রসুল);

২. কিন্তু কাফেররা (এ ব্যাপারে) ঔদ্ধত্য ও গোঁড়ামিতে (ডুবে) আছে।

৩. এদের আগে আমি কতো জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, (আযাব আসার পর) তারা (সাহায্যের জন্যে) আর্তনাদ করেছে, কিন্তু সে সময় তাদের পালানোর কোনো উপায় ছিলো না।

৪. এরা এ কথার ওপর আশ্চর্যবোধ করেছে যে, তাদের কাছে তাদেরই মাঝ থেকে একজন সতর্ককারী (নবী) এলো, (নবীকে দেখে) কাফেররা বললো, এ হচ্ছে একজন যাদুকর, মিথ্যাবাদী,

৫. সে কি অনেক মাবুদকে একজন মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়।

৬. তাদের সর্দাররা এই বলে (মজলিস) থেকে সরে পড়লো, যাও, তোমরা তোমাদের দেবতাদের (এবাদাতের) ওপরই ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই এর (দাওয়াতের) মধ্যে কোনো অভিসন্ধি (লুকানো) রয়েছে।

৭. আমরা তো এসব কথা আগের বিধান (খৃষ্টবাদ)-এর মধ্যে শুনিওনি, (আসলে) এ একটি মনগড়া উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়,

৮. আমাদের মধ্যে সে-ই কি একমাত্র ব্যক্তি, যার ওপর উপদেশসমুহ নাযিল হলো; (মুলত) ওরা তো আমার (নাযিল করা) উপদেশ (এ কোরআন)-এর ব্যাপারেই সন্দিহান, (আসলে) তারা (তখনও) আমার আযাবের স্বাদ আস্বাদনই করেনি;

৯. (হে নবী,) তাদের কাছে কি তোমার মালিকের অনুগ্রহের ভান্ডার পড়ে আছে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহান দাতা,

১০. আসমানসমুহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর (ওপর) আছে কি তাদের কোনো সার্বভৌমত্ব? থাকলে তারা সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানে আরোহণের ব্যবস্থা করুক।

১১. অন্য বহু বাহিনীর মতো এ বাহিনীও পরাজিত হবে।

১২. এদের পূর্বেও রসুলদের (এভাবে) মিথ্যাবাদী বলেছিলো, নুহ, আদ ও কীলক বিশিষ্ট ফেরাউনের জাতি,

১৩. সামুদ, লূত সম্প্রদায় এবং বনের অধিবাসীরাও; (তারা তাদের স্ব স্ব নবীকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে, প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে বড়ো বড়ো) দল তো ছিলো সেগুলোই।

১৪. ওদের প্রত্যেকেই রসুলদের মিথ্যাবাদী বলেছে, ফলে আমার (আযাবের) ফয়সালা (ওদের ওপর) প্রযোজ্য হয়ে গেলো।

১৫. এরা অপেক্ষা করছে এক মহা গর্জনের, (আর) তখন কারো কিন্তু কোনো অবকাশ থাকবে না।

১৬. এ (নির্বোধ) লোকেরা বলে, হে আমাদের মালিক, হিসাব কেতাবের দিনের আগেই আমাদের পাওনা তুমি মিটিয়ে দাও!

১৭. (হে নবী,) এরা যেসব কথাবার্তা বলে, তুমি এর ওপর ধৈর্য ধারণ করো এবং (এ জন্যে) আমার শক্তিমান বান্দা দাউদকে স্মরণ করো, সে ছিলো আমার প্রতি নিবিষ্ট।

১৮. আমি পর্বতমালাকে তার বশীভূত করে দিয়েছিলাম, (তাই) এগুলোও সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে (সাথে) আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো,

১৯. (অনুরূপ) পাখীকুলকেও (তার বশীভূত করে দিয়েছিলাম), তারা (তার পাশে) জড়ো হতো, (এদের) সকলেই (যেকেরে) তার অনুসারী ছিলো।

২০. আমি তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং (সে সাম্রাজ্য চালাবার জন্যে) তাকে প্রজ্ঞা ও সর্বোত্তম বাগ্মিতার শক্তি দান করেছিলাম।

২১. (হে নবী,) তোমার কাছে কি (সে) বিবদমান লোকদের কাহিনী পৌঁছেছে? যখন ওরা (উভয়ই) প্রাচীর টপকে (তার) এবাদাতখানায় প্রবেশ করলো,

২২. যখন তারা দাউদের সামনে হাযির হলো তখন সে এদের কারণে (একটু) ভীত হয়ে পড়লো, ওরা বললো (হে আল্লাহর নবী), আপনি ভীত হবেন না, আমরা হচ্ছি বিবাদমান দুটো দল, আমাদের একজন আরেকজনের ওপর যুলুম করেছে, অতএব আপনি আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করে দিন, (কোনো রকম) নাইনসাফী করবেন না, আমাদের সহজ সরল পথ দেখিয়ে দিন।

২৩. (আসলে) এ হচ্ছে আমার ভাই। এর কাছে নিরানব্বইটি দুম্বা আছে, আর আমার কাছে আছে (মাত্র) একটি। (এ সত্ত্বেও) সে বলে, আমাকে তোমার এ (দুম্বা)-টিও দিয়ে দাও, সে কথায় কথায় আমার ওপর বল প্রয়োগ করে।

২৪. (বিবাদের বিবরণ শুনে) সে বললো, এ ব্যক্তি তোমার দুম্বাটি তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবী করে তোমার ওপর যুলুম করেছে; (আসলে) যৌথ (বিষয় আশয়ের) অংশীদাররা অনেকেই একে অন্যের ওপর (এভাবে) যুলুম করে, (যুলুম) করে না কেবল সে সকল লোকেরা, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, (যদিও) এদের সংখ্যা নিতান্ত কম; দাউদ বুঝতে পারলো, (তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে এ কাহিনী দ্বারা এতোক্ষণ ধরে) আমি তাকে পরীক্ষা করছিলাম, (মুল ঘটনা বুঝতে পেরে) অতঃপর সে তার মালিকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং (সে) পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার সামনে সাজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং সে (আমার দিকে) ফিরে এলো।

২৫. অতঃপর আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, অবশ্যই আমার কাছে তার জন্যে উচ্চ মর্যাদা ও সুন্দরতম আবাসস্থল রয়েছে।

২৬. (আমি দাউদকে বললাম,) হে দাউদ, আমি তোমাকে (এই) যমীনে (আমার) খলিফা বানালাম, অতএব তুমি মানুষদের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং কখনো নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, তেমনটি করলে এ বিষয়টি তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে; (আর) যারাই আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে (গোমরাহ হয়ে) যায়, তাদের জন্যে অবশ্যই (জাহান্নামের) কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা মহাবিচারের (এ) দিনটি ভুলে গেছে।

২৭. আমি আসমান যমীন এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; এটা তো সেসব (মুর্খ) লোকদের ধারণা, যারা সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করে, আর যারা (এভাবে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে জাহান্নামের দুর্ভোগ রয়েছে;

২৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি কি তাদের সেসব লোকের মতো করে দেবো যারা যমীনে বিপর্যয়কারী (সেজে বসে আছে), অথবা আমি কি পরহেযগার লোকদের গুনাহগারদের মতো (একই দলভুক্ত) করবো?

২৯. আমি এ মোবারক গ্রন্থটি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে মানুষ এর আয়াতসমুহের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করতে এবং জ্ঞানবান লোকেরা (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে;

৩০. আমি দাউদকে (ছেলে হিসেবে) সোলায়মান দান করেছি; সে ছিলো (আমার) উত্তম একজন বান্দা; সে অবশ্যই ছিলো (তার মালিকের প্রতি) নিষ্ঠাবান;

৩১. এক অপরাহ্নে যখন তার সামনে (দ্রুতগামী ও) উৎকৃষ্ট (কয়েকটি) ঘোড়া পেশ করা হলো,

৩২. (তখন) সে বললো, আমি তো আমার মালিকের স্মরণ ভুলে (এদের) প্রীতিতে মজে গিয়েছিলাম, (এদিকে) দেখতে দেখতে সুর্যও প্রায় ডুবে গেছে।

৩৩. (নামাযের কথা চিন্তা না করে সে বললো, কোথায় সে ঘোড়া,) সেগুলো আমার সামনে নিয়ে এসো; (এগুলো আনা হলে) সেগুলোর পা ও গলদেশসমুহে (স্নেহের) হাত বুলিয়ে দিলো (এবং এদের ভালোবাসায় নামায ভুলে যাওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলো)।

৩৪. আমি (নানাভাবেই) সোলায়মানকে পরীক্ষা করেছি, (একবার) তার সিংহাসনের ওপর একটি নিষ্প্রাণ দেহও আমি রেখে দিয়েছিলাম (যাতে করে সে আমার ক্ষমতা বুঝতে পারে), অতঃপর সে (আরো বেশী) আমার দিকে ফিরে এলো।

৩৫. সে (আরো) বললো, হে আমার মালিক, (যদি আমি কোনো ভুল করি) তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমাকে এমন এক সাম্রাজ্য দান করো, যা আমার পরে আর কেউ কোনোদিন পাবে না, তুমি নিশ্চয়ই মহাদাতা।

৩৬. (সে অনুযায়ী) তখন আমি বাতাসকেও তার অধীন করে দিলাম, তা তার ইচ্ছানুযায়ী (অবাধে তাকে নিয়ে) সেখানেই নিয়ে যেতো যেখানেই সে যেতে চাইতো,

৩৭. জ্বিনদেরও (তার অনুগত বানিয়ে দিলাম), যারা ছিলো প্রাসাদ নির্মাণকারী ও (সমুদ্রের) ডুবুরী,

৩৮. শৃঙ্খলিত অন্যান্য (আরো) অনেককেও (আমি তার অধীন করে দিয়েছিলাম)।

৩৯. (আমি বললাম,) এ সবই হচ্ছে আমার দান, এ থেকে তুমি (অন্যদের) কিছু দাও কিংবা নিজের কাছে রাখো, (এর জন্যে তোমাকে) কোনো হিসাব দিতে হবে না।

৪০. অবশ্যই তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে উঁচু মর্যাদা ও সুন্দর নিবাস।

৪১. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করো। যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে;

৪২. আমি বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো (যমীনে আঘাত করার পর যখন পানির একটি কূপ বেরিয়ে এলো, তখন আমি আইয়ুবকে বললাম), এ হচ্ছে (তোমার) পরিষ্কার করা ও পান করার (উপযোগী) পানি।

৪৩. আমি তার সাথে তার পরিবার পরিজন ও তাদের সাথে একই পরিমাণ অনুগ্রহ দান করলাম, এটা ছিলো আমার পক্ষ থেকে রহমত এর নিদর্শন ও জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে উপদেশ।

৪৪. আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণলতা নাও এবং তা দিয়ে (তোমার স্ত্রীর শরীরে মৃদু) আঘাত করো, তুমি কখনো শপথ ভঙ্গ করো না; নিঃসন্দেহে আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি; কতো উত্তম বান্দা ছিলো সে; সে ছিলো আমার প্রতি নিবেদিত!

৪৫. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের (মধ্যে) ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে স্মরণ করো, ওরা (সবাই) ছিলো শক্তিশালী ও সুক্ষ্মদর্শী।

৪৬. আমি একটি বিশেষ ব্যাপার, (এই) পরকাল দিবসের স্মরণ 'গুণের' কারণে তাদের (নেতৃত্বের জন্যে) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম,

৪৭. অবশ্যই এরা সবাই ছিলো আমার কাছে মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৮. (হে নবী,) তুমি আরো স্মরণ করো ইসমাঈল, ইয়াসা' ও যুল কিফলের কথা; এরাও সবাই ভালো মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলো;

৪৯. এ (বিবরণ) হচ্ছে একটি (মহৎ) দৃষ্টান্ত; অবশ্যই পরহেযগার লোকদের জন্যে উত্তম আবাসের ব্যবস্থা রয়েছে,

৫০. (সে উত্তম আবাস হচ্ছে) চিরস্থায়ী এক জান্নাত, যার দরজা (হামেশাই) তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে,

৫১. সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলমুল ও পানীয় সরবরাহের আদেশ দেবে।

৫২. তাদের পাশে (আরো) থাকবে আনতনয়না, সমবয়স্কা তরুণীরা।

৫৩. (হে ঈমানদাররা,) এ হচ্ছে সেসব (নেয়ামত) যা বিচার দিনের জন্যে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে।

৫৪. এ হচ্ছে আমার দেয়া রেযেক, যা কখনো নিঃশেষ হবে না,

৫৫. এ তো হলো (নেককারদের পরিণাম, অপরদিকে) বিদ্রোহী পাপীদের জন্যে থাকবে নিকৃষ্টতম ঠিকানা,

৫৬. জাহান্নাম, যেখানে তারা গিয়ে প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট নিবাস এটি!

৫৭. এ হচ্ছে (তাদের পরিণাম,) অতএব তারা তা আস্বাদন করুক, (আস্বাদন করুক) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ,

৫৮. (তাদের জন্যে রয়েছে) এ ধরনের আরো (বিভৎস) শাস্তি;

৫৯. (যখন দলপতিরা) অনুসারীদের জাহান্নামের দিকে আসতে দেখবে (তখন বলবে), এ হচ্ছে (আরেকটি) বাহিনী, (যারা) তোমাদের সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশ করার জন্যে (ধেয়ে) আসছে (আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত তাদের ওপর), তাদের জন্যে কোনো রকম অভিনন্দনের ব্যবস্থা এখানে নেই; এরা জাহান্নামে গিয়ে পতিত হবে।

৬০. তারা (দলপতিদের) বলবে, বরং তোমাদের ওপরও (আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুরূপ অভিসম্পাত, আজ এখানে) তোমাদের জন্যেও তো কোনো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদের এ (মহা-) বিপদের সম্মুখীন করেছো, কতো নিকৃষ্ট (তাদের) এ আবাসস্থল!

৬১. (যারা এদের অনুসরণ করেছে) তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, যে ব্যক্তি (আজ) আমাদের এ দুর্গতির সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তুমি তার শাস্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দাও।

৬২. তারা (আরো) বলবে, একি হলো আমাদের, (আজ জাহান্নামে) আমরা সেসব মানুষদের দেখতে পাচ্ছি না কেন, যাদের আমরা দুনিয়ায় খারাপ লোকদের দলে শামিল (মনে) করতাম;

৬৩. তবে কি আমরা তাদের অহেতুকই ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম, না (আমাদের) দৃষ্টিশক্তি তাদের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

৬৪. জাহান্নামীদের (নিজেদের মাঝে) এ বাকবিতন্ডা (সেদিন) হবে অবশ্যম্ভাবী।

৬৫. (হে নবী, এদের) বলো, আমি তো (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তিনি মহাপরাক্রমশালী,

৬৬. (তিনি) আসমান ও যমীনের মালিক, (মালিক তিনি) এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তারও, তিনি প্রচুর ক্ষমতাশালী ও মহা ক্ষমাশীল।

৬৭. (তাদের) তুমি বলো, এ (কেয়ামত) হচ্ছে মুলত একটি বড়ো ধরনের সংবাদ,

৬৮. আর তোমরা (কিনা) এ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।

৬৯. (হে নবী, তুমি বলো,) আমার তো ঊর্ধ্বজগত ও তার বাসিন্দা (ফেরেশতা)-দের সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিলো না, (বিশেষ করে) যখন তারা (মানুষ সৃষ্টির বিষয় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে) বিতর্ক করছিলো।

৭০. (এ তো) আমাকে ওহী করে (জানিয়ে) দেয়া হয়েছে, আমি হচ্ছি (তোমাদের জন্যে) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

৭১. (স্মরণ করো,) যখন তোমার মালিক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মাটি থেকে মানুষ বানাতে যাচ্ছি।

৭২. যখন আমি তাকে বানিয়ে সম্পূর্ণ সুঠাম করে নেবো এবং ওতে আমার (কাছ থেকে) জীবনের সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হবে।

৭৩. অতঃপর ফেরেশতারা সবাই (তাকে) সাজদা করলো,

৭৪. একমাত্র ইবলীস ছাড়া; সে অহংকার করলো এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

৭৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ইবলীস, তোমাকে কোন জিনিসটি তাকে সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো; যাকে আমি স্বয়ং নিজের হাত দিয়ে বানিয়েছি, তুমি কি এমনিই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি কোনো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কেউ?

৭৬. সে বললো (হাঁ), আমি তো তার চাইতে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন থেকে বানিয়েছো আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে।

৭৭. তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এখান থেকে এখনি বের হয়ে যাও, কেননা তুমি হচ্ছো অভিশপ্ত,

৭৮. তোমার ওপর আমার অভিশাপ থাকবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত।

৭৯. সে বললো, (হ্যাঁ আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, তবে) হে আমার মালিক, তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন সব মানুষদের (দ্বিতীয় বার) জীবিত করে তোলা হবে।

৮০. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ, যাও), যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত,

৮১. অবধারিত সময়টি আসার সে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত (তুমি থাকবে)।

৮২. সে বললো (হ্যাঁ), তোমার ক্ষমতার কসম (করে আমি বলছি), আমি তাদের সবাইকেই বিপথগামী করে ছাড়বো,

৮৩. তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার একনিষ্ঠ বান্দা তাদের ছাড়া।

৮৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (এ হচ্ছে) চূড়ান্ত সত্য, আর আমি এ সত্য কথাটাই বলছি,

৮৫. তোমার ও তোমার অনুসারীদের সবাইকে দিয়ে আমি জাহান্নাম পুর্ণ করবোই।

৮৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি এ কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না, না যারা লৌকিকতা করে আমি তাদের দলের লোক!

৮৭. এ (কোরআন) হচ্ছে সৃষ্টিকুলের (মানুষদের) জন্যে একটি উপদেশ মাত্র।

৮৮. কিছুকাল পর (কেয়ামত সংঘটিত হলে) তোমরা অবশ্যই তার (সত্যতা) সম্পর্কে জানতে পারবে।

সুরা আঝ ঝুমার

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৭৫, রুকু ৮

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. এ (মহা-) গ্রন্থ (আল কোরআন) পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই (এর) অবতরণ।

২. আমি এ (কেতাব) তোমার কাছে যথার্থভাবেই নাযিল করেছি, অতএব নিষ্ঠাবান হয়ে তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো;

৩. জেনে রেখো, একনিষ্ঠ এবাদাত আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নিবেদিত হওয়া উচিত); যারা আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের এবাদাত এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে করি না যে, এরা আমাদের আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে দেয়; কিন্তু তারা যে (সব) বিষয় নিয়ে মতভেদ করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে হেদায়াত করেন না যে মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞ।

৪. আল্লাহ তায়ালা যদি সন্তান গ্রহণ করতেই চাইতেন, তাহলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই বাছাই করতে পারতেন, তাঁর সত্তা অনেক পবিত্র; তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী।

৫. তিনি আসমান ও যমীন সুপরিকল্পিতভাবেই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রাতকে দিনের ওপর লেপ্টে দেন আবার দিনকে রাতের ওপর লেপ্টে দেন, তিনিই সুর্য ও চন্দ্রকে (একটি নিয়মের) অধীন করে রেখেছেন; এগুলো সবই একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) বিচরণ করতে থাকবে; জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল।

৬. তিনি তোমাদের সবাইকে (আদমের) একই সত্তা থেকে পয়দা করেছেন, অতঃপর তিনি সেই (সত্তা) থেকে তার যুগল বানিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার পশু (-এর বিধান) অবতীর্ণ করেছেন; তিনিই তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেটে পর্যায়ক্রমে পয়দা করেছেন; তিনটি অন্ধকারে একের পর এক (অবয়ব দিয়ে গেছেন); এ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই তোমাদের মালিক, তাঁর জন্যেই সার্বভৌমত্ব, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তারপরও (মুল বিষয়) থেকে তোমাদের কোথায় কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে?

৭. (হে মানুষ,) তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার কুফরী করো তাহলে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কারোই মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের বান্দার এ না-শোকরী (আচরণ) কখনো পছন্দ করেন না, তোমরা যদি তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো তাহলে তিনি তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন;

(কেয়ামতে) কেউই কারো (গুনাহের) ভার ওঠাবে না: অতঃপর তোমাদের তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেদিন তিনি তোমাদের (বিস্তারিত) বলে দেবেন তোমরা কি করতে; তিনি নিশ্চয়ই জানেন যা কিছু অন্তরের ভেতরে লুকিয়ে থাকে।

৮. (নিয়ম হচ্ছে,) মানুষকে যখন কোনো দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার মালিকের দিকে ধাবিত হয়, পরে যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছ থেকে নেয়ামত দিয়ে তার ওপর অনুগ্রহ করেন, তখন সে যে জন্যে আগে আল্লাহ তায়ালাকে ডেকেছিলো তা ভুলে যায়, সে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ বানায়, যাতে করে সে (অন্যদের) আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে; (হে নবী,) তুমি এমন লোকদের বলে দাও, নিজের কুফরীর আরাম আয়েশ (হাতেগোনা) কয়টি দিনের জন্যে ভোগ করে নাও, (পরিণামে) তুমি অবশ্যই জাহান্নামী (হবে)।

৯. যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের সাথে সাজদাবনত হয় কিংবা দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করে এবং পরকালের (আযাবের) ভয় করে, (সর্বাবস্থায়) তার মালিকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে; (হে নবী, এদের) বলো, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) জানে আর যারা (তাঁকে) জানে না, তারা কি এক সমান? (আসলে একমাত্র) জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই (এসব তারতম্য থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

১০. (হে নবী, এদের) বলে দাও, হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যারা এ দুনিয়ায় কোনো কল্যাণকর কাজ করবে তাদের জন্যে (পরকালেও) মহাকল্যাণ (থাকবে), আল্লাহ তায়ালার যমীন অনেক প্রশস্ত; (উপরন্তু) ধৈর্যশীলদের পরকালে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।

১১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে একান্ত নিষ্ঠার সাথে আমি যেন আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করি,

১২. এবং আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন আল্লাহ তায়ালার সামনে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে অগ্রণী হই।

১৩. তুমি বলো, আমি যদি আমার মালিকের না-ফরমানী করি তাহলে আমি আমার ওপর একটি মহা দিনের শাস্তির ভয় করি।

১৪. তুমি বলো, আমি একান্ত নিষ্ঠাবান হয়েই আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করি,

১৫. তোমরা তাকে বাদ দিয়ে যারই চাও গোলামী করো; (হে নবী,) তুমি বলো, ভারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা, যারা (অন্যের গোলামী করার কারণে) কেয়ামতের দিন নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদের ভীষণ ক্ষতি করবে; তোমরা জেনে রেখো, এ (আখেরাতের) ক্ষতিই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১৬. তাদের জন্যে তাদের ওপর থেকে (ছায়াদানকারী) আগুনের মেঘমালা থাকবে, তাদের নীচের দিক থেকেও থাকবে আগুনেরই বিছানা; এ হচ্ছে সে (বিভৎস) আযাব, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভয় দেখাচ্ছেন; (অতএব) হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে ভয় করো।

১৭. যারা শয়তানী শক্তির গোলামী করা থেকে বেঁচে থেকেছে এবং (একনিষ্ঠভাবে) আল্লাহ তায়ালার দিকেই ফিরে এসেছে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাসুসংবাদ, অতএব (হে নবী), তুমি আমার (এমন সব) বান্দাদের সুসংবাদ দাও,

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে (আমার) কথা শোনে এবং ভালো কথাসমুহের অনুসরণ করে; এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভ্যাগ্যবান) লোক যাদের আল্লাহ তায়ালা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ।

১৯. (হে নবী,) যে ব্যক্তির ওপর (আল্লাহ তায়ালার) আযাবের হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে (তাকে কে বাঁচাবে); তুমি কি (তাকে) বাঁচাতে পারবে যে জাহান্নামে (চলে গেছে),

২০. তবে যারা তাদের মালিককে ভয় করে তাদের জন্যে (বেহেশতে) প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ বানানো থাকবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে; (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর ওয়াদা বরখেলাপ করেন না।

২১. (হে মানুষ,) তুমি কি কখনো এটা পর্যবেক্ষণ করোনি যে, আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তিনিই তা যমীনের প্রস্রবণগুলোতে প্রবেশ করান, পরে তিনিই (আবার) তা দিয়ে (যমীন থেকে) রং বেরংয়ের ফসল বের করে আনেন, (কিছুদিন) পরে তা (আবার) শুকিয়েও যায়, ফলে তোমরা তাকে পীতবর্ণের (ফসল হিসেবে) দেখতে পাও, অতঃপর তিনিই তাকে আবার খড় কুটায় পরিণত করেন; অবশ্যই এতে (এ নিয়মের মধ্যে) জ্ঞানবানদের জন্যে (বড়ো রকমের) উপদেশ রয়েছে।

২২. অতঃপর (তুমি বলো, হে নবী,) যার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (পাওয়া) একটি (হেদায়াতের) নুরের ওপর রয়েছে; দুর্ভোগ হচ্ছে সেসব লোকের জন্যে যাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে কঠোর হয়ে গেছে; (মুলত) এরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

২৩. আল্লাহ তায়ালা সর্বোৎকৃষ্ট বাণী নাযিল করেছেন, তা এমন (উৎকৃষ্ট) কেতাব যার প্রতিটি বাণী পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল, অভিন্ন (যেখানে আল্লাহর ওয়াদাগুলো বার বার পেশ করা হয়েছে), যারা তাদের মালিককে ভয় করে, এ (কেতাব শোনার) ফলে তাদের চামড়া (ও শরীর) কেঁপে ওঠে, অতঃপর তাদের দেহ ও মন বিগলিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এ (কেতাব) হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত, এর দ্বারা তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথ দেখান; আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার আসলেই কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

২৪. যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখের দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, (সে কি তার মতো হবে যাকে সে শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে, সেদিন) যালেমদের বলা হবে, তোমরা (দুনিয়ায়) যা কামাই করেছিলে আজ তারই মজা ভোগ করো!

২৫. তাদের আগের লোকেরাও (নবীদের ওপর) মিথ্যা আরোপ করেছে, আর এমন দিক থেকে (আল্লাহ তায়ালার) আযাব তাদের ওপর এসে তাদের গ্রাস করলো যে, তারা টেরই পায়নি।

২৬. অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়ার জীবনে অপমানিত করলেন, (তাদের জন্যে) আখেরাতের আযাব হবে (আরো) গুরুতর। (কতো ভালো হতো) যদি তারা (কথাটা) জানতো!

২৭. আমি এ কোরআনে মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে (ছোটো বড়ো) সব ধরনের উদাহরণই পেশ করেছি, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে,

২৮. এ কোরআন (আমি বিশুদ্ধ) আরবী ভাষায় (নাযিল করেছি), এতে কোনো জটিলতা নেই, (এর উদ্দেশ্য) যেন তারা (আল্লাহ তায়ালার না-ফরমানী থেকে) বাঁচতে পারে।

২৯. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের বোঝার জন্যে) একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন, (উদাহরণটি হচ্ছে দু'জন মানুষের, এদের) একজন মানুষ (হচ্ছে গোলাম), যার বেশ ক'জন মালিক রয়েছে, যারা (আবার) পরস্পর বিরোধী (প্রত্যেকেই গোলামটিকে নিজের দিকে টানতে চাচ্ছে), আরেক ব্যক্তি, যে কেবল একজনেরই (গোলাম); তুমিই বলো (হে নবী), এ দু'জন গোলাম কি এক সমান হবে? (না, কখনো নয়,) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

৩০. অবশ্যই (একদিন) তুমি মারা যাবে, তারাও নিঃসন্দেহে একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে,

৩১. অতঃপর (নিজেদের কাজের জন্যে একে অপরকে দায়ী করে) তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের মালিকের সামনে বাকবিতন্ডা করতে থাকবে।

পারা ২৪

৩২. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং একবার তার কাছে সত্য (দ্বীন) এসে যাওয়ার পরও যে ব্যক্তি তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; এমন সব কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে (হওয়া উচিত) নয়?

৩৩. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি স্বয়ং এ সত্য (দ্বীন) নিয়ে এসেছে এবং যে ব্যক্তি এ সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, ওদের (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দেয়া হবে।

৩৪. তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে সেসব কিছুই থাকবে যা তারা (পেতে) চাইবে; (মুলত) এটা হচ্ছে সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কার,

৩৫. কেননা, এরা যা কিছু মন্দ কাজ করেছে আল্লাহ তায়ালা তা মিটিয়ে দেবেন এবং তাদের ভালো কাজসমুহের জন্যে তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন।

৩৬. আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর বান্দা (মোহাম্মদের হেফাযত)-এর জন্যে যথষ্টে নন? (হে নবী,) এরা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে (অন্যদের) ভয় দেখায়; আল্লাহ তায়ালা যাকে বিভ্রান্ত করেন তার (আসলে) কোনোই পথপ্রদর্শক নেই,

৩৭. আবার যাকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউই পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আল্লাহ তায়ালা কি পরাক্রমশালী ও কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী (সত্তা) নন?

৩৮. (হে নবী,) যদি তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো, আকাশমালা ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে, সাথে সাথেই ওরা বলবে, আল্লাহ তায়ালাই (এসব সৃষ্টি করেছেন); এবার তাদের তুমি বলো, তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো কি, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে কোনো কষ্ট পৌঁছাতে চান তাহলে তিনি ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো তারা কি সে কষ্ট দুর করতে পারবে? কিংবা তিনি যদি আমার ওপর (তাঁর) অনুগ্রহ করতে চান, (তাহলে) এরা তাঁর সে অনুগ্রহ কি রোধ করতে পারবে? (হে নবী,) তুমি বলো, আমার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথষ্টে; যারা নির্ভর করতে চায় তাদের তো তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

৩৯. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ করে যাও, আমিও (আমার জায়গায়) কাজ করে যাচ্ছি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে,

৪০. কার ওপর (দুনিয়ায়) অপমানকর আযাব আসবে এবং (আখেরাতেই বা) কার ওপর স্থায়ী আযাব নাযিল হবে!

৪১. (হে নবী,) আমি মানুষের জন্যে তোমার ওপর সত্য (দ্বীন)-সহ এ কেতাব নাযিল করেছি, অতপর যে কেউ হেদায়াত পেতে চাইবে সে তা করবে একান্ত তার নিজের জন্যেই, আর যে ব্যক্তি গোমরাহ হয়ে যায়, তার এ গোমরাহীর ফল তার নিজের ওপরই বর্তাবে, আর তুমি তো তাদের ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নও!

৪২. আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের) মৃত্যুর সময় তার প্রাণবায়ু বের করে নেন, আর যারা ঘুমের সময় মরেনি তিনি (তখন) তাদেরও (রূহ) বের করেন, অতপর যার ওপর তিনি মৃত্যু অবধারিত করেন তার প্রাণ তিনি (ছেড়ে না দিয়ে) রেখে দেন এবং বাকী (রূহ)-দের একটি সুনির্দষ্টি সময়ের জন্যে ছেড়ে দেন; এর (গোটা ব্যবস্থাপনার) মধ্যে এমন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা (বিষয়টি নিয়ে) চিন্তা ভাবনা করে।

৪৩. তবে কি এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) সুপারিশকারী (হিসেবে) গ্রহণ করেছে? (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, যদিও তোমাদের এসব সুপারিশকারী কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না, না তাদের কোনো জ্ঞান বুদ্ধি আছে।

৪৪. বলো (হে নবী), যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, আসমানসমুহ এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; অতপর তোমরা সবাই তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।

৪৫. যখন তাদের কাছে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার কথা বলা হয়, তখন যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তাদের অন্তর নিতান্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে, অপরদিকে যখন আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্য (দেবতা)-গুলোর আলোচনা করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

৪৬. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আল্লাহ, (হে) আসমান যমীনের স্রষ্টা, (হে) দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সব কিছুর পরিজ্ঞাতা, তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে দাও, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করছে।

৪৭. যদি এ যালেমদের কাছে সেসব (সম্পদ) মজুদ থাকে, যা এ পৃথিবীর মাঝে (ছড়িয়ে) আছে, তার সাথে সমপরিমাণ (সম্পদ) আরো যদি তার কাছে থাকে, কেয়ামতের দিন আযাবের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে তারা সবকিছু (বিনা দ্বিধায়) দিয়ে দিতে চাইবে; সে সময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে সে (আযাব) এসে উপস্থিত হবে, যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি।

৪৮. এরা (যেভাবে) আমল করতে থাকবে, আসেত্ম আসেত্ম (সেভাবে) তার মন্দ ফলও প্রকাশ পেতে থাকবে, যে (আযাবের প্রতি) এরা হাসি বিদ্রূপ করতো তা তাদের (আমলের মতোই) তাদের পরিবষ্টেন করে ফেলবে।

৪৯. মানুষদের (অবস্থা হচ্ছে,) যখন কোনো দুঃখ কষ্ট তাদের স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকে, অতপর আমি যখন তাকে আমার কাছ থেকে কোনো রকম নেয়ামত দান করি তখন সে বলে, এটা তো আমার জ্ঞানের (যোগ্যতার) ওপরই দেয়া হয়েছে, না (আসলে তা নয়); বরং এটা হচ্ছে পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

৫০. এদের আগের লোকেরাও অবশ্য এ ধরনের (কথাবার্তা) বলতো, কিন্তু তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি।

৫১. যা কিছু তারা কামাই করেছে তার মন্দ পরিণাম তাদের সামনে আসবেই; এদের মধ্যে যারা যুলুম করে তারাও (একদিন) তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করবে, এরা কখনো (আমাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে না।

৫২. এরা কি জানে না, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তার রেযেক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্যে চান তার জন্যে তা) সংকুচিত করে দেন; অবশ্যই এর মাঝে ঈমানদার লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

৫৩. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছো, তারা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হয়ো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (মানুষের) সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৫৪. অতএব, তোমরা তোমাদের মালিকের দিকে ফিরে এসো এবং তাঁর কাছেই (পূর্ণ) আত্মসমর্পণ করো তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার আযাব আসার আগেই, (কেননা একবার আযাব এসে গেলে) অতপর তোমাদের আর কোনো রকম সাহায্য করা হবে না।

৫৫. তোমাদের অজান্তে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে কোনো রকম আযাব নাযিল হবার আগেই তোমাদের কাছে তোমাদের মালিক যে উৎকৃষ্ট (গ্রন্থ) নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো,

৫৬. (অতপর এমন যেন না হয়,) কেউ (একদিন) বলবে, হায় আফসোস! আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমার কর্তব্য পালনে আমি দারুণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি, আমি তো (মুলত) ছিলাম ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদেরই একজন!

৫৭. কিংবা একথা (কেউ) যেন না বলে, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়াত দান করতেন তাহলে আমি অবশ্যই পরহেযগারদের দলে শামিল হয়ে যেতাম,

৫৮. অথবা আযাব সামনে দেখে কেউ বলবে, আহা, যদি আমার (আবার) দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া (নসীবে) থাকতো, তাহলে আমি নেক বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যেতাম!

৫৯. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হ্যাঁ, আমার আয়াতসমূহ অবশ্যই তোমার কাছে এসে পৌঁছেছিলো, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে, তুমি অহংকার করেছিলে, তুমি ছিলে অস্বীকারকারীদেরই একজন।

৬০. কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের মুখগুলো সব কদাকার (বিশ্রী হয়ে গেছে), তুমি কি মনে করো জাহান্নাম (এ রকম) ঔদ্ধত্য পোষণকারীদের ঠিকানা (হওয়া উচিত) নয়?

৬১. (এর বিপরীত) যারা পরহেযগারী করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাফল্যের সাথে (জাহান্নাম থেকে) উদ্ধার করবেন, অকল্যাণ কখনো তাদের স্পর্শ করবে না, না তারা কখনো কোনো ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবে!

৬২. আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সব কিছুর (একক) স্রষ্টা, তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর ওপর নেগাহবান!

৬৩. আসমানসমূহ ও যমীনের মুল চাবি (-কাঠি) তো তাঁরই কাছে; যারা (এখন) আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে চলেছে, (পরিশেষে) তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৪. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, হে মুর্খ ব্যক্তিরা, তোমরা কি (এরপরও) আমাকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো গোলামী বরণ করে নিতে বলছো?

৬৫. অথচ (হে নবী,) তোমার কাছে এবং সেসব (নবীদের) কাছেও যারা তোমার আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, এ (মর্মে) ওহী পাঠানো হয়েছে, যদি তুমি আল্লাহ তায়ালার সাথে (অন্যদের) শরীক করো তাহলে অবশ্যই তোমার (সব) আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে।

৬৬. অতএব, তুমি একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই এবাদাত করো এবং শোকরগোযার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও।

৬৭. (আসলে) এ (মু খর) লোকগুলো আল্লাহ তায়ালার সেভাবে মুল্যায়নই করেনি যেভাবে তাঁর মুল্যায়ন করা উচিত ছিলো, কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানগুলো (একে একে) ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে; পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা (তাঁর সাথে) যা কিছু শেরেক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

৬৮. (যখন প্রথমবার) শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তার (সব কিছুই) বেহুশ হয়ে যাবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যা চান (তার কথা আলাদা); অতপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন তারা সবাই দন্ডায়মান হয়ে (সে বীভৎস দৃশ্য) দেখতে থাকবে।

৬৯. (এ সময়) যমীন তার মালিকের নুরের ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে, মানুষের (কর্মফলের) নথিপত্র (সামনে) রাখা হবে, নবীদের ও অন্যান্য সাক্ষীদের এনে হাযির করা হবে, তাদের সবার সাথে ন্যায়বিচার করা হবে, তাদের কারো ওপর বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।

৭০. প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে যে পরিমাণ কাজ সে করে এসেছে, (কারণ) আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন যা কিছু তারা প্রতিনিয়ত করে বেড়াতো।

৭১. যেসব লোক কুফরী করেছে তাদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে; এমনি (তাড়া খেয়ে) যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছুবে তখন (সাথে সাথেই) তার (সদর) দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা ওদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসুল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের (কেতাবের) আয়াতসমুহ তেলাওয়াত করতো এবং তোমাদের এমনি একটি দিনের সাক্ষাত্ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতো; ওরা বলবে (হ্যাঁ), অবশ্যই এসেছিলো, কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে (আল্লাহ তায়ালার সে) আযাব (সম্পর্কিত) ওয়াদাই আজ বাস্তবায়িত হয়ে গেলো।

৭২. ওদের (তখন) বলা হবে, যাও, প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজা দিয়ে, (তোমরা) সেখানেই চিরদিন থাকবে, ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীদের জন্যে কতো নিকৃষ্ট হবে এ ঠিকানা!

৭৩. (অপরদিকে) যারা তাদের মালিককে ভয় করেছে তাদের সবাইকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; এমনি করে যখন সেখানে তারা (জান্নাতের দোরগোড়ায়) এসে হাযির হবে (তখন তারা দেখতে পাবে) তার দরজাসমুহ তাদের অভিবাদনের জন্যে খুলে রাখা হয়েছে, (উষ্ঞ অভিনন্দন জানিয়ে) তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, চিরন্তন জীবন কাটানোর জন্যে এখানে দাখিল হয়ে যাও!

৭৪. তারা (সেখানে প্রবেশ করে কৃতজ্ঞ চিত্তে) বলবে, সমস্ত তারীফ আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পুরণ করেছেন এবং আমাদের এ ভূমির অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন, এখন আমরা (এ) জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসবাস করবো, (সত্) কর্ম সম্পাদনকারীদের (এ) পুরস্কার কতোই না উত্তম!

৭৫. (হে নবী, সেদিন) তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে, ওরা আরশের চারদিকে ঘিরে তাদের মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে, (সেদিন) ইনসাফের সাথে সবার বিচার (-কার্য যখন) সম্পন্ন হবে, (চারদিক থেকে) একই ঘোষণা ধ্বনিত হবে সবটুকু প্রশংসাই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

সুরা আল মু'মিন

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৮৫, রুকু ৯

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হা-মীম,

২. এ গ্রন্থ আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই নাযিল হয়েছে, (তিনি) পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ,

৩. (তিনি মানুষের) গুনাহ মাফ করেন, তাওবা কবুল করেন, (তিনি) শাস্তি দানে কঠোর, (তিনি) বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক; তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, (একদিন) তাঁর দিকেই (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে।

৪. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালার (নাযিল করা এ) আয়াতসমুহ নিয়ে শুধু তারাই বিতর্কে লিপ্ত হয় যারা কুফরী করে, অতপর শহরে (বন্দরে) তাদের বিচরণ যেন (কোনোদিনই) তোমাকে প্রতারিত করতে না পারে।

৫. তাদের আগে নুহের জাতি (সে যমানার নবীদের) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো, আবার তাদের পর অন্যান্য দলও (নবীদের অস্বীকার করেছে), প্রত্যেক জাতিই তাদের নবীদের পাকড়াও করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিসন্ধি এটেছিলো এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে তারা অন্যাভাবে যুক্তি তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, (পরিণামে) আমিও তাদের পাকড়াও করেছি। (চেয়ে দেখো), কেমন (ভীতিকর) ছিলো আমার আযাব!

৬. এভাবে কাফেরদের ওপর তোমার মালিকের বাণীই সত্য প্রমাণিত হলো যে, এরা সত্যি সত্যিই জাহান্নামী।

৭. যেসব (ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার) আরশ বহন করে চলেছে, যারা এর চারদিকে (কর্তব্যরত) রয়েছে, তারা নিজেদের মালিকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে, তারা তাঁর ওপর ঈমান রাখে, তারা ঈমানদারদের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করে (তারা বলে), হে আমাদের মালিক, তুমি তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞানসহ সবকিছুর ওপর ছেয়ে আছো, সুতরাং সেসব লোককে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা তাওবা করে এবং যারা তোমার (দ্বীনের) পথ অনুসরণ করে, তুমি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!

৮. হে আমাদের মালিক, তুমি তাদের সেই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছো, তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে (তাদেরও জান্নাতে প্রবেশ করাও), নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়,

৯. তুমি (কেয়ামতের দিন) তাদের দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করো, (মুলত) সেদিন তুমি যাকেই দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেবে, তাকে তুমি (বড়ো বেশী) দয়া করবে, আর এটাই হচ্ছে (সেদিনের) সবচাইতে বড়ো সাফল্য।

১০. নিসন্দেহে যারা কুফরী করেছে, (তাদের উদ্দেশ্যে) ঘোষণা দিয়ে বলা হবে, (আজ) তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের যে রোষ তার চাইতে আল্লাহ তায়ালার রোষ আরো বেশী (বিশেষ করে), যখন তোমাদের ঈমানের দিকে ডাকা হচ্ছিলো আর তোমরা তা অস্বীকার করছিলে।

১১. তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, তুমি তো দু'বার আমাদের মৃত্যু দিলে, আবার দু'বার জীবনও দিলে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকারও করেছি, অতএব (এখন আমাদের এখান থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে কি?

১২. (তাদের বলা হবে,) তোমাদের (এ শাস্তি) তো এ জন্যে, যখন তোমাদের এক আল্লাহর দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে, যখন তাঁর সাথে শরীক করা হতো তখন তোমরা তা মেনে নিতে; (আজ) সর্বময় সিদ্ধান্তের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা তিনি সর্বোচ্চ, তিনি মহান।

১৩. (হে মানুষ,) তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমুহ দেখান এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্যে রেযেক পাঠান, (আসলে এ থেকে) তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা (একান্তভাবে) আল্লাহ তায়ালার দিকে নিবষ্টি হয়।

১৪. অতএব (হে মুসলমানরা), তোমরা (তোমাদের) জীবন বিধানকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নিবেদিত করো, একমাত্র তাঁকেই ডাকো, যদিও কাফেররা (এটা) পছন্দ করে না।

১৫. তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মহান অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর ইচ্ছা তাঁর আদেশসহ তার ওপর ওহী পাঠান, যাতে করে সে (ওহীপ্রাপ্ত রসূল আল্লাহর সাথে) সাক্ষাত লাভের (এ) দিনটির ব্যাপারে (বান্দাদের) সাবধান করে দিতে পারে,

১৬. সেদিন (যখন) মানুষ (হাশরের ময়দানে) বেরিয়ে পড়বে, (তখন) তাদের কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে গোপন থাকবে না; (বলা হবে,) আজ সর্বময় রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার জন্যে? (জবাব আসবে,) প্রবল পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

১৭. আজ প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে যে পরিমাণ সে (দুনিয়ায়) অর্জন করে এসেছে; আজ কারও প্রতি কোনোরকম অবিচার হবে না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণে তৎপর।

১৮. (হে নবী,) তুমি তাদের আসন্ন (কেয়ামতের) দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, (চারদিক থেকে) দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে; সেদিন যালেমদের (আসলেই) কোনো বন্ধু থাকবে না, থাকবে না এমন কোনো সুপারিশকারী, যা (তখন) গ্রাহ্য করা হবে;

১৯. তিনি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে (যেমন) জানেন, (তেমনি জানেন) যা কিছু (মানুষের) মন গোপন করে রাখে (সে সব কিছুও)।

২০. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বান্দাদের মাঝে) ন্যায়বিচার করেন; (কিন্তু) ওরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা (অন্যের ন্যায়বিচার তো দুরের কথা, নিজেদের) কোনো বিচার ফয়সালাও করতে সক্ষম নয়; (মুলত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২১. এ লোকগুলো কি (আমার) যমীনে ঘোরাফেরা করে না? (ঘুরলে) অতপর তারা দেখতে পেতো এদের আগের লোকগুলোর কি পরিণাম হয়েছিলো; অথচ শক্তিমত্তার দিক থেকে (হোক) এবং যেসব কীর্তি তারা (এ) দুনিয়ায় রেখে গেছে (সে দৃষ্টিতে হোক), যমীনে তারা ছিলো (এদের চাইতে) অনেক বেশী প্রবল, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করলেন; আল্লাহ তায়ালার গযব থেকে তাদের রক্ষা করার মতো কেউই ছিলো না।

২২. এটা এ কারণে, তাদের কাছে (সুস্পষ্ট) নিদর্শনসহ আল্লাহ তায়ালার রসূলদের আগমন সত্ত্বেও ওরা তাদের অস্বীকার করেছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন, তিনি খুব শক্তিশালী, শাস্তিদানেও তিনি কঠোর।

২৩. আমি আমার আয়াত ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ মুসাকে পাঠিয়েছিলাম,

২৪. (তাকে পাঠিয়েছিলাম) ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে, অতপর ওরা বললো, এ তো হচ্ছে এক চরম মিথ্যাবাদী যাদুকর।

২৫. অতপর যখন সে আমার কাছ থেকে সত্য (দ্বীন) নিয়ে তাদের কাছে এলো, তখন তারা বললো, যারা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদের তোমরা হত্যা করো এবং (শুধু) তাদের কন্যাদেরই জীবিত রাখো; (কিন্তু) কাফেরদের ষড়যন্ত্র (তো) ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৬. (এক পর্যায়ে) ফেরাউন (তার পারিষদদের) বললো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও আমি মুসাকে হত্যা করে ফেলি, ডাকুক সে তার রবকে, আমি আশংকা করছি সে তোমাদের গোটা জীবন ব্যবস্থাই পাল্টে দেবে এবং (এ) যমীনেও সে (নানারকমের) বিপর্যয় ঘটাবে।

২৭. মুসা বললো, প্রতিটি উদ্ধত ব্যক্তি, যে হিসাব নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না, আমি তার (অনিষ্ট) থেকে আমার মালিক ও তোমাদের মালিকের কাছে (আগেই) পানাহ চেয়ে নিয়েছি।

২৮. একজন মোমেন ব্যক্তি যে ছিলো (স্বয়ং) ফেরাউনের গোত্রেরই লোক (এবং) যে ব্যক্তি নিজের ঈমান (এতদিন পর্যন্ত) গোপন করে আসছিলো, (সব শুনে) বললো (আচ্ছা), তোমরা কি একজন লোককে (শুধু এ জন্যেই) হত্যা করতে চাও, যে ব্যক্তি বলে আমার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, (অথচ) সে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহই তোমাদের কাছে এসেছে; যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার (এ) মিথ্যা তো তার ওপরই (বর্তাবে), আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে যে (আযাবের) ব্যাপারে সে তোমাদের কাছে ওয়াদা করছে তার কিছু না কিছু তো এসে তোমাদের পাকড়াও করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে সঠিক পথ দেখান না যে সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদী।

২৯. (সে বললো,) হে আমার জাতির লোকেরা, এ যমীনে আজ তোমরা হচ্ছো ক্ষমতাবান, কিন্তু (আগামীকাল) আমাদের ওপর (আযাব) এসে গেলে কে আমাদের আল্লাহর (পাঠানো) দুর্যোগ থেকে সাহায্য করবে; ফেরাউন বললো, আমি তো (এ ব্যাপারে) তোমাদের সে রায়ই দেবো, যেটা আমি (ঠিক হিসেবে) দেখবো, আমি তো তোমাদের সত্য পথ ছাড়া অন্য কিছুই দেখাবো না।

৩০. (যে ব্যক্তি গোপনে) ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে পুর্ববর্তী সমপ্রদায় সমুহের মতোই (আযাবের) দিনের আশংকা করছি,

৩১. (তোমাদের অবস্থা এমন যেন না হয়) যেমনটি (হয়েছিলো) নুহের জাতি, আ'দ, সামুদ ও তাদের পরে যারা এসেছিলো (তাদের সবার); আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর বান্দাদের ওপর যুলুম করতে চান না।

৩২. হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে প্রচন্ড হাঁক ডাকের (কেয়ামত) দিবসের (আযাবের) আশংকা করি,

৩৩. সেদিন তোমরা পেছন ফিরে পালাবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার (পাকড়াও) থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউই থাকবে না, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোনো পথ প্রদর্শনকারীই থাকে না।

৩৪. এর আগে তোমাদের কাছে (নবী) ইউসুফ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু সে যা কিছু বিধান নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তোমরা তাতে (শুধু) সন্দেহই পোষণ করেছো; এমনকি যখন সে মরে গেলো তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ তায়ালা কখনো আর কোনো রসুল পাঠাবেন না; (মুলত) আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (নানা বিভ্রান্তিতে ফেলে) সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদের গোমরাহ করে থাকেন,

৩৫. যারা তাদের নিজেদের কাছে আসা দলীল প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমুহ নিয়ে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়; তারা আল্লাহ তায়ালা ও ঈমানদারদের কাছে খুবই অসন্তোষের কারণ বলে বিবেচিত; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই প্রতিটি অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ের ওপর মোহর মেরে দেন।

৩৬. ফেরাউন (একদিন উযীর হামানকে) বললো, হে হামান, আমার জন্যে তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে করে আমি (আকাশে চড়ার) কিছু একটা অবলম্বন পেতে পারি,

৩৭. (আকাশে চড়ার অবলম্বন এমন হবে) যেন আমি মুসার মাবুদকে (তা দিয়ে উঁকি মেরে) দেখে আসতে পারি, অবশ্য আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি; এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার এ নিকৃষ্ট কাজটি শোভনীয় (প্রতীয়মান) করা হলো এবং তাকে (সত্য পথ থেকে) নিবৃত্ত করা হলো; (মুলত) ফেরাউনের ষড়যন্ত্র (তার নিজের) ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।

৩৮. যে ব্যক্তিটি ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আমার কথা শোনো, আমি তোমাদের (একটা) সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি,

৩৯. হে আমার সম্প্রদায়, (তোমাদের) এ দুনিয়ার জীবন (কয়েকটি দিনের) উপভোগের বস্তু মাত্র, স্থায়ী নিবাস তো হচ্ছে আখেরাত!

৪০. যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে তাকে সে পরিমাণের চাইতে বেশী প্রতিফল দেয়া হবে না, পুরুষ হোক কিংবা নারী, যে কেউই নেক কাজ করবে সে-ই মোমেন (হিসেবে গণ্য হবে হাঁ,), এমন ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের অপরিমিত রেযেক দেয়া হবে।

৪১. হে আমার জাতি, এ কি আশ্চর্য, আমি তোমাদের (জাহান্নাম থেকে) মুক্তির দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছো জাহান্নামের দিকে!

৪২. তোমরা আমাকে একথার দিকে দাওয়াত দিচ্ছো যেন আমি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং তাঁর (সাথে) অন্য কাউকে শরীক করি, যার সমর্থনে আমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই, (পক্ষান্তরে) আমি তোমাদের আহ্বান করছি সেই আল্লাহ তায়ালার দিকে, যিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

৪৩. যে বিষয়টির প্রতি তোমরা আমাকে ডাকছো, দুনিয়াতে তার দিকে ডাকা (কোনো মানুষের জন্যেই) শোভনীয় নয়, (তেমনি) পরকালে তো (মোটেই) নয়, কেননা আমাদের সবাইকে তো আল্লাহ তায়ালার দিকেই ফিরে যেতে হবে, (সত্যি কথা হচ্ছে), যারা সীমালংঘন করে তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী।

৪৪. (আজ) আমি তোমাদের যা কিছু বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে, আর আমি তো আমার কাজকর্ম (বিষয় আসয়) আল্লাহ তায়ালার কাছেই সোপর্দ করছি, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ নযর রাখেন।

৪৫. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ওদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন (অপর দিকে একটা) কঠিন শাস্তি (এসে) ফেরাউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করে নিলো,

৪৬. (জাহান্নামের) আগুন, যার সামনে তাদের সকাল সন্ধ্যায় হাযির করা হবে, আর যেদিন কেয়ামত ঘটবে (সেদিন ফেরেশতাদের বলা হবে), ফেরাউনের দলবলকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।

৪৭. যখন এ লোকেরা জাহান্নামে বসে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, অতপর (যারা) দুর্বল (ছিলো) তারা এমন সব লোকদের বলবে, যারা ছিলো অহংকারী আমরা তো (দুনিয়ায়) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, (এখন জাহান্নামের) আগুনের কিছু অংশ কি তোমরা আমাদের কাছ থেকে নিবারণ করতে পারবে?

৪৮. অহংকারীরা (এর জবাবে) বলবে (কিভাবে তা সম্ভব), আমরা সবাই তো তার ভেতরেই পড়ে আছি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে (চূড়ান্ত) ফয়সালা করে দিয়েছেন।

৪৯. (তারপর) যারা জাহান্নামে পড়ে থাকবে তারা (এখানকার) প্রহরীদের (উদ্দেশ করে) বলবে, তোমরা (অন্তত আমাদের জন্যে) তোমাদের মালিকের কাছে দোয়া করো, তিনি যেন (কোনো না) কোনো একটি দিন আমাদের ওপর থেকে আযাব কম করে দেন।

৫০. তারা বলবে, এমনকি হয়নি যে, তোমাদের কাছে তোমাদের নবীরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে, তারা বলবে হ্যাঁ, (এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি, জাহান্নামের যারা প্রহরী) তারা বলবে, (তাহলে তোমাদের) দোয়া তোমরা নিজেরাই করো, (আর সত্য কথা হচ্ছে), কাফেরদের দোয়া ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়!

৫১. নিশ্চয়ই আমি আমার নবীদের ও (তাদের ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের এ বৈষয়িক দুনিয়ায় (যেমন) সাহায্য করি, (তেমনি সেদিনও সাহায্য করবো) যেদিন (তাদের পক্ষে কথা বলার জন্যে) সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে যাবে,

৫২. সেদিন যালেমদের ওযর আপত্তি কোনোই উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে (শুধু থাকবে) অভিশাপ, তাদের জন্যে আরো থাকবে নিকৃষ্টতম আবাস।

৫৩. আমি মুসাকে অবশ্যই পথনির্দেশিকা দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলদেরও (আমার) কেতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম,

৫৪. (তা ছিলো) জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে হেদায়াত ও (সুস্পষ্ট) উপদেশ।

৫৫. অতপর তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, তুমি (বরং) তোমার গুনাহখাতার জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

৫৬. নিজেদের কাছে কোনো দলীল প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা আয়াতসমুহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে কেবল অহংকারই (ছেয়ে) থাকে, তারা কখনো সে (সাফল্যের) জায়গায় পৌঁছুবার (যোগ্য) নয়, অতএব (হে নবী), তুমি (এদের অনিষ্ট থেকে) আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৫৭. নিসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষকে (দ্বিতীয় বার) সৃষ্টি করা অপেক্ষা বেশী কঠিন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।

৫৮. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি (কখনো) সমান হয় না, (ঠিক তেমনি) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারা এবং দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি (কখনো) সমান নয়; (আসলে) তোমাদের কমসংখ্যক লোকই (আমার হেদায়াত থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।

৫৯. কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বিশ্বাস করে না।

৬০. তোমাদের মালিক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো; যারা অহংকারের কারণে আমার এবাদাত থেকে না-ফরমানী করে, অচিরেই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৬১. আল্লাহ তায়ালা যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিনকে পর্যবেক্ষণকারী আলোকোজ্জ্বল করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

৬২. এ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনি তোমাদের মালিক, প্রত্যেকটি জিনিসের একক স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই (বলো), তোমরা (কোথায়) কোথায় ঠোকর খাবে!

৬৩. যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তাদেরও এভাবে (দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাওয়ানো হয়েছিলো!

৬৪. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে ভূমিকে বাসোপযোগী (স্থান) বানিয়ে দিয়েছেন, আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ, তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, সুতরাং যে আকৃতি তিনি গঠন করেছেন তা কতো সুন্দর এবং ভালো ভালো জিনিস থেকে তোমাদের রেযেক দান করেছেন; সে আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের মালিক, কতো মহান বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা!

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব একান্ত নিষ্ঠাবান হয়ে তোমরা তাঁর এবাদাত করো; সমস্ত তারীফ সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে!

৬৬. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে যেন আমি তাদের এবাদাত না করি, যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকো, (তা ছাড়া) যখন আমার কাছে আমার মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমুহ এসে গেছে, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দা হয়ে যাই|

৬৭. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর শুক্রবিন্দু থেকে তারপর জমাট রক্ত থেকে (বানিয়ে) তোমাদের শিশু হিসেবে বের করে আনেন, তারপর তোমরা যৌবনপ্রাপ্ত হও, (এক সময় আবার) উপনীত হও বার্ধক্যে, তোমাদের কাউকে আগেই মৃত্যু দেয়া হবে, (এসব প্রক্রিয়া এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যেন তোমরা (সবাই) নির্দষ্টি সময়ে পৌঁছুতে পারো এবং আশা করা যায়, (এর ফলে) তোমরা (সঠিক ঘটনা) বুঝতে পারবে|

৬৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জীবন দান করেন, তিনি তোমাদের মৃত্যুও ঘটান, তিনি যখন কোনো কিছু করা সিদ্ধান্ত করেন তখন শুধু এটুকুই বলেন 'হও', অতপর 'তা হয়ে যায়'|

৬৯. (হে নবী,) তুমি কি ওদের (অবস্থার) দিকে তাকিয়ে দেখোনি, যারা আল্লাহ তায়ালার (নাযিল করা) আয়াত সম্পর্কে নানা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে; (তুমি কি বলতে পারো আসলে) ওরা (সত্যকে ফেলে) কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে?

৭০. (ওরা) সেসব লোক যারা (এ) কেতাব অস্বীকার করে, (অস্বীকার করে) সেসব কেতাবও, যা আমি (ইতিপুর্বে) নবীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম| অতএব অতিশীঘ্রই তারা (নিজেদের পরিণাম) জানতে পারবে;

৭১. যেদিন ওদের গলদেশে (আযাবের) বেড়ি ও শেকল (পরিবেষ্টিত) থাকবে, (সেদিন) তাদের টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে,

৭২. ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদের আগুনেও দগ্ধীভূত করা হবে,

৭৩. তাদের বলা হবে, কোথায় (আজ) তারা যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক করতে?

৭৪. আল্লাহ তায়ালার বদলে, (যাদের তোমরা ডাকতে তারাই বা আজ কোথায়?) তারা বলবে, তারা তো (আজ সবাই) আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, (আসলে) আমরা তো আগে (কখনো) এমন কিছুকে ডাকিনি; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই কাফেরদের বিভ্রান্ত করেন|

৭৫. (আজ) এ কারণেই তোমাদের (এ পরিণাম) হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকতে এবং তোমরা (ক্ষমাহীন) অহংকার করতে,

৭৬. সুতরাং (এখন) তোমরা জাহান্নামের দরজাসমুহে (ভেতরে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, কতো নিকৃষ্ট অহংকারীদের এ আবাসস্থল!

৭৭. (হে নবী,) তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার মালিকের ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আমি ওদের কাছে যে (শাস্তির) ওয়াদা করেছি (তার) কিছু অংশ যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই, (তাতে দুশ্চিন্তার কারণ নেই,) তাদের তো অতপর আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে|

৭৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার আগে (অনেক) নবী প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা আমি তোমাকে শুনিয়েছি, (আবার এমনও আছে) তাদের কথা তোমার কাছে আমি আদৌ বর্ণনাই করিনি; (আসলে) আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রসুলের কাজ নয়, আর যখন আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা এসে যাবে তখন তো সব কিছুর যথাযথ মীমাংসা হয়েই যাবে, আর (সে ফয়সালায়) ক্ষতিগ্রস্ত হবে একমাত্র মিথ্যাশ্রয়ীরাই।

৭৯. আল্লাহ তায়ালাই সেই (মহান) সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু পয়দা করেছেন, যেন তোমরা তার (কতেক প্রকারের) ওপর আরোহণ করতে পারো, আর তার (মধ্যে কতেক প্রকারের) তোমরা গোশত খেতে পারো,

৮০. তোমাদের জন্যে তাতে আরো বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে, তোমরা তার ওপর আরোহণ করো, তোমাদের নিজেদের মনের (ইচ্ছা) ও প্রয়োজনের স্থানে (তাদের নিয়ে) উপনীত হতে পারো, (তোমরা) তার ওপর (যেমনি আরোহন করো তেমনি) নৌকার ওপরও তোমরা আরোহণ করো;

৮১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কুদরতের আরো) নিদর্শন দেখাচ্ছেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার কোন কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে (বলো)!

৮২. এরা কি যমীনে চলাফেরা করেনি, (করলে) তারা অতপর দেখতে পেতো তাদের পুর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিলো; তারা সংখ্যায় এদের চাইতে ছিলো অনেক বেশী, শক্তি ক্ষমতা এবং যমীনে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও তারা (ছিলো) অনেক প্রবল, কিন্তু তারা যা কিছু কাজকর্ম করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি।

৮৩. যখন তাদের নবীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে হাযির হলো, তখন তাদের কাছে জ্ঞানের যা কিছু ছিলো তা নিয়ে তারা গর্ব করলো এবং (দেখতে দেখতে) সে আযাব তাদের এসে ঘিরে ফেললো, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

৮৪. অতপর তারা যখন (সত্যি সত্যিই) আমার আযাব আসতে দেখলো তখন বলে উঠলো, হাঁ, আমরা এক আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনলাম, যাদের আমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক করতাম তাদের আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম। ৮৫. কিন্তু তারা যখন আমার আযাব দেখলো, তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারেই এলো না; আল্লাহ তায়ালার এ নীতি (হামেশাই) তাঁর বান্দাদের মাঝে (কার্যকর) হয়ে আসছে, আর এখানে কাফেররা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুরা হা-মীম আস সাজদা

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫৪, রুকু ৬

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হা-মীম,

২. (এ কিতাব) রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

৩. (এ কোরআন এমন এক) কিতাব, যার আয়াতসমুহ খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে, (তদুপরি এ) কোরআন আরবী ভাষায় এমন একটি সম্প্রদায়ের জন্যে (নাযিল হয়েছে) যারা এটা জানে,

৪. (এ কিতাব হচ্ছে জান্নাতের) সুসংবাদদাতা আর (জাহান্নামের) ভীতি প্রদর্শনকারী, তারপরও (মানুষদের) অধিকাংশ (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা (এ কিতাবের কথা) শোনে না।

৫. তারা বলে, যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদের ডাকছো তার জন্যে আমাদের অন্তরসমুহ আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমাদের কানেও রয়েছে বধিরতা, আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি দেয়াল (দাঁড়িয়ে) আছে, সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো আর আমরা আমাদের কাজ করি।

৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, কিন্তু আমার ওপর (এ মর্মে) ওহী নাযিল হয় যে, তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, অতএব (হে মানুষ), তোমরা তাঁর এবাদাতের দিকেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আর দুর্ভোগতো মোশরেকদের জন্যে নির্ধারিত হয়েই আছে,

৭. যারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালের ওপরও ঈমান আনে না।

৮. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে (আখেরাতের জীবনে) নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করতে চাও যিনি দুদিনে পৃথিবীকে পয়দা করেছেন এবং তোমরা (অন্য কাউকে) কি তাঁরই সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চাও? (অথচ) এই হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের মালিক,

১০. তিনিই এ (যমীনের) মাঝে এর ওপর থেকে পাহাড়সমুহ গেড়ে দিয়েছেন ও তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে (সবার) আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, (এসব তিনি সম্পন্ন করেছেন) চার দিন সময়ের ভেতর; অনুসন্ধানীদের জন্যে সেখানে (সব কিছু) সমান সমান (মজুদ রয়েছে)।

১১. অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা (তখন) ছিলো ধুম্রকুঞ্জ বিশেষ, এরপর তিনি তাকে ও যমীনকে আদেশ করলেন, তোমরা উভয়েই এগিয়ে এসো ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়; তারা উভয়েই বললো, আমরা অনুগত হয়েই এসেছি।

১২. (এই) একই সময়ে তিনি দুদিনের ভেতর এ (ধুম্রকুঞ্জ)-কে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার (উপযোগী) আদেশনামা পাঠালেন; পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সাজিয়ে দিলাম এবং (তাকে শয়তান থেকে) সংরক্ষিত করে দিলাম, এসব (পরিকল্পনা) অবশ্যই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক (আগে থেকেই) সুবিন্যস্ত করে রাখা হয়েছিলো।

১৩. (এর পরও) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো, আমি তো তোমাদের এক ভয়াবহ আযাব থেকে সতর্ক করলাম মাত্র, ঠিক যেরূপ ভয়াবহ আযাব এসেছিলো আদ ও সামুদের ওপর!

১৪. যখন তাদের কাছে ও তাদের আগের লোকদের কাছে আমার রসুলরা এসে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করো না; (জবাবে) তারা বলেছিলো, আমাদের মালিক যদি চাইতেন তাহলে তিনি ফেরেশতাদেরই (নবী করে) পাঠাতেন, তোমাদের যা কিছু দিয়েই পাঠানো হোক না কেন, আমরা তাই প্রত্যাখ্যান করলাম।

১৫. আ'দ (জাতির ঘটনা ছিলো), তারা (আল্লাহ তায়ালার) যমীনে অন্যায়ভাবে দম্ভভরে ঘুরে বেড়াতো এবং বলতো, আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে? অথচ ওরা কি চিন্তা করে দেখেনি, যে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি শক্তির দিক থেকে তাদের চাইতে অনেক বেশী প্রবল; (আসলে) ওরা আমার আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করতো।

১৬. অতপর আমি কতিপয় অশুভ দিনে তাদের ওপর এক প্রচন্ড তুফান প্রেরণ করলাম, যেন আমি তাদের দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনাদায়ক একটি শাস্তির স্বাদ উপভোগ করিয়ে দিতে পারি, আর আখেরাতের আযাব তো আরো বেশী অপমানকর; (সেদিন) তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে না।

১৭. আর সামুদ (জাতির অবস্থা ছিলো), আমি তাদেরও সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হেদায়াতের ওপর অন্ধত্বকেই বেশী পছন্দ করলো, অতপর তাদের (অন্যায়) কাজকর্মের জন্যে আমি তাদের ওপর অপমানজনক শাস্তির কষাঘাত হানলাম

১৮. এবং (এ প্রলয়ংকরী) শাস্তির (কষাঘাত) থেকে আমি তাদেরই শুধু উদ্ধার করলাম, যারা ঈমান এনেছে এবং (অপরাধ থেকে) বেঁচে থেকেছে।

১৯. (সে দিনটির কথা স্মরণ করো,) যে দিন আল্লাহ তায়ালার দুশমনদের জাহান্নামের দিকে (নিয়ে যাওয়ার জন্যে) জড়ো করা হবে, (সেদিন) তারা বিভিন্ন দলে (উপদলে) বিন্যস্ত হবে।

২০. যেতে যেতে তারা যখন তার (বিচারের পাল্লার) কাছে পৌঁছুবে, তখন তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের (যাবতীয়) কাজের ওপর সাক্ষ্য দেবে।

২১. (তখন) তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, তোমরা (আজ) আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? (উত্তরে) তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা যিনি সব কিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি (আজ) আমাদেরও কথা বলার

শক্তি দিয়েছেন, তিনিই (যেহেতু) তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তাই তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

২২. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) তোমরা (দুনিয়াতে) কোনো কিছুই (তো এদের কাছ থেকে) গোপন (করার চেষ্টা) করতে না, (এটা ভাবতেও পারোনি) তোমাদের কান, তোমাদের চোখ ও তোমাদের চামড়া (কখনো) তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, বরং তোমরা তো মনে করতে, তোমরা যা কিছু করছিলে তার অনেক কিছু (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালাও (বুঝি) জানেন না।

২৩. তোমাদের ধারণা যা তোমরা তোমাদের মালিক সম্পর্কে পোষণ করতে, (মুলত) তাই তোমাদের (এ) ভরাডুবি ঘটিয়েছে, ফলে তোমরা (মারাত্মক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছো।

২৪. (আজ) যদি ওরা ধৈর্য ধারণ করে তাতেও (তাদের কোনো উপকার হবে না), জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা, আল্লাহ তায়ালার কাছে অনুগ্রহ চাইলেও (কোনো লাভ হবে না, কেননা আজ) তারা কোনো অবস্থায়ই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে না।

২৫. আমি (দুনিয়ার জীবনে) তাদের ওপর এমন কিছু সংগী (সাথী) বসিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনের ও পেছনের কাজগুলো (তাদের সামনে) শোভনীয় (এবং লোভনীয়) করে রেখেছিলো, পরিশেষে জ্বিন ও মানুষদের সে দলের সাথে তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত সত্যে পরিণত হলো, যারা তাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, অবশ্য এরা সবাই ছিলো নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৬. যারা কুফরী (পন্থা) অবলম্বন করেছে তারা (একজন আরেকজনকে) বলে, তোমরা কখনো এ কোরআন শোনবে না, (তেলাওয়াতের সময়) তার মাঝে শোরগোল করো, হয়তো (এ কৌশল দ্বারা) তোমরা জয়ী হতে পারবে।

২৭. আমি অবশ্যই কাফেরদের কঠিন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাবো এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের সে কাজের প্রতিফল দেবো, যে আচরণ তারা (আমার কেতাবের সাথে) করে এসেছে।

২৮. এ (জাহান্নাম)-ই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার শত্রুদের (যথার্থ) পাওনা, সেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী (আযাবের) ঘর থাকবে; তারা যে আমার আয়াতসমুহ অস্বীকার করতো, এটা হচ্ছে তারই প্রতিফল।

২৯. কাফেররা (সেদিন) বলবে, হে আমাদের মালিক, যেসব জ্বিন ও মানুষ (দুনিয়ায়) আমাদের গোমরাহ করেছিলো, আজ তুমি তাদের (এক নযর) আমাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তাদের (উভয়কে) আমাদের পায়ের নীচে রাখবো, যাতে করে তারা (আরো বেশী) লাঞ্ছিত হয়।

৩০. (অপরদিকে) যারা বলে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমাদের মালিক, অতপর (এ ঈমানের ওপর) তারা অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময় যখন) তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হবে এবং তাদের বলবে (হে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দারা), তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না; (উপরন্তু) তোমাদের কাছে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিলো, (আজ) তোমরা তারই সুসংবাদ গ্রহণ করো (এবং আনন্দিত হও)।

৩১. আমরা (ফেরেশতারা) দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু (ছিলাম), আর আখেরাতেও (আমরা তোমাদের বন্ধুই থাকবো), সেখানে তোমাদের মন যা কিছুই চাইবে তাই তোমাদের জন্যে মজুদ থাকবে এবং যা কিছুই তোমরা সেখানে তলব করবে তা তোমাদের সামনে (হাযির) থাকবে;

৩২. পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (এ হচ্ছে তোমাদের সেদিনের) মেহমানদারী!

৩৩. তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন ব্যক্তির হতে পারে যে মানুষদের আল্লাহ্ তায়ালার দিকে ডাকে এবং সে (নিজেও) নেক কাজ করে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদেরই একজন।

৩৪. (হে নবী,) ভালো আর মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না; তুমি ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) প্রতিহত করো, তাহলেই (তুমি দেখতে পাবে) তোমার এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিলো, তার মাঝে এমন (অবস্থা সৃষ্টি) হয়ে যাবে, যেন সে (তোমার) অন্তরংগ বন্ধু।

৩৫. আর এ (বিষয়)-টি শুধু তাদের (ভাগ্যেই লেখা) থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী।

৩৬. যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৭. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমুহের মধ্যে রাত দিন, সুর্য ও চন্দ্র (হচ্ছে কয়েকটি নিদর্শন মাত্র); অতএব তোমরা সুর্যকে সাজদা করো না চাঁদকেও নয়, বরং তোমরা সাজদা করো (সেই) আল্লাহ তায়ালাকে, যিনি এর সব কয়টিকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই এবাদাত করতে চাও (তাহলে এটাই হবে একমাত্র করণীয়)।

৩৮. অতপর (হে নবী), এরা যদি অহংকার করে (তাহলে তুমি ভেবো না), যারা তোমার মালিকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো রাত দিন তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে যাচ্ছে, তারা (বিন্দুমাত্রও এতে) ক্লান্ত হয় না।

৩৯. তাঁর (কুদরতের) আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে, তুমি যমীনকে দেখতে পাচ্ছো শুষ্ক (ও অনুর্বর হয়ে পড়ে আছে,) অতপর তার ওপর আমি যখন পানি বর্ষণ করি তখন সহসাই তা শস্য শ্যামল হয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে, অবশ্যই যে (আল্লাহ তায়ালা) এ (মৃত যমীন)-কে জীবন দান করেন তিনি মৃত (মানুষ)-কেও জীবিত করবেন; নিসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়ের ওপর একক শক্তিমান।

৪০. যারা আমার আয়াতসমুহ বিকৃত করে তারা কিন্তু কেউই আমার (দৃষ্টির) অগোচরে নয়; তুমিই বলো, যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে ভালো না যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে (আমার সামনে) হাযির হবে সে ভালো? (এরপরও চৈতন্যোদয় না হলে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, তবে মনে রেখো), তোমরা যাই করো আল্লাহ তায়ালা তা অবলোকন করছেন।

৪১. যারা (কোরআনের মতো একটি) স্মরণিকা (গ্রন্থ) তাদের কাছে আসার পর তাকে অস্বীকার করে (তারা অচিরেই তাদের পরিণাম টের পাবে), মুলত সেটি হচ্ছে এক সম্মানিত গ্রন্থ,

৪২. এতে বাতিল কিছু (অনুপ্রবেশের আশংকা) নেই তার সামনের দিক থেকেও নয়, তার পেছনের দিক থেকেও নয়; (কেননা) এটা বিজ্ঞ, কুশলী, প্রশংসিত সত্তার কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

৪৩. (হে নবী,) তোমার সম্পর্কে (আজ) সেসব কিছুই বলা হচ্ছে যা তোমার আগে (অন্যান্য) নবীদের ব্যাপারেও বলা হয়েছিলো; নিসন্দেহে তোমার মালিক (যেমনি) পরম ক্ষমাশীল, (তেমনি) তিনি কঠোর শাস্তিদাতা (-ও বটে)।

৪৪. আমি যদি এ কোরআন (আরবী ভাষার বদলে) আজমী (অনারব ভাষায়) বানাতাম, তাহলে এরা বলতো, কেন এর আয়াতগুলো (আমাদের ভাষায়) পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হলো না (তারা বলতো, এ কি আজব ব্যাপার); এটা (নাযিল করা হয়েছে) আজমী (ভাষায়), অথচ এর বাহক হচ্ছে আরবী; (হে রসুল,) তুমি বলো, তা (গোটা কোরআন) হচ্ছে (মুলত) ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত (গ্রন্থ) ও (মানুষের যাবতীয় রোগ ব্যাধির) নিরাময়; কিন্তু যারা (এর ওপর) ঈমান আনে না তাদের কানে (বধিরতার) ছিপি আঁটা আছে, (তাই) কোরআন তাদের ওপর (যেন) একটি অন্ধকার (পর্দা, এ কারণেই সত্য কথা শোনা সত্ত্বেও তারা এর সাথে এমন আচরণ করে); যেন তাদের অনেক দুর থেকে ডাকা হচ্ছে (তাই কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না)।

৪৫. (হে নবী, তোমার আগে) আমি মুসাকেও একটি কেতাব দান করেছিলাম, তাতে (বহু) মতবিরোধ ঘটানো হয়েছিলো; অতপর তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (কেয়ামত সংক্রান্ত) ঘোষণা যদি না থাকতো, তাহলে কবেই (আযাব এসে) এদের মাঝে (চুড়ান্ত একটা) ফয়সালা হয়ে যেতো, এরা (আসলে) এ (কোরআন) সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে (নিমজ্জিত) আছে।

৪৬. যে কোনো ব্যক্তিই নেক কাজ করবে (মুলত) সে (তা) করবে (একান্ত) তার নিজের (কল্যাণের) জন্যে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে (তার অশুভ ফল একান্ত) তার ওপরই গিয়ে পড়বে; তোমার মালিক তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে কখনো যালেম নন।

পারা ২৫

৪৭. কেয়ামত (সংক্রান্ত) জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দিকেই ধাবিত হয়, কোনো একটি ফলও নিজের খোসা ছেড়ে বাইরে বেরোয় না, কোনো একটি নারীও নিজের গর্ভে সন্তান ধারণ করে না না সে সন্তান প্রসব করে, যার পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছে (মজুদ) থাকে না; যেদিন আল্লাহ তায়ালা ওদের ডেকে বলবেন, কোথায় (আজ) আমার অংশীদাররা, তারা বলবে (হে মালিক), আমরা তোমার কাছে এ নিবেদন করছি, (আজ) আমাদের মাঝে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে কেউই মজুদ নেই,

৪৮. এরা আগে যাদের ডাকতো তারা (আজ) হারিয়ে যাবে, এরা বুঝতে পারবে, তাদের জন্যে আর উদ্ধারের কোনো জায়গাই অবশিষ্ট নেই।

৪৯. মানুষ কখনো (বৈষয়িক) কল্যাণ লাভের জন্যে দোয়া (করা) থেকে ক্লান্তি বোধ করে না, অবশ্য যখন কোনো দুঃখ দৈন্য তাকে স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে।

৫০. যদি দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি তাকে অনুগ্রহের (স্বাদ) আস্বাদন করাই, তখন আবার সে বলে, এ তো আমার (প্রাপ্য) ছিলো, আমি এটাও মনে করি না, (সত্যি সত্যিই) কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, (তাছাড়া) যদি আমাকে (একদিন) মালিকের কাছে ফেরত পাঠানোই হয়, তাহলে আমার জন্যে তাঁর কাছে শুধু কল্যাণই থাকবে, আমি (সেদিন) কাফেরদের অবশ্যই বলে দেবো, (দুনিয়ার জীবনে) তারা কি কি করতো, অতপর (সে অনুযায়ী) আমি তাদের কঠোর আযাব আস্বাদন করাবো।

৫১. আমি যখন মানুষের ওপর কোনো অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উল্টো দিকে ফিরে যায়, আবার যখন তাকে কোনো অনিষ্ট এসে স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ দোয়া নিয়ে (আমার সামনে) হাযির হয়।

৫২. (হে নবী, মানুষদের) বলো, তোমরা কখনো (একথা) ভেবে দেখেছো কি, যদি এ কোরআন (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসে থাকে (এবং এ সত্ত্বেও) তোমরা একে প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তার চাইতে বেশী গোমরাহ আর কে হবে যে ব্যক্তি (এর) মারাত্মক বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে।

৫৩. অচিরেই আমি আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমুহ দিগন্ত বলয়ে প্রদর্শন করবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও (তা আমি দেখিয়ে দেবো), যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ (কোরআনই মুলত) সত্য; (হে নবী, তোমার জন্যে) একথা কি যথষ্টে নয়, তোমার মালিক (তোমার) সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

৫৪. জেনে রেখো, এরা কিন্তু এদের মালিকের সাথে সাৎকারক্ষারের ব্যাপারেই সন্দিহান; আরো জেনে রেখো, (এদের) সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা পরিবষ্টেন করে আছেন।

সুরা আশ শুরা

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫৩, রুকু ৫

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হা-মীম,

২. আঈন সী-ন-কা-ফ।

৩. (হে নবী,) এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর (এ সুরাগুলো) নাযিল করছেন, তোমার পুর্ববর্তী (নবী)-দের কাছেও (তিনি তা এভাবে নাযিল করেছেন), আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪. আসমানসমুহে যা কিছু আছে যা কিছু আছে যমীনে, সবকিছুই তাঁর; তিনি সমুন্নত, (তিনি) মহান।

৫. (আল্লাহ তায়ালার ভয়ে) আসমানসমুহ তাদের উপরিভাগ থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো, (এ সময়) ফেরেশতারা তাদের মহান মালিকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকে, তারা দুনিয়াবাসীদের জন্যেও (তখন) আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করে; তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর নযর রাখছেন, তুমি (তো) এদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নও।

৭. এভাবেই (হে নবী, এ) আরবী কোরআন আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর দ্বারা) মক্কাবাসীদের ও তার আশেপাশে যারা বসবাস করে তাদের (জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিতে পারো, (বিশেষ করে) তাদের তুমি (কেয়ামতের) মহাসমাবেশের দিন সম্পর্কেও হুশিয়ার করতে পারো; যে দিনের (ব্যাপারে) কোনো রকম সন্দেহ নেই, আর (আল্লাহ তায়ালার বিচারে সেদিন) একদল লোক জান্নাতে আরেক দল লোক জাহান্নামে (প্রবেশ করবে)।

৮. আল্লাহ তায়ালা চাইলে সমগ্র মানব সন্তানকে একটি (অখন্ড) জাতিতে পরিণত করতে পারতেন, (কিন্তু) তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে নিজ অনুগ্রহে প্রবেশ করান; আর যারা যালেম তাদের (ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত হচ্ছে), তাদের কোথাও কোনো অভিভাবক থাকবে না, থাকবে না কোনো সাহায্যকারীও।

৯. এরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, (অথচ) অভিভাবক তো কেবল আল্লাহ তায়ালাই, তিনি মৃতকে জীবিত করেন, তিনি সর্ববিষয়ের ওপর প্রবল শক্তিমান।

১০. (হে মানুষ,) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করো, তার ফয়সালা তো আল্লাহ তায়ালারই হাতে; (বলো হে নবী,) এ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই আমার মালিক, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং আমি তাঁর দিকেই রুজু করি।

১১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন, (তিনি) পশুদের মাঝেও (তাদের) জোড়া সৃষ্টি করেছেন, (এভাবেই) তিনি সেখানে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; (সৃষ্টিলোকে) কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, (তিনি) সর্বদ্রষ্টা।

১২. আসমানসমুহ ও যমীনের সমস্ত চাবি (-কাঠি) তাঁরই হাতে, তিনি যার জন্যে ইচ্ছা করেন রেযেক বাড়িয়ে দেন, আবার (যার জন্যে চান) সংকুচিত করেন; নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

১৩. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সে 'দ্বীনই' নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নুহকে এবং যা আমি তোমার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি, (উপরন্তু) যার আদেশ আমি ইববরাহীম, মুসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম, (এদের সবাইকে আমি বলেছিলাম), তোমরা এ জীবন বিধান (সমাজে) প্রতিষ্ঠিত করো এবং (কখনো) এতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না; (অবশ্য) তুমি যে (দ্বীনের) দিকে আহ্বান করছো, এটা মোশরেকদের কাছে একান্ত দুর্বিষহ মনে হয়; (মুলত) আল্লাহ তায়ালা যাকেই চান তাকে বাছাই করে নিজের দিকে নিয়ে আসেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর অভিমুখী হয় তিনি তাকে (দ্বীনের পথে) পরিচালিত করেন।

১৪. (হে নবী, ওদের কাছে সঠিক) জ্ঞান আসার পরও ওরা কেবলমাত্র নিজেদের পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণেই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটায়; যদি এদের একটি সুনির্দষ্টি কাল পর্যন্ত (অব্যাহতি দিয়ে রাখার) তোমার মালিকের ঘোষণা না থাকতো, তাহলে কবেই (আযাবের মাধ্যমে) ওদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো; (আসলে) যাদের আগের লোকদের পরে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, তারা (কোরআনের ব্যাপারে) এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

১৫. অতএব (হে নবী), তুমি (মানুষদের) এ (দ্বীনের) দিকে ডাকতে থাকো, তোমাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবেই তুমি (এর উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থেকো, ওদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, তুমি বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা কিতাবের যা কিছুই অবতীর্ণ করেন না কেন, আমি তার ওপরই ঈমান আনি, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করি; আল্লাহ তায়ালা আমাদের মালিক এবং তোমাদেরও মালিক; আমাদের কাজ আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে; আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো ঝগড়াঝাটি নেই; আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে (এক জায়গায়) জড়ো করবেন, আর (সবাইকে) তার দিকেই ফিরে যেতে হবে;

১৬. যারা আল্লাহ তায়ালার (দ্বীন) সম্পর্কে বিতর্ক করে, (বিশেষত আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক) তা (দ্বীন) গৃহীত হওয়ার পর এদের বিতর্ক তাদের মালিকের কাছে সম্পূর্ণ অসার, তাদের ওপর (তাঁর) গযব, তাদের জন্যে রয়েছে (তাঁর) কঠিন শাস্তি।

১৭. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি সত্য (দ্বীন)-সহ এ কিতাব ও (ইনসাফের) মানদন্ড নাযিল করেছেন; (হে নবী,) তুমি কি জানো, সম্ভবত কেয়ামত একান্ত কাছে (এসে গেছে)!

১৮. যারা সে (কেয়ামতের) বিষয়ে বিশ্বাস করে না, তারা কামনা করে তা ত্বরান্বিত হোক, (অপরদিকে) যারা তা বিশ্বাস করে তারা তার থেকে ভয় করে, (কেননা) তারা জানে সে (দিন)-টি একান্ত সত্য; জেনে রেখো, যারাই কেয়ামত সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করে তারা মারাত্মক গোমরাহীতে রয়েছে।

১৯. আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ বিষয় সম্পর্কেও অবহিত আছেন, তিনি যাকে রেযেক দিতে চান দেন, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

২০. যে ব্যক্তি পরকালের (কল্যাণের) ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে তা বাড়িয়ে দেই, আর যে ব্যক্তি (শুধু) দুনিয়ার জীবনের ফসল কামনা করে আমি তাকে (অবশ্য দুনিয়ায়) তার কিছু অংশ দান করি, কিন্তু পরকালে তার জন্যে (সে ফসলের) কোনো অংশই বাকী থাকে না।

২১. এদের কি এমন কোনো শরীক আছে, যারা এদের জন্যে এমন কোনো জীবন বিধান প্রণয়ন করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দান করেননি; যদি (আযাবের মাধ্যমে) সিদ্ধান্ত নেয়া হতো তাহলে কবেই তাদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো; অবশ্যই যালেমদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

২২. (হে নবী, সেদিন) তুমি (এ) যালেমদের দেখতে পাবে তারা নিজেদের কর্মকান্ড (-এর শাস্তি) থেকে ভীত সন্ত্রস্ত, কেননা তা তাদের ওপর পতিত হবেই; (কিন্তু) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (তারা) জান্নাতের মনোরম উদ্যানে (অবস্থান করবে), তারা (সেদিন) যা কিছু চাইবে তাদের মালিকের কাছ থেকে তাদের জন্যে তাই (সেখানে মজুদ) থাকবে; এটা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) মহা অনুগ্রহ।

২৩. আর সেটা হচ্ছে তাই (নেয়ামত) আল্লাহ তায়ালা তার সেসব বান্দাদের যার সুসংবাদ দান করেন, যারা (এর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তোমাদের কাছ থেকে এ (দ্বীন প্রচারের) ওপর কোনো পারিশ্রমিক চাই না, তবে (তোমাদের সাথে আমার) আত্মীয়তা (সুত্রে) যে সৌহার্দ (আমার পাওনা) রয়েছে সেটা আলাদা; যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করে তার জন্যে আমি তার (সে নেক) কাজে অতিরিক্ত কিছু সৌন্দর্য যোগ করে দেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।

২৪. (হে নবী,) তারা কি বলে এ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করছে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমার দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারতেন; আল্লাহ তায়ালা বাতিলকে (এমনিই) মিটিয়ে দেন এবং সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন; অবশ্যই (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত রয়েছেন।

২৫. তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের গুনাহ খাতাও তিনি ক্ষমা করে দেন, তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কেও তিনি জানেন,

২৬. তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তিনি তাদের নিজ অনুগ্রহে তাদের (পাওনার চাইতে) বেশী (সওয়াব) দান করেন; (হ্যাঁ,) যারা (তাঁকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

২৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর (সব) বান্দাদের রেযেকে প্রাচুর্য দিতেন তাহলে তারা নিসন্দেহে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, (তাই) তিনি পরিমাণমতো যাকে (যতোটুকু) চান তার জন্যে (ততোটুকু রেযেকই) নাযিল করেন; অবশ্য

তিনি নিজের বান্দাদের (প্রয়োজন) সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াকেফহাল রয়েছেন, তিনি (তাদের প্রয়োজনের দিকেও) নযর রাখেন।

২৮. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা) তারা যখন (বৃষ্টির ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং (এভাবেই) যমীনে তিনি তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন; (মুলত) তিনিই অভিভাবক, (তিনিই) প্রশংসিত।

২৯. তাঁর (কুদরতের অন্যতম) নিদর্শন হচ্ছে স্বয়ং আসমানসমুহ ও যমীনের সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝখানে যতো প্রাণী আছে তা তিনিই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন; তিনি যখন চাইবেন তখন এদের সবাইকে (আবার) জমা করতেও সক্ষম হবেন।

৩০. (হে মানুষ,) যে বিপদ আপদই তোমাদের ওপর আসুক না কেন, তা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের হাতের কামাই, (তা সত্ত্বেও) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অনেক (অপরাধ এমনিই) ক্ষমা করে দেন।

৩১. তোমরা যমীনে আল্লাহকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে না, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

৩২. আল্লাহ তায়ালার (কুদরতের) নিদর্শনসমুহের মধ্যে সমুদ্রে বাতাসের বেগে বয়ে চলা পাহাড়সম জাহাজগুলো অন্যতম;

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে এসব (নৌযান) সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে; নিশ্চয়ই এ (প্রক্রিয়ার) মাঝে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে,

৩৪. অথবা তিনি চাইলে (বাতাস তীব্র করে সেগুলো) তাদের কৃতকর্মের কারণে ধ্বংসও করে দিতে পারেন, অনেক কিছু থেকে তিনি তো (আবার) ক্ষমাও করে দেন,

৩৫. যারা আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমুহের ব্যাপারে (খামাখা) বিতর্ক করে তারা যেন জেনে রাখে যে, তাদের কিন্তু পালানোর কোনো জায়গা নেই।

৩৬. তোমাদের যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার কতিপয় (অস্থায়ী) ভোগের সামগ্রী মাত্র, কিন্তু (পুরস্কার হিসেবে) যা আল্লাহ তায়ালার কাছে আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, আর তা হচ্ছে সেসব লোকের জন্যে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে এবং সর্বাবস্থায়ই তারা তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে,

৩৭. যারা বড়ো বড়ো গুনাহ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে, (বিশেষ করে) যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা (অন্যদের ভুল) ক্ষমা করে দেয়,

৩৮. যারা তাদের মালিকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাদের কাজকর্মগুলো (সম্পাদনের সময়) পারস্পরিক পরামর্শই হয় তাদের (কর্ম-) পন্থা, আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে,

৩৯. যারা (এমনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন,) যখন তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয় তখন তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (হবে), কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপস করে, আল্লাহ তায়ালার কাছে অবশ্যই তার (জন্যে) যথাযথ পুরস্কার রয়েছে; আল্লাহ তায়ালা কখনও যালেমদের পছন্দ করেন না।

৪১. কোনো ব্যক্তি যদি তার সাথে যুলুম (সংঘটিত) হওয়ার পর (সমপরিমাণ) প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাতে তাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই;

৪২. অভিযোগ তো হচ্ছে তাদের ওপর, যারা মানুষদের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহের আচরণ করে বেড়ায়; এমন (ধরনের যালেম) লোকদের জন্যেই রয়েছে কঠোর আযাব।

৪৩. যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং (মানুষদের) ক্ষমা করে দেয় (সে যেন জেনে রাখে), অবশ্যই এটা হচ্ছে সাহসিকতার কাজসমুহের মধ্যে অন্যতম।

৪৪. (হে নবী,) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা গোমরাহ করে দেন, তার জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় অভিভাবক থাকে না; তুমি যালেমদের দেখবে, যখন তারা (আল্লাহ তায়ালার) আযাব পর্যবেক্ষণ করবে তখন বলবে, (আজ এখান থেকে) ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি?

৪৫. তুমি তাদের দেখতে পাবে (যখন) তাদের জাহান্নামের কাছে এনে হাযির করা হবে, তখন তারা অপমানে অবনত (হয়ে যাবে), ভয়ে তারা অর্ধ নির্মীলিত চোখে তাকিয়ে থাকবে; (এ অবস্থা দেখে) যারা ঈমান এনেছিলো তারা বলবে, সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত লোক তো তারা যারা (আজ) কেয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (এভাবে) ক্ষতি সাধন করেছে; (হে নবী,) জেনে রেখো, নিসন্দেহে যালেমরা (সেদিন) স্থায়ী আযাবে থাকবে।

৪৬. (আর সে আযাব এসে গেলে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের এমন কোনো অভিভাবক থাকবে না, যারা (তখন) তাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে; (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার জন্যে (বাঁচার) কোনোই উপায় নেই;

৪৭. (হে মানুষ,) সে দিনটি আসার আগেই তোমরা তোমাদের মালিকের ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে দিনটির প্রতিরোধকারী কেউই থাকবে না; সেদিন তোমাদের জন্যে কোনো আশ্রয়স্থলও থাকবে না, আর না তোমাদের পক্ষে সেদিন (অপরাধ) অস্বীকার করা সম্ভব হবে!

৪৮. অতপর যদি এরা (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (তুমি জেনে রেখো), আমি তোমাকে তাদের ওপর দারোগা করে পাঠাইনি; তোমার দায়িত্ব তো হচ্ছে শুধু (আল্লাহ তায়ালার বাণী) পৌঁছে দেয়া; যখন আমি মানুষদের আমার রহমত (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাই তখন সে সে জন্যে (ভীষণ) উল্লসিত হয়, আবার যদি তাদেরই (কোনো) কর্মকান্ডের কারণে তাদের ওপর কোনো দুঃখ কষ্ট আসে, তখন (সে) মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৪৯. আকাশমন্ডলী ও যমীনের (সমুদয়) সার্বভৌমত্ব (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; যাকে চান তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন,

৫০. যাকে চান তাকে পুত্র কন্যা (উভয়টাই) দান করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন; নিসন্দেহে তিনি বেশী জানেন, ক্ষমতাও তিনি বেশী রাখেন।

৫১. (আসলে) কোনো মানুষের জন্যেই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা (সরাসরি) তার সাথে কথা বলবেন, অবশ্য ওহী (দ্বারা) অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কিংবা ওহী নিয়ে তিনি কোনো দূত (তার কাছে) পাঠাবেন এবং সে (দূত) তাঁরই অনুমতিক্রমে তিনি (যখন) যেভাবে চাইবেন (বান্দার কাছে) ওহী পৌঁছে দেবে; নিশ্চয়ই তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, প্রজ্ঞাময় কুশলী।

৫২. এমনিভাবেই (হে নবী,) আমি আমার আদেশে (দ্বীনের এ) 'রূহ' তোমার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি; (নতুবা) তুমি তো (আদৌ) জানতেই না (আল্লাহ তায়ালার) কিতাব কি, না (তুমি জানতে) ঈমান কি কিন্তু আমি এ (রূহ)-কে একটি 'নূরে' পরিণত করে দিয়েছি, যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের যাকে চাই তাকে (দ্বীনের) পথ দেখাই (এবং আমার আদেশক্রমে) তুমিও (মানুষদের) সঠিক পথ দেখিয়ে যাচ্ছো,

৫৩. (সে পথ) আল্লাহ তায়ালারই পথ, আসমানসমুহে ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহ তায়ালার জন্যে; শুনে রেখো, (পরিশেষে) সব কিছু আল্লাহ তায়ালার দিকেই ধাবিত হয়।

সুরা আয যোখরুফ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৮৯, রুকু ৭

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হা-মীম,

২. সুস্পষ্ট কেতাবের শপথ,

৩. আমি একে আরবী (ভাষার) কোরআন বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা (এটা) অনুধাবন করতে পারো,

৪. এ (মহা) গ্রন্থ (কোরআন) আমার কাছে সমুন্নত ও আসল অবস্থায় মজুদ রয়েছে;

৫. (হে নবী তুমি বলো,) আমি কি (সংশোধনের কর্মসুচী থেকে) সম্পর্কহীন হয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়ার কাজ (শুধু এ কারণেই) ছেড়ে দেবো যে, তোমরা একটি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়!

৬. আগের লোকদের মাঝে আমি কতো নবীই না পাঠিয়েছি!

৭. (তাদের অবস্থা ছিলো,) যে নবীই তাদের কাছে আসতো ওরা তার সাথেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

৮. তাদের মধ্যে যারা শক্তি সামর্থে প্রবল ছিলো আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এ ধরনের অনেক উদাহরণ আগে তো অতিবাহিত হয়ে গেছে।

৯. তুমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমুহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো তো সবই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালাই পয়দা করেছেন।

১০. যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা (সদৃশ) করেছেন, তাতে পথঘাট বানিয়েছেন যাতে করে তোমরা (গন্তব্যস্থলে) পৌঁছুতে পারো,

১১. তিনি আসমান থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করেছেন এবং (তা দিয়ে) মৃত ভূখন্ডকে জীবন দান করেছেন, (একইভাবে) তোমরাও (একদিন) পুনরুত্থিত হবে।

১২. তিনি সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের জন্যে নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু বানিয়েছেন, যেন তোমরা তার ওপর আরোহণ করো,

১৩. যাতে করে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো, সেগুলোর ওপর সুস্থির হয়ে বসার পর তোমরা তোমাদের মালিকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো এবং বলো, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি আমাদের জন্যে একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা তো তা বশীভূত করার কাজে সামর্থবান ছিলাম না,

১৪. আর নিসন্দেহে আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাবো।

১৫. (এ সত্ত্বেও) এরা আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্য থেকে কার জন্যে (নাকি) তার (সার্বভৌমত্বের) কিছু অংশ দান করে, মানুষ স্পষ্টতই বড়ো অকৃতজ্ঞ;

১৬. আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তানই বাছাই করেছেন, আর তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান!

১৭. (অথচ) যখন এদের কাউকে সে (কন্যা সন্তানের) সুসংবাদ দেয়া হয়, যার বর্ণনা ওরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে দিয়ে রেখেছে তখন তার (নিজের) চেহারাই কালো হয়ে যায় এবং সে মনস্তাপক্লিষ্ট হয় পড়ে।

১৮. একি (আশ্চর্য, কন্যা সন্তান)! যারা (সাজ) অলংকারে লালিত পালিত হয়, যারা (নিজেদের সমর্থনে) যুক্তি তর্কের বেলায়ও অগ্রণী হতে পারে না (তাদেরই তারা আল্লাহ তায়ালার জন্যে রাখলো?)

১৯. (শুধু তাই নয়,) এরা (আল্লাহ তায়ালার) ফেরেশতাদেরও যারা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার বান্দা মাত্র, নারী (বলে) স্থির করে নিলো; ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় এরা কি সেখানে মজুদ ছিলো (যে, তারা জানে এরা নর না নারী), তাদের এ দাবীগুলো (ভালো করে) লিখে রাখা হবে এবং (কেয়ামতের দিন) তাদের (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করা হবে।

২০. এরা (আরো) বলে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা না করলে আমরা কখনো এ (ফেরেশতা)-দের এবাদাত করতাম না; এদের কাছে (আসলে) এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞানই নেই, এরা শুধু অনুমানের ওপরই (ভর করে) চলে;

২১. আমি কি এর আগে তাদের (অন্য) কোনো কিতাব দিয়েছিলাম যা ওরা (আজ) আঁকড়ে ধরে আছে!

২২. (কোনো কেতাবের বদলে) তারা বরং বলে, আমরা আমাদের বাপ দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসারী মাত্র।

২৩. (হে নবী,) আমি তোমার আগে যখনি কোনো জনপদে এভাবে সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছি, তখনি তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসারী।

২৪. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি আমি তার চাইতে উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ তোমাদের কাছে নিয়ে আসি, যার ওপর তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছো (তারপরও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে?) তারা বললো, যে (দ্বীন) দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি।

২৫. অতএব আমি তাদের কাছ থেকে (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নিয়েছি, তুমি দেখে নাও মিথ্যাবাদীদের কি (বীভৎস) পরিণাম হয়েছিলো!

২৬. যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার জাতিকে বললো, আমি অবশ্যই তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যাদের তোমরা পূজা করো,

২৭. (হ্যাঁ, আমি এবাদাত শুধু তাঁরই করি) যিনি আমাকে পয়দা করেছেন, নিসন্দেহে তিনি আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।

২৮. সে এ কথা তার পরবর্তী বংশধরদের কাছে (তাওহীদের) একটি স্থায়ী ঘোষণা (হিসেবে) রেখে গেলো, যাতে করে তারা (তার বংশের লোকেরা এদিকে) প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

২৯. (এ সত্ত্বেও আমি তাদের ধ্বংস করিনি,) বরং আমি তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের (পার্থিব) সম্পদ দান (করা) অব্যাহত রেখেছি, যতোক্ষণ না তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) ও পরিষ্কার ঘোষণা নিয়ে (আরেকজন) নবী এসে হাযির হয়েছে।

৩০. কিন্তু যখন তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) এসে গেলো তখন তারা বলতে লাগলো, এ তো হচ্ছে যাদু, আমরা তো (কিছুতেই) তা মেনে নিতে পারি না।

৩১. তারা (এও) বললো, এ কোরআন কেন দুটো জনপদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর নাযিল হলো না?

৩২. (হে নবী,) তারা কি তোমার মালিকের রহমত বণ্টন করছে, (অথচ) আমিই তাদের দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি, আমি তাদের একজনের ওপর আরেকজনের (বৈষয়িক) মর্যাদা সমুন্নত করেছি, যাতে করে তারা একজন অপরজনকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু তোমার মালিকের রহমত অনেক উৎকৃষ্ট (তারা যেসব সম্পদ জমা করে তার চেয়ে বড়ো)।

৩৩. যদি (এ কথার) আশংকা না থাকতো যে, (দুনিয়ার) সব কয়টি মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে, তাহলে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার অস্বীকারকারী কাফেরদের ঘরের জন্যে আমি রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম, যার ওপর দিয়ে তারা উঠতো (নামতো),

৩৪. তাদের ঘরের জন্যে (সাজিয়ে দিতাম) রৌপ্য নির্মিত দরজা ও পালংক, যার ওপর তারা হেলান দিয়ে বসতো,

৩৫. (প্রয়োজনে তা) স্বর্ণ নির্মিতও (করে দিতে পারতাম, আসলে), এর সব কয়টি জিনিসই তো হচ্ছে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ; আর (হে নবী,) আখেরাত (ও তার সম্পদ) তোমার মালিকের কাছে (একান্তভাবে, তাদের জন্যে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে।

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে একটি শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই (সর্বক্ষণ) তার সাথী হয়ে থাকে।

৩৭. তারাই অতপর তাদের (আল্লাহ তায়ালার) পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, অথচ তারা নিজেরা মনে করে তারা বুঝি সঠিক পথের ওপরই রয়েছে।

৩৮. (এ) ব্যক্তি যখন (কেয়ামতের দিন) আমার সামনে হাযির হবে, তখন (তার শয়তান সাথীকে দেখে) সে বলবে, হায় (কতো ভালো হতো) যদি (আজ) আমার ও তোমার মাঝে দুই উদয়াচলের ব্যবধান থাকতো, (তুমি) কতো নিকৃষ্ট সাথী (ছিলে আমার)!

৩৯. (বলা হবে,) যখন তোমরা (শয়তানকে সাথীরূপে গ্রহণ করে নিজেদের ওপর) যুলুম করেছিলে, তখন (আজও) তোমরা (এই) আযাবে একজন আরেকজনের অংশীদার হয়ে থাকো। (হে নবী), তুমি বলো, আজ এগুলো তোমাদের কোনো রকম উপকারই দেবে না।

৪০. (হে নবী), তুমি কি বধিরকে (কিছু) শোনাতে পারবে, অথবা পারবে কি পথ দেখাতে সে অন্ধকে যে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত?

৪১. অতপর আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নিয়ে গেলেও আমি এদের কাছ থেকে অবশ্যই (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নেবো,

৪২. অথবা তোমার (জীবদ্দশায়) তোমাকে সে (শাস্তির) বিষয় দেখিয়ে দেই যার ওয়াদা আমি তাদের দিয়েছি (তাতেও এই প্রতিশোধ কেউ ঠেকাতে পারবে না), আমি অবশ্যই তাদের ওপর প্রবল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।

৪৩. অতএব এ গ্রন্থ, যা তোমার ওপর ওহী করে পাঠানো হয়েছে তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তুমি অবশ্যই সঠিক পথের ওপর রয়েছো।

৪৪. নিসন্দেহে এ (কোরআন)-টা তোমার ও তোমার জাতির জন্যে উপদেশ, অচিরেই তোমাদের (এ উপদেশ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৪৫. (হে নবী,) তোমার আগে আমি যেসব রসুল পাঠিয়েছিলাম, তুমি তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি কি (কখনো তাদের জন্যে) দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ ঠিক করে দিয়েছিলাম যার (আসলেই) কোনো এবাদাত করা যেতো!

৪৬. আমি মুসাকেও আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে (তাদের কাছে গিয়ে) বললো, আমি হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিকের রসুল।

৪৭. যখন সে (সত্যি সত্যিই) আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাদের কাছে এলো, তখন সাথে সাথে তারা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো।

৪৮. আমি তাদের যে নিদর্শনই দেখাতাম তা হতো আগেরটার চাইতে বড়ো, (সবই যখন ব্যর্থ হলো তখন) আমি তাদের আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম, যাতে করে তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে।

৪৯. (আযাব দেখলেই তারা মুসাকে বলতো,) হে যাদুকর, তোমার মালিক তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তার ভিত্তিতে তার কাছে আমাদের জন্যে দোয়া করো, (নিষ্কৃতি পেলে) আমরা সঠিক পথে চলবো।

৫০. অতপর আমি যখন তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে নিলাম, তখনই তারা (মুসাকে দেয়া) অংগীকার ভঙ্গ করে বসলো।

৫১. (একদিন) ফেরাউন তার জাতিকে ডাকলো এবং বললো, হে আমার জাতি (তোমরা কি বলো), মিসরের রাজত্ব কি আমার জন্যে নয়? এ নদীগুলো কি আমার (প্রাসাদের) নীচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি (কিছুই) দেখতে পাচ্ছো না?

৫২. আমি কি সে ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ নই যে (খুব) নীচু (জাতের লোক) এবং সে তো (নিজের) কথাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে পারে না।

৫৩. (তাছাড়া নবী হলে) তাকে সোনার কংকণ পরানো হলো না কেন, কিংবা তার সাথে দল বেঁধে (আসমানের) ফেরেশতারাই বা কেন এলো না?

৫৪. (এসব বলে) সে তার জাতিকে বেকুব বানিয়ে দিলো, (এক পর্যায়ে) তারা তার কথা মেনেও নিলো; নিসন্দেহে ওরা ছিলো এক নাফরমান সম্প্রদায়ের লোক!

৫৫. যখন তারা আমাকে দারুণভাবে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমিও তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে (পানিতে) ডুবিয়ে দিলাম।

৫৬. আমি পরবর্তী বংশধরদের জন্যে তাদের ইতিহাসের (উল্লেখযোগ্য) ঘটনা ও (শিক্ষণীয়) দৃষ্টান্ত করে রাখলাম।

৫৭. (হে নবী, তাদের কাছে) যখনই মারইয়াম পুত্রের উদাহরণ পেশ করা হয়, তখন সাথে সাথে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা সে কারণে (খুশীতে) চীৎকার জুড়ে দেয়।

৫৮. তারা বলতে থাকে, আমাদের মাবুদরা ভালো না সে (মারইয়াম পুত্র ঈসা ভালো, আসলে); এরা কেবল বিতর্কের উদ্দেশেই এসব কথা উপস্থাপন করে; বরং এরা তো কলহপরায়ণ জাতিই বটে।

৫৯. (মুলত) সে ছিলো আমারই একজন বান্দা, যার ওপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, তাকে বনী ইসরাঈলদের জন্যে আমি (আমার কুদরতের) একটা অনুকরণীয় আদর্শ বানিয়েছিলাম;

৬০. আমি চাইলে তোমাদের বদলে আমি ফেরেশতাদের পাঠাতাম, (সে অবস্থায়) তারাই (দুনিয়ায় আমার) প্রতিনিধিত্ব করতো!

৬১. সে (মারইয়াম পুত্র ঈসা) হবে (মুলত) কেয়ামতের একটি নিদর্শন (হে নবী, তুমি বলো), তোমরা সে (কেয়ামতের) ব্যাপারে কখনো সন্দেহ পোষণ করো না, তোমরা আমার আনুগত্য করো; (কেননা) এটাই (তোমাদের জন্যে) সহজ সরল পথ।

৬২. শয়তান যেন কোনো অবস্থায়ই (এ পথ থেকে) তোমাদের বিচ্যুত করতে না পারে (সেদিকে খেয়াল রেখো), নিসন্দেহে সে হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন!

৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে এলো তখন সে (তার লোকদের) বললো, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা (যে আমার অবস্থান সম্পর্কে) নানা মতবিরোধ করছো তা আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দেবো, অতএব তোমরা (আল্লাহ তায়ালার আযাবকে) ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

৬৪. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; এটাই হচ্ছে সরল পথ।

৬৫. (এ সত্ত্বেও) তাদের বিভিন্ন দল (তাকে নিয়ে) নিজেদের মধ্যে (নানা) মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, অতপর দুর্ভোগ ও কঠিন দিনের আযাব তাদের জন্যেই যারা (অযথা) বাড়াবাড়ি করলো।

৬৬. তারা কি (এ ফয়সালার জন্যে) কেয়ামত (-এর ক্ষণটি) আসার অপেক্ষা করছে, তা (কিন্তু একদিন) আকস্মিকভাবেই তাদের ওপর এসে পড়বে এবং তারা টেরও পাবে না।

৬৭. সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা সবাই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে, অবশ্য যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছে তাদের কথা আলাদা।

৬৮. (সেদিন আমি পরহেযগার বান্দাদের বলবো,) হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোনো ডর-ভয় নেই, না তোমরা আজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে,

৬৯. এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমুহের ওপর ঈমান এনেছে, (মুলত) তারা ছিলো (আমার) অনুগত বান্দা।

৭০. (আমি আরো বলবো,) তোমরা এবং তোমাদের সংগী সংগিনীরা জান্নাতে প্রবেশ করো, সেখানে তোমাদের (সম্মানজনক) মেহমানদারী করা হবে!

৭১. সেখানে তাদের ওপর সোনার থালা ও পানপাত্রের প্রচুর আনাগোনা চলবে, যা কিছুই (তাদের) মন চাইবে এবং যা কিছুই তাদের (দৃষ্টিতে) ভালো লাগবে তা সবই (সেখানে মজুদ) থাকবে (উপরন্তু তাদের বলা হবে), তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে,

৭২. আর এটা হচ্ছে সেই (চিরস্থায়ী) জান্নাত, যার (আজ) তোমরা উত্তরাধিকারী হলে, এটা হচ্ছে তোমাদের সে (নেক) আমলের বিনিময় যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছো।

৭৩. (এখানে) তোমাদের জন্যে প্রচুর পরিমাণ ফল-পাকড়া (মজুদ) থাকবে, যা থেকে তোমরা (প্রাণভরে) খেতে পারবে,

৭৪. (অপর দিকে) অপরাধীরা থাকবে নিশ্চিত জাহান্নামে, সেখানে তারা থাকবে চিরদিন,

৭৫. (মুহূর্তের জন্যেও শাস্তি) তাদের থেকে লঘু করা হবে না এবং (একান্ত) হতাশ হয়েই তারা সেখানে পড়ে থাকবে,

৭৬. (এ আযাব দিয়ে কিন্তু) আমি তাদের ওপর মোটেই যুলুম করিনি, বরং তারা (বিদ্রোহ করে) নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

৭৭. ওরা (জাহান্নামের প্রহরীকে) ডেকে বলবে, ওহে প্রহরী, (আজ) তোমার প্রতিপালক (যদি মৃত্যুর মাধ্যমে) আমাদের ব্যাপারটা শেষ করে দিতেন (তাহলেই ভালো হতো); সে (প্রহরী) বলবে, (না, তা কিছুতেই হবার নয়, এভাবেই) তোমাদের (এখানে) চিরকাল পড়ে থাকতে হবে।

৭৮. (নবী বলবে,) আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে সত্য (দ্বীন) নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই (এ থেকে) অনীহা প্রকাশ করেছিলো।

৭৯. তারা কি (নবীকে কষ্ট দেয়ার) পরিকল্পনা গ্রহণ করেই ফেলেছে (তাহলে তারা শুনুক), আমিও (তাকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর) আমার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছি,

৮০. তারা কি ধরে নিয়েছে, আমি তাদের গোপন কথা ও সলাপরামর্শসমুহ শুনতে পাই না; অবশ্যই (আমি তা শুনতে পাই), তাছাড়া আমার পাঠানো (ফেরেশতা) যারা তাদের (ঘাড়ের) পাশে (বসে) আছে, তারাও (তো) সব লিখে রাখছে।

৮১. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, যদি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কোনো সন্তান থাকতো, তাহলে আমিই তার প্রথম এবাদাতগোযারদের মধ্যে অগ্রণী হতাম!

৮২. আল্লাহ তায়ালা অনেক পবিত্র, তিনি আসমানসমুহ ও যমীনের মালিক, মহান আরশের তিনি অধিপতি, এরা যা কিছু তাঁর সম্পর্কে বলে তিনি তা থেকে পবিত্র।

৮৩. অতএব (হে নবী), তুমি এদের (সেদিন পর্যন্ত) অর্থহীন কথাবার্তা ও খেলাধুলায় (মত্ত) থাকতে দাও, যখন তারা সে (কঠিন) দিনটির সম্মুখীন হবে, যার ওয়াদা (বার বার) তাদের কাছে করা হয়েছে।

৮৪. তিনি হচ্ছেন আসমানে মাবুদ, যমীনেও মাবুদ; তিনি বিজ্ঞ, কুশলী, সর্বজ্ঞ।

৮৫. (প্রভূত) বরকতময় তিনি, আসমানসমুহ, যমীন ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে (যেখানে) যা কিছু আছে, (এ সব কিছুর একক) সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, কেয়ামতের সঠিক খবর তাঁর কাছেই রয়েছে, পরিশেষে তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

৮৬. তাঁকে বাদ দিয়ে এরা অন্য যেসব (মাবুদ)-কে ডাকে, তারা তো (আল্লাহ তায়ালার কাছে) সুপারিশের (কোনো) ক্ষমতাই রাখে না, তবে যারা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং (সত্যকে) জানবে (তাদের কথা আলাদা)।

৮৭. (হে নবী, তুমি) যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে তাদের পয়দা করেছেন, তারা বলবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, (তাহলে বলো) তোমরা (তাঁকে বাদ দিয়ে) কোথায় কোথায় ঠোকর খাচ্ছো?

৮৮. (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর (রসুলের) এ বক্তব্য (সম্পর্কেও জানেন), হে আমার মালিক, এরা হচ্ছে এমন লোক যারা কখনোই ঈমান আনবে না।

৮৯. (হে রসুল,) অতপর তুমি এদের থেকে বিমুখ থাকো, (এদের ব্যাপার) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো এবং (তাদের উদ্দেশে) বলো সালাম; (কেননা) অচিরেই ওরা সত্য মিথ্যা জানতে পারবে।

সুরা আদ দোখান

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫৯, রুকু ৩

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হা-মীম,

২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ,

৩. আমি একে একটি মর্যাদাপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি, অবশ্যই আমি হচ্ছি (জাহান্নাম থেকে) সতর্ককারী!

৪. তার মধ্যে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফয়সালা (স্থিরীকৃত) হয়,

৫. (তা স্থিরীকৃত হয়) আমারই আদেশক্রমে, (কাজ সম্পাদনের জন্যে) আমি নিসন্দেহে (আমার) দূত পাঠিয়ে থাকি,

৬. (এটা সম্পন্ন হয়) তোমার মালিকের একান্ত অনুগ্রহে; অবশ্যই তিনি (সবকিছু) শোনেন, (সবকিছু) জানেন। ৭. তিনি আসমানসমুহ, যমীন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার সব কিছুর মালিক। যদি তোমরা ঈমানদার হও (তাহলে তোমরা অযথা বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না)

৮. তিনি ছাড়া আর কোনোই মাবুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের মালিক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ দাদাদেরও মালিক।

৯. (এ সত্ত্বেও) তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে (এর সাথে) খেল তামাশা করে চলেছে।

১০. অতএব (হে নবী), তুমি সেদিনের অপেক্ষা করো যেদিন আকাশ (তার) স্পষ্ট ধোঁয়া (নীচের দিকে) ছেড়ে দেবে,

১১. তা (অল্প সময়ের মধ্যে গোটা) মানুষদের গ্রাস করে ফেলবে; এটা হবে এক কঠিন শাস্তি।

১২. (তখন তারা বলবে,) হে আমাদের মালিক, আমাদের কাছ থেকে এ আযাব সরিয়ে নাও, আমরা (এক্ষুণি) ঈমান আনছি।

১৩. (কিন্তু এখন) আর তাদের উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ কোথায়, তাদের কাছে সুস্পষ্ট (মর্যাদাবান) রসুল তো এসেই গেছে,

১৪. (তা সত্ত্বেও) তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা বলেছে, (এগুলো হচ্ছে) পাগল ব্যক্তির শেখানো কতিপয় বুলি মাত্র!

১৫. আমি (যদি) কিছু সময়ের জন্যে আযাব সরিয়েও দেই (তাতে কি লাভ?) তোমরা তো নিসন্দেহে আবার তাই করবে।

১৬. একদিন আমি কঠোরভাবে এদের পাকড়াও করবো (এবং এদের কাছ থেকে) আমি (পুরোপুরি) প্রতিশোধ নেবো।

১৭. এদের আগে আমি ফেরাউনের জাতির (লোকদেরও) পরীক্ষা করেছি, তাদের কাছেও আমার একজন সম্মানিত রসুল (মুসা) এসেছিলো,

১৮. (মুসা ফেরাউনকে বললো,) আল্লাহ তায়ালার এই বান্দাদের তোমরা আমার কাছে দিয়ে দাও; (কেননা) আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত নবী (হয়ে এসেছি),

১৯. (সে বললো,) তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে বিদ্রোহ করো না, আমি তো (নবুওতের) এক সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের কাছে এসেছি; ২০. তোমরা যাতে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পারো, সে জন্যে আমি আমার মালিক ও তোমাদের মালিকের কাছে (আগেই) পানাহ চেয়ে নিয়েছি,

২১. যদি তোমরা আমার ওপর ঈমান না আনো তাহলে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।

২২. অতপর সে (এদের নাফরমানী দেখে) তার মালিকের কাছে দোয়া করলো (হে আমার মালিক), এরা হচ্ছে একটি না-ফরমান জাতি (তুমি আমাকে এদের কাছ থেকে মুক্তি দাও)।

২৩. (আমি বললাম,) তুমি আমার বান্দাদের সাথে করে রাতে রাতেই (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে পড়ো, (সাবধান থেকো, ফেরাউনের পক্ষ থেকে কিন্তু) তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে,

২৪. সমুদ্রকে শান্ত রেখে তুমি (পার হয়ে) যেও; নিসন্দেহে তারা (সমুদ্রে) নিমজ্জিত হবে।

২৫. (যাবার সময়) ওরা নিজেদের পেছনে কতো উদ্যান, কতো ঝর্ণা ফেলে গেছে,

২৬. (ফেলে গেছে) কতো ক্ষেতের ফসল, কতো সুরম্য প্রাসাদ,

২৭. কতো (বিলাস) সামগ্রী, যাতে ওরা নিমগ্ন থাকতো,

২৮. এভাবেই আমি আরেক জাতিকে এসব কিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।

২৯. (এ ঘটনার ফলে) ওদের ওপর না আসমান কোনো রকম অশ্রুপাত করলো না যমীন (ওদের এ পরিণামে একটু) কাঁদলো, (আযাব আসার পর) তাদের আর কোনো অবকাশই দেয়া হলো না।

৩০. আমি অবশ্যই বনী ইসরাঈলদের অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি

৩১. ফেরাউন (ও তার গোলামীর শৃংখল) থেকে (তাদের আমি নাজাত দিয়েছি), অবশ্যই সে ছিলো সীমালংঘনকারী (না-ফরমান)-দের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

৩২. আমি তাদের (জাতি বনী ইসরাঈলদের) দুনিয়ার ওপর জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি,

৩৩. আমি তাদের (এমন কতিপয়) নিদর্শন দিয়েছি, যাতে (তাদের জন্যে) সুস্পষ্ট পরীক্ষা (নিহিত) ছিলো।

৩৪. এ (মুর্খ) লোকেরা (মুসলমানদের) বলতো

৩৫. এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম মৃত্যু, আমরা (আর) কখনো পুনরুত্থিত হবো না।

৩৬. তোমরা যদি (কেয়ামত ও পুনরুত্থান সম্পর্কে) সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের (কবর থেকে) নিয়ে এসো!

৩৭. (শক্তি সামর্থের দিক থেকে) কি তারা বড়ো, না 'তুব্বা' জাতি ও তাদের আগে যারা ছিলো তারা (বড়ো); আমি তাদের (মতো শক্তিশালীদেরও) ধ্বংস করে দিয়েছি, অবশ্যই তারা ছিলো (জঘন্য) না-ফরমান জাতি। ৩৮. আমি আসমানসমুহ, যমীন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোনোটাই খেল তামাশার ছলে পয়দা করিনি।

৩৯. এগুলো আমি যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়াও সৃষ্টি করিনি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (সৃষ্টির এ উদ্দেশ্য সম্পর্কে) কিছুই জানে না।

৪০. অতপর এদের (সবার জন্যেই পুনরুত্থান ও) বিচার ফয়সালার দিনক্ষণ নির্ধারিত রয়েছে।

৪১. সেদিন এক বন্ধু আরেক বন্ধুর কোনোই কাজে আসবে না, না তাদের (সেদিন কোনো রকম) সাহায্য করা হবে!

৪২. অবশ্য যার ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন (তার কথা স্বতন্ত্র); নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও দয়ালু।

৪৩. অবশ্যই (জাহান্নামে) যাক্কুম (নামের একটি) গাছ থাকবে,

৪৪. (তা হবে) গুনাহগারদের (জন্যে সেখানকার) খাদ্য,

৪৫. গলিত তামার মতো তা পেটের ভেতর ফুটতে থাকবে,

৪৬. ফুটন্ত গরম পানির মতো!

৪৭. (ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হবে,) ধরো একে অতপর হেঁচড়ে জাহান্নামের মধ্যস্থলের দিকে নিয়ে যাও, ৪৮. তারপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও;

৪৯. (তাকে বলা হবে, আযাবের) স্বাদ আস্বাদন করো, তুমি (না ছিলে দুনিয়ার বুকে) একজন শক্তিশালী ও অভিজাত মানুষ!

৫০. (আর) এ শাস্তি সম্পর্কে তোমরা (অভিজাত লোকগুলোই) ছিলে (বেশী) সন্দিহান!

৫১. (অপরদিকে) পরহেযগার লোকেরা নিরাপদ (ও অনাবিল) শান্তির জায়গায় থাকবে,

৫২. (মনোরম) উদ্যানে ও (অমিয়) ঝর্ণাধারায়,

৫৩. মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এরা (একে অপরের) সামনাসামনি হয়ে বসবে,

৫৪. এমনই হবে (তাদের পুরস্কার, উপরন্তু) তাদের আমি দেবো আয়তলোচনা (পরমা সুন্দরী) হুর;

৫৫. তারা সেখানে প্রশান্ত মনে সব ধরনের ফল ফলাদির অর্ডার দিতে থাকবে,

৫৬. প্রথম মৃত্যু ছাড়া (যা দুনিয়াতেই এসে গেছে), সেখানে (তাদের আর) মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে না, (তাদের মালিক) তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন,

৫৭. (হে নবী, এ হচ্ছে মোমেনদের প্রতি) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ : (সত্যিকার অর্থে) এটাই হচ্ছে (সেদিনের) মহাসাফল্য।

৫৮. অতএব (হে নবী), আমি এ (কোরআন)-কে তোমারই (মাতৃ)-ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তারা (এর থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৫৯. সুতরাং তুমি (এদের পরিণাম দেখার জন্যে) অপেক্ষা করতে থাকো, আর ওরা তো প্রতীক্ষা করেই যাচ্ছে!

সুরা আল জাছিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৩৭, রুকু ৪

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হা-মীম,

২. পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ।

৩. নিসন্দেহে আকাশমালা ও যমীনে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে জানার অগণিত) নিদর্শন রয়েছে;

৪. (নিদর্শন রয়েছে স্বয়ং) তোমাদের সৃষ্টির মাঝে এবং জীবজন্তুর (বংশ বিস্তারের) মাঝেও, যাদের তিনি যমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন, এর সর্বত্রই (তাঁর কুদরতের অসংখ্য) নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে তাদের জন্যে, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) বিশ্বাস করে।

৫. (একইভাবে নিদর্শন রয়েছে) রাত দিনের পরিবর্তনের মাঝে, যে রেযেক (বিভিন্নভাবে) আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পাঠান, যা দিয়ে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে তোলেন (তার মাঝেও! এ) বায়ুর পরিবর্তনেও (তাঁর কুদরতের বহু) নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যে, যারা চিন্তা (গবেষণা) করে।

৬. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমুহ, যা আমি যথাযথভাবে তোমার কাছে পড়ে শোনাচ্ছি, অতপর (তুমি কি বলতে পারো) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর এ নিদর্শনের পর আর কিসের ওপর তারা ঈমান আনবে?

৭. দুর্ভোগ প্রতিটি মিথ্যাবাদী পাপাচারীর জন্যে,

৮. আল্লাহ তায়ালার আয়াত যখন তার ওপর তেলাওয়াত করা হয় তখন সে (তা) শোনে, (কিন্তু) একটু পরেই সে অহংকারী হয়ে এমনভাবে জেদ ধরে যেন সে তা শুনতেই পায়নি, সুতরাং (যে এমন ধরণের আচরণ করে) তুমি তাকে এক কঠিন আযাবের সুসংবাদ দাও!

৯. যখন সে আমার আয়াতসমুহের কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সে একে পরিহাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে; এমন ধরনের লোকদের জন্যে অপমানজনক আযাব রয়েছে;

১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং সেসব জিনিস যা তারা (দুনিয়া থেকে) কামাই করে এনেছে (আজ তা) তাদের কোনো কাজেই এলো না, না সেসব (মাবুদ তাদের কোনো কাজে এলো) যাদের তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (নিজেদের) অভিভাবক বানিয়ে রেখেছিলো, তাদের সবার জন্যে রয়েছে (জাহান্নামের) কঠোর শাস্তি;

১১. এ (কোরআন) হচ্ছে (সম্পূর্ণ) হেদায়াত, (তা সত্ত্বেও) যারা তাদের মালিকের আয়াতসমুহকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে অতিশয় নিকৃষ্ট ও কঠোরতর আযাব রয়েছে।

১২. আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে রেখেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁরই আদেশক্রমে নৌযানসমুহে তাতে চলতে পারো, এর দ্বারা তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (রেযেক) সন্ধান করতে পারো এবং শোকর আদায় করতে পারো,

১৩. (একইভাবে) তাঁর (অনুগ্রহ) থেকে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অবশ্যই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে|

১৪. (হে নবী,) ঈমানদারদের তুমি বলো, যারা আল্লাহ তায়ালার (অমোঘ বিচারের) দিনগুলো থেকে কিছু আশা করে না, তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা এ (বিশেষ) দলকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে (পরকালে) পুরোপুরি বিনিময় দিতে পারেন|

১৫. (তোমাদের মাঝে) যদি কেউ কোনো নেক কাজ করে, তা (কিন্তু) সে তার নিজের ভালোর জন্যেই (করে, আবার) যে কেউই কোনো মন্দ কাজ করে, (তার প্রতিফল) (কিন্তু) অতপর তার ওপরই (পড়বে, পরিশেষে) তোমাদের সবাইকে স্বীয় মালিকের কাছেই ফিরে যেতে হবে|

১৬. আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাব, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও নবুওত দান করেছিলাম, আমি তাদের উৎকৃষ্ট রেযেক দিয়েছিলাম, (উপরন্তু) আমি (এসব কিছুর মাধ্যমে) তাদের সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্বও দান করেছিলাম,

১৭. দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমি তাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, অতপর যে মতবিরোধ তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে তা (কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে নয়; বরং তা) ছিলো তাদের পারস্পরিক জেদের কারণে; (হে নবী,) কেয়ামতের দিন তোমার মালিক তাদের মধ্যে সে সমস্ত (বিষয়ের) ফয়সালা করে দেবেন যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়ায়) মতবিরোধ করেছে|

১৮. অতপর (হে নবী,) আমি তোমাকে দ্বীনের এক (বিশেষ) পদ্ধতির ওপর এনে স্থাপন করেছি, অতএব তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো, (শরীয়তের ব্যাপারে) সেসব লোকদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না যারা (আখেরাত সম্পর্কে) কিছুই জানে না|

১৯. আল্লাহ তায়ালার মোকাবেলায় এরা তোমার কোনোই কাজে আসবে না; যালেমরা অবশ্যই একজন আরেকজনের বন্ধু, আর পরহেযগার লোকদের (আসল) বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং)|

২০. এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট দলীল, (সর্বোপরি) বিশ্বাসীদের জন্যে তা হচ্ছে জ্ঞানের কথা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ|

২১. যারা অপকর্ম করে তারা কি মনে করে নিয়েছে, আমি তাদের সে লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল করেছে, তাদের জীবন ও তাদের মরণ কি (ঈমান গ্রহণকারীদের মতো) একই ধরনের হবে? কতো নিম্নমানের ধারণা পোষণ করছে এরা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে)!

২২. আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে (এ দু'য়ের মাঝে বসবাসরত) প্রতিটি বাসিন্দাদের তার কর্মের ঠিক ঠিক বিনিময় দেয়া যেতে পারে, (কেয়ামতের দিন) তাদের কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না|

২৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তিটির প্রতি লক্ষ্য করেছো যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশীকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং (পর্যাপ্ত পরিমাণ) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন, তার কান ও তার অন্তরে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন, তার চোখে তিনি পর্দা এঁটে দিয়েছেন; এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার পর কে পথনির্দেশ দেবে? তারপরও কি তোমরা কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না?

২৪. এ (মুর্খ) লোকেরা এও বলে, আমাদের এ পার্থিব দুনিয়া ছাড়া আর কোনো জীবনই নেই, আমরা (এখানেই) মরি বাঁচি, কালের আবর্তন ছাড়া অন্য কিছু আমাদের ধ্বংশও করেনা। (মুলত) এদের এ ব্যাপারে কোনোই জ্ঞান নেই, এরা শুধু আন্দায অনুমানের ভিত্তিতেই কথা বলে।

২৫. যখন এদের কাছে আমার (কিতাবের) সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পড়া হয় তখন এদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো যুক্তিই থাকে না যে, তারা বলে, তোমরা যদি (কেয়ামতের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের (কবর থেকে) নিয়ে এসো।

২৬. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন, তিনিই (আবার) কেয়ামতের দিন তোমাদের পুনরায় একত্রিত করবেন, এটা (সংঘটিত) হবার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু (তারপরও) অধিকাংশ মানুষ (এ সম্পর্কে কিছুই) জানে না।

২৭. আকাশমন্ডলী ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন এই বাতিলপন্থীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৮. (হে নবী, সেদিন) তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে (মহাবিচারকের সামনে) ভয়ে আতংকে নতজানু হয়ে পড়ে থাকবে। প্রত্যেক জাতিকেই তাদের আমলনামার দিকে ডাক দেয়া হবে; (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করতে আজ তোমাদের তার (যথাযথ) প্রতিফল দেয়া হবে।

২৯. এ হচ্ছে আমার (সংরক্ষিত) নথিপত্র, যা তোমাদের (কর্মকান্ডের) ওপর ঠিক ঠিক বর্ণনাই পেশ করবে; তোমরা যখন যা করতে আমি তা (এখানে সেভাবেই) লিখে রেখেছি।

৩০. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (আজ) তাদের মালিক তাদের তাঁর অনুগ্রহে (জান্নাতে) দাখিল করাবেন; আর এটাই হবে সুস্পষ্ট সাফল্য।

৩১. অপরদিকে যারা কুফরী অবলম্বন করেছে (আমি তাদের বলবো), তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমুহ (বার বার) পড়ে শোনানো হতো না? অতপর (এ সত্বেও) তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে, (মুলত) তোমরা ছিলে নাফরমান জাতি!

৩২. যখন (তোমাদের) বলা হতো, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামত (সংঘটিত) হওয়ার মধ্যে কোনো রকম সন্দেহ নেই, তখন তোমরা (অহংকার করে) বলতে, আমরা জানি না কেয়ামত (আবার) কি, আমরা (এ ব্যাপারে সামান্য) কিছু ধারণাই করতে পারি মাত্র, কিন্তু আমরা তো তাতে বিশ্বাসীও নই!

৩৩. (সেদিন) তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং সে বিষয়টিই তাদের পরিবষ্টেন করে নেবে যে ব্যাপারে তারা হাসি ঠাট্টা করে বেড়াতো।

৩৪. (ওদের তখন) বলা হবে, আজ আমি তোমাদের (জেনে শুনেই) ভুলে যাবো, ঠিক যেভাবে তোমরা (দুনিয়ায় থাকতে) এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে, (আজ) তোমাদের ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন, (সে আগুন থেকে বাঁচার জন্যে এখানে) তোমরা কোনোই সাহায্যকারী পাবে না।

৩৫. এটা এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমুহ নিয়ে হাসি তামাশা করতে এবং (তোমাদের) পার্থিব জীবন দারুণভাবে তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিলো, (সুতরাং) আজ তাদের সেখান থেকে বের করা হবে না না (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) তাদের কোনো রকম অজুহাত পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।

৩৬. অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আসমানসমুহের মালিক, তিনি যমীনের মালিক, তিনি মালিক গোটা সৃষ্টিকুলের!

৩৭. আকাশমন্ডলী এবং যমীনের সমস্ত গৌরব ও মাহাত্ম্য তাঁর জন্যেই (নিবেদিত), তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

পারা ২৬

সূরা আল আহকাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৩৫, রুকু ৪

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হা, মীম,

২. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কেতাব (আল কোরআন)-এর অবতরণ, (যিনি) মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৩. আকাশমন্ডলী ও যমীন এবং তাদের উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে এগুলোকে আমি যথাযথ (লক্ষ্য) ছাড়া সৃষ্টি করিনি এবং (এগুলো) এক সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (পয়দা করেছি), (কিন্তু এ মহাসত্যের) অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা যে যে জিনিস দিয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তার থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, তোমরা কখনো কি (ভেবে) দেখেছো, (আজ) যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকছো আমাকে একটু দেখাও তো, তারা এ যমীনের কোনো অংশও কি নিজেরা বানিয়েছে, অথবা এ আকাশমন্ডলী বানানোর কাজে তাদের কি কোনো ভূমিকা আছে? এর আগের কেতাবপত্র কিংবা সে সূত্র ধরে চলে আসা জ্ঞানের (অন্য) কোনো অবশিষ্ট প্রমাণ যদি তোমাদের হাতে মজুদ থাকে, তাহলে তাও এনে আমার কাছে হাযির করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

৫. তার চাইতে বেশী বিভ্রান্ত ব্যক্তি কে হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কেয়ামত পর্যন্ত (ডাকলেও) তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, তারা তো তাদের (ভক্তদের) ডাক থেকে সম্পূর্ণ বেখবর।

৬. যখন গোটা মানব জাতিকে জড়ো করা হবে, তখন এরা তাদের দুশমনে পরিণত হয়ে যাবে এবং এরা তাদের এবাদাতও সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে।

৭. যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন কাফেররা সে সত্য সম্পর্কে বলে, যা তখন তাদের সামনে এসে গেছে এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদু!

৮. তারা কি একথা বলতে চায়, সে (রসুল) নিজেই তা বানিয়ে নিয়েছে; তুমি তাদের বলো, (হ্যাঁ) সত্যিই যদি এমন কিছু আমি (আল্লাহর নামে) বানিয়ে পেশ করি, তাহলে আল্লাহর (ক্রোধ) থেকে আমার (বাঁচানোর) জন্যে তোমরা তো কোনো ক্ষমতাই রাখো না; আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন তোমরা তার মধ্যে কি কি কথা নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে বলছো এবং তোমাদের ও আমার মাঝে (কে কথা বানাচ্ছে; এ কথার) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৯. তুমি বলো, রসুলদের মাঝে আমি তো নতুন নই, আমি এও জানি না, আমার সাথে কি (ধরনের আচরণ) করা হবে এবং তোমাদের সাথেই বা কী (ব্যবহার করা) হবে; আমি শুধু সেটুকুরই অনুসরণ করি যেটুকু আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়, আর আমি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছুই নই।

১০. তুমি (আরো) বলো, তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো, এ (মহাগ্রন্থ)-টা যদি আল্লাহর কাছ থেকে (নাযিল) হয়ে থাকে এবং তোমরা তা অস্বীকার করো (তাহলে এর পরিণাম কি হবে) এবং এর ওপর বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী যেখানে সাক্ষ্য প্রদান করে তার ওপর ঈমান এনেছে, (তারপরও) তোমরা অহংকার করলে, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

১১. যারা অস্বীকার করেছে তারা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলে, যদি (ঈমান আনার মাঝে) সত্যিই কোনো কল্যাণ থাকতো তাহলে (কতিপয় সাধারণ মানুষ) আমাদের আগে তার দিকে এগিয়ে যেতো না, যেহেতু এরা নিজেরা কখনো পথের কোনো দিশা পায়নি, তাই অচিরেই তারা বলতে শুরু করবে, এ তো হচ্ছে একটি পুরনো (ও মিথ্যা) অপবাদ!

১২. এর আগে (মানুষদের) পথপ্রদর্শক ও (আল্লাহর) রহমত হিসেবে মুসার কেতাব (তাদের কাছে মজুদ) ছিলো; আর এ কেতাব তো পূর্ববর্তী কেতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (এটা এসেছে) আরবী ভাষায়, যেন তা সীমালংঘনকারীদের সাবধান করে দিতে এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের জন্যে তা হতে পারে সুসংবাদ।

১৩. যেসব মানুষ (একথা) বলে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমাদের একমাত্র মালিক, অতপর তারা (এর ওপর) অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের জন্যে নিঃসন্দেহে কোনো ভয় শংকা নেই এবং তাদের (কখনো) উদ্বিগ্নও হতে হবে না,

১৪. তারাই হবে জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, এ হচ্ছে তাদের সেই কাজের পুরস্কার যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।

১৫. আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি সে যেন নিজের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে; (কেননা) তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে পেটে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে এবং (এভাবে) তার গর্ভধারণকালে ও (জন্মের পর) তাকে দুধ পান করানোর (দীর্ঘ) তিরিশটি মাস সময়; অতপর সে তার পূর্ণ শক্তি (অর্জনের বয়েস) পর্যন্ত পৌঁছুয় এবং (একদিন) সে চল্লিশ বছরে এসে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার মালিক, এবার তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও তুমি আমার ওপর (শুরু থেকে) যেসব অনুগ্রহ করে এসেছো এবং আমার পিতা মাতার ওপর যে অনুগ্রহ তুমি করেছো, আমি যেন এর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, (সর্বোপরি) আমি যেন (এমন সব) ভালো কাজ করতে পারি যার ফলে তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হবে, আমার সন্তান-সন্ততিদের মাঝেও তুমি সংশোধন এনে দাও; অবশ্যই আমি তোমার দিকে ফিরে আসছি, আমি তো তোমার অনুগত বান্দাদেরই একজন।

১৬. (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা (দুনিয়ায়) যেসব ভালো কাজ করে তা আমি (যথাযথভাবে) গ্রহণ করি, আর তাদের মন্দ কাজগুলো আমি উপেক্ষা করি, এরাই হবে (সেদিন) জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত, এদের কাছে প্রদত্ত (আল্লাহর) ওয়াদা, যা সত্য প্রমাণিত হবে।

১৭. (তবে সে ব্যক্তির কথা আলাদা,) যে ব্যক্তি (নিজ) পিতা মাতাকে বলে, তোমাদের ধিক, তোমরা (উভয়ে কি) আমাকে (এই বলে) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যে, আমাকে (কবর থেকে) বের করে আনা হবে, অথচ আমার আগে বহু

সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, (যাদের একজনকেও কবর থেকে বের করে আনা হয়নি, এ কথা শুনে) পিতা মাতা উভয়েই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং (সন্তানকে) বলে, ওহে, তোমার দুর্ভোগ হোক! (এখনও সময় আছে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনো, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য (প্রমাণিত হবে, তারপরও) সে হতভাগা বলে, (হ্যাঁ, তোমাদের) এসব কথা তো অতীতকালের কিছু উপাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নয়!

১৮. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর মানুষ ও জ্বিনদের পূর্ববর্তী দলের মতো আল্লাহর শাস্তির বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, এরা সবাই তাদের একই দলে শামিল হয়ে যাবে, আর এরা হচ্ছে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯. (এ উভয় দলের) প্রত্যেকের জন্যেই তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী (মান ও) মর্যাদা রয়েছে, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজের যথার্থ বিনিময় দেবেন, আর তাদের ওপর (কোনো রকম) অবিচার করা হবে না।

২০. যেদিন কাফেরদের (জাহান্নামের জ্বলন্ত) আগুনের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদের বলা হবে); তোমরা তো তোমাদের (ভাগের) যাবতীয় নেয়ামত (দুনিয়াতেই) বিনষ্ট করে এসেছো এবং তোমাদের পার্থিব জীবনে তা দিয়ে (প্রচুর পরিমাণ) ফায়দাও তোমরা হাসিল করে নিয়েছো, আজ তোমাদের দেয়া হবে এক চরম অপমানকর আযাব, আর তা হচ্ছে (আল্লাহর) যমীনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের বিদ্রোহমুলক কাজের শাস্তি।

২১. হে নবী, (এদের) তুমি আ'দ সম্প্রদায়ের (এক) ভাই (হুদ নবী)-র কাহিনী শোনাও; যে আহকাফ' উপত্যকায় নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের (আল্লাহর আযাবের) ভয় দেখাচ্ছিলো, তার আগে পরেও আরো বহু সতর্ককারী (নবী) এসেছিলো, (তাদের মতো) সেও বলেছিলো (হে মানুষ), তোমরা এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না; আমি তোমাদের ওপর একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি।

২২.(একথা শুনে) তারা বললো, আমাদের মাবুদদের বন্দেগী থেকে আমাদের ভিন্ন পথে চালিত করার জন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছো? যাও, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে সেই আযাব নিয়ে এসো যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদের দিচ্ছো।

২৩. সে বললো, (সে) জ্ঞান তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই রয়েছে, আমি তো শুধু সে কথাটুকুই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই (ঠিক) যেটুকু দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা দারুণ অজ্ঞানতার মাঝে নিমজ্জিত একটি (গোমরাহ) জাতি।

২৪. অতপর (একদিন) যখন তারা দেখতে পেলো, (বড়ো) একটি মেঘখন্ড তাদের জনপদের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তারা (সমস্বরে) বলে ওঠলো, এ তো এক খন্ড মেঘ মাত্র! (সম্ভবত) আমাদের ওপর তা বৃষ্টি বর্ষণ করবে; (হুদ বললো,) না, এটি কোনো বৃষ্টির মেঘ নয় এ হচ্ছে সে (আযাবের) বিষয়, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে, (মূলত) এ হচ্ছে এক (প্রলয়ংকরী) ঝড়, যার মাঝে রয়েছে ভয়াবহ আযাব।

২৫. আল্লাহর নির্দেশে এ (ঝড়) সব কিছুই ধ্বংস করে দেবে, তারপর তাদের অবস্থা (সত্যিই) এমন হলো যে, তাদের বসতবাড়ী (ও তার ধ্বংসলীলা) ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না; আমি এভাবেই অপরাধী জাতিসমুহকে (তাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দিয়ে থাকি।

২৬. (এ যমীনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে) তাদের যা যা আমি দিয়েছিলাম তা (অনেক কিছুই) তোমাদের দেইনি; (শোনার জন্যে) আমি তাদের কান, (দেখার জন্যে) চোখ ও (অনুধাবনের জন্য) হৃদয় দিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু

তাদের সে কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোনোই কাজে আসেনি, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতেই থাকলো, যে (আযাবের) বিষয় নিয়ে তারা হাসি তামাশা করতো, একদিন সত্যি সত্যিই তা তাদের ওপর এসে পড়লো।

২৭. তোমাদের চারপাশের আরো অনেকগুলো জনপদকে আমি (এ একই কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আমি (বার বার ওদের কাছে) আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি, যেন তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে।

২৮. তারা কেন (সেদিন) তাদের সাহায্য করতে পারলো না, যাদের তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নৈকট্য হাসিলের জন্যে মাবুদ' বানিয়ে নিয়েছিলো; বরং (আযাব দেখে) তারাও তাদের ছেড়ে উধাও হয়ে গেলো, (মূলত) এ হচ্ছে তাদের (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) মিথ্যা ও যাবতীয় অলীক ধারণা যা তারা পোষণ করতো!

২৯. (একবার) যখন একদল জ্বিনকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (তোমার) কোরআন (পাঠ) শোনছিলো, যখন তারা সে স্থানে উপনীত হলো, তখন তারা বলতে লাগলো, সবাই চুপ হয়ে যাও, অতঃপর যখন (কোরআন পাঠের) কাজ শেষ হয়ে গেলো তখন তারা নিজের সম্প্রদায়ের কাছে (আল্লাহর আযাব থেকে) সতর্ককারী হিসেবেই ফিরে গেলো।

৩০. তারা বললো, হে আমাদের জাতি, আজ আমরা এমন এক গ্রন্থ (ও তার তেলাওয়াত) শুনে এসেছি, যা মুসার পরে নাযিল করা হয়েছে, (এ গ্রন্থ) আগের পাঠানো সব গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করে, এ (গ্রন্থ)-টি (সবাইকে) সত্য অবিচল ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

৩১. হে আমাদের জাতি, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর পথে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর (রসুলের) ওপর ঈমান আনো, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

৩২. আর তোমাদের মাঝে যদি কেউ আল্লাহর পথের এ আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় (তবে তার জানা উচিত), এ যমীনে (আল্লাহকে) ব্যর্থ করে দেয়ার কোনো রকম ক্ষমতাই সে রাখে না, (বরং এ আচরণের জন্যে) সে আল্লাহর কাছে তার কোনোই সাহায্যকারী পাবে না; এ ধরনের লোকেরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।

৩৩. এ লোকগুলো কি এটা বুঝতে পারে না, যে মহান আল্লাহ তায়ালা আসমানসমুহ ও যমীন বানিয়েছেন এবং এ সব কিছুর সৃষ্টি যাঁকে সামান্যতম ক্লান্তও করতে পারেনি, তিনি কি একবার মরে গেলে মানুষকে পুনরায় জীবন দান করতে সম্পূর্ণ সক্ষম নন? হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান!

৩৪. সেসব কাফেরদের যখন (জ্বলন্ত) আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদের বলা হবে); আমার এ প্রতিশ্রুতি কি সত্য (ছিলো?) তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের মালিকের শপথ (এটা অবশ্যই সত্য); অতপর তাদের বলা হবে, এবার (তোমরা) শাস্তি উপভোগ করো, (এবং এ হচ্ছে সে আযাব) যা তোমরা অস্বীকার করতে!

৩৫. (হে নবী,) তুমি ধৈর্য্য ধারণ করো (ঠিক) যেমন করে ধৈর্য্য ধারণ করেছিলো আমার (দৃঢ়প্রতিষ্ঠ) সাহসী নবীরা, এ (নির্বোধ) ব্যক্তিদের ব্যাপারে তুমি কখনো তাড়াহুড়ো করো না; যেদিন সত্যিই তারা সেই আযাব (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছিলো, তখন তাদের অবস্থা হবে এমন, যেন দুনিয়ায় তারা দিনের সামান্য এক মুহূর্ত সময় অতিবাহিত করে এসেছে; (মূলত এটি) একটি ঘোষণামাত্র, (এ ঘোষণা) যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের ছাড়া আর কাউকে সেদিন ধ্বংস করা হবে না।

সূরা মোহাম্মদ

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ৩৮, রুকু ৪

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (সমগ্র) কর্মই বিনষ্ট করে দিয়েছেন।

২. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, মোহাম্মদ-এর ওপর আল্লাহর তরফ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও ঈমান এনেছে যা একান্তভাবে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে আসা সত্য, আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবনের সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেবেন।

৩. এ (সব কিছু) এ জন্যে হবে, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তারা মূলত মিথ্যারই অনুসরণ করে, (অপর দিকে) যারা ঈমান আনে তারা তাদের মালিকের কাছ থেকে পাওয়া সত্য বিষয়ের অনুসরণ করে; আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা (এদের) জন্যে তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

৪. অতএব (যুদ্ধের ময়দানে) যখন তোমরা কাফেরদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করো, অতপর (এভাবে) তাদের যখন তোমরা হত্যা করবে তখন (বন্দীদের) তোমরা শক্ত করে বেঁধে রাখো, এরপর বন্দীদের মুক্ত করে দেবে কিংবা তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেবে (এটা একান্তই তোমাদের ব্যাপার), তবে যতোক্ষণ যুদ্ধ তার (অস্ত্রের) বোঝা ফেলে না দেবে (ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও অস্ত্র সংবরণ করো না), অথচ আল্লাহ তায়ালা এটা চাইলে (যুদ্ধ ছাড়াই) তাদের পরাজয়ের শাস্তি দিতে পারতেন, তিনি একদলকে দিয়ে আরেক দলের পরীক্ষা নিতে চাইলেন; যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্ম কখনো বিনষ্ট হতে দেবেন না।

৫. তিনি (অবশ্যই) তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের (সার্বিক) অবস্থাও তিনি শুধরে দেবেন,

৬.(এর বিনিময়ে) তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, যার পরিচয় তিনি তাদের কাছে (আগেই) করিয়ে রেখেছেন।

৭. ওহে (মানুষ), যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও তোমাদের (দুনিয়া আখেরাতে) সাহায্য করবেন এবং (মিথ্যার মোকাবেলায় এ যমীনের বুকে) তিনি তোমাদের পা সমূহকে মযবুত রাখবেন।

৮. যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে (রয়েছে) নিশ্চিত ধ্বংস, আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় কর্মই বিনষ্ট করে দেবেন।

৯. এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা (তাদের জন্যে) যা কিছু পাঠিয়েছেন তারা তা অপছন্দ করেছে, ফলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করে দিয়েছেন।

১০. এ লোকগুলো কি আল্লাহর যমীনে পরিভ্রমণ করে দেখতে পারে না, (বিদ্রোহের পরিণামে) তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কি অবস্থা হয়েছিলো; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ধ্বংস (কর আযাব) পাঠিয়েছেন, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যেও সেই একই ধরনের (আযাব) রয়েছে।

১১. এর কারণ হচ্ছে, যারা (আল্লাহতে) বিশ্বাস করে আল্লাহই হন তাদের (একমাত্র) রক্ষক, (প্রকারান্তরে) যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে তাদের (কোথাও) কোনো সাহায্যকারী থাকে না।

১২. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেসব লোকদের এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে; কাফেররা জীবনের ভোগবিলাসে মত্ত, জন্তু জানোয়ারদের মতো তারা নিজেদের উদর পুর্তি করে, (এ কারণে) জাহান্নামই হবে তাদের জন্যে শেষ নিবাস!

১৩. (হে নবী,) তোমার (এই) জনপদ যারা (এক সময়) তোমাকে বের করে দিয়েছিলো, তার চাইতে অনেক শক্তিশালী বহু জনপদ ছিলো, সেগুলোকেও আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, (সেদিন) তাদের কোনো সাহায্যকারীই ছিলো না।

১৪. যে ব্যক্তি তার মালিকের কাছ থেকে আসা সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল নিদর্শনের ওপর রয়েছে, তার সাথে এমন ব্যক্তির তুলনা কি ভাবে হবে যার (চোখের সামনে তার) মন্দ কাজগুলো শোভনীয় করে রাখা হয়েছে এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে।

১৫. আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে তাদের যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে; সেখানে নির্মল পানির ফোয়ারা রয়েছে, রয়েছে দুধের এমন কিছু ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না, রয়েছে পানকারীদের জন্যে সুধার (সুপেয়) নহরসমুহ, রয়েছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা, (আরো) রয়েছে সব ধরনের ফলমুল (দিয়ে সাজানো সুরম্য বাগিচা, সর্বোপরি), সেখানে রয়েছে তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) ক্ষমা; এ ব্যক্তি কি তার মতো যে ব্যক্তি অনন্তকাল ধরে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে এবং সেখানে তাদের এমন ধরনের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি কেটে (ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে) দেবে।

১৬. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা তোমার কথা শোনে, কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বাইরে যায় তখন যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা এমন সব লোকদের কাছে এসে বলে এ মাত্র কি (যেন) বললো লোকটি?' (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, আল্লাহ তায়ালা যাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং (এ কারণেই) এরা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে চলে।

১৭. যারা সৎপথে চলবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এ (সৎপথে) চলা আরো বাড়িয়ে দেন এবং তাদের (অন্তরে) তিনি তাঁর ভয় দান করেন।

১৮. হঠাত্ করে কেয়ামতের ক্ষণটি তাদের ওপর এসে পড়ুক তারা কি সে অপেক্ষায় দিন গুনছে? অথচ কেয়ামতের লক্ষণসমুহ তো এসেই পড়েছে, আর একবার যখন কেয়ামত এসেই পড়বে তখন তারা কিভাবে তাদের উপদেশ গ্রহণ করবে!

১৯. (হে নবী,) জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তাঁর কাছেই নিজের গুনাহ খাতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, (ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার সাথী) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের জন্যে; আল্লাহ তায়ালা (যেমন) তোমাদের গতিবিধির খবর রাখেন, (তেমনি তিনি) তোমাদের নিবাস সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন!

২০. যারা ঈমান এনেছে তারা (অত্যন্ত উৎসাহের সাথে) বলে, কতো ভালো হতো যদি (আমাদের প্রতি জেহাদের আদেশ সম্বলিত) কোনো সূরা নাযিল করা হতো! অতপর যখন সেই (ঈপ্সিত) সূরাটি নাযিল করা হয়েছে, যাতে (তাদের প্রতি) জেহাদের আদেশ দেয়া হলো, তখন যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে (তারা এটা শুনে) তোমার দিকে মৃত্যুর ভয় ও সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো, অতপর তাদের জন্যেই রয়েছে শোচনীয় পরিণাম।

২১. (অথচ আদেশের) আনুগত্য করা এবং সুন্দর কথা বলাই ছিলো (তাদের জন্যে) উত্তম। যখন (জেহাদের) সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে তখন তাদের জন্যে আল্লাহর সাথে সম্পাদিত অংগীকার পূরণ করাই ছিলো ভালো।

২২. অতএব, তোমাদের কাছ থেকে এর চাইতে বেশী কি প্রত্যাশা করা যাবে যে, তোমরা (একবার) যদি এ যমীনের শাসন ক্ষমতায় বসতে পারো তাহলে আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং যাবতীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে।

২৩. (মূলত) এরা হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন, তিনি তাদের বোবা করে দিয়েছেন (তাই তারা সত্য কথা বলতে পারে না) এবং তাদের তিনি অন্ধ করে দিয়েছেন (তাই তারা সত্য কি তা দেখতেও পায় না)।

২৪. তবে কি এরা কোরআন সম্পর্কে (কোনোরকম চিন্তা) গবেষণা করে না! না কি এদের অন্তরসমুহের ওপর তার তালা ঝুলে আছে।

২৫. যাদের কাছে হেদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান এদের মন্দ কাজগুলো (ভালো লেবাস দিয়ে) শোভনীয় করে রাখে এবং তাদের জন্যে নানা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে রাখে।

২৬. এমনটি এ জন্যেই (হয়েছে), (মানুষের জন্যে) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তা যারা পছন্দ করে না এরা তাদের বলে, আমরা (ঈমানদারদের দলে থাকলেও) কিছু কিছু ব্যাপারে তোমাদের কথামতোই চলবো, আল্লাহ তায়ালা এদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে খবর রাখেন।

২৭. (সেদিন)তাদের (অবস্থা) কেমন হবে যেদিন আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে (প্রচন্ড) আঘাত করতে করতে তাদের মৃত্যু ঘটাবে।

২৮. এটা এ জন্যে, তারা এমন সব পথের অনুসরণ করেছে যার ওপর আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট, আল্লাহর সন্তুষ্টি তারা কখনো পছন্দ করেনি, (এ কারণেই) আল্লাহ তায়ালা এদের যাবতীয় কর্ম নিস্ফল করে দিয়েছেন।

২৯. যেসব মানুষের মনে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে তারা কি এ কথা বুঝে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বিদ্বেষজনিত আচরণ (অন্যদের সামনে) প্রকাশ করে দেবেন না!

৩০. আমি তো ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের দেখিয়ে দিতে পারি, অতঃপর তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের চিনে নিতে পারবে, তুমি তাদের কথাবার্তার ধরন দেখে তাদের অবশ্যই চিনে নিতে পারবে (যে, এরাই হচ্ছে আসল মোনাফেক); নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কার্যের ব্যাপারে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো যতোক্ষণ না আমি একথা জেনে নেবো, কে তোমাদের মাঝে (সত্যিকারভাবে) আল্লাহর পথের মোজাহেদ আর কে তোমাদের মধ্যে (জেহাদের ময়দানে) ধৈর্য্য ধারণকারী (অবিচল), যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের খোঁজ খবর (ভালো করে) যাচাই বাছাই করে না নেবো (ততোক্ষণ পর্যন্ত আমার এ পরীক্ষা চলতে থাকবে)।

৩২. যারা কুফরী করে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথে আসা থেকে বিরত রাখে এবং তাদের কাছে হেদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও যারা আল্লাহর রসুলের বিরোধিতা করে, তারা কখনো আল্লাহ তায়ালার কিছুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না; (বরং এ কারণে) অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।

৩৩. হে (মানুষ), যারা ঈমান এনেছো, তোমরা (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর আনুগত্য করো, (শর্তহীন) আনুগত্য করো (তাঁর) রসুলের, (বিদ্রোহ করে) কখনো তোমরা নিজেদের কাজকর্ম বিফলে যেতে দিয়ো না।

৩৪. যারা (নিজেরা) আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদেরও) যারা আল্লাহর পথে আসা থেকে ফিরিয়ে রাখে, অতপর এ কাফের অবস্থায়ই তারা মরে যায়, আল্লাহ তায়ালা এসব লোকদের কখনো ক্ষমা করবেন না।

৩৫. অতএব তোমরা কখনো হতোদ্যম হয়ে পড়ো না এবং (কাফেরদের) সন্ধির দিকে ডেকো না, (কেননা) বিজয়ী তো হচ্ছো তোমরাই, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথেই রয়েছেন, তিনি কখনো তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করবেন না।

৩৬. অবশ্যই এ বৈষয়িক দুনিয়ার জীবন হচ্ছে খেলাধুলা ও হাসি তামাশামাত্র, (এতে মত্ত না হয়ে) তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান আনো এবং (সর্বাবস্থায়ই) আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদের এ কাজের (যথার্থ) বিনিময় প্রদান করবেন এবং (এর বদলে) তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কোনো) ধন সম্পদ চাইবেন না।

৩৭. যদি (কখনো) তিনি (তোমাদের কল্যাণের জন্যে) তোমাদের ধন-সম্পদ (-এর কিছু অংশ) দাবী করেন, অতপর এর জন্যে তিনি যদি তোমাদের ওপর প্রবল চাপও প্রদান করেন, তাহলেও তোমরা তা দিতে গিয়ে কার্পণ্য করবে, (ফলে) তোমাদের বিদ্বেষ (-জনিত আচরণ)-গুলো তিনি বের করে দেবেন।

৩৮. হ্যাঁ, এ হচ্ছো তোমরা! তোমাদেরই তো ডাকা হচ্ছে আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করার জন্যে, (অতপর) তোমাদের একদল লোক কার্পণ্য করতে শুরু করলো, অথচ যারা কার্পণ্য করে তারা (প্রকারান্তরে) নিজেদের সাথেই কার্পণ্য করে; কারণ আল্লাহ তায়ালা তো (এমনিই যাবতীয়) প্রয়োজনমুক্ত এবং তোমরাই হচ্ছো অভাবগ্রস্ত, (তা সত্ত্বেও) যদি তোমরা (আল্লাহর পথে) ফিরে না আসো, তাহলে তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য (কোনো) এক জাতির উত্থান ঘটাবেন, অতপর তারা (কখনো) তোমাদের মতো হবে না।

সূরা আল ফাতহ
মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ২৯, রুকু ৪

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. (হে নবী,) নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি,

২. যাতে করে (এর দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা তোমার আগে পরের যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিতে পারেন, তোমার ওপর প্রদত্ত তাঁর যাবতীয় অনুদানসমুহও তিনি পুরণ করে দিতে পারেন এবং তোমাকে সরল ও অবিচল পথে পরিচালিত করতে পারেন,

৩. আর (এ ঘটনার মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বড়ো রকমের একটা সাহায্যও করবেন।

৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি ঈমানদারদের মনে গভীর প্রশান্তি দান করেছেন, যাতে করে তাদের (বাইরের) ঈমান তাদের (ভেতরের) ঈমানের সাথে মিলে আরও বৃদ্ধি পায়; (তারা যেন জেনে নিতে পারে,) আসমান যমীনের সমুদয় সৈন্য সামন্ত তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল,

৫. (এর মাধ্যমে) তিনি মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের এমন এক (স্থায়ী) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে, সেখানে তারা হবে চিরন্তন, তিনি তাদের গুনাহসমুহ মাফ করে দেবেন; আর (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তায়ালার কাছে (মোমেনদের) এটা হচ্ছে মহাসাফল্য,

৬. (এর দ্বারা) তিনি মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী, আল্লাহর সাথে শরীক করে এমন পুরুষ ও নারী এবং আরো যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানাবিধ খারাপ ধারণা পোষণ করে তাদের সবাইকে শাস্তি প্রদান করবেন; (আসলে) খারাপ পরিণাম তো ওদের চারদিক থেকে ঘিরেই আছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর গযব পাঠিয়েছেন, তাদের তিনি অভিশাপ দিয়েছেন, অতঃপর তাদের জন্যে তিনি জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছেন; আর জাহান্নাম (তো হচ্ছে অত্যন্ত) নিকৃষ্ট ঠিকানা!

৭. আসমানসমুহ ও যমীনের সমুদয় বাহিনী আল্লাহ তায়ালার জন্যেই এবং তিনিই হচ্ছেন পরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৮.(হে নবী,) অবশ্যই আমি তোমাকে (মানুষের কাছে) সত্যের সাক্ষী এবং (জান্নাতের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি,

৯. যাতে করে তোমরা (একমাত্র) আল্লাহর ওপর এবং তাঁর নবীর ওপর (সর্বতোভাবে) ঈমান আনো, (দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) তাঁকে সাহায্য করো, (আল্লাহর নবী হিসেবে) তাঁকে সম্মান করো; (সর্বোপরি) সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।

১০. নিঃসন্দেহে আজ যারা তোমার কাছে বায়াত করছে, তারা তো প্রকারান্তরে আল্লাহর কাছেই বায়াত করলো; (কেননা) আল্লাহর হাত ছিলো তাদের হাতের ওপর, তাদের কেউ যদি এ বায়াত ভংগ করে তাহলে এর (ভয়াবহ) পরিণাম তার নিজের ওপরই এসে পড়বে, আর আল্লাহ তায়ালা তার ওপর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যে পূর্ণ করে, তিনি অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।

১১. (আরব) বেদুইনদের যারা (তোমার সাথে যোগ না দিয়ে) পেছনে পড়ে থেকেছে, তারা অচিরেই তোমার কাছে এসে বলবে (হে নবী), আমাদের মাল সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছিলো, অতএব তুমি আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো (হে মোহাম্মদ, তুমি এদের কথায় প্রতারিত হয়ো না), এরা মুখে এমন সব কথা বলে যার কিছুই তাদের অন্তরে নেই; বরং তুমি (এদের) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা কোনো উপকার করতে চান, তাহলে কে তোমাদের ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা থেকে তাঁকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে; তোমরা যা যা করছো আল্লাহ তায়ালা কিন্তু সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

১২. তোমরা সবাই মনে করেছিলে, রসুল ও (তাঁর সাথী) মোমেনরা কোনো দিনই (এ অভিযান থেকে) নিজেদের পরিবার পরিজনের কাছে (জীবিত) ফিরে আসতে পারবে না, আর এ ধারণা তোমাদের কাছে খুবই সুখকর লেগেছিলো এবং তোমরা তাদের সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা করে রেখেছিলে, (আসলে) তোমরা হচ্ছো একটি নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুখ জাতি!

১৩. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ওপর যারা কখনো বিশ্বাস করেনি, আমি (সে) অবিশ্বাসীদের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

১৪. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব তো (এককভাবে) তাঁরই জন্যে (নির্দিষ্ট, অতএব); তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি প্রদান করেন; আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৫. (অতপর) যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হাসিল করতে যাবে তখন পেছনে পড়ে থাকা এ লোকগুলো এসে অবশ্যই তোমাকে বলবে, আমাদেরও তোমাদের সাথে যেতে দাও, (এভাবে) তারা আল্লাহর ফরমানই বদলে দিতে চায়; তুমি বলে দাও, তোমরা কিছুতেই (এখন) আমাদের সাথে চলতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা তো আগেই তোমাদের (ব্যাপারে এমন) ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন,

(একথা শুনে) তারা সাথে সাথে বলে উঠবে, তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছো, কিন্তু এ লোকগুলো (আসলে) বুঝেই নিতান্ত কম।

১৬. পেছনে পড়ে থাকা (আরব) বেদুইনদের তুমি (আরো) বলো, অচিরেই তোমাদের একটি শক্তিশালী জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্যে ডাক দেয়া হবে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে, (তোমরা যদি) এ নির্দেশ মেনে চলো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন, আর তোমরা যদি তখনও আগের মতো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো (এবং ময়দান থেকে পালিয়ে যাও), তাহলে জেনে রেখো, তিনি তোমাদের কঠোর দণ্ড দেবেন।

১৭. তবে কোনো অন্ধ ও পংগু কিংবা রুগ্ন ব্যক্তি (জেহাদের ময়দানে না এলে তার) জন্যে কোনো গুনাহ নেই এবং যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, আবার যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।

১৮. ঈমানদার ব্যক্তিরা যখন গাছের নীচে বসে তোমার হাতে (আনুগত্যের) বায়াত করছিলো, (তখন) আল্লাহ তায়ালা (তাদের ওপর খুবই) সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাদের মনের (উদ্বেগজনিত) অবস্থার কথা আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন, তাই তিনি (তা দূর করার জন্যে) তাদের ওপর মানসিক প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং আসন্ন বিজয় দিয়ে তাদের তিনি পুরস্কৃত করলেন,

১৯. (তাছাড়া রয়েছে) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ,যা তারা লাভ করবে; আল্লাহ তায়ালা অনেক শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়।

২০. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (আরো) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, (আগামীতেও) তোমরা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকার করবে; এরপরে আল্লাহ তায়ালা এ (বিজয়)-কে তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করেছেন এবং অন্যদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন যাতে করে এটা মোমেনদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার একটা নিদর্শন হতে পারে এবং এর দ্বারা তিনি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন,

২১. এছাড়াও অনেক (সম্পদ) রয়েছে, যার ওপর এখনও তোমাদের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি; আসমান যমীনের সমুদয় সম্পদ, তা তো আল্লাহ তায়ালা নিজেই পরিবষ্টেন করে আছেন; আর আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।

২২.(সেদিন যদি কাফেররা তোমাদের সাথে সম্মুখসমরে এগিয়ে আসতো, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (ময়দান থেকে) পালিয়ে যেতো, অতপর তারা কোনো সাহায্যকারী ও বন্ধু পেতো না।

২৩. এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার (চিরন্তন) নিয়ম, যা আগে থেকে (একই ধারায়) চলে আসছে, তুমি (কোথাও) আল্লাহ তায়ালার এ নিয়মের কোনো রদবদল (দেখতে) পাবে না|

২৪. (তিনিই মহান আল্লাহ,) যিনি মক্কা নগরীর অদূরে তাদের ওপর তোমাদের নিশ্চিত বিজয়দানের পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন; আর তোমরা যা করছিলে আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছিলেন|

২৫. তারা তো সেসব (অপরাধী) মানুষ, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করেছে এবং তোমাদের আল্লাহর ঘর (তাওয়াফ করা) থেকে বাধা দিয়েছে এবং কোরবানীর (উদ্দেশে আনীত) পশুগুলোকে তাদের নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত পৌঁছুতে বাধা দিয়েছে; যদি (সেদিন মক্কা নগরীতে) এমন সব মোমেন পুরুষ ও নারী অবস্থান না করতো যাদের অনেককেই তোমরা জানতে না, (তাছাড়া যদি এ আশংকাও না থাকতো যে, একান্ত অজান্তে) তোমরা তাদের পদদলিত করে দেবে এবং এ জন্যে তোমরা (পরে হয়তো) অনুতপ্তও হবে (তাহলে এ যুদ্ধ বন্ধ করা হতো না যুদ্ধ তো এ কারণেই বন্ধ করা হয়েছিলো যে), এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে নিজের রহমতের আওতায় নিয়ে আসেন, যদি (সেদিন) তারা (কাফেরদের থেকে) পৃথক হয়ে যেতো তাহলে (মক্কায় অবশিষ্ট) যারা কাফের ছিলো আমি কঠিন ও মর্মান্তিক শাস্তি দিতাম|

২৬. যখন এ কাফেররা নিজেদের মনে জাহেলিয়াতের ঔদ্ধত্য জমিয়ে নিয়েছিলো, তখন (তাদের মোকাবেলায়) আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুলের ওপর ও (তাঁর সাথী) মোমেনদের ওপর এক মানসিক প্রশান্তি নাযিল করে দিলেন এবং (এ অবস্থায়ও) তিনি তাদের আল্লাহকে ভয় করে চলার (নীতির) ওপর কায়েম রাখলেন, (মূলত) তারাই ছিলো (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি পাওয়ার) অধিকতর যোগ্য ও হকদার ব্যক্তি; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ব্যাপারেই যথার্থ জ্ঞান রাখেন|

২৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুলের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন, (রসুল স্বপ্নে দেখেছিলো, একদিন) অবশ্যই তোমরা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় নিরাপদে মাসজিদুল হারামে' প্রবেশ করবে, তোমাদের কেউ (তখন) থাকবে মাথা মুণ্ডন করা অবস্থায় আবার কেউ থাকবে মাথার চুল কাটা অবস্থায়, তোমাদের (মনে) তখন আর কোনোরকম ভয়ভীতি থাকবে না; (স্বপ্নের) এ কথা আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন, যার কিছুই তোমাদের জানা ছিলো না, অতপর (পরবর্তী বিজয়ের) ব্যাপারটি আসার আগেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে এ আশু বিজয় দান করেছেন|

২৮. তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসুলকে (যথার্থ) পথনির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে আল্লাহর রসুল (দুনিয়ার) অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করে দিতে পারে, (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথষ্টে|

২৯. মোহাম্মদ আল্লাহ তায়ালার রসুল; অন্য যেসব লোক তার সাথে আছে তারা (নীতির প্রশ্নে) কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, (আবার তারা) নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল, তুমি (যখনই) তাদের দেখবে, (দেখবে) তারা রুকু ও সাজদাবনত অবস্থায় রয়েছে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছে, তাদের (বাহ্যিক) চেহারায়ও (এ আনুগত্য ও) সাজদার চিহ্ন রয়েছে; তাদের উদাহরণ যেমন (বর্ণিত রয়েছে) তাওরাতে, (তেমনি) তাদের উদাহরণ রয়েছে ইঞ্জিলেও, (আর তা হচ্ছে) যেমন একটি বীজ যা থেকে বেরিয়ে আসে একটি (ছোট্ট) কিশলয়, অতপর তা শক্ত ও মোটা তাজা হয় এবং (পরে) স্বীয় কান্ডের ওপর তা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, (চারা গাছটির এ অবস্থা তখন) চাষীর মনকে খুশীতে উৎফুল্ল করে তোলে, (এভাবে একটি মোমেন সম্প্রদায়ের পরিশীলনের ঘটনা দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মনে (হিংসা ও) জ্বালা সৃষ্টি করেন; (আবার) এদের মাঝে যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে তাঁর ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সূরা আল হুজুরাত

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ১৮, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. হে (মানুষ), তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের সামনে (কখনো) অগ্রণী হয়ো না এবং (সর্বদা) আল্লাহকে ভয় করে চলো; আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে (সব কিছু) শোনেন এবং দেখেন।

২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কখনো নিজেদের আওয়াজ নবীর আওয়াযের ওপর উঁচু করো না এবং নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু (গলায়) আওয়াজ করো নবীর সামনে কখনো সে ধরনের উঁচু আওয়াজ এ কথা বলো না, এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমাদের সব কাজকর্ম (এ কারণেই) বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা জানতেও পারবে না।

৩. যারা আল্লাহর রসুলের সামনে নিজেদের গলার আওয়াজ নিম্নগামী করে রাখে, তারা হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের মন (মগজ)-কে আল্লাহ তায়ালা তাকওয়ার জন্যে যাচাই বাছাই করে নিয়েছেন; এমন ধরনের লোকদের জন্যেই রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও অসীম পুরস্কার।

৪.(হে নবী,) যারা তোমাকে (সময় অসময়) তোমার কক্ষের বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ লোক।

৫. যতোক্ষণ তুমি তাদের কাছে বের হয়ে না আসো, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতো, তাহলে এটা তাদের জন্যে হতো খুবই উত্তম; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি কোনো দুষ্ট (প্রকৃতির) লোক তোমাদের কাছে কোনো তথ্য নিয়ে আসে, তবে তোমরা (তার সত্যতা) পরখ করে দেখবে (কখনো যেন আবার এমন না হয়), না জেনে তোমরা কোনো একটি সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেললে এবং অতপর নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরই অনুতপ্ত হতে হলো!

৭. তোমরা জেনে রাখো, (সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে) তোমাদের মাঝে (এখনো) আল্লাহর রসুল মজুদ রয়েছে; (আর) আল্লাহর রসুল যদি অধিকাংশ ব্যাপারে তোমাদের মতেরই অনুসরণ করে চলে, তাহলে তোমরা (এর ফলে) সংকটে পড়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (তা চাননি বলেই) তোমাদের কাছে তিনি ঈমানকে প্রিয় বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের অন্তরে সে ঈমানকে (আকর্ষণীয় ও) শোভনীয় বিষয় করে রেখে দিয়েছেন, আবার তোমাদের কাছে কুফরী, সত্যবিমুখতা ও গুনাহের কাজকে অপ্রিয় অনাকাংখিত বিষয় করে দিয়েছেন; এরাই হচ্ছে সঠিক পথের অনুসারী,

৮.(আসলে এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার এক মহা অনুগ্রহ ও নেয়ামত, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৯. মোমেনদের দুটো দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে, তখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, অতপর তাদের এক দল যদি আরেক দলের ওপর যুলুম করে, তাহলে যে দলটি যুলুম করছে তার বিরুদ্ধেই তোমরা লড়াই করো যতোক্ষণ পর্যন্ত সে দলটি (সম্পূর্ণত) আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে না আসে, (হ্যাঁ, একবার) যদি সে দলটি (আল্লাহর হুকুমের দিকে) ফিরে আসে তখন তোমরা দুটো দলের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।

১০. মোমেনরা তো (একে অপরের) ভাই বেরাদর, অতএব (বিরোধ দেখা দিলে) তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করা হবে।

১১. ওহে মানুষ! তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে (নিয়ে) কোনো উপহাস না করে, (কেননা) এমনও তো হতে পারে, (যাদের আজ উপহাস করা হচ্ছে) তারা উপহাসকারীদের চাইতে উত্তম, আবার নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে, কারণ, যাদের উপহাস করা হয়, হতে পারে তারা উপহাসকারিণীদের চাইতে অনেক ভালো। (আরো মনে রাখবে), একজন আরেকজনকে (অযথা) দোষারোপ করবে না, আবার একজন আরেকজনকে খারাপ নাম ধরেও ডাকবে না, (কারণ) ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা একটা বড়ো ধরনের অপরাধ, যারা এ আচরণ থেকে ফিরে না আসবে তারা হবে (সত্যিকার) যালেম।

১২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা বেশী বেশী অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো, (কেননা) কিছু কিছু (ক্ষেত্রে) অনুমান (আসলেই) অপরাধ এবং একে অপরের (দোষ খোঁজার জন্যে তার) পেছনে গোয়েন্দাগিরী করো না, একজন আরেকজনের গীবত করো না; তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে আর (অবশ্যই) তোমরা এটা অত্যন্ত ঘৃণা করো; (এসব ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুল করে এবং তিনি একান্ত দয়ালু।

১৩. হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) বেশী ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) খবর রাখেন।

১৪. এ (আরব) বেদুইনরা বলে, আমরা তো ঈমান এনেছি; তুমি বলো, না, তোমরা (সঠিক অর্থে এখনও) ঈমান আনোনি, তোমরা (বরং) বলো, আমরা (তোমাদের রাজনৈতিক) বশ্যতাই স্বীকার করেছি মাত্র, (কারণ, যথার্থ) ঈমান তো এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশই করেনি; যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মফলের সামান্য পরিমাণও লাঘব করবেন না; আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে পরম ক্ষমাশীল ও একান্ত দয়ালু।

১৫. সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমান আনে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার বিধানে) সামান্যতম সন্দেহও তারা পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে; এরাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ।

১৬. (যারা তোমার কাছে এসেছে তাদের) তুমি বলো, তোমরা কি তোমাদের দ্বীন' সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে অবহিত করতে চাও; অথচ এই আকাশমন্ডলী এবং এ যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন; আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন।

১৭. এরা তোমার কাছে প্রতিদান চায় এ জন্যে, তারা (তোমার) বশ্যতা স্বীকার করেছে; তুমি (তাদের) বলো, তোমাদের এ বশ্যতা স্বীকার করার প্রতিদান চাইতে আমার কাছে এসো না, বরং যদি তোমরা যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো তাহলে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের ঈমানের পথে পরিচালিত (করে তোমাদের ধন্য) করেছেন।

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন, এ যমীনে তোমরা যা করে বেড়াও তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করেন।

সূরা ক্বাফ
মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৪৫, রুকু ৩

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. ক্বাফ, মর্যাদাসম্পন্ন কোরআনের শপথ (অবশ্যই আমি তোমাকে রসুল করে পাঠিয়েছি),

২.(এ কথা অনুধাবন না করে) বরং তারা বিস্ময়বোধ করে, তাদের নিজেদের মাঝ থেকে (কি করে) একজন সতর্ককারী (নবী) তাদের কাছে এলো, অতপর অবিশ্বাসীরা (এও) বলে, এ তো (আসলেই) একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার,

৩. এটা কি এমন যে, আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো (তখন পুনরায় আমাদের জীবন দান করা হবে), এ তো সত্যিই এক সুদূরপরাহত ব্যাপার!

৪. আমি তো এও জানি, (মৃত্যুর পর) তাদের (দেহ) থেকে কতোটুকু অংশ যমীন বিনষ্ট করে, আর আমার কাছে একটি গ্রন্থ আছে (যেখানে এ সব বিবরণ) সংরক্ষিত রয়েছে।

৫. উপরন্তু এদের কাছে যখনি সত্য এসে হাযির হয়েছে, তখনি তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, অতপর তারা সংশয়ে দোদুল্যামান (থাকে)।

৬. এ লোকগুলো কি কখনো তাদের ওপরে (ভাসমান) আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনি, কিভাবে তা আমি বানিয়ে রেখেছি এবং কি (অপরূপ) সাজে আমি তা সাজিয়ে রেখেছি, কই, এর কোথাও কোনো (ক্ষুদ্রতম) ফাটলও তো নেই!

৭. আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি, (নড়াচড়া থেকে রক্ষা করার জন্যে) আমি তার মধ্যে স্থাপন করেছি মযবুত (ও অনড়) পাহাড়সমুহ, আবার এ যমীনে আমি উদগত করেছি সব ধরনের চোখ জুড়ানো উদ্ভিদ,

৮. (মূলত)প্রতিটি মানুষ যে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসতে চায়, (এর প্রতিটি জিনিসই) তার চোখ খুলে দেবে এবং তাকে (আল্লাহর অস্তিত্বের) পাঠ মনে করিয়ে দেবে।

৯. আকাশ থেকে আমি বরকতপূর্ণ পানি অবতীর্ণ করেছি এবং তা দিয়ে উদ্যানমালা ও এমন শস্যরাজি পয়দা করেছি, যা (কেটে কেটে) আহরণ করা হয়;

১০(আরো পয়দা করেছি) উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষ, যার গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর (সাজানো) রয়েছে,

১১. (এগুলো আমি) বান্দাদের জীবিকা (হিসেবে) দান করেছি এবং আমি তা দিয়ে মৃত ভূমিকে জীবন দান করি; এমনিই (মৃত মানুষদের কবর থেকে) বেরিয়ে আসার ঘটনাটি (সংঘটিত হবে।

১২. এর আগেও নূহের জাতি, রাস-এর অধিবাসী ও সামুদ জাতির লোকেরা (তাদের নবীদের) অস্বীকার করেছে,

১৩.(অস্বীকার করেছে) আ'দ, ফেরাউন ও লূতের সম্প্রদায়ও,

১৪. বনের অধিবাসী এবং তুব্বা সম্প্রদায়ের লোকেরাও (তাই করেছে); এরা সবাই আল্লাহর রসুলদের মিথ্যাবাদী বলেছে, অতপর তাদের ওপর (আমার) প্রতিশ্রুত আযাব আপতিত হয়েছে।

১৫. আমি কি মানুষদের প্রথমবার সৃষ্টি করতে গিয়ে (এতোই) ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, (এরা) আমার নতুন সৃষ্টি করার কাজে সন্দেহ পোষণ করছে!

১৬. নিঃসন্দেহে আমি মানুষদের সৃষ্টি করেছি, তার মনের কোণে যে খারাপ চিন্তা উদয় হয় সে সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি, (কারণ) আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও তার অনেক কাছে (অবস্থান করি)।

১৭.(এই সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) সেখানে আরো দু'জন (ফেরেশতা) একজন তার ডানে আরেকজন তার বামে বসে (তার প্রতিটি তৎপরতা সংরক্ষণ করার কাজে নিয়োজিত) আছে।

১৮. (ক্ষুদ্র) একটি শব্দও সে উচ্চারণ করে না, যা সংরক্ষণ করার জন্যে একজন সদা সতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োজিত থাকে না!

১৯. মৃত্যু যন্ত্রণার মুহূর্তটি সত্যিই এসে হাযির হবে (তখন তাকে বলা হবে, ওহে নির্বোধ), এ হচ্ছে সে (মুহূর্ত)-টা, যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে!

২০. অতপর (সবাইকে একত্রিত করার জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে (তখন তাদের বলা হবে), এ হচ্ছে সেই শাস্তির দিন (যার কথা তোমাদের বলা হয়েছিলো)!

২১. (সেদিন) প্রতিটি মানুষ (আল্লাহর আদালতে এমনভাবে) হাযির হবে যে, তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সাথে একজন (ফেরেশতা) থাকবে, অপরজন হবে (তার যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রত্যক্ষ) সাক্ষী।

২২. (একজন বলবে, এ হচ্ছে সে দিন,) যে (দিন) সম্পর্কে তুমি উদাসীন ছিলে, এখন আমরা তোমার (চোখের সামনে) থেকে তোমার সে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব, (আজ) তোমার দৃষ্টিশক্তি হবে অত্যন্ত প্রখর (সব কিছুই এখন তুমি দেখতে পাবে)।

২৩. তার (অপর) সাথী (ফেরেশতা) বলবে (হে মালিক), এ হচ্ছে (তোমার আসামী, আর এ হচ্ছে) আমার কাছে রক্ষিত (তার জীবনের) নথিপত্র;

২৪.(অতপর উভয় ফেরেশতাকে বলা হবে,) তোমরা দু'জন মিলে একে এবং (এর সাথে) প্রতিটি ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো,

২৫. কেননা) এরা ভালো কাজে বাধা দিতো, (যত্রতত্র) সীমালংঘন করতো, (স্বয়ং আল্লাহর ব্যাপারে) এরা সন্দেহ পোষণ করতো,

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কিছুকে মাবূদ বানিয়ে নিতো, তাকেও (আজ) জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।

২৭.(এ সময়) তার সহচর (শয়তান) বলে উঠবে, হে আমাদের মালিক, আমি (কিন্তু) এ ব্যক্তিটিকে (তোমার) বিদ্রোহী বানাইনি, (বস্তুত) সে নিজেই (ঘোর) বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো।

২৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এখন তোমরা আমার সামনে বাকবিতন্ডা করো না, আমি তো আগেই তোমাদের (আজকের আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

২৯. আমার এখানে কোনো কথারই রদবদল হয় না, আমি বান্দাদের ব্যাপারে অবিচারকও নই (যে, সতর্ক না করেই তাদের আযাব দেবো)!

৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে (লক্ষ্য করে বলবো, তুমি কি সত্যি সত্যিই পূর্ণ হয়ে গেছো? জাহান্নাম বলবে, (হে মালিক, এখানে আসার মতো) আরো কেউ আছে কি?

৩১. (অপরদিকে) জান্নাতকে পরহেযগার লোকদের কাছে নিয়ে আসা হবে, (সেদিন তাদের জন্যে তা) মোটেই দূরে (-র বস্তু) হবে না।

৩২. (জান্নাতকে দেখিয়ে বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই জায়গা, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিলো, (এ স্থান) সে ধরনের প্রতিটি মানুষের জন্যে (নির্দিষ্ট), যে (আল্লাহর পথে) ফিরে আসে এবং (তা) হেফাযত করে।

৩৩. (এ ব্যবস্থা তার জন্যে,) যে না দেখে পরম দয়ালু আল্লাহকে ভয় করেছে এবং বিনয় চিত্তে আল্লাহ তায়ালার কাছে হাযির হয়েছে,

৩৪. শ(সেদিন তাদের বলা হবে, হ্যাঁ, আজ) তোমরা একান্ত প্রশান্তির সাথে এতে দাখিল হয়ে যাও; এ হচ্ছে (তোমাদের) অনন্ত যাত্রার (প্রথম) দিন।

৩৫. সেখানে তারা যা যা পেতে চাইবে তার সব তো পাবেই, (এর সাথে) আমার কাছে তাদের জন্যে আরো থাকবে (অপ্রত্যাশিত পুরস্কার)।

৩৬. আমি তাদের আগেও অনেক মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিলো শক্তি সামর্থে এদের চাইতে অনেক বেশী বড়ো, (দুনিয়ার) শহর বন্দরগুলো তারা চষে বেড়িয়েছে; কিন্তু (আল্লাহর আযাব থেকে তাদের) কোনো পলায়নের জায়গা কি ছিলো?

৩৭. এর মাঝে সে ব্যক্তির জন্যে (প্রচুর) শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যার (কাছে একটি জীবন্ত) মন রয়েছে, অথবা যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে (সে শিক্ষণীয় বিষয়সমুহ) শুনতে চায়।

৩৮. আমি আকাশমালা, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, কোনো ধরণের ক্লান্তিই আমাকে স্পর্শ করেনি।

৩৯. অতএব (হে নবী, সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে) এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য্য ধারণ করো, তুমি (যথাযথ) প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করো সূর্য উদয়ের আগে এবং সূর্য অস্ত যাবার আগে,

৪০. রাতের একাংশেও তাঁর পবিত্রতা (ও মহিমা) ঘোষণা করো এবং সাজদা আদায়ের কাজ শেষ করে (পুনরায়) তাঁর তাসবীহ পাঠ করো৷

৪১. কান পেতে শোনো, (সেদিন দূরে নয়) যেদিন একজন আহ্বানকারী একান্ত কাছে থেকে (সবাইকে) ডাকতে থাকবে,

৪২. সেদিন তারা কেয়ামতের মহাগর্জন ঠিকমতোই শুনতে পাবে; সে দিনটিই (হবে কবর থেকে) উত্থিত হবার দিন৷

৪৩.(সত্য কথা হচ্ছে,) আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং (সবাইকে আবার) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে৷

৪৪. সেদিন তাদের ওপর থেকে (কবরের) মাটি ফেটে যাবে, যখন তারা (দ্রুত হাশরের মাঠের দিকে) দৌড়াতে থাকবে; (বলা হবে,) এ হচ্ছে হাশরের দিন, (মূলত) আমার জন্যে এটি একটি সহজ কাজ৷

৪৫. (হে নবী,) এরা যা কথাবার্তা বলে তার সব কিছুই আমি জানি, তুমি তো তাদের ওপর জোর জবরদস্তি করার কেউ নও৷ অতপর এ কোরআন দিয়ে তুমি সে ব্যক্তিকে সদুপদেশ দাও, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে৷

সূরা আয যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৬০, রুকু ৩

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১.(ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ) বাতাসের শপথ, যা ধুলাবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়,

২. অতপর (মেঘমালার) শপথ যা পানির বোঝা বয়ে চলে,

৩.(জলযানসমুহের) শপথ যা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে,

৪. অতপর তাদের (ফেরেশতাদের) শপথ, যারা (আল্লাহর) আদেশ মোতাবেক প্রত্যেক বস্তু বন্টন করে,

৫.(কেয়ামতের) যে দিনের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে তা (অবশ্যম্ভাবী) সত্য,

৬. বিচার আচারের একটা দিন অবশ্যই আসবে;

৭. বহু কক্ষ বিশিষ্ট আকাশের শপথ,

৮. তোমরাও (কেয়ামতের ব্যাপারে) নানা কথাবার্তার মধ্যে (নিমজ্জিত) রয়েছো;

৯.(মূলত)যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে ব্যক্তিই (কোরআনকে) পরিত্যাগ করেছে;

১০. ধ্বংস হোক, যারা শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে (কথা বলে),

১১.(সর্বোপরি) যারা জাহেলিয়াতে (নিমজ্জিত হয়ে) মূল সত্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়েছে,

১২. এরা (তামাশার ছলে) জিজ্ঞেস করে, বিচারের দিনটি কবে আসবে?

১৩.(এদের তুমি বলো,) যেদিন তাদের আগুনে দগ্ধ করা হবে (সেদিন কেয়ামত হবে।

১৪. (সেদিন তাদের বলা হবে, এবার) তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে থাকো; এ হচ্ছে (সেদিন) যে জন্যে তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছিলে!

১৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তারা (আল্লাহ তায়ালার) জান্নাতে ও ঝর্ণাধারায় (চির শান্তিতে) থাকবে,

১৬. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের যা (যা পুরস্কার) দেবেন, তা সবই তারা (সানন্দ চিত্তে) গ্রহণ করতে থাকবে; নিঃসন্দেহে এরা আগে সৎকর্মশীল ছিলো;

১৭. তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমিয়ে কাটাতো।

১৮. রাতের শেষ প্রহরে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।

১৯.(এরা বিশ্বাস করতো,) তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।

২০. যারা (নিশ্চিতভাবে) বিশ্বাস করতো, তাদের জন্যে পৃথিবীর মাঝে (আল্লাহকে চেনা জানার) অসংখ্য নিদর্শন (ছড়িয়ে) রয়েছে।

২১. তোমাদের নিজেদের (এ দেহের) মধ্যেও তো (আল্লাহকে চেনার অসংখ্য নিদর্শন) রয়েছে; তোমরা কি দেখতে পাও না?

২২. আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রেযেক, তোমাদের দেয়া যাবতীয় প্রতিশ্রুতি।

২৩. অতএব এ আসমান যমীনের মালিকের শপথ, এ (গ্রন্থ)-টা নির্ভূল, ঠিক যেমনি তোমরা (এখন) একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলছো।

২৪.(হে নবী,) তোমার কাছে ইবরাহীমের সেই সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌঁছেছে কি?

২৫. যখন তারা তার ঘরে প্রবেশ করলো, তখন তারা (তাকে) সালাম' পেশ করলো; (সেও উত্তরে) বললো সালাম, (কিন্তু তার কাছে এদের একটি) অপরিচিত দল বলে মনে হলো,

২৬. এরপর (চুপে চুপে) সে নিজ ঘরের লোকদের কাছে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর সে একটি (ভুনা করা) মোটা তাজা বাছুরসহ (ফিরে) এলো,

২৭. অতপর সে তা তাদের সামনে পেশ করলো এবং বললো, কি ব্যাপার, তোমরা খাচ্ছো না যে,

২৮.(তাদের খেতে না দেখে) সে মনে মনে তাদের ব্যাপারে ভয় পেলো, (তার ভয় দেখে) তারা বললো, তুমি ভয় করো না; তার সাথে তারা তাকে গুণধর একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো।

২৯. এটা শুনে তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং (খুশীতে) নিজের মাথায় হাত মারতে মারতে বললো (কি ভাবে তা সম্ভব), আমি তো বৃদ্ধা এবং বন্ধ্যা।

৩০. (তারা বললো,) হ্যাঁ তোমার ব্যাপারটি এভাবেই হবে, তোমার মালিক বলেছেন; তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সব কিছু জানেন (এটা তাঁর জন্যে অসম্ভব কিছু নয়।

পারা ২৭

৩১. সে বললো, হে (আল্লাহ তায়ালার) প্রেরিত (মেহমান)-রা, (এবার) বলো, তোমাদের (এখানে আসার পেছনে আসল) ব্যাপারটা কি?

৩২. তারা বললো, আমাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) একটি অপরাধী জাতির কাছে (তাদের শায়েস্তা করার জন্যে) পাঠানো হয়েছে,

৩৩.(আমাদের বলা হয়েছে,) আমরা যেন মাটির (শক্ত) পাথর তাদের ওপর বর্ষণ করি,

৩৪. যাতে (তাদের নাম ধাম) তোমার মালিকের কাছ থেকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে সীমালংঘনকারী যালেমদের জন্যে।

৩৫. অতঃপর আমি সেই (জনপদ) থেকে এমন প্রতিটি মানুষকে বের করে এনেছি, যারা ঈমানদার ছিলো,

৩৬.(আসলে)সেখানে মুসলমানদের একটি ঘর ছাড়া (উদ্ধার করার মতো দ্বিতীয়) কোনো ঘরই আমি পাইনি,

৩৭.(তাদের ধ্বংস করে) আমি পরবর্তী এমন সব মানুষদের জন্যে একটি নিদর্শন সেখানে রেখে এসেছি, যারা আমার কঠিন আযাবকে ভয় করে;

৩৮.(আরো নিদর্শন রেখেছি) মুসার (কাহিনীর) মাঝেও, যখন আমি তাকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

৩৯. সে তার সাংগপাংগসহ (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং সে বললো, (এ তো হচ্ছে) যাদুকর কিংবা (আস্ত) পাগল।

৪০. অতঃপর আমি তাকে এবং তার লয় লশকরদের (এ বিদ্রোহের জন্যে) চরমভাবে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সবাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, (আসলেই) সে ছিলো এক (দন্ডযোগ্য) অপরাধী ব্যক্তি।

৪১. আ'দ জাতির ঘটনার মাঝেও (শিক্ষণীয় উপদেশ) রয়েছে, যখন আমি তাদের ওপর এক সর্ববিধ্বংসী (ঝড়) বাতাস পাঠিয়েছিলাম।

৪২. এ (বিধ্বংসী) বাতাস যা কিছুর ওপর দিয়ে (ধেয়ে) এসেছে, তাকেই পঁচা হাড়ের মতো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে;

৪৩.(নিদর্শন রয়েছে) সামূদ জাতির (কাহিনীর) মাঝেও, যখন তাদের বলা হয়েছিলো, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা (নেয়ামত) ভোগ করতে থাকো।

৪৪.(কিন্তু) তারা তাদের মালিকের কথার নাফরমানী করলো, অতঃপর এক প্রচন্ড বজ্রাঘাত তাদের ওপর এসে পড়লো এবং তারা চেয়েই থাকলো।

৪৫.(আযাবের সামনে) তারা (একটুখানি) দাঁড়াবার শক্তিও পেলো না এবং এ আযাব থেকে নিজেদের তারা বাঁচাতেও পারলো না,

৪৬. এর আগেও (বিদ্রোহের জন্যে আমি) নুহের জাতিকে (ধ্বংস করেছিলাম); নিঃসন্দেহে তারাও ছিলো একটি পাপী সম্প্রদায়।

৪৭. আমি (আমার) হাত দিয়েই আসমান বানিয়েছি, (নিঃসন্দেহে) আমি মহান ক্ষমতাশালী।

৪৮. আমি এ যমীনকেও (তোমাদের জন্যে) বিছিয়ে দিয়েছি, (তোমাদের সুবিধার জন্যে) আমি একে কতো সুন্দর করেই না (সমতল) করে রেখেছি!

৪৯.(সৃষ্টি জগতের) প্রত্যেকটি বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি, যাতে করে (এ নিয়ে) তোমরা চিন্তা গবেষণা করতে পারো।

৫০. অতএব তোমরা (এ সবের আসল স্রষ্টা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই ধাবিত হও; আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে (আগত) তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র,

৫১. তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কাউকে মাবূদ বানিয়ে নিয়ো না; আমি তো তোমাদের জন্যে তাঁর (পক্ষ) থেকে একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র,

৫২.(রাসূলদের ব্যাপারটি) এমনটিই (হয়ে এসেছে), এর আগের মানুষদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসেনি, যাদের এরা যাদুকর কিংবা পাগল বলেনি,

৫৩. (একি ব্যাপার!) এরা কি একে অপরকে এই একই পরামর্শ দিয়ে এসেছে (যে, বংশানুক্রমে সবাই একই কথা বলছে,) না, (আসলেই) এরা ছিলো সীমালংঘনকারী জাতি,

৫৪. অতএব (হে নবী), তুমি এদের উপেক্ষা করো, অতঃপর (এ জন্যে) তুমি (কোনোক্রমেই) অভিযুক্ত হবে না,

৫৫. তুমি (মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথে) উপদেশ দিতে থাকো, অবশ্যই উপদেশ ঈমানদারদের উপকারে আসে।

৫৬. আমি মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে আমার এবাদাত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে সৃষ্টি করিনি।

৫৭. আমি তো তাদের কাছ থেকে কোনো রকম জীবিকা দাবী করি না, তাদের কাছ থেকে আমি এও চাই না, তারা আমাকে খাবার যোগাবে।

৫৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই জীবিকা সরবরাহকারী, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।

৫৯. অতএব যারা সীমালংঘনকারী যালেম তাদের জন্যে প্রাপ্য আযাবের অংশ ততোটুকুই নির্দিষ্ট থাকবে যতোটুকু তাদের পূর্ববর্তী (যালেম) লোকেরা ভোগ করেছে, অতঃপর (আযাবের ব্যাপারে) তারা যেন খুব তাড়াহুড়ো না করে।

৬০. দুর্ভোগ (ও ভোগান্তি) তো তাদের জন্যেই যারা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করেছে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের (বার বার) দেয়া হয়েছে।

সূরা আত তূর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৪৯, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. শপথ তূর (পাহাড়)-এর,

২. শপথ (পাহাড়ী উপত্যকায় অবতীর্ণ) লিখিত গ্রন্থের,

৩.(যা রক্ষিত আছে) উন্মুক্ত পত্রে।

৪. শপথ বায়তুল মামুর'-এর,

৫. শপথ সমুন্নত ছাদ (আকাশ)-এর,

৬.(আরো) শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের,

৭. তোমার মালিকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে,

৮. তা প্রতিরোধ করার কেউই থাকবে না,

৯. যেদিন আসমান ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকবে,

১০. পাহাড়সমূহ দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে;

১১.(সেদিন) দুর্ভোগ হবে (একে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের,

১২. যারা তামাসাচ্ছলে অর্থহীন খেলাধূলা করছিলো।

১৩. যেদিন তাদের ধাক্কা মারতে মারতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে;

১৪. (তাদের বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই (দোযখের) আগুন, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে!

১৫. এটাকে কি (তোমাদের চোখে) যাদু (মনে হয়)? না তোমরা আজ দেখতে পাচ্ছো না?

১৬. (যাও, তোমরা এতে জ্বলতে থাকো,) অতঃপর (এখানে বসে) তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করো কিংবা না করো, কার্যত তা তোমাদের জন্যে সমান কথা; তোমাদের (ঠিক) সে (ধরনের) বিনিময়ই আজ প্রদান করা হবে, যে (ধরনের) কাজ তোমরা করতে।

১৭.(অপরদিকে) যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, তারা অবশ্যই (আজ) জান্নাতের (সুরম্য) উদ্যানে ও (অফুরন্ত) নেয়ামতে অবস্থান করবে,

১৮. তাদের মালিক তাদের যা দেবেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট হবে, তাদের মালিক তাদের জাহান্নামের কঠোর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন।

১৯.(তাদের আরো বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যেমন আমল করতে তার বিনিময়ে (পরিতৃপ্তির সাথে আজ এখানে) পানাহার করতে থাকো,

২০. তারা সারিবদ্ধভাবে পাতা আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় সমাসীন হবে, আর আমি সুন্দর সুন্দর চোখবিশিষ্ট সুন্দর হুরের সাথে তাদের মিলন ঘটিয়ে দেবো।

২১. যে সব মানুষ নিজেরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এ ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুবর্তন করেছে, আমি (সেদিন জান্নাতে) তাদের সন্তান সন্ততিদের তাদের (নিজ নিজ পিতা মাতার) সাথে মিলিয়ে দেবো, আর এ জন্যে আমি তাদের (পিতা মাতার) পাওনার কিছুই হ্রাস করবো না, (বস্তুত) প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ কর্মফলের হাতে বন্দী হয়ে আছে।

২২.(জান্নাতে) আমি তাদের এমন (সব ধরনের) ফলমূল ও গোশত (দিয়ে আহার্য) পরিবেশন করবো যা তারা পেতে চাইবে।

২৩. সেখানে তারা একে অপরের কাছ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে পানীয় নিতে থাকবে, সেখানে কোনো অর্থহীন কথা (ও কাজকর্ম) থাকবে না এবং কোনো রকম অপরাধও থাকবে না।

২৪. তাদের চারপাশে তাদের (সেবার) জন্যে নিয়োজিত থাকবে কিশোর দল, যারা এক একজন হবে যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

২৫. তারা একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে (তাদের দুনিয়ার জীবনের) কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে থাকবে।

২৬. তারা (তখন) বলবে হ্যাঁ, আমরা তো আগে আমাদের পরিবারের মাঝে (সব সময় জাহান্নামের) ভয়ে জীবন কাটাতাম।

২৭.(আর এ কারণেই আজ) আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর (এ সব নেয়ামত দিয়ে) অনুগ্রহ করেছেন, (সর্বোপরি) তিনি আমাদের (জাহান্নামের) গরম আগুনের শাস্তি থেকেও রক্ষা করেছেন।

২৮. আমরা আগেও আল্লাহ তায়ালাকে ডাকতাম, (আমরা জানতাম) তিনি অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

২৯. অতএব (হে নবী, মানুষদের) তুমি (এ দিনের কথা) স্মরণ করাতে থাকো, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তুমি কোনো গণক নও, আবার তুমি কোনো পাগলও নও (তুমি হচ্ছো তাঁর বাণী বহনকারী একজন রাসূল);

৩০. তারা কি বলতে চায়, এ ব্যক্তি একজন কবি এবং সে কোনো দৈব দুর্ঘটনায় পতিত হোক আমরা সে অপেক্ষাই করছি।'

৩১. তুমি (তাদের) বলো, হ্যাঁ, তোমরাও অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো;

৩২. ওদের জ্ঞান বুদ্ধিই কি ওদের এসব বলতে বলে, না (আসলে) ওরা (একটি) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়!

৩৩.(অথবা) এরা কি বলতে চায়, সে (রাসূল) নিজেই (কোরআনের) এ কথাগুলো রচনা করে নিয়েছে, (সত্য কথা হচ্ছে) এরা ঈমান আনে না,

৩৪. তারা (নিজেদের কথায়) যদি সত্যবাদী হয় তবে তারাও এ (কোরআনে)-র মতো কিছু একটা (রচনা করে) নিয়ে আসুক না!

৩৫. তারা কি কোনো স্রষ্টা ছাড়া এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা (বলে যে, তারা) নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা;

৩৬. না তারা নিজেরা এ আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে?(আসল কথা হচ্ছে,) এরা (আল্লাহ তায়ালার এ সৃষ্টি কৌশলে) বিশ্বাসই করে না;

৩৭. তাদের কাছে কি তোমার মালিকের (সম্পদের) ভান্ডার পড়ে আছে, না তারা নিজেরা (সে সম্পদের) পাহারাদার (সেজে বসেছে);

৩৮. অথবা তাদের কাছে (আসমানে উঠার মতো) কোনো সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা (আসমানের অধিবাসীদের) কথা শুনে আসে? তাহলে তারা (আসমান থেকে) শোনা বিষয়ের ওপর সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ এনে হাযির করুক;

৩৯. অথবা (তোমরা কি আসলেই মনে করো যে,) সব কন্যা সন্তানগুলো আল্লাহ তায়ালার জন্যে আর তোমাদের ভাগে থাকবে শুধু ছেলেগুলো!

৪০. কিংবা তুমি কি (আল্লাহর বিধানসমূহ পৌঁছানোর বিনিময়ে) তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো, যা তাদের কাছে (দুর্বিসহ) জরিমানা বলে মনে হচ্ছে;

৪১. অথবা তাদের কাছে রয়েছে অদৃশ্য (জ্ঞানের এমন) কিছু যা তারা লিখে রাখছে;

৪২. না (এর কোনোটাই নয়), এরা (আসলে) তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করার ফন্দি আঁটতে চায়; (অথচ) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তারাই (পরিণামে) ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়;

৪৩. আল্লাহ তায়ালার বদলে এদের কি অন্য কোনো মাবূদ আছে? আল্লাহ তায়ালা তো এদের (যাবতীয়) শেরেকী কর্মকান্ড থেকে পবিত্র।

৪৪. যদি (কখনো) এরা দেখতে পায়, আসমান থেকে (মেঘের) একটি টুকরো ভেংগে পড়ছে, তাহলে (তাকে এরা আল্লাহর কোনো নিদর্শন মনে না করে) বলবে, এ তো হচ্ছে পুঞ্জীভূত এক খন্ড মেঘ মাত্র!

৪৫.(হে নবী,) তুমি এদের ছেড়ে দাও এমন সময় পর্যন্ত যখন তারা সে দিনটি স্বচক্ষে দেখে নেবে যেদিন তারা হুশ জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়বে,

৪৬. সেই (সর্বনাশা) দিনে তাদের কোনো ষড়যন্ত্র (ও ফন্দি)-ই কোনো কাজে লাগবে না এবং সেদিন তাদের কোনো রকম সাহায্যও করা হবে না;

৪৭. যারা যুলুম করেছে তাদের জন্যে এ ছাড়াও (পার্থিব জীবনে) এক ধরনের আযাব রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৪৮. (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করো, তুমি (অবশ্যই) আমার চোখের সামনে আছো, তুমি যখন (শয্যা ত্যাগ করে) উঠো তখন তুমি প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো,

৪৯. রাতের একাংশেও তুমি তাঁর তাসবীহ পাঠ করো, আবার (রাতের শেষে) তারাগুলো অস্তমিত হবার পরও (তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো)।

সূরা আন নাজম

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৬২, রুকু ৩

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. নক্ষত্রের শপথ যখন তা ডুবে যায়,

২. তোমাদের সাথী পথ ভুলে যায়নি, সে পথভ্রষ্টও হয়নি,

৩. সে কখনো নিজের থেকে কোনো কথা বলে না,

৪. বরং তা হচ্ছে ওহী', যা (তার কাছে) পাঠানো হয়,

৫. তাকে এটা শিখিয়ে দিয়েছে এমন একজন (ফেরেশতা), যে প্রবল শক্তির অধিকারী,

৬.(সে হচ্ছে) সহজাত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী; অতঃপর সে (একদিন সত্যি সত্যিই) নিজ আকৃতিতে (তার সামনে এসে) দাঁড়ালো,

৭.(এমনভাবে দাঁড়ালো যেন) সে ঊর্ধ্বাকাশের উপরিভাগে (অধিষ্ঠিত);

৮. তারপর সে কাছে এলো, অতঃপর সে আরো কাছে এলো,

৯. (এ সময়) তাদের (উভয়ের) মাঝে ব্যবধান থাকলো (মাত্র) দুই ধনুকের (সমান), কিংবা তার চাইতেও কম!

১০. অতঃপর সে তাঁর (আল্লাহর) বান্দার কাছে ওহী পৌঁছে দিলো, যা তার পৌঁছানোর (দায়িত্ব) ছিলো;

১১.(বাইরের চোখ দিয়ে) যা সে দেখেছে (তার ভেতরের) অন্তর তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি।

১২. তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছো যা সে নিজের চোখে দেখেছে!

১৩.(সে ভুল করেনি, কারণ) সে তাকে আরেকবারও দেখেছিলো,

১৪.(সে তাকে দেখেছিলো) সেদরাতুল মোন্তাহা'র কাছে।

১৫. যার কাছেই রয়েছে (মোমেনদের চিরস্থায়ী) ঠিকানা জান্নাত;

১৬. সে সেদরাটি' (তখন) এমন এক (জ্যোতি) দিয়ে আচ্ছন্ন ছিলো, যা দ্বারা তার আচ্ছন্ন হওয়া (শোভনীয়) ছিলো,

১৭.(তাই এখানে তার) কোনো দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং তার দৃষ্টি কোনোরকম সীমালংঘনও করেনি।

১৮. অবশ্যই সে আল্লাহ তায়ালার বড়ো বড়ো নিদর্শনসমূহ দেখেছে।

১৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছো লাত' ও উযযা' সম্পর্কে?

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি (দেবী) মানাত' সম্পর্কে!

২১.(তোমরা কি মনে করে নিয়েছো,) পুত্র সন্তান সব তোমাদের জন্যে আর কন্যা সন্তান সব আল্লাহর জন্যে?

২২. (তা হলে তো) এ (বন্টন) হবে নিতান্তই একটা অসংগত বন্টন!

২৩.(মূলত) এগুলো কতিপয় (দেব দেবীর) নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা ঠিক করে নিয়েছো, আল্লাহ তায়ালা এ (নামে)-র সমর্থনে কোনো রকম দলীল প্রমাণ নাযিল করেননি; এরা (নিজেদের মনগড়া) আন্দায অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) এরা নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছা আকাংখার ওপর চলে, অথচ তাদের কাছে (ইতিমধ্যেই) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হেদায়াত এসে গেছে।

২৪. অতঃপর (তোমরাই বলো, এদের কাছ থেকে) মানুষ যা পেতে চায় তা কি সে কখনো পেতে পারে

২৫. দুনিয়া ও আখেরাত তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই।

২৬. কতো ফেরেশতাই তো রয়েছে আসমানে, (কিন্তু) তাদের কোনো সুপারিশই ফলপ্রসূ হয় না যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা, যাকে ইচ্ছা এবং যাকে ভালোবাসেন তাকে অনুমতি না দেন।

২৭. যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, তারা ফেরেশতাদের (দেবী তথা) নারীবাচক নামে অভিহিত করে।

২৮. অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো জ্ঞানই নেই; তারা তো কেবল আন্দায অনুমানের ওপরই চলে, আর সত্যের মোকাবেলায় (আন্দায) অনুমান তো কোনো কাজেই আসে না,

২৯. অতএব (হে নবী), যে ব্যক্তি আমার (সুস্পষ্ট) স্মরণ থেকে সরে গেছে, তার ব্যাপারে তুমি কোনো পরোয়া করো না, (কারণ) সে তো পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না;

৩০. তাদের (মতো হতভাগ্য ব্যক্তিদের) জ্ঞানের সীমারেখা তো ওটুকুই; (এ কথা) একমাত্র তোমার মালিকই ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তিনিই ভালো করে বলতে পারেন কে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে।

৩১. আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছু আল্লাহ তায়ালার জন্যে, এতে করে যারা খারাপ কাজ করে বেড়ায় তিনি তাদের (খারাপ) প্রতিফল দান করবেন এবং যারা ভালো কাজ করে তাদের তিনি (এ জন্যে) মহাপুরস্কার প্রদান করবেন;

৩২. (এটা তাদের জন্যে) যারা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে এবং (বিশেষত) অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে, ছোটোখাটো গুনাহ (সংঘটিত) হলেও (তারা আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে না, কারণ), তোমার মালিকের ক্ষমা (-র পরিধি) অনেক বিসত্মৃত; তিনি তোমাদের তখন থেকেই ভালো করে জানেন, যখন তিনি তোমাদের (এ) যমীন থেকে পয়দা করেছেন, (তখনও তিনি তোমাদের জানতেন) যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়ের পেটে (ক্ষুদ্র একটি) ভ্রুণের আকারে, অতএব কখনো নিজেদের পবিত্র দাবী করো না; আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কোন ব্যক্তি (তাঁকে) বেশী ভয় করে।

৩৩.(হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তিটিকে দেখোনি, যে (আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো,

৩৪. যে ব্যক্তি সামান্য কিছুই দান করলো, অতঃপর সম্পূর্ণভাবে (নিজের) হাত গুটিয়ে নিলো।

৩৫. তার কাছে কি অদৃশ্য জগতের কোনো জ্ঞান ছিলো যে, তা দিয়ে সে (অন্য কিছু) দেখতে পাচ্ছিলো।

৩৬. তাকে কি (একথা) জানানো হয়নি যে, মুসার (কাছে পাঠানো আমার) সহীফাসমূহে কি (কথা লেখা) আছে,

৩৭.(তাকে কি) ইবরাহীমের কথা জানানো হয়নি, ইবরাহীম তো (আল্লাহর) বিধানাবলী পুরোপুরিই পালন করেছে,

৩৮.(তাকে কি এটা বলা হয়নি যে,) কোনো মানুষই অন্যের (পাপের) বোঝা উঠাবে না,

৩৯. মানুষ ততোটুকুই পাবে যতোটুকু সে চেষ্টা করবে,

৪০. আর তার কাজকর্ম (পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে এবং অচিরেই তা) দেখা হবে,

৪১. অতঃপর তাকে তার পুরোপুরি বিনিময় দেয়া হবে,

৪২. পরিশেষে (সবাইকে একদিন) তোমার মালিকের কাছেই পৌঁছুতে হবে,

৪৩. তিনিই (সবাইকে) হাসান, তিনিই (সবাইকে) কাঁদান,

৪৪. তিনিই (মানুষকে) মারেন, তিনিই (তাদের) বাঁচান, ৪৫. তিনিই নর নারীর যুগল পয়দা করেছেন,

৪৬.(পয়দা করেছেন) এক বিন্দু (স্খলিত) শুক্র থেকে,

৪৭. নিশ্চয়ই পুনরায় এদের জীবন দান করার দায়িত্বও (কিন্তু) তাঁর (একার),

৪৮. তিনিই (তাকে) ধনশালী করেন এবং তিনিই পুঁজি দান করে তা স্থায়ী রাখেন,

৪৯. তিনি শেরা' (নামক) নক্ষত্রেরও মালিক,

৫০. তিনিই প্রাচীন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছেন,

৫১.(তিনি আরো ধ্বংস করেছেন) সামূদ জাতিকে (এমনভাবে), তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখেননি,

৫২. এর আগে (তিনি ধ্বংস করেছেন) নূহের জাতিকে; কেননা তারা ছিলো ভীষণ যালেম ও চরম বিদ্রোহী;

৫৩. তিনি একটি জনপদকে ওপরে উঠিয়ে উল্টো করে ফেলে দিয়েছেন।

৫৪. অতঃপর সে জনপদের ওপর তিনি ছেয়ে দিলেন এমন এক (ভয়ংকর) আযাব, যা (তাকে পুরোপুরিভাবে) ছেয়ে দিলো,

৫৫. তারপরও (হে নির্বোধ মানুষ,) তুমি তোমার মালিকের কোন কোন নিদর্শনে সন্দেহ প্রকাশ করো!

৫৬. (আযাবের) সতর্ককারী (এ নবী তো) আগের (পাঠানো) সতর্ককারীদেরই একজন!

৫৭.(ত্বরিত আগমনকারী কেয়ামতের) ক্ষণটি (আজ) আসন্ন হয়ে গেছে,

৫৮. আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউই সে ক্ষণটির (দিন কাল সম্পর্কিত তথ্য) উদঘাটন করতে পারবে না;

৫৯. এগুলোই কি (তাহলে) সেসব বিষয় যার ব্যাপারে তোমরা (আজ রীতিমতো) বিস্ময়বোধ করছো,

৬০.(এসব বিষয় নিয়ে) তোমরা (আজ) হাসাহাসি করছো, অথচ (পরিণামের কথা ভেবে) তোমরা মোটেই কাঁদছো না,

৬১.(মনে হচ্ছে) তোমরা (মূলব্যাপারেই) উদাসীন হয়ে রয়েছো।

৬২. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে সাজদাবনত হও এবং (কাউকে শরীক করা ব্যতীত) তাঁরই এবাদাত করো।

সূরা আল ক্বামার

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৫৫, রুকু ৩

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গেছে !

২. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) এরা কোনো নিদর্শন দেখলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো হচ্ছে এক চিরাচরিত যাদুকরী (ব্যাপার)।

৩.(তারা সত্য) অস্বীকার করে এবং নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে চলে, (অথচ) প্রত্যেক কাজের একটি চূড়ান্ত নিস্পত্তির (সময়) রয়েছে।

৪. অবশ্যই এ লোকদের কাছে (অতীত জাতিসমূহের ওপর আযাবের) সংবাদসমূহ এসেছে, (এমন সংবাদ) যাতে (বিদ্রোহের শাস্তির) হুঁশিয়ারী রয়েছে,

৫. এগুলো হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানসমৃদ্ধ ঘটনা, যদিও এসব সতর্কবাণী তাদের কোনোই উপকারে আসে না,

৬.(হে নবী) তুমি এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। যেদিন একজন আহ্বানকারী এদের একটি অপ্রিয় বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে।

৭.(সেদিন) তারা অবনত দৃষ্টি নিয়ে (একে একে) কবর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসবে, যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের দল,

৮. তারা সবাই (তখন সেই) আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে; যারা (এ দিনকে) অস্বীকার করেছিলো, তারা বলবে, এ তো (দেখছি আসলেই) এক ভয়াবহ দিন!

৯. এদের আগে নুহের জাতিও (এভাবে তাদের নবীকে) অস্বীকার করেছিলো, তারা আমার বান্দা (নুহ নবী)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা তাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে, তাকে (নানাভাবে) ধমক দেয়া হয়েছিলো।

১০. অবশেষে সে তার মালিককে ডাকলো (এবং বললো হে আমার মালিক), অবশ্যই আমি অসহায় (হয়ে পড়েছি), অতএব তুমিই (এদের কাছ থেকে) প্রতিশোধ নাও।

১১. এরপর আমি (তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং) প্রবল বৃষ্টির পানি বর্ষণের জন্যে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম,

১২. ভূমির স্তর (বিদীর্ণ করে তাকে পানির) প্রচন্ড প্রস্রবণে পরিণত করলাম, অতঃপর (আসমান ও যমীনের) পানি এক জায়গায় মিলিত হলো এমন একটি কাজের জন্যে, যা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিলো,

১৩. তখন আমি তাকে কাঠ ও পেরেক (নির্মিত একটি) যানে উঠিয়ে নিলাম,

১৪. যা আমার (প্রত্যক্ষ) দৃষ্টির সামনে (ধীরে ধীরে) বয়ে চললো, এটি ছিলো সে ব্যক্তির জন্যে একটি বিনিময়, যাকে (মাত্র কিছু দিন আগেও) অস্বীকার করা হয়েছিলো।

১৫. আমি (জলযান সদৃশ) সে জিনিসটিকে (পরবর্তী মানুষদের জন্যে) একটি নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি, কে আছে (আজ এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

১৬. (হ্যাঁ, এমন কেউ থাকলে এসো, দেখে নাও,) কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব এবং (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

১৭. আমি (অবশ্যই) উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে এ কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (তোমাদের মাঝে এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

১৮. আ'দ জাতির লোকেরাও (আমার নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (তোমরা দেখে নিতে পারো তাদের প্রতি) আমার আযাব কেমন (কঠোর) ছিলো এবং (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

১৯. এক স্থায়ী কুলক্ষণের দিনে আমি তাদের ওপর প্রবল বায়ু প্রেরণ করেছিলাম,

২০. যা মানুষদের এমনভাবে ছুঁড়ে মারছিলো, যেন তা খেজুর গাছের এক একটি উৎপাটিত কান্ড!

২১. (হ্যাঁ, দেখে নাও,) কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব আর (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

২২. অবশ্যই আমি উপদেশ গ্রহণের জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

২৩. সামূদ সম্প্রদায়ও (আযাবের) সতর্ককারী (নবী ও রাসূল)-দের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

২৪. তারা বলেছিলো, আমরা কি এমন একজন লোকের কথা মেনে চলবো, যে ব্যক্তি একা আমাদেরই একজন, (এভাবে) তার আনুগত্য করলে সত্যিই তো আমরা বড়ো গোমরাহী ও পাগলামী কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়বো।

২৫. আমাদের মাঝে সে-ই কি একমাত্র ব্যক্তি, যার ওপর (আল্লাহর) ওহী নাযিল করা হয়েছে, (আসলে) সে হচ্ছে একজন চরম মিথ্যাবাদী ও অহংকারী ব্যক্তি।

২৬. আগামীকাল (মহাবিচারের দিন) তারা ভালো করেই এটা জানতে পারবে, কে ছিলো তাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী ও অহংকারী ব্যক্তি!

২৭. আমি (অচিরেই) তাদের পরীক্ষার জন্যে একটি উষ্ট্রী পাঠাবো, তুমি একান্ত কাছে থেকে তাদের দিকে লক্ষ্য করো এবং (একটুখানি) ধৈর্য্য ধরো এবং তাদের পরিণামটা দেখো,

২৮. তাদের বলে দাও, (কুয়ার) পানি অবশ্যই তাদের (ও উষ্ট্রীর) মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের সবাই (পালাক্রমে) কুয়ার পাশে হাযির হবে।

২৯. পরিশেষে তারা (বিদ্রোহ করার জন্যে) তাদের (এক) বন্ধুকে ডেকে আনলো, সে (উষ্ট্রীকে ছুরি দিয়ে) আক্রমণ করলো এবং (সেটির পায়ের) নলি কেটে ফেললো।

৩০. (হ্যাঁ, অতঃপর তোমরাই দেখেছো) কেমন ছিলো আমার আযাব, (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

৩১. অতঃপর আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম মাত্র একটি গর্জন, এতেই তারা শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত জন্তু জানোয়ারদের দলিত খোয়াড়ের মতো হয়ে গেলো।

৩২. বোঝার জন্যে আমি কোরআন সহজ করে নাযিল করেছি, (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করার মতো কেউ আছে কি?

৩৩. লূতের জাতির লোকেরাও সতর্ককারী (নবী)-দের মিথ্যাবাদী বলেছিলো।

৩৪. (ফলে) আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম পাথর (নিক্ষেপকারী এক ধরনের) বৃষ্টি, লূতের পরিবার পরিজন ও তার অনুবর্তনকারীদের বাদে; রাতের শেষ প্রহরেই আমি তাদের উদ্ধার করে নিয়েছিলাম,

৩৫. এ (কাজ)-টা ছিলো (তাদের প্রতি) আমার একান্ত অনুগ্রহ; যে ব্যক্তি আমার (অনুগ্রহের) কৃতজ্ঞতা আদায় করে আমি তাকে এভাবেই পুরস্কৃত করি।

৩৬. সে (লূত) আমার কঠোর পাকড়াও সম্পর্কে তাদের বার বার ভয় দেখিয়েছিলো, কিন্তু এ সতর্কীকরণে তারা বাকবিতন্ডা শুরু করে দিলো।

৩৭. (অতঃপর) তারা তার কাছে এসে (কুমতলবের জন্যে) তার মেহমানদের (নিয়ে যাবার) দাবী করলো, আমি (তখন) তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম, (আমি তাদের বললাম), এবার তোমরা আমার আযাব উপভোগ করো এবং (আমার) সতর্কবাণী (অবজ্ঞা করার পরিণামটা)-ও দেখে নাও!

৩৮. প্রত্যূষেই তাদের ওপর আমার এক অমোঘ আযাব প্রচন্ড আঘাত হানলো,

৩৯.(আমি বললাম,) অতঃপর তোমরা আমার এ আযাব আস্বাদন করতে থাকো এবং (আমার) সতর্ককারীদের উপেক্ষা করার (পরিণামটাও একবার) দেখে নাও।

৪০. আমি এ কোরআনকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে সহজ (করে নাযিল) করেছি, কিন্তু কেউ আছে কি (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

৪১. ফেরাউনের জাতির লোকদের কাছেও আমার পক্ষ থেকে সতর্ককারী (অনেক নিদর্শন) এসেছিলো,

৪২. কিন্তু তারা আমার সমুদয় নিদর্শন অস্বীকার করেছে, (আর পরিণামে) আমিও তাদের (শক্ত হাতে) পাকড়াও করলাম ঠিক যেমনি করে সর্বশক্তিমান সত্তা (বিদ্রোহীদের) পাকড়াও করে থাকেন।

৪৩. (তোমরা কি সত্যিই মনে করছো,) তোমাদের (সমাজের) এ কাফেররা তোমাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের চাইতে (শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে) উৎকৃষ্ট? অথবা (আমার) কেতাবের কোথাও কি তোমাদের জন্যে অব্যাহতি (- মূলক কিছু লিপিবদ্ধ) রয়েছে?

৪৪. অথবা তারা বলছে, আমরা হচ্ছি (সত্যিই) একটি অপরাজেয় দল।

৪৫. অচিরেই এ (অপরাজেয়) দলটি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে যাবে এবং (সম্মুখসমর থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে থাকবে।

৪৬.(কিন্তু এ পালানোই তো তাদের শেষ নয়,) বরং তাদের (শাস্তিদানের) নির্ধারিত ক্ষণ কেয়ামত তো রয়েছেই, আর কেয়ামত হবে তাদের জন্যে বড়োই কঠিন ও বড়োই তিক্ত।

৪৭. অবশ্যই এসব অপরাধী (নিদারুণ) বিভ্রান্তি ও বিকারগ্রস্ততার মাঝে পড়ে আছে।

৪৮. যেদিন তাদের উপুড় করে (জাহান্নামের) আগুনের দিকে ঠেলে নেয়া হবে (তখন তাদের ঘোর কেটে যাবে, অতঃপর তাদের বলা হবে); এবার তোমরা জাহান্নামের (আযাবের) স্বাদ উপভোগ করো,

৪৯. আমি সব কয়টি জিনিসকে অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণমতো সৃষ্টি করেছি।

৫০. (আর) আমার হুকুম! সে তো এক নিমেষে চোখের পলকের মতোই (কার্যকর হয়)।

৫১. তোমাদের (মতো) বহু (বিদ্রোহী) জাতিকে আমি বিনাশ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার মতো কেউ?

৫২. তারা যা কিছু করছে (তার) সবটুকুই (তাদের আমলনামায়) সংরক্ষিত আছে।

৫৩.(সেখানে যেমনি রয়েছে) প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয়, (তেমনি) লিপিবদ্ধ আছে প্রতিটি বড়ো বিষয়ও।

৫৪.(অপরদিকে এ বিদ্রোহের পথ পরিহার করে) যারা (আল্লাহকে) ভয় করেছে, তারা অনাদিকাল (এক সুরম্য) জান্নাতে ও (প্রবাহমান) ঝর্ণাধারায় থাকবে,

৫৫. (তারা অবস্থান করবে) যথাযোগ্য সম্মানজনক জায়গায়, বিশাল ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌম আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে।

সূরা আর রাহমান

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ৭৮, রুকু ৩

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. পরম করুণাময় (আল্লাহ তায়ালা),

২. তিনি (তোমাদের) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন;

৩. তিনি মানুষ বানিয়েছেন, ৪.(ভাব প্রকাশের জন্যে) তিনি তাকে (কথা) বলা শিখিয়েছেন।

৫. সুর্য ও চন্দ্র উভয়ই নির্ধারিত হিসাব মোতাবেক (অবিরাম কক্ষপথ ধরে) চলছে,

৬.(যমীনে উৎপাদিত যাবতীয়) লতাপাতা ও গাছগাছড়া (সব) তাঁরই সামনে সাজদাবনত হয়,

৭. আসমান তাকে তিনি সমুন্নত করে রেখেছেন এবং (মহাশূন্যে তার ভারসাম্যের জন্যে) তিনি একটি মানদন্ড স্থাপন করেছেন,

৮. যাতে করে তোমরা কখনো (আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত এই মানদন্ডের) সীমা অতিক্রম না করো।

৯. ইনসাফ মোতাবেক (তোমরা ওযনের) মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করো এবং (ওযনে কম দিয়ে) মানদন্ডের ক্ষতি সাধন করো না।

১০.(ভূমন্ডলকে) তিনি সৃষ্টিরাজির জন্যে (বিছিয়ে) রেখেছেন,

১১. তাতে রয়েছে (অসংখ্য) ফলমূল, (আরো রয়েছে) খেজুর, যা (আল্লাহর কুদরতে) খোসার আবরণে (ঢাকা) থাকে,

১২.(আরো রয়েছে) ভূষিযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধযুক্ত (ফল),

১৩. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

১৪. তিনি মানুষকে বানিয়েছেন পোড়ামতো শুকনো ঠনঠনে এক টুকরো মাটি থেকে,

১৫. এবং জিনদের বানিয়েছেন আগুন থেকে,

১৬. অতঃপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

১৭.(তিনি দুই মওসুমের) দুই উদয়াচলের মালিক এবং (আবার দুই মওসুমের) দুই অস্তাচলেরও মালিক।

১৮. অতঃপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

১৯. তিনি দুটি সমুদ্রকে (বয়ে চলার জন্যে) ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন যেন তা একে অপরের সাথে মিশে যেতে পারে,

২০.(তারপরও) তাদের উভয়ের মাঝে (রয়ে যায় এমন) একটি অন্তরাল যার সীমা তারা কখনো অতিক্রম করতে পারে না,

২১. অতঃপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

২২. (এ) উভয় (সমুদ্র) থেকে তিনি (মহামূল্যবান) প্রবাল ও মুক্তা বের করে আনেন,

২৩. অতঃপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পাহাড়সম (বড়ো বড়ো) জাহাজসমূহ তো তাঁরই (ক্ষমতার প্রমাণ),

২৫. অতঃপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

২৬.(যমীন ও) তার ওপর যা কিছু আছে তা সবই (একদিন) বিলীন হয়ে যাবে,

২৭. বাকী থাকবে শুধু তোমার মালিকের সত্তা যিনি পরাক্রমশালী ও মহানুভব,

২৮. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে!

২৯. এই আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলে যতো কিছু আছে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন তাঁর কাছেই চায়; (আর) তিনি প্রতিদিন (প্রতিমুহূর্ত) কোনো না কোনো কাজে তৎপর রয়েছেন,

৩০. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে!

৩১. হে মানুষ ও জ্বিন, (এর মাঝেও কিন্তু) আমি তোমাদের (হিসাব নেয়ার) জন্যে অচিরেই সময় বের করে নেবো,

৩২. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে!

৩৩. হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়, যদি আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলের এ সীমারেখা অতিক্রম করার তোমাদের সাধ্য থাকে তাহলে (যাও! অতঃপর) তা অতিক্রম করেই দেখো; (কিন্তু আমার দেয়া বিশেষ) ক্ষমতা ছাড়া তোমরা কিছুতেই (এ সীমা) অতিক্রম করতে পারবে না,

৩৪. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে!

৩৫. সেদিন তোমাদের উভয় সম্প্রদায়ের ওপর আগুনের স্ফুলিংগ ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাঠানো হবে, তোমরা (কিছুতেই তা) প্রতিরোধ করতে পারবে না,

৩৬. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে!

৩৭. যখন আসমান ফেটে যাবে অতঃপর তখন তা (লাল) চামড়ার মতো রক্তবর্ণ হয়ে পড়বে,

৩৮. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে!

৩৯. সেদিন কোনো মানুষ ও জ্বিনের (কাছ থেকে তার) অপরাধ সম্পর্কে (কোনো) কৈফিয়ত) জানতে চাওয়া হবে না,

৪০. অতঃপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে!

৪১. অপরাধীরা তাদের (অপরাধী) চেহারা দিয়ে (সেদিন এমনিই) চিহ্নিত হয়ে যাবে, (অপরাধের নথি তাদের ললাটেই এঁটে থাকবে) এবং তাদের কপালের চুল ও পা ধরে ধরে (হাঁকিয়ে) নেয়া হবে,

৪২. অতঃপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে!

৪৩.(সেদিন তাদের বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই জাহান্নাম যাকে (এ) অপরাধী ব্যক্তিরা মিথ্যা বলতো,

৪৪. তারা (সেদিন) তার ফুটন্ত পানি ও জাহান্নামের মাঝে ঘুরতে থাকবে,

৪৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে!

৪৬. যে ব্যক্তি তার নিজের মালিকের সামনে দাঁড়াবার (সময়কে) ভয় করবে, তার জন্যে থাকবে দুটো (সুরম্য) বাগিচা,

৪৭. অতঃপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে,

৪৮. সে (বাগিচা) দুটোও (আবার) হবে ঘন শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট,

৪৯. অতঃপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

৫০. সেখানে দুটো ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে,

৫১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

৫২. সেখানে প্রতিটি ফল থাকবে (আবার) দু'প্রকারের,

৫৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

৫৪.(জান্নাতের অধিবাসীরা সেখানে) রেশমের আস্তর দিয়ে মোড়ানো পুরু ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে (আয়েশে) বসবে, (এ সময়) উভয় উদ্যান (ফলসহ তাদের সামনে) ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে,

৫৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

৫৬. সেখানকার (অগণিত নেয়ামতের) মধ্যে থাকবে আয়তনয়না হুর, যাদের (জান্নাতের) এ (অধিবাসী)-দের আগে কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন কখনো স্পর্শও করেনি,

৫৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে,

৫৮. এরা যেন এক একটি প্রবাল ও পদ্মরাগ,

৫৯. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে?

৬০.(তুমিই বলো,) উত্তম (আনুগত্য)এর বিনিময় উত্তম (পুরস্কার) ছাড়া আর কি হতে পারে?

৬১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

৬২.(নেয়ামতের) এ দুটো (উদ্যান) ছাড়াও (সেখানে) রয়েছে দুটো (ভিন্ন ধরনের) উদ্যান,

৬৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

৬৪. সে দুটো (বাগিচা হবে চির) সবুজ ও ঘন,

৬৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে,

৬৬. সেখানে থাকবে দুটো ঝর্ণাধারা, ফোয়ারার মতো সদা উচ্ছল গতিতে তা অবিরাম বইতে থাকবে,

৬৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে,

৬৮. সেখানে (আরো) থাকবে (রং বেরংয়ের) ফল পাকড়া খেজুর ও আনার,

৬৯. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে,

৭০. সেখানে থাকবে সৎ স্বভাবের (অনিন্দ্য) সুন্দরী রমণীরা,

৭১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে,

৭২. (এ) আয়তলোচনা হুররা (রয়েছে) তাঁবুতে (অপেক্ষমাণ অবস্থায়),

৭৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে,

৭৪. এদের আগে অন্য কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন এদের স্পর্শও করেনি,

৭৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে,

৭৬.(জান্নাতের অধিকারী) এ ব্যক্তিরা সুন্দর গালিচার বিছানা ও সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে, ৭৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে, ৭৮. কতো মহান তোমার মালিকের নাম, তিনি মহাপ্রতাপশালী ও পরম অনুগ্রহশীল।

সূরা আল ওয়াকেয়াহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৯৬, রুকু ৩

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. যখন (কেয়ামতের অবশ্যম্ভাবী) ঘটনাটি সংঘটিত হবে,

২.(তখন) কেউই তার সংঘটিত হওয়ার অস্বীকারকারী থাকবে না।

৩. এ (ঘটনা)-টি হবে (কারো মর্যাদা) ভূলুণ্ঠনকারী, (আর কারো মর্যাদা) সমুন্নতকারী,

৪. পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে,

৫. পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়া হবে,

৬. অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলাবালিতে পরিণত হয়ে যাবে,

৭. আর তোমরা (মানুষরা তখন) তিন ভাগ হয়ে যাবে;

৮.(প্রথমত হবে) ডান দিকের দল, জানো এ ডান দিকের লোক কারা?

৯.(দ্বিতীয়ত হবে) বাম দিকের দল, কারা এ বাম দিকের লোক?

১০.(তৃতীয়ত হবে) অগ্রবর্তী (ঈমান আনয়নকারী) দল, এরাই (হলো মূলত প্রধান) অগ্রগামী দল,

১১. এরা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) একান্ত ঘনিষ্ঠ বান্দা,

১২.(এরা অবস্থান করবে) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহে।

১৩.(এদের) বড়ো অংশটি (অবশ্য হবে) আগের লোকদের মধ্য থেকে,

১৪. আর সামান্য (অংশই) থাকবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকে;

১৫.(তারা থাকবে) স্বর্ণখচিত আসনের ওপর,

১৬. তার ওপর তারা (একে অপরের) মুখোমুখি (আসনে) হেলান দিয়ে (বসবে)।

১৭. তাদের চারপাশে (তাদের সেবার জন্যে) চির কিশোরদের একটি দল ঘুরতে থাকবে,

১৮. পানপাত্র ও প্রবাহমান সুরা ভর্তি পেয়ালা নিয়ে (এরা প্রস্তুত থাকবে),

১৯. সেই (সুরা পান করার) কারণে তাদের কোনো শিরঃপীড়া হবে না, তারা (কোনো রকম) নেশাও করবে না,

২০.(সেখানে আরো থাকবে) তাদের নিজ নিজ পছন্দমতো ফলমূল,

২১.(থাকবে) তাদের মনের চাহিদা মোতাবেক (রকমারি) পাখীর গোশত;

২২.(সেবার জন্যে মজুদ থাকবে) সুন্দরী সুনয়না সাথী তরুণী দল,

২৩. তারা যেন (সযত্নে) এক একটি ঢেকে রাখা মুক্তা,

২৪.(এর সব কিছুই হচ্ছে তাদের) সে (কাজের) পুরস্কার যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।

২৫. সেখানে তারা কোনো অর্থহীন প্রলাপ (বা কথাবার্তা) শুনতে পাবে না,

২৬. (সেখানে) বরং বলা হবে (শুধু) শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি!

২৭.(অতঃপর আসবে) ডান পাশের লোক, আর কারা (এ) ডান পাশের লোক;

২৮.(তারা অবস্থান করবে এমন এক উদ্যানে,) যেখানে থাকবে (শুধু) কাঁটাবিহীন বরই গাছ,

২৯. (থাকবে) কাঁদি কাঁদি কলা,

৩০.(শান্তিদায়িনী) ছায়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে,

৩১. আর থাকবে প্রবাহমান (ঝর্ণাধারার) পানি,

৩২. পর্যাপ্ত (পরিমাণ) ফলমূল,

৩৩.(এমন সব ফল) যার সরবরাহ কখনো শেষ হবে না এবং (যার ব্যবহার কখনো)নিষিদ্ধও করা হবে না,

৩৪. আর থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা;

৩৫. আমি তাদের (সাথী হুরদের) বানিয়েছি বানানোর মতো (করেই),

৩৬.(তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,) আমি তাদের চির কুমারী করে রেখেছি,

৩৭. তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে) তারা (হবে) সমবয়সের প্রেম সোহাগিনী,

৩৮.(এগুলো হচ্ছে প্রথম দলের সব) ডান পাশের লোকদের জন্যে;

৩৯.(এ ডান পাশের লোকদের) এক বিরাট অংশই হবে আগের লোকদের মাঝ থেকে,

৪০.(আবার) অনেকে হবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকেও;

৪১. যারা বাম পাশের লোক, তুমি কি জানো এ বাম পাশের লোক কারা;

৪২.(যাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের) উত্তপ্ত ও ফুটন্ত পানিতে,

৪৩. এবং (ঘন) কালো রঙের ধোঁয়ার ছায়ায়,

৪৪.(সে ছায়া যেমন) শীতল নয়, (তেমনি তা কোনো রকম) আরামদায়কও হবে না|

৪৫. এরা (হচ্ছে সেসব লোক যারা) এর আগে (দুনিয়ায়) অত্যন্ত সুখ সম্পদে কাটাতো,

৪৬. এরা বার বার জঘন্য পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তো,

৪৭. এরা বলতো, আমরা যখন মরে যাবো এবং (মরে যাওয়ার পর) আমরা যখন মাটি ও হাড়ের সমষ্টিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে?

৪৮.(জীবিত করা হবে) কি আমাদের বাপদাদা এবং পূর্বপুরুষদেরও?

৪৯.(হে নবী,) তুমি বলো, অবশ্যই আগে পরের সব লোককেই

৫০. একটি নির্দিষ্ট দিনে (একটা নির্দিষ্ট সময়ে) জড়ো করা হবে !

৫১. অতঃপর (কাফেরদের বলা হবে,) ওহে পথভ্রষ্ট ও (এ দিনের আগমনকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিরা,

৫২.(দুনিয়ায় যা অর্জন করেছো তার বিনিময়ে আজ) তোমরা ভক্ষণ করবে যাককুম' (নামক একটি) গাছের অংশ,

৫৩. অতঃপর তা দিয়েই তোমরা (তোমাদের) পেট ভরবে,

৫৪. তার ওপর তোমরা পান করবে (জাহান্নামের) ফুটন্ত পানি,

৫৫. তাও আবার পান করতে থাকবে (মরুভূমির) তৃষ্ঞার্ত উটের মতো করে;

৫৬. এ হবে (কেয়ামতে) তাদের (যথার্থ) মেহমানদারী;

৫৭. আমি (যে) তোমাদের সবাইকে পয়দা করেছি (এ কথাটা) তোমরা কি বিশ্বাস করছো না?

৫৮. তোমরা যে (সন্তান উৎপাদনের জন্যে এক বিন্দু) বীর্যপাত করে আসো, সে সম্পর্কে (কখনো) কি ভেবে দেখেছো?

৫৯. বলো তো, তাকে কি তোমরা (পূর্ণাংগ) মানুষ বানিয়ে দাও না আমি তার স্রষ্টা?

৬০. তোমাদের মাঝে (সবার) মৃত্যু আমিই নির্ধারণ করি এবং আমি এ ব্যাপারে মোটেই অক্ষম নই যে

৬১. তোমাদের মতোই আরেক দল মানুষ দিয়ে তোমাদের বদল করে দেবো এবং (প্রয়োজনে) তোমাদেরই (আবার) এমনভাবে তৈরী করবো যে, তোমরা কিছুই জানতে পারবে না।

৬২. তোমরা (যখন) তোমাদের প্রথম সৃষ্টির ঘটনাটা সুনিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছো, (তখন দ্বিতীয় বার সৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী থেকে) কেন শিক্ষা গ্রহণ করছো না?

৬৩. তোমরা (যমীনে) যে বীজ বপন করে আসো সে সম্পর্কে কি কখনো চিন্তা করেছো?

৬৪.(তা থেকে) ফসলের উৎপাদন কি তোমরা করো না আমিই তার উৎপাদক?

৬৫. অথচ আমি যদি চাই তাহলে (অংকুরিত সব) বীজ খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি, আর (তা দেখে) তোমরা হতভম্ব হয়ে পড়বে,

৬৬.(তোমরা বলতে থাকবে, হায়! আজ)তো আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেলো,

৬৭. আমরা তো (ফসল থেকে আজ) বঞ্চিতই থেকে গেলাম!

৬৮. কখনো কি তোমরা সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখেছো যা তোমরা (সব সময়) পান করো;

৬৯.(বলতে পারো? আকাশের) মেঘমালা থেকে এ পানি কি তোমরা নিজেরা বর্ষণ করো না আমি এর বর্ষণকারী?

৭০. অথচ আমি চাইলে এ (সুপেয়) পানি লবণাক্ত করে দিতে পারি, (পানির এ সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্যে) তোমরা কেন আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করছো না?

৭১. আগুন যা (প্রতিদিন) তোমরা প্রজ্বলিত করে থাকো তা সম্পর্কে কি কখনো ভেবে দেখেছো?

৭২. তার (জ্বালানোর) গাছটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছো না আমি এর স্রষ্টা?

৭৩.(মূলত) আমিই একে (সভ্যতার) নিদর্শন করে রেখেছি এবং একে ভ্রমণকারীদের জন্যে প্রয়োজন পূরণের সামান বানিয়ে দিয়েছি।

৭৪. অতঃপর (হে নবী, এসব কিছুর জন্যে) তুমি তোমার মহান মালিকের নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।

৭৫. অতঃপর আমি শপথ করছি তারকাগুলোর অস্তাচলের,

৭৬. সত্যিই (আমার গোটা সৃষ্টি নৈপুণ্যের আলোকে) তা হচ্ছে এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে;

৭৭. অবশ্যই কোরআন এক মহামর্যাদাবান গ্রন্থ।

৭৮. এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে একটি (সযত্নে) রক্ষিত গ্রন্থে,

৭৯. পূত পবিত্র ব্যতিরেকে তা কেউ স্পর্শও করে না;

৮০.(কেননা তা) নাযিল করা হয়েছে সৃষ্টিকূলের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে।

৮১. তোমরা এ (গ্রন্থের আনীত) বাণীকে কি সাধারণ কথাই মনে করতে থাকবে?

৮২. এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটাকেই তোমরা তোমাদের জীবিকা (আহরণের পেশা) বানিয়ে নেবে?

৮৩. যখন কোনো (মানুষের) প্রাণ (তার) কন্ঠনালীতে এসে পৌঁছে যায়,

৮৪. তখন (কেন) তোমরা (অসহায়ের মতো) তাকিয়ে থাকো,

৮৫.(এ সময় তো বরং) তোমাদের চাইতে আমিই সেই (মুমূর্ষু) ব্যক্তির বেশী কাছে থাকি, (কিন্তু) তোমরা এর কিছুই দেখতে পাও না।

৮৬. তোমরা যদি এমন অক্ষম না-ই হও,

৮৭. তোমরা যদি (তোমাদের ক্ষমতার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে কেন সেই (বেরিয়ে যাওয়া প্রাণ)-কে (পুনরায় তার দেহে) ফিরিয়ে আনো না।

৮৮.হ্যাঁ যদি সে (মৃত) ব্যক্তিটি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত (প্রথম দলের) একজন হয়ে থাকে,

৮৯. তাহলে (তার জন্যে) থাকবে আরাম আয়েশ, উন্নত মানের আহার্য ও নেয়ামতে ভরপুর (এক চিরন্তন) জান্নাত।

৯০. আর যদি সে হয় ডান পাশের (দ্বিতীয় দলের) কেউ,

৯১. তাহলে (তাকে এই বলে অভিনন্দন জানানো হবে,) তোমার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শান্তি (আর শান্তি, কারণ), তুমি তো (ছিলে) ডান পাশেরই (একজন);

৯২. আর যদি সে হয় (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্ট দলের কেউ

৯৩. তাহলে ফুটন্ত পানি দ্বারা (তার) আপ্যায়ন করা হবে,

৯৪. এবং সে জাহান্নামের (কঠিন) আগুনে উপনীত হবে।

৯৫. নিশ্চয়ই এ হচ্ছে এক অমোঘ সত্য (ঘটনা)।

৯৬. অতএব (হে নবী,) তুমি তোমার মহান মালিকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করো।

সূরা আল হাদীদ

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ২৯, রুকু ৪

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

১. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা এবং মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

২. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁরই জন্যে, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, তিনি সব কিছুর ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতাবান।

৩. তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

৪. তিনি হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তার আরশে সমাসীন হন; তিনি জানেন যা কিছু এ ভূমির ভেতরে প্রবেশ করে, (আবার) যা কিছু ভূমি থেকে বেরিয়ে আসে, আসমান থেকে যা বর্ষিত হয় (তা যেমন তিনি জানেন আবার) আসমানের দিকে যা কিছু ওঠে তাও (তিনি অবগত আছেন); তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন; তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছেন।

৫. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যে, প্রতিটি বিষয়কে তাঁর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৬. তিনি রাতকে মিশিয়ে দেন দিনের সাথে, (আবার) দিনকে মিশিয়ে দেন রাতের সাথে; তিনি মনের (কোণে লুকিয়ে থাকা) বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত রয়েছেন।

৭. (হে মানুষ,) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের ওপর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদের অধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে (তাঁরই পথে) তোমরা ব্যয় করো; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং (আল্লাহর নির্ধারিত পথে) অর্থ ব্যয় করবে, জেনে রেখো, তাদের জন্যে (রয়েছে) এক মহাপুরস্কার।

৮. তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর ওপর ঈমান আনছো না? (বিশেষ করে) যখন (স্বয়ং আল্লাহর) রাসূল তোমাদের ডাক দিয়ে বলছেন, তোমরা তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান আনো এবং তিনি তো (এ মর্মে) তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলেন, যদি তোমরা সত্যিই ঈমানদার হও (তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করো)।

৯. তিনিই সে মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দার ওপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন, যেন তিনি তোমাদের (এর দ্বারা জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে নিতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু ও একান্ত করুণাময়।

১০. তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে চাও না, অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুর মালিকানা তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই রকম (মর্যাদার অধিকারী) হবে না, যারা বিজয় সাধিত হওয়ার আগে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং (ময়দানেও) সংগ্রাম করেছে; তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় অনেক বেশী যারা বিজয় সাধিত হবার পর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করেছে এবং জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছে; (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকেই উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাংগভাবে জ্ঞাত রয়েছেন।

১১. কে আছে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ঋণ দেবে (এমন) উত্তম ঋণ, (যার বিনিময়) আল্লাহ তায়ালা (পরকালে) তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্যে (থাকবে আরো) বড়ো ধরনের পুরস্কার,

১২. যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলাদের এগিয়ে যেতে দেখতে পাবে (দেখবে) তাদের সামনে দিয়ে এবং তাদের ডান পাশ দিয়ে নুরের এক জ্যোতিও এগিয়ে চলেছে, (এ সময় তাদের উদ্দেশে বলা হবে), আজ সুসংবাদ তোমাদের জন্যে (আর সে সুসংবাদটি হচ্ছে) জান্নাতের, যার পাদদেশ দিয়ে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, সেখানে (তোমরা) অবস্থান করবে অনন্তকাল ধরে; আর এটা হচ্ছে চরম সাফল্য,

১৩. সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীরা ঈমানদারদের বলবে, তোমরা আমাদের দিকে একটু তাকাও, যাতে করে আমরা তোমাদের নুর থেকে কিছুটা হলেও আলো গ্রহণ করতে পারি, তাদের বলা হবে, তোমরা (আজ) পেছনে ফিরে যাও এবং (পারলে সেখানে গিয়ে) আলোর সন্ধান করো; অতঃপর এদের (উভয়ের) মাঝখানে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, এতে একটি দরজাও থাকবে; যার ভেতরের দিকে থাকবে (আল্লাহর) রহমত, আর তার বাইরের দিকে থাকবে (ভয়াবহ) আযাব;

১৪. তখন মোনাফেক দল ঈমানদারদের ডেকে বলবে, আমরা কি (দুনিয়ার জীবনে) তোমাদের সাথী ছিলাম না; তারা বলবে, হ্যাঁ (অবশ্যই ছিলে), তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের (গোমরাহীর বিপদে) বিপদগ্রস্ত করে দিয়েছিলে, তোমরা (সব সময় সুযোগের) অপেক্ষায় থাকতে, (নানা রকমের) সন্দেহ পোষণ করতে, (আসলে দুনিয়ার) মোহ তোমাদের সব সময়ই প্রতারিত করে রাখছিলো, আর এভাবে একদিন (তোমাদের ব্যাপারে) আল্লাহর (পক্ষ থেকে মৃত্যুর) ফয়সালা এসে হাযির হলো এবং সে (প্রতারক শয়তান) তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কেও ধোঁকায় ফেলে রেখেছিলো।

১৫. অতঃপর আজ (আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে) তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, আর না তাদের কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে; (আজ) তোমাদের (উভয়ের) ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন; (আর এ) আগুনই হবে (এখানে) তোমাদের (একমাত্র) সাথী; কতো নিকৃষ্ট তোমাদের (এ) পরিণাম!

১৬. ঈমানদারদের জন্যে এখনো কি সে ক্ষণটি এসে পৌঁছুয়নি যে, আল্লাহর (আযাবের) স্মরণে, আল্লাহ তায়ালা যে সঠিক (কেতাব) নাযিল করেছেন তার স্মরণে তাদের অন্তরসমূহ বিগলিত হয়ে যাবে এবং সে (কখনোই) তাদের মতো হবে না, যাদের কাছে এর আগে আল্লাহর কেতাব নাযিল করা হয়েছিলো, অতঃপর তাদের ওপর এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলো, যার ফলে তাদের মনও কঠিন হয়ে গেলো; এদের মধ্যে এক বিরাট অংশই না-ফরমান (থেকে গেলো)।

১৭. তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালাই এ ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্যই আমি (আমার) যাবতীয় নির্দশন তোমাদের জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।

১৮. যেসব পুরুষ ও নারী (অকাতরে আল্লাহর পথে) দান করে এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করে, তাদের (সে ঋণ) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে, (উপরন্তু) তাদের জন্যে (থাকবে আরো) সম্মানজনক পুরস্কার।

১৯. আর যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে তাঁর রসুলের ওপর, তারাই হচ্ছে যথার্থ সত্যবাদী, যারা তাদের মালিকের সামনে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে, তাদের সবার জন্যে (রয়েছে) তাদের (মালিকের পক্ষ থেকে) পুরস্কার এবং তাদের নিজেদের নুর (-ও, যা তাদের সাফল্যের প্রমাণ বহন করবে, অপরদিকে), যারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা।

২০. তোমরা জেনে রাখো, এ পার্থিব জীবন খেলাধূলা, (হাসি) তামাশা জাঁকজমক (প্রদর্শন), পরস্পর অহংকার প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়ানোর চেষ্টা সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়; (সমগ্র বিষয়টা) যেন আকাশ থেকে বর্ষিত (এক পশলা) বৃষ্টি, যার (উৎপাদিত) ফসলের সমাহার কৃষকের মনকে খুশীতে ভরে দেয়, অতঃপর (একদিন) তা শুকিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে তুমি দেখতে পাও, তা হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করেছে, তারপর তা (অর্থহীন) খড়কুটায় পরিণত হয়ে যায়, (কাফেরদের জন্যে পার্থিব জীবনের চেষ্টা সাধনা এমনি এক অর্থহীন কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়); আর পরকালের জীবনে (তাদের জন্যে থাকবে) কঠোর আযাব এবং (ঈমানদারদের জন্যে থাকবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাঁর) ক্ষমা ও সন্তুষ্টি; (সত্যি কথা হচ্ছে,) দুনিয়ার এ জীবন কতিপয় ধোকা প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছুই নয়।

২১. (অতএব, এ সব অর্থহীন প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে) তোমরা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সেই (প্রতিশ্রুত) ক্ষমা ও চিরন্তন জান্নাত পাওয়ার জন্যে এগিয়ে যাও, (এমন জান্নাত) যার আয়তন আসমান যমীনের সমান প্রশস্ত, তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সেসব মানুষদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর (পাঠানো) রসুলের ওপর ঈমান এনেছে;(মূলত) এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এক অনুগ্রহ, যাকে তিনি চান তাকেই তিনি এ অনুগ্রহ প্রদান করেন; আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহা অনুগ্রহশীল।

২২. (সামগ্রিকভাবে গোটা) দুনিয়ার ওপর কিংবা (ব্যক্তিগতভাবে) তোমাদের ওপর যখনি কোনো বিপর্যয় আসে, তাকে অস্তিত্ব দান করার (বহু) আগেই (তার বিবরণ একটি গ্রন্থে লেখা থাকে, আর আল্লাহ তায়ালার জন্যে এ কাজ অত্যন্ত সহজ,

২৩. (আগেই লিখে রাখার এ ব্যবস্থাটি এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু (সুযোগ সুবিধা) হারিয়ে গেছে তার জন্যে তোমরা আফসোস না করো এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশী হর্ষোৎফুল্ল না হও; আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের ভালোবাসেন না যারা ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে,

২৪. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও ভালোবাসেন না) যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, আবার অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ দেয়; যে ব্যক্তি (জেনে বুঝে আল্লাহর হুকুম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তার জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি মহান প্রশংসায় প্রশংসিত।

২৫. আমি অবশ্যই আমার রাসূলদের কতিপয় সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ (মানুষদের কাছে) পাঠিয়েছি এবং আমি তাদের সাথে কেতাব পাঠিয়েছি, আরো পাঠিয়েছি (আমার পক্ষ থেকে এক) ন্যায়দন্ড, যাতে করে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের ওপর কায়েম থাকতে পারে, তাদের জন্যে আমি লোহা নাযিল করেছি, যার মধ্যে (একদিকে যেমন রয়েছে) বিপুল শক্তি, (অন্য দিকে রয়েছে) মানুষের বহুবিধ উপকার, এর মাধ্যমে (মূলত) আল্লাহ তায়ালা জেনে নিতে চান কে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলদের না দেখেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে; আল্লাহ তায়ালা প্রচন্ড শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।

২৬. আমি নুহ ও ইবরাহীমকে আমার রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে আমি নবুওত ও কেতাব (প্রেরণের ব্যবস্থা করে) রেখেছি, অতঃপর তাদের মাঝে কিছু কিছু লোক সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, (অবশ্য) তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো না-ফরমান।

২৭. তারপর (তাদের বংশে) একের পর এক আমি অনেক রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাদের পরে (এক পর্যায়ে) আমি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে (রাসূল বানিয়ে) পাঠিয়েছি এবং তাকে আমি (হেদায়াতের গ্রন্থ) ইঞ্জিল দান করেছি, (এর প্রতিষ্ঠায়) যারা তার আনুগত্য করেছে তাদের মনে (তার প্রতি) দয়া ও করুণা দান করেছি; (তার অনুসারীদের অনুসৃত) সন্ন্যাসবাদ! (আসলে) তারা নিজেরাই এর উদ্ভব ঘটিয়েছে, আমি কখনো এটা তাদের জন্যে নির্ধারণ করিনি, (আমি তাদের শুধু বলেছিলাম) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে, অতঃপর তারা এর যথাযথ হক আদায় করেনি, তারপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের আমি (যথার্থ) পুরস্কার দিয়েছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো না-ফরমান।

২৮. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তাঁর প্রেরিত রসুলের ওপর ঈমান আনো, এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দ্বিগুণ অনুগ্রহে ভূষিত করবেন, তিনি তোমাদের জন্যে স্থাপন করবেন সেই আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলতে সক্ষম হবে, (উপরন্তু) তিনি তোমাদের (যাবতীয় গুনাহ খাতা) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু,

২৯. আহলে কেতাবরা যেন একথাটা (ভালো করে) জেনে নিতে পারে, আল্লাহ তায়ালার সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও তাদের কোনো অধিকার নেই, যাবতীয় অনুগ্রহ! সে তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালারই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই এ অনুগ্রহ দান করেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সুমহান অনুগ্রহশীল।

সুরা আল মোজাদালাহ

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ২২, রুকু ৩

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১. (হে রসূল,) তার কথা আল্লাহ তা'আলা (যথার্থই) শুনেছেন, যে (মহিলা) তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিলো এবং (নিজের অসুবিধার জন্যে) আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করে যাচ্ছিলো, (আসলে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়ের কথাবার্তাই শুনছেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন।

২. তোমাদের মধ্যে যারা (তাদের মায়েদের শরীরের কোনো অংশের সাথে তুলনা করে) নিজ স্ত্রীদের সাথে যেহার' করে (তাদের জেনে রাখা উচিত), তাদের স্ত্রীরা কিন্তু কখনো তাদের মা নয়; মা তো হচ্ছে তারা, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে; (এ কাজ করে) তারা মূলত) অন্যায় ও মিথ্যা কথাই বলে; (তারপরও) আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন (মানুষের) গুনাহ মোচনকারী ও পরম ক্ষমাশীল।

৩.যারা (এভাবে) তাদের স্ত্রীদের সাথে যেহার' করে, অতঃপর (অনুতপ্ত হয়ে) যা কিছু বলে ফেলেছে তা থেকে ফিরে আসতে চায় (তাদের জন্যে বিধান হচ্ছে), তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার পুর্বে একটি দাসের মুক্তি দান করা; এ (বিধানে)-র মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের করণীয় কি তা বলে দিচ্ছেন, (কেননা) তোমরা যা করো আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত রয়েছেন।

৪. যে ব্যক্তি (মুক্তিদানের জন্যে কোনো দাস) পাবে না (তার বিধান হচ্ছে), তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একাধারে দু'মাসের রোযা পালন (করা, স্বাস্থ্যগত কারণে) যে ব্যক্তি (রোযা রাখার) সামর্থ রাখবে না (তার বিধান হচ্ছে), ষাট জন মেসকীনকে (পেট ভরে) খাওয়ানো; এ বিধান এ জন্যেই (তোমাদের দেয়া হচ্ছে) যেন তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনো; (মনে রাখবে, যেহারের' ব্যাপারে) এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, যারা (এ সীমা) অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৫. যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের তেমনিভাবে অপদস্থ করা হবে, যেমনি করে তাদের আগে (বিদ্রোহী) লোকদের অপদস্থ করা হয়েছিলো, আমি তো আমার সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করে দিয়েছি; যারা (এসব আয়াত) অস্বীকার করে তাদের জন্যে অবশ্যই অপমানকর শাস্তি থাকবে,

৬. যেদিন আল্লাহ তা’আলা এদের সবাইকে পুনরায় জীবন দান করবেন তখন তাদের সবাইকে তিনি বলে দেবেন তারা কি করে এসেছে; আল্লাহ তা’আলা সে কর্মকান্ডের পুংখানুপুংখ হিসাব রেখেছেন, অথচ তারা নিজেরা সে কথা ভুলে গেছে; (সেদিন) আল্লাহ তা’আলা নিজেই তাদের সব কয়টি কাজের সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

৭. তুমি কি কখনো এটা অনুধাবন করো না যে, আসমানসমুহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা’আলা তা সবই জানেন; কখনো এমন হয় না যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন সলাপরামর্শ হয় এবং (সেখানে) চতুর্থ' হিসেবে আল্লাহ তা’আলা উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ জনের মধ্যে (কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যেখানে) ষষ্ঠ' হিসেবে তিনি থাকেন না, (এ সলা পরামর্শকারীদের সংখ্যা) তার চাইতে কম হোক কিংবা বেশী, তারা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তা’আলা সব সময়ই তাদের সাথে আছেন, অতঃপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা তাদের (সবাইকে) বলে দেবেন তারা কি কাজ করে এসেছে; আল্লাহ তা’আলা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন।

৮. তুমি কি তাদের লক্ষ্য করো না, যাদের (আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রসূল সম্পর্কে কোনো) গোপন কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিলো; (কিন্তু) তারা (ঠিক) তারই পুনরাবৃত্তি করলো যা করতে তাদের বারণ করা হয়েছিলো, তারা একে অপরের সাথে সুস্পষ্ট গুনাহের কাজ, মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও রসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে কানাঘুষা করতে লাগলো, (অথচ) এরা যখন তোমার সামনে আসে তখন তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন জানায়, যা দিয়ে আল্লাহ তা’আলা ও তোমাকে অভিবাদন জানান না, (আর এ সব প্রতারণার সময়) ওরা মনে মনে বলে, আমরা যা বলছি তার জন্যে আল্লাহ তা’আলা আমাদের কোনো প্রকার শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?(তুমি তাদের বলো,) জাহান্নাম তাদের (শাস্তির) জন্যে যথষ্টে, তার আগুনে (পুড়ে) তারাই দগ্ধ হবে, কতো নিকৃষ্ট (হবে সেই) বাসস্থান।

৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন একে অপরের সাথে গোপনে কোনো কথা বলো, তখন কখনো কোনো পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের বিরোধিতা সম্পর্কিত কথা বলো না; বরং গোপনে কিছু বলতে হলে (সেখানে) একে অপরকে ভালো কাজ ও (আল্লাহকে) ভয় করার কথাই বলো; (সর্বোপরি) সে সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর সামনে (একদিন) তোমাদের (সবাইকে) সমবেত করা হবে।

১০. (আসলে এদের) গোপন সলাপরামর্শ তো হচ্ছে একটা শয়তানী প্ররোচনা, যার (একমাত্র) উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদার লোকদের কষ্ট দেয়া (অথচ এরা জানে না), আল্লাহ তা’আলা র ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা ঈমানদারদের বিন্দুমাত্রও কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; (তাই) ঈমানদারদের উচিত (হামেশা) আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা।

১১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন মজলিসসমুহে (একটু নড়েচড়ে) জায়গা প্রশস্ত করে দিতে তোমাদের বলা হয়, তখন তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দিও, (তাহলে) আল্লাহ তা’আলা ও তোমাদের

জন্যে (জান্নাতে) এভাবে জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন, (আবার) কখনো যদি (জায়গা ছেড়ে) ওঠে দাঁড়াতে বলা হয়, তাহলে ওঠে দাঁড়িয়ে যেও, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কেয়ামতের দিন তাদের মহামর্যাদা দান করবেন; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা'আলা সে ব্যাপারে পূর্ণ খবর রাখেন৷

১২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যদি কখনো রসূলের সাথে একাকী কোনো কথা বলতে চাও, তাহলে (অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা নিয়ন্ত্রনের কৌশল হিসেবে) তোমরা কিছু দান (সাদাকা) আদায় করে নেবে; এটা তোমাদের (সবার) জন্যে মংগলজনক ও (রসূলের মজলিসের পরিবেশ নিয়ন্ত্রনে রাখার একটি) পবিত্রতম পন্থা, অবশ্য সাদাকা আদায় করার মতো তোমরা যদি কিছু না পাও তাহলে (দুশ্চিন্তা করো না, কেননা,) আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু৷

১৩. তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সাদাকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা দ্বারা তোমাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাকো এবং (সর্বকাজে সর্ববিষয়ে) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে থাকো; তোমরা যা করছো আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন৷

১৪. (হে নবী,) তুমি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনো লক্ষ্য করোনি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব পাতায় যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দিয়েছেন; এ (সুযোগসন্ধানী) লোকেরা যেমন তোমাদের আপন নয়, (তেমনি) তারাও ওদের আপন নয়, এরা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা শপথ করে৷

১৫. আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে (জাহান্নামের) কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন; তারা যে কাজ করছে তা সত্যিই এক (জঘন্য) অপরাধের কাজ ৷

১৬. তারা তাদের (মিথ্যা) শপথগুলোকে (নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়) ঢাল বানিয়ে নিতো, অতঃপর তারা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো, অতএব তাদের জন্যে (রয়েছে) এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি৷

১৭. আল্লাহ তা'আলা র (শাস্তির) কাছ থেকে (তাদের বাঁচানোর জন্যে) সেদিন তাদের ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি কোনোটাই কোনো কাজে আসবে না; তারা তো দোযখেরই বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে৷

১৮. যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন (আশ্চর্য! সেদিনও) তারা তাঁর সামনে (এ মিথ্যা) শপথ (করে দায়িত্বমুক্তির চেষ্টা) করবে, যেমনি করে তারা (আজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে) তোমাদের সাথে মিথ্যা শপথ করছে, তারা ভাববে, (দুনিয়ার মতো সেখানেও বুঝি এর

মাধ্যমে) কিছু উপকার পাওয়া যাবে; (হে রসূল,) তুমি (এদের থেকে) সাবধান থেকো, এরা কিন্তু মিথ্যাচারী।

১৯. (আসলে) শয়তান এদের ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে, শয়তান এদের আল্লাহর স্মরণ (সম্পূর্ণ) ভুলিয়ে দিয়েছে; এরা হচ্ছে শয়তানের দল; (হে রসূল,) তুমি জেনে রাখো, শয়তানের দলের ধ্বংস অনিবার্য।

২০. যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অবশ্যই সেদিন চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২১. আল্লাহ তা'আলা তো (এ) সিদ্ধান্ত (জানিয়েই) দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়ী হবো,' নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

২২. (হে রসূল,) আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এমন কোনো সম্প্রদায়কে তুমি কখনো পাবে না যে, তারা এমন লোকদের ভালোবাসে যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি সে (আল্লাহবিরোধী) লোকেরা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই কিংবা নিজেদের জাতি গোত্রের লোকও হয় (তবুও নয়); এ (আপসহীন) ব্যক্তিরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমান (এর ফয়সালা) এঁকে দিয়েছেন এবং নিজস্ব গায়বী মদদ দিয়ে তিনি (এ দুনিয়ায়) তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন; কেয়ামতের দিন তিনি তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে; (সর্বোপরি) আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর প্রসন্ন হবেন এবং তারাও (সেদিন) তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবে; এরাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা র নিজস্ব বাহিনী, আর হ্যাঁ, আল্লাহর বাহিনীই (শেষতক) কামিয়াব হয়।

সুরা আল হাশর

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ২৪, রুকু ৩

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১. আসমানসমুহ ও যমীনে যা কিছু আছে তারা সবাই আল্লাহ তা'আলা র (পবিত্রতা ও) মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

২. তিনি হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি আহলে কেতাবদের মাঝে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদের প্রথম নির্বাসনের দিনেই তাদের নিজ বাড়িঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন; (অথচ) তোমরা তো (কখনো) কল্পনাও করোনি যে, ওরা (কোনোদিন এ শহর থেকে) বেরিয়ে যাবে (তারা নিজেরাও চিন্তা করেনি), তারা (তো বরং) ভেবেছিলো, তাদের দুর্ভেদ্য দূর্গগুলো তাদের আল্লাহ তা'আলা (-র বাহিনী) থেকে বাঁচিয়ে দেবে, কিন্তু এমন এক দিক থেকে আল্লাহর পাকড়াও এসে তাদের ধরে ফেললো, যা ছিলো তাদের কল্পনার বাইরে, আল্লাহর সে পাকড়াও তাদের অন্তরে প্রচন্ড ভীতির সঞ্চার করলো, ফলে তারা নিজেদের হাত দিয়েই এবং (কিছু কিছু ক্ষেত্রে) মোমেনদের হাত দিয়ে নিজেদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিলো, অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা, (এসব ঘটনা থেকে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

৩. যদি আল্লাহ তা'আলা ওদের ওপর নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত বসিয়ে না দিতেন, তাহলে (আগের জাতিসমুহের মতো) তিনি তাদের এ দুনিয়ায় (রেখে)-ই কঠোর শাস্তি দিতে পারতেন; (অবশ্য) তাদের জন্যে পরকালে জাহান্নামের আগুন তো (প্রস্তুত) রয়েছেই।

৪. (ওটা) এজন্যেই (রাখা হয়েছে) যে, তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের (সুস্পষ্ট) বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো, আর যে কেউই আল্লাহর বিরোধিতা করে (তার জানা উচিত), আল্লাহ তা'আল শাস্তিদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর।

৫. (এ সময়) তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছো এবং যেগুলো (না কেটে) তার মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো (তা অসংগত ছিলো না, বরং); তা ছিলো সমপূর্ণ আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই, (আর আল্লাহ তা'আলা অনুমতি এ কারণেই দিয়েছেন), যেন তিনি এ দ্বারা না-ফরমানদের অপমানিত করতে পারেন।

৬. (এ ঘটনার ফলে) আল্লাহ তা'আলা যেসব ধন সম্পদ তাদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রসূলকে দিয়েছেন (তা ছিলো তাঁরই একান্ত অনুগ্রহ), তোমরা তো এ (গুলো পাওয়া)-র জন্যে কোনো ঘোড়ায় কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ (করে যুদ্ধ) করোনি, (আসলে) আল্লাহ তা'আলা যার ওপর চান তার ওপরই তাঁর রসূলকে কর্তৃত্ব প্রদান করে থাকেন; আর আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ের ওপরই শক্তিমান।

৭. আল্লাহ তা'আলা (ধন সম্পদের) যা কিছু (সেই) জনপদের মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রসূলকে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, রসূলের জন্যে, (রসূলের) আত্মীয় স্বজন, এতীম মেসকীন ও পথচারীদের জন্যে, (সম্পদ তোমরা এমনভাবে বন্টন করবে) যেন তা (কেবল) তোমাদের (সমাজের) বিত্তশালী লোকদের মাঝেই আবর্তিত না হয় এবং (আল্লাহর) রসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং সে যা কিছু নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো, আল্লাহ তা'আলা কেই ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।

৮. (এ সম্পদ) সেসব অভাবগ্রস্ত মোহাজেরদের জন্যে, যাদের (আল্লাহর ওপর ঈমানের কারণেই) নিজেদের ভিটেমাটি ও সহায় সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে, অথচ এ লোকগুলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টিই হাসিল করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের সাহায্য সহযোগিতায় তৎপর থাকে; (মূলত) এ লোকগুলোই হচ্ছে সত্যাশ্রয়ী,

৯. (এ সম্পদে তাদেরও অংশ রয়েছে) যারা মোহাজেরদের আগমনের আগ থেকেই এ (জনপদ)-কে (নিজেদের) নিবাস বানিয়েছিলো এবং যারা (এদের আসার) আগেই ঈমান এনেছিলো, তারা ওদের অত্যন্ত ভালোবাসে যারা হিজরত করেছে, (রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের (মোহাজের সাথীদের) যা কিছু দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের অন্তরে তার কোনো রকমের প্রয়োজন অনুভব করে না, (শুধু তাই নয়), তারা তাদের (মোহাজের সাথীদের) প্রয়োজনকে সর্বদাই নিজেদের (প্রয়োজনের) ওপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদের নিজেদেরও (অনেক) অভাবগ্রস্ততা রয়েছে, (আসলে) যাদের মনের কার্পণ্য (ও সংকীর্ণতা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তারাই হচ্ছে সফলকাম,

১০. (সে সম্পদ তাদের জন্যেও,) যারা তাদের (মোহাজের ও আনসারদের) পরে এসেছে, এরা (সব সময়ই) বলে, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের আগে আমাদের যে ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তুমি তাদেরও মাফ করে দাও এবং আমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো রকম হিংসা বিদ্বেষ রেখো না, হে আমাদের মালিক, তুমি অনেক মেহেরবান ও পরম দয়ালু।

১১. (হে রসূল,) তুমি কি সেসব মোনাফেকদের (আচরণ) লক্ষ্য করোনি, যারা তাদের কাফের আহলে কেতাব' ভাইদের বলে, যদি তোমাদের (কখনো এ জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা দেখিয়ে এখান থেকে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনো অন্য কারো আনুগত্য করবো না, আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া

হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা(নিজেই) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এরা নিঃসন্দেহে কপট মিথ্যাবাদী।

১২. (সত্য কথা হচ্ছে,) যদি তাদের বের করেই দেয়া হয়, তাহলে এরা (কখনো) তাদের সাথে বের হবে না; আবার (যুদ্ধে) আক্রান্ত হলে এরা তাদের (কোনো প্রকার) সাহায্যও করবে না, যদি এরা তাদের সাহায্য করেও, তবুও (নিঃসন্দেহে) এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতঃপর এ লোকদের আর (কোনো উপায়েই) কোনো সাহায্য করা হবে না।

১৩.(আসলে) এদের অন্তরে আল্লাহর চাইতে তোমাদের ভয় বেশী বড়ো হয়ে বসে আছে; (এর কারণ হচ্ছে,) এরা এমন একটি জাতি, যারা (আসল কথাই) বুঝতে পারে না।

১৪. এরা কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়েও তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসবে না, (যদি করেও তা করবে) অবশ্য কোনো সুরক্ষিত জনপদের ভেতর বসে, অথবা (নিরাপদ) পাচিলের আড়ালে থেকে; (আসলে) তাদের নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা খুবই মারাত্মক; তুমি তো এদের মনে করো এরা বুঝি ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু (মোটেই তা নয়,) এদের অন্তর হচ্ছে শতধা বিচ্ছিন্ন, কেননা এরা হচ্ছে নির্বোধ সম্প্রদায়,

১৫. এদের অবস্থাও সেই আগের লোকদের মতো; যারা মাত্র কিছু দিন আগে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম (হিসেবে বিতাড়িত হবার) শাস্তি ভোগ করেছে, (তাছাড়া পরকালেও) এদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে,

১৬. এদের (আরেকটি) তুলনা হচ্ছে শয়তানের মতো, শয়তান এসে যখন মানুষদের বলে, (প্রথমে) আল্লাহকে অস্বীকার করো, অতঃপর (সত্যিই) যখন সে (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তখন (মুহূর্তেই) সে (বোল পাল্টে ফেলে এবং) বলে, আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি (নিজে) সৃষ্টিলোকের মালিক আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করি।

১৭. অতঃপর (শয়তান ও তার অনুসারী) এ দু'জনের পরিণাম হবে জাহান্নাম, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে; আর এটাই হচ্ছে যালেমদের শাস্তি!

১৮. (হে মানুষ), তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করো, (তোমাদের) প্রত্যেকেরই উচিত (একথাটি) লক্ষ্য করা যে, আগামীকাল (আল্লাহর সামনে পেশ করার) জন্যে সে কি (আমলনামা) পেশ করতে যাচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; অবশ্যই তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ণাংগ খবর রাখেন।

১৯. তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে) আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং এর ফলে আল্লাহ তা'আলা ও তাদের (নিজ নিজ অবস্থা) ভুলিয়ে দিয়েছেন; (আসলে) এরা হচ্ছে (আল্লাহর) না-ফরমান|

২০. জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীরা কখনো এক হতে পারে না; (কেননা) জান্নাতবাসীরাই সফলকাম|

২১. আমি যদি এ কোরআনকে কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি (অবশ্যই) তাকে দেখতে, কিভাবে তা বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে| আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্যে এ কারণেই বর্ণনা করছি, যেন তারা (কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করতে পারে|

২২. তিনিই আল্লাহ তা'আলা , তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, দেখা-অদেখা সব কিছুই তাঁর জানা, তিনি দয়াময়, তিনি করুণাময়|

২৩. তিনিই আল্লাহ তা'আলা , তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পুত পবিত্র, তিনি শান্তি (দাতা), তিনি বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মাহাত্মের একক অধিকারী; তারা যেসব (ব্যাপারে আল্লাহর সাথে) শেরেক করছে, আল্লাহ তা'আলা সেসব কিছু থেকে অনেক পবিত্র|

২৪. তিনি আল্লাহ তা'আলা , তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সব কিছুর রূপকার তিনি, তাঁর জন্যেই (নিবেদিত) সকল উত্তম নাম; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (যেখানে) যা কিছু আছে তার সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়|

সূরা আল মোমতাহেনা

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ১৩, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (কখনো) আমার ও তোমাদের দুশমনদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (এটা কেমন কথা যে) তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছো, (অথচ) তোমাদের কাছে যে সত্য (দ্বীন) এসেছে তারা তা অস্বীকার করছে, তারা আল্লাহর রসূল এবং তোমাদের (তোমাদের জন্মভূমি থেকে) বের করে দিচ্ছে শুধু এ কারণে, তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো; যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জেহাদ ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (ঘরবাড়ি থেকে) বেরিয়ে থাকো, তাহলে কিভাবে তোমরা চুপে চুপে তাদের সাথে (আবার) বন্ধুত্ব পাতাতে পারো! তোমরা যে কাজ গোপনে করো আর যে কাজ প্রকাশ্যে করো আমি তা সম্যক অবগত আছি; তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশমনদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব গড়ার) এ কাজটি করে, তাহলে (বুঝতে হবে) সে (দ্বীনের) সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

২. অথচ এরা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে এরা তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে (শুধু তাই নয়), এরা নিজেদের হাত ও কথা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, (আসলে) এরা তো এটাই চায় যে, তোমরাও তাদের মতো কাফের হয়ে যাও;

৩. কেয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান সন্ততি তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে বিচার ফয়সালা করে দেবেন; তোমরা যা করো আল্লাহ তা'আলা তার সব কিছুই দেখেন।

৪. তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের (ঘটনার) মাঝে রয়েছে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ, যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে উপাসনা করো তাদের সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের এ সব দেবতাদের অস্বীকার করি। (একারণে) আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্যে এক শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো যতোদিন তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা কে মাবুদ (বলে) স্বীকার না করবে, কিন্তু (এ ব্যাপারে) ইবরাহীমের পিতার উদ্দেশে বলা এ কথাটি (ব্যতিক্রম, যখন সে বলেছিলো), আমি তোমার জন্যে (আল্লাহর দরবারে) অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো, অবশ্য আল্লাহর কাছে থেকে (ক্ষমা আদায় করার) আমার কোনোই এখতিয়ার নেই; (ইবরাহীম ও তার অনুসারীরা বললো,) হে

আমাদের মালিক, আমরা তো কেবল তোমার ওপর ভরসা করেছি এবং আমরা তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং (আমাদের) তো তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।

৫. হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের (জীবনকে) কাফেরদের নিপীড়নের নিশানা বানিয়ো না, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী।

৬. তাদের (জীবন চরিত্রের) মাঝে অবশ্যই তোমাদের জন্যে এবং সে লোকের জন্যে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং শেষ বিচারের দিনে কিছু পাবার আশা করে; আর যদি কেউ আল্লাহ তা'আলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সকল প্রশংসার মালিক।

৭. এটা অসম্ভব কিছু নয়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এবং যাদের সাথে আজ তোমাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের মাঝে (একদিন) বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন; আল্লাহ তা'আলা তো (সবই) করতে পারেন; আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৮. যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং কখনো তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে ও তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তা'আলা কখনো নিষেধ করেন না; অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

৯. আল্লাহ তা'আলা কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং (একই কারণে) তোমাদের তারা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং তোমাদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, (এর পরও) যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা অবশ্যই যালেম।

১০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন কোনো ঈমানদার নারী হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে, তখন তোমরা তাদের (ঈমানের ব্যাপারটা ভালো করে) পরখ করে নিয়ো; (যদিও) তাদের ঈমানের বিষয়টা আল্লাহ তা'আলা ই ভালো জানেন, অতঃপর একবার যদি তোমরা জানতে পারো তারা (আসলেই) ঈমানদার, তাহলে কোনো অবস্থায়ই তাদের তোমরা কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না; কারণ (যারা ঈমানদার নারী) তারা তাদের (কাফের স্বামীদের) জন্যে (আর কোনো অবস্থায়ই) হালাল' নয় এবং (যারা কাফের) তারাও তাদের (ঈমানদার স্ত্রীদের) জন্যে হালাল নয়; (তবে এমন হলে) তোমরা তাদের (আগের স্বামীদের দেয়া) মোহরানার অংশ ফেরত দিয়ে দিয়ো; অতঃপর তোমরা (কেউ) যদি তাদের বিয়ে করো, তাহলে এতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না, অবশ্য তোমাদের (এ জন্যে) তাদের মোহর আদায় করে দিতে হবে; (একইভাবে) তোমরাও কাফের নারীদের সাথে (দাম্পত্য) সম্পর্ক বজায় রেখো না, (এ ক্ষেত্রে) তোমরা তাদের যে মোহর দিয়েছো তা তাদের থেকে চেয়ে নাও, একই নিয়মে (যারা কাফের স্বামী) তারা তাদের (মুসলমান স্ত্রীদের) যে

মোহর দিয়েছে তাও ফেরত চেয়ে নেবে; এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান; এভাবেই তিনি তোমাদের মাঝে (এ বিষয়টির) ফয়সালা করে দিয়েছেন; আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও পরম কুশলী।

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায় (পরে যখন সুযোগ আসবে), তখন যারা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদের তারা যে পরিমাণ মোহর দিয়েছে তোমরাও তার সমপরিমাণ মোহর আদায় করে দেবে; তোমরা সে আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

১২. হে নবী, যখন কোনো ঈমানদার নারী তোমার কাছে আসবে এবং এই বলে তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করবে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজ হাত ও নিজ পায়ের মাঝখান সংক্রান্ত (বিষয় তথা অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের স্বামীর বলে দাবী করার) মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আসবে না এবং কোনো সৎকাজে তোমার না-ফরমানী করবে না, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো এবং তাদের (আগের কার্যকলাপের) জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহ তা'আলা যে জাতির ওপর গযব দিয়েছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে সেভাবেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফেররা (তাদের) কবরের সাথীদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে।

সুরা আস সাফ

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ১৪, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১. আসমানসমুহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর (পবিত্রতা ও) মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা এমন সব কথা বলো কেন যা তোমরা (নিজেরা) করো না।

৩. আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন সব কথা বলে বেড়াবে যা তোমরা করবে না!

৪. আল্লাহ তা'আলা তাদের (বেশী) পছন্দ করেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা এক শিশাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর।

৫. (মুসার ঘটনা স্মরণ করো,) যখন মুসা নিজের জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা এ কথা জানো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো একজন রসূল; অতঃপর লোকেরা যখন বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ করলো, তখন আল্লাহ তা'আলা ও তাদের মন বাঁকা করে দিলেন; আল্লাহ তা'আলা কখনো না-ফরমান লোকদের সঠিক পথের দিশা দেন না।

৬. (স্মরণ করো,) যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা তাদের বললো, হে বনী ইসরাঈলের লোকেরা, আমি তোমাদের কাছে পাঠানো আল্লাহর এক রাসুল, আমার আগের তাওরাত কেতাবে যা কিছু আছে আমি তার সত্যতা স্বীকার করি এবং তোমাদের জন্যে আমি হচ্ছি একজন সুসংবাদাতা, (তার একটি সুসংবাদ হচ্ছে), আমার পর এক রসূল আসবে, তার নাম আহমদ; অতঃপর (আজ) যখন সে (আহমদ সত্য সত্যিই) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে হাযির হলো তখন তারা বললো, এ হচ্ছে এক সুস্পষ্ট যাদু!

৭. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, (অথচ) তাকে ইসলামের দিকেই দাওয়াত দেয়া হচ্ছে; (মূলত) আল্লাহ তা'আলা কখনো সীমালংঘনকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

৮. এ লোকেরা মুখের ফুৎকারেই আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ তিনি তার এ নূর পরিপূর্ণ করে দিতে চান; তা কাফেরদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় হোক না কেন।

৯. তিনি তাঁর রসূলকে একটি স্পষ্ট পথনির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন সে (রসূল) একে দুনিয়ার (প্রচলিত) সব কয়টি জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে, তা মোশরেকদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় হোক না কেন!

১০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আমি কি তোমাদের এমন একটি (লাভজনক) ব্যবসার সন্ধান দেবো যা তোমাদের (মহাবিচারের দিনে) কঠোর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে!

১১. (হ্যাঁ, সে ব্যবসাটি হচ্ছে,) তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করবে; এটাই তোমাদের জন্যে ভালো, যদি তোমরা (কথাটা) বুঝতে পারতে,

১২. (ঠিকমতো একাজগুলো করতে পারলে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহসমুহ মাফ করে দেবেন এবং (শেষ বিচারের দিন) তোমাদের তিনি প্রবেশ করাবেন এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, (সর্বোপরি) তিনি তোমাদের আরো প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাসস্থলের সুন্দর ঘরসমুহে; আর এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড়ো সাফল্য,

১৩. আরো একটি (বড়ো ধরনের) অনুগ্রহ (রয়েছে) যা হবে তোমাদের একান্ত কাম্য (এবং তা হচ্ছে), আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য ও (ময়দানের) আসন্ন বিজয়; (যাও, তোমরা মোমেন বান্দাদের) এ সুসংবাদ দাও।

১৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা সবাই আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমনি করে মারইয়াম পুত্র ঈসা (তার) সংগী সাথীদের বলেছিলো, কে আছো তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) পথে আমার সাহায্যকারী? তারা বলেছিলো, হ্যাঁ, আমরা আছি আল্লাহর (পথের) সাহায্যকারী, অতঃপর বনী ইসরাঈলের একটি দল (সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার ওপর) ঈমান আনলো, আরেক দল (তা সম্পূর্ণ) অস্বীকার করলো, অতঃপর আমি (অস্বীকারকারী) দুশমনদের ওপর ঈমানদারদের সাহায্য করলাম, ফলে (যারা ঈমানদার) তারাই বিজয়ী হলো।

সুরা আল জুমুয়াহ

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ১১, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১. আসমানসমুহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত পবিত্র, তিনি মহাপরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।

২. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি (একটি) সাধারণ জনগোষ্ঠীর (নিরক্ষর লোকদের) মাঝে থেকে তাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের আল্লাহর আয়াতসমুহ পড়ে শোনাবে, তাদের জীবনকে পবিত্র করবে, তাদের (আসমানী) কেতাবের (কথা ও সে অনুযায়ী দুনিয়ায় চলার) কৌশল শিক্ষা দেবে, অথচ এ লোকগুলোই (রসূল আসার) আগে (পর্যন্ত) এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো,

৩. তাদের মধ্যকার সেসব ব্যক্তিও (গোমরাহীতে নিমজ্জিত), যারা এখনো (এসে) এদের সাথে মিলিত হয়নি; তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম কুশলী।

৪.(রসূল পাঠানো) এটা (মানুষদের ওপর) আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল।

৫. যাদের (আল্লাহর কেতাব) তাওরাত বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা কখনো এটা বহন করেনি, তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই গাধার মতো, যে (কেতাবের) বোঝাই শুধু বহন করলো (এর কিছুই বুঝতে পারলো না); তার চাইতেও নিকৃষ্ট উদাহরণ সে জাতির, যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করলো; আল্লাহ তা'আলা (এ ধরনের) যালেম জাতিকে হেদায়াত করেন না।

৬. (হে রসূল,) তুমি বলো, হে ইহুদীরা, যদি তোমরা মনে করে থাকো, অন্য সব লোক বাদে কেবল তোমরাই হচ্ছো আল্লাহর বন্ধু, তাহলে (আল্লাহর পুরস্কার পাওয়ার জন্যে) তোমরা মৃত্যু কামনা করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

৭. কিন্তু (সারা জীবন) এরা নিজেদের হাত দিয়ে যা করেছে (তার পরিণাম চিন্তা করে) এরা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না; আল্লাহ তা'আলা এ যালেমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

৮. (হে নবী,) তুমি এদের বলো, যে মৃত্যুর কাছ থেকে তোমরা আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছো, একদিন কিন্তু তোমাদের সে মৃত্যুর সামনা সামনি হতেই হবে, তারপর তোমাদের সে মহান আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে, যিনি মানুষের দেখা অদেখা যাবতীয় কিছু সম্পর্কেই জ্ঞান রাখেন, অতঃপর তিনি সেদিন তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন তোমরা দুনিয়ার জীবনে কি করে এসেছো।

৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, জুমুয়ার দিনে যখন তোমাদের নামাযের জন্যে ডাক দেয়া হবে তখন তোমরা (নামাযের মাধ্যমে) আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাও এবং (সে সময়ের জন্যে) কেনাবেচা ছেড়ে দাও, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা তা উপলব্ধি করো!

১০. অতঃপর যখন (জুমুয়ার) নামায শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা (কাজেকর্মে) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

১১. (আল্লাহ তা'আলা র এসব নির্দেশ সত্ত্বেও) এরা যখন কোনো ব্যবসায়িক কাজকর্ম কিংবা ক্রীড়াকৌতুক দেখতে পায়, তখন সেদিকে দ্রুত গতিতে দৌঁড়ায় এবং তোমাকে (নামাযে) একা দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে যায়; তুমি বলো, আল্লাহ তা'আলা র কাছে যা কিছু রয়েছে তা অবশ্যই খেলাধুলা ও বেচাকেনার চাইতে (বহুগুণে) উৎকৃষ্ট, (মূলত) আল্লাহ তা'আলা ই হচ্ছেন (তাঁর সৃষ্টির) সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

সূরা আল মোনাফেকুন

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ১১, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১. যখন মোনাফেকরা তোমার কাছে আসে, (তখন) তারা বলে (হে মোহাম্মদ), আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। (হ্যাঁ,) আল্লাহ তা'আলা জানেন তুমি নিঃসন্দেহে তাঁর রসূল; (কিন্তু) আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মোনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী,

২. এরা তাদের এ শপথকে (স্বার্থ উদ্ধারের একটা) ঢাল বানিয়ে রেখেছে এবং তারা (এভাবেই মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; কতো নিকৃষ্ট ধরনের কার্যকলাপ যা এরা করে যাচ্ছে!

৩. এটা এ কারণেই, এরা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, ফলে ওদের মনের ওপর সিল মেরে দেয়া হয়েছে, ওরা (আসলে) কিছুই বুঝতে পারছে না।

৪. তুমি যখন তাদের দিকে তাকাবে, তখন তাদের (বাইরের) দেহাবয়ব তোমাকে খুশী করে দেবে; আবার যখন তারা তোমার সাথে কথা বলবে তখন তুমি (আগ্রহভরে) তাদের কথা শোনবেও; কিন্তু (তারা ও তাদের সেই দেহের উদাহরণ হচ্ছে) যেমন দেয়ালে ঠেকানো কতিপয় (নিষ্প্রাণ) কাঠের টুকরো; (শুধু তাই নয়, তারা এতো ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যে,) প্রতিটি (বড়ো) আওয়াযকেই তারা মনে করে তাদের ওপর বুঝি এটা (বড়ো) বিপদ; এরাই হচ্ছে (তোমাদের আসল) দুশমন, এদের থেকে তোমরা হুশিয়ার থেকো; আল্লাহর মার তো তাদের জন্যেই, (বলতে পারো?) কোথায় কোথায় এরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে?

৫. এদের যখন বলা হয়, তোমরা আসো (আল্লাহর রসূলের কাছে), তাহলে আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন এরা (অবজ্ঞাভরে) মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি (এও) দেখতে পাবে, তারা অহংকারের সাথে তোমাকে এড়িয়ে চলে।

৬. (আসলে) তুমি এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো কিংবা না করো, (এ দুটোই) তাদের জন্যে সমান; (কারণ) আল্লাহ তা'আলা কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না; আল্লাহ তা'আলা কখনো কোনো না-ফরমান জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

৭. এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা (আনসারদের) বলে, রসূলের (মোহাজের) সাথীদের জন্যে তোমরা (কোনো রকম) অর্থ ব্যয় করো না, (তাহলে আর্থিক সংকটের কারণে) এরা (রসূলের কাছ থেকে) সরে পড়বে; অথচ (এরা জানে না,) আসমানসমুহ ও যমীনের সমুদয় ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ তা'আলারই, কিন্তু মোনাফেকরা কিছুই বুঝতে পারে না।

৮. তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সবল দলটি (মুসলমানদের) দূর্বল দলটিকে সে শহর থেকে অবশ্যই বের করে দেবে; (আসলে) যাবতীয় শক্তি সম্মান তো আল্লাহ তা'আলা , তাঁর রসূল ও তাঁর অনুসারী মোমেনদের জন্যে, কিন্তু মোনাফেকরা এ কথাটা জানে না!

৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তানাদি যেন কখনো তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়, (কেননা) যারা এ কাজ করবে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১০. আমি তোমাদের যা কিছু অর্থ সম্পদ দিয়েছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই, (কেননা সামনে মৃত্যু এসে দাঁড়ালে সে বলবে), হে আমার মালিক, তুমি যদি আমাকে আরো কিছু কালের অবকাশ দিতে তাহলে আমি তোমার পথে দান করতাম এবং (এভাবেই) আমি তোমার নেক বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যেতাম!

১১. কিন্তু কারো আল্লাহ নির্ধারিত সময়' যখন এসে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা আর তাকে (এক মুহূর্তও) অবকাশ দেবেন না; তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা কিছু করছো, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

সূরা আত তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ১৮, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব (যেমন) তাঁর জন্যে, (তেমনি যাবতীয়) প্রশংসাও তাঁর জন্যে, তিনি সকল কিছুর ওপর প্রবল ক্ষমতাবান।

২. তিনিই তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, (এর পর) তোমাদের কিছু লোক মোমেন হলো আবার কিছু লোক কাফের থেকে গেলো; (আসলে) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই দেখেন।

৩. তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের তিনি (মানুষের) আকৃতি দিয়েছেন, তাও আবার অতি সুন্দর করে তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, তাঁর কাছেই (তোমাদের আবার) ফিরে যেতে হবে।

৪. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন, তিনি জানেন তোমরা যা কিছু গোপন করো আর যা কিছু প্রকাশ করো; আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মনের কথাও জানেন।

৫. তোমাদের কাছে কি সেসব লোকের খোঁজ খবর কিছুই পৌঁছেনি যারা এর আগে (বিভিন্ন নবীর সময়ে) কুফরী করেছিলো, অতঃপর তারা (দুনিয়াতেই) নিজেদের কর্মফল ভোগ করে নিয়েছে, (পরকালেও) তাদের জন্যে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

৬.(এটা) এ কারণে যে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে যখনি আল্লাহর কোনো রসূল আসতো তখনি তারা বলতো, (কতিপয়) মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দেবে? অতএব তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করলো এবং (ঈমানের পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো, অবশ্য আল্লাহ তা'আলা র (তাদের কাছ থেকে) কিছুই পাওয়ার ছিলো না, আল্লাহ তা'আলা কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি চির প্রশংসিত।

৭. কাফেররা ধারণা করে নিয়েছে, একবার মরে গেলে কখনো তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না; তুমি বলো, না তা কখনো নয়; আমার মালিকের শপথ, অবশ্যই মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে আবার (কবর থেকে) ওঠানো হবে এবং তোমাদের (এক এক করে) বলে দেয়া হবে তোমরা কি কাজ করে এসেছো; আর আল্লাহ তা'আলা র পক্ষে এটা অত্যন্ত সহজ কাজ।

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ তা'আলা , তাঁর রসূল এবং আমি যে আলো তোমাদের দিয়েছি তার (বাহন কোরআনের) ওপর ঈমান আনো; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তা'আলা তা ভালো করেই জানেন।

৯. যেদিন তোমাদের (আগে পরের সমস্ত মানুষ ও জ্বিনকে) একত্র করা হবে, (একত্র করা হবে সে) মহাসমাবেশের দিনটির জন্যে (যেদিন বলা হবে, হে মানুষ ও জ্বিন), আজকের দিনটিই হচ্ছে (তোমাদের আসল) লাভ লোকসানের দিন; (লাভের দিন তার জন্যে) যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তিনি (আজ) তার গুনাহ মোচন করে দেবেন এবং তাকে তিনি এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে; (আর) এটাই হচ্ছে পরম সাফল্য।

১০. (এটা লোকসানের দিন তাদের জন্যে,) যারা (আল্লাহ তা'আলা কে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমুহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (এদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হচ্ছে), এরা সবাই জাহান্নামের অধিবাসী (হবে), সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; কতো নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল!

১১. আল্লাহ তা'আলা র অনুমতি ব্যতীত (কোনো) বিপদই আসে না; যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন; আর আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছেন।

১২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, তোমরা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (জেনে রেখো), আমার রসূলের দায়িত্ব (হচ্ছে আমার কথাগুলো) সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

১৩. আল্লাহ তা'আলা (মহান সত্তা), তিনি ছাড়া কোনোই মাবুদ নেই, অতএব প্রতিটি ঈমানদার বান্দার উচিত সর্ববিষয়ে তাঁর ওপরই নির্ভর করা।

১৪. হে ঈমানদার লোকেরা, অবশ্যই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মাঝে তোমাদের (কিছু) দুশমন রয়েছে, অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো, অবশ্য তোমরা যদি (তাদের) অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদের মাফ করার নীতি অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১৫. তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি হচ্ছে (তোমাদের জন্যে) পরীক্ষা মাত্র; (আর এ পরীক্ষায় কামিয়াব হতে পারলে) অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা র কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে।

১৬. অতএব তোমরা সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করো, তোমরা (রসূলের আদেশ) শোনো এবং (তাঁর) কথামতো চলো, আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ থেকে (তাঁরই উদ্দেশে) খরচ করো, এতে তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণ রয়েছে; যে ব্যক্তিকে তার মনের লোভ লালসা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে (সে এবং তার মতো) লোকেরাই হচ্ছে সফলকাম।

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলা কে ঋণ দাও উত্তম ঋণ, তাহলে (দুনিয়া ও আখেরাতে) তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তিনি তোমাদের (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তা'আলা বড়োই গুণগ্রাহী ও পরম ধৈর্যশীল,

১৮. দেখা-অদেখা (সব কিছুই) তিনি জানেন, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা আত তালাক্ব

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ১২, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১. হে নবী (তোমার সাথীদের বলো), যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও (বা দিতে ইচ্ছা করো), তখন তাদের ইদ্দতের (অপেক্ষার সময়টুকুর) প্রতি (লক্ষ্য রেখে) তালাক দিয়ো, ইদ্দতের যথার্থ হিসাব রেখো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করো, যিনি তোমাদের মালিক প্রভু, ইদ্দতের সময় (কোনো অবস্থায়ই) তাদের নিজেদের বসতবাড়ি থেকে বের করে দিয়ো না, (এ সময়) তারা নিজেরাও যেন তাদের ঘর থেকে বের হয়ে না যায়, তবে যদি তারা কোনো জঘন্য অশ্লীলতা (-জাতীয় অপরাদ) নিয়ে আসে (তাহলে তা ভিন্ন কথা, ইদ্দতের ব্যাপারে) এগুলোই হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা; যে ব্যক্তি আল্লাহর এ সীমারেখা অতিক্রম করে, সে (মূলত এটা দ্বারা) নিজের ওপরই নিজে যুলুম করলো; তুমি তো জানো না এর পর আল্লাহ তা'আলা হয়তো (পুনরায় তোমাদের মাঝে সহৃদয়তার কোনো) একটা পথ বের করে দেবেন।

২. অতঃপর যখন তারা তাদের (ইদ্দতের) সেই নির্ধারিত সময়ে (-র শেষে) উপনীত হয়, তখন তাদের হয় সম্মানজনক পন্থায় (বিয়ে বন্ধনে) রেখে দেবে, না হয় সম্মানের সাথে তাদের আলাদা করে দেবে এবং (উভয় অবস্থায়ই) তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বানিয়ে রাখবে, (সাক্ষীদেরও বলো), তোমরা শুধু আল্লাহর জন্যেই (এ) সাক্ষ্য দান করবে; যারা আল্লাহ তা'আলা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনে, তাদের সবাইকে এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে (সংকট থেকে বের হয়ে আসার) একটা পথ তৈরী করে দেন,

৩. এবং তিনি তাকে এমন রেযেক দান করেন যার (উৎস) সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই; যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্যে আল্লাহ তা'আলা ই যথেষ্ট; (কেননা) আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কাজটি পূর্ণ করেই নেন; আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের জন্যেই একটি পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন।

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যারা ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের (ইদ্দতের) ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে (তোমরা) জেনে রেখো, তাদের ইদ্দতের সময় হচ্ছে তিন মাস, (এ তিন মাসের বিধান) তাদের জন্যেও, যাদের এখনও ঋতুকাল শুরুই হয়নি; গর্ভবতী নারীর জন্যে ইদ্দতকাল হচ্ছে তার সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত; (বস্তুত) কেউ যদি আল্লাহকেই ভয় করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ও (বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিয়ে) তার জন্যে তার প্রত্যেক ব্যাপার সহজ করে দেন।

৫. (তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে) এ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা র আদেশ, যা তিনি (মেনে চলার জন্যেই) তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন; অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, তিনি তার গুনাহখাতাকে (তার হিসাব থেকে) মুছে দেবেন এবং তিনি তার পুরস্কারকেও বড়ো করে দেবেন।

৬. (ইদ্দতের এ সময়ে) তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী তাদের সে ধরনের বাড়িতে থাকতে দিয়ো, যে ধরনের বাড়িতে তোমরা নিজেরা থাকো, কোনো অবস্থায়ই তাদের ওপর সংকট সৃষ্টি করার মতলবে তাদের কষ্ট দিয়ো না; আর যদি তারা সন্তানসম্ভবা হয়, তাহলে (ইদ্দতের নিয়ম অনুযায়ী) তারা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের খোরপোষ দিতে থাকো, (সন্তান জন্মদানের পর) যদি তারা তোমাদের সন্তানদের (নিজেদের) বুকের দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা তাদের পারিশ্রমিক আদায় করে দেবে এবং (এ পারিশ্রমিকের অংক ও সন্তানের কল্যাণের ব্যাপারটা) ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে ন্যায়সংগত পন্থায় সমাধান করে নেবে, যদি তোমরা একে অন্যের সাথে জেদ করো, তাহলে অন্য কোনো মহিলা এ সন্তানকে দুধ খাওয়াবে;

৭. বিত্তশালী ব্যক্তি তার সংগতি অনুযায়ী (স্ত্রীদের) খোরপোষ দেবে; আবার যে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সংগতি সীমিত করে রাখা হয়েছে সে ব্যক্তি ততোটুকু পরিমাণই খোরপোষ দেবে যতোটুকু আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেছেন; আল্লাহ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ সামর্থ্য দান করেছেন তার বাইরে কখনো (কোনো) বোঝা তার ওপর তিনি চাপান না; (আল্লাহর ওপর নির্ভর করলে) আল্লাহ তা'আলা (তাকে) অচিরেই অভাব অনটনের পর সচ্ছলতা দান করবেন।

৮. কতো জনপদের মানুষরাই তো নিজেদের মালিক ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো, অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে (সে জন্যে) কঠিন হিসাব আদায় করে নিয়েছি এবং আমি ওদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি।

৯. এরপর তারা ভালো করেই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করলো, মূলত তাদের কাজের পরিণাম ফল (ছিলো) চরম ক্ষতি।

১০. আল্লাহ তা'আলা (পরকালে) তাদের জন্যে এক কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন, অতএব (হে মানুষ), তোমরা যারা জ্ঞানসম্পন্ন, তোমরা যারা আল্লাহ তা'আলা র ওপর ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে তাঁর উপদেশবাণী নাযিল করেছেন,

১১. (তিনি আরো পাঠিয়েছেন) তাঁর রসূল, যে তোমাদের আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনায়, যাতে করে সে (রসূল) তোমাদের সেসব লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (হেদায়াতের) আলোতে নিয়ে আসতে পারে; তোমাদের যে কেউই আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (এমন এক জান্নাতে), যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; এমন লোকের জন্যে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা উত্তম রেযেকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

১২. আল্লাহ তা'আলা যিনি এ সাত আসমান ও তাদের অনুরূপ সংখ্যক যমীন সৃষ্টি করেছেন; (আবার) উভয়ের মাঝখানে (যা কিছু আছে তাদের জন্যে) তাঁর নির্দেশ জারি হয়, যাতে করে তোমরা একথা অনুধাবন করতে পারো, (আকাশ পাতালের) সকল কিছুর ওপর তিনিই (একক) ক্ষমতাবান এবং তাঁর জ্ঞান (এ সৃষ্টিলোকের) প্রতিটি বস্তুকেই পরিবষ্টেন করে রেখেছে।

সুরা আত তাহরীম
মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ১২, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১. হে নবী, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন তা তুমি (কসম করে) নিজের ওপর কেন হারাম করছো, তুমি কি (এর মাধ্যমে) তোমার স্ত্রীদের খুশী কামনা করতে চাও? (তেমন কিছু হলে আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো, কারণ) আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার আধার ও পরম দয়ালু।

২. আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদের শপথ থেকে রেহাই পাবার জন্যে (কাফফারার) একটা পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, (মূলত) আল্লাহ তা'আলা ই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র সহায়, তিনিই সর্বজ্ঞ, তিনিই প্রজ্ঞাময়।

৩. যখন (আল্লাহর) নবী তার স্ত্রীদের একজনকে (একান্ত) চুপিসারে কিছু একটা কথা বললো এবং সে (তা অন্যদের কাছে) প্রকাশ করে দিলো, আল্লাহ তা'আলা তার এ বিষয়টা নবীকে (ওহীর মাধ্যমে) জানিয়ে দিলেন, (তখন) রসূল কিছু কথা (গোপনীয়তা প্রকাশকারী স্ত্রীকে) জানিয়ে দিলো, (আবার) কিছু কথা এড়িয়েও গেলো। অতঃপর নবী যখন তার সে স্ত্রীর কাছ থেকে (সমগ্র বিষয়টা) জানতে চাইলো, তখন সে বললো, আপনাকে এ খবরটা কে জানালো; নবী বললো, আমাকে জানিয়েছেন (সেই মহান আল্লাহ তা'আলা), যিনি সর্বজ্ঞ ও সম্যক জ্ঞাত।

৪. (যে দু'জন স্ত্রী এর সাথে জড়িত, নবী তাদের উভয়কে ডেকে বললো,) তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করে নাও কেননা তোমাদের উভয়ের মন অন্যায় ও বাঁকা পথের দিকে (কিছুটা) ঝুঁকে পড়েছিলো (তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন), আর যদি তোমরা উভয়ে তার বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করো (তাহলে জেনে রাখো), আল্লাহ তা'আলা ই তাঁর (নবীর) সহায়, তাছাড়াও তাঁর সাথে রয়েছে জিবরাঈল (ফেরেশতা) ও নেককার মুসলমানের দল, এরপরও আল্লাহর সমগ্র ফেরেশতাকুল তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

৫. (আজ) নবী যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তার মালিক তোমাদের বদলে এমন সব স্ত্রী তাকে দিতে পারেন, যারা তোমাদের চাইতে হবে উত্তম, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বস্ত, বিনয়াবনতা, অনুশোচনাকারী, অনুগত, রোযাদার, (হতে পারে তারা) কুমারী, (হতে পারে) অকুমারী।

৬. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (জাহান্নামের সেই কঠিন) আগুন থেকে বাঁচাও, তার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর, (সে) জাহান্নামের (প্রহরা যাদের) ওপর (অর্পিত), সেসব ফেরেশতা সবাই হচ্ছে নির্মম ও কঠোর, তারা (দন্ডাদেশ জারি করার ব্যাপারে) আল্লাহর কোনো আদেশই অমান্য করবে না, তারা তাই করবে যা তাদের করার জন্যে আদেশ করা হবে।

৭. (সেদিন অস্বীকারকারীদের তারা বলবে,) হে কাফেররা, আজ তোমরা (দোষ ছাড়ানোর জন্যে) কোনো রকম অজুহাত তালাশ করো না; (আজ) তোমাদের সে বিনিময়ই দেয়া হবে যা তোমরা দুনিয়ায় করে এসেছো|

৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (নিজেদের গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর দরবারে তাওবা করো একান্ত খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় (এর ফলে) তোমাদের মালিক (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদের গুনাহসমুহ ক্ষমা করে দেবেন এবং এর বিনিময়ে (পরকালে) তিনি তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন (সুরম্য) জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা, সেদিন আল্লাহ তা'আলা (তাঁর) নবী এবং তার সাথী ঈমানদারদের অপমানিত করবেন না, (সেদিন) তাদের (ঈমানের) জ্যোতি তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশ দিয়ে (বিচ্ছুরিত হয়ে এমনভাবে) ধাবমান হবে (যে, সর্বদিক থেকেই তাদের এ আলো পর্যবেক্ষণ করা যাবে), তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, আমাদের জন্যে আমাদের (ঈমানের) জ্যোতিকে (জান্নাতের জ্যোতি দিয়ে আজ তুমি) পূর্ণ করে দাও, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান|

৯. হে নবী, তুমি কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করো; (কেননা) তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; আর তা (হচ্ছে) এক নিকৃষ্ট ঠিকানা|

১০. আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্যে নুহ ও লুতের স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করছেন; তারা দুজনই ছিলো আমার দু'জন নেক বান্দার স্ত্রী, কিন্তু তারা উভয়েই সে দু'জন বান্দার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অতএব আল্লাহর (আযাব) থেকে তারা কোনোক্রমেই এদের বাঁচাতে পারলো না, বরং (তাদের ব্যাপারে আল্লাহর) হুকুম (ঘোষিত) হলো, তোমরা (আজ) প্রবেশ করো জাহান্নামের আগুনে, যারা এখানে প্রবেশ করেছে তাদের সবার সাথে|

১১. (একইভাবে) আল্লাহ তা'আলা মোমেনদের জন্যে ফেরাউনের স্ত্রীকে (অনুকরণযোগ্য) এক উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন, (সে প্রার্থনা করেছিলো) হে মালিক, জান্নাতে তোমার পাশে তুমি আমার জন্যে একখানা ঘর বানিয়ে দিয়ো, আর (দুনিয়ার এ ঘরেও) তুমি আমাকে ফেরাউন ও তার (যাবতীয়) কর্মকান্ড থেকে বাঁচিয়ে রেখো, তুমি আমাকে উদ্ধার করো এ যালেম সম্প্রদায় (-এর যাবতীয় অনাচার) থেকে|

১২. (আল্লাহ তা'আলা মোমেনদের জন্যে আরো দৃষ্টান্ত পেশ করছেন) এমরানের মেয়ে মারইয়ামের, যে (আজীবন) তার সতীত্ব রক্ষা করেছে, অতঃপর (একদিন) আমি আমার (সৃষ্ট) রূহগুলো থেকে একটি (রূহ) তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম, সে তার মালিকের কথা ও তাঁর (প্রেরিত) কেতাবসমুহের ওপর পুরোপুরিই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; (সত্যিই) সে ছিলো আমার একান্ত অনুগত বান্দাদেরই একজন!

পারা ২৯

সূরা আল মুলক

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৩০, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১.(কতো) মহান সেই পুণ্যময় সত্তা, যাঁর হাতে (রয়েছে আসমান যমীনের যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব, (এ সৃষ্টি জগতের) সব কিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান,

২. যিনি জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে এর দ্বারা তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন, কর্মক্ষেত্রে কে (এখানে) তোমাদের মধ্যে বেশী ভালো। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অসীম ক্ষমাশীল,

৩. তিনিই সাত (মযবুত) আসমান বানিয়েছেন, পর্যায়ক্রমে একটার ওপর আরেকটা (স্থাপন করেছেন); অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার এ (নিপুণ) সৃষ্টির কোথাও কোনো খুঁত তুমি দেখতে পাবে না; আবার (তাকিয়ে) দেখো তো, কোথাও কি তুমি কোনো রকম ফাটল দেখতে পাও ?

৪. অতঃপর (তোমার) দৃষ্টি ফেরাও (নভোমন্ডলের প্রতি), দেখো, আরেকবারও তোমার দৃষ্টি ফেরাও (দেখবে, তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।

৫. নিকটবর্তী আকাশটিকে (তুমি দেখো, তাকে কিভাবে) প্রদীপমালা দিয়ে আমি সাজিয়ে রেখেছি, (ঊর্ধ্বলোকের দিকে গমনকারী) শয়তানদের তাড়িয়ে বেড়ানোর জন্যে এ (প্রদীপগুলো)-কে আমি (ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে) সংস্থাপন করে রেখেছি, (চূড়ান্ত বিচারের দিন) এদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডলীর ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থাও আমি (যথাযথভাবে) প্রস্তুত করে রেখেছি।

৬. (এতো সব নিদর্শন সত্ত্বেও) যারা তাদের স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠোরতম) শাস্তি; জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্টতম স্থান!

৭. এর মধ্যে যখন তাদের ছুঁড়ে ফেলা হবে তখন (নিক্ষিপ্ত হবার আগেই) তারা শুনতে পাবে, তা ক্ষিপ্ত হয়ে বিকট গর্জন করছে,

৮. (মনে হবে) তা যেন প্রচন্ড ক্রোধের কারণে ফেটে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; যখনই একদল (নতুন পাপী)-কে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, (এ জায়গার কথা বলার জন্যে) তোমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী কি আসেনি?

৯. তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে (আল্লাহর) সাবধানকারী (নবী রসূল) এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকারই করেছি, আমরা তাদের বলেছি, (এ দিন সংক্রান্ত) কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেননি; বরং তোমরা নিজেরাই চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছো।

১০. তারা বলবে, কতো ভালো হতো (যদি সেদিন) আমরা (নবী রসূলদের কথা) শুনতাম এবং (তা) অনুধাবন করতাম, (তাহলে আজ) আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে গণ্য হতাম না।

১১. অতঃপর তারা নিজেরাই নিজেদের (যাবতীয়) অপরাধ স্বীকার করে নেবে, ধিক্কার জাহান্নামের অধিবাসীদের ওপর!

১২. (অপর দিকে) সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যারা নিজেরা(চোখে) না দেখেও তাদের সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করেছে, নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩. তোমরা তোমাদের কথাবার্তাগুলো লুকিয়ে রাখো কিংবা(তা) প্রকাশ করো (আল্লাহর কাছে এর উভয়টাই সমান); কারণ তিনি মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল।

১৪. তিনি কী (সৃষ্টি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে) জানবেন না, যিনি (এর সবকিছু) বানিয়েছেন, (বস্তুত) আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

১৫. তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে বানিয়েছেন, তোমরা (যখন যেভাবে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং এর থেকে (উৎগত) রেযেক তোমরা উপভোগ করো; (মনে রেখো,) একদিন (তোমাদের সবাইকে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

১৬. তোমরা কি নিজেদের নিরাপদ ভাবছো (মহাশক্তিধর) আকাশের মালিক আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের সহ ভূমন্ডলকে গেড়ে দেবেন না?(এমনি অবস্থা যখন দেখা দেবে) তখন তা (ভীষণভাবে) কম্পমান হবে,

১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিত, আকাশের (অধিপতি) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর (প্রস্তর নিক্ষেপকারী) এক প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করবেন না? (এমন দিন আসবে এবং) তোমরা সেদিন অবশ্যই জানতে পারবে, কেমন (ভয়াবহ হতে পারে) আমার সাবধানবাণী (উপেক্ষা করা)!

১৮. তাদের আগেও যারা (আমার সাবধানবাণী) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, দেখো, কেমন (ছিলো তাদের প্রতি) আমার আচরণ!

১৯. এ সব লোকেরা কি তাদের মাথার ওপর (দিয়ে উড়ে যাওয়া) পাখীগুলোকে দেখে না? (কিভাবে এরা) নিজেদের পাখা মেলে রাখে, (আবার) এক সময় (তা) গুটিয়েও নেয়। (তখন) পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা ই এদের (মহাশূন্যে) স্থির করে রাখেন (হ্যাঁ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ই); তিনি (তাঁর সৃষ্টির ছোটো বড়ো) সব কিছুই দেখেন।

২০. বলো তো, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে (এমন) একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী আছে, (যা দিয়ে) তারা অসীম দয়ালু আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবে? (আসলে)এ অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা (হামেশাই)বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকে,

২১. যদি তিনি তোমাদের জীবিকা (-র উপকরণ) সরবরাহ বন্ধ করে দেন, তাহলে (এখানে) এমন (দ্বিতীয়) আর কে আছে যে তোমাদের (পুনরায়) রেযেক সরবরাহ করতে পারবে? এরা তো বরং (মনে হয় আল্লাহ তা'আলা র) বিদ্রোহ এবং গোঁড়ামিতেই (অবিচল হয়ে) রয়েছে।

২২. যে ব্যক্তি যমীনের (ওপর দিয়ে) উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে হেদায়াতপ্রাপ্ত, না যে (ব্যক্তি যমীনে স্বাভাবিকভাবে) সঠিক পথ ধরে চলে সে (বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত)?

২৩. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলে দাও (হ্যাঁ), তিনিই তোমাদের পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের (শোনার ও দেখার জন্যে) কান এবং চোখ দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন (চিন্তা করার মতো) একটি অন্তর; কিন্তু তোমরা খুব কমই (এসব দানের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

২৪.(এদের আরো) বলো, তিনিই এ ভূখন্ডে তোমাদের (সর্বত্র) ছড়িয়ে রেখেছেন, আবার (একদিন চারদিক থেকে) তাঁর ই সম্মুখে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।

২৫. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে (বলো) কবে এটা (সংঘটিত) হবে?

২৬. তুমি এদের বলো, (এ) তথ্য তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে, আমি তো একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র!

২৭. যখন (সত্যি সত্যিই) এ (প্রতিশ্রুতি)-টি তারা (সংঘটিত হতে) দেখবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে) অস্বীকার করেছিলো, তখন তাদের সবার মুখমন্ডল বিকৃত হয়ে যাবে এবং (তাদের তখন) বলা হবে, এ হচ্ছে সেই (মহাধ্বংস), যাকে তোমরা চ্যালেঞ্জ করতে!

২৮. তুমি বলো, তোমরা কি এ কথা ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে এবং আমার সংগী সাথীদের ধ্বংস করে দেন, কিংবা (ধ্বংস না করে) তিনি যদি আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করেন (সবই হবে তাঁর ইচ্ছাধীন), কিন্তু (আল্লাহ তা'আলা কে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের (কেয়ামতের দিন) এ ভয়াবহ আযাব থেকে কে বাঁচাবে?

২৯. তুমি এদের বলো (হ্যাঁ, সেদিন বাঁচাতে পারেন একমাত্র) দয়াময় আল্লাহ তা'আলা ই, তাঁর ওপর আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর ওপরই নির্ভর করেছি (হ্যাঁ), অচিরেই তোমরা জানতে পারবে (আমাদের মধ্যে) কে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মাঝে নিমজ্জিত ছিলো?

৩০. (হে নবী,) তুমি (এদের) জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের (যমীনের বুকে অবস্থিত) পানি যদি কখনো উধাও হয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদের জন্যে এ (পানির) প্রবাহধারা পুনরায় বের করে আনবে?

সূরা আল ক্বালাম

মক্কায় অবতীর্ণআয়াত ৫২, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ্ তা'আলার নামে

১. নূ-ন-, শপথ (লেখার মাধ্যম) কলমের, (আরো শপথ এ কলম দিয়ে) তারা যা লিখে রাখছে তার,

২. তোমার মালিকের (অসীম) দয়ায় তুমি পাগল নও,

৩. তোমার জন্যে অবশ্যই এমন এক পুরস্কার রয়েছে যা কোনোদিনই নিশেষ হবে না,

৪. নিঃসন্দেহে তুমি মহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো।

৫.(সেদিন খুব দূরে নয় যখন) তুমি ও (তোমাকে যারা পাগল বলে) তারা সবাই দেখতে পাবে যে,

৬. তোমাদের মধ্যে (আসলে) কে বিকারগ্রস্ত (পাগল) ছিলো!

৭. তোমার মালিক ভালো করেই জানেন (তোমাদের মধ্যে) কোন ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, (আবার) যারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

৮. অতএব তুমি এ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অনুসরণ করো না।

৯. তারা (তো তোমার এ নমনীয়তাটুকুই) চায় যে, তুমি (তাদের কিছু) গ্রহণ করো! অতঃপর তারাও (তোমার কিছু) গ্রহণ করবে।

১০. যারা বেশী বেশী কসম করে (পদে পদে) লাঞ্ছিত হয়, এমন লোকদের তুমি কখনো অনুসরণ করো না,

১১. যে (বেহুদা) গালমন্দ করে, (খামাখা মানুষদের) অভিশাপ দেয় এবং চোগলখোরী করে বেড়ায়,

১২. যে ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করে, (অন্যায়ভাবে) সীমালংঘন করে, (সর্বোপরি) যে পাপিষ্ঠ,

১৩. যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী, এরপর যে (জন্ম পরিচয়ের দিক থেকেও) জারজ,

১৪. যেহেতু সে (বিপুল) ধনরাশি ও (অনেকগুলো) সন্তান সন্ততির অধিকারী;

১৫. এ লোককে যখন আমার আয়াতসমূহ' পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো তো হচ্ছে আগের দিনের গল্প কাহিনী মাত্র!

১৬.(এ অহংকারী ব্যক্তিটিকে তুমি জানিয়ে রাখো,) অচিরেই আমি তার শুড়ে দাগ দিয়ে (তাকে চিহ্নিত করে) দেবো।

১৭. অবশ্যই আমি এ (জনপদের) মানুষদের পরীক্ষা করেছি, যেমনি (অতীতে) আমি একটি ফলের বাগানের কতিপয় মালিককে পরীক্ষা করেছিলাম, (সে পরীক্ষাটা ছিলো, এমন যে, একদিন) তারা সবাই (একযোগে) শপথ করে বলেছিলো, অবশ্যই তারা সকাল বেলায় গিয়ে (বাগানের) ফল পাড়বে,

১৮.(এ সময়) তারা (আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্বলিত) কিছুই (এর সাথে) যোগ করেনি।

১৯. তখন (ভোর হতে না হতেই) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তার ওপর এক বিপর্যয় এসে পড়লো, (তখনো) তারা ছিলো গভীর ঘুমে (বিভোর)।

২০. অতঃপর সকাল বেলায় তা মধ্যরাতের কৃষ্ণ বর্ণের মতো কালো হয়ে গেলো।

২১. (এদিকে) সকাল হতেই তারা (এই বলে) একে অপরকে ডাকাডাকি করতে লাগলো,

২২. তোমরা যদি (সত্যিই) ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল নিজেদের বাগানের দিকে চলো।

২৩. (অতঃপর) তারা সেদিকে রওনা দিলো, (পথের মধ্যে) ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো,

২৪. কোনো অবস্থায়ই যেন আজ কোনো (দুস্থ ও) মেসকীন ব্যক্তি তোমাদের ওপর (টেক্কা) দিয়ে বাগানে এসে প্রবেশ করতে না পারে,

২৫. তারা সকাল বেলায় সংকল্পবদ্ধ হয়ে এসে হাযির হলো, (যেন) তারা নিজেরাই (আজ সব ফসল তুলতে) সক্ষম হয়।

২৬. অতঃপর যখন তারা সে (বাগানের) দিকে তাকিয়ে দেখলো, তখন (হতভম্ব হয়ে) বলতে লাগলো (একি! এটা তো আমাদের বাগান নয়), আমরা নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট (হয়ে পড়েছি),

২৭. (না, আসলেই) আমরা (আজ) মাহরূম হয়ে গেছি!

২৮. (এ মুহূর্তে) তাদের মধ্যকার একজন ভালো মানুষ (তাদের) বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি (সব কাজের ব্যাপারে আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে), কতো ভালো হতো যদি তোমরা (আগেই আল্লাহ তা'আলার মহান নামের) তাসবীহ' পড়ে নিতে!

২৯. (এবার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে) তারা বললো, (সত্যিই) আমাদের মালিক আল্লাহ তা'আলা অনেক মহান, অনেক পবিত্র, (তাঁর নাম না নিয়ে)আমরা(আসলেই)যালেম হয়ে পড়েছিলাম।

৩০. (এভাবে) তারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করে একে অপরের ওপর দোষারোপ করতে লাগলো।

৩১. তারা (আরো) বললো, দুর্ভাগ্য আমাদের, (মূলত) আমরা তো সীমালংঘনকারী (হয়ে পড়েছি)।

৩২. আশা করা যায় আমাদের মালিক (পার্থিব জিনিসের) বদলে (আখেরাতে) এর চাইতে উৎকৃষ্ট (কিছু আমাদের) দান করবেন, আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাচ্ছি|

৩৩. আযাব এভাবেই (নাযিল) হয়, আর পরকালের আযাব,তা তো অনেক গুরুতর| কতো ভালো হতো যদি তারা তা জানতে পেতো!

৩৪.(অপরদিকে) যারা আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করে চলে তাদের জন্যে অবশ্যই তাদের মালিকের কাছে (অফুরন্ত) নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত রয়েছে|

৩৫. যারা আমার আনুগত্য করে তাদের সাথে আমি কি অপরাধীদের মতো (একই ধরনের) আচরণ করবো?

৩৬. এ কি হলো তোমাদের| (আমার ইনসাফ সম্পর্কে) এ কি সিদ্ধান্ত তোমরা করছো?

৩৭. তোমাদের কাছে কি এমন কোনো আসমানী কেতাব আছে যাতে তোমরা (এ কথাটা) পড়েছো যে,

৩৮. সেখানে তোমাদের জন্যে সে ধরনের সব কিছুই সরবরাহ করা হবে, যা তোমরা তোমাদের জন্যে পছন্দ করবে,

৩৯. না আমি তোমাদের সাথে কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি এমন চুক্তি, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানা বাধ্যতামূলক হবে, এর মাধ্যমে তোমরা যা কিছু দাবী করো তাই তোমরা পাবে,

৪০. তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে কে এ দায়িত্ব নিতে পারে,

৪১.(নিজেরা না পারলে) তাদের কি (অন্য কোনো) অংশীদার আছে? যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তারা তাদের অংশীদারদের সবাইকে নিয়ে আসুক!

৪২. (স্মরণ করো,) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাঁটিত হয়ে পড়বে, তখন তাদের সাজদাবনত হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, এসব (হতভাগ্য) ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সাজদা করতে) সক্ষম হবে না,

৪৩. দৃষ্টি তাদের নিম্নগামী হবে, অপমান তাদের ভারাক্রান্ত করে রাখবে; (দুনিয়ায় এমনি করে) যখন তাদের আল্লাহর সম্মুখে সাজদা করতে ডাকা হয়েছিলো, (তখন) তারা সুস্থ (ও সক্ষম) ছিলো|

৪৪. (হে নবী,) অতঃপর তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, যে আমার এ কেতাব অস্বীকার করে (তার থেকে আমি প্রতিশোধ নেবো), আমি ধীরে ধীরে এদের (এমন ধ্বংসের) দিকে ঠেলে নিয়ে যাবো যে, এরা তার কিছুই টের পাবে না,

৪৫. আমি এদের অবকাশ দিয়ে রাখি, (অপরাধীদের ধরার) আমার এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকর|

৪৬. তুমি কি এদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, এরা তার দন্ডভারে একেবারে অচল হয়ে পড়েছে?

৪৭. না তাদের কাছে অজানা জগতের কোনো খবর রয়েছে যা তারা লিখে রাখে!

৪৮. (হে নবী,) তুমি (বরং) তোমার মালিকের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত আসার জন্যে ধৈর্য ধারণ করো এবং (এ ব্যাপারে) মাছের ঘটনার সাথী (নবী ইউনুস)-এর মতো হয়ো না। যখন সে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ডেকেছিলো;

৪৯. তখন যদি তার মালিকের অনুগ্রহ তার ওপর না থাকতো, তাহলে সে উন্মুক্ত সাগরের তীরে পড়ে থাকতো এবং (এজন্যে) সে নিজেই দায়ী হতো।

৫০. অতঃপর তার মালিক তাকে বাছাই করলেন এবং তিনি তাকে (তাঁর) নেক বান্দাদের (কাতারে) শামিল করে নিলেন।

৫১. কাফেররা যখন আল্লাহর কেতাব শোনে তখন এমনভাবে তাকায় যে, এক্ষুণি বুঝি এরা নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ঘায়েল করে দেবে, তারা একথাও বলে, সে (কেতাবের বাহক) একজন পাগল।

৫২. অথচ (এরা জানে না,) এ কেতাব তো মানবমন্ডলীর জন্যে একটি উপদেশ বৈ কিছুই নয়!

সূরা আল হাক্কাহ
মক্কায় অবতীর্ণআয়াত ৫২, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. একটি অনিবার্য সত্য (ঘটনা)!

২. কি সেই অনিবার্য সত্য (ঘটনা)?

৩. তুমি কি জানো সেই অনিবার্য সত্য ঘটনাটা আসলেই কি?

৪. আ'দ ও সামূদ জাতির লোকেরা মহাপ্রলয় (সংক্রান্ত এমনি একটি সত্য ঘটনা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

৫.(পরিণামে দাম্ভিক) সামূদ গোত্রের লোকদের এক প্রলয়ংকরী বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

৬. আর (শক্তিশালী গোত্র) আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে প্রচন্ড এক ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে,

৭. একটানা সাত রাত ও আট দিন ধরে তিনি তাদের ওপর দিয়ে এ প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করে রেখেছিলেন, (তাকালে) তুমি (সে) জাতিকে দেখতে পেতে, তারা যেন মৃত খেজুর গাছের কতিপয় অন্তসারশূন্য কান্ডের মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে!

৮. তুমি কি দেখতে পাচ্ছো তাদের একজনও কি এ গযব থেকে রক্ষে পেয়েছে?

৯.(দাম্ভিক) ফেরাউন, তার আগের কিছু লোক এবং উপড়ে ফেলা জনপদের অধিবাসীরাও (একই) অপরাধ নিয়ে (ধ্বংসের মুখোমুখি) এসেছিলো,

১০. এরা সবাই (নিজ নিজ যুগে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে যারা রসূল হয়ে এসেছে তাদের অবাধ্যতা করেছে, ফলে আল্লাহ তা'আলা (এ বিদ্রোহের জন্যে) তাদের কঠোরভাবে পাঁকড়াও করলেন।

১১.(নবী নূহের সময়) যখন পানি (তার নির্দিষ্ট) সীমা অতিক্রম করলো, তখন আমি তোমাদের (বাঁচানোর জন্যে) নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিলাম,

১২. যেন তোমাদের জন্যে আমি তাকে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা বানিয়ে রাখতে পারি, তাছাড়া উৎসাহী কানগুলো যেন এ (বিষয়)-টা (পরবর্তী মানুষদের জন্যে) স্মরণ রাখতে পারে।

১৩. অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে (তা হবে প্রথমবারের)একটি মাত্র ফুঁ,

১৪. আর (তখন) ভূমন্ডল ও পাহাড় পর্বত (স্বস্থান থেকে) উঠিয়ে নেয়া হবে, অতঃপর উভয়টাকে একবারেই (একটা আরেকটার ওপর ফেলে) চূর্ণবিচূর্ণ করে (লন্ডভন্ড করে) দেয়া হবে,

১৫.(ঠিক) সেদিনই (সে) মহাঘটনাটি সংঘটিত হবে,

১৬. এবং আকাশ ফেটে পড়বে, অতঃপর সেদিন তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে,

১৭. ফেরেশতারা (আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্যে) আকাশের প্রান্তে অবস্থান করবে; আর (তাদেরই) আট জন ফেরেশতা তোমার মালিকের আরশ' তাদের ওপর বহন করে রাখবে;

১৮. সেদিন (আল্লাহ তা'আলর সামনে) তোমাদের পেশ করা হবে, তোমাদের কোনো কিছুই (সেদিন) গোপন থাকবে না|

১৯. সেদিন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে (খুশীতে লোকজনকে ডেকে) বলবে, তোমরা (কে কোথায় আছো এসো) এবং আমার (আমলনামার) পুস্তকটি পড়ে দেখো|

২০. হ্যাঁ,আমি জানতাম আমাকে একদিন এমনি হিসাব নিকাশের সামনাসামনি হতে হবে,

২১. অতঃপর (বেহেশতের উদ্যানে) সে (চির) সুখের জীবন যাপন করবে,

২২.(সে উদ্যান হবে) আলীশান জান্নাতের মধ্যে,

২৩. এর ফলমূল (তাদের) নাগালের মধ্যেই ঝুলতে থাকবে|

২৪.(আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিনন্দনপূর্ণ ঘোষণা আসবে,) অতীতে যা তোমরা (কামাই) করে এসেছো তারই পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা (প্রাণভরে এগুলো) খাও এবং তৃপ্তি সহকারে পানীয় গ্রহণ করো|

২৫.(আর সে হতভাগ্য ব্যক্তি), যার আমলনামা সেদিন তার বাম হাতে দেয়া হবে, (দুঃখ ও অপমানে) সে বলবে, কতো ভালো হতো যদি (আজ) আমাকে কোনো রকম আমলনামাই না দেয়া হতো,

২৬. আমি যদি আমার হিসাব (-এর খাতাটি) না-ই জানতাম,

২৭. হায়! (আমার প্রথম) মৃত্যুই যদি আমার জন্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী (বিষয়) হয়ে যেতো! ২৮. আমার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য (আজ) কোনো কাজেই লাগলো না,

২৯. (আজ) আমার সব কর্তৃত্ব (ও ক্ষমতা) নিঃশেষ হয়ে গেলো,

৩০.(এ সময় জাহান্নামের প্রহরীদের প্রতি আদেশ আসবে, যাও) তোমরা তাকে পাঁকড়াও করো, এরপর তার গলায় শেকল পরিয়ে দাও,

৩১. অতঃপর তাকে জাহান্নামের (জ্বলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাও

৩২. এবং তাকে সত্তর গজ শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলো;

৩৩. কেননা, সে কখনো মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি,

৩৪. সে কখনো দুস্থ অসহায় লোকদের খাবার দেয়ার জন্যে (অন্যদের) উৎসাহ দেয়নি;

৩৫.(আর এ কারণেই) আজকের এ দিনে তার (প্রতি দয়া দেখানোর) কোনো বন্ধু নেই,

৩৬.(ক্ষতনিসৃত) পুঁজ ছাড়া (আজ তার জন্যে দ্বিতীয়) কোনো খাবারও এখানে থাকবে না,

৩৭. একান্ত অপরাধী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউই (আজ) তা খাবে না।

৩৮. তোমরা যা কিছু দেখতে পাও আমি তার শপথ করছি,

৩৯.(আরো শপথ করছি) সেসব বস্তুর যা তোমরা দেখতে পাও না,

৪০. নিঃসন্দেহে এ কেতাব একজন সম্মানিত রসূলের (আনীত) বাণী,

৪১. এটা কোনো কবির কাব্যকথা নয়; যদিও তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো,

৪২. এটা কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীর কথাও নয়; যদিও তোমরা খুব কমই বিবেক বিবেচনা করে চলো;

৪৩.(মূলত) এ কেতাব বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকেই (তাঁর রসূলের ওপর) নাযিল করা হয়েছে।

৪৪. রসূল যদি এ (গ্রন্থ)-টি নিজে বানিয়ে আমার নামে চালিয়ে দিতো,

৪৫. তবে আমি অবশ্যই শক্তভাবে তার ডান হাত ধরে ফেলতাম,

৪৬. অতঃপর আমি তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলে দিতাম,

৪৭. আর (সে অবস্থায়) তোমাদের কেউই তাকে তাঁর থেকে বাঁচাতে পারতো না!

৪৮. (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তা'আলাকে যারা ভয় করে, এ কেতাব তাদের জন্যে উপদেশ বৈ কিছু নয়!

৪৯. আমি ভালো করেই জানি, তোমাদের একদল লোক হবে এ (কেতাব)-কে মিথ্যা সাব্যস্তকারী।

৫০. এটি তাদের জন্যে গভীর অনুতাপ ও হতাশার কারণ হবে, যারা (আল্লাহ তা'আলা কে) অস্বীকার করে।

৫১. নিঃসন্দেহে এ মহাগ্রন্থ এক অমোঘ সত্য।

৫২. অতএব (হে নবী, এমনি একটি গ্রন্থের জন্যে) তুমি তোমার মহান মালিকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো।

সূরা আল মা'য়ারেজ

মক্কায় অবতীর্ণআয়াত ৪৪, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১.(একজন) প্রশ্নকারী ব্যক্তি (আল্লাহ তা'আলা র প্রতিশ্রুত অমোঘ ও) অবধারিত আযাব (দ্রুত) পেতে চাইলো,

২. এ আযাব তো) হচ্ছে কাফেরদের জন্যে, তার প্রতিরোধকারী কিছুই নেই,

৩.(এ আযাব আসবে) সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা র পক্ষ থেকে;

৪. ফেরেশতাকুল ও (তাদের নেতা জিবরাঈল) রূহ' আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একটি দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর,

৫. অতএব (হে নবী, কাফেরদের ব্যাপারে) তুমি উত্তম ধৈর্য্য ধারণ করো।

৬. কাফেররা (তাদের)এ (অবধারিত আযাব)-কে একটি দূরের (ব্যাপার) হিসেবেই দেখতে পায়,

৭. অথচ আমি তো তা দেখতে পাচ্ছি একেবারে আসন্ন;

৮. যেদিন আসমান গলিত তামার মতো হয়ে যাবে,

৯. আর পাহাড়গুলো হবে (রং বেরংয়ের) ধুনা পশমের মতো,

১০(সেদিন) এক বন্ধু আরেক বন্ধুর খবর নেবে না,

১১. অথচ তারা একজন আরেকজনকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, (সেদিন) অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে (নিজেকে) বাঁচাতে মুক্তিপণ হিসেবে তার পুত্র সন্তানদের দিতে পারলেও তা দিতে চাইবে,

১২. (দিতে চাইবে) নিজের স্ত্রী এবং নিজের ভাইকেও

১৩. এবং নিজের পরিবারভুক্ত এমন আপনজনদেরও, যারা তাকে (জীবনভর) আশ্রয় দিয়েছিলো,

১৪.(সম্ভব হলে) ভূমন্ডলের সবকিছুই (সে দিতে চাইবে), তারপরও (জাহান্নাম থেকে) সে বাঁচতে চাইবে,

১৫. না (কোনো কিছুর বিনিময়েই তা থেকে সেদিন বাঁচা যাবে না); সে (জাহান্নাম) হচ্ছে একটি প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা,

১৬. যা চামড়া ও তার আভ্যন্তরীণ মাংসগুলোকে খসিয়ে দেবে,

১৭. (সেদিন) সে (আগুন) এমন সব লোকদের (নিজের দিকে) ডাকবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে অবহেলা করে তা থেকে) ফিরে গিয়েছিলো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলো,

১৮. (যারা দুনিয়ার জীবনে বিপুল) ধনরাশি জমা করে তা একান্তভাবে আগলে রেখেছিলো।

১৯. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে খুব (সংকীর্ণ মনের এক) ভীরু জীব হিসেবে,

২০. যখনি তার ওপর কোনো বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়,

২১. (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন সে (আগের কথা ভুলে গিয়ে) কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে,

২২. (কিন্তু) সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে,

২৩. যারা নিজেদের নামাযে সার্বক্ষণিকভাবে কায়েম থাকে,

২৪. (যারা বিশ্বাস করে) তাদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট অধিকার আছে

২৫. এমন সব লোকদের, যারা (অভাবের তাড়নায় কিছু পেতে) চায় এবং যারা (যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে) বঞ্চিত,

২৬. (তারাও নয়) যারা বিচার দিনের সত্যতা স্বীকার করে,

২৭. শ(তদুপরি) যারা তাদের মালিকের আযাবকে ভয় করে,

২৮. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের আযাবের বিষয়টি এমন যে, এ থেকে (মোটেই) নিশ্চিন্ত (হয়ে বসে) থাকা যায় না।

২৯. যারা (হারাম কাজ থেকে) নিজেদের যৌন অংগসমূহের হেফাযত করে,

৩০. অবশ্য নিজেদের স্ত্রীদের কিংবা এমন সব মহিলাদের বেলায় (এটা প্রযোজ্য) নয়, যারা (আল্লাহ তা'আলার অনুমোদিত পন্থায়) তাদের মালিকানাধীন রয়েছে, (এদের ব্যাপারে সংযম না করা হলে এ জন্য) তারা তিরস্কৃত হবে না,

৩১.(আল্লাহ তা'আলা র নির্ধারিত এ সীমারেখার) বাইরে যারা (যৌন সম্ভোগের জন্যে) অন্য কিছু পেতে চাইবে, তারা হবে (শরীয়তের সুস্পষ্ট) সীমালংঘনকারী,

৩২. যারা তাদের আমানত ও তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,

৩৩. যারা (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে অটল থাকে,

৩৪.(সর্বোপরি) যারা নিজেদের নামাযের হেফাযত করে;

৩৫.(পরকালে) এরাই আল্লাহর জান্নাতে মর্যাদা সহকারে প্রবেশ করবে;

৩৬. এ কাফেরদের (আজ) কী হলো? এরা কেন এভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে তোমার সামনে ছুটে আসছে,

৩৭. (ছুটে আসছে) ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে দলে দলে!

৩৮. তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি এ (মিথ্যা) আশা পোষণ করে যে, তাকে (আল্লাহর) নেয়ামতভরা জান্নাতে দাখিল করা হবে?

৩৯. না, তা কখনো সম্ভব নয়, আমি তাদের এমন এক জিনিস দিয়ে বানিয়েছি যা তারা (ভালো করেই) জানে।

৪০. আমি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের শপথ করছি, অবশ্যই আমি (বিদ্রোহীদের ধ্বংস সাধনে) সক্ষম,

৪১.(আমি সক্ষম) এদের চাইতে উৎকৃষ্ট কাউকে দিয়ে এদের বদলে দিতে এবং আমি (এতে) কখনো অক্ষম নই।

৪২.(হে নবী,) তুমি বরং এদের ছেড়ে দাও, এরা কিছুদিন খেল তামাশায় নিমগ্ন থাক ঠিক সেদিনটির সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যেদিনের (ব্যাপারে বার বার) তাদের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে।

৪৩. সেদিন যখন এরা (নিজ নিজ) কবর থেকে বের হয়ে আসবে, তখন এমন দ্রুতগতিতে এরা দৌড়াতে থাকবে, (দেখে মনে হবে) তারা (সবাই বুঝি) কোনো শিকারের (লক্ষ্যবস্তুর) দিকে ছুটে চলেছে,

৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, অপমান ও লাঞ্ছনায় তাদের সবকিছু থাকবে আচ্ছন্ন; (তখন তাদের বলা হবে) এ হচ্ছে সেই (মহা) দিবস, তোমাদের কাছে যেদিনের ওয়াদা করা হয়েছিলো।

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২৮, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম (তাকে আমি বলেছিলাম, হে নূহ), তোমার জাতির ওপর এক ভয়াবহ আযাব আসার আগেই তুমি তাদের সে সম্পর্কে সাবধান করে দাও।

২. (আমার আদেশ পেয়ে সে তার জাতিকে বললো,) হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ব্যক্তি (মাত্র),

৩. তোমরা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করো, (সর্বাবস্থায়) তাঁকেই ভয় করো, তোমরা আমার কথা মেনে চলো,

৪. (এতে করে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (আগের) গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন এবং (এ দুনিয়ায়) তিনি তোমাদের এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজেদের শুধরে নেয়ার) সুযোগ দেবেন; হ্যাঁ, আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে তখন তাকে কেউই পিছিয়ে দিতে পারবে না। কতো ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে পারতে!

৫.(নিরাশ হয়ে আল্লাহকে) সে বললো, হে আমার মালিক, আমি আমার জাতির মানুষগুলোকে দিনে রাতে (সব সময়ই ঈমানের) দাওয়াত দিয়েছি,

৬. কিন্তু আমার এ (দিবানিশি) দাওয়াতের ফলে (সত্য থেকে) পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি হয়নি।

৭. যতোবার আমি তাদের (তোমার পথে) ডেকেছি (ডেকেছি) যেন তুমি (তাদের অতীত কৃতকর্ম) ক্ষমা করে দাও, তারা (ততোবারই) কানে আংগুল ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের (অজ্ঞতার) আবরণ দিয়ে নিজেদের (মুখমন্ডল) ঢেকে দিয়েছে (শুধু তাই নয়), তারা (অন্যায়ের ওপর ক্ষমাহীন) জেদ ও অহমিকা প্রদর্শন করেছে, (হেদায়াতকে অবজ্ঞা করার) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে,

৮. তারপর আমি তাদের কাছে প্রকাশ্যভাবে (দ্বীনের) দাওয়াত পেশ করেছি,

৯. তাদের জন্যে আমি (দ্বীনের) প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছি, আমি চুপে চুপেও তাদের কাছে (দ্বীনের কথা) পেশ করেছি,

১০. পরন্তু (বার বার) আমি তাদের বলেছি, (অহমিকা বাদ দিয়ে) তোমরা তোমাদের মালিকের দুয়ারে (নিজেদের অপরাধের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল,

১১. (তদুপরি) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর আকাশ থেকে অঝোর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন,

১২. এবং (পর্যাপ্ত পরিমাণ) ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্যে বাগবাগিচা ও উদ্যান স্থাপন করবেন, (বিরান ভূমি আবাদ করার জন্যে) তিনি এখানে নদীনালা প্রবাহিত করবেন;

১৩. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে মানমর্যাদা পাওয়ার মোটেই আশা পোষণ করো না?

১৪. অথচ তিনিই (ক্ষুদ্র একটি শুক্রকীট থেকে) বিভিন্ন পর্যায়ে তোমাদের (মানুষ হিসেবে) সৃষ্টি করেছেন।

১৫. তোমরা কি দেখতে পাও না, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা সাত আসমান বানিয়ে স্তরে স্তরে (সাজিয়ে) রেখেছেন,

১৬. কিভাবে এর মাঝে তিনি চাঁদকে আলো (গ্রহণকারী) ও সূর্যকে (আলোদানকারী) প্রদীপ বানিয়েছেন।

১৭. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাটি থেকে (এক বিশেষ পদ্ধতিতে) উদগত করেছেন (ঠিক একটি তৃণ খন্ডের মতো করে),

১৮. আবার (জীবনের শেষে)তিনি তোমাদের সেই মাটির কোলেই ফিরিয়ে নেবেন এবং তা থেকেই একদিন তিনি তোমাদের সহসা বের (করে এনে নতুন জীবন দান) করবেন।

১৯. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে (এ) যমীনকে বিছানার মতো (সমতল করে) বানিয়েছেন,

২০. যাতে করে তোমরা এর উন্মুক্ত (ও প্রশস্ত) পথ ধরে চলাফেরা করতে পারো।

২১. নূহ বললো, হে আমার মালিক, আমার জাতির লোকেরা আমার কথা অমান্য করেছে, (আমার বদলে) তারা এমন কিছু লোকের অনুসরণ করেছে যাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কেবল তাদের বিনাশ ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করেনি,

২২. তারা (সত্যের বিরুদ্ধে) সাংঘাতিক ধরনের এক ষড়যন্ত্র শুরু করেছে,

২৩. তারা বলে, তোমরা তোমাদের (সেসব) দেবতাদের কোনো অবস্থায়ই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ' সূয়া' (নামক দেবতাদের) উপাসনা কিছুতেই ছেড়ে দিয়ো না, ইয়াগুস' ইয়াউক' ও নাছর' নামের দেব দেবীকেও (ছাড়বে) না,

২৪.(হে মালিক,) এরা বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে পথভ্রষ্ট করেছে, তুমিও আজ এ যালেমদের জন্যে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিয়ো না।

২৫. (অতঃপর) তাদের নিজেদের অপরাধের জন্যেই তাদের (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, (পরকালেও) তাদের জাহান্নামের কঠিন অনলে প্রবেশ করানো হবে, এ (অবস্থায়) তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকেই কখনোই সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

২৬. নূহ (আরও) বললো, হে আমার মালিক, এ যমীনের অধিবাসী (যালেমদের) একজন (গৃহবাসী)-কেও তুমি (আজ শাস্তি থেকে) রেহাই দিয়ো না,

২৭. (আজ) যদি তুমি এদের (শাস্তি থেকে) অব্যাহতি দাও, তাহলে এরা (পুনরায়) তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে, (শুধু তাই নয়), এরা (ভবিষ্যতেও) দুরাচার পাপী কাফের ছাড়া কাউকেই জন্ম দেবে না।

২৮. হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে তোমার ওপর ঈমান এনে যারা আমার (সাথে ঈমানের এই) ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, এমন সব ব্যক্তিদের এবং সব ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমা করে দাও, যালেমদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া কিছুই তুমি বৃদ্ধি করো না।

সূরা আল জ্বিন

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২৮, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার কাছে এ মর্মে ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল (কোরআন) শুনেছে, অতঃপর তারা (নিজেদের লোকদের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শুনে এসেছি,

২. যা (তার শ্রোতাকে) সঠিক (ও নির্ভুল) পথ প্রদর্শন করে, তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের মালিকের সাথে কাউকে শরীক করবো না,

৩. আর (আমরা বিশ্বাস করি,) আমাদের মালিকের মানমর্যাদা সকল কিছুর ঊর্ধ্বে, তিনি কাউকে স্ত্রী কিংবা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি,

৪. (আমরা আরো জানি,) আমাদের (কতিপয়) নির্বোধ আল্লাহ তা'আলার ওপর অসত্য ও বাড়াবাড়িমূলক কথাবার্তা আরোপ করে,

৫. (অথচ) আমরা মনে করেছিলাম, মানুষ ও জ্বিন (এ দুই জাতি তো) আল্লাহ তা'আলার ওপর মিথ্যা আরোপ করতেই পারে না,

৬. মানুষদের মাঝে কতিপয় (মূর্খ) লোক (বিপদে আপদে) জ্বিনদের কিছু সদস্যের কাছে আশ্রয় চাইতো, (এতে করে) অতঃপর (যারা মানুষ) তারা তাদের গুনাহ আরো বাড়িয়ে দিতো,

৭. এ জ্বিনরা মনে করতো যেমনি মনে করতে তোমরা মানুষরা যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ তা'আলা কখনো কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না,

৮. (জ্বিনরা আরো বললো,) আমরা আকাশমন্ডল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, আমরা একে কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা ভরা পেয়েছি,

৯. আমরা আগে তার বিভিন্ন ঘাঁটিতে কিছু (একটা) শোনার প্রত্যাশায় বসে থাকতাম; কিন্তু এখন আমাদের কেউ যদি (এসব ঘাঁটিতে বসে) কিছু শোনার চেষ্টা করে, তাহলে সে প্রতিটি জায়গায় আগে থেকেই তার জন্যে (পেতে রাখা এক) একটি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড (দেখতে) পায়,

১০. আমরা বুঝতে পারছিলাম না, পৃথিবীর মানুষদের কোনো অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশেই কি এসব (উল্কাপিন্ড বসিয়ে রাখা) হয়েছে? না (এর মাধ্যমে) তাদের মালিক (মূলত) তাদের সঠিক (কোনো) পথ দেখাতে চান,

১১. (মানুষদের মতো) আমাদের মধ্যেও কিছু আছে সৎকর্মশীল আর কিছু আছে এর ব্যতিক্রম; (পাপ পুণ্যের দিক থেকে) আমরা ছিলাম দ্বিধাবিভক্ত,

১২. আমরা বুঝে নিয়েছি, এ ধরার বুকে (কোথাও) আমরা আল্লাহ তা'আলা কে (কোনো অবস্থায়ই) অক্ষম করতে পারবো না না আমরা (কখনো তাঁর রাজ্য থেকে)পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পরাভূত করে দিতে পারবো,

১৩. আমরা যখন হেদায়াতের বাণী (সম্বলিত কোরআন) শোনলাম, তখন আমরা তার ওপর ঈমান আনলাম; কেননা যে ব্যক্তি তার মালিকের ওপর ঈমান আনে, তার নিজের পাওনা কম পাওয়ার আশংকা থাকে না, (পরকালেও) তাকে লাঞ্ছনা (ও অপমান) পেতে হবে না,

১৪. আমাদের মধ্যে কিছু আছে যারা (আল্লাহর অনুগত) মুসলিম, আবার কিছু আছে যারা সত্যবিমুখ (কাফের); যারা (আল্লাহর) আনুগত্যের পথ বেছে নিয়েছে তারা মুক্তি ও সৎপথই বাছাই করে নিয়েছে।

১৫. যারা সত্যবিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামের ইন্ধন (হবে),

১৬. (আসলে) লোকেরা যদি সত্য(ও নির্ভুল) পথের ওপর সুদৃঢ় থাকতো, তাহলে আমি তাদের (আসমান থেকে) প্রচুর পানি পান করাতাম,

১৭. যেন আমি এর দ্বারা তাদের (ঈমানের) পরীক্ষা নিতে পারি; যদি কোনো মানুষ তার মালিকের স্মরণ (ঈমান ও আনুগত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার মালিকতাকে অবশ্যই কঠোর আযাবে প্রবেশ করাবেন,

১৮. হে রসূল, আমার ওপর এ মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে,) মাসজিদসমূহ (একান্তভাবে) আল্লাহ তা'আলার এবাদাতের জন্যে (নির্দিষ্ট), অতএব তোমরা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না,

১৯. যখন আল্লাহর এক বান্দা তাকে ডাকার জন্যে দাঁড়ালো, তখন (মানুষ কিংবা জ্বিনের) অনেক সদস্যই তার আশেপাশে ভীড় জমাতে লাগলো;

২০.(এদের) তুমি বলো, আমি শুধু আমার মনিবকেই ডাকি, আর আমি তো (কখনো) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

২১. তুমি বলো, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতিসাধনের যেমন ক্ষমতা রাখি না, তেমনি আমি তোমাদের কোনো ভালো করার ক্ষমতাও রাখি না।

২২. তুমি (তাদের) বলো, (কোনো সংকট দেখা দিলে) আমাকে আল্লাহর পাঁকড়াও থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না? তিনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থলও তো আমি (খুঁজে) পাবো না,

২৩. (আমার কাজ) এ ছাড়া আর কি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর বাণী ও হেদায়াত পৌঁছে দেবো, (পৌঁছে দেয়ার পর) তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠিন) আগুন, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে;

২৪. এভাবে সত্যি সত্যিই যখন (সে দিনটি চোখের সামনে) দেখতে পাবে যার প্রতিশ্রুতি (তাদের) বার বার দেয়া হচ্ছে, তখন তারা অবশ্যই জানতে পারবে কার সাহায্যকারী কতো দুর্বল এবং কার বাহিনী সংখ্যায় কতো নগণ্য!

২৫. তুমি (এদের) বলো, আমি (নিজেই) জানি না, তোমাদের (কেয়ামত দিবসের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা কি (আসলেই) সন্নিকটে, না আমার প্রতিপালক তার (আগমনের) জন্যে কোনো (দীর্ঘ) মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন।

২৬. তিনি (সমগ্র) অদৃশ্য জগতের (জ্ঞানের একক) জ্ঞানী, তাঁর সে অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না,

২৭. অবশ্য তাঁর রসূল ছাড়া যাকে তিনি (এ কাজের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন, কিন্তু তার আগে-পিছেও তিনি (অতন্দ্র) প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন,

২৮. এ (প্রহরা) দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ কথাটা জেনে নিতে চান, তাঁর নবী রসূলরা (মানুষের কাছে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদায়াতের বাণী (ঠিক ঠিক) পৌঁছে দিয়েছে কিনা, অথচ আল্লাহ তা'আলা এমনিই তাদের সব কিছু পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং (এ সৃষ্টি জগতের) সবকিছুর গুনতি একমাত্র তিনিই অবগত রয়েছেন।

সূরা আল মোযযাম্মেল

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২০, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (মোহাম্মদ,)

২. রাতে (নামাযের জন্যে) ওঠে দাঁড়াও, কিছু অংশ বাদ দিয়ে,

৩. তার অর্ধেক (পরিমাণ) অংশ (নামাযের জন্যে দাঁড়াও), অথবা তার চাইতে আরো কিছু কম,

৪. কিংবা (চাইলে) তার ওপর (কিছু সময়) তুমি বাড়িয়েও দিতে পারো, আর তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো থেমে থেমে;

৫.(মনে রেখো,) অচিরেই আমি তোমার ওপর একটি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ বাণী সদৃশ) কিছু রাখতে যাচ্ছি।

৬. (অবশ্যই) রাতে বিছানা ত্যাগ! তা আত্মসংযমের জন্যে বেশী কার্যকর (পন্থা, তা ছাড়া এ সময়) কোরআন পাঠেরও যথার্থ সুবিধা থাকে বেশী;

৭. নিঃসন্দেহে দিনের বেলায় তোমার থাকে প্রচুর কর্মব্যস্ততা;

৮. তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করো;

৯. আল্লাহ তা'আলা পূর্ব পশ্চিমের একক মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব তাঁকেই তুমি অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো।

১০. এ (নির্বোধ) লোকেরা (তোমার সম্পর্কে) যেসব কথাবার্তা বলে তাতে (কান না দিয়ে বরং) তুমি ধৈর্য্য ধারণ করো এবং সৌজন্য সহকারে তাদের পরিহার করো।

১১. আর সহায় সম্পদের অধিকারী এ মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের (সাথে ফয়সালার) ব্যাপারটা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও এবং কিছুদিনের জন্যে তুমি তাদের অবকাশ দিয়ে রাখো।

১২. অবশ্যই আমার কাছে (এ পাপীদের পাঁকড়াও করার জন্যে) শেকল আছে, আছে (আযাব দেয়ার জন্যে) জাহান্নাম,

১৩.(তাদের জন্যে আরো রয়েছে) গলায় আটকে যাবে এমন (ধরনের) খাবার ও যন্ত্রণা দেবে এমন ধরনের আযাব,

১৪. (এ ঘটনা সেদিন ঘটবে)যেদিন পৃথিবী ও (তার ওপর অবস্থিত) পাহাড়সমূহ সব প্রকম্পিত হতে থাকবে এবং পাহাড়সমূহের অবস্থা হবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কতিপয় বালুকা স্তূপের ন্যায়।

১৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে (তোমাদের কাজকর্মের) সাক্ষ্যদাতা হিসেবে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যেমনি করে ফেরাউনের কাছেও আমি একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম;

১৬. অতঃপর ফেরাউন (আমার পাঠানো) রসূলকে অমান্য করলো,(এ অমান্য করার শাস্তি হিসেবে) আমি তাকে কঠোরভাবে পাঁকড়াও করলাম।

১৭.(আজ) যদি তোমরাও সেদিনকে অস্বীকার করো তাহলে আল্লাহর আযাব থেকে (বলো) কিভাবে তোমরা বাঁচতে পারবে, যেদিন (অবস্থার ভয়াবহতা অল্প বয়স্ক) কিশোর বালকদেরও বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে;

১৮. যেদিন তার সাথে আসমান ফেটে ফেটে পড়বে,(এ) হচ্ছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আর তা সংঘটিত হবেই।

১৯. এ(বাণী) হচ্ছে একটি উপদেশমাত্র, কোনো ব্যক্তি চাইলে (এর মাধ্যমে সহজেই) নিজের মালিকের দিকে যাওয়ার একটা রাস্তা গ্রহণ করে নিতে পারে।

২০. (হে নবী,) তোমার মালিক (একথা) জানেন, তুমি এবং তোমার সাথে তোমার সাথীদের এক দল (এবাদাতের জন্যে কখনো) রাতের দুই তৃতীয়াংশ, (কখনো) অর্ধেক অংশ, আবার (কখনো) এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকো; (মূলত) রাত দিনের এ হিসাব তো আল্লাহ তা'আলাই ঠিক করে রাখেন; তিনি (এও) জানেন, তোমরা এর সঠিক হিসাব করতে সক্ষম হবে না, তাই আল্লাহ তা'আলা (এ ব্যাপারে) তোমাদের ওপর ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন, অতএব (এখন থেকে) কোরআনের যে পরিমাণ অংশ তেলাওয়াত করা তোমাদের জন্যে সহজ, ততোটুকুই তোমরা তেলাওয়াত করো; আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা জানেন, তোমাদের ভেতর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, আবার পরবর্তী কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধানের উদ্দেশে সফরে বের হতে পারে, আবার একদল লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিয়োজিত হবে, তাই (এ পরিপ্রেক্ষিতে) তা থেকে যেটুকু অংশ পড়া তোমাদের জন্যে সহজ ততোটুকুই তোমরা পড়ো; তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, (মাল সম্পদের) যাকাত আদায় করো এবং (দান করার মাধ্যমে) আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো; (মনে রাখবে,) যা কিছু ভালো ও উত্তম কাজ তোমরা আগেভাগেই নিজেদের জন্যে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে রাখবে, তাই তোমরা আল্লাহর কাছে (সংরক্ষিত দেখতে) পাবে, পুরস্কার ও এর বর্ধিত পরিমাণ হিসেবে তা হবে অতি উত্তম, তারপর (নিজেদের গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতীব দয়ালু ও অধিক ক্ষমাশীল।

সূরা আল মোদ্দাসসের

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫৬, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. হে কম্বল আবৃত (মোহাম্মদ),

২.(কম্বল ছেড়ে) ওঠো এবং মানুষদের (পরকালের আযাব সম্পর্কে) সাবধান করো,

৩. তোমার মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো,

৪. আর তোমার পোশাক আশাক পবিত্র করো,

৫. এবং (যাবতীয়) মলিনতা ও অপবিত্রতা পরিহার করো,

৬. কখনো বেশী পাওয়ার লোভে কাউকে কিছু দান করো না,

৭. তোমার মালিকের (খুশীর) উদ্দেশে ধৈর্য্য ধারণ করো;

৮. যেদিন (সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে,

৯. সেদিনটি (হবে) সত্যিই বড়ো সাংঘাতিক,

১০(বিশেষ করে এ দিনকে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে এ (দিন)-টি মোটেই সহজ (বিষয়) হবে না।

১১. র(তার সাথে বুঝাপড়া করার জন্যে) তুমি আমাকেই ছেড়ে দাও, যাকে আমি অনন্য ধরনের (করে) পয়দা করেছি,

১২. তাকে আমি বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ দান করেছি,

১৩.(তাকে দান করেছি) সদা সংগী (এক দল) পুত্র সন্তান,

১৪. আমি তার জন্যে (যাবতীয় সচ্ছলতার উপকরণ) সুগম করে দিয়েছি,

১৫.(তারপরও) যে লোভ করে, তাকে আমি আরো অধিক দিতে থাকবো,

১৬. না, তা কখনো হবে না; কেননা সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর;

১৭. অচিরেই আমি তাকে (শাস্তির) চুড়ায় আরোহণ করাবো;

১৮. সে তো (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা) চিন্তা-ভাবনাও করেছিলো, তারপর (আবার নিজের গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত থাকার) একটা সিদ্ধান্ত করলো,

১৯. তার ওপর অভিশাপ, (সত্য চেনার পরও) কেমন করে সে (পুনরায় বিরোধিতার) সিদ্ধান্ত করলো!

২০. আবারও তার ওপর অভিশাপ (নাযিল হোক), কিভাবে সে এমন সিদ্ধান্ত করতে পারলো,

২১. সে একবার (উপস্থিত লোকদের প্রতি) চেয়ে দেখলো,

২২. (অহংকার ও দম্ভভরে) সে তার ভ্রুকুঞ্চিত করলো, (অবজ্ঞাভরে নিজের) মুখটা বিকৃত করে ফেললো,

২৩. অতঃপর সে (একটু) পিছিয়ে গেলো এবং সে অহংকার করলো,

২৪. সে (আরো) বললো, এ তো (আসলে) আগের লোকদের থেকে প্রাপ্ত যাদু (-বিদ্যার খেল) ছাড়া আর কিছুই নয়,

২৫. এ তো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়;

২৬. অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো।

২৭. তুমি কি জানো জাহান্নাম (এর আগুন) কি ধরনের?

২৮. (এটা এমন ভয়াবহ আযাব) যা (এর অধিবাসীদের জ্বালিয়ে অক্ষত অবস্থায়ও) ফেলে রাখবে না, আবার (শাস্তি থেকে) রেহাইও দেবে না,

২৯. বরং তা মানুষদের গায়ের চামড়া জ্বালিয়ে দেবে,

৩০. তার ওপর (আছে) উনিশ;

৩১. আমি ফেরেশতাদের ছাড়া দোযখের প্রহরী হিসেবে (অন্য কাউকেই) নিযুক্ত করিনি এবং তাদের সংখ্যাকে আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে একটি পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি, যেন এর মাধ্যমে যাদের ওপর আমার কেতাব নাযিল হয়েছে তারা (আমার কথায়) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং যারা (আগে থেকেই আমার ওপর) ঈমান এনেছে তাদের ঈমানও এতে করে বৃদ্ধি পেতে পারে, (সর্বোপরি) এর ফলে আহলে কেতাব এবং মোমেনরাও যেন কোনোরকম সন্দেহে নিমজ্জিত না হতে পারে, (অবশ্য) যাদের মনে সন্দেহের ব্যাধি রয়েছে এর ফলে তারা এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিরা বলবে, এ (অভিনব) উক্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কী বুঝাতে চান? (মূলত) এভাবেই আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, (আবার একইভাবে) তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; তোমার মালিকের (বিশাল) বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না, (আর দোযখের বর্ণনা) এ তো শুধু মানুষদের উপদেশের জন্যেই।

৩২. না, তা কখনো নয়, (আমি) চাঁদের শপথ (করে বলছি),

৩৩.(আরো) শপথ (করছি) রাতের, যখন তা অবসান হতে থাকে,

৩৪. শপথ (করছি) প্রভাতকালের যখন তা (দিনের) আলোয় উদ্ভাসিত হয়,

৩৫. নিঃসন্দেহে তা হবে (মানুষের জন্যে) কঠিনতম বিপদসমূহের মধ্যে একটি (বিপদ),

৩৬. মানুষের জন্যে (তা হবে) ভয় প্রদর্শনকারী,

৩৭. তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তির জন্যে, যে (কল্যাণের পথে) অগ্রসর হতে চায় এবং (অকল্যাণের পথ থেকে) পিছু হটতে মনস্থ করে;

৩৮.(এখানে) প্রত্যেক মানুষই নিজের কর্মফলের হাতে বন্দী হয়ে আছে,

৩৯. অবশ্য ডান দিকে অবস্থানকারী (নেক) লোকগুলো ছাড়া;

৪০. তারা অবস্থান করবে (চিরস্থায়ী) জান্নাতে। (সেদিন) তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে,

৪১.(জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত)পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে,

৪২.(তারা বলবে, হে জাহান্নামের অধিবাসীরা,) তোমাদের আজ কিসে এ ভয়াবহ আযাবে উপনীত করেছে?

৪৩. তারা বলবে, আমরা নামাযীদের দলে শামিল ছিলাম না,

৪৪. (ক্ষুধার্ত ও) অভাবী ব্যক্তিদের আমরা খাবার দিতাম না,

৪৫. (সত্যের বিরুদ্ধে)যারা অন্যায় অমূলক আলোচনায় উদ্যত হতো আমরা তাদের সাথে যোগ দিতাম,

৪৬. (সর্বোপরি) আমরা আখেরাতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম,

৪৭.এমনকি চূড়ান্ত সত্য মৃত্যু (একদিন) আমাদের কাছে হাযির হয়ে গেলো।

৪৮. তাই (আজ) কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশই তাদের কোনো উপকারে আসবে না;

৪৯. (বলতে পারো) এদের কি হয়েছে, এরা এ (সত্য) বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন?

৫০. (অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়) এরা যেন বনের কতিপয় পলায়নপর (ভীত সন্ত্রস্ত) গাধা,

৫১. যা গর্জনকারী বাঘের আক্রমণ থেকে পালাতেই ব্যস্ত;

৫২. কিন্তু তাদের প্রতিটি ব্যক্তিই চায়, (স্বতন্ত্রভাবে) উন্মুক্ত গ্রন্থ তাকে দেয়া হোক,

৫৩. এটা কখনো সম্ভব নয়, (আসলে) এ লোকেরা শেষ বিচারের দিনক্ষণকে মোটেই ভয় করে না;

৫৪. না, কখনো তা (অবজ্ঞার বিষয়) নয়, এটি একটি নসীহত মাত্র,

৫৫. অতএব (এক্ষণে) যার ইচ্ছা সে যেন (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে;

৫৬. (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তা'আলা র ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা কখনো (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে না; একমাত্র তিনিই ভয় করার যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ক্ষমার মালিক।

সূরা আল ক্বেয়ামাহ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৪০, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. আমি শপথ করছি রোজ কেয়ামতের,

২. আরও আমি শপথ করছি সে নফসের, যে (ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে) নিজেকে ধিক্কার দেয়;

৩. মানুষ কি ধরে নিয়েছে, (সে মরে গেলে) আমি তার অস্থিমজ্জাগুলো আর কখনো একত্রিত করতে পারবো না;

৪. অবশ্যই (আমি তা পারবো), আমি তো বরং তার আংগুলের গিরাগুলোকেও পুনর্বিন্যস্ত করে দিতে পারবো।

৫. এ সত্ত্বেও মানুষ তার সম্মুখের দিনগুলোতে পাপাচারে লিপ্ত হতে চায়,

৬. সে জিজ্ঞেস করে, (তোমার প্রতিশ্রুত) কেয়ামত কবে আসবে?

৭. (তুমি বলো,) যেদিন (সবার) দৃষ্টি ধাঁধাযুক্ত হয়ে যাবে,

৮. (যেদিন) চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, ৯(যেদিন) চাঁদ ও সুরুজ একাকার হয়ে যাবে,

১০. (সেদিন) মানুষগুলো সব বলে উঠবে (সত্যিই তো! কেয়ামত এসে গেলো), কোথায় আজ পালানোর জায়গা (আমাদের)?

১১. (ঘোষণা আসবে) না, (আজ পালাবার জায়গা নেই,) কোনো আশ্রয়স্থল নেই;

১২. (আজ) আশ্রয়স্থল ও ঠাঁই আছে (একটাই এবং তা) শুধু) তোমার মালিকের কাছে,

১৩. সেদিন প্রতিটি মানুষকে (খুলে খুলে) জানিয়ে দেয়া হবে, কি (কাজ) নিয়ে সে আজ হাযির হয়েছে, আর কি (কি কাজ) সে পেছনে রেখে এসেছে;

১৪. মানুষরা (মূলত) নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে নিজেরাই সম্যক অবগত,

১৫. যদিও সে নিজের (সপক্ষে) বিভিন্ন অজুহাত পেশ করতে চাইবে;

১৬. (ওহীর ব্যাপারে হে নবী) তুমি তাতে তাড়াহুড়ো করার উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;

১৭. এর একত্র করা ও (ঠিকমতো তোমাকে) পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর,

১৮. অতএব আমি (জিবরাঈলের মাধ্যমে তোমার কাছে) যখন কোরআন পড়তে থাকি, তখন তুমি সে পড়ার (দিকে মনোযোগ দাও এবং এর) অনুসরণ করার চেষ্টা করো,

১৯. অতঃপর (তোমাকে) এর ব্যাখ্যা বলে দেয়ার দায়িত্বও আমার ওপর;

২০. কক্ষনো না, তোমরা পর্থিব জগতকেই বেশী ভালোবাসো

২১. এবং পরকালীন জীবনকে তোমরা উপেক্ষা করো!

২২. সেদিন কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে,

২৩. এ (ভাগ্যবান) ব্যক্তিরা তাদের মালিকের দিকে তাকিয়ে থাকবে,

২৪. আবার এদিন কিছু (মানুষের) চেহারা হয়ে যাবে (উদাস ও) বিবর্ণ,

২৫. তারা ভাবতে থাকবে, (এক্ষুণি বুঝি) তাদের সাথে কোমর বিচূর্ণকারী (আযাবের) আচরণ (শুরু) করা হবে;

২৬. কখনো নয়, মানুষের প্রাণ (যখন) তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে যাবে,

২৭. তাকে বলা হবে, এ (বিপদের) সময় (যাদুটোনা ও) ঝাড় ফুঁক দেয়ার মতো কেউ কি আছে?

২৮. সে (তখন ঠিকমতোই) বুঝে নেবে, (পৃথিবী থেকে এখন) তার বিদায় (নেয়ার পালা),

২৯. (আর এভাবেই) তার (এ জীবনের শেষ) পা' (পরের জীবনের প্রথম) পা'র সাথে জড়িয়ে যাবে,

৩০. আর সে দিনটিই হবে তোমার মালিকের দিকে (তার অনন্ত) যাত্রার (প্রথম) সময়!

৩১. (আসলে) এ (জাহান্নামী) ব্যক্তিটি সত্য স্বীকার করেনি এবং (সত্যের দাবী মোতাবেক)সে নামায প্রতিষ্ঠা করেনি,

৩২. বরং (তার বদলে) সে (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (সত্য থেকে) সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

৩৩. সে অত্যন্ত দম্ভ ও অহমিকাভরে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গেলো,

৩৪. (আল্লাহ তা'আলা বলবেন,) হ্যাঁ, (এ পরিণাম ঠিক) তোমাকেই মানায় এবং এটা তোমারই প্রাপ্য।

৩৫. অতঃপর এ আচরণ তোমারই সাজে, (এটা) তোমার জন্যেই মানায়;

৩৬. মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে তাকে এমনি (লাগামহীন অবস্থায়) ছেড়ে দিয়ে রাখা হবে;

৩৭. সে কি (এক সময়) এক ফোঁটা স্খলিত শুক্রবিন্দুর অংশ ছিলো না,

৩৮. তারপর (এক পর্যায়ে) তা হলো রক্তপিন্ড, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (তাকে দেহ সৃষ্টি করে) সুবিন্যস্ত করলেন,

৩৯. এরপর আল্লাহ তা'আলা সে থেকে নারী পুরুষের জোড়া পয়দা করেছেন।

৪০. এরপরও তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ তা'আলা রমৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না?

সূরা আদ দাহর

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ৩১, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা র নামে

১. কালের (পরিক্রমায়) কোনো একটি সময় মানুষের ওপর দিয়ে এমন অতিবাহিত হয়েছে কি যখন সে (এবং তার অস্তিত্ব) উল্লেখ করার মতো কোনো বিষয়ই ছিলো না!

২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) মিশ্রিত শুক্র থেকে, যেন আমি তাকে (তার ভালো মন্দের ব্যাপারে) পরীক্ষা করতে পারি, অতঃপর (এর উপযোগী করে তোলার জন্যে) তাকে আমি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে পয়দা করেছি।

৩. আমি তাকে (চলার) পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে চাইলে (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় কাফের হয়ে যাবে।

৪. কাফেরদের (পাঁকড়াও করার) জন্যে আমি শেকল, বেড়ি ও (শাস্তির জন্যে) আগুনের লেলিহান শিখার ব্যবস্থা করে রেখেছি।

৫. নিঃসন্দেহে যারা সৎকর্মশীল তারা (জান্নাতে) এমন সুরা পান করবে যার সাথে (সুগন্ধযুক্ত) কর্পূর মেশানো থাকবে,

৬. এ (কর্পূর মেশানো) পানি হবে প্রবাহমান (এক) ঝর্ণা, যার (প্রবাহ) থেকে আল্লাহর নেক বান্দারা সদা পানীয় গ্রহণ করবে, তারা (যেদিকে যখন ইচ্ছা) এ (ঝর্ণাধারা)-টা প্রবাহিত করে নেবে।

৭. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা মানত' পূরণ করে এবং এমন এক দিনকে ভয় করে, যে দিনের ধ্বংসলীলা হবে (ব্যাপক ও) সুদূরপ্রসারী।

৮. এরা শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় (উদ্বুদ্ধ হয়েই ফকীর), মেসকীন, এতীম ও কয়েদীদের খাবার দেয়।

৯. (খাবার দেয়ার সময় এরা বলে,) আমরা শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি, (বিনিময়ে) আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিদান চাই না না (চাই) কোনো রকম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

১০. আমরা তো সে দিনটির ব্যাপারে আমাদের প্রতিপালককে ভয় করি, যেদিনটি হবে অতীব ভয়ংকর।

১১.(এরা যেহেতু এ দিনটিকে বিশ্বাস করেছে তাই) আল্লাহ তা'আলা আজ তাদের সে দিনের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন, তিনি তাদের সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন,

১২. এরা যে কঠোর ধৈর্য্য (ও সহিষ্ণুতা) প্রদর্শন করেছে (তার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তা'আলা) তাদের জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র দান করবেন,

১৩. (সেই মনোরম জান্নাতে) তারা (সুসজ্জিত) আসনে হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে সূর্যের (তাপ) যেমন তারা দেখবে না, তেমনি দেখবে না কোনোরকম শীত (-এর প্রকোপ),

১৪. তাদের ওপর (জান্নাতে) তার গাছের ছায়া ঝুঁকে থাকবে, তার ফলপাকড়াকে তাদের আয়ত্তাধীন করে দেয়া হবে।

১৫. তাদের (সামনে খাবার) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য নির্মিত পাত্রে আর কাচের পেয়ালায় এবং তা হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ,

১৬. রূপালী স্ফটিক পাত্র, (যার সবটুকুই) পরিবেশনকারীরা যথাযথভাবে পূর্ণ করে রাখবে।

১৭. সেখানে তাদের এমন এক (অপূর্ব) সুরা পান করানো হবে, যার সাথে মেশানো হবে যানজাবীল' (নামের এক মূল্যবান সুগন্ধ),

১৮. তাতে রয়েছে (জান্নাতের) এক (অমিয়) ঝর্ণা, যার নাম রাখা হয়েছে সালসাবীল'।

১৯. তাদের চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে একদল কিশোর বালক, যারা (বয়সের ভারে বৃদ্ধ হয়ে যাবে না,) চিরকাল কিশোর থাকবে, যখনি তুমি তাদের দিকে তাকাবে মনে হবে এরা বুঝি কতিপয় ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।

২০. সেখানে যখন যেদিকে তুমি তাকাবে, দেখবে শুধু নেয়ামতেরই সমারোহ, আরও দেখবে (নেয়ামতে উপচে পড়া) এক বিশাল সাম্রাজ্য।

২১. বেহেশতবাসীদের পরনের কাপড় হবে অতি সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও মোটা মখমল, তাদের পরানো হবে রূপার কংকণ, (তদুপরি) তাদের মালিক সেদিন তাদের শরাবান তহুরা' (মহাপবিত্র উৎকৃষ্ট পানীয়) পান করাবেন।

২২. (তাদের মালিক বলবেন, হে আমার বান্দারা,) এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে (আমার) পুরস্কার এবং তোমাদের (যাবতীয়) চেষ্টা সাধনার স্বীকৃতি!

২৩.(হে নবী,) আমি (এ মহাগ্রন্থ) কোরআন ধীরে ধীরে তোমার ওপর নাযিল করেছি,

২৪. সুতরাং (এদের ব্যাপারেও ধীরে ধীরে) তুমি ধৈর্য্য এর সাথে তোমার মালিকের নির্দেশের অপেক্ষা করো, আর এদের মধ্যে যারা পাপী ও সত্যের পথ প্রত্যাখ্যানকারী, কখনো তাদের আনুগত্য করবে না,

২৫. তুমি সকাল সন্ধ্যা শুধু তোমার মালিকের নাম স্মরণ করতে থাকো,

২৬. রাতের একাংশ তাঁর সামনে সাজদাবনত থাকো এবং রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকো।

২৭. এরা বৈষয়িক স্বার্থের এ (সহজলভ্য) পার্থিব জগতকেই বেশী ভালোবাসে এবং পরে যে তাদের ওপর একটা কঠিন দিন আসছে তা (এরা) উপেক্ষা করে!

২৮.(অথচ) আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের জোড়াগুলো ও তার বাঁধন আমিই মযবুত করেছি, আবার আমি যখন ইচ্ছা করবো তখন এদের (এ শক্ত বাঁধন শিথিল করে তাদের) আকৃতিই বদলে দেবো।

২৯. এটা হচ্ছে অবশ্যই একটি উপদেশ বিশেষ, অতএব যার ইচ্ছা সে (একে আঁকড়ে ধরে) নিজের মালিকের কাছে যাওয়ার (একটা) পথ করে নিতে পারে।

৩০. আর আল্লাহ তা'আলা যা চেয়েছেন সেটা ছাড়া তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না; অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময়।

৩১. তিনি যাকে চান তাকে তাঁর অফুরন্ত রহমতের মাঝে প্রবেশ করান; যালেমদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

সূরা আল মোরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫০, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. মৃদুমন্দ ও ক্রমাগতভাবে পাঠানো (কল্যাণবাহী) বাতাসের শপথ,

২. প্রলয়ংকরী ঝঞ্ঝা বাতাসের শপথ,

৩. মেঘমালা বিস্তৃতকারী বাতাসের শপথ,

৪. (আবার এ মেঘমালাকে) যে (বাতাস) টুকরো টুকরো করে আলাদা করে দেয় তার শপথ,

৫. (মানুষের অন্তরে) ওহী নিয়ে আসে যে (ফেরেশতা) তার শপথ,

৬. (বিশ্বাসীরা এরপর) যেন কোনো ওযর আপত্তি (পেশ) করতে না পারে কিংবা (অবিশ্বাসীরা) যেন এতে সতর্ক হতে পারে,

৭. নিঃসন্দেহে তোমাদের (পরকাল দিবসের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সংঘটিত হবেই;

৮. যখন আকাশের তারাগুলোকে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে,

৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে,

১০. যখন পাহাড়গুলোকে (ধুলার মতো) উড়িয়ে দেয়া হবে,

১১. যখন নবী রসূলদের সকলকে নির্ধারিত সময়ে (এক জায়গায়) জড়ো করা হবে;

১২. কোন (বিশেষ) দিনটির জন্যে (এ কাজটি) স্থগিত করে রাখা হয়েছে?

১৩. (হ্যাঁ) চূড়ান্ত ফয়সালার দিনটির জন্যে,

১৪. তুমি কি জানো সে ফয়সালার দিনটি কেমন হবে?

১৫. যারা (একে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে সেদিন তাদের ধ্বংস (অবধারিত)।

১৬.আমি কি আগের (অবিশ্বাসী যালেম) লোকদের ধ্বংস করিনি?

১৭. অতঃপর আমি পরবর্তী লোকদেরও (ধ্বংসের পথে) পূর্ববর্তীদের সঙ্গী করে দেবো।

১৮. (সকল যুগে) অপরাধী ব্যক্তিদের সাথে আমি এ (একই) ধরনের ব্যবহারই করে থাকি।

১৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!

২০. আমি কি তোমাদের (এক ফোঁটা) তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

২১. অতঃপর সেই (তুচ্ছ পানির) ফোঁটাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে আমি (সযত্নে) রেখে দিয়েছি?

২২. (রেখে দিয়েছি) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত,

২৩. তারপর তাকে পরিমাণমতো সব (কিছু দিয়ে আমি পূর্ণাংগ একটি মানুষ তৈরী) করতে সক্ষম হয়েছি, কতো সক্ষম (ও নিপুণ) স্রষ্টা আমি!

২৪. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!

২৫. আমি কি ভূমিকে (প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের) ধারণকারী করে বানিয়ে রাখিনি?

২৬. জীবিত ব্যক্তিদের যেমনি (সে ধারণ করে আছে) তেমনি মৃত ব্যক্তিদেরও (সে নিজের ভেতরে ধরে রেখেছে),

২৭. আমি তাতে উঁচু উঁচু পর্বতমালা সৃষ্টি করে রেখেছি এবং তোমাদের আমি সুপেয় পানি পান করিয়েছি।

২৮. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

২৯.(বিচারের পর বলা হবে,) এবার চলো সেই জিনিসের দিকে যাকে তোমরা দুনিয়ায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে,

৩০. চলো সেই ধূম্রপুঞ্জের ছায়ার দিকে, যার রয়েছে তিনটি (ভয়ংকর) শাখা প্রশাখা,

৩১. এ ছায়া কিন্তু সুনিবিড় কিছু নয়, এটা (তাকে) আগুনের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচাতেও পারবে না;

৩২.(বরং) তা বৃহত্ প্রাসাদতুল্য আগুনের স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করতে থাকবে,

৩৩. (মনে হবে) তা যেন হলুদ বর্ণের (কতিপয়) উটের পাল;

৩৪. দুর্ভোগ তাদের (জন্যে), যারা (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

৩৫. এ হচ্ছে সেই (মহাবিচারের) দিন, যেদিন কেউ কোনো কথা বলবে না,

৩৬. কাউকে সেদিন (গুনাহের পক্ষে) ওযর আপত্তি (কিংবা সাফাই) পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না।

৩৭. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

৩৮. র(সেদিন পাপীদের বলা হবে,) আজকের দিন হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, তোমাদের সাথে তোমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষকে আজ আমি (এখানে) একত্রিত করেছি।

৩৯. আজ যদি (আমার বিরুদ্ধে) তোমাদের কোনো অপকৌশল প্রয়োগ করার থাকে তাহলে তা প্রয়োগ করো।

৪০. দুর্ভোগ তাদের (জন্যে), যারা (একে) মিথ্যা করেছে।

৪১. (আল্লাহকে) যারা ভয় করেছে আজ তারা থাকবে (সুনিবিড়) ছায়াতলে এবং (প্রবাহমান) ঝর্ণাধারার মাঝে,

৪২. তাদের জন্যে ফলফলারির ব্যবস্থা থাকবে, যা চাইবে তারা তাই পাবে;

৪৩. (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা করে এসেছো তার পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা তৃপ্তির সাথে (আমার নেয়ামত) খাও ও পান করো।

৪৪. অবশ্যই আমি সৎকর্মশীল মানুষদের এমনিভাবে পুরস্কার দিয়ে থাকি।

৪৫. সেদিন (যাবতীয়) দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!

৪৬. (হে অবিশ্বাসীরা,) কিছুদিনের জন্যে তোমরা এখানে খেয়ে নাও এবং কিছু ভোগ আস্বাদনও করে নাও, নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছো অপরাধী!

৪৭. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

৪৮. এ যালেমদের অবস্থা হচ্ছে, এদের যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর দরবারে নত হও, তখন তারা নত হয় না।

৪৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে), যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!

৫০. (তুমিই বলো,) এরপর আর এমন কোন কথা আছে যার ওপর এরা ঈমান আনবে!

পারা ৩০

সুরা আন নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৪০, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. কোন বিষয় সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে?

২. (তারা কি) সেই (গুরুত্বপুর্ণ) মহাসংবাদের ব্যাপারেই (একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে),

৩. যে ব্যাপারে তারা নিজেরাও বিভিন্ন মত পোষণ করে;

৪. না, (তা আদৌ ঠিক নয়, সঠিক ঘটনা) এরা তো অচিরেই জানতে পারবে,

৫. আবারও (তোমরা শুনে রাখো, কেয়ামত আসবেই এবং) অতি সত্বরই তারা (এ সম্পর্কে) জানতে পারবে|

৬. (তোমরা কি আমার সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে ভেবে দেখোনি?) আমি কি এ ভূমিকে বিছানার মতো করে তৈরী করে রাখিনি?

৭. (ভূমিকে স্থির রাখার জন্যে) আমি কি পাহাড়সমূহকে (এর গায়ে) পেরেকের মতো গেড়ে রাখিনি?

৮. (সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে) আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি,

৯. তোমাদের ঘুমকে আমি শান্তির উপকরণ বানিয়েছি,

১০. আমি রাতকে (তোমাদের জন্যে) আবরণ করে দিয়েছি,

১১. তার পাশাপাশি) দিনগুলোকে জীবিকা অর্জনের জন্যে (আলোকোজ্জ্বল করে) রেখেছি,

১২. আমি তোমাদের ওপর সাতটি মযবুত আসমান বানিয়েছি,

১৩. (এতে স্থাপন করেছি একটি প্রোজ্জ্বল বাতি,

১৪. মেঘমালা থেকে আমি বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা,

১৫. যেন তা দিয়ে আমি (শ্যামল ভূমিতে) উৎপাদন করতে পারি (নানা রকমের) শস্যদানা ও তরিতরকারি,

১৬. এবং সুনিবিড় বাগবাগিচা;

১৭. (সব কিছুর শেষে) এর (সিদ্ধান্তদানকারী একটি) দিনও সুনির্দিষ্ট (করে রাখা) হয়েছে।

১৮. যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, (প্রলয়ংকরী ফুঁর সাথে সাথে) তোমরা দলে দলে আসবে,

১৯. (যখন) আসমান খুলে দেয়া হবে এবং তা অনেকগুলো খোলা দরজায় পরিণত হয়ে যাবে,

২০. পর্বতমালাকে সরিয়ে দেয়া হবে অতঃপর তা মরীচিকার মতো হয়ে যাবে,

২১. নিশ্চয়ই জাহান্নাম (পাপীদের জন্যে) এক (গোপন)ফাঁদ,

২২. বিদ্রোহীদের জন্যে তা হবে (নিকৃষ্টতম) আবাসস্থল,

২৩. সেখানে তারা কালের পর কাল ধরে পড়ে থাকবে,

২৪. সেখানে তারা কোনো ঠান্ডা ও পানীয় (জাতের) কিছুর স্বাদ ভোগ করবে না,

২৫. (সেখানে) ফুটন্ত পানি, পুঁজ, দুর্গন্ধময় রক্ত, ক্ষত ছাড়া (ভিন্ন) কিছুই থাকবে না,

২৬. (এই হচ্ছে তাদের) যথাযথ প্রতিফল;

২৭. (কারণ) এরা হিসাব-নিকাশের (দিন থেকে কিছুই) আশা করেনি,

২৮. (বরং) তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে;

২৯. আমি তো (তাদের) যাবতীয় কর্মকান্ডের রেকর্ড সংরক্ষণ করে রেখেছি,

৩০. অতএব তোমরা আযাব উপভোগ করতে থাকো, (আজ) আমি তোমাদের জন্যে শাস্তির মাত্রা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবো না।

৩১. (অপরদিকে) পরহেযগার লোকদের জন্যে রয়েছে (পরম) সাফল্য,

৩২. (তা হচ্ছে সুসজ্জিত) বাগবাগিচা, আংগুর (ফলের সমারোহ),

৩৩. (আরো রয়েছে) পুর্ণ যৌবনা সমবয়সী সুন্দরী তরুণী,

৩৪. এবং উপচে পড়া পানপাত্র;

৩৫. এখানে তারা কোনো বাজে কথা ও মিথ্যা শুনতে পাবে না,

৩৬. তোমার মালিকের তরফ থেকে (এটা হচ্ছে) তাদের জন্যে যথাযথ পুরস্কার,

৩৭.(এ পুরস্কার তাঁর) যিনি আসমানসমুহ, যমীন ও এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার মালিক দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কেউই বিতর্ক করার ক্ষমতা রাখে না,

৩৮. সেদিন (পরাক্রমশালী মালিকের সামনে) রূহ (জিবরাঈল) ও অন্যান্য ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, করুণাময় আল্লাহ তা'আলা যাদের অনুমতি দেবেন তারা ছাড়া (সেদিন) অন্য কেউই কথা বলতে পারবে না এবং সে (অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও যখন বলবে তখন) সঠিক কথাই বলবে।

৩৯. এ দিনটি সত্য, (তাই) কেউ ইচ্ছা করলে (এখনো) নিজের মালিকের কাছে নিজের জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে।

৪০. আমি আসন্ন আযাব সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করে দিলাম, সেদিন মানুষ দেখতে পাবে তার হাত দুটি এ দিনের জন্যে কী কী জিনিস পাঠিয়েছে, (এ দিনকে) অস্বীকারকারী ব্যক্তি তখন বলে উঠবে (ধিক এমনি এক জীবনের জন্যে), হায়, কতো ভালো হতো যদি মানুষ (না হয়ে) আমি (আজ) মাটি হতাম!

সুরা আন নাযেয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৪৬, রুকু ২

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. শপথ (সেই ফেরেশতাদের), যারা নির্মমভাবে (পাপীদের আত্মা) ছিনিয়ে আনে,

২. শপথ (সেই ফেরেশতাদের) যারা সহজভাবে (নেককারদের রূহ) খুলে দেয়,

৩. শপথ (সেই ফেরেশতাদের), যারা (আমার হুকুম তামিল করার জন্যে) সাঁতরে বেড়ায়,

৪. শপথ (সেই ফেরেশতাদের), যারা (হুকুম পালনে)দ্রুত এগিয়ে চলে,

৫. শপথ (সেই ফেরেশতাদের), যারা (সব ক'টি) কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে।

৬. (কেয়ামত অবশ্যই আসবে), সেদিন ভূকম্পনের এক প্রচন্ড ঝাঁকুনি হবে,

৭. (কবর থেকে সবাইকে ওঠানোর জন্যে) সাথে সাথে আরেকটি ধাক্কা হবে;

৮. (এ অবস্থা দেখে) সেদিন মানুষের অন্তরসমুহ ভয়ে কম্পমান হবে,

৯. তাদের সবার দৃষ্টি হবে সেদিন নিম্নগামী (ও ভীত-সন্ত্রস্ত)।

১০. কাফেররা বলে, সত্যিই কি আমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে?

১১. আমরা পচে-গলে হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও ?

১২. তারা (এও) বলেছে, যদি আমাদের আগের জীবনে ফিরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে সেটা তো হবে খুবই লোকসানের বিষয়।

১৩. অবশ্যই তা হবে বড়ো ধরনের একটি গর্জন;

১৪. (এ গর্জন শেষ না হতেই দেখা যাবে,) তারা (কবর থেকে উঠে যমীনের ওপর) সমবেত হয়ে গেছে;

১৫. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মুসার কাহিনী পৌঁছেছে?

১৬. তাকে যখন তার মালিক পবিত্র তুয়া' উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন,

১৭. যাও ফেরাউনের কাছে, কারণ সে (তার মালিকের) বিদ্রোহ করেছে,

১৮. তাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি (ঈমান এনে) পবিত্র হতে চাও?

১৯. (তাকে এও বলো,) আমি তোমাকে তোমার মালিকের (কাছে পৌঁছার একটা) পথ দেখাতে পারি, এতে তুমি হয়তো তাঁকে ভয় করবে,

২০. অতঃপর সে তাকে (আমার পক্ষ থেকে) নবুওতের বড়ো একটি নিদর্শন দেখালো,

২১. কিন্তু সে (আমার নবীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো এবং সে (তার) বিরুদ্ধাচরণ করলো,

২২. অতঃপর (ষড়যন্ত্র করার মানসে) সে পেছনে ফিরে গেলো,

২৩. সে লোকজন জড়ো করলো এবং তাদের ডাক দিলো,

২৪. তারপর বললো, আমিই হচ্ছি তোমাদের সবচেয়ে বড়ো রব',

২৫. অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন;

২৬. অবশ্যই এমন সব লোকের জন্যে এতে শিক্ষার নিদর্শন রয়েছে যারা (আল্লাহ তা'আলাকে) ভয় করে,

২৭. (তোমরা বলো,) তোমাদের (দ্বিতীয় বার) সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন, না আকাশ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন? আল্লাহ তা'আলা তা বানিয়েছেন।

২৮. আল্লাহ তা'আলা (শূন্যের মাঝে) তা উঁচু করে রেখেছেন, অতঃপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন,

২৯. তিনি রাতকে (অন্ধকারের চাদর দিয়ে) ঢেকে রেখেছেন, আবার তা থেকে (আলো দিয়ে) দিনকে বের করে এনেছেন,

৩০. এরপর যমীনকে তিনি (বিছানার মতো করে) বিছিয়ে দিয়েছেন;

৩১. তা থেকে তিনি তার পানি ও তার উদ্ভিদরাজি বের করেছেন ,

৩২. তিনি পাহাড়সমূহ (যমীনের গায়ে পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছেন,

৩৩. তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ারদের উপকারের জন্যে;

৩৪. তারপর যখন বড়ো বিপর্যয় (তোমাদের সামনে) হাযির হবে,

৩৫. সেদিন মানুষ একে একে সব কিছুই স্মরণ করবে যা (সে দুনিয়ায়) করে এসেছে,

৩৬. সেদিন সে ব্যক্তি দেখতে পাবে, যার জন্যে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে।

৩৭. অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে,

৩৮. এবং (পরকালের তুলনায়) দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে,

৩৯. অবশ্যই এই জাহান্নাম হবে তার (একমাত্র) আবাসস্থল;

৪০. (আবার) যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে দাঁড়ানো (-র এ দিন)-কে ভয় করেছে এবং (এ ভয়ে) নিজের নফসকে কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছে,

৪১. অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা;

৪২. তারা তোমার কাছে জানতে চায় কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

৪৩.(তুমি তাদের বলে দাও,) সে সময়ের কথা বর্ণনা করার সাথে তোমার কি সম্পর্ক (তা তুমি জানবে কি করে)?

৪৪. তার (আগমনের) চূড়ান্ত (জ্ঞান একমাত্র) তোমার মালিকের কাছেই রয়েছে;

৪৫. তুমি হচ্ছো সে ব্যক্তির জন্যে সাবধানকারী, যে একে ভয় করে;

৪৬. যেদিন এরা কেয়ামত দেখতে পাবে, সেদিন (এদের মনে হবে) তারা এক বিকাল অথবা এক সকাল পরিমাণ সময় (দুনিয়ায়) অতিবাহিত করে এসেছে।

সুরা আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৪২, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. সে (নবী) ভ্রূকুঞ্চিত করলো এবং (বিরক্ত হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নিলো,

২. কারণ, তার সামনে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে;

৩. তুমি কি জানতে হয়তো সে (অন্ধ)-ই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতো,

৪. (কিংবা) সে উপদেশ গ্রহণ করতো, তা তার জন্যে হয়তো উপকারীও (প্রমাণিত) হতো;

৫. (অপরদিকে) যে (হেদায়াতের প্রতি) বেপরোয়াভাব দেখালো

৬. তুমি তার প্রতিই (বেশী) মনোযোগ প্রদান করলে;

৭. (অথচ) সে ব্যক্তি যে পরিশুদ্ধ হবে এটা তোমার দায়িত্ব নয়;

৮. (অপর দিকে) যে ব্যক্তি (পরিশুদ্ধির জন্যে) তোমার কাছে দৌড়ে আসে,

৯. এবং সে (আল্লাহকে) ভয় করে,

১০. তুমি তার থেকেই বিরক্ত হলে,

১১. কখনোই (এমনটি উচিত) নয়, এ (কোরআন) হচ্ছে একটি উপদেশ,

১২. যে চাইবে সে তা স্মরণ করবে।

১৩. যা সম্মানিত স্থান (লওহে মাহফুয)-এ (সংরক্ষিত) আছে,

১৪. উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও সমধিক পবিত্র,

১৫. এটি সংরক্ষিত থাকে মর্যাদাবান লেখকদের হাতে,

১৬. (তারা) মহান ও পুত চরিত্রসম্পন্ন;

১৭. মানুষের প্রতি অভিসম্পাত! কোন জিনিস তাকে অস্বীকার করালো;

১৮. আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তু থেকে তাকে পয়দা করেছেন;(সে কি দেখলো না?)

১৯. তিনি তাকে এক বিন্দু শুক্র থেকে পয়দা করেছেন, অতঃপর তিনি তার (দেহে সব কিছুর) পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন,

২০. অতঃপর তিনি তার চলার পথ আসান করে দিয়েছেন,

২১. এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দিয়েছেন, অতঃপর তাকে কবরে রেখেছেন,

২২. অতঃপর তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন;

২৩. কোনো সন্দেহ নেই, তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা সে পালন করেনি;

২৪. মানুষ তার আহারের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখুক (কতোগুলো স্তর অতিক্রম করে এই খাবার তার সামনে এসেছে),

২৫. আমি (শুকনো ভূমিতে) প্রচুর পরিমাণ পানি ঢেলেছি,

২৬. এর পর যমীনকে বিদীর্ণ করেছি,

২৭. (অতঃপর) তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যদানা,

২৮. আংগুরের থোকা ও রকমারি শাকসবজি,

২৯. (আরো উৎপন্ন করেছি) যয়তুন ও খেজুর(-সহ বিভিন্ন ধরনের ফলমুল),

৩০. (আরো রয়েছে) শ্যামল ঘন বাগান,

৩১. (তাতে) উৎপন্ন করেছি ফলমুল ও ঘাস,

৩২. (এ সবই) তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের উপকার ও উপভোগের জন্যে;

৩৩. অতঃপর যখন বিকট একটি আওয়ায আসবে (তখন এসব আয়োজন শেষ হয়ে যাবে),

৩৪. সেদিন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে পালাতে থাকবে,

৩৫. (পালাতে থাকবে) তার নিজের মা থেকে, নিজের বাপ থেকে,

৩৬. সহধর্মিনী থেকে, (এমন কি) তার ছেলেমেয়েদের থেকেও;

৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের জন্যেই পরিস্থিতি এমন (ভয়াবহ) হবে যে, তাই তার (ব্যস্ততার) জন্য যথেষ্ট হবে;

৩৮. কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হবে,

৩৯. তারা সহাস্য ও প্রফুল্ল থাকবে,

৪০. (অপর দিকে) সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা (কুৎসিত) হবে, তার ওপর (যেন) ধুলাবালি পড়ে থাকবে,

৪১. মলিনতায় তা (সমপুর্ণ) ছেয়ে যাবে,

৪২. এ লোকগুলোই হচ্ছে (কেতাব) অস্বীকারকারী এবং এরাই হচ্ছে পাপিষ্ঠ।

সুরা আত তাকওয়ীর

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২৯, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে,

২. যখন তারাগুলো সব খসে পড়বে,

৩. যখন পর্বতমালাকে (আপন স্থান থেকে) সরিয়ে দেয়া হবে,

৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীকে (নিজের অবস্থার ওপর) ছেড়ে দেয়া হবে,

৫. যখন হিংস্র জন্তুগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে,

৬. যখন সাগরসমুহকে (আগুন দ্বারা) প্রজ্বলিত করা হবে,

৭. যখন (কবর থেকে উত্থিত) প্রাণসমুহকে (তাদের নিজ নিজ) দেহের সাথে জুড়ে দেয়া হবে,

৮. যখন সদ্যপ্রসুত মেয়েটি জিজ্ঞাসিত হবে

৯. কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো,

১০. যখন আমলের নথিপত্র খোলা হবে,

১১. যখন আসমান খুলে দেয়া হবে,

১২. যখন জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে,

১৩. যখন জান্নাতকে (মানুষের) কাছে নিয়ে আসা হবে,

১৪. প্রত্যেক ব্যক্তিই (তখন) জানতে পারবে সে কি নিয়ে (আল্লাহ তা'আলার কাছে) হাযির হয়েছে;

১৫. শপথ সেসব তারকাপুঞ্জের যা (চলতে চলতে) গা ঢাকা দেয়,

১৬.(আবার) যা (মাঝে মাঝে) অদৃশ্য হয়ে যায়,

১৭. শপথ রাতের যখন তা নিশেষ হয়ে যায়,

১৮.(শপথ) সকাল বেলার যখন তা (দিনের আলোয়) নিশ্বাস নেয়,

১৯. এ কোরআন হচ্ছে একজন সম্মানিত (ও মর্যাদাসম্পন্ন) বাহকের (মাধ্যমে পৌঁছানো) বাণী,

২০ সে বড়ো শক্তিশালী, আরশের মালিক আল্লাহ তা'আলার কাছে তার অবস্থান (অনেক মর্যাদাপূর্ণ),

২১. যেখানে তাকে মান্য করা হয়, (অতঃপর) সে সেখানে গভীর আস্থাভাজনও;

২২. তোমাদের সাথী (কিন্তু) পাগল নয়, ২৩. সে তাকে স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে,

২৪. অদৃশ্য জগতের ব্যাপারে তিনি কখনো কার্পণ্য করেন না,

২৫. এটা কোনো অভিশপ্ত শয়তানের কথাও নয়,

২৬. অতএব তোমরা (কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে) কোন দিকে যাচ্ছো?

২৭. এটা সৃষ্টিকুলের জন্যে এক উপদেশ বৈ কিছুই নয়,

২৮. যে সঠিক পথ ধরে চলতে চায় (এটি শুধু) তার জন্যেই (উপদেশ);

২৯. (আসলে) তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না, হ্যাঁ চাইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।

সুরা আল এনফেতার

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১৯, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. যখন আসমান ফেটে পড়বে,

২. যখন তারাগুলো সব ঝরে পড়বে,

৩. যখন সাগরকে উত্তাল করে তোলা হবে,

৪. যখন কবরগুলোকে উপড়ে ফেলা হবে,

৫. (তখন) প্রতিটি মানুষই জেনে যাবে, সে (এখানকার জন্যে) কি পাঠিয়েছে এবং কি (এমন) কাজ সে রেখে এসেছিলো: (যার পাপ পূণ্য কেয়ামত পর্যন্ত তার হিসেবে এসে জমা হয়েছে)

৬. হে মানুষ, কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার মহামহিম মালিকের ব্যাপারে ধোকায় ফেলে রাখলো?

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাকে সোজা সুঠাম করেছেন এবং তোমাকে সুসমঞ্জস্য করেছেন,

৮. তিনি যেভাবে চেয়েছেন সে আংগিকেই তোমাকে গঠন করেছেন;

৯. না (এ কি!) তোমরা শেষ বিচারের দিনটিকেই অস্বীকার করছো!

১০(অথচ) তোমাদের ওপর অবশ্যই পাহারাদাররা নিযুক্ত আছে,

১১. এরা (হচ্ছে) সম্মানিত লেখক,

১২. যারা জানে তোমরা যা কিছু করছো।

১৩. নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা (সেদিন আল্লাহর) অসীম নেয়ামতে (পরমানন্দে) থাকবে,

১৪. আর অবশ্যই পাপী-তাপীরা থাকবে জাহান্নামে,

১৫. শেষ বিচারের দিন তারা (সবাই ঠিকমতো) সেখানে পৌঁছে যাবে।

১৬. সেখান থেকে তারা আর কোনোদিনই নিষ্কৃতি পাবে না;

১৭. তুমি (যদি) জানতে শেষ বিচারের দিনটি কি?

১৮. হ্যাঁ , (সত্যিই) যদি তোমরা সে দিনটির কথা জানতে;

১৯. যেদিন কোনো মানুষই একজন আরেক জনের কাজে আসবে না; আর সেদিন ফয়সালার সব ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে।

সুরা আল মোতাফফেফীন
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৩৬, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়,

২. যারা (অন্য) মানুষদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরোপুরি আদায় করে নেয়,

৩. (আবার) নিজেরা যখন (অন্যের জন্যে) কিছু ওযন কিংবা পরিমাপ করে তখন কম দেয়;

৪. এরা কি ভাবে না (এই অন্যায়ের বিচারের জন্যে) তাদের (সবাইকে একদিন কবর থেকে) তুলে আনা হবে?

৫. (তুলে আনা হবে) এক কঠিন দিবসের জন্যে,

৬. সেদিন(সমগ্র) মানব সমাজ সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে;

৭. জেনে রেখো, গুনাহগারদের আমলনামা রয়েছে সিজ্জীনে';

৮. তুমি কি জানো (সে) সিজ্জীনটা কি?

৯. (এটা হচ্ছে) সীল করা (একটা) খাতা;

১০. (সেদিন) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস অবধারিত,

১১. যারা শেষ বিচারের (এ) দিনটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে;

১২. (আসলে) সব সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউই (এ বিচার দিনটি)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে না,

১৩. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমুহ পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো হচ্ছে নিছক আগের কালের গল্পগাথা;

১৪. কখনো নয়, এদের কৃতকর্ম এদের মনের ওপর জং ধরিয়ে রেখেছে।

১৫. অবশ্যই এসব পাপী ব্যক্তিদের সেদিন (তাদের) মালিক থেকে আড়াল করে রাখা হবে;

১৬. অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে;

১৭. তারপর (তাদের) বলা হবে, এ হচ্ছে (সেই জাহান্নাম) যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে;

১৮. (হ্যাঁ ,)নেককার লোকদের আমলনামা রক্ষিত আছে ইল্লিয়্যীনে;

১৯. তুমি কি জানতে এ ইল্লিয়্যীন' (-এ রক্ষিত আমলনামা) কি?

২০.(এটা হচ্ছে) একটি সীল করা বই,

২১. আল্লাহ তা'আলার নিকটতম ফেরেশতারাই তা তদারক করেন;

২২. নিঃসন্দেহে নেককার লোকেরা মহা নেয়ামতে থাকবে,

২৩. এরা সুসজ্জিত আসনে বসে (সব) অবলোকন করবে,

২৪. এদের চেহারায় নেয়ামতের (তৃপ্তি ও) সজীবতা তুমি (সহজেই) চিনতে পারবে;

২৫. ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে এদের সেদিন বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে, ২৬.(পাত্রজাত করার সময়ই) কস্তুরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ (করে দেয়া হয়েছে); এতে (বিজয়ী হবার জন্যে) প্রতিটি প্রতিযোগীই প্রতিযোগিতা করুক;

২৭.(তাতে) তাসনীমের (ফল্গুধারার) মিশ্রণ থাকবে,

২৮.(তাসনীম) এমন এক ঝর্ণাধারা, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভকারীরাই সেদিন এ (পানীয়) থেকে পান করবে;

২৯. অবশ্যই তারা (ভীষণ) অপরাধ করেছে যারা (দুনিয়ায়) ঈমানদারদের সাথে বিদ্রূপ করতো,

৩০. তারা যখন এদের পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করতো, তখন এরা নিজেদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে চোখ টেপাটেপি করতো,

৩১. যখন এরা নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যেতো, তখন খুব উৎফুল্ল হয়েই সেখানে ফিরতো,

৩২. (তারা) যখন এদের দেখতো তখন একে অপরকে বলতো (দেখো), এরা হচ্ছে কতিপয় পথভ্রষ্ট (ব্যক্তি),

৩৩. (অথচ) এদেরকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি;

৩৪. (বিচারের পর) আজ ঈমানদার ব্যক্তিরাই কাফেরদের ওপর (নেমে আসা আযাব দেখে) হাসবে,

৩৫. (উচুঁ) উঁচু আসনে বসে তারা (এসব) দেখতে থাকবে;

৩৬. প্রতিটি কাফেরকে কি তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় দেয়া হবে না?

সুরা আল এনশেক্বাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২৫, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. যখন আসমান ফেটে যাবে,

২. সে তো তার মালিকের আদেশটুকুই (তখন) পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে,

৩. যখন এ ভূমন্ডলকে সম্প্রসারিত করা হবে,

৪.(মুহূর্তের মধ্যেই) সে তার ভেতরে যা আছে তা ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে,

৫. সেও (তখন) তার সৃষ্টিকর্তার আদেশটুকুই পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে;

৬. হে মানুষ, তুমি (এক) কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তোমার সৃষ্টিকর্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, অতঃপর তুমি (সত্যি সত্যিই) তাঁর সামনাসামনি হবে,

৭.(তোমাদের মধ্যে) যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে,

৮. তার হিসাব একান্ত সহজভাবেই গ্রহণ করা হবে,

৯. সে খুশীতে নিজ পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাবে:

১০. আর যার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে দেয়া হবে,

১১. সে তখন মৃত্যুকেই ডাকতে থাকবে,

১২. আর এভাবেই সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে;

১৩.(অথচ দুনিয়ায়) সে নিজ পরিবার পরিজনের মাঝে আনন্দে আত্মহারা ছিলো;

১৪. সে ভেবেছিলো, তাকে কখনো (তার মালিকের কাছে) ফিরতে হবে না,

১৫. হ্যাঁ,(আজ) তাই (হলো), তার মালিক (কিন্তু) তার সব কার্যকলাপ (পুংখানুপুংখভাবে) দেখছিলেন;

১৬. শপথ সান্ধ্যকালীন রক্তিম আভার,

১৭. এবং শপথ রাতের ও এর ভেতর যতো কিছুর সমাবেশ ঘটে তার,

১৮. এবং শপথ (ওই) চাঁদটির, যখন তা (ধীরে ধীরে) পুর্ণাংগ চাঁদে পরিণত হয়ে যায়,

১৯. তোমাদের অবশ্যই (দুনিয়ার) একটি স্তর অতিক্রম করে (মৃত্যুর) আরেকটি স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে;

২০. এদের হয়েছে কি? এরা কেন (মহান আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে না,

২১. আর এ কোরআন যখন এদের সামনে পড়া হয়, তখন (কেন মালিকের সামনে) এরা সাজদাবনত হয় না?

২২. এ অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে,

২৩. আর আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন এরা (এদের আমলনামায়) কি কি জিনিস জমা করে চলেছে?

২৪. (হে নবী,) তাদের সবাইকে তুমি এক যন্তণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও,।

২৫. তবে (হ্যাঁ ,) যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

সুরা আল বুরুজ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ২২, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. শপথ (বিশালকায়) গম্বুজবিশিষ্ট আকাশের,

২. (শপথ) সে দিনের যার আগমনের ওয়াদা করা হয়েছে,

৩. শপথ (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষীর, (শপথ সেই ভয়াবহ দৃশ্যের) এবং যা কিছু (তখন) পরিদৃষ্ট হয়েছে তার;

৪. (মোমেনদের জন্যে খাঁড়া) গর্তের মালিকদের ওপর অভিসম্পাত,

৫. আগুনের কুন্ডলী যা জ্বালানি দ্বারা পরিপুর্ণ ছিলো,

৬. (অভিসম্পাত,) যখন তারা তার পাশে বসা ছিলো,

৭. এ লোকেরা মোমেনদের সাথে যা করছিলো এরা তা প্রত্যক্ষ করছিলো;

৮. তারা এ (ঈমানদার)দের কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি যে, তারা এক পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো,

৯. ক(ঈমান এনেছিলো এমন এক সত্তার ওপর,) যার জন্যে (নিবেদিত) আসমানসমুহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব; আর আল্লাহ তা'আলা (তাদের) সব কয়টি কাজের ওপরই সাক্ষী;

১০. যারা মোমেন নর-নারীদের ওপর অত্যাচার করেছে অতঃপর তারা কখনো তাওবা করেনি, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠোর) আযাব এবং তাদের জন্যে আরো রয়েছে (আগুনে) জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার শাস্তি;

১১. (অপরদিকে) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান এনেছে এবং (ঈমানের দাবী অনুযায়ী) ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে এমন জান্নাত যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে; সেটাই (সেদিনের) সবচেয়ে বড় সাফল্য;

১২. নিঃসন্দেহে তোমার মালিকের পাকড়াও হবে ভীষণ শক্ত;

১৩. নিশ্চয়ই তিনি (যেমন করে) প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, (তেমনি করে) তিনি আবারও সৃষ্টি করবেন,

১৪. তিনি পরম ক্ষমাশীল, (তার সৃষ্টিকে) তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন,

১৫. তিনি সম্মানিত আরশের (একচ্ছত্র) অধিপতি,

১৬. তিনি যা চান তাই করেন;

১৭. তোমার কাছে কি কতিপয় (বিদ্রোহী) সেনাদলের কথা পৌঁছেছে?

১৮. ফেরাউন ও সামূদ (বাহিনীর কথা)!

১৯. এরা কোনোদিনই (সত্য) বিশ্বাস করেনি, বরং (তারা) মিথ্যা সাব্যস্তকরণে লেগেই ছিলো,

২০. (অথচ) আল্লাহ তা'আলা এদের সবদিক থেকে ঘিরে রেখেছেন;

২১. কোরআন (উন্নত ও) মহামর্যাদাসম্পন্ন (একটি গ্রন্থ);

২২. এক (মহা) ফলকে (এটা) সংরক্ষিত আছে।

সুরা আত তারেক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১৭, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. শপথ আসমানের, শপথ রাতের বেলায় আত্মপ্রকাশকারী (তারকা)-র,

২. তুমি কি জানো সে আত্মপ্রকাশকারী কি?

৩. তা হচ্ছে (একটি) উজ্জ্বল তারকা,

৪.(যমীনের) এমন একটি প্রাণীও নেই যার ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত নেই;

৫. মানুষ যেন (ভালো করে) দেখে, তাকে কোন জিনিস দিয়ে বানানো হয়েছে;

৬. বানানো হয়েছে সবেগে স্খলিত (এক ফোঁটা) পানি থেকে,

৭. যা বের হয়ে আসে (পুরুষদের) পিঠের মেরুদন্ড ও (নারীর) বুকের (পাঁজরের) মাঝখান থেকে;

৮.(এভাবে যাকে তিনি বের করে এনেছেন,) তিনি অবশ্যই তাকে পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন;

৯. সেদিন (তার) যাবতীয় গোপন বিষয় পরীক্ষা করা হবে,

১০.(যে এ দিনকে অস্বীকার করেছে সেদিন) তার কোনো শক্তিই থাকবে না, থাকবে না তার কোনো সাহায্যকারীও;

১১. বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ,

১২.(সেই বৃষ্টিধারায়) ফেটে যাওয়া যমীনের শপথ,

১৩. অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে (হক বাতিলের) পার্থক্যকারী (চূড়ান্ত) কথা,

১৪. তা অর্থহীন (কোনো কথাবার্তা) নয়;

১৫. এরা (আমার বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করছে,

১৬. আমিও (এদের ব্যাপারে) একটি কৌশল অবলম্বন করছি,

১৭. অতএব তুমি (আমার সে কৌশল দেখার জন্যে) কিছুদিন কাফেরদের অবকাশ দিয়ে রাখো।

সুরা আল আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১৯, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. (হে নবী,) তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো

২. যিনি (সৃষ্টিকুলকে) তৈরী করেছেন, অতঃপর (তাকে) সুবিন্যস্ত করেছেন,

৩. তিনি (সবকিছুর) পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অতঃপর তিনি (সবাইকে তাদের) পথ বাতলে দিয়েছেন,

৪. তিনি (ভূচরের জন্যে) তৃণাদি বের করে এনেছেন,

৫. অতঃপর তিনিই (তাকে এক সময়) খড়কুটায় পরিণত করেছেন;

৬. আমি (যে ওহী পাঠাবো) তা আমিই তোমাকে পড়িয়ে (তোমার অন্তরে গেঁথে) দেবো, অতঃপর তুমি আর (তা) ভুলবে না,

৭. অবশ্য আল্লাহ তা'আলা যদি চান (তা ভিন্ন কথা); তিনি প্রকাশ্য বিষয় জানেন, (জানেন) গোপন বিষয়ও;

৮. আমি তোমার জন্যে সহজ পদ্ধতিগুলোর সুযোগ করে দেবো,

৯. কাজেই তুমি (তাদের আল্লাহ তা'আলার কথা) স্মরণ করাতে থাকো, যদি স্মরণ করানো তাদের জন্যে উপকারী হয়;

১০. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তা'আলাকে) ভয় করবে সে (অবশ্যই এর থেকে) উপদেশ গ্রহণ করবে,

১১. আর যে পাপী ব্যক্তি সে তা এড়িয়ে যাবে, ১২. অচিরেই যে ব্যক্তি বিশালকায় আগুনে গিয়ে পড়বে,

১৩. অতঃপর সেখানে সে মরবে না, (বাঁচার মতো করে) সে বাঁচবেও না;

১৪. যে ব্যক্তি (হেদায়াতের আলোকে নিজের জীবন) পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে,

১৫. এবং সে নিজের মালিকের নাম স্মরণ করলো অতঃপর নামায আদায় করলো;

১৬. কিন্তু তোমরা তো (হামেশাই) দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকো,

১৭. অথচ আখেরাতের জীবনই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী;

১৮. নিশ্চয়ই এ (কথা) আগের (নবীদের) কেতাবসমুহে (মজুদ) রয়েছে,

১৯. (উল্লেখ আছে তা) ইবরাহীম এবং মুসার কেতাবসমুহেও।

সুরা আল গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২৬, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. তোমার কাছে কি (অপ্রতিরোধ্য ও চতুর্দিক) আচ্ছন্নকারী (বিপদের) কথা পৌঁছেছে?

২. (সে বিপদে) কিছু লোকের চেহারা হবে নিম্নগামী,

৩. (হবে) ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত,

৪. তারা (সেদিন) ঝলসে যাওয়া আগুনে প্রবেশ করবে,

৫. ফুটন্ত পানির (কুয়া) থেকে এদের পানি পান করানো হবে;

৬. খাবার হিসেবে কাঁটাবিশিষ্ট গাছ ছাড়া কিছুই তাদের জন্যে থাকবে না,

৭. এ (খাবার)-টি (যেমন) তাদের পুষ্ট করবে না, তেমনি (তা দ্বারা) তাদের ক্ষুধাও মিটবে না;

৮. (এর পাশাপাশি আবার) কিছু চেহারা থাকবে আনন্দোজ্জ্বল,

৯. সে (সেদিন) তার চেষ্টা সাধনার জন্যে ভীষণ খুশী হবে,

১০. (সে থাকবে) আলীশান জান্নাতে,

১১. সেখানে সে কোনো বাজে কথা শোনবে না;

১২. তাতে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা।

১৩. তাতে থাকবে (সুসজ্জিত) উঁচু উঁচু আসন,

১৪(সাজানো থাকবে) নানান ধরনের পানপাত্র,

১৫. (আরাম-আয়েশের জন্যে থাকবে) সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ,

১৬. (আরো থাকবে) উৎকৃষ্ট কার্পেটের বিছানা;

১৭. এরা কি উটনীটির দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!

১৮. আকাশের দিকে (দেখে না), কিভাবে তাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে!

১৯. পাহাড়গুলোর দিকে (দেখে না), কিভাবে (যমীনের বুকে) তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে!

২০. যমীনের দিকে (দেখে না), কিভাবে তাকে সমতল করে পেতে রাখা হয়েছে!

২১. তুমি তাদের (এ কথাগুলো) স্মরণ করাতে থাকো। তুমি তো শুধু একজন উপদেশদানকারী মাত্র;

২২. তুমি তো তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী (দারোগা) নও,

২৩. সে ব্যক্তির কথা আলাদা যে (এ হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং (যে আল্লাহকে) অস্বীকার করবে,

২৪. আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই বড়ো রকমের শাস্তি দেবেন;

২৫. অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আমার দিকে,

২৬. অতঃপর তাদের হিসাব নেয়া(-র দায়িত্ব থাকবে সম্পূর্ণ) আমার ওপর।

সুরা আল ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৩০, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. ভোরের শপথ,

২. শপথ দশটি (বিশেষ) রাতের,

৩. শপথ জোড় (সৃষ্টি)-এর ও বিজোড় (স্রষ্টা)-এর,

৪. শপথ রাতের যখন তা সহজে বিদায় নিতে থাকে,

৫. এর মধ্যে কি বিবেকবান লোকদের জন্যে কোনো শপথ রাখা হয়েছে?

৬. তুমি কি দেখোনি, তোমার মালিক আ'দ (জাতি)-এর লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?

৭. এরাম' গোত্র (ছিলো) উঁচু স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী,

৮. (জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে) জনপদে তাদের মতো কাউকেই (এর আগে) সৃষ্টি করা হয়নি,

৯. (উন্নত) ছিলো সামূদ, তারা (পাহাড়ের উপত্যকায়) পাথর কেটে (সুরম্য) অট্টালিকা বানাতো,

১০. (অত্যাচারী) ফেরাউন যে কীলক গেঁথে (শাস্তি) প্রদানকারী (যালেম) ছিলো,

১১. যারা দেশে দেশে (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ করেছে,

১২. তারা তাতে বেশী মাত্রায় (বিপর্যয় ও) অশান্তি সৃষ্টি করেছে,

১৩. অবশেষে তোমার প্রতিপালক তাদের ওপর আযাবের কোড়ার কষাঘাত হানলেন,

১৪. অবশ্যই তোমার মালিক (এদের ধরার জন্যে) ওঁত্ পেতে রয়েছেন;

১৫. মানুষরা এমন যে, যখন তার মালিক তাকে নেয়ামত (অর্থ সম্পদ) ও সম্মান দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, হ্যাঁ, আমার মালিক আমাকে সম্মানিত করেছেন;

১৬. আবার যখন তিনি (ভিন্নভাবে) তাকে পরীক্ষা করেন (এবং এক পর্যায়ে) তার রেযেক সংকুচিত করে দেন, তখন সে (নাখোশ হয়ে) বলে, আমার মালিক আমাকে অপমান করেছেন,

১৭. কখনো নয় (সত্যি কথা হচ্ছে), তোমরা এতীমদের সম্মান করো না,

১৮. মেসকীনদের খাওয়ানোর জন্যে তোমরা একে অপরকে উৎসাহ দাও না,

১৯. তোমরা মৃত ব্যক্তির (রেখে যাওয়া) ধন-সম্পদ নিজেরাই সব কুক্ষিগত করো,

২০. বৈষয়িক ধন-সম্পদকে তোমরা গভীরভাবে ভালোবাসো;

২১. কখনো নয়, তেমনটি কখনোই উচিত নয় (স্মরণ করো), যেদিন এ (সাজানো) পৃথিবীটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,

২২. (সেদিন) তোমার মালিক স্বয়ং আবির্ভূত হবেন, আর ফেরেশতারা সব সারিবদ্ধাবে দাঁড়িয়ে থাকবে,

২৩. সেদিন জাহান্নামকে (সামনে) নিয়ে আসা হবে, যেদিন প্রতিটি মানুষই (তার পরিণাম) বুঝতে পারবে, কিন্তু (তখন) এ বোধোদয় তার কী কাজে লাগবে?

২৪. সেদিন এ (হতভাগ্য) ব্যক্তি বলবে, কতো ভালো হতো যদি (আজকের) এ জীবনের জন্যে (কিছুটা ভালো কাজ) আমি আগে ভাগেই পাঠিয়ে দিতাম,

২৫. সেদিন আল্লাহ তা'আলা (এ বিদ্রোহীদের) এমন শাস্তি দেবেন যা অন্য কেউ দিতে পারবে না,

২৬. এবং তাঁর বাঁধনের মতো বাঁধনেও কেউ (পাপীদের) বাঁধতে পারবে না;

২৭. (নেককার বান্দাদের বলা হবে,) হে প্রশান্ত আত্মা,

২৮. তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্টচিত্তে ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে,

২৯. অতঃপর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও,

৩০. (আর) প্রবেশ করো আমার (অনন্ত) জান্নাতে।

সুরা আল বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২০, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. আমি শপথ করছি এ (পবিত্র) নগরীর,

২. এ নগরীতে তুমি (দায়দায়িত্বমুক্ত) একজন বাসিন্দা।

৩. আমি শপথ করছি (আদি) পিতা ও (তার ঔরস থেকে) যা সে জন্ম দিয়েছে (তাদের),

৪. আমি মানুষকে এক কঠোর পরিশ্রমের মাঝে পয়দা করেছি;

৫. এ মানুষ কি একথা মনে করে, তার ওপর কারোই কোনো ক্ষমতা চলবে না?

৬. সে বলে, আমি তো প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি;

৭. সে কি ভেবেছে তার এসব (কর্মকান্ড) কেউ দেখেনি?

৮. আমি কি (ভালোমন্দ দেখার জন্যে) তাকে দুটো চোখ দেইনি?

৯. আমি কি তাকে একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দেইনি?

১০. আমি কি তাকে (ন্যায় অন্যায়)দুটো পথ বলে দেইনি?

১১.(কিন্তু সে তো দুর্গম পথ) পার হওয়ার হিম্মত দেখায়নি,

১২. তুমি কি জানো সে দুর্গম পথটি কি?

১৩.ট(তা হচ্ছে) দাসত্বের শেকল খুলে (কাউকে মুক্ত করে) দেয়া,

১৪. দুর্ভিক্ষের দিনে কাউকে (কিছু) খাবার দেয়া,

১৫. নিকটতম কোনো আত্মীয় এতীমকে আহার পৌঁছানো,

১৬. কিংবা ধুলো লুণ্ঠিত কোনো মেসকীনকে কিছু দান করা;

১৭. অতঃপর তাদের দলে শামিল হয়ে যারা ঈমান আনবে এবং একে অপরকে ধৈর্য্যের অনুশীলন করাবে এবং একে অপরকে দয়া দেখানোর উপদেশ দেবে;

১৮.(সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে ডান দিকের (সৌভাগ্যবান লোক);

১৯. আর যারা অস্বীকার করেছে তারা হচ্ছে বাম দিকের ব্যর্থ লোক,

২০. যেখানে তাদের ওপর আগুনের শিখা ছেয়ে থাকবে।

সুরা আশ শামস

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১৫, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. শপথ সূর্যের এবং তার রৌদ্রচ্ছটার,

২. শপথ চাঁদের যখন সে (সূর্যের) পেছনে পেছনে আসে,

৩. শপথ দিনের যখন সে তাকে আলোকিত করে ফেলে,

৪. শপথ রাতের যখন সে তাকে ঢেকে দেয়,

৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর,

৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন তাঁর,

৭. শপথ মানব প্রকৃতির এবং যিনি তার যথাযথ বিন্যাস স্থাপন করেছেন তাঁর,

৮. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে তার পাপ (পথে গমন) ও (পাপ থেকে) বেঁচে থাকা(র জ্ঞান) প্রদান করেছেন,

৯. নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে সে-ই সফলকাম যে (পাপ থেকে দূরে থেকে) তাকে পরিশুদ্ধ করেছে,

১০. আর যে (ব্যক্তি পাপে নিমজ্জিত হয়ে) তাকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে,

১১. সামূদ জাতি তার অবাধ্যতার কারণে (আল্লাহর নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো,

১২. যখন তাদের বড়ো না-ফরমান ব্যক্তিটি ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠলো,

১৩.তখন আল্লাহর নবী তাদের বললো, এ হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো উটনী আর এ হচ্ছে তার পানি পান (করার জায়গা);

১৪. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো অতঃপর উটনীটিকে তারা হত্যা করে ফেললো, অতঃপর তাদের এ না-ফরমানীর কারণে তাদের মালিক তাদের ওপর মহা বিপর্যয় নাযিল করলেন, অতঃপর তিনি তাদের (মাটির সাথে) একাকার করে দিলেন,

১৫. (আর রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলা,) তিনি এসব ব্যাপারে (যে পাপিষ্ঠ) তার পরিণতির পরোয়া করেন না।

সুরা আল লায়ল
মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ২১, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. রাতের শপথ যখন তা (আঁধারে) ঢেকে যায়,

২. দিনের শপথ যখন তা (আলোয়) উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো,

৩. পুরুষ ও নারী যা তিনি সৃষ্টি করেছেন (তারও শপথ,)

৪. অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা (হবে) নানামুখী;

৫. অতএব যে (আল্লাহর পথে) দান করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে,

৬. ভালো কথাগুলো যে সত্য বলে মেনে নিয়েছে,

৭. অবশ্যই আমি তার আরামের পথে চলা সহজ করে দেবো;

৮. যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে,

৯. এবং যে ভালো কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে,

১০. অতএব আমি তার দুঃখ কষ্টের জন্যে (এ পথে) চলা সহজ করে দেবো,

১১. তার (রাশি রাশি) ধনসম্পদ তার কাজে লাগবে না যখন তার পতন হবে,

১২. অবশ্যই (মানুষকে) সঠিক পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব আমার ওপর,

১৩. দুনিয়া আখেরাতের (নিরংকুশ মালিকানা) আমারই জন্যে।

১৪. অতএব আমি তোমাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের ব্যাপারে সাবধান করছি,

১৫. নির্ঘাত পাপী ছাড়া অন্য কেউই সেখানে প্রবেশ করবে না,

১৬. যে (পাপী এ দিনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে;

১৭. যে (আল্লাহকে) বেশী বেশী ভয় করে তাকে আমি (এ থেকে) বাঁচিয়ে দেবো,

১৮. যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে (আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ) ব্যয় করেছে,

১৯. (অথচ) তোমাদের কারোই তাঁর কাছে এমন কিছু ছিলো না, (যার জন্যে) তোমাদের কোনো রকম প্রতিদান দেয়া হবে, ২০(হ্যাঁ, পাওনা) এটুকুই, সে শুধু তার মহান মালিকের সন্তুষ্টিই কামনা করেছে,

২১. শ(এ কারণে) অচিরেই তার মালিক (তার ওপর) সন্তুষ্ট হবেন।

সুরা আদ দোহা

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১১, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. শপথ আলোকোজ্জ্বল মধ্য দিনের,

২. শপথ রাতের (অন্ধকারের), যখন তা (চারদিকে) ছেয়ে যায়,

৩. তোমার মালিক (ওহীর সাময়িক বিরতিতে) তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাননি এবং তিনি তোমার ওপর অসন্তুষ্টও হননি;

৪. অবশ্যই তোমার পরবর্তীকাল আগের চেয়ে উত্তম;

৫. অল্পদিনের মধ্যেই তোমার মালিক তোমাকে (এমন কিছু) দেবেন যে, তুমি (এতে) খুশী হয়ে যাবে;

৬. তিনি কি তোমাকে এতীম অবস্থায় পাননি অতঃপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন,

৭. তিনি কি তোমাকে (এমন অবস্থায়) পাননি যে, তুমি (সঠিক পথের সন্ধানে) বিব্রত ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন,

৮. তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাননি, অতঃপর তিনি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন;

৯. অতএব তুমি কখনো এতীমদের ওপর যুলুম করো না;

১০. কোনো প্রার্থীকে কোনো সময় ধমক দিয়ো না;

১১. তুমি তোমার মালিকের অনুগ্রহসমুহ বর্ণনা করে যাও।

সূরা আল এনশেরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৮, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. (হে মোহাম্মদ,) আমি কি তোমার (জ্ঞান ধারণের) জন্যে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি?

২. (হ্যাঁ, অতঃপর) আমিই তো তোমার (ওপর) থেকে তোমার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি,

৩. (এমন এক বোঝা) যা তোমার পিঠ নুইয়ে দিচ্ছিলো,

৪. আমিই তোমার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি;

৫. অতঃপর কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে;

৬. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম;

৭. অতঃপর যখনি তুমি অবসর পাবে তখনি তুমি (এবাদাতের) পরিশ্রমে লেগে যাও,

৮. এবং সম্পূর্ণ নিজের মালিকের অভিমুখী হও।

সুরা আত তীন

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৮, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. শপথ তীন' ও যয়তুনে'র,

২. এবং শপথ সিনাই উপত্যকার,

৩. আরো) শপথ এ নিরাপদ (মক্কা) নগরীর,

৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে পয়দা করেছি,

৫. তারপর (তার অকৃতজ্ঞতার কারণেই) আমি তাকে সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষেপ করবো,

৬. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে এমন সব পুরস্কার, যা কোনোদিন শেষ হবে না;

৭. (বলতে পারো,) কোন জিনিস এরপরও তোমাকে শেষ বিচারের দিনটিকে মিথ্যা প্রতিপাদন করাচ্ছে?

৮. আল্লাহ তা'আলা কি সব বিচারকের (তুলনায়) শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

সুরা আল আলাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১৯ রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. (হে মোহাম্মদ), তুমি পড়ো, (পড়ো) তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,

২. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে,

৩. তুমি পড়ো এবং (জেনে রাখো) তোমার মালিক বড়োই মেহেরবান,

৪. তিনি (মানুষকে) কলম দ্বারাই (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিখিয়েছেন,

৫. তিনি মানুষকে (এমন সবকিছু) শিখিয়েছেন যা (তিনি না শেখালে) সে কখনো জানতে পারতো না;

৬. (আর) হ্যাঁ, এ মানুষটিই (বড়ো হয়ে) বিদ্রোহে মেতে ওঠে;

৭. সে দেখতে পায় তার যেন (এখন আর) কোনো অভাব নেই;

৮. অথচ (এ নির্বোধ ভেবে দেখে না,) একদিন তার মালিকের দিকেই (তার) প্রত্যাবর্তন হবে;

৯. তুমি কি সে (দাম্ভিক) ব্যক্তিটিকে দেখেছো যে তাকে বাধা দিলো

১০. (বাধা দিলো আল্লাহর) এক বান্দাকে যে নামায পড়ছিলো;

১১. তুমি কি দেখেছো, সে কি সঠিক পথের ওপর আছে,

১২. কিংবা সে কি (অন্যদের আল্লাহ তা'আলাকে) ভয় করার আদেশ দেয়?

১৩. সে ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি মনে করো যে (আল্লাহকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং (তাঁর থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়;

১৪. এ (দাম্ভিক) লোকটি কি জানে না আল্লাহ তা'আলা (তার সব কিছুই) পর্যবেক্ষণ করছেন;

১৫.(কিছুতেই) না, যদি সে (এ থেকে) ফিরে না আসে, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি সম্মুখভাগের চুলের গোছা ধরে হেঁচড়াবো,

১৬. (তুমি) কি জানো সে কে যার চুল ধরে আমি হেঁচড়াবো?) সে হচ্ছে (আমাকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী না-ফরমান ব্যক্তিটি,

১৭. সে (আজ বাঁচার জন্যে) তার সংগী-সাথীদের ডেকে আনুক,

১৮. আমিও তার জন্যে (আযাবের) ফেরেশতাদের ডাক দেবো,

১৯. কখনো নয়; তুমি কিছুতেই তার অনুসরণ করো না, তুমি (বরং) তোমার মালিকের সামনে সাজদাবনত হও এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করো।

সুরা আল ক্বাদর

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. আমি এ (গ্রন্থ)-টি নাযিল করেছি এক মর্যাদাপুর্ণ রাতে,

২. তুমি কি জানো সেই (মর্যাদাপুর্ণ) রাতটি কি?

৩. মর্যাদাপূর্ণ এ রাতটি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম;

৪. এতে (ফেরেশতা ও তাদের সর্দার) রূহ' তাদের মালিকের সব ধরনের আদেশ নিয়ে (যমীনে) অবতরণ করে,

৫. (সে আদেশ বার্তাটি হচ্ছে চিরন্তন) প্রশান্তি, তা উষার আবির্ভাব পর্যন্ত (অব্যাহত) থাকে।

সুরা আল বাইয়্যেনাহ

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ৮, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মাঝে যারা (আমার আয়াত) অস্বীকার করে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা কখনো ফিরে আসতো না,

২. (আর সে প্রমাণ হচ্ছে,) আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল (আসবে), যারা (এদের) আল্লাহর পবিত্র কেতাব পড়ে শোনাবে,

৩. এতে রয়েছে উন্নত (মুল্যবোধ) ও সঠিক বিষয়বস্তু;

৪. কেতাবধারী লোকেরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও বিভেদ এবং অনৈক্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে;

৫. (অথচ) এদের এ ছাড়া আর কিছুরই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও এবাদাত নিবেদিত করে নেবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে, (কেননা) এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান;

৬. আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মাঝে যারা (আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল কে) অস্বীকার করেছে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে থাকবে, সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল, এ লোকগুলোই হচ্ছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

৭. অন্যদিকে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তারাই হচ্ছে সৃষ্টিকুলের (মধ্যে) সর্বোৎকৃষ্ট;

৮. তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার রয়েছে (এমন এক) জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত থাকবে ঝর্ণাধারা, এরা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন, তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট হবে; এটা এ জন্যে যে, সে তার মালিককে (যথাযথ) ভয় করেছে।

সুরা আয যেলযাল

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ৮, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. যখন ঝাঁকুনি দিয়ে পৃথিবীকে তার (প্রবল) কম্পনে কম্পিত করা হবে,

২. এবং পৃথিবী যখন তার (এবং মানুষের কৃতকর্মের) বোঝা বের করে দেবে,

৩. তখন মানুষরা (হতভম্ব হয়ে) বলতে থাকবে, তার এ কী হলো (সে সব কিছু উগরে দিচ্ছে কেন)?

৪. সেদিন সে (তার সব কিছু) খুলে খুলে বর্ণনা করবে,

৫. কেননা তোমার রবই তাকে এ (কাজে)-র আদেশ দেবেন;

৬. সেদিন মানব দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে, যাতে করে তাদেরকে তাদের কর্মকান্ড দেখানো যায়;

৭. অতএব যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ কোনো ভালো কাজ করবে (সেদিন) তাও সে দেখতে পাবে;

৮. (ঠিক তেমনি) কোনো মানুষ যদি অণু পরিমাণ খারাপ কাজও করে, তাও সে (সেদিন তার চোখের সামনে) দেখতে পাবে।

সুরা আল আ'দিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১১, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. শপথ (সেই) দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোর, যারা (ঊর্ধ্বশ্বাসে) শব্দ করতে করতে দৌড়ায়,

২. শপথ সেসব সাহসী ঘোড়ার, যাদের খুরে অগ্নিস্ফুলিংগ বের হয়,

৩. শপথ এমন সব ঘোড়ার যারা প্রত্যূষে ধ্বংসলীলা ছড়ায়,

৪. অতঃপর তারা বিপুল পরিমাণ ধুলা উড়ায়,

৫. শত্রুশিবিরে পৌঁছে তারা তা ছিন্নভিন্ন করে দেয়,

৬. মানুষ সত্যিই তার মালিকের ব্যাপারে বড়োই অকৃতজ্ঞ,

৭. সে (তার) এ (অকৃতজ্ঞ আচরণ)-এর ওপর (নিজেই) সাক্ষী হয়ে থাকে,

৮. অবশ্য সে (মানুষটি) ধন-দৌলতের মোহেই বেশী মত্ত;

৯. সে কি (একথা) জানে না, কবরের ভেতর যা কিছু আছে তা যখন উত্থিত হবে।

১০.(মানুষের) অন্তরে যা (ছিলো তখন) তা প্রকাশ করে দেয়া হবে,

১১. এদের (সবার) সম্পর্কে তাদের মালিকই সবচেয়ে ভালো জানবেন।

সুরা আল ক্বারিয়াহ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ১১, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. এক মহা (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) দুর্যোগ!

২. কি সে মহাদুর্যোগ?

৩. তুমি জানো সে মহাদুর্যোগটা কি?

৪. (এ হচ্ছে এমন একদিন,) যেদিন মানুষগুলো পতংগের মতো (ইতস্তত) বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে,

৫. পাহাড়গুলো রঙ বেরঙের ধুনা তুলার মতো হবে;

৬. অতঃপর যার ওযনের পাল্লা ভারী হবে,

৭. সে (অনন্তকাল ধরে) সুখের জীবন লাভ করবে;

৮. আর যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে,

৯. হাবিয়া দোযখই হবে তার (আশ্রয়দায়িনী) মা,

১০. তুমি কি জানো সে (ভয়াল আযাবের গর্ত)টি কি?

১১. তা হচ্ছে প্রজ্বলিত আগুনের এক (বিশাল) কুন্ডলী।

সুরা আত তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৮, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. অধিক (সম্পদ) লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদের গাফেল করে রেখেছে,

২. এমনি করেই (ধীরে ধীরে) তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে;

৩. এমনটি কখনো নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে,

৪. কখনো নয়, তোমরা অতি সত্বরই (এর পরিণাম) জানতে পারবে;

৫. (কতো ভালো হতো!) যদি তোমরা সঠিক জ্ঞান কি তা জানতে পারতে;

৬. অবশ্যই তোমরা (সেদিন) জাহান্নাম দেখবে,

৭. অতঃপর তোমরা অবশ্যই তোমাদের নিজ চোখে তা দেখতে পাবে,

৮. অতঃপর (আল্লাহ তা'আলার অগণিত) নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে।

সুরা আল আসর

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৩, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. সময়ের শপথ,

২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত) আছে,

৩. সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তা'আলার ওপর) ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।

সুরা আল হুমাযাহ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৯, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে (সামনে পেছনে মানুষদের) নিন্দা করে,

২. যে (কাঁড়ি কাঁড়ি) অর্থ জমা করে এবং (যথাযথভাবে) তা গুনে গুনে রাখে,

৩. সে মনে করে, (তার এ) অর্থ তাকে (এ দুনিয়ায়) স্থায়ী করে রাখবে;

৪. বরং নির্ঘাত অল্পদিনের মধ্যেই সে চূর্ণ বি চূর্ণকারী আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে,

৫. তুমি কি জানো, বিচূর্ণকারী আগুন কেমন?

৬. (এ হচ্ছে সম্পদলোভীদের জন্যে) আল্লাহ তা'আলার প্রজ্বলিত এক আগুন,

৭. যা (এতো মারাত্মক যে তার দহন) মানুষের হৃদয়ের ওপর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে;

৮. (গর্ত বন্ধ করে) তাদের ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে,

৯. উঁচু উঁচু থামের মধ্যে (তা গেড়ে) রাখা হবে।

সুরা আল ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. তুমি কি দেখোনি তোমার মালিক (কা'বা ধ্বংসের জন্যে আগত) হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন?

২. তিনি কি তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাত্ করে দেননি?

৩. এবং তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে) আবাবীল পাখী পাঠিয়েছেন,

৪. এ পাখীগুলো তাদের ওপর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করছিলো ?

৫. (অতঃপর) তিনি তাদের জন্তু জানোয়ারের চর্বিত (ঘাস পাতা)-এর মতো করে দিলেন।

সুরা কোরায়শ

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৪, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. (কা'বার পাহারাদার)কোরায়শ বংশের প্রতিরক্ষার জন্যে

২. তাদের প্রতিরক্ষা শীত ও গরমকালের সফরের জন্যে,

৩. তাদের এ ঘরের মালিকেরই এবাদাত করা উচিত,

৪. যিনি ক্ষুধায় তাদের খাবার সরবরাহ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।

সুরা আল মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৭ , রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. তুমি কি সে ব্যক্তির কথা (কখনো) ভেবে দেখেছো, যে শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করে,

২. এ তো হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে (নিরীহ) এতীমকে গলাধাক্কা দেয়,

৩. মেসকীনদের খাবার দিতে কখনো সে (অন্যদের) উৎসাহ দেয় না;

৪.(মর্মান্তিক) দুর্ভোগ রয়েছে সেসব (মোনাফেক) নামাযীর জন্যে,

৫. যারা নিজেদের নামায থেকে উদাসীন থাকে,

৬. তারা কাজকর্মের বেলায় শুধু প্রদর্শনী করে,

৭. এবং ছোটোখাটো জিনিস পর্যন্ত (যারা অন্যদের) দিতে বারণ করে।

সুরা আল কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৩, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১.(হে নবী,)আমি অবশ্যই তোমাকে (নেয়ামতে পরিপূর্ণ) কাওসার দান করেছি;

২. অতএব তোমার মালিককে স্মরণ করার জন্যে তুমি নামায পড়ো এবং (তাঁরই উদ্দেশ্যে) তুমি কোরবানী করো;

৩. অবশ্যই (যে) তোমার নিন্দুক সেই হবে শেকড়-কাটা (অসহায়)।

সুরা আল কাফেরূন

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৬, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১.(হে নবী,) তুমি বলে দাও, হে কাফেররা,

২. আমি (তাদের) এবাদাত করি না যাদের এবাদাত তোমরা করো,

৩. না তোমরা (তাঁর) এবাদাত করো যার এবাদাত আমি করি,

৪. এবং আমি (কখনোই তাদের) এবাদাত করবো না যাদের তোমরা এবাদাত করো,

৫. না তোমরা কখনো (তাঁর) এবাদাত করবে যাঁর এবাদাত আমি করি;

৬. (অতএব) তোমাদের পথ তোমাদের জন্যে আর আমার পথ আমার জন্যে।

সুরা আন নাসর

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ৩, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসবে,

২. তখন মানুষদের তুমি দেখবে, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে,

৩. অতঃপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা করো এবং তাঁর কাছেই (গুনাহ খাতার জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী (পরম ক্ষমাশীল)।

সুরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. (ইসলাম বিরোধিতার কারণে) আবু লাহাবের (দুনিয়া আখেরাতে) দুটো হাতই ধ্বংস হয়ে যাক ধ্বংস হয়ে যাক সে নিজেও;

২. তার ধন সম্পদ ও আয় উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না;

৩. বরং (তা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে,) সে অচিরেই আগুনের লেলিহান শিখায় প্রবেশ করবে,

৪. (সাথে থাকবে) জ্বালানি কাঠের বোঝা বহনকারী তার স্ত্রীও;

৫. (অবস্থা দেখে মনে হবে) তার গলায় যেন খেজুর পাতার পাকানো শক্ত কোনো রশি জড়িয়ে আছে।

সুরা আল এখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৪, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১.(হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক একক,

২. তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন,

৩. তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি,

৪. আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।

সুরা আল ফালাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৫, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১.(হে নবী,) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় চাই,

২.(আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিসের) অনিষ্ট থেকে,

৩. আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে সংঘটিত) অনিষ্ট থেকে, (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়,

৪.(আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,

৫. হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি তোমার আশ্রয় চাই) যখন সে হিংসা করে।

সুরা আন নাস

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৬, রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলার নামে

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের মালিকের কাছে,

২. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (আসল) বাদশাহের কাছে,

৩. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (একমাত্র) মাবুদের কাছে,

৪. (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়ে) গা ঢাকা দেয়,

৫. যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়,

৬. জ্বিনদের মধ্য থেকে (হোক বা) মানুষদের মধ্য থেকে হোক (তাদেরঅনিষ্ট থেকে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই)।

কোরআন তেলাওয়াতের শেষে এই দোয়াটি পড়বে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

‘হে আল্লাহ! আমার কবরে আমার একাকিত্বের ভয়াবহতার সময় তুমি আমাকে (কোরআনের আলো দিয়ে) প্রশান্তি দান করো| হে আল্লাহ, কোরআন দিয়ে তুমি আমার ওপর দয়া করো, কোরআনকে তুমি আমার জন্যে ইমাম, নুর, পথ প্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দিয়ো| হে আল্লাহ! আমি এর যা কিছু ভূলে গেছি তা তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ো, যা কিছু আমি আমার জ্ঞান থেকে হারিয়ে ফেলেছি তা তুমি আমায় জানিয়ে দিয়ো| আমাকে দিবানিশি এর তেলাওতের তাওফীক দিয়ো| হে সৃষ্টিকূলের মালিক! তুমি এই কেতাবকে আমার জন্যে চূড়ান্ত দলীল বানিয়ে দিয়ো|‘ আমীন!

হে আল্লাহ ! যারা এই কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে তুমি তাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করো। আমীন

If you encounter any spelling mistake (though every effort has been made to avoid them) please send an email to info@quraneralo.com

If you can't see bangle fon't CLICK HERE!